শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সাধনের প্রগতি এবং সাধ্য নির্ণীতি বিচার

সমুদ্র মন্থন আরম্ভ হইয়াছে। মন্থনের প্রগতি চলিয়াছে। অমৃতের আশা বাসা করিয়াছে সুরাসুর সকলের মনে। প্রথমেই উঠিল বিষ। তার গন্ধে দিগন্ত রুদ্ধ, সুরাসুরগণ ক্ষুব্ধ, ভীত ও সন্ত্রস্থ, মন্থন স্তব্ধ। মন্থনে নিরস্থমতিগণ বিষ লইয়াই ব্যস্ত সমস্ত ও পরাস্তমতি। কাজেই মন্থনের গতি নিরস্থ। অজিত ভগবানের আদেশে আশীবিষভূষণ শিব বিষ পান করিলেন। তাহাতে তাঁহার নাম হইল নীলকণ্ঠ। সুস্থ হইলেন সুরাসুরগণ। পুনশ্ছ মন্থনে আসিল মনোনিবেশ। মধুর পরিবেশে অধিবেশনের ন্যায় সকলের মনে উৎসাহের সমাবেশ দেখা দিল। উদ্যমের বিকাশে বিক্রম প্রকাশ পাইতে লাগিল। উঠিতে লাগিল একে একে লোভনীয় বস্তু অশ্ব গজ ধেনু মণি বারুণীকন্যা ইত্যাদি। নিজ নিজ প্রয়োজন বোধে নির্ব্বিরোধে সুরাসুরগণ তাহা গ্রহণ করিলেন। ইন্দ্র লইলেন ঐরাবত গজ, বলি উচ্চৈশ্রবা অশ্ব, ঋষিগণ কামধেনু, বিষ্ণু লইলেন কণ্ঠভূষণ রূপে কৌস্তুভমণি এবং অসুরগণ ইন্দ্রিয়তর্পণ যজ্ঞের জন্য লইলেন যৌবনোদ্ভিন্না লাবন্যবন্যাসম্পন্না বারুণী কন্যাদিগকে। সকলেই রুচিপর স্বার্থপর বিজ্ঞবর। একই সাধনে ভিন্নরুচি ভিন্নসত্ত্বেরই অভিব্যক্তি বিশেষ মাত্র। সত্ত্বভেদে রুচিভেদ ও ধর্ম্ম কর্ম্ম ভেদ বিদ্যমান। মন্থনে গতি প্রবল। বিষ্ণু শক্তিরূপে সুরাসুর বাসুকীতে অধিষ্ঠিত তাই সকলে সবল। সবলের সাধনে প্রগতি প্রবল হইয়া থাকে। এবার উঠিলেন রমাদেবী। তাহাকে দেখিয়াই সকলে অবাক্ নিষ্পলক। তাঁহার প্রাপ্তির জন্য সকলে পাগলপারা, কর্ত্তব্যহারা, সৃষ্টিছাড়া চিন্তাধারা তাহাদের অন্তরে প্রবাহমানা। রমা তাহাদের কাহাকেও চান না কিন্তু তাহারা সকলেই তাঁহাকে পাইতে চান। এই রসাভাসের প্রবল বাতাসে ভাসিয়া চলিয়াছে বিশ্ব সংসার। রমাতো অমৃত নহেন, তবে তাঁহার জন্য মন্থন বন্ধ করা উচিত নহে। সেখানে প্রগতি নাই কেন? যেহেতু অবান্তর সাধ্যে মন আকৃষ্ট। তাই সাধন নিরস্ত বন্ধ। এসকলই সাধনে বিড়ম্বনা মাত্র। বহু বরমন্যদের ব্যবসা দেখিয়া রমা হইলেন স্বয়ম্বরা। তাঁহার অভিষেক কার্য্যক্রম মহাসমারোহে চলিল। সকলেই একার্য্যে আনুকূল্য করিয়া চলিয়াছেন কিন্তু মনের ভাবনা ভাল নয়। মনকলা খাইতেছেন সকলে একধ্যানে একজ্ঞানে। অনুপমধামা রমা বামা হইলে কেহই কমা থাকিবে না। তাঁহার কথামৃত অধরামৃত তথা সঙ্গামৃতের প্রত্যাশায় অমৃতাশা অন্তর্ধান করিয়াছে। যথা দানের মহত্ব শুনিয়া ভগবদ্ধ্যান ছাড়িয়া ছুটিয়া চলে পবন গতিতে সাধননিষ্ঠাহারা। অভিষেক কার্য্য সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইল। এবার বরণের পালা। বরণমালা হস্তে রমা বর অন্বেষণে চলিলেন। তিনি যাঁর কাছে যান তাঁর বদন মদনশোভা ধারণ করে আর যাঁহাকে ত্যাগ করেন তাঁর গর্ব্ব পর্ব্বত ধরাশায়ী হয়। রমা কিন্তু নির্ব্বিচারে যে সে পতি চান না। তিনি অবর বর্ব্বরকে ত্যাগ করতঃ প্রবরকে বরণ করিতে চান। তিনি সকল দোষমুক্ত, সকল সদগুণযুক্ত, সমর্থ তথা সকলেরই সাধ্য ও বরেণ্য আরাধ্যকেই বর করিতে চান। রমা বুদ্ধিমতী তাই তাঁহার স্বায়ম্বর কৃতিতে আছে কৃতিত্বের সম্পূর্ণ পরিচয় অভ্যুদয়। বিচারে সুরাসুরগণ ত্যক্ত হইলেন। কারণ তাহারা মনঃপূত বর নহেন। তাঁহাদের চরিত্র দোষগুণযুক্ত। কোন বুদ্ধিমতী চায় কপট লম্পট পণ্ডিতকে বর করিতে? কে চায় নির্ধন সুন্দরকে প্রিয় করিতে? কেই বা চায় দুঃশীল আয়ূস্মানকে পতি করিতে? কে চায় কৃপণকে আপন করিতে?

ধর্ম্ম অর্থ বল কীর্ত্তি পরমায়ুহীন।
রমাপতিযোগ্য কভু নহে কদাচন।
কামবশ ক্রোধবশ অপযশে হত।
সোমা রমা পতিত্বে যে সর্ব্বদা বর্জ্জিত।।
অকাম তো রমাপতি হইবারে নারে।
মর্ত্ত্য, অমঙ্গলশীলে কে বা পতি করে।।
ত্যাগীগলে মালা দিলে বাড়ে দুঃখজ্বালা।
নিষ্ঠুরের জায়া হলে বসে দুঃখমেলা।।
লম্পটের পত্নীমুখে পড়ে চুনকালি।
কপটের পত্নী মাথে উঠে দুঃখডালি।।
মহতের কামিত্ব সুশ্রীমুখে শ্বেতিসম।
তপস্বীর ক্রোধ দুধে সুরা বিন্দু যেন।।
পরাপেক্ষী পতি হলে সতী দুঃখে মরে।
দুঃসঙ্গী তো রমাপতি হইবারে নারে।।
দৈত্যপতি রমা নাহি বরে কোনকালে।
নিষ্কাম রতি বিমুখ জান সর্ব্বকালে।।
নীতিহীন পতি হলে বাড়ে বিড়ম্বনা।
প্রীতিহীন পতিধর্ম্মে কেবল যন্ত্রণা।।
স্বার্থপর পতি সঙ্গে অনর্থ সম্বল।
মৎসরী পতি সম্বন্ধে ঝরে নেত্রজল।।
ক্ষমাহীন পতি রমাপতিত্বে যে কমা।
শৌচহীন পতি নাহি বরে কভু সোমা।।

বীর্য্যহীন পতি নাহি হয় মনোরম।
কীর্ত্তিহীন পতি সঙ্গ কারাবাস সম।।
ধর্ম্মহীন পতি সাধ্বীধর্ম্ম শর্ম্ম হরে।
আয়ুহীন পতি বৈধব্যদশা বিস্তরে।।
সৌহার্দ্দ্যবর্জ্জিত পতি সৌজন্যবিহীন।
সৌখিন্যরহিত পতি কুলিনত্বে হীন।।
কাল মায়া কর্ম্ম মৃত্যুবশ পতি নয়।
অতএব রমা তারে পতিত্বে না লয়।।
জ্ঞানী গুণী মানী দানী বিধানী কুলীন।
বৈষ্ণব সুশীল পতিযোগ্য প্রেমাধীন।।
অনুপম অনুত্তম অভিরাম যিনি।
সর্ব্বারাধ্য সনাতন হন রমাজানি।।
সর্ব্বসদ্‌গুণসম্পন্ন সর্ব্বদোষমুক্ত।
রমা পতিত্বে কেবল বিষ্ণু উপযুক্ত।।
অশোক অভয়ামৃত ঈশ্বর সর্ব্বদা।
রমাপতি যোগ্য হয় ইথে নাহি দ্বিধা।।

রমা উপস্থিত হইলেন চরাচরপ্রকাশ বিষ্ণুর সকাশে। দৃষ্টিপূত সৌন্দর্য্যের সিন্ধু, মনঃপূত গুণের সাগর, অত্যদ্ভূত চরিত্রের পারাবার হইলেন বিষ্ণু। বিষ্ণুই বাস্তবিক পতিত্বের পরম অধিকারী। তাঁহাকে পতি না করিলে সতীত্বের অস্তিত্ব সমূলে যায় রসাতলে। পতিতের পতিত্ব থাকিতে পারে না। তাই নীতি শাস্ত্র বলিয়াছেন পতিঞ্চ পতিতং ত্যজেৎ। দেবতাগণ কি পতিত? দেবতাগণ কেন যাঁহারাই রমার পতিত্বের প্রত্যাশী তাঁহারাই পতিত জানিবেন।

নিরুপাধিক দাসত্বধর্ম্মে পতিত্ব বা প্রভুত্বের কোন প্রকার প্রতিপত্তি নাই। আর পরমুখাপেক্ষীগণ প্রভু নহেন ভিখারী।

প্রত্যাশা থাকে অপূর্ণতায়। অপূর্ণ বলিয়াই সুরাসুরগণ প্রত্যাশী, অপ্রতিষ্ঠিত, গুরুত্ব বর্জ্জিত অতএব লঘুসংজ্ঞক। অপেক্ষা সেখানেই যেখানে থাকে অক্ষমতা। পক্ষে বিষ্ণু পূর্ণ, প্রত্যাশামুক্ত, প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষাশূণ্য, কেবল স্বভাব বৈভবে সম্পূর্ণ। বিষ্ণু সুরাসুরদেরও পতি গতি পূজ্য আরাধ্য স্বরূপ। তাঁহারা বিষ্ণুশক্তিতেই শক্তিমান। তাহাদের কৃতিত্ব বিষ্ণু কর্ত্তৃত্বেরই অভিব্যক্তি মাত্র। অন্যের ভগবত্ত্বা কৃষ্ণ দত্ত সত্ত্বা। বিষ্ণুর ভগবত্ত্বা নিত্যযোগে স্বতঃসিদ্ধ। তিনি কখনও কোন কারণ বশতঃ স্বভাবচ্যুত হন না। তাই তিনি অপতিত অতএব পূজ্য মান্য বরেণ্য ও শরণ্য। রমা বিচার পূর্ব্বক বিষ্ণুকেই পতিত্বে বরণ করিলেন। ইহাই পতি নির্ণয় পদ্ধতি। এরহস্য যাঁহারা জানেন না তাঁহারা অবশ্য কাল যম মৃত্যু বশ্য ও শাস্য। তাঁহাদের বুদ্ধি শুদ্ধি বর্জ্জিত।

এতকাল মন্থন বন্ধ। এইরূপেই অবান্তর আগন্তুক সাধ্যের মোহে কত সাধকের কত জীবন যে কত প্রকারে অতিবাহিত হইয়াছে তাহার কোন ইয়ত্বা নাই। অতঃপর অমৃতের ধ্যান আসিল। তৎপর হইলেন সকলে। মন্থনের গতি বাড়িল। সর্ব্বশেষে বৈদ্যপতি ধন্বন্তরি অমৃত কলশ হস্তে উত্থিত হইলেন। অমৃতই বাস্তব সাধ্য কিন্তু তাহা প্রাপ্তির জন্য লড়াই আরম্ভ হইল। মন্থন সমাপ্ত কিন্তু যার জন্য মন্থন তাহাকে লইয়াই কলহ কোলাহল। এই ভাবেই তো সাধক জীবন কোলাহল পূর্ণ। সকলেই চায় সর্ব্বস্ব। সাধ্য পাইয়া হইয়া উঠে স্বার্থপর, অবাধ্য, আরাধ্যমন্য ও স্বেচ্ছাচারী। কেহই কাহাকেও ভাগ দিতে চায় না। আত্মীয়তা ভূলে যায়, মন থেকে উড়ে যায় সৌহার্দ্দ্য, জুড়ে বসে কার্পণ্যদোষ, ছুড়ে ফেলে সম্বন্ধ, গলে পরে মায়াবন্ধন। একার্য্যে মিত্রকে শত্রু মনে করে। হুড়াহুড়ি কাড়াকাড়িতে বাড়িয়া যায় অশান্তি ক্লান্তি ও ভ্রান্তির জড়াজড়ি। এভাবে সাধ্য অমৃত পানে থাকে বিরতি। সকলের সাধনে প্রাপ্ত সাধ্যকে সকলে সমান ভাবে পাইতে চায় না, পাইতে চাই একক ভাবে। পৈত্রিক দৈবিক সম্পত্তির একক মালিকানা লইয়াই তো যত কলহ মনোমালিন্য মামলা মকর্দ্দমা মারামারি কাটাকাটি বিশ্বজুড়ে চলিয়াছে। আসিলেন মোহিনী। তাঁহার মোহে পড়িলেন সুরাসুরগণ। অমৃত বন্টনের জন্য তাহারা জানাইলেন। মোহিনী কপট পরিচয় দিয়া সে কার্য্যে তাঁহার স্বেচ্ছাচারিতার অনুমোদন করাইয়া লইলেন। উপবাস অর্চ্চনাদি হইয়া গেল। সারি সারি বসিলেন সুরাসুরগণ। মোহিনী অমৃত লইয়া আসিলেন। তিনি বিচার পূর্ব্বক অসুরগণকে বঞ্চনা করতঃ দেবগণে অমৃত বন্টন করিয়াই অন্তর্ধান করিলেন। দেবতাদের মধ্যে জয় জয়কার আর অসুরদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। কি হইল? কর্ম্ম করে সকলে কিন্তু সৎফল পায় সাধু ভক্তগণ। সৎফলে বঞ্চিত হয় অসৎগণ। তাঁহাদের সৎফলে অধিকার নাই।কারণ তাহারা অসৎ। সৎফল তাঁহাদের প্রাপ্য নহে। অসৎ অবান্তর ফলেই তাঁহাদের অধিকার। অসৎ হইয়া সৎফলের কামনা ধৃষ্টতা মাত্র। আমের রস খায় মানুষ আর আঁটিখোশা খায় পশু। তাহাই তাহার প্রাপ্য খাদ্য। কর্ম্মকর্ত্তা জীব আর ফল দাতা বিচার কর্ত্তা ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ। অসৎকর্ম্মের ফল কখনই সৎ হইতে পারে না। অসৎকর্ম্ম কি? যাহা ভগবদ্ভাব বর্জ্জিত। ভগবদ্ভাবশূণ্য হইলে কর্ত্তাও অসতে গণ্য হয়। এইভাবেই সমুদ্র মন্থনের মাধ্যমে সাধককে

ভগবৎসাধনের প্রগতি ও সাধ্য প্রাপ্তির নিদর্শনা দিয়াছেন। সাধনের প্রগতিতে বহু অবান্তর সাধ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলেও তাহাতে আকৃষ্টি সাধকজীবনে আনয়ন করে বিড়ম্বনা। শিব গড়িতে বানরগড়া হয়। মণির অন্বেষণে ফণীর দংশনে প্রাণ যায়। কৃষ্ণপ্রেম সাধিতে যাইয়া কামিনীর কাম মানুষকে যমপুরীতে পৌঁছাইয়া দিয়া থাকে। কৃষ্ণনামে কৃষ্ণকামে ও ধামে মন বসে না। মন রসিয়া বসিয়া থাকে কামিনীর কামে ও ধামে। এই অবান্তর সাধ্যেই সাধন প্রগতি সৃতিহারা। সাধনের প্রগতি যদি আগন্তুক সৃতিতে মিশিয়া যায় তবে প্রকৃত সাধ্য প্রাপ্তি অসাধ্য হয়। হরিনাম হরিপূজা করিতে করিতে দৈবক্রমে হরিণশিশুতে রতি মতি অবশেষে মৃত্যুতে তদ্‌গতি ভরতরাজের জীবনকে বিশেষ ভাবে বিড়ম্বিত করে। সাধন ভজন প্রগতি হরিকে ছাড়িয়া হরিণকে ধরিলেই সর্ব্বনাশ। তজ্জন্যই সাধু সাবধান। অহো ভজনের প্রগতি ভরতকে ভাবদশায় উপনীত করে পরন্তু হরিণশিশুতে আকৃষ্টি তাঁহার ভজন কৃষ্টিকে জন্মান্তর দশায় অধঃপাতিত করে। এমন হইল কেন? না অসাধ্য সাধ্য হইলে সাধনে অধঃপাত ঘটে ও প্রগতি স্থগিত থাকে। প্রগতি অপগতি প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণদাস্যই সাধ্য, সেখানে অন্যের দাসত্বই জীবের অধঃপাতের কারণ। অতএব যথার্থ বিবেকক্রমে ভজনের প্রগতিতে ধ্যান রাখা সাধক মাত্রেরই কর্ত্তব্য। প্রকৃত ভজনের প্রগতি সাধককে ক্রমপন্থায় কৃষ্ণনিষ্ঠা, রুচি আসক্তি, ভাব ও প্রেমরাজ্যে উপনীত করে। পরিচয় করাইয়া দেয় পুরুষোত্তমের সঙ্গে। রাধাপতি গতি না হইলে প্রগতির প্রাণের অস্তিত্ব থাকে না। যাঁহার ভজন তাঁহাকে গতি করিলেই ভজন প্রগতি যথার্থক। যথা বর্ষে বর্ষে উন্নত শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়াতেই অধ্যয়নের প্রগতি প্রমাণিত হয় তথা ক্ষণে ক্ষণে দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে নব নবভাবে কৃষ্ণভাবনামৃতের আস্বাদনে ও অনুভুতিতেই ভজন প্রগতি নিরবদ্যরূপে বিদ্যমান।

---ঃ○ঃ○ঃ---

দৈন্যের পরিচয়

দৈন্য এক সাধুগুণ সত্যধর্ম্মময়।
দীনভাব দৈন্য তারে কহে মহাশয়।।
আমি সর্ব্বথা অযোগ্য এই বুদ্ধিযোগে ।
দৈন্য আবির্ভূত হয় সাধু মহাভাগে।।
দৈন্য এক মহাগুণ করুণা জনক।
দৈন্য হৈতে দয়াধর্ম্ম উপজে নিছক।।
দৈন্যসরোবরে থাকে কৃষ্ণকৃপাজল।
তাতে বিকশিত হয় শ্রেয়ঃশতদল।।
ফলবন্ত বৃক্ষ আর গুণবন্তজন ।
স্বভাব নম্রতা তার ভূষা অনুক্ষণ।।
দৈন্য দয়া ভূষণে ভূষিত সাধুজন।
অতএব তারা হয় জগত পাবন।।
মহত্ব প্রসিদ্ধ করে দৈন্য মহাজন।
দৈন্য গুণে তুষ্ট হন প্রভু ভগবান।।
দৈন্যশীল ভদ্রসভ্য ধর্ম্মেতে নিযুক্ত।
দৈন্য অপরাধ দম্ভ হিংসাসূয়ামুক্ত।।
স্থান নাহি পায় দৈন্যে কর্ত্তৃত্বাভিমান।
দৈন্যভরে তরে জীব দুঃখের বাতান।।
যথা ধর্ম্ম সনাতন করয়ে বিরাজ।
তথা দৈন্য সপার্ষদে থাকে গুণরাজ।।
অভিমানী দেহে দৈন্য না থাকে কখন।
স্বার্থ সাধিবারে কাকু জান দৈন্যভাণ।।
যার জ্ঞান আছে মোর আছে বহুধন।
তার কাকুবাদ দৈন্যে না হয় গনন।।
কপটতা দৈন্য বাহ্যে একই সমান।
তত্ত্ববিচারে তাহাতে ভেদ সুমহান।।
দুর্ব্বিনীতে কপটতা, ভক্তে থাকে দৈন্য।
কাপট্য অধর্ম্মময়, ধর্ম্মময় দৈন্য।।
কৃষ্ণের বিরহে রাধা কৃষ্ণপ্রিয়তমা।
কাঁদে কৃষ্ণে প্রেমগন্ধ নাই মুঁই অধমা।।

এই দৈন্য প্রেমপুষ্টি করে অনুক্ষণ ।
প্রেমে পরিপুষ্ট হয় দৈন্য মহাগুণ।।
কড়ি আছে দম্ভ করি পার হতে নারে।
কড়ি নাই দৈন্য করি যায় ভবপারে।।
অতএব দৈন্য মহাগুণেতে গনিত।
দৈন্য যার তার জয় লাভ সুনিশ্চিত।।
দৈন্য করি হরিদাস গৌরকৃপা পায়।
দৈন্যধনে ধনী বড় সাধু সদাশয়।।
দৈন্য করি শাস্ত্রপদে যে লয় শরণ।
শাস্ত্রের রহস্য তার হয় দরশন।।
দৈন্য করি গুরুপদ যে করে বরণ।
গুরু তারে তুষ্ট হয়ে দেয় ভক্তিধন।।
দৈন্যযোগে পদসেবা যে করে প্রার্থন।
দয়ালু গোবিন্দ তারে দেয় সেবাধন।।

অতএব দৈন্য সম মহৎগুণ কেবা।
দৈন্যসিদ্ধ করে কৃষ্ণ পাদপদ্মসেবা।।
শ্রীকৃষ্ণভজনে যার আছে অভিলাষ।
সর্ব্বভাবে কর সদা দৈন্য সহ বাস।।
দৈন্যদয়া সদাচার সুভক্তিবিলাস।
প্রার্থনা করয়ে সদা শ্রীগোবিন্দদাস।।
ঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃ

অভিমানের পরিচয়

নিজে শ্রেষ্ঠজ্ঞান সহ অন্যে হীনজ্ঞান।
এইজ্ঞানে জাত হয় জীবে অভিমান।।
আমি শ্রেষ্ঠ গুণী জ্ঞানী পণ্ডিত কুলীন।
সাধু ত্যাগী বড় এই অভিমান চিহ্ন।।
উত্তম আশ্রয়ে জাত হয় অভিমান।
সেই অভিমানে হারা হয় ভগবান।।
অভিমান পরিহরি অন্যে দান মান।
তবে তব প্রতি প্রীত হবে ভগবান।।
অভিমানী জন কভু হিত নাহি জানে।
অন্ধ যেন গন্তব্যের পথ নাহি চিনে।।
সাধু হইবারে যদি মনে অভিলাষ।
অভিমান ছাড়ি কর দৈন্য সহ বাস।।
অভিমান বিষ পানে হইবে মরণ।
বিফল হইবে তবে মানব জীবন।।
অভিমানে ধন্য নাহি হয় কোন জন।
অভিমানী কভু নাহি হয় মহাজন।।
হইলেও বহু গুণে গুণী মহাজন।
অভিমানাভাস তাহে সুরা বিন্দু সম।।
অভিমান শ্বেতীসম হয় নিন্দনীয়।
শূকরের বিষ্ঠা সম বহু গর্হণীয়।।
অভিমান পঙ্কে সত্ত্ব হয় কলুষিত।
অভিমান বাণে মর্ম্ম করে জর্জ্জরিত।।
অভিমান গুণ নহে অসুরস্বভাব।
অমানী মানদ গুণ সাধুর বৈভব।।
অভিমান শ্রেয়ঃপথে কন্টকের সম।
অভিমানে অধঃপাত জানে বিজ্ঞতম।।
অভিমানে দৈত্যপতি যায় যমক্ষয়।
অভিমানে বংশসহ রাবণ মরয়।।
অভিমানে স্বর্গহারা হয় সুরপতি।
অভিমানে দুর্ব্বাশা লভয়ে দুর্গতি।।
অভিমানে দুর্যোধন দুঃখেতে মরিল।
অভিমানে অর্জ্জুনের দর্প চূর্ণ হৈল।।
অতএব অভিমানে নাহি হয় হিত।
ইহা জানি অভিমানে হবে উপরত।।
অভিমান বহু দোষ জনক নিশ্চয়।
অধর্ম্ম অসূয়া তাতে জন্মে দ্রোহচয়।।
অভিমানে জ্বলে সদা দুষ্কৃতিরগণ।
মানীরে না দেয় মান মরে অকারণ।।
অভিমানী দোষদর্শী রাজসিকতম।
আত্মশ্লাঘী, বিষমধী, দুষ্ট, অসত্তম।।
সুনির্লজ্জ, স্তব্ধ, বিজ্ঞমন্য, মদোদ্ধত।
ভূতদ্রোহী, বাচাল, বিনয়বিবর্জ্জিত।।
অভিমানীর দূরে কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়।
অতএব অভিমান সাধু নাহি লয়।।
অভিমানী স্বার্থপর কৃপণ কঠিন।
স্বার্থবশ নৃশংস নিষ্ঠুর দয়াহীন।।
মাৎসর্য্যের সিংহাসনে বসে অভিমান।
দম্ভের দাপটে করে প্রজা নিষ্পীড়ণ।।
মানী মান অকারণে হরে অভিমান।
যথাযোগ্য ব্যবহার করে অন্তর্ধান।।
অধর্ম্মের বংশধর বলী অভিমান।।
কলি সঙ্গে সর্ব্বত্র করে অভিযান।।
অভিমানমঞ্চে বসে কদর্য্যস্বভাব।
অভিমানচিত্তে রাজে অকৃতজ্ঞভাব।।
অভিমানে সত্যধর্ম্ম করে পলায়ন।
অভিমান সভ্যগুণ নহে কদাচন।।
অভিমান প্রীতিহীন নীতি গতিহীন।।
নম্র বিনির্মুক্ত সদা কাপট্য প্রবীণ।।
অভিমানে কৃষ্ণভক্তি না থাকে কখন।
হরিবিমুখে সদ্গুণ না বসয়ে যেন।।
অভিমান ধর্ম্মরাজ্যে না করে প্রবেশ।
বাটপাড় সম মাত্র ধরে সাধুবেশ।।
আত্মপ্রতিষ্ঠার লাগি অকার্য্যাদি করে।
নিজকৃত্য বিষবৃক্ষে দুঃখফল ধরে।।
অভিমান মহাদস্যু ধর্ম্মধন লুটে।
অভিমান মহাশত্রু শ্রেয়বৃক্ষ কাটে।।
অভিমান মহাব্যাধি স্বস্তিহারা করে।

অভিমান মহাকাল লয় যমঘরে।।
অভিমান মর্ম্মে থাকে অনিষ্ট আচার।
অভিমান গর্ভে জন্মে নিষিদ্ধ বিচার।।
অভিমান সর্প যারে করয়ে দংশন।
অকালে জীবন হারা হয় সেই জন।।
অভিমান দুষ্টসঙ্গে বাস্তু হারা হয়।
অভিমান ভূতসঙ্গে হয় মত্তপ্রায়।।
অতএব অভিমান যত্নে পরিহরি।
সাধু সঙ্গে প্রেমানন্দে বল হরি হরি।।
গোবিন্দদাসের এই ক্ষুদ্রনিবেদন।
অভিমান হস্তি হৈতে রক্ষ সাধুজন।।

ঃঃঃঃঃঃঃঃ

বৈষ্ণবীয় ত্যাগবিবেক

আদৌ জ্ঞাতব্য যে ভগবদ্ভক্ত ভোগত্যাগ মুক্ত শুদ্ধ সেবক। জীবিকার্থে তাঁহার যে অন্নপানাদি স্বীকার তাহ ভোগ পর্য্যায়ে গণ্য নহে। স্বরূপতঃ ভক্তজন ত্যাগমুক্ত হইলেও ত্যাগধর্ম্ম তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে সেবা করিয়া থাকে । সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে ভুরি সুকৃতি ফলে জীবের সাধু সঙ্গ হয়। সেই সঙ্গফলে আত্মতত্ত্ব অবগতি ক্রমে ভগবানের আজ্ঞা বলে তদ্ভজনার্থে তাঁহাতে শরণাপন্ন হন।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ।।

হে অর্জ্জুন! বর্ণাশ্রমাদি সকল প্রকার নৈমিত্তিক ধর্ম্মাদি স্বরূপতঃ ও অনুষ্ঠানতঃ পরিত্যাগ করতঃ আমাতে শরণাপন্ন হও। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে রক্ষা করিব। তুমি শোক করিও না। এই শরণাগতি সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগাত্মিকা। কারণ সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ বিনা ভগবানে আত্যন্তিকী শরণাগতি সম্পন্ন হইতে পারে না। অতঃপর মন্ত্রদীক্ষাদি ক্রমে ভজনফলে বিশুদ্ধ ভক্তিযোগের উদয়ে অহৈতুকী বিজ্ঞান ভিত্তিক বৈরাগ্যমূলক আর এক প্রকার ত্যাগের অভ্যুদয় হয় তাহাই দ্বিতীয় বৈষ্ণবীয় ত্যাগ।

ভগবতি বাসুদেবে ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্।।

ভগবান শ্রীবাসুদেবে ভক্তিযোগ প্রযুক্ত হইলে তাহার ফলে অহৈতুক জ্ঞান ও বৈরাগ্য উদিত হয়। এই ত্যাগ পূর্ব্বত্যাগ অপেক্ষা সহজ ও স্বাভাবিক অতএব আত্যন্তিক ও নিরুপাধিক। অতঃপর বিশুদ্ধ ভজন ক্রমে প্রেমোদয়ে ভক্তচরিত্রে আর একপ্রকার ত্যাগ পরিলক্ষিত হয়। **কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ভোগত্যাগ**রূপ সেই ত্যাগ বৈষ্ণবীয় ত্যাগের পরাকাষ্ঠা স্বরূপ। সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগে শরণাগতিই উদ্দেশ্য, ভক্তিজনিত বৈরাগ্যহেতুক ত্যাগে স্বরূপধর্ম্মপোষণই উদ্দেশ্য পরন্তু তৃতীয় ত্যাগে আরাধ্য কৃষ্ণপ্রীতিই উদ্দেশ্য। শ্রীমতি রাধিকা সতৃষ্ণ মাধবকে সখীর সঙ্গে মিলিত করিয়া কোটিসুখ প্রাপ্ত হন। পরন্তু সখীর সঙ্গে মাধবের কোটি সুখ ভোগ না। তাহা দেখিয়া মাধবের কোটি সুখের জন্য রাধিকা নিজের কোটি সুখকে বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার সঙ্গ দিয়া থাকেন। বৈষ্ণবীয় ত্যাগ সর্ব্বত্র অতন্নিরশনময় তথাপি কেবল ত্যাগ বৈষ্ণব ধর্ম্ম নহে। বৈষ্ণবীয় ত্যাগ তদনুশীলনমুখেই প্রাদুর্ভূত হয়। তজ্জন্য কৃষ্ণসম্বন্ধহেতুক সেই সেই ত্যাগ পরমধর্ম্মাত্মক। তদ্ব্যতীত অন্য ত্যাগ ফল্গুতা প্রাপ্ত। ভোগের পরিণাম দুঃখপ্রদ জানিয়া তাহাতে নির্ব্বেদক্রমে একপ্রকার ত্যাগধর্ম্মের অবতারণা হয় তাহা ঈশ সম্বন্ধীয় নহে বলিয়া ব্যবহারিক মাত্র। তাহা কখনই বৈষ্ণবীয় ত্যাগ হইতে পারে না। এই প্রকার ত্যাগ শুষ্কজ্ঞানী ব্রহ্মবাদীদের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। অপর দিকে ভোগীদের মধ্যেও এক প্রকার ত্যাগ লক্ষিত হয় তাহা সম্পূর্ণ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছামূলক কেবল স্বার্থপরতাপূর্ণ। স্বার্থের অভাব থেকেই তাহার উদয়। মধুকরের মধুনিঃশেষিত পুষ্প ত্যাগের ন্যায় সেই ত্যাগ মাধুকরী সংজ্ঞক। কেবল আর যিনি কৃষ্ণ প্রেমোত্থ চিত্তবিক্ষেপ হেতু অনিকেত, অকিঞ্চন, আত্মারাম, মানস সেবাপ্রধান তিনি ত্যাগীভক্ত। অতঃপর যাহা পুরুষার্থশিরোমণি স্বরূপ, যাহা প্রকৃত প্রয়োজন সেই প্রেম বিলাস ভাবাদিও যদি কৃষ্ণের প্রীতি সেবার বাধক হয় তাহা হইলে তাহাও ভক্ত পরিত্যাগ করেন। অহো ভগবদ্ভক্তের কি বিশুদ্ধ ত্যাগ বিবেক। ব্যক্তিগত কৃষ্ণসঙ্গ অপেক্ষা সখীর কৃষ্ণ সঙ্গ সংদর্শনে কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমূখ্যা শ্রীমতী রাধিকা কোটি সুখ অনুভব করিলেও সখী সঙ্গমে কৃষ্ণের কোটিসুখ হয় না জানিতে পারিয়া তিনি তিলাঞ্জলিবৎ কোটিসুখ পরিত্যাগ করতঃ কান্তের কোটি সুখ সম্পাদনে সমুৎসুক হইয়া থাকেন। ইহাই কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ভোগত্যাগের জ্বলন্ত ও প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। প্রকৃত পক্ষে এই প্রকার কান্তাভাবেই বৈষ্ণবীয় ত্যাগ পরাকাষ্ঠার শেষসীমা রূপেই দেদীপ্যমান। ত্যাগ দানধর্ম্ম বিশেষ। ত্যাগ অন্বয় ব্যতিরেক ভাবে সম্পন্ন হয়। তন্মধ্যে কৃষ্ণপ্রীতির অনুকূলে যে ত্যাগ তাহা অন্বয়াত্মক আর তৎপ্রতিকূলে যে ত্যাগ তাহা ব্যতিরেকাত্মক। বিশেষ জ্ঞাতব্য--কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ত্যাগ বৈষ্ণবীয় কিন্তু আত্মপ্রীত্যর্থে ত্যাগ অবৈষ্ণবীয়। কারণ তাহাও একপ্রকার কামধর্ম্ম বিশেষ। কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ত্যাগ প্রেমধর্ম্মী। যদি আত্মেন্দ্রিয়

প্রীতিবাঞ্ছা নিরুপাধিক কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি সম্পাদন তাৎপর্য্যময়ী হয় তবে তাহাও প্রেম ধর্ম্মাত্মিকা জানিতে হইবে। যথা তুচ্ছ ধুলিকণা মহতের পদস্পর্শে মহত্ব ধারণ করে তদ্রূপ তাদৃশী প্রীতিবাঞ্ছাও কৃষ্ণ সম্বন্ধে পরমার্থে পরিণত হয়। গোপীর নিজদেহে প্রীতি নিষ্কপট কৃষ্ণপ্রীতিভোগ তাৎপর্য্যময়ী বলিয়া তাহা বিশুদ্ধ প্রেমাকারেই গণ্য। এই পর্যন্তই ভক্তের ত্যাগধর্ম্মের পরিসীমা করা যায়।

ভোগীর ত্যাগ প্রকৃত ত্যাগ কভু নয়।
ত্যাগীর ত্যাগ তদ্রূপ ত্যাগে না গণয়।।
প্রেমিক সেবকে রাজে শুদ্ধ ত্যাগধর্ম্ম।
যে ত্যাগে বিরাজ করে প্রেমধর্ম্ম মর্ম্ম।।
আরাধ্য সম্বন্ধহীন ত্যাগ নাহি মান্য।
স্বার্থপর ত্যাগ কভু ধর্ম্মে নাহি গণ্য।।
ধর্ম্ম কর্ম্ম সিদ্ধি মাত্র কৃষ্ণসন্তোষণে।
তাহা বিনা ত্যাগাদিক যায় অকারণে।।
ত্যাগ যদি কৃত্য হয় সেহ ধর্ম্মহেতু।
কৃষ্ণ বিনা রসাতলে যায় ধর্ম্মসেতু।।
কর্ম্ম সব ধর্ম্ম হয় কৃষ্ণের সেবায়।
ধর্ম্ম সব কর্ম্মে গণ্য কৃষ্ণ বিনা ভাই।।
কৃষ্ণতোষে ত্যাগ হয় ধর্ম্মেতে গণিত।
এবম্বিধ বৈষ্ণবীয় ত্যাগের চরিত।।

ঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃ

বৈষ্ণবসেবার প্রয়োজনীয়তা

আধ্যক্ষিক কর্ম্মঠ পণ্ডিতন্মন্য সমাজে প্রায়শঃ প্রশ্ন উঠে কেন আমরা বৈষ্ণবসেবা করিব? বৈষ্ণবসেবার আবশ্যকতা বা প্রয়োজনীয়তা কি? আমরা তো প্রতিনিয়ত পিতামাতা স্ত্রী পুত্রাদির সেবা করিতেছি। ইহাদের সেবা কি সেবা নয়? আমরা বর্ণীশ্রেষ্ট ব্রাহ্মণেরও যথাযথ সেবা করি। যিনি আমাদের পুরোহিত তাঁহার সেবাও করি। তবে ইহাদের অতিরিক্ত বৈষ্ণবসেবার প্রশ্ন কেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রথমে বৈষ্ণব কে ? তাহার তত্ব মহত্ব জানা প্রয়োজন। বৈষ্ণব তত্ব জানা না থাকিলে তাহার সেব্যত্বও অজ্ঞাত থাকে । সাংসারিক ও সামাজিক জনতা হইতে বৈষ্ণবের গুরুত্ব মহত্ব কতটুকু তাহা জানা না থাকিলে বৈষ্ণবসেবার প্রয়োজনীয়তা বোধ হয় না। যেমন তুলসীর কি মহিমা তাহা জানা নাই যাহার তিনি তুলসীকে সমাদর করিতে পারেন না। যদি তুলসীতে বৃক্ষ সামান্য জ্ঞান হয় তাহা হইলেও তাহাতে পূজ্য বুদ্ধি হইতে পারে না। পূজা শাস্ত্রে অনেক পূজ্যের পরিচয় বিদ্যমান। সামান্যাকারে পিতামাতা, রাজা,পূরোহিত তথা যোগ্য পদস্থ ব্যক্তিদের পূজ্যত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বিষ্ণু রহস্যে বিষ্ণু বৈষ্ণবই একমাত্র পূজ্য আর কেহই তত পূজ্য নহেন। কারণ বিষ্ণু বৈষ্ণবই প্রকৃত পূজ্য। ইহাদের পূজা পরম ধর্ম্মময়। পক্ষে সাংসারিক জনতার পূজ্যতা লৌকিক ও নৈমিত্তিক মাত্র। যেহেতু তাহারা মায়াবদ্ধ এবং মৃত্যুধর্ম্মী। মহাদেব বলেন, সাংসারিক লোকের কথা দুরে থাকুক তেত্রিশকোটি দেবতাদের মধ্যে কেবল বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ।আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। বিষ্ণুর আরাধনাই মোক্ষ শান্তিপ্রদ। আর অন্যদেবাদির পূজাদি অবিদ্যাপ্রসূত ব্যাপার। তাহাতে নাই মোক্ষ শান্তি ও দিব্যগতি। তত্বজ্ঞানহীন অপস্বার্থপরগণই নানা দেবদেবীর পূজক হয়। **কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতা।** এই কৃষ্ণ বাক্যকে বিচার করুন। মনুষ্যদের পূজ্য দেবতাদের পূজা যদি অবিদ্যাকৃত হয় তাহা হইলে অবিদ্যা থেকে জাত সংসার তথা সাংসারিকদের পূজ্যতা কি প্রকারের? অপিচ সেই বিষ্ণু পূজা অপেক্ষা বৈষ্ণবের পূজা আরও শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বৈষ্ণব পূজা শ্রেষ্ঠতর।

তস্মাৎপরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥

বিষ্ণুপূজা হইতেই ধর্ম্ম জ্ঞান শান্তি অভয় নিত্যগতি সিদ্ধ হয়। **ন দেবো মাধবসমো ন দেবো বাসুদেবাৎপরঃ।**

সেই বিষ্ণু পূজায় বৈষ্ণবের পূজার আবশ্যকতা দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণব পূজা ব্যতীত বিষ্ণু পূজা সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু বৈষ্ণব পূজার বিধান কর্ত্তা ভগবান স্বয়ং। তিনি ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন যে বৈষ্ণব পূজা বিনা আমার পূজা পূর্ণ হয় না। পুরাণান্তরের অনুশাসন, গোবিন্দ পূজার পর তাঁহার ভক্তের পূজা না করিলে পূজকের দাম্ভিক সংজ্ঞা হয়। **অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি যে। ন তে বিষ্ণু প্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকাঃ জনাঃ।** যাঁহারা গোবিন্দের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার ভক্তের পূজা করেন না সেই দাম্ভিকজনগণ বিষ্ণু প্রসাদের যোগ্য নহেন। জগতে কোটি কোটি সেব্যপূজ্য থাকিলেও কেবল মাত্র গোবিন্দ নিজমুখে তাঁহার পূজার সহিত ভক্তের পূজার সাম্যতা গান করিয়াছেন। **তথা পূজ্যো যথা হ্যহম্।** ভাগবতে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভক্তের পূজাকে নিজ পূজা অপেক্ষাও বড় বলিয়াছেন। **মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা।** আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়। সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈল দঢ়।। চৈঃ ভাঃ। তিনি নিজ পুত্র ব্রহ্মা, ভ্রাতা সঙ্কর্ষণ, স্ত্রী লক্ষ্মী, স্বরূপভূত শিবাদি তথা নিজ দেহ অপেক্ষাও ভক্তকে প্রিয়তম জানেন।

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্।।

কোথাও তো অন্যের প্রিয়তার কথা শ্রুত হয় না। পদ্মপুরাণ সিদ্ধান্ত করেন, বিষ্ণু প্রসাদের জন্য বৈষ্ণব তোষণপর সেবাদি অপরিহার্য্য ধর্ম্ম। কারণ বৈষ্ণবের প্রসন্নতা হইতেই বিষ্ণুর প্রসন্নতা প্রতিপন্ন হয়। ইহাতে কোন প্রকার সংশয় নাই।

তস্মাদ্বিষ্ণুপ্রসাদায় সন্তোষয়েত বৈষ্ণবান্।
প্রসন্নে বৈষ্ণবে বিষ্ণুঃ প্রসন্নঃ স্যান্ন সংশয়ঃ।।

পূর্ব্বোক্ত বিধান হইতে বৈষ্ণবসেবার গুরুত্ব সহজবোধ্য হইয়া থাকে।

জগতে কোটি কোটি জীব থাকিলেও তাহাদের মধ্যে বৈষ্ণবই গোবিন্দের প্রাণতুল্য। **গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ। সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।** সাধুগণ আমার হৃদয় আমি সাধুদের হৃদয়। বিচার করুন! জগতে জীবজাতির অন্ত নাই, জ্ঞানী গুণীরও অন্ত নাই কিন্তু একমাত্র বৈষ্ণব বিনা কে গোবিন্দের প্রাণতা লাভ করিতে পারিয়াছে? এমন কি ভগবানও সমাদরে যাঁহার পূজা করেন সেই বৈষ্ণবের পূজা কোন শ্রেয়স্কামী না করিবেন? শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন, **অতএব বৈষ্ণব সেবা পরম উপায়। যাহা হৈতে অচিন্ত্য কৃষ্ণ পাদপদ্ম পায়।।** সকল প্রকার সাধনার উদ্দেশ্য কৃষ্ণ প্রাপ্তি কিন্তু বৈষ্ণব ঠাকুরের সেবা পূজা ব্যতীত আর কাঁহারও সেবাপূজা কৃষ্ণ প্রাপ্তি করাতে পারে না। সিদ্ধান্ত- জন্মদাতা পিতামাতা, রতিধাত্রী স্ত্রী, স্নেহাষ্পদ পূত্রাদি তথা বান্ধবাদি কেহই আমাদের কৃষ্ণ প্রাপ্তির কারণ নহেন। সাংসারিক জনতার সেবাদি কেবল সংসার ও জন্মান্তর প্রাপ্তির কারণ। **জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে। ন জন্মবন্ধনমুক্তেঃ কারণং প্রাকৃতা জনাঃ।।** দেহধর্ম্মীদের সেব্যতা দেহের সহিতই নশ্বর। তাহাদের সেব্যতা দৈহিক ও অনর্থক নতু আত্মিক ও পারমার্থিক। জন্ম জন্মান্তরে দেহারামীদের পূজা করিয়া জীব মুক্তি বা শান্তিধাম বা কৃষ্ণপ্রাপ্ত হয় নাই বরং প্রাপ্ত হইয়াছে পুনঃ পুনঃ শোক মোহ মৃত্যু আর গর্ভবাস যন্ত্রণা ও বঞ্চনা। পক্ষে একমাত্র বৈষ্ণবই কৃষ্ণ দিতে পারেন। তাই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বৈষ্ণব বন্দনায় গাহিয়াছেন, **কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার তোমার শকতি আছে। আমিতো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধায় তব পাছে পাছে।।** অতএব বৈষ্ণব সেবা সাধন মাত্র নহে সাধ্যও বটে। যথা-

সিদ্ধির্ভবতি নেতি বা সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্।
নিঃসংশয়োঽস্তু তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্।। সাক্ষাতে অচ্যুতের সেবীদের সিদ্ধি বিষয়ে সন্দেহ আছে কিন্তু অচ্যুতের পরিচর্যারতদের সেবায় সিদ্ধি অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত। এই বাণী হইতেও সিদ্ধিকামীদের পক্ষে বৈষ্ণবসেবাদি আবশ্যক। **কৃষ্ণ ভজিবার যার আছে অভিলাষ। সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয়দাস।।** পূর্ব্বোক্ত বিধান থেকেও কৃষ্ণ ভজনকারীদের পক্ষে বৈষ্ণবসেবার আবশ্যকতা পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ বলেন-

ভগবদ্ভক্তপাদাব্জ পাদুকেভ্যো নমোঽস্তু মে।
যৎসঙ্গমঃ সাধনঞ্চ সাধ্যঞ্চাখিলমুত্তমম্।। যাঁহাদের সঙ্গ অখিল সাধ্য ও সাধনের মধ্যে পরম উত্তম স্বরূপ সেই ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মের পাদুকাদ্বয়ে আমার পুন পুন প্রণাম থাকুক। ভাগবতে বলেন বৈষ্ণবের পদধুলি দ্বারা মস্তক অভিসিক্ত না হওয়া পর্যন্ত কখনই কোন প্রকারে ভগবানে মতি হইতে পারে না। **বিনা মহৎপদরজোঽভিষেকম্। নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ।।** সাংসার বন্ধন মুক্তি ও কৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্যও বৈষ্ণব কৃপাদির প্রয়োজন।

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নাহি ক্ষয়।।

তত্ত্ববিবেক লাভের জন্যও বৈষ্ণব সেবা প্রয়োজন। বিনা সৎসঙ্গ বিবেক ন হোই। রাম কৃপা বিনা সুলব ন সোই।

অতএব বৈষ্ণবসেবা পরম কর্ত্তব্য। সৎসঙ্গই ভগবদ্ভক্তি লাভের একমাত্র উপায়। সৎসঙ্গ বিনা অন্য কোন সঙ্গ হইতে ভক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে। নারদ ভক্তিসূত্রে বলেন, মুখ্যতস্তু মহৎ সেবায়ৈব ভগবৎকৃপালেশাদ্বা। মুখ্যতঃ মহৎসঙ্গ হইতেই ভক্তির প্রকাশ হয়। কখনও বা ভগবৎকৃপালেশ থেকেও জাত হয়। অতএব ভক্তিলিপ্সুদের পক্ষে সাধু সঙ্গাদিই কর্ত্তব্য।

ভগবান ঋষভদেব বলেন, মহৎসেবাং দ্বারমাহু বিমুক্তেঃ। মহতের সেবাই বিমুক্তির দ্বার স্বরূপ। ভোগীগণ যে স্ত্রীসঙ্গাদিকে বহুমানন করেন ঋষভদেব মতে সেই স্ত্রী সঙ্গ ও তৎসঙ্গীর সঙ্গ নরকের দ্বার স্বরপ। তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।। অতএব বিমুক্তিকামীদের পক্ষে একমাত্র সাধু সঙ্গ সেবাই কর্ত্তব্যধর্ম্ম। সংসারে যাহারা সেব্য পদবী লইয়া সেব্যের সিংহাসনে বসিয়া আছেন তাহাদের সেবা কখনই মুক্তির দ্বার হইতে পারে না। বরং তাদৃশ সেব্যদেরও মুক্তির জন্য সাধুসেবাদি পরম কর্ত্তব্য।

ইহ জগতে পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রাদির জন্ম জন্মান্তরের সঙ্গ সংসার উত্তরণের কারণ নহে কিন্তু ক্ষণকালের সাধু সঙ্গতি ভবার্ণব তরণে নৌকা স্বরূপ। **ক্ষণমপি সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।** অতএব সংসার সাগর পারাভিলাষীর পক্ষে সাধুসঙ্গই কর্ত্তব্য। ইহ সংসারে পূজ্য সেব্য বুদ্ধিতে যাহাদের পদধূলি, পদধৌতজল ও উচ্ছিষ্টাদি গ্রহণ করা হয় তাহাদের সেই পদধূলি, পদশৌচজল ও উচ্ছিষ্টাদি মানুষকে কৃষ্ণপ্রেম দিতে পারে না পরন্তু বৈষ্ণবের পদধূলি, পদধৌতজল তথা উচ্ছিষ্টাদি কৃষ্ণপ্রেমের প্রধান সাধন। **ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল। ভক্তভুক্তশেষ, তিন সাধনের বল।। এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণে প্রেমা হয়। পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্র ফুকারিয়া কয়।** জাগতিক সেব্যদের কথা থাকুক দেবতাদের উচ্ছিষ্টাদিও কৃষ্ণপ্রেম দিতে পারে না। জগতের মান্য গণ্য পন্য বরেণ্য জনতার সঙ্গ ও সেবাদি কৃষ্ণপ্রসাদ দানে চির অপারগ। পক্ষে বৈষ্ণবসেবায় তাহা অযত্নলভ্য বিষয় মাত্র। **বৈষ্ণব প্রসাদে হয় কৃষ্ণে রতিমতি। বৈষ্ণবপ্রসাদে তরে সংসার দুর্গতি।।**

বিষ্ণুর অগম্য প্রসাদও কেবল বৈষ্ণব কৃপায় সহজলভ্য পক্ষে কোটি কোটি কর্ম্মী জ্ঞানী যোগী তপস্বীদের প্রসাদ ভগবৎপ্রসাদ প্রদানে চির অক্ষম। অতএব বৈষ্ণব সেবা কেবল কর্ত্তব্য মাত্রই নহে পরন্তু পরম ধর্ম্মও বটে।

শ্রীকৃষ্ণ আদি পুরাণে বলিয়াছেন যে, হে পার্থ! যাঁহারা আমার ভক্ত তাঁহারা আমার প্রকৃত ভক্ত নহে পরন্তু যাঁহারা আমার ভক্তের ভক্ত তাঁহারাই আমার প্রকৃত ভক্ততম জানিবে।

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ ভক্তা যে তে মে ভক্ততমা মতাঃ।।

ভগবৎপ্রিয়তাই সাধ্য বিষয়। সংসারিকদের প্রিয়তা কখনই সাধ্য হইতে পারে না। কারণ তাহাদের প্রিয়তা সাধন করিতে যাইয়াই তো জীব পুনঃ পুনঃ জন্মান্তর ও কর্ম্মান্তর চক্রে পতিত হইয়া সংসার কারাগারে আবদ্ধ হয়। কিন্তু ভগবৎপ্রিয়জনই সফলজন্মা ও সার্থক কর্ম্মা। ভগবান বলেন, ভক্তজনপ্রিয়ঃ আমি ভক্ত ও তাঁহার জনপ্রিয়। জীব ভক্তের জনে গণ্য হইলেই কৃষ্ণ প্রসাদ সহজলভ্য হয়। বৈষ্ণবের সম্বন্ধ অনর্থ হারক ও পরমার্থ প্রদায়ক আর অন্যের সম্বন্ধ অনর্থজনক, পরমার্থঘাতক ও অপস্বার্থ বিধায়ক। ভগবান কপিলদেব বলেন, অসৎসঙ্গই সংসারের হেতু আর সৎসঙ্গই মুক্তির হেতু। **সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া। ত এব সাধূষু কৃত্বা নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে।।**

সৎসঙ্গসেবা মানুষের পাপ তাপ অবিদ্যা ক্লেশ দারিদ্র দুঃখাদি হরণ করে, সকল প্রকার শ্রেয় বিধান করে এবং নির্ম্মল যশঃ বিস্তার করে।

অপাকরোতি দুরিতং শ্রেয়ঃসংযোজয়ত্যপি।
যশো বিস্তারয়ত্যাশু নৃণাং সাধুসমাগমঃ।।

পক্ষে সংসারিক বদ্ধজীবের সঙ্গ পাপতাপাদি হরণের পরিবর্ত্তে বৃদ্ধি করে। শ্রেয়ঃ বিধানের পরিবর্ত্তে শ্রেয়ঃ নিধন করে ও প্রেয় প্রদান করে। কীর্ত্তির বিনিময়ে কলঙ্ক দান করে। হে বিবেকীগণ! বিচার করুন এস্থলে কোনটি কর্ত্তব্য। পাপতাপ কলঙ্কাদি মানুষের কাম্য বা প্রাপ্য অথবা সাধ্য নহে বরং তাহাদিগ হইতে মুক্তিই কাম্য হইলে সাধুসঙ্গাদিই কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। সংসার অবিদ্যাজাত ও অবিদ্যার জনক। সংসারিকজনও সেই অবিদ্যাগ্রস্থ হইয়া নিতান্ত দুঃখদুর্দ্দশা ভোগ নিরত। এখানে মুক্তি কোথায়? কেই বা দিতে পারে একমাত্র সাধু সঙ্গ বিনা? অবিদ্বানদের মতে সংসারই সার আর বিদ্বান বৈষ্ণবদের মতে তাহা অসার। এখানে সারমেকংহরেঃ পদম্। হরিভক্তিই সার অতএব অবিদ্যা মুক্তির জন্য সেবাদি যোগে সাধু সঙ্গই কর্ত্তব্য।

মায়াবদ্ধজীবের সেব্যত্ব নাই এবং তাহাদের পরিচর্য্যাও সেবা বাচ্য নহে তথা তাহাদের সেবাদি ধর্মেও গণ্য নহে। ধর্ম্ম হইলেও তাহাতে পরমত্ব নাই আছে পার্থিবত্ব। পার্থিব ধর্ম্ম অনিত্য ও অবিদ্যাময়। অনিত্য বলিয়া অসুখপ্রদ এবং অবিদ্যাময় বলিয়া স্বরূপের স্বাস্থ্য বর্জ্জিত এবং বিরূপের কষাঘাতে নির্জ্জিত ও জর্জ্জরিত। মর্ত্ত্যের সেব্যত্ব মায়া প্রকল্পিত। মায়াকল্পিত ধর্ম্ম মাত্রই বঞ্চনা বহুল। বঞ্চনা বহুল ধর্ম্মকর্ম্মে নাই সাধন সাফল্য, আছে বৈফল্য ও দুঃখ পরম্পরা। মৃতের সেবার ন্যায় মর্ত্ত্যের সেবাও নিষ্ফল ও শোকবর্দ্ধক। পক্ষে বৈষ্ণবের সেব্যত্ব সনাতন শাস্ত্র প্রসিদ্ধ ব্যাপার। তাঁহাদের সেবা জনিদুঃখকর্ম্মহারিণী এবং বৈকুণ্ঠসুখ বিস্তারিণী। বৈষ্ণবসেবা পরম ধর্ম্মে গণ্য।

একান্ত বৈষ্ণবের যোগক্ষেম ভগবান নিজেই বহন করেন পক্ষে বৈষ্ণব ব্যতীত অন্যের যোগক্ষেম স্বয়ং বহন করেন না। ভগবানও সময় বিশেষে পরমোল্লাসে বৈষ্ণবের সেবাদি করিয়া থাকেন। ভগবান যাঁহার যোগক্ষেম বহন করেন তাঁহার সঙ্গ সেবাদি বিনা মনুষ্য জন্মের স্বার্থকতা থাকিতেই পারে না। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, যিনি আত্মবিদ্ বৈষ্ণবকে আত্মা, আত্মীয়, পূজ্য, তীর্থ ও বান্ধব জানেন তিনিই প্রকৃত সুবুদ্ধিমান, তদ্ব্যতীত সকলেই গোখর, নির্ব্বোধ, মনুষ্যত্বহীন দ্বিপদ পশু বাচ্য।

যস্যাত্মবুদ্ধিঃকুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধী কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধী।
যত্তীর্থবুদ্ধি সলিলে নকর্হিচি
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।।

যাহার বায়ু পিত্ত কফযুক্ত মর্ত্ত্যদেহে আত্মবুদ্ধি অথচ বৈষ্ণবে তাহা নাই তিনি নির্ব্বোধ, যাহার স্ত্রী পুত্রাদিতে মমতা অথচ বৈষ্ণবে মমতার অভাব তিনিও মূর্খরাজ, যাহার গঙ্গাদি নদীজলে তথা কাশী গয়াদি ধামেই কেবল তীর্থ বুদ্ধি কিন্তু সর্ব্বদেবময় ও ধামময় বৈষ্ণবে তীর্থবুদ্ধি নাই তিনি তত্ত্বমুর্খ, যাহার প্রতিমাদিতে পূজ্য বুদ্ধি পরন্তু ভগবদ্বিগ্রহ বৈষ্ণবে পূজ্য বুদ্ধির অভাব তিনি নিতান্তই গর্দ্দভতুল্য। তিনি সাধারণ গর্দ্দভ নহেন গাভীর খাদ্যবাহী গর্দ্দভ মাত্র। ওহে শ্রেয়স্কামী! বিচার করুন। বৈষ্ণব সেব্য কি না বা বৈষ্ণবসেবার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু।

ইহজগতে মাতাপিতার আদ্যগুরুত্ব সিদ্ধ হইলেও তাঁহাদের গুরুত্ব ব্যবহারিক ন তু পারমার্থিক পরন্তু **বৈষ্ণবো জগতাং গুরুঃ** বৈষ্ণব জগতের গুরু। তাঁহার গুরুত্ব সম্পূর্ণ পারমার্থিক। জন্মনা ব্রাহ্মণো গুরুঃ জন্ম হইতে ব্রাহ্মণের গুরুত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তত্ত্বপক্ষে তাঁহার গুরুত্ব ব্যবহারিক, কখনই পারমার্থিক নহে। ব্রাহ্মণ অবৈষ্ণব হইলে তাহার গুরুত্বটুকুও রসাতলে যায়। এমন কি শিষ্যত্বও থাকে না। অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ চণ্ডালবৎ অদৃশ্য। **শ্বপাকমিব নেক্ষেত বিপ্রমবৈষ্ণবম্।** চৈতন্যভাগবতে বলেন**, ব্রাহ্মণ হইয়া যে অবৈষ্ণব হয়। তাহার সম্ভাষে সকল কীর্ত্তি যায়।।** পক্ষে বৈষ্ণবের গুরুত্ব সদ্ধর্ম্মময়। তিনি দর্শন স্পর্শনাদি যোগে ভুবন পাবন। **বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্।** অতএব বৈষ্ণবসেবা কর্ত্তব্য।

বৈষ্ণব অচ্যুতগোত্রীয়। অবৈষ্ণবগণ চ্যুতগোত্রীয়। চ্যুতগোত্রীয়গণ জন্মান্তরভ্রমী, তত্ত্বভ্রমী এবং স্বরূপভ্রমী। আর অচ্যুতগোত্রীয় বৈষ্ণবগণ স্বরূপাবস্থিত। তাঁহারা সকল প্রকার ভ্রমবাদমুক্ত। অতএব স্বরূপে ব্যবস্থিতির জন্য স্বরূপধর্ম্মী বৈষ্ণবের সেবাই কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবসেবায় জীবের বৈষ্ণবতা বৃদ্ধি পায়, সিদ্ধ হয় আর অবৈষ্ণবের সেবাফলে অবৈষ্ণবতা বৃদ্ধি পায়। যেমন স্পর্শমণির সংসর্গে লৌহা কাঞ্চনে পরিণত হয় তেমনই সাধুসঙ্গে জীব বৈষ্ণবতা প্রাপ্ত হয়। অতএব বৈষ্ণবতা সিদ্ধি ও বৃদ্ধির জন্য বৈষ্ণবসঙ্গই কর্ত্তব্য।

বৈষ্ণবের দর্শনাদি মহাপবিত্র। **সাধূনাং দর্শনং পুন্যং স্পর্শনং পাপনাশনম্।** দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ। পক্ষে অবৈষ্ণবের দর্শনাদিতে পবিত্রতার পড়ই অভাব। কারণ তাহারা নিজেরাই যখন পবিত্র নহেন তখন অন্যের পবিত্রতা দানে যোগ্যতাই বা কোথা হইতে সিদ্ধ হইবে? অতএব পবিত্রতা লাভের জন্যও বৈষ্ণব দর্শনাদি কর্ত্তব্য। বৈষ্ণব পতিতপাবন ধর্ম্মধাম আর অবৈষ্ণব পতিত এবং পতিতপাতন কর্ম্মধাম অর্থাৎ অবৈষ্ণব নিজে পতিত, তাহার সঙ্গ ও সম্বন্ধে অন্যও পতিত হয়। পতিতের কার্য্য অপরকে সংসারকূপে পাতিত করা আর পাবন বৈষ্ণবের কার্য্য পতিতকে শুদ্ধ করা, উদ্ধার করা ও কৃষ্ণদাসত্বে নিযুক্ত করা। অবৈষ্ণব দাসকে নিজসেবায় নিযুক্ত করেন আর বৈষ্ণব কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করেন। একার্য্যে বৈষ্ণবই নিরুপাধিক বান্ধব। অবৈষ্ণব বৈষ্ণব অপরাধী হইলে তো মহাসর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। বৈষ্ণব অপরাধী নিজ সহ কূলকেও মহারৌরব নরকে পাতিত করে।

যে তু কুর্ব্বন্তি নিন্দাং বৈ বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞকে।।

পক্ষে বৈষ্ণব কূলপাবন। তাহার প্রভাবে জননী কৃতার্থ, কূল পবিত্র ,বসতি ও বসুন্ধরা ধন্য হয় এবং পিতৃগণ স্বর্গে নৃত্য করিতে থাকে।

কূলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা বা বসতিশ্চ ধন্যা। নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরোঽপি তেষাং যেষাং কূলে বৈষ্ণবো নামধেয়ঃ।। যে দেশে যে কূলে বৈষ্ণব অবতরে। তাঁহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তরে। এমন কি মহান্ত বৈষ্ণব দর্শনে কোটি পিতৃগণ ক্ষণেকে উদ্ধার প্রাপ্ত হন। ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের দর্শনে --

তীর্থে পিণ্ড দিলে যে নিস্তরে পিতৃগণ।
সেহ যার পিণ্ড দেয় তরে সেই জন।।
তোমা দেখিলেই মাত্র কোটি পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ব্ববন্ধ পায় বিমোচন।। পূর্ব্বোক্ত বচন হইতে বৈষ্ণবসেবাই পরম কর্ত্তব্য হইয়া থাকে ।

ভক্তি দাতা বৈষ্ণবই প্রকৃত পক্ষে পিতা মাতা ভ্রাতা পতি বন্ধু ও গুরু বাচ্য।

সেই সে পিতা মতা সেই বন্ধু ভ্রাতা।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে যেই প্রেম ভক্তিদাতা। পক্ষে ব্যাবহার মতে পিতামাতা বন্ধু ভ্রাতা পতি গুরু হইলেও অবৈষ্ণব পিতা মাতাদি শত্রুতে মান্য হয়। কারণ অবৈষ্ণব পিতা মাতা গুরু বন্ধু পতিদের সঙ্গ ও সেবায় মিত্রতা নাই আছে শত্রুতা মাত্র।

মাতা বা জনকো বাপি ভ্রাতরস্তনয়োঽপি বা।
অধর্ম্মং কুরুতে নিত্যং সএব রিপুরুচ্যতে।।

বৈষ্ণব ধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মবিমুখের মিত্রতা অপ্রসিদ্ধ। তাহার শত্রুতাই প্রসিদ্ধ। ভাগবতে বলেন, হরি বিমুখের কুল জন্ম কর্ম্ম ব্রত সর্ব্বজ্ঞতা ক্রিয়াদাক্ষ্যাদিতে সর্ব্বত্রই ধিক্কার। অবৈষ্ণব দিক্কৃতজীবন ও ব্যর্থজন্মা।

ধিগ্জন্ম নস্ত্রিবিদ্বিত্তং দিগ্ব্রতং দিগ্বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্কুলং ধিক্ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে।।

পক্ষে বৈষ্ণব সর্ব্বত্র সমাদরের পাত্র। বৈষ্ণবের জন্ম কর্ম্মাদি সকলই পূন্যার্হ্য। বৈষ্ণব সার্থকজন্মা ও সফলকর্ম্মা। বৈষ্ণব জন্মাদি দ্বারা অতীর্থকেও তীর্থ করিয়া থাকেন। এতাদৃশ মহিমান্বিত বৈষ্ণব নিশ্চিতই সেব্য পদবাচ্য। উপসংহারে বক্তব্য যে, সর্ব্বতোভাবেই বৈষ্ণব সঙ্গ ও সেবাদি শ্রেয়স্কর। বৈষ্ণব সেবার সঙ্গে অন্য সেবাদির তুলনা হইতে পারে না। জগতের কোটি কোটি গুণী জ্ঞানীও একটি বৈষ্ণবের সমতা লাভ করিতে পারে না। অধিক কি তেত্রিশ কোটি দেবতাও একজন ঐকান্তিক বৈষ্ণবের সঙ্গে তুলিত হইতে পারেন না। বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়। বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি। একটি বৈষ্ণব ভগবানের যে পরিমাণ প্রিয়তা অর্জ্জন করেন সকল দেবতা সমবেত ভাবে তাহার এককণাও লাভ করিতে পারেন না। দেবতার স্থান স্বর্গে আর বৈষ্ণবের স্থান বৈকুণ্ঠ গোলোক বৃন্দাবনে। কোথায় দেবগতি আর কোথায় বৈকুণ্ঠগতি? দেবতাদের সেবায় সুকৃতি লভ্য হয় আর বৈষ্ণবরে সেবায় ভক্তি ও ভগবান প্রাপ্তি হয়। অতএব বৈষ্ণবসেবাই পরম ধর্ম্ম, পরম কর্ত্তব্য।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।

শ্রী রূপানুগত্যের বৈশিষ্ট

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যমহাপ্রভু কর্ত্তৃক আচরিত, প্রচারিত ও উপদিষ্ট তথা তদীয় কৃপাশীর্ব্বাদ পুষ্ট শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত বিমল বৈষ্ণব ধর্ম্মের আচার প্রচারই রূপানুগদের একমাত্র কৃত্য। শ্রীল গৌরসুন্দর ও তদীয় পার্ষদ ভক্তগণ সকলেই স্বধর্ম্ম তৎপর ছিলেন। কিন্তু তাহারা যে ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সেই ধর্ম্মে জীবজাতিকে অনুপ্রাণিত তথা প্রতিষ্ঠিত করাইবার জন্য গৌরসুন্দর স্বয়ং তথা ভক্তরাজ রামানন্দের মুখ থেকে সাধ্য সাধন রহস্য প্রকাশ করেন। সাধ্য সাধন তত্ত্বতঃ আরাধ্য বিষয়ক সংলাপ আলোচনা করিলে দেখা যে তিনি সম্পূর্ণভাবে সর্ব্বশাস্ত্র সার শ্রীমদ্ভাগবত প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত। তিনি আধুনিক কালের প্রতিষ্ঠাকামীদের ন্যায় রজস্তমোগুণ সঙ্কীর্ণ কোন আপেক্ষিক বা আধুনিক অথবা অমহাজনোচিত ধর্ম্মের আচার প্রচার বা বিচার করেন নাই। তাঁহার আলোচ্য ধর্ম্মের উপাদানগুলি রসসাগর শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই সংগৃহীত। সংসারে মায়ামুগ্ধগণ শ্রীল বেদব্যাস রচিত শাস্ত্র প্রমাণে নিজ নিজ রুচি সঙ্গত মত ও পথকে গ্রহণ করেন কিন্তু তাদৃশ পারমার্থিক শাস্ত্র সিন্ধু থেকে সিদ্ধান্ত রত্ন সংগ্রহের ক্ষমতা কৈবর্ত্তোপম (ধীবরতুল্য) রজস্তমোগুণ প্রধান আধ্যক্ষিকদের নাই। কারণ আলোচ্য পরমার্থ রত্ন অপ্রাকৃত ও অধোক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় জ্ঞানাতীত। কেবল তৎকৃপাভিসিক্তই যথার্থ তদীয় ধর্ম্মানুশীলনে ও নির্ণয়ে সাফল্য মণ্ডিত হয়। যাঁহারা কৃষ্ণের কৃপাপাত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ সেই পূর্ব্বতন বৈষ্ণব আচার্য্য চতুষ্টয়ের মধ্যেও মতভেদ বর্ত্তমান। আর যাহারা স্বল্পবিদ্য, আসুরিক প্রকৃতির ভক্তাভিমানী অথচ পণ্ডিতন্মন্য, প্রকৃত ধর্ম্মরহস্যজ্ঞানহীন তাহাদের মত যে শস্ত্রীয় বা শুদ্ধ নহে এ বিষয়ে বক্তব্য থাকিতে পারে না। অতএব একমাত্র ভাগবতীয় সর্ব্বজ্ঞ মহাজন পথই সত্যধর্ম্ম পথ। তদ্ব্যতীত সকল পথই নূন্যাধিক অসৎপথ, মায়ার প্রহেলিকাময় জীববঞ্চক পথ। যাহারা মহাজনাভিমানী বা মহাজনানুগাভিমানী অথচ প্রকৃত মহাজন কথিত ধর্ম্মাচরণে পরান্মুখ ও অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায়ে কিছু মানেন, কিছু নিজ মনগড়া মতের অনুবর্ত্তন করেন তাহাদের মত বা পথ সত্যধর্ম্ম পথ নহে। তাহা শ্রীমন্মাধ্বাচার্য্যপাদের মতে কুবর্ত্ম্য। যাহারা গৌড়ীয় ভক্ত বলিয়া আত্ম পরিচয় দিয়া থাকেন তাহারা যদি শ্রীরূপগোস্বামিপাদের সিদ্ধান্ত (যাহা গৌরচন্দ্র কথিত) মানেন তবেই তাহারা যথার্থ গৌড়ীয় নতুবা গৌড়ীয়ব্রুব মাত্র। কেহ শ্রীলনিত্যানন্দ, কেহ শ্রীলঅদ্বৈতাচার্য্য কেহ বা শ্রীল গদাধরাদি পরিবারের গৌরব দেখাইয়া থাকেন কিন্তু সেখানে বক্তব্য এই যে শ্রীরূপের সিদ্ধান্তে উপনীত বা প্রতিষ্ঠিত না হইলে তাহাদের সেই সেই পারিবারিক অভিমান ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিরর্থক মাত্র। তাহারা নিঃসন্দেহে শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাত্র নহেন। কারণ রূপের সিদ্ধান্তের অবজ্ঞা ও অবমাননা করা মানেই চৈতন্য মতের অবজ্ঞা করা। যেমন রাজার আজ্ঞাকারীকে অবজ্ঞা করিলে পরোক্ষে রাজারই অবজ্ঞা করা হয় তথা রূপের সিদ্ধান্তের অনাদরকারী অনাচারী বা বিরোধীগণ নিশ্চিতই গৌরাবজ্ঞী ও গৌর বিরোধী। শ্রীলনিত্যানন্দপ্রভু বা শ্রীলঅদ্বৈতপ্রভু অথবা অন্য কোন

গৌরপ্রিয় পরিবারের অধস্তন অভিমানে যাহারা যথেচ্ছাচারিতায় রত এবং মনোধর্ম্মী তাহাদের তত্তৎ অভিমান তণ্ডুলহীন তুষের ন্যায় লোক বঞ্চনামাত্র বা বকধার্ম্মীকতা মাত্র। আর যাহারা রূপের বিচার সিদ্ধান্তকে সামনে রাখিয়া নিজেদের মনোধর্ম্ম তৎপর তাহারাও গৌর কৃপার অপাত্র বিচারেই প্রতিষ্ঠিত। তাহারা ধর্ম্মধ্বজী। যাহাদের বৈষ্ণবতা খাতাকলমে ও মুখে মুখে বর্ত্তমান পরন্তু মনে প্রাণে আচার অনুষ্ঠানে নাই তাদৃশ ধর্ম্মধ্বজী কপটীগণে গৌর কৃপা নাই। মদীশ্বর শ্রীরূপগোস্বামিপাদ শ্রীল গৌর সুন্দরের অনন্যসিদ্ধ কৃপাভাজন বা কৃপা সর্ব্বস্বের মূর্ত্তি বলিয়া তিনি শ্রীলনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীলঅদ্বৈতাদি প্রভু তথা অন্যান্য গৌর ভক্তগণেরও সবিশেষ স্নেহকৃপাভাজন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে রূপের প্রতি কৃপা করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। অতএব প্রকৃত শ্রীলনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীলঅদ্বৈতপ্রভুর অনুগতজন সর্ব্বতোভাবে রূপানুগত্য পরায়ণ। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও অন্যান্য পার্ষদগণ গৌরাদেশে দিকে দিকে নাম প্রেম প্রচার করেন কিন্তু তাঁহাদের অবর্ত্তমানে সেই ধর্ম্মাদর্শ রক্ষা করিবার জন্য গৌরহরি শ্রীরূপের দ্বারা গৌড়ীয়ভজন রহস্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। যেমন বিচার গ্রন্থ না থাকিলে বিচারকগণ স্বেচ্ছাচারী হয় অর্থাৎ যথার্থ বিচার না করিয়া অন্যথা করে তথা আদর্শ ভজনীয় গ্রন্থ না থাকিলে আচার বিচার ধর্ম্মের নির্ম্মলতা ও যথার্থতা তথা ঔজ্জ্বল্য রক্ষিত হয় না। যদিও গৌরমত শ্রীমদ্ভাগবতানুমোদিত তথাপি তাহার রহস্য বিলাস বৈভব স্পষ্টভাবে গ্রথিত করেন শ্রীরূপ সনাতনগোস্বামিপ্রমুখ প্রভুগণ। বিশেষতঃ রসবিচার সীমা শ্রীরূপপাদই তাঁহার গ্রন্থাবলীতে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাই গৌড়ীয়বাদ নামে পরিচিত। তাহাই গৌড়ীয়দের জীবাতু ও ভজনাদর্শ স্বরূপ। গৌড়ীয়গণ ব্রজভজন প্রধান। সেই ব্রজভজন প্রণালী রহস্যের সহিত শ্রীরূপপাদ প্রকাশ করেন। তাহার রচনাবলীই সকল পরিবারস্থ গৌড়ীয়ভক্তগণের আদর্শ ভজনজীবন সংগঠনে সুপ্রসিদ্ধ। রূপের মতই গৌরের মত, রূপের আদর্শই গৌরের আদর্শ। রূপানুগজনই গৌরকৃপা ভাজন। রূপানুগজনই প্রকৃত পক্ষে ভজনরহস্যজ্ঞাতা। রূপানুগজনই নিঃসন্দেহে শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দের প্রেমভাজন ও সেবাধিকারী।

রূপের সিদ্ধান্ত অকিত্রিম বাস্তবাদর্শে প্রতিষ্ঠিত। রূপের সিদ্ধান্ত শ্রীবেদব্যাসরচিত শাস্ত্রের সারাৎসার সঙ্কলন শ্রীমদ্ভাগবতেরও বিনির্যাসভূত স্বরূপ। আর্ষবাক্যের ন্যায় রূপের সিদ্ধান্ত সর্ব্বতোভাবেই দোষচতষ্টয় বিনির্মুক্ত। রূপই গৌড়ীয় ভজনরহস্য রচনার আদিশিল্পী। রূপই গৌড়ীয় ভজন রাজধানীর প্রধান অধ্যক্ষ। রূপই গৌড়ীয়সিদ্ধান্তের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীয়ন কারী। রূপই ব্রজভজন রত্নসম্পূট। রূপই ব্রজভজনধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ আচার বিচার ও প্রচারকবর্য্য। রূপই গৌড়ীয়গগনের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রমণি স্বরূপ। রূপ না থাকিলে নয়ন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। রূপই গৌরের রূপই প্রেমের রূপ, বিলাস স্বরূপ। রূপই গৌড়ীয়দের জীবাতু দাতৃবর্য্য। রূপই গৌড়ীয়ভজন বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ। রূপই রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা বিতরকারী। রূপই প্রতিপদে প্রেমানন্দ আস্বাদন নৈপুন্যনায়ক। রূপই গৌরের প্রেমানন্দ সম্বর্দ্ধনে রাকাসুধাকর স্বরূপ। রূপই রাধাগোবিন্দের প্রেমসেবা সৌভাগ্য রহস্য বদান্যবারিধি স্বরূপ। রূপই ব্রজমিথুন যুগলের সুরতরহস্যকেলি মাধুর্য্য গঙ্গার অবতরণে ভগীরথ স্বরূপ। রূপই গৌরপ্রেম কল্পতরুর বদান্য রত্ন ভাণ্ডার স্বরূপ। রূপই রতি তথা গুণ কেলি বিলাসাদিকে সঞ্জীবিত করে অর্থাৎ রূপের অনুগত্যেই রতি রস লীলা গুণ বিলাসাদি মঞ্জরিত হয়। রূপই প্রথম দর্শনীয়। যাঁহারা গৌররূপে আকৃষ্ট তাঁহারা রসরাজ মহাভাবের কৃপা দর্শন ও সেবাদিকারী। যাঁহারা গৌররূপে রূপবান তাঁহারাই রাধাগোবিন্দের প্রেমসেবা গৌরববান। রূপ হইতেই রতি রস অনঙ্গ লীলাবিলাস তথা প্রেমগুণ প্রকাশিত হয়। রূপদর্শনেই নয়নমণির সার্থকতা অর্থাৎ রূপানুগত্যেই নয়নমণি প্রতিষ্ঠিত। রূপের আকৃষ্টি হইতেই সম্বন্ধের প্রবন্ধ অভ্যুদিত তথা সেবা সাম্রাজ্য প্রপঞ্চিত হয়। রূপের আকৃষ্টির পরিণতিতেই প্রেম প্রয়োজন প্রসিদ্ধ। রূপই স্বরূপের সন্দর্ভকে প্রকাশিত করে। চৈতন্যের রূপই স্বরূপের অন্তর রূপ। রামানন্দের প্রেমানন্দের বর্দ্ধন এই রূপই। এই রূপই নিত্যানন্দ বিলাসী, সনাতন সঙ্গোল্লাসী, জীবগতি নিবাসী, জগদানন্দসৃতি প্রকাশী, গদাধর আরতি প্রত্যাশী। এই রূপই অদ্বৈত বিলাস মাধুর্য্য অভিলাষী। এরূপে অচ্যুতানন্দ স্বরূপ প্রকাশিত। এরূপে বিলসিত জয়দেব গীতি মাধুর্য্য, চণ্ডিদাস প্রীতি প্রাচুর্য্য, বিদ্যাপতির রীতি বীথি সৌন্দর্য্য, সার্ব্বভৌমনীতি বীর্য্য, প্রবোধানন্দ সরস্বতীকৃতি স্থৈর্য্য, মাধবেন্দ্ররতি গাম্ভীর্য্য,চৈতন্য প্রকৃতি পারম্পর্য্য, ভারতসংস্কৃতি মহৌদার্য্য, রাধারসামৃতির সুষ্ঠু ব্যবহার্য্য, ভাগবত ধর্ম্মসঙ্গতি গুরুকার্য্য, তথা লীলাশুকভারতীর প্রতিভাসংসৃতি সম্ভার্য্য। শ্রীরূপপাদ রসপ্রস্থানাচার্য্য। বৃন্দাবনীয় গোস্বামীগণ সকলেই রূপানুগ, রৌপ সিদ্ধান্ত নিপুন ও প্রবীন তথা কুলীনওসৌখিন। অতএব রূপানুগত্যই পরমশ্রেয়ঃ লক্ষণান্বিত। শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর বলেন, শ্রীরূপ মঞ্জরীপদ সেই মোর সুসম্পদ।

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে। সোঽয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বাপদান্তিকম্।। শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট যে কৈল স্থাপন। সেই রূপ কবে দিবে চরণান্তে স্থান।। প্রয়োজন তত্ত্বাচার্য্য শ্রীরঘুনাথগাস গোস্বামিপাদ বলেন, আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ। শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাজ্জন্ম জন্মনি।। দন্তে তৃণ ধরি দাস যাচে পুনঃপুনঃ। রূপ পদ ধূলি হই জন্মে জন্মে যেন। রূপের চরণধূলি হৈতে বড় আশ। এরূপ প্রার্থনা করে শ্রীদয়িতদাস।

শ্রীরূপানুগসেবাশ্রম ৪।৪।২০০৯

---ঃ০ঃ০ঃ---

মৌন ও যুগধর্ম্ম

মুনের্ভাবঃ কর্ম্ম বা মৌনম্ অর্থাৎ মুনির ভাব বা কর্ম্মকে মৌন বলে। মননশীলই মুনি। তাহার ব্রতই মৌন। যিনি নিরন্তর আরাধ্য মননে নিযুক্ত তিনিই মৌনী। অতএব কেবল বাক্যহীনই মুনি নহে বা কথা না বলাকে মৌন বলা যায় না ।কথাতো মূক অর্থাৎ বোবাও বলে না তজ্জন্য বোবার ব্রতকে মৌন বলা শাস্ত্র সঙ্গত নহে। অন্তরে আরাধ্য চিন্তাহেতু বাহ্যে বাক্যব্যয়হীনতা মৌনের বাহ্য বা তটস্থ লক্ষণ আর স্বরূপ লক্ষণ মনন। অন্তরে আরাধ্য চিন্তা মুক্ত এবং বাহ্যে বাক্যব্যয়শূন্যতা মৌন নহে। উহা নূন্যাধিক বকধার্ম্মিকতা অর্থাৎ কপটতা মাত্র। জগতে ধ্যানধর্ম্মে যোগীগণ মৌনব্রতী

আর প্রতিষ্ঠাকামীও মৌনাচারী। তন্মধ্যে ধ্যাননিষ্ঠ মুনি বা যোগী নিষ্কপট এবং প্রতিষ্ঠাকামী অন্তঃসারশূন্য ভণ্ডমৌনী সকপট। যাহারা অজিতেন্দ্রিয়, অনর্থবশ এবং অনিবৃত্ততৃষ্ণ তাহাদের মৌনব্রত মিথ্যাচার বৈ আর কিছুই নহে। মিথ্যাচারী প্রচ্ছন্নভোগী অতএব ফল্গুবৈরাগী ও বিড়ালব্রতিক মাত্র।

যুগধর্ম্ম ধ্যান সত্যযুগ ধর্ম্ম, যজ্ঞ ত্রেতাযুগ ধর্ম্ম, অর্চ্চন দ্বাপরযুগ ধর্ম্ম তথা সঙ্কীর্ত্তন কলিযুগ ধর্ম্ম। কৃতযুগ পক্ষে ধ্যান ধর্ম্মহেতু মৌন প্রশস্ত হইলেও তৎকালীয় মহাজন প্রহ্লাদাদিও কীর্ত্তনাখ্য ভক্ত্যঙ্গ পরায়ণ ছিলেন। যথা ভাগবতে সপ্তমে--**ক্বচিদ্রুদতি বৈকুণ্ঠচিন্তা শবলচেতনঃ। ক্বচিদ্ধসতি তচ্চিন্তাহ্লাদ উদ্গায়তি ক্বচিৎ।।** বৈকুণ্ঠনাথের চিন্তায় প্রহ্লাদ কখনও রোদন করিতেন, কখনও হাসিতেন, কখনও বা উচ্চঃস্বরে গান করিতেন। ত্রেতাযুগীয় মহাজন অম্বরীষাদিও কীর্ত্তনানন্দী ছিলেন। যথা ভাগবতে নবমে-- **স বৈ মনঃ কৃষ্ণ পদারবিন্দয়োঃ বচাংসি বৈকুণ্ঠ গুণানুবর্ণনে।** ইত্যাদি । দ্বাপরযুগীয় ভক্তগণও কীর্ত্তন তৎপর ছিলেন। যথা ভাগবতে দশমে-

উদ্গায়তীনামরবিন্দলোচনং ব্রজাঙ্গনানাং দিবমস্পৃশদ্ধ্বনিঃ।

অরবিন্দনয়ন ব্রজবধূদের কৃষ্ণ কীর্ত্তন স্বর্গকে স্পর্শ করিয়াছিল।

গৃহে গৃহে গোপবধূকদম্বাঃ

সর্ব্বে মিলিত্বা সমবাপ্য যোগম্।

পূন্যানি নামানি গায়ন্তি নিত্যং

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ঘরে ঘরে ব্রজ বধূগণ সকলে সমবেত হইয়া সমস্বরে নিত্যকাল গোবিন্দ দামোদর মাধব এই পবিত্র নামাবলী গান করিতেন।। বর্ত্তমান কলিযুগ। শাস্ত্র বিধানে **কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ** প্রমাণে নাম সঙ্কীর্ত্তনই যুগধর্ম্ম। কলিযুগ ধর্ম্ম হয় নাম সঙ্কীর্ত্তন । এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন।। সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন। সেইতো সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ।। নবধা ভক্তির ক্রম বিচারে শ্রবণ কীর্ত্তনের পরেই স্মরণের ক্রম অর্থাৎ শ্রবণ কীর্ত্তন হইতেই স্মরণও সুষ্ঠু হয়। **কীর্ত্তন প্রভাবে স্মরণ হইবে সেকালে ভজন নির্জন সম্ভব।।** সাধকের পঞ্চদশা বর্ণনায় আদৌ শ্রবণদশা তৎপর কীর্ত্তনদশা তৎপরই স্মরণদশা তদন্তে আপনদশা। অতএব এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাকল্যে স্মরণের কীর্ত্তনাধীনত্বই সিদ্ধ ও স্বীকৃত হয়। জাগতিক অধ্যয়নাদিতেও দেখা যায় আদৌ গুরুমুখ হইতে শ্রবণ, তৎপর শ্রুত বিষয়ের পুনঃ পুনঃ অভ্যাস অর্থাৎ কীর্ত্তন এবং তৎপরেই অভ্যস্ত বিষয় মনস্থ হয়। কৃতের ধ্যানফল, ত্রেতার যজ্ঞফল, দ্বাপরের অর্চ্চনফল সকলই কলিতে কীর্ত্তনে বর্ত্তমান।

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।

যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্য কেশবম্।।

অতএব কেশব কীর্ত্তনই মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ, মহাঅর্চ্চন স্বরূপ। ভাগবত প্রসিদ্ধ মহাজনগণ তজ্জন্য সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্মাধ্যায়ী। কলিতে কোথাও সাধন রূপে মৌনব্রত স্বীকৃত হয় নাই। মৌন স্মরণাঙ্গভূত তাহা সঙ্কীর্ত্তন প্রসঙ্গেই প্রসিদ্ধ হয় বলিয়া পৃথক্ভাবে যুগধর্ম্মত্বে স্বীকৃত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ বলেন- **মৌনং মন্ত্রার্থচিন্তনম্** অর্থাৎ মন্ত্রার্থ চিন্তাই মৌন পরন্তু কথা না বলাকে মৌন বলে না। অতএব যাহারা শাস্ত্রবিধি সঙ্গত যুগ ধর্ম্মোচিত সঙ্কীর্ত্তনকে পরিত্যাগ করতঃ মৌন প্রয়াসী তাহারা নূন্যাধিক শাস্ত্র মহাজন গুরু লঙ্ঘনকারী। শ্রীনারদমুনি ভক্তির সংজ্ঞায় বলেন, হৃষীকেন হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতির সেবাকেই ভক্তি বলে। ইন্দ্রিয়দের মধ্যে বাগিন্দ্রিয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব শুনা যায়। যাহার জয়ে সকল ইন্দ্রিয় জিত হয়। সেই বাগিন্দ্রিয়কে যাহারা হরিকীর্ত্তন হইতে বঞ্চিত করে তাহারা কুধী বা কৃপণধী। প্রেমাবতারী জগদ্গুরু গৌরসুন্দর সঙ্কীর্ত্তনানন্দী। তিনি

সঙ্কীর্ত্তনের যথার্থ মহিমা বর্ণনে বলেন-

সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্‌গম।।
কৃষ্ণপ্রেমোদ্‌গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন।।

অতএব সর্ব্বস্বার্থ পার্থরাজ সঙ্কীর্ত্তন হইতে বিরত মৌনাচরী নিশ্চিতই সাধন তত্ত্বে অনভিজ্ঞ। অমৃতত্যাগী গুড়াসক্তের ন্যায় মৌনব্রতী সাধকাধম ও নরাধমই বটে।

শাস্ত্র ও মহাজন অনুভবঃ--

১।**সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি** পদে বেদগণ সঙ্কীর্ত্তন পরায়ণ।

২।**যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতস্তুন্বন্তি দিব্যৈস্তবৈ** পদে ব্রহ্মা রুদ্র বরুণ ইন্দ্র চন্দ্রাদি লোকপালগণ, সাঙ্গবেদ উপনিষদাবলী এবং সামগায়ীগণ ভগবৎকীর্ত্তন তৎপর। ৩।**নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাৎ** পদে পরমহংসগণ কীর্ত্তন পরায়ণ।৪।**একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ। অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ।।** পদে একান্তী নিষ্কিঞ্চন ভাগবতগণ হরিকীর্ত্তন তৎপর। কৃষ্ণ কীর্ত্তনই মুক্তিজনক-- **কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ।** কৃষ্ণের কীর্ত্তন হইতেই সংসার বন্ধন মুক্তি ও পরম পদ প্রাপ্তি হয়। কৃষ্ণকীর্ত্তনই যুগধর্ম্ম-- **কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।** কলিযুগে সুবুদ্ধিমানগণ সঙ্কীর্ত্তন প্রধান যজ্ঞে কৃষ্ণ বর্ণনকারী, কান্তিতে অকৃষ্ণ, অঙ্গ উপাঙ্গ অস্ত্র ও পার্ষদ পরিবেষ্টিত হরিকে যজন করেন। নাম সঙ্কীর্ত্তনই শ্রেষ্ট সাধন-

-

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ট নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি।
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ট নাম সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে লইলে নাম পায় প্রেম ধন।।

কৃষ্ণকীর্ত্তনই পাপজিহির্ষুদের পরমাভিধেয়--

সঙ্কীর্ত্তমানো ভগবাননন্তঃ
শ্রুতানুভাবঃ ব্যসনং হি পুংসাম্।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধূনোত্যশেষং
যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ।

যেমন সূর্য অন্ধকার নাশ করে, বায়ু মেঘমালা দূর করে তেমনই ভগবান অনন্ত সঙ্কীর্ত্তনযোগে চিত্তে প্রবেশ করতঃ শ্রুত অনুভুত সকল পাপই নাশ করেন। নামসঙ্কীর্ত্তন মনুষ্য মাত্রেরই অভিধেয়--

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম।।

ভৃগুবর! মধুরাতিমধুর, মঙ্গলদের মধ্যে পরম মঙ্গল স্বরূপ, বেদবল্লীর সৎফল, চিন্ময় কৃষ্ণনাম শ্রদ্ধা বা হেলাক্রমে কীর্ত্তিত হইলেও নরমাত্রকে পরিত্রাণ করে।

কৃষ্ণকীর্ত্তনই একান্ত বা অনন্যসাধন--

প্রভাতে চার্দ্ধরাত্রে চ মধ্যাহ্নে দিবসক্ষয়ে।
কীর্ত্তয়ন্তি হরিং যে বৈ ন তেষামন্যসাধনম্।

যাঁহারা প্রভাতে অর্দ্ধরাত্রে মধ্যাহ্নে ও সন্ধাকালে হরি কীর্ত্তন করেন তাহাদের অন্য কোন সাধন নাই।

কৃষ্ণ কীর্ত্তনই পরম জ্ঞান ও পরমপদ প্রাপক--

যদীচ্ছসি পরং জ্ঞানং জ্ঞানাৎ যৎপরমং পদম্।
তদাদরেণ রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনম্। হে মহারাজ! যদি পরম জ্ঞান ও পরম পদের ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে পরম আদরের সহিত গোবিন্দ কীর্ত্তন করুন।

কৃষ্ণকীর্ত্তনই কৃষ্ণপ্রাপ্তির সুখদ অভিধেয়--

শৃণ্বতো শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ সচেষ্টিতং।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন বিশতে ভগবান্ হৃদি। নিত্যকাল ভগবানের লীলাকথাদি শ্রবণ ও কীর্ত্তনকারীর হৃদয়ে ভগবান অতিঅল্প কালের মধ্যে প্রবেশ করেন।

কৃষ্ণকীর্ত্তনই সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তক--

সর্ব্বরোগনিবারণং সর্ব্বোপদ্রবনাশনম্।
শান্তিদং সর্ব্বারিষ্টানাং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্।। পুনঃ পুনঃ হরিকীর্ত্তনই সকল প্রকার রোগ উপদ্রব অরিষ্টাদি নাশক।

অজাতরতি সাধকের কৃষ্ণকীর্ত্তনই অভিধেয়--

নক্তং দিবা চ গতভীর্জিতনিদ্র একো
নির্ব্বিন্ন ঈক্ষিতপথো মিতভুক্ প্রশান্তঃ।
যদ্যচ্যুতে ভগবতি স্বমনো ন সজ্জে
ন্নামানি তদ্রতিকরাণি পঠেদ্বিলজ্জঃ।। যদি অচ্যুত ভগবানে নিজ মন না লাগে তাহা হইলে রাত্রদিন নির্ভীক অনিদ্র মিতাহারী প্রশান্ত নিবিন্ন হইয়া আরাধ্য পথে দৃষ্টি রাখিয়া নির্লজ্জভাবে তাঁহার রতিপ্রদ নামাবলী গান করিবেন।

জাতরতি কৃষ্ণকীর্ত্তন পরায়ণ--

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নাম কীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।।

এই প্রকারে নিজপ্রিয় ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে অনুরাগ জাত হইলে চিত্ত দ্রবীভুত হয়, তখন লোকবাহ্য

পরিত্যাগ করতঃ ভক্ত কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন চীৎকার করে ও কখন উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করে।

স্বরূপসিদ্ধ কৃষ্ণকীর্ত্তন তৎপর--

নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্ গুহ্যানি ভদ্রাণি কৃতানি চ স্মরন্।

গাং পর্যটনংস্তুষ্টমনা গতস্পৃহঃ কালং প্রতিক্ষন্নমদো বিমৎসরঃ।।

তৎকালে নারদ মুনি অনন্ত ভগবানের মঙ্গলময় নাম ও রহস্যপূর্ণ চরিতাদি নির্লজ্জভাবে পাঠ ও স্মরণ করিতে করিতে স্পৃহা অভিমান ও মাৎসর্য্যশূন্য হইয়া পৃথিবী পরিক্রমা করিতে করিতে ভাগবতী তনু লাভের কালের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।।

ভাবুক কৃষ্ণকীর্ত্তনাকাঙ্ক্ষী--

কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্।

উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িস্যামি তাণ্ডবম্।। হে কমললোচন! কবে যমুনার তীরে তোমার নামাবলী কীর্ত্তন করিতে করিতে অশ্রুজলে স্নাত হইয়া নৃত্য করিতে থাকিব?

রসিকগণ কীর্ত্তনানন্দী--

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।

কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।। মদ্গত প্রাণ ভক্তগণ নিত্য পরস্পর আমার পবিত্র কথা কীর্ত্তন ও বোধ করাইতে করাইতে তুষ্ট ও আনন্দিত হয়।।

পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্ যশঃ।

মিথ রতির্মিথস্তুষ্টির্নির্বৃতির্মিথমাত্মনঃ।।

স্মরন্ত স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।

ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকং তনুম্।।

ভক্তগণ পরস্পর পরম পবিত্র ভগবানের মহিমাকথা কীর্ত্তন করিয়া রতি তুষ্টি এবং পরমানন্দ উপভোগ করেন। তাঁহারা নিজে পাপহারী হরিকে স্মরণ করিতে করিতে এবং অন্যকে করাইতে করাইতে সাধন ভক্তি হইতে ভাব ভক্তি লাভে পুলকাদি ধারণ করেন।

স্বনামধন্য নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কীর্ত্তনানন্দী।

যথা চৈঃভাগবতে--

নিরবধি হরিদাস গঙ্গাতীরে তীরে।

ভ্রমেণ কৌতুকে কৃষ্ণ বলি উচ্চৈঃস্বরে।।

বিষয়সুখেতে বিরক্তের অগ্রগণ্য।

কৃষ্ণনামে পরিপূর্ণ শ্রীবদনধন্য।।

ক্ষণেক গোবিন্দ নামে নাহিক বিরক্তি।

গঙ্গাস্নান করি নিরবধি হরিনাম।

উচ্চ করি লইয়া বুলেন সর্ব্বস্থান।।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে প্রসিদ্ধ গৌড়ীয় গোস্বামীগণ নাম সঙ্কীর্ত্তন পরায়ণ--

সংখ্যাপূর্ব্বকনামগান নতিভিঃ কালাবসানীকৃতৌ।

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনগান নর্ত্তনপরৌ প্রেমামৃতাম্ভোনিধী

ধীরাধীরজনৌ প্রিয়প্রিয়করৌ নির্ম্মৎসরৌ পূজিতৌ।

শ্রীচৈতন্যকৃপাভরৌ ভুবি ভুবো ভারাবহন্তারকৌ

বন্দে রূপ সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ।।

গায়ন্তৌ চ কদা হরের্গুণবরং ভাবাভিভুতৌ মুদা ইত্যাদি। ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ মন্ত্রের আচার্য্যবর্য্য। তিনি নাম সঙ্কীর্ত্তনকেই যুগধর্ম্ম ও শ্রেষ্ট সাধন রূপে উপদেশ করিয়াছেন। যথা-- **সাধ্য সাধন তত্ত্ব যে কিছু সকল।**

হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল।।

ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।

সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর।।

কি শয়নে কি ভোজনে কিবা জাগরণে।

অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে।।

গৌরসুন্দর কেবল মাত্র নাম সঙ্কীর্ত্তনকেই কলিযুগে প্রেম সিদ্ধির পরম উপায় রূপে উপদেশ করিয়াছেন।।

যথা - **যেরূপে হইলে নাম প্রেম উপজয়।**

তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রাম রায়।।

হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রাম রায়।

নাম সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়।।

গৌরহরি ভক্তি সাধককে কখনই কথা বলিতে নিষেধ বা মৌন ধরিতে আদেশ করেন নাই। তিনি সর্ব্বক্ষণ সকলকেই কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে উপদেশ করিয়াছেন।

নিজত্বে গৌড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান্

হরেকৃষ্ণেত্যেবং গণন বিধিনা কীর্ত্তয়ত ভোঃ।

ইতি প্রায়াং শিক্ষাং চরণমধুপেভ্যঃ পরিদিশন্

শচীসূনুঃ কিং মে নয়নসরণীং যাস্যতি পদম্।। যে প্রভু গৌড়ীয়গণকে নিজত্বে গ্রহণ করতঃ ওহে! তোমরা গণন বিধিতে হরেকৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন কর। নিজচরণের ভৃঙ্গতুল্য ভক্তগণকে এইরূপ উপদেশ করিতে করিতে সেই শচীনন্দন কি আমার নয়ন পথের পথিক হইবেন?

বৈরাগীর প্রতি গৌরোপদেশ--

বৈরাগী করিবে সদা নাম সঙ্কীর্ত্তন।।

গৃহস্থের প্রতি-- প্রভু কহে- কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণবসেবন।

নিরন্তর কর তুমি নাম সঙ্কীর্ত্তন।।

শ্রীগৌরসুন্দর গ্রাম্যবার্ত্তার শ্রবণকীর্ত্তন নিষেধ করিয়াছেন কিন্তু কৃষ্ণকথা বলিতে নিষেধ করেন নাই।

যথা-গ্রাম্যবার্ত্তা না বলিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।
অমানী মানদ হৈয়া সদা নাম লবে।
ব্রজে রাধা কৃষ্ণসেবা মানসে করিবে।

অতএব সর্ব্বস্বার্থপ্রদ কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন হইতে বিরত মৌনাচারী নিশ্চিতই অপস্বার্থান্ধ। যেমন নানা কামনায় অপহৃত জ্ঞানীগণ অন্যদেবতায় প্রপন্ন হয় তেমন মনে করি দুর্ভাগা প্রতিষ্ঠা কামীগণই কৃষ্ণকীর্ত্তন ত্যাগ করতঃ মৌন প্রয়াসী। এই ভারত বর্ষে সুধীগণ কৃষ্ণ কীর্ত্তনরত কিন্তু কুধী পাষণ্ডধর্ম্মী জৈনগণই মৌনব্রতী। পাষণ্ডী অভক্ত নিশ্চিতই অসম্ভাষ্য কিন্তু প্রণয়ীভক্তগণ অবশ্যই সম্ভাষ্য।পাষণ্ডী অভক্ত বিষ্ণু বৈষ্ণব বিদ্বেষীর অসম্ভাষণেই মাত্র মৌন স্বার্থক। বৈষ্ণব চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র যেই নিন্দে হিংসা করি। ভকতি বিনোদ না সম্ভাষে তারে থাকে সদা মৌন ধরি।। অনর্থমুক্ত হোউক বা অনর্থযুক্তি হোউক সকলের পক্ষে যুগোচিত সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্মই পালনীয়। কার্য্যাকার্য্য নির্ণয়ে শাস্ত্রই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। যাহারা শাস্ত্রবিধি পালী তাহারা সিদ্ধি শান্তি পরাগতি লাভ করেন। আর যাহারা শাস্ত্রবিধি ও মহাজন পথ পরিত্যাগ করতঃ স্বেচ্ছাচারী তাহারা স্বাভীষ্ট সিদ্ধি পরাশান্তি ও গতি লাভ করিতে পারেন না।

যঃ শাস্ত্রনিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্।

জীব কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণ তাহার আরাধ্য দেবতা। কৃষ্ণপ্রীতি সেবাই তাহার বিমল ধর্ম্ম এবং তদীয় প্রেমই জীবের পরম পুরুষার্থ। সেই আরাধ্য প্রসন্নতাক্রমে তদীয় প্রেম সিদ্ধির যে শাস্ত্রীয় সহজসাধন তাহাই নির্ব্বিবাদে সাধকের স্বীকার্য্য। যখন হরিতোষণই অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের সাক্ষাৎফল তখন যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে হরি সন্তোষ উদিত হয় তাহাই সর্ব্ব প্রযত্নে কর্ত্তব্য। নিজ লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা মূলে যাদৃচ্ছিক ধর্ম্মে কখনই হরির সন্তোষ হয় না। শাস্ত্রে সাধক ভেদে শাধন ভেদ ও সিদ্ধিভেদ বিচার বিদ্যমান। তন্মধ্যে নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক সাধনই সাধকের কর্ত্তব্য। সাধনের মধ্যে আবার পূর্ব্ব পর বিধি ভেদও বর্ত্তমান। এমতাবস্থায় স্বসম্প্রদায়িক মহাজন বিধানই অনুসরণীয়। অতএব সাত্বত শাস্ত্র ও তদ্বিধিজ্ঞ মহাজনীয়মার্গই নিঃসন্দেহে স্বীকর্ত্তব্য। যুগভেদে সাধন ভেদ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে কলিযুগ পক্ষে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনই সহজতম ও সুখদ সিদ্ধিপ্রদ সাধন। শ্রীলগৌরহরির অনুগত গৌড়ীয় সম্প্রদায় সকল প্রকার উপসাধন অর্থাৎ কর্ম্মজ্ঞানকাণ্ডীয়পর সাধন পরিহার পূর্ব্বক ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গ স্বীকার করিয়াছেন। তন্মধ্যে নবধা ভক্তি তন্মধ্যে পঞ্চধা ভক্তি, তন্মধ্যে আবার অনন্যসাধারণ কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিই সর্ব্ব প্রাধান্যযুক্ত।

তুলনামূলক আলোচনায়ও কীর্ত্তনেরই প্রাধান্য বর্ত্তমান। কর্ত্তন যুগোচিত এবং সার্ব্বজনীন সাধন কিন্তু মৌন তাহা নহে। কীর্ত্তন মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ কিন্তু মৌন কোন ভক্ত্যঙ্গই নহে। পূজাকালে যে মৌন বিধান তাহা ইতর কথা অকথনেই জানিতে হইবে। যেমন গৃহদ্বারে প্রবেশ নিষেধ লেখা থাকে। তজ্জন্য গৃহ পরিকরদেরও প্রবেশ নিষেধ এইরূপ বুঝাই না কিন্তু অপরিচিত অনাত্মীয় আগন্তুক পক্ষেই তদ্বিধি প্রযোজ্য। মৌন ভক্তের একটি প্রাদেশিক গুণমাত্র।

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনীসন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃস্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ।। এতৎ শ্লোকোক্ত মৌনী শব্দ ভক্তিমানেরই একটি বিশেষণ। কারণ সাধকগণ স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সুত্রে স্বাভীষ্টদেবকে সর্ব্বদা স্মরণ করেন অর্থাৎ মনন করেন। এই মনন স্বভাব হইতেই ভক্তের মুনি আখ্যা আর মুনি ভাব হইতেই মৌন সংজ্ঞা প্রকাশিত হয়। ব্রজধামাদিতে কোন কোন নবীন বৈরাগীগণ কিছুদিন বাক্ রুদ্ধ করিয়া মৌনী বাবা নামে প্রসিদ্ধ হন তৎপর তাহারা হুবহু কথা বলিয়া থাকেন। এতাদৃশ সাধককে মৌনী বলা যায় না। আরও দেখা যায় যে পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্মুখে ভ্রাতৃবধূর ন্যায় তাদৃশ বাক্‌রোধীগণ ইঙ্গিতে সঙ্কেতেও খাতাকলমে ভাব ভঙ্গিতে অব্যক্ত মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহা যথার্থ মৌনীর আচরণ নহে। অতএব কেবল বাক্যরোধকারী মৌনী নহে। মনন মনের কৃত্য, রাগ মনোধর্ম্ম। অতএব যতদিন রাগোদয় না হয় ততদিন পর্যন্ত মনন ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। পুনশ্চ শ্রবণকীর্ত্তন বিনা অনর্থনিবৃত্তি ক্রমে স্বাভীষ্ট রাগোদয়ও হয় না। যেমন মন্ত্র অপ্রকাশ্য অতএব মননীয়। ভক্তগণ কখনও কীর্ত্তন কখনও মৌন থাকেন এই মৌন থাকার কারণ গুহ্যলীলা চিন্তন। ভবন্তি তুষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ ইহাই মৌন থাকার রহস্য। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে উপধর্ম্মাদির পৃথক্ প্রয়াস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বধর্ম্মময় হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনই কৃত্য।

পুমর্থসাধনশ্রেষ্টং শাস্ত্রীয়ং যুগসঙ্গতম্।
বরিষ্ঠং নব ভক্তীনাং হরিকীর্ত্তনমাশ্রয়ে।।

--ঃ০ঃ০ঃ--

শৌচ ও অশৌচ বিচার

শৌচ কাহাকে বলে? শুচের্ভাবঃ শৌচম্ অর্থাৎ শুচির ভাবই শৌচ। শৌচ ধর্ম্মের একটি পাদ বিশেষ। ইহার তাৎপর্য্য রহস্য এই, ধর্ম্মে থাকে সততা, দয়া, তপস্বা ও শৌচ অর্থাৎ পবিত্রভাব। ধর্ম্মের মূল সত্য আর দয়া তপস্বাদি তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশেষ। প্রাণও ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে ভেদের ন্যায় সত্য দয়াদিতে ভেদ থাকিলেও যেমন ইন্দ্রিয়াদি প্রাণকেই আশ্রয় করতঃ সজীব থাকে তেমনই সত্যাশ্রয়ে দয়া তপস্বাদি শোভা পায়। সত্যহীন দয়া তপস্বাদি প্রাণহীন তুল্য ও নিরর্থক। একমাত্র সত্যই অপরের সত্বাকে সঠিক রাখে। সত্যাশ্রয়েই তাহাদের সততা প্রসিদ্ধ হয়।

শৌচ কত প্রকার?

কায়বাক্যমনাদি ভেদে শৌচ অনেক প্রকার। তন্মধ্যে কায় দ্বারা অকর্ম্ম বিকর্ম্মাদির অকরণ তথা ঈশ্বর কর্ম্মই কায়িক শৌচ। অন্যের দুঃখ উদ্বেগকর বাক্যের অকথন তথা হরিকীর্ত্তন প্রবচনাদিই বাচিক শৌচ এবং ভোগপর চিন্তা থেকে বিরত হইয়া হরি চিন্তায় তৎপরতাই মানসিক শৌচ। স্মৃতি বলেন--সত্যং শৌচং তপঃ শৌচং শৌচমিন্দ্রয়নিগ্রহঃ। সর্ব্বভূতেষু দয়া শৌচং জলশৌচন্তু পঞ্চমম্।। প্রথম শৌচ সত্য, দ্বিতীয় শৌচ তপঃ, তৃতীয় শৌচ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, চতুর্থ শৌচ দয়া এবং পঞ্চম শৌচ জল দ্বারা সম্পন্ন হয়। তবে ভগবানের অবজ্ঞাকারী সত্যদয়াদিতে শৌচ লক্ষণ নাই। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ বলেন--কর্ম্মস্বসঙ্গমঃ শৌচম্ অর্থাৎ কাম্যকর্ম্মাদিতে সঙ্গরাহিত্যই প্রকৃত শৌচ লক্ষণ। ঈশ্বর কর্ম্মই পাবন তদ্বতীত অন্য কর্ম্মাদি অভদ্র অপবিত্র, গীতার বিধানে তাহা বন্ধন স্বরূপ। **যজ্ঞার্থকর্ম্মণোঽন্যত্র কর্ম্মোঽয়ং লোকবন্ধনম্।** একমাত্র যজ্ঞকর্ম্মই মুক্তির কারণ তদ্বতীত অন্যকর্ম্ম বন্ধনের কারণ। ভগবানের মূর্ত্তি ভক্ত ধামাদি দর্শনই নয়নের শৌচ লক্ষণ। ভগবদ্‌গুণ নামাদি শ্রবণে কর্ণ পূত হয়। ভগবৎপ্রণামে মস্তকদেহাদি পবিত্র হয়। ভগবৎকর্ম্মাদি করণে হস্ত শুদ্ধহয়। ভগবৎপ্রসাদ সেবনে তথা তাঁহার নাম গুণাদি কীর্ত্তনে বাক্যমুখাদি পবিত্র হয়। ভগবদ্ধাম বিচরণে তথা তদীয় মন্দিরাদি পরিক্রমাতে চরণের শৌচ লক্ষণ বিদ্যমান। ভগবচ্চিন্তনে মনের শৌচ প্রতিপন্ন হয়। গঙ্গাদি তীর্থ জলেই প্রকৃত শৌচ লক্ষণ বিদ্যমান। অন্যজল তত্ত্বতঃ অপবিত্র । ভগবান ও ভক্তের নিবাসে গৃহাদি পবিত্র হয়। ভগবান ও ভক্তের জন্মাদিক্রমেই ভূমি বসতি বসুন্ধরা পবিত্র হয়। ভক্তের জন্মে কুলাদি পবিত্র হয়। মায়া অসৎস্বরূপা, মায়িক বস্তুমাত্রেই অপবিত্র। পঞ্চভূতাদিতে প্রকৃত স্বতঃশৌচ নাই। এককথায় দেশকাল পাত্রাদি সকলই ভগবৎসম্বন্ধেই পবিত্র হয় আর প্রসিদ্ধ দেশ কালাদিও ভগবৎসম্বন্ধের অভাবে অপবিত্র হইয়া থাকে। শাস্ত্রে যে দেশ কালাদির পবিত্রতা গান করিযাছেন তাহা ভগবৎসম্বন্ধেই জানিতে হইবে। যথা তীর্থভূমিই পবিত্র অন্য ভূমি নহে। গঙ্গাদিতীর্থ জলই পবিত্র। ভগবানের নির্ম্মাল্য ধূপ পুষ্প তুলসীর গন্ধই পবিত্র, যজ্ঞীয় অগ্নিই পবিত্র তথা ভগবানের নাম গুণাদির গান মুখরিত আকাশই পবিত্র। কালের মধ্যে একাদশী জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ঈশ এবং ঈশভক্তদের আবির্ভাবকাল, ঝূলন দোল চন্দনযাত্রাদি কাল পবিত্র। হরিস্মৃতি কালই পবিত্র। সর্ব্বশেষে বলা যায় যে, হরি ভক্তিতেই সকল প্রকার পবিত্রতা বিদ্যমান। অপবিত্রও হরি সম্বন্ধে পবিত্র হয় এবং তদভাবে পবিত্র বস্তুও অপবিত্র হয়। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য হিংসা শোক বিদ্বেষ কপটতা অসূয়া বঞ্চনা পৈশুন্য কাঠিন্য কুটিলতা দম্ভ মায়া মিথ্যা কলহ কটূক্তি প্রভৃতি অধর্ম্মজাত। ইহারা অপবিত্র কারণ অধর্ম্মাদিতে কিছুতেই শৌচ লক্ষণ নাই। তবে কখন কখন ঈশ্বর সম্বন্ধে ইহারা শৌচ লক্ষণ ধারণ করে। যেমন- কাম কৃষ্ণ কর্ম্মার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষী জনে, লোভ সাধু সঙ্গে হরি কথা। মোহ ইষ্ট লাভ বিনে, মদ ইষ্ট গুণগানে, সার্থক ও পবিত্র হয়। মিথ্যাও ভগবৎসেবায় ধর্ম্মে পরিণত হয়। অতএব সিদ্ধান্ত হয় সকল প্রকার পবিত্রতার মূলই ভগবান। ভগবদ্ভক্তি অপবিত্রকেও পবিত্র করে, অধমকে উত্তম করে, মূর্খকে বাগ্মী, দীনকে ধনী, অব্রহ্মণ্যকে ব্রহ্মণ্য , দুর্জ্জনকে সজ্জন, নারকী পাতকীকে পতিতপাবন করে। হরিভক্তি বলে সর্ব্বদোষে দুষ্ট চণ্ডাল অন্তজাদিও বিজ্ঞের বন্দার্হ্য হয়। চণ্ডালোঽপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো হরিভক্তিপরায়ণঃ।। ভাবশুদ্ধি ও ভূতশুদ্ধিও ভগবৎসম্বন্ধেই প্রসিদ্ধ। মহাজন বলেন-পাত্রশুদ্ধি হরিস্মৃতিতে বিদ্যমান। মুচি হয়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে। শুচি হয়ে মুচি হয় যদি হরি ত্যজে।। নাস্তিকের বাহ্যিক পবিত্রতা থাকিলেও সে স্বভাব চরিত্রে অপবিত্র অর্থাৎ তাহার স্বভাবে পবিত্রতা নাই। ধার্ম্মিকই পবিত্র। ধার্ম্মিকদের মধ্যে শৈব শাক্ত গাণপত্য সৌরাদিও তত্ত্বতঃ অপবিত্র। যেহেতু তাহারা নূন্যাধিক পাষণ্ডবাদে দুষ্ট। পাষণ্ডী কোন মতেই পবিত্র নহে। মায়াবাদী ধর্ম্মধ্বজীগণেও শৌচ নাই। দৈহিক বা বাহ্যিক শৌচ থাকিলেও পাষণ্ডী মায়াবাদী ধর্ম্মধ্বজীদের তাত্ত্বিক শৌচ লক্ষণ নাই।

শাস্ত্রে বলেন- ভগবদ্‌ভক্তিহীনের জাতি শাস্ত্রজ্ঞান জপ তপস্বাদি সকলই মৃতের ভূষণাদিবৎ বৃথা। উত্তম উত্তম বস্ত্র মাল্য চন্দনাদি দ্বারা ভূষিত হইলেও প্রাণহীন শব অদৃশ্য ও অস্পৃশ্য অতএব অপবিত্র। শব দর্শনে স্পর্শনে সবস্ত্র স্নানই শাস্ত্র বিধি। তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তিহীনের শৌচ লক্ষণ তত্ত্বতঃ নাই। ইহ জগতে একমাত্র বিশুদ্ধ বৈষ্ণবেই শৌচলক্ষণ পূর্ণমাত্রাই বিদ্যমান। ভক্তিবলে তিনি নিজ সহ একুশ কুল বসতি আদি পবিত্র করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবের নৃত্যের তালে তালে পৃথিবী, দৃষ্টিতে দশদিক পবিত্র হয়। মহাভাগবতের সংসর্গাদিতেও মহাশৌচ লক্ষণ বর্ত্তমান। নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সান্নিধ্য ও কৃপায় রতিজীবী পাপীয়সী লক্ষহীরাও পরম পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। অমোঘদর্শন বিশ্ববান্ধব ভাগবতপ্রবর নারদের কৃপা ও সঙ্গ প্রভাবে মহাপাপী ব্যাধও মহা পবিত্র চরিত্রবান হইয়াছিল। উপসংহারে বলা যায় যে, একমাত্র তীর্থপাদ ভগবানে, তাঁহার নামধামাদি, তাঁহার ভক্তজনে, ভজন সাধনে,তাঁহার সম্বন্ধী দেশ কালাদিতেই প্রকৃত শৌচ লক্ষণ বিদ্যমান। সারকথা ধর্ম্মেই থাকে শৌচ, ধর্ম্মের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্মই সর্ব্বোত্তমোত্তম তাহাতেই শৌচ স্বতঃসিদ্ধ ভাবে বিরাজমান।

অশৌচ লক্ষণ কি প্রকার?

শৌচের অভাবই অশৌচ বাচ্য। অশৌচ বিচার দেশকাল পাত্রাদি ভেদে অনেক প্রকার। কালে শৌচ এবং অকালে অশৌচ বিচার বেদশাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। অশৌচ বিচার মুখ্যতঃও মূলতঃ হরি সম্বন্ধ বর্জ্জিতত্বেই প্রপঞ্চিত হয়। যেমন

হরিমূর্ত্তি ও ভক্ত বর্জ্জিত দেশই অপবিত্র। ভাগবতে বলেন-বেদাচারমুক্ত দেশকাল পাত্রই অপবিত্র। অনার্য্য ম্লেচ্ছ নাস্তিক দেশ অপবিত্র। বেদবাহ্য জন তথা অন্তজাদি অপবিত্র। যে কালে বেদাচার নিষিদ্ধ সেইকাল অপবিত্র। বেদাচারই সদাচার। ত্রয়ীবিদ্যাই পবিত্র তদ্ব্যতীত অন্যবিদ্যা অপবিত্র। সনাতন ধর্ম্মসমাজে জননাশৌচ ও মরণাশৌচ লক্ষিত হয়। সেখানেও জননে ও মরণে হরিচিন্তার পরিবর্ত্তে জাত ও মৃত চিন্তা প্রবল থাকায় অশৌচ লক্ষণ আক্রান্ত হয়। ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে বলেন--কামক্রোধাদি দ্বারা আক্রান্তচিত্তে হরিস্মৃতির সম্ভাবনা থাকে না। পার্থিব বস্তু নাশে শোকমোহধর্ম্মীগণ অশোকবন বিহারী কৃষ্ণের চিন্তায় যতদিন বিরত থাকে, বেদাচার ত্যাগ করতঃ শোকাচার করে ততদিনই তার অশৌচ থাকে। শোকের তারতম্য অনুসারে অশৌচ বিধান স্বীকৃত ও ব্যবস্থাপিত হয়। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ কমপক্ষে দশদিন শোকার্ত্ত থাকেন। তজ্জন্য দশদিনই তাহার অশৌচ বিচার। তত্ত্ব ও সত্ত্বদর্শী ঋষিগণ শৌচাশৌচ তথ্যকে ন্যায্য ও যোগ্য ভাবেই বিচার করতঃ সমাজে প্রচার করিয়াছেন। জননও মরণাশৌচে ক্ষত্রিয় বারদিন, বৈশ্য বিশদিন এবং শুদ্র একমাস বেদাচার দৈব পৈত্রকর্ম্মে অনধিকারী বিচারে অপবিত্র থাকেন। সন্তান প্রসবে জননী দেবপূজাদিতে স্বভাবতঃ অপবিত্রতা নিবন্ধন অনধিকারিণী। নারী রজঃস্রাব নিবৃত্ত না হওয়া পর্যন্তই অশুচি। পুষ্পিতনারী রজোরোধ পর্যন্তই অশুচি। এই অশৌচ দৈহিক ব্যাপারেই গণ্য। রজো দর্শনে নারীর তিন দিন অশৌচ থাকে কিন্তু সন্তান প্রসবে নারীর গোত্রীয়দের অশৌচ হয় কি প্রকারে? সন্তান প্রসবকারিণীর অশৌচ হইলেও তাহার গোত্রীয়দেরও অশৌচ লাগে তাহা মনোধর্ম্ম মাত্র। মনোধর্ম্ম দেহধর্ম্মের সঙ্গে সংযুক্ত। দেহারামীগণ দেহ ও মনো ধর্ম্মেই ব্যাপৃত থাকে। কিন্তু বৈষ্ণব বিচারে সন্তান প্রসবিণীরই অশৌচ থাকে। তৎপতির কৃষ্ণপূজাদি বন্ধ হয় না। প্রাকৃত স্মার্ত্তগণ গোত্র সহিত দেহমনোধর্ম্মে অশৌচে পড়ে। যেমন বৈষ্ণব অপরাধী পিতৃ পুরুষদের সঙ্গে মহারৌরব নরকে পতিত হয়। যেমন শিব নিন্দুক দক্ষের সঙ্গে ঐ নিন্দার সমর্থক ভৃগু আদিও যন্ত্রণাভোগ করেন। এখানে সংসর্গদোষ বিদ্যমান। তেমনি সংসর্গদোষ বিচারেই জননীর সঙ্গে তাহার গোত্রীয়দের অশৌচ উপস্থাপিত হয়। এই সংসর্গদোষ কেবল চ্যুতগোত্রীয়দের মধ্যেই রাজত্ব করে। অচ্যুতগোত্রীয়গণ এই প্রকার সংসর্গদোষ মুক্ত। **সূতকে মৃতকে বাপি সন্ধ্যাকর্ম্ম ন সংত্যজেৎ**। বাধূলস্মৃতি। জন্মমৃত্যুতে সন্ধ্যাকর্ম্ম ত্যজ্য নহে। **শিব বিষ্ণুর্চ্চনে দীক্ষা যস্য চাগ্নির্পরিগ্রহঃ। ব্রহ্মচারীযতীনাঞ্চ শরীরে নাস্তি সূতকম্।** শিব বিষ্ণু অর্চ্চনে দীক্ষিত ব্রহ্মচারী যতিদের দেহে সুতক থাকে না। বৈষ্ণবের সদ্য শৌচ। চন্দ্রাদি গ্রহণেও বৈষ্ণবশরীর অশুচি হয় না। মলাদি স্পর্শে যে শৌচ বিচার তাহা সর্ব্বসাধারণ যেহেতু বৈষ্ণবের বাহ্যিক শৌচও কৃষ্ণসেবায় সদাচার বিশেষ। স্কন্ধ পুরাণে বলেন-ব্রহ্মচারী যতি শিল্পী দীক্ষিত ব্যক্তির যজ্ঞ বিবাহ ও সত্র ব্যাপারে কদাপি সূতকাশৌচ হয় না। ব্রহ্মচারিণি যজ্ঞে চ যতৌ শিল্পিনি দীক্ষিতে। যজ্ঞে বিবাহে সত্রে চ সূতকং ন কদাচন।। শিল্পী কারিগর বৈদ্য দাসদাসী রাজা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের সদ্য শৌচ কথিত হয়। শিল্পিনঃ কারবো বৈদ্যো দাসীদাসস্তথৈব চ। রাজানঃ শ্রোত্রিয়াশ্চৈব সদ্যঃ শৌচাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।। স্কন্ধ। সত্যাশ্রয়ে শুচির প্রকাশ আর তাহার অভাবে অশুচির বিলাস।। সত্য ও সত্যযোনি গোবিন্দাশ্রয়েই শুচিতা ধারণ করে অর্থাৎ সত্যেরও শুচি দাতা গোবিন্দ।

গোবিন্দই শুচি মূল। অযজ্ঞীয় কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা দেহের অশুচিতা প্রতিপন্ন হয়। মিথ্যা অশ্লীলভাষণ, হিংসা, মাৎসর্য্য ব্যবহার, খলতা, কপটতা ও বঞ্চনাদিতে অশুচি লক্ষণ বিদ্যমান। গোবিন্দই সত্য ধর্ম্ম শান্তি শুচি তপস্বাদির মূল। গোবিন্দ সমাদরেই সকল প্রকার শুচি বিদ্যমান আর তাঁহার অবজ্ঞা ও অনাদর বিরোধিতায় অশুচি লক্ষণ দেদীপ্যমান। গোময় পবিত্র কিন্তু অন্য প্রাণী এমন কি মানুষের, মানুষদের মধ্যে দ্বিজ সন্ন্যাসী প্রভৃতির মলমুত্রাদিও অপবিত্র। অচিন্ত্যশক্তি গোবিন্দ বিধানে প্রাণীদের অস্তি অপবিত্র হইলেও সেখানে শঙ্খ মহাপবিত্র। মধুকরের উচ্ছিষ্ট হইলেও মধু পবিত্র। শুচি ও অশুচির বিধান কর্ত্তা গোবিন্দ। জীবের শুভাশুভ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়াই তিনি দেশকাল পাত্র দ্রব্যাদির শৌচাশৌচ বিধান দিয়াছেন। অতএব শুদ্ধির জন্মভূমি গোবিন্দের স্মৃতি আর অশুচির জন্মভূমি গোবিন্দের বিস্মৃতি।। **অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ**। শৌচাশৌচ বিচারে দক্ষ সংহিতা বলেন-**গ্রন্থার্থতো বিজানাতি বেদমঙ্গৈঃ সমন্বিতম্।**

সকল্পং রহস্যঞ্চক্রিয়ায়াংচেন্ন সুতকী।। অর্থাৎ ষড়ঙ্গযুক্ত সংকল্প এবং রহস্য বেদশাস্ত্রের ব্যাখ্যার সহিত যে ব্যক্তি অবগত এবং বেদোক্ত ক্রিয়া পরায়ণ তাঁহার অশৌচ হয় না। রাজা পুরোহিত শিষ্য ও বালকের সদ্যশৌচ, ব্রতী ও দেশান্তরে মৃত, সত্রীদেরও সদ্যশৌচ। **রাজর্ত্বিগ্‌দীক্ষিতানাঞ্চ বালে দেশান্তরে তথা। ব্রতিনাং সত্রিনাঞ্চৈব সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে ।।** পরন্তু যাহারা স্নান হোম এবং জপ দান না করিয়া ভোজন করে তাহারা চিরদিন অশৌচ থাকে। **অস্নাত্বা চাপ্যহুতা চ ভুঙ্ক্তে অদত্বা চ যঃ পুনঃ। এবংবিধস্য সর্ব্বস্য সূতকং সমুদাহৃতম্।** রোগী, কৃপণ, ঋণগ্রস্থ, বৈদিক ক্রিয়াহীন মূর্খ বিশেষতঃ স্ত্রীজিত, ব্যসনাসক্তচিত্ত,নিত্যকালে পরাধীন, ভগবানে শ্রদ্ধা ও বৈরাগ্য বিহীনের যাবজ্জীবন অশৌচ থাকে। **ব্যধিতস্য কদর্যস্য ঋণগ্রস্থস্য সর্ব্বদা।**

ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য স্ত্রীজিতস্য বিশেষতঃ।

ব্যসনাসক্তচিত্তস্য পরাধীনস্য নিত্যশঃ।

শ্রদ্ধাত্যাগবিহীনস্য ভস্মান্তং সূতকং ভবেৎ।। অতএব বাহ্যিক ও স্মার্ত্য শৌচ অপেক্ষা তাত্বিকশৌচ বিচার অতি চমৎকারপ্রদ ও পরম বিবেচ্য বিষয়।

---ঃ০ঃ০ঃ---

শ্রেষ্ঠদের পরিচয়

ইহ জগতে অনেকানেক দেশ কাল পাত্র দ্রব্য খাদ্য স্বভাবাদি বর্ত্তমান। তাহারা সকলেই নিজ নিজ উৎকর্ষযুক্ত হইলেও তটস্থ বিচারে তাহাদের তারতম্য স্বীকৃত হয়।

তন্মধ্যে দেশের বিচার

শুভপ্রদ ধর্ম্মপ্রধান দেশই শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণসার মৃগ পদাঙ্ক, পবিত্র নদী ও হরিধামযুক্ত দেশই শ্রেষ্ঠ। চতুর্দ্দশ লোকের সপ্ত লোক অধঃস্থিত এবং অপর সপ্তলোক উর্দ্ধস্থিত। তন্মধ্যে উত্তরলোকের শ্রেষ্ঠতা জাগতিক বিচারে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু পরমার্থ বিচারে ত্রিলোকে পৃথিবীই শ্রেষ্ঠ। ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী। আর পৃথিবী মধ্যে সপ্তমোক্ষদা পুরীই শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে মথুরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। মথুরামণ্ডল দ্বাদশবনাত্মক। দ্বাদশবন মধ্যে বৃন্দাবনই শ্রেষ্ঠ। রস বিচারে বৃন্দাবন অপেক্ষা অধিক বিলাস বাহুল্যে গোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠ এবং তদপেক্ষা কৃষ্ণপ্রেমের আপ্লাবন হেতু রাধাকুণ্ডই শ্রেষ্ঠ। তাৎপর্য্য বাসুদেবের জন্ম হেতু বাৎসল্য রস প্রকাশিত। বাৎসল্য অপেক্ষা মধুর রসের প্রাধান্য হেতু রাসস্থলী বৃন্দাবনের শ্রেষ্ঠতা। বৃন্দাবনের রাস সর্ব্বসাধারণ কিন্তু গোবর্দ্ধনের রাস বিলাস তদপেক্ষা উৎকর্ষ প্রাপ্ত বলিয়া গোবর্দ্ধনের শ্রেষ্ঠতা। অতঃপর যূথেশ্বরী প্রধানা রাধিকার একছত্র বিলাস বাহুল্যে রাধাকুণ্ডের শ্রেষ্ঠতা। এককথায় উত্তোরোত্তর রসোৎকর্ষ হেতুই সেই সেই স্থানের শ্রেষ্ঠতা প্রপঞ্চিত হয়। চিজ্জগতে বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা অযোধ্যা, তদপেক্ষা দ্বারকা, তদপেক্ষা মথুরা , তদপেক্ষা বৃন্দাবনই শ্রেষ্ঠ। গোলোক বৃন্দাবনই সর্ব্বলোক চূড়ামণি স্বরূপ। দ্বীপের মধ্যে জম্বুদ্বীপ, বর্ষদের মধ্যে ভারতবর্ষই শ্রেষ্ঠ, পর্ব্বতের মধ্যে চিত্রকূট মহেন্দ্র মন্দার বিন্ধাচলাদি হইতেও গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের শ্রেষ্ঠতা শাস্ত্র সঙ্গত। নদীদের মধ্যে ত্রিবিক্রম পাদপদ্ম সম্ভবা গঙ্গাই শ্রেষ্ঠা, তদপেক্ষা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী সৌভাগ্যহেতু যমুনাই বরীয়সী। সমুদ্রদের মধ্যে ক্ষীর সমুদ্রই শ্রেষ্ঠ।

অথ কাল বিচার

শুভপ্রদ মহত্বযুক্ত কালই শ্রেষ্ঠতাশিষ্ট। যুগদের মধ্যে চতুস্পাদ ধর্ম্মযুক্ত সত্যযুগই শ্রেষ্ঠ, মন্বন্তরদের মধ্যে বৈবস্বত মন্বন্তর শ্রেষ্ঠ, এই মন্বন্তরে মর্য্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, মাধুর্য্য পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এবং ঔদার্য্যপুরুষোত্তম ভক্তরূপ শ্রীগৌরচন্দ্র অবতীর্ণ হন। ঋতুদের মধ্যে বসন্ত, মাসদের মধ্যে অগ্রহায়ণ, পরমার্থে কার্ত্তিক এবং তদপেক্ষা পুরুষোত্তম

মাসই শ্রেষ্ঠ।অয়নদের মধ্যে উত্তরায়ন শ্রেষ্ঠ, পক্ষদের মধ্যে শুক্লপক্ষই শ্রেষ্ঠ, বারদের মধ্যে বৃহস্পতি, নক্ষত্রদের মধ্যে রোহিণী, রাশিদের মধ্যে তুলা এবং গ্রহদের মধ্যে বুধ শ্রেষ্ঠ। মুহূর্ত্তদের মধ্যে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত, ক্ষণদের মধ্যে অভিজিৎ, যোগদের মধ্যে অমৃত ও মাহেন্দ্রযোগই শ্রেষ্ঠ। তিথিদের মধ্যে একাদশী, তদপেক্ষা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ ভগবদবতারগণের আবির্ভাব তিথিগণই উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ বরাহ বামন দ্বাদশী, নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী, নৃসিংহ চতুর্দ্দশী, রাম নবমী, রাধাষ্টমী, কৃষ্ণাষ্টমী, গৌর পূর্ণিমাদি শ্রেষ্ঠ। তাৎপর্য্য এই ভগবদাবির্ভাব হেতু সেই সেই মাস তিথি নক্ষত্র বার ক্ষণাদির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। তৎসঙ্গে দেশাদির শ্রেষ্ঠতাও সিদ্ধ হইয়াছে।

অথ পাত্র বিচার

ভগবদবতারগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই শ্রেষ্ঠতম। আরাধ্যদের মধ্যে পরমেশ্বর সর্ব্বকারণকারণ সর্ব্বশক্তিমান স্বয়ং ভগবান সর্ব্বাবতার নিদান অনন্যসিদ্ধ রূপগুণলীলা ও বংশীমাধুরীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই শ্রেষ্ঠতম আরাধ্যদেবতা। নায়কদের মধ্যে ধীরললিত, নায়িকাদের মধ্যে মাধবীশ্রেষ্ঠা। গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্যহেতু রসগণের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা বিদ্যমান অর্থাৎ শান্ত অপেক্ষা দাস্য, তদপেক্ষা সখ্য, তদপেক্ষা বাৎসল্য এবং তদপেক্ষা কান্তরসই শ্রেষ্ট। তজ্জন্য তত্তৎ রসিকদেরও উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা সিদ্ধ হয়। সর্ব্বোপরি কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা নিবন্ধন তদীয় চতুর্বিধ ভক্তদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয়। কৃষ্ণদাসগণের মধ্যে রক্তক শ্রেষ্ঠ, বন্ধুদের মধ্যে শ্রীদাম, প্রিয়নর্ম্মসখাদের মধ্যে সুবল উজ্জ্বল শ্রেষ্ঠ ও প্রেষ্ঠ। বৎসলদের মধ্যে নন্দযশোদা এবং কান্তাদের মধ্যে রাধিকা শ্রেষ্ঠতমা। রাধাসখীদের মধ্যে ললিতা বিশাখাই প্রধানা। ললিতা অনুরাধা নামে প্রসিদ্ধা। বামা দক্ষিণাদের মধ্যে বামা শ্রেষ্ঠা, রসগণ মধ্যে মধুর, তন্মধ্যে পরকীয়া মধুররস অতি চমৎকারাতিশয্যশালী, স্নেহদের মধ্যে মধুস্নেহ, প্রণয় মধ্যে সুসখ্য প্রণয়, রাগদের মধ্যে মাঞ্জিষ্ঠারাগ, মান মধ্যে ললিত মান, ভাব মধ্যে সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনই পরাৎপর। রতিদের মধ্যে সমর্থা শ্রেষ্ঠা। দূতীদের মধ্যে অমিতার্থাই পটীয়সী, মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্ভাদের মধ্যে মধ্যাই মাধুর্য্যমঞ্জুষা। রাধার সুহৃদদের মধ্যে শ্যামা এবং কৃষ্ণ সুহৃদদের মধ্যে বলরামই শ্রেষ্ঠ। বিদূষকদের মধ্যে মধুমঙ্গলই প্রধান। দেবদের মধ্যে কৃষ্ণাশ্রিত ইন্দ্র, নাগগণ মধ্যে পৃথ্বীধর ভগবান অনন্ত, সর্পদের মধ্যে বাসুকী শ্রেষ্ঠ। দেবর্ষিদের মধ্যে নারদ, মহর্ষিদের মধ্যে ভৃগু, ব্রহ্মর্ষিদের মধ্যে শুকদেব এবং রাজর্ষিদের মধ্যে পৃথু অম্বরীষ পরীক্ষিতাদি শ্রেষ্ঠ। বর্ণীদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রেষ্ঠতা অর্থাৎ শুদ্র অপেক্ষা বৈশ্য ,তদপেক্ষা ক্ষত্রিয়, তদপেক্ষা ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। আশ্রমীদের মধ্যে যতি শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মচারীদের মধ্যে নৈষ্টিক, গৃহস্থদের মধ্যে ঘোর সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থীদের মধ্যে বনেবাসী এবং সন্ন্যাসীদের মদ্যে পরমহংসই শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণবদের মধ্যে মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ। নরদের মধ্যে রাজা, নারীদের মধ্যে পদ্মিনী শ্রেষ্ঠা। উপাসকদের মধ্যে বৈষ্ণব এবং উপাসনার মধ্যে ভক্তপূজাই শ্রেষ্ঠতর। কবিদের মদ্যে শুক্রাচার্য্য, মুনিদের মধ্যে কপিলদেব, শাস্ত্রকারীদের মধ্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসই শ্রেষ্ঠ। সেনানীদের মধ্যে কার্ত্তিক, বৈষ্ণবদের মধ্যে মহাদেব শ্রেষ্ঠ। সাধবীদের মধ্যে অরুন্ধতী পরমার্থে শ্রীরাধিকা সাধ্বীকুলশিরোমণি স্বরূপা। যাদবদের মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমবশ উদ্ধব, পাণ্ডবদের মধ্যে অর্জুন, পশুদের মধ্যে যজ্ঞীয়পশু, তন্মধ্যে গাভীই শ্রেষ্ঠা। ইনি সর্ব্বদেবময়ী। যজ্ঞমধ্যে জপযজ্ঞ, দান মধ্যে জ্ঞান দান, অভয়দান তদপেক্ষা ভক্তিদানই শ্রেষ্ঠতর। তপঃ মধ্যে ইন্দ্রিয়সংযম, ধেনুদের মধ্যে কামধেনু, পক্ষীদের মধ্যে ভগবদ্বাহন গরুড়, বানরদের মধ্যে রামভক্ত হনুমান, মৎস্য মধ্যে মকর, শঙ্খ মধ্যে দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খ শ্রেষ্ঠ। বেদ মধ্যে সাম, ছন্দ মধ্যে গায়ত্রী, পুরাণ মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত, সমাস মধ্যে দ্বন্দ্ব, অক্ষর মধ্যে অকার শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মীদের মধ্যে নিষ্কামকর্ম্মী, জ্ঞানীদের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানী, যোগীদের মধ্যে নির্গর্ভযোগী, ভক্তদের মধ্যে একান্তী শ্রেষ্ঠ। বাস মধ্যে তীর্থবাস, ভগবৎপ্রসাদই খাদ্য অন্যথা সকলই অখাদ্য মলমূত্রতুল্য।সাধন মধ্যে ভক্তিই প্রধান, ভক্ত্যঙ্গ মধ্যে কীর্ত্তন দ্বিতীয় হইয়াও গুণে অদ্বিতীয়। সর্ব্বসাধনোদ্গম সক্ষম। পাত্র মধ্যে তাম্রপাত্রই প্রশস্ত, গুণ মধ্যে সত্ত্বগুণ, বন্ধু শ্রেষ্ঠ দীনবন্ধু ভগবান। শ্রেষ্ঠকীর্ত্তি বৈষ্ণবীয় খ্যাতি, সনাতন ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। পুরুষার্থ মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমই শ্রেষ্ঠতম, রাগমার্গই প্রধান, দিকগণ মধ্যে উত্তর ও পূর্ব্বই প্রশস্ত, অযাচক বৃত্তিই শ্রেষ্ঠ। শাসননীতি মধ্যে সামই শ্রেষ্ঠ, মন্ত্র মধ্যে কৃষ্ণমন্ত্র এবং গায়ত্রী মধ্যে কাম গায়ত্রীই প্রধানা, নাম মধ্যে কৃষ্ণনাম, মালা মধ্যে তুলসী মালাই শ্রেষ্ঠা। ইন্দ্রিয় মধ্যে মন ও বুদ্ধি মধ্যে গুরুবুদ্ধি শ্রেষ্ঠা। সাধুসঙ্গই উত্তম শ্রেয়ঃ, বৈষ্ণব বিরহই মহাদুঃখকর, ভগবদ্ভক্তিই উত্তম লাভ, সমদর্শীই শ্রেষ্ঠ, নিরপেক্ষই শ্রেষ্ঠ বিচারক, সত্য ও হিত বাক্যই শ্রেষ্ঠ, অস্ত্র মধ্যে সুদর্শন, বিদ্যা মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা, কবি মধ্যে বৈষ্ণব কবি, এবং কাব্য মধ্যে কৃষ্ণকাব্যই শ্রেষ্ঠ। অপরাধ মধ্যে বৈষ্ণব অপরাধই ভয়ঙ্কর, নিন্দাই শ্রেষ্ঠ পাপ, মাৎসর্য্যই শ্রেষ্ঠ দোষ, সৌহার্দ্যই মহদ্গুণ, অনুতাপই শ্রেষ্ঠ প্রায়চিত্ত, আর ভগবন্নামই

মহামহাপ্রায়চিত্ত। নিবৃত্তি পথই সৎপথ, পরহিতৈষীই মহান্ত মহাত্মা, ব্রহ্মদর্শীই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, অনাত্মদর্শীই শ্রেষ্ঠ কৃপণ, দৈক্ষজন্মই শ্রেষ্ঠ, তাহাই প্রশস্ত যাহা শুভপ্রদ, তাহাই শুভপ্রদ যাহা ধর্ম্মাশ্রিত, তাহাই ধর্ম্ম যাহা নিত্যসঙ্গী। ধর্ম্মমূলই ভগবান। ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধন, শ্রেষ্ঠবল, শ্রেষ্ঠগতি, পরাশন্তি, ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠকীর্ত্তি, ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ শ্রেয়ঃ,ধর্ম্মমতি, ধর্ম্মনীতি, ধর্ম্মযুদ্ধ, ধর্ম্মসভা, ধর্ম্মপত্নী, ধর্ম্মোৎসর্গ, ধর্ম্মকৃত্য, ধর্ম্মজীবন, ধর্ম্মাচার, ধর্ম্মদান, ধর্ম্মজ্ঞান ও ধর্ম্মগুরু, ধর্ম্মযাজক, ধর্ম্মপালকই শ্রেষ্ঠ। এককথায় যাহা ধর্ম্মময় ধর্ম্মাশ্রিত ধর্ম্মপ্রদ ধর্ম্মসম্বন্ধী তাহাই শ্রেষ্ঠ। অন্যত্র শ্রেষ্ঠতা প্রাকৃত। কিন্তু ধর্ম্মীয় শ্রেষ্ঠতা পারমার্থিক। ধর্ম্মবলে চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ আর ধর্ম্মবিহীন ব্রাহ্মণ চণ্ডালবৎ অদৃশ্য অসম্ভাষ্য।বৈষ্ণবতাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। বৈষ্ণবতাই জীবের নিত্যস্বরূপ। বৈষ্ণবই পরম ধার্ম্মিক, বৈষ্ণবই শ্রেষ্ঠ মান্য গণ্য পূজ্য পাল্য শরণ্য ও বরেণ্য। বৈষ্ণবই দানের শ্রেষ্ঠ পাত্র। বৈষ্ণবই মহাতীর্থ, মহাপাবন, মহাকুলভূষণ, পরমাত্মীয়, শ্রেষ্ঠগুরু, পরম বান্ধব, পরম কারুণিক, শ্রেষ্ঠ আর্য্য। বৈষ্ণব পদরজঃ পদধূলি ও ভুক্তশেষই সাধনার শ্রেষ্ঠ বল। বৈষ্ণবই শ্রেষ্ঠ নেতা, মহদ্‌গুণান্বয়। বৈষ্ণবই শ্রেষ্ঠসভ্য, শ্রেষ্ঠধর্ম্ম ধাম তিথি বীথিই শ্রেষ্ঠতম। বৈষ্ণবই নরোত্তম, সুরোত্তম, মানবোত্তম ও ব্রাহ্মণোত্তম। বৈষ্ণবই কৃষ্ণদেবতা, মহাজন, জীবোত্তম উদারধী প্রধান, মহা সুকৃতিবান ও পারমার্থিক প্রধান। বৈষ্ণবই প্রকৃত গোস্বামী, চতুরাগ্রগণ্য, কবিরাজ ও ন্যাসীরাজ।

--ঃঃঃঃঃঃঃ--

শিষ্টাচার ও স্বেচ্ছাচার

শাসনপ্রাপ্তই শিষ্ট তাহার আচারকে শিষ্টাচার বলে। বিশেষতঃ যাহারা সনাতনশাস্ত্র শাসনপ্রাপ্ত তাহারাই শিষ্ট তদ্ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্র শাসন প্রাপ্তকে শিষ্ট বলিলেও তাহারা প্রকৃত শিষ্ট নহেন। যেমন সভার যোগ্যকে সভ্য বলে। সভা নানা প্রকার হইতে পারে কিন্তু নারদগোস্বামী বলেন-- ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধর্ম্মম্। ধর্ম্মং ন তৎ যত্র ন সত্যমস্তি সত্যং ন তদ্ যচ্ছলতানুবিদ্ধম্।। অর্থাৎ তাহা সভা নহে যেখানে বৃদ্ধগণ থাকেন না, তাঁহারা বৃদ্ধ নহেন যাঁহারা ধর্ম্ম জানেন না, তাহা ধর্ম্ম নহে যাহাতে সত্য নাই এবং তাহা সত্য নহে যাহা ছলতা দ্বারা অনুবিদ্ধ।

অতএব সভা নানা প্রকার হইলেও ধর্ম্মসভাই প্রকৃত সভা। তদ্রূপ শাসন প্রাপ্তদের মধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্রীয় শিষ্টগণই প্রকৃত শিষ্ট, তাহার আচার শাস্ত্রীয়। আর যিনি শাস্ত্র শাসন মানেন না খামখেয়ালী ভাবে ধর্ম্ম কর্ম্ম তৎপর তিনি স্বেচ্ছাচারী।

বদ্ধ জীবের স্বেচ্ছাচারিতা অধঃপাতের কারণ। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন-- যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্।। যিনি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করতঃ স্বেচ্ছাচারে রত তিনি সিদ্ধি শান্তি পরাগতি লাভ করিতে পারেন না। কদাপি শিষ্টও যদি স্বেচ্ছাচারী হয় তবে তিনি নিন্দনীয় বটে। কারণ তাহার আচারে পতনের সম্ভাবনা প্রচুর। আবার কোথাও বা শিষ্টের স্বেচ্ছাচারও শিষ্টাচারে গণ্য। কারণ শিষ্টের অশাস্ত্রীয় আচার নাই। যেমন ভাগবততত্ত্ববিদ্ সনাতন গোস্বামীপাদ কাশীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া ক্ষৌরকর্ম্ম স্নানাদি অন্তে তপন মিশ্রদত্ত ধৃতিকে খণ্ড করতঃ ডোর কৌপিন করিয়া পরিধান করেন। তাঁহার সেই আচার শাস্ত্রীয় ও যোগ্য ছিল বলিয়া মহাপ্রভু তাঁহার স্বেচ্ছাচারের প্রতি অভিযোগ করেন নাই। পরন্তু মহাপ্রভুর গুরুতুল্য শ্রীপাদ ব্রহ্মানন্দ ভারতী মৃগ চর্ম্মাম্বর পরিধান করিলে তাঁহার প্রতি অভিযোগ করেন। কারণ তাঁহার সেই আচার শাস্ত্রীয় ছিল না। তিনি প্রতিষ্ঠার্থে স্বেচ্ছাচারে তাহা পরিধান করেন। অতএব অনধিকার চর্চ্চামূলে স্বেচ্ছাচার গ্রাহ্য নহে। অন্ধের স্বেচ্ছাচার যেমন বিপদ কারণ, অধর্ম্মজ্ঞের স্বেচ্ছাচারও তেমন অশান্তির কারণ। মহাজন মার্গগামীই শিষ্ট বটে কিন্তু অনধিকারী পক্ষে তাহা স্বেচ্ছাচারে গণ্য। যিনি অধর্ম্মজ্ঞ তাহার আচার কখনই ধর্ম্মময় হইতে পারে না। যিনি পণ্ডিত নহেন তাহার বক্তব্য কখনই পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইতে পারে না। যিনি সর্ব্বজ্ঞ নহেন তাহার ধারণা কখন সত্য হইতে পারে না তাহা কল্পনা মাত্র। স্বেচ্ছাচারীতে শস্ত্র ীয়াচার থাকে না। যথা যাহার কর্ণে চৈতন্যের কথা প্রবেশ করে নাই তাহার চৈতন্য বিষয়ক প্রশ্ন হইতে পারে না। তাই জানা যায় যে স্বেচ্ছাচার হইতেই জগতে ধর্ম্মের গ্লানি উৎপন্ন হয়। স্বেচ্ছাচার মহাজনের আনুগত্যের অভাবে দাম্ভিকতা মাত্র। দাম্ভিক কৃষ্ণপ্রসাদের অযোগ্য, কৃষ্ণপ্রসাদহীনই মায়াভ্রমী। মায়াভ্রমী স্বরূপ বিষয়ে অনভিজ্ঞ, জন্মান্তর ভোগী, জন্মান্তরভোগী ষট্‌তরঙ্গযুক্ত, ষট্‌তরঙ্গীদের দুঃখই সার। লোকে প্রবাদ আছে অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী। যাহারা প্রকৃত শাস্ত্রাচার জানেন না, কিছু কিছু জানেন মাত্র তাহারাও স্বেচ্ছাচারে জগন্নাশের কারণ হন। যেহেতু তাদৃশ স্বল্পবিদ্যগণ বিজ্ঞ অভিমানে ভেজাল মত প্রচার করেন। সেই ভেজাল মত

অধর্ম্মময়, অতএব জগন্নাশের কারণ। শিষ্টগণ শাস্ত্রশাসনে সাধন করতঃ স্বাভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করেন কিন্তু স্বেচ্ছাচারে সিদ্ধি সুদূর পরাহত। স্বেচ্ছাচারী অজ্ঞ বঞ্চক ও সাধুসভায় অনাদৃত। তাহার সঙ্গ মোহের কারণ আর ধর্ম্মপ্রাণ শিষ্টের সঙ্গ স্পর্শমণির ন্যায় অজ্ঞের বিজ্ঞত্ব, অধার্ম্মিকের ধার্ম্মিকতা সম্পাদক। তিনি কৃষ্ণকৃপা ভাজন ও জগদ্ভূষণ। তাঁহা হইতেই শুদ্ধ আম্নায় প্রচারিত ও প্রসারিত হয়। তিনি ধর্ম্মবীর। তাঁহার বীর দর্পে অধর্ম্মবংশ সন্ত্রস্থ ও দুরস্থ থাকে। শিষ্টই প্রোজ্ঝিতকৈতব ধর্ম্মের অধিকারী, আদর্শ ও আচার্য্যবর্য্য। আর স্বেচ্ছাচারী, অনাচারী, ব্যভিচারী ও অত্যাচারী। কারণ মূর্খের প্রতিপদেই দোষের প্রকাশ বিদ্যমান। বলি মহারাজ গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াও শিষ্টাচারে বিরাজমান কারণ তাহার আচার শাস্ত্রীয়, কুলোচিত ও সাধূচিত পরন্তু গুরু শুক্রাচার্য্যের বিচার বৈষ্ণবতা রূপ শিষ্টতা বিবর্জ্জিত। অপর দিকে কৃষ্ণবাক্যে অনাদরহেতু সত্যবাক্য কথনেও যুধিষ্ঠির মহারাজের প্রসিদ্ধ শিষ্টাচারও স্বেচ্চাচারে পরিণত হয়। ভগবান বলেন--- ধর্ম্মোঽপি মামনাদৃত্য পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ। আমাকে অনাদর করিলে প্রসিদ্ধ ধর্ম্মও আমার প্রভাবে অধর্ম্ম পাপে পরিণত হয়। এককথায় ধর্ম্মাচারই শিষ্টাচার কিন্তু ধর্ম্মাচার যদি ধর্ম্মমূল ভগবত্তোষণের প্রতিকূল হয় তাহা হইলে সেই ধর্ম্মাচার শিষ্টাচার না হইয়া স্বেচ্ছাচারে পরিগণিত হয়।

সৎগুরুর বাক্যলঙ্ঘন করতঃ প্রসিদ্ধ শাস্ত্রাচারও স্বেচ্ছাচারে গণ্য হয় কারণ সেখানে গুর্ব্বানুগত্যের অভাব। গুরুপ্রসন্নে হরিপ্রসন্ন হন। অতএব হরি প্রসাদ লাভের জন্য গুরুকে প্রসন্ন করা কর্ত্তব্য। যে কার্য্যে গুরু প্রসন্ন হন তাহাই শিষ্যের কর্ত্তব্য তাহাই শিষ্টাচার। তবে অসৎগুরু ত্যাগই শিষ্টাচার। দক্ষিণদেশীয় গীতাধ্যায়ী বিপ্রের অধ্যয়ন বিষয়ে অজ্ঞতা থাকিলেও গুর্ব্বানুগত্যহেতু তাহার গীতা পাঠ শিষ্টাচার। আর গুরুকে অনাদর করতঃ গীতাপাঠ স্বেচ্ছাচার মাত্র। এককথায় বলা যায় প্রসিদ্ধ ধর্ম্মাচারও যদি গুর্ব্বানুগত্যহীন হয় তবে তাহা স্বেচ্ছাচারে গণ্য হয়। যাহারা সৎগুরু পদাশ্রয় না করিয়া নিজেদের মত সাধন ভজন নাম জপাদি করেন তাহারা স্বেচ্ছাচারী। আবার যাহারা গুরু পদাশ্রয় করিয়াও গুরুর আনুগত্যহীন ভাবে খামখেয়ালী ভজন সাধন করেন তাহারাও স্বেচ্ছাচারী। আদেশের অপেক্ষা না করিয়াও যাহারা গুরুর অভীষ্ট কার্য্য সাধন করেন তাহারা উত্তম গুরুভক্ত শিষ্টপ্রধান। যাহারা যথার্থ আজ্ঞাকারী তাহারা মধ্যমভক্ত ও শিষ্টাচারী। যাহারা অশ্রদ্ধা অবজ্ঞা ভরে আজ্ঞা পালন করেন তাহারা অধম আর যাহারা আজ্ঞা পালনই করেন না তাহারা অধমাধম। এই দুই প্রকার শিষ্য স্বেচ্ছাচারী অশিষ্টে গণ্য। যাহারা গুরুতে ভক্তি করেন, পূজা স্তুতি করেন তথা তাঁহার আজ্ঞা পালন করেন বা পালনে সচেষ্ট তাহারাই প্রকৃত শিষ্টাচারী গুরুদাস। আর যাহারা গুরুপূজাদি করিয়াও তাঁহার আজ্ঞাপালনে উদাসীন ও স্বাধীনচেতা তাহারা স্বেচ্ছাচারী গুরুব্রুব মাত্র। গুরুর আজ্ঞা না থাকিলেও গুরুকৃষ্ণের প্রীতিকর ধর্ম্ম ও অধিকারোচিত আচার শিষ্টাচারে গণ্য। অজ্ঞাত নিরপরাধ ধর্ম্মাচারও শিষ্টাচার বিশেষ। বিদ্ধা পরিত্যাগ করতঃ শুদ্ধা একাদশী জন্মাষ্টমী ব্রতাদি পালন শিষ্টাচার। বিদ্ধা একাদশী ব্রতাদি পালন স্বেচ্ছাচার। কারণ তাহা শাস্ত্রের নিষিদ্ধাচার বিশেষ। নিয়মাগ্রহ অর্থাৎ উন্নত অধিকারে থাকা সত্ত্বেও নিম্নাধিকারে আসক্তিও স্বেচ্ছাচার বিশেষ। যেমন বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াও প্রাকৃত ব্রাহ্মণাদি কুলের অভিমান করা। জীবিকার্থে ভাগবত পাঠ, নামকীর্ত্তন, মন্ত্র ব্যবসা, বৈতনিক ধর্ম্মযজনাদিও স্বেচ্ছাচার। কারণ সেই সেই বিষয়ে শাস্ত্রের নিষেধ আছে। ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত। ইহা পাপাচারও বটে। বকধর্ম্মিকতা, বিড়ালতপস্বা ও মর্কট বৈরাগ্যাদিও প্রকৃষ্ট স্বেচ্ছাচার। তাহা অধর্ম্মাচারও বটে কারণ তাহা সদাচার বা বেদাচার নহে। গীতার মতে তাহা মিথ্যাচার ধর্ম্মধ্বজিতা। ধর্ম্মধ্বজিতা প্রবঞ্চনা বহুল বলিয়া অধর্ম্মে গণ্য। উপসংহারে এককথায়--শরণাগত জীবনে নিরপরাধযোগে অধিকারোচিত ভগবৎপ্রীতিকর আচারই শিষ্টাচার আর তাহার বিপরীত আচারই স্বেচ্ছাচার সংজ্ঞক।

---ঃ০ঃ০ঃ---

শ্রীগৌরউপদেশামৃতাস্বাদন

শ্রীশচীনন্দন গৌরগোবিন্দ শ্রীধাম নবদ্বীপে আত্মপ্রকাশ করতঃ নিজপার্ষদবৃন্দ সহ কলিযুগধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন প্রকাশ ও প্রচার করেন এবং এতৎপ্রচার কল্পে পরম দুরাচার দস্যূত্তম জগাই মাধাইকেও উদ্ধার করিয়া সুকৃতিবান নগরবাসীর শ্রদ্ধা ও প্রেমভাজন হন। কেবল তাহাই নহে পরন্তু নগরবাসীগণ গৌরসুন্দরকে ভগবান বলিয়া অবগত হইয়া তাঁহার সেবাপূজা কল্পে উত্তম উপায়ন হস্তে উপস্থিত হইলে পরম কারুণিক পরম ধার্ম্মিক মহাপ্রভু তাহাদিগকে যুগধর্ম্মাচরণে

উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য সর্ব্ব সমক্ষে বলিয়াছেন--প্রভু কহে, কৃষ্ণভক্তি হউক সবাকার। কৃষ্ণনাম গুণ বিনা না বলিহ আর।। প্রশ্ন--নগরবাসীগণ গৌরসুন্দরে শ্রদ্ধালু প্রেমালু হইলেও সকলেই কিন্তু কৃষ্ণোপাসক ছিলেন না। তবে তাদৃশ ভিন্ন ভিন্ন উপাসকগণকে একযোগে এবংবিধ উপদেশের তাৎপর্য্য কি? তাৎপর্য্য এই--- এখানে কৃষ্ণশব্দ ভগবৎ বাচক। যদিচ রাম কৃষ্ণ নৃসিংহ প্রভৃতি অবতারগণও কৃষ্ণ সংজ্ঞক তথাপি প্রভুর আশীর্ব্বাদ ভঙ্গী অতীব রহস্যময়। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বিলক্ষণ অনন্যসিদ্ধ মাধুর্য্য যাহা গৌরসুন্দর স্বয়ং ভক্তভাবে চারিপ্রকার ভক্ত সঙ্গে আস্বাদন করেন নগরবাসীদিগকে তাহা আস্বাদন করাইবার অভিলাষে সমাগত শ্রদ্ধালু নগরবাসীর প্রতি প্রভুর এতাদৃশ আশীর্ব্বাদ। কারণ তাঁহার মনে এমনই একটি অভিলাষের উদয় হইয়াছিল যাহা চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে ১০ম অঙ্কে ৭৪ শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।যথা-

বৃন্দারণ্যান্তরস্থঃ সরসবিলসিতেনাত্মান মুচ্চৈ
রানন্দস্যন্দবন্দীকৃতমনসমুরীকৃত্য নিত্যপ্রমোদঃ।
বৃন্দারণ্যৈকনিষ্ঠান্ স্বরুচিসমতনুন্ কারয়িষ্যামি যুষ্মা
নিত্যেবাস্তেঽবশিষ্টং কিমপি মহৎকর্ম্ম তচ্চাতনিষ্যে।।
দাস্যে কেচন কেচন প্রণয়িণঃসখ্যে ত এবোভয়ে
রাধামাধবনিষ্ঠয়া কতিপয়ে শ্রীদ্বারকাধীশিতুঃ।
সখ্যাদাবুভয়ত্র কেচন পরে যে বাবতারান্তরে
মষ্যাবদ্ধহৃদোঽখিলান্ বিতনবৈ বৃন্দাবনাসঙ্গিনঃ।।

মহাপ্রভু বলিলেন- ভক্তগণ! আমি বৃন্দাবন মধ্যে অবস্থিত হইয়া সরস বিলসিত চিত্তে প্রচুর আনন্দরসে নিত্যই আত্মাকে নিমগ্ন করতঃ তোমাদিগকেও আমার ন্যায় বর্ণ ও নিরন্তর বৃন্দারণ্যবাসী করিব। এই মাত্র সুমহৎকার্য্য অবশিষ্ট আছে এবং যাঁহারা দ্বারকাধীশের দাস্য সখ্যরসের পাত্র তাঁহাদিগকে রাধামাধবের দাস সখা করিব। আর যাঁহারা ভগবানের অন্যান্য অবতারের দাস সখাদি ভাব অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহারাও আমাতে একান্তভাবে চিত্ত সমর্পণ করতঃ শ্রীবৃন্দাবনের পরিকর মধ্যে পরিগণিত হইবেন। অতএব **কৃষ্ণ ভক্তি হউক সবাকার** এতাদৃশ আশীর্ব্বাদের তাৎপর্য্য তাহাদিগকে ব্রজেন্দ্রনন্দনের ভক্ত করণ ব্যতীত অন্য কোন কারণ নাই। দক্ষিণ পূর্ব্ব ও উত্তর ভারতাদি ভ্রমণকালেও তিনি নানা মতাবলম্বী নানা উপাসকগণকেও কৃষ্ণনিষ্ঠ বা কৃষ্ণ ভক্ত করিয়াছেন। শ্রীপাদ মুরারি গুপ্তের প্রতি -- শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিনা অন্য নাহি ভায়। ইত্যাদি বাক্যও তাহার পরম সাক্ষী। অবশ্য এমতের ব্যতিক্রমও দেখা যায়। মুরারিগুপ্ত ও নৃসিংহানন্দাদি কতিপয় ভক্তগণকে প্রভু নিজমতে প্রলোভিত করিয়াও শেষে তাহাদের স্ব স্ব উপাস্যনিষ্ঠা দেখিয়া পরিতুষ্ট হইয়া স্বাভীষ্টদেবে অচলা ভক্তিরই আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন।

গৌর সুন্দর যখন কৃষ্ণভক্তি হউক সবার। কৃষ্ণনাম গুণ বিনা না বলিহ আর।এই প্রকার উপদেশ আশীর্ব্বাদ করিলেন তখন সুকৃতিবান নগরবাসীগণ কৃষ্ণ ভজনের জন্য তাঁহার নিকট মন্ত্র প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু পরমানন্দ মনে তাঁহাদিগকে কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র উপদেশ করিলেন। যথা--হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।। মহাপ্রভু যে মন্ত্র উপদেশ করিলেন তাহা তাঁহার কল্পিত মন্ত্র নয় পরন্তু প্রামাণিক শাস্ত্রসম্মত মন্ত্র। ইহাই কলিযুগ ধর্ম্ম মন্ত্র। কলিকালে নাম বিনা নাহি আর ধর্ম্ম। সর্ব্বশাস্ত্রসার নাম এই শাস্ত্র মর্ম্ম।।

মন্ত্র ও মহামন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য এইযে, মন্ত্র জপকারীকেই পরিত্রাণ করে কিন্তু মহামন্ত্র মহাভাবের ন্যায় জপকারী সহ শ্রোতা ও বক্তাকেও মনোধর্ম্মময় সংসার হইতে পরিত্রাণ করে। মন্ত্র কেবল নির্জ্জনে এককভাবে শিষ্যকর্ণে উপদেষ্টব্য কিন্তু মহাপ্রভু এখানে সবারইকে শুনাইয়া সর্ব্বসমক্ষে একবচনে কৃষ্ণনামরূপ মহামন্ত্রের উপদেশ করেন। ইহাতে **এখানে মহামন্ত্রের কীর্ত্তনাঙ্গই পরিস্ফুট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত** এই মহামন্ত্র সম্বোধনাত্মক কৃষ্ণনামময়। সম্বোধনের বাচীত্বই মুখ্য অতএব মহামন্ত্র মন্ত্রের ন্যায় কেবল জপ্যই নহে কীর্ত্তনীয়ও বটে। ইহা পরবর্ত্তী পয়ারে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। নগরবাসীগণ মহাপ্রভু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট মহামন্ত্র পাইয়া আনন্দিত অন্তরে তাহার ভজন রহস্য ও পদ্ধতি জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে বিধিপতি গৌরহরি বলিলেন--প্রভু কহে, কহিলাম এই মহামন্ত্র । ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ।। ওহে নগরবাসী! এই মহামন্ত্রকে নির্ব্বন্ধ অর্থাৎ তুলসী মালিকাদিতে সংখ্যা পূর্ব্বকই জপ করিবে। নগরবাসীগণ বলিলেন, প্রভো!এই মহামন্ত্র জপের ফল কি? মহাপ্রভু একটু হাস্য করিয়া বলিলেন- ফলের কথা আর কি বলিব ইহা সকল প্রকার ফল সিদ্ধি দানে সিদ্ধহস্ত এবং কল্পতরু স্বরূপ বা চিন্তামণি স্বরূপ। অতএব ইহার ভজনে তোমাদের সকলেরই সকল প্রকার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।। নগরবাসী বলিলেন, প্রভুপাদ! এই মহামন্ত্র জপের সময় নির্ণয় করুন। মহাপ্রভু বলিলেন, ইহা সর্ব্বক্ষণই জপ্য। সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর ।। এই কথায় নগরবাসী একটু চিন্তিত মনে প্রভুকে জানাইলেন। প্রভো! আমরা সংসারী,

সংসারের নানা কার্য্যের মধ্যে নির্ব্বন্ধ সহ সর্ব্বদা এই মহামন্ত্র জপ তো সম্ভব নয়। বিশেষতঃ ভোজন শয়ন স্নান শৌচাদি কার্য্যে নির্ব্বন্ধ নাম জপ কখনই সম্ভব নহে। ইহা শুনিয়া বেদপতি বিশ্বম্ভর অনন্ত করুণাকোমলান্তরে বলিলেন, ওহে নগরবাসী! তোমাদের চিন্তা নাই। তোমরা সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর অর্থাৎ সর্ব্বদাই এই মহামন্ত্র মুখে বলিবে। মন্ত্র জপের ন্যায় ইহার জপাদিতে কোন বিধির বাধ্যতা নাই। **নাস্য বিধিরিতি ।** ভক্তগণ! বিচার করিবেন। তাই বলিয়া মহাপ্রভু নির্ব্বন্ধ জপ নিষেধ করেন নাই। কারণ তাঁহার নিজ চরিত্রে ও তদীয় ভক্ত গোস্বামীগণের ভজন জীবনেও সংখ্যা কীর্ত্তন পরিদৃষ্ট হয়। **সর্ব্বক্ষণ বল** এই কথায় মন্ত্র জপের ন্যায় মহামন্ত্র জপের কোন দেশকাল পাত্রগত নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি, যে কোন কালে, যে কোন অবস্থায়, যে কোন দেশে এই মহামন্ত্রের আরাধনা করিতে পারেন। খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। দেশকাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়।। কি শয়নে কি ভোজনে কিবা জাগরণে। অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে।। **বল** এই পদ দ্বারা মহামন্ত্রে র কেবল জপ্যত্ব নিরস্ত ও বাচিত্বই প্রসিদ্ধ হইল। **সবার** এই পদ দ্বারা আচণ্ডালের প্রতি এই মহামন্ত্রের ভজনাধিকার প্রদত্ত হইয়াছে।

সর্ব্বসিদ্ধি--- সকল প্রকার সিদ্ধি অথবা সকল প্রকার সিদ্ধি যাহাতে সেই ভক্তিই সর্ব্বসিদ্ধি বলিয়া প্রসিদ্ধ। যথা নারদে---যথা হি সর্ব্বপ্রাণীনাং সলিলং জীবনং স্মৃতম্। তথৈব সর্ব্বসিদ্ধীনাং জীবনং ভক্তিরিষ্যতে।। যথা জল সকল প্রাণীর জীবন তথা হরিভক্তিই সর্ব্বসিদ্ধির জীবন স্বরূপ। সর্ব্বসিদ্ধিময়ী ভক্তিঃ। ইত্যাদি বাক্যে ভক্তির সর্ব্বসিদ্ধিত্ব সিদ্ধ। মধ্যপদলোপী সমাসে দন্তকাষ্ঠবৎ সর্ব্বপ্রয়োজন সিদ্ধিরিতি সর্ব্বসিদ্ধিঃ অর্থাৎ এই মহামন্ত্র উপাসনায় সকল প্রকার প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। অথবা সর্ব্বসাধন সিদ্ধিরিতি সর্ব্বসিদ্ধিঃ অর্থাৎ ইহা হইতে সকল সাধনা সিদ্ধ হয়। অথবা সর্ব্বভাবানাং সিদ্ধিরিতি সর্ব্বসিদ্ধিঃ অর্থাৎ এই মহামন্ত্রের উপাসনায় সকল প্রকার ভাব সিদ্ধ হয়। অথবা সর্ব্বস্বার্থ সিদ্ধিরিতি সর্ব্বসিদ্ধিঃ অর্থাৎ এই মহামন্ত্রের ভজনে সকল স্বার্থ বা বাঞ্ছিতার্থ সিদ্ধ হয়।অথবা সর্ব্বাবতারোপাসনা সিদ্ধিরিতি সর্ব্বসিদ্ধিঃ অর্থাৎ এই মহামন্ত্র যুগধর্ম্ম বলিয়া ভগবানের অন্য সকল অবতারের উপাসনাও ইহার দ্বারা সিদ্ধ হয়। শাস্ত্রে এই মহামন্ত্রই কলিযুগ ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ এই বিধান অনুসারে এতন্মহামন্ত্রের জপ হইতে কীর্ত্তনেরই সমধিক প্রাধান্য ঘোষিত হইয়াছে। যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্য কেশবম্। ইত্যাদি বাক্যে কলিযুগে কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনেরই সার্ব্বভৌমত্বই সূচিত হয়। শ্রীপাদ জীবগোস্বামিপাদ ভক্তি সন্দর্ভে বলিয়াছেন--যদপ্যন্যভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিযোগেনৈব কর্ত্তব্যা। যদি কলিতে অন্য ভক্ত্যঙ্গ যাজনের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিযোগেই কর্ত্তব্য। অতএব গোস্বামীবাক্যে কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তনের যুগধর্ম্মত্ব নিবন্ধন মহামন্ত্রের সঙ্কীর্ত্তনত্ব সঙ্গত কৃত্য।

অতঃপর মহাপ্রভু উপদেশ করিলেন,
দশপাঁচ মিলি নিজ দ্বারেতে বসিয়া।
কীর্ত্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া।।
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।।
প্রভু মুখে মন্ত্র পায় সবার উল্লাস।
দণ্ডবৎ করি সবে চলে নিজ বাস।
নিরবধি সবেই জপেন কৃষ্ণ নাম।
প্রভুর চরণ কায় মনে করি ধ্যান।।
সন্ধা হৈলে আপনার দ্বারে সবে মিলি।

কীর্ত্তন করেন সবে দিয়া করতালী।। ইত্যাদি পদ্য হইতে মহামন্ত্রের জপ ও হরয়ে নমঃ মন্ত্রের কীর্ত্তন সূচিত হয়। তাই বলিয়া মহামন্ত্রের কেবল জপ্যত্বই বিহিত হয় নাই কারণ উপদেশ কর্ত্তা স্বয়ং সংখ্যাপূর্ব্বক ও সংখ্যা বিনা এই মহামন্ত্র উচ্চঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং করিতেও উপদেশ দিয়াছেন। যথা শ্রীচৈতন্যাষ্টকে--

হরে কৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিত রসনা নামগণনা

কৃতগ্রন্থী শ্রেণীসুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ। ইত্যাদি প্রমাণে সংখ্যাপূর্ব্বক মহামন্ত্র কীর্ত্তন বিহিত। হরে কৃষ্ণেত্যেবং গণন বিধিনা কীর্ত্তয়ত ভোঃ। শচীনন্দনাষ্টকে। সর্ব্বঅঙ্গ শ্রীমস্তক শোভিত চন্দনে। নিরবধি হরে কৃষ্ণ বলে শ্রীবদনে।। চৈঃ ভাঃ অ-তৃ-২০৬। নিরবধি শ্রীআনন্দধারা শ্রীনয়নে। হরে কৃষ্ণ নাম মাত্র শুনি শ্রীবদনে।।চৈ-ভা-অ-১৬৪।সত্য গৌরচন্দ্র অদ্বৈতের ইচ্ছাময়। একেশ্বর মহাপ্রভু করিলা বিজয়।। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলি প্রেম সুখে। প্রত্যক্ষ হইলা আসি অদ্বৈত সম্মুখে।। ইত্যাদি পদ্যে গৌরহরির কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তন প্রমাণিত হয়। নিরবধি হরে কৃষ্ণ বলে শ্রীবদনে। ইত্যাদি বাক্যে কেবল সংখ্যা কীর্ত্তন বিহিত হয় নাই। ইহা অসংখ্যাত বিহিত। গোস্বামীচরিতে যথা-সংখ্যপূর্ব্বকনাম গান নতিভিঃ কালবসানীকৃতৌ ইত্যাদি পদ্যে মহামন্ত্রের গান অর্থাৎ কীর্ত্তন

প্রাধান্য বহুল। এতদ্বতীত গৌরসুন্দরের গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে গুরু পরম্পরাক্রমে এই মহামন্ত্রের জপ ও কীর্ত্তন প্রচলিত আছে। যাহারা এই মহামন্ত্রের কীর্ত্তন অপ্রমাণিত করিয়া নিজমতে স্বকল্পিত কীর্ত্তন প্রচার করেন তাহারা গুরুদ্রোহী। কারণ নবমত কর্ত্তার পূর্ব্বতন গুরুবর্গ যখন এই মহামন্ত্র জপ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন তখন ৪০০ বৎসর পরে এই প্রকার নবমতের যথার্থতা কোথায়? সুতরাং তাহারা গুরুলঙ্ঘনকারী। এতদ্বতীত তপনমিশ্রের প্রতি মহাপ্রভুর উপদেশক্রম বিচার করিলেও মহামন্ত্রের কীর্ত্তন ও যুগধর্ম্মত্ব সিদ্ধ হয় যথা-- সাধ্য সাধন যে কিছু সকল। হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল।। অতএব মহাপ্রভুর মহামন্ত্র সম্বন্ধে উপদেশাবলী পর্য্যালোচনা করিলে **পরবিধি বলবান** এই ন্যায়ে মহামন্ত্রের জপ ও কীর্ত্তন উভয়ই সিদ্ধ হয়। কতিপয় পণ্ডিতন্মন্য ব্যক্তি বলেন- মহাপ্রভু কেবল সংখ্যা রাখিয়াই মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন কিন্তু সংখ্যাবিহীন ভাবে নয়। এই কথায় তাহাদের মূর্খত্বই প্রতিপন্ন হয় কারণ- **নিরবধি হরে কৃষ্ণ বোলে শ্রীবদনে** এই পদ্যে সর্ব্বদা সংখ্যা সংরক্ষণ সম্ভব কি? যদি তাহাই সম্ভব হয় তবে প্রভুর ভোজন শয়নস্নানশৌচাদি সময়েও সংখ্যা কীর্ত্তন স্বীকৃত করিতে হয় কিন্তু তাহা অপ্রমাণিত। উপসংহারে--ইহাই বক্তব্য-- **যাহারা গৌর ভক্ত হইয়াও হরিনাম মহামন্ত্রের সঙ্কীর্ত্তন বিরোধী বা অপ্রমাণিত করিতে প্রয়াসী তাহারা নিশ্চিতই অধর্ম্ম বান্ধব কলির প্রধান সহচর, আত্মঘাতী বঞ্চক ও গৌর ভক্তদ্রুব মাত্র।।**

----ঃঃঃঃ----

পাষণ্ড, পতিত, বিকর্ম্মস্থ ও অন্ত্যজের পরিচয়

পদ্ম পুরাণে উত্তরখণ্ডে শিবপার্ব্বতী সংবাদে মহাদেব বলেন পাষণ্ড পতিত বিকর্ম্মস্থ ও অন্ত্যজের দর্শন সম্ভাষণ স্পর্শনাদি বৈষ্ণবের নিষিদ্ধ ব্যাপার। যথা

পাষণ্ডিণং বিকর্ম্মস্থং পতিতং শ্বপচং তথা।
নাবলোকেন্ন সম্ভাষেন্ন স্পৃশেত্তত্র বৈষ্ণবঃ।।

পাষণ্ডাদির দর্শন সম্ভাষণাদি নিষিদ্ধ কেন? মা দ্রাক্ষীৎ ক্ষীণপূন্যান্ অর্থাৎ পূন্যহীন পাপীদিগকে কখনই দর্শন করিবে না। এই শাস্ত্রবাণী বিধানে পাষণ্ড পতিতাদিও পাপী বলিয়া তাহাদের দর্শনাদি পূন্যাত্মা ভক্তিমান বৈষ্ণবের অকর্ত্তব্য। **পা- ত্রয়ীবিধিং ষণ্ডয়তি খণ্ডয়তি ইতি পাষণ্ডঃ** অর্থাৎ ঋক যজুঃ সাম বিদ্যা ত্রয়ী নামে প্রসিদ্ধ। যিনি ধর্ম্মকৃত্য বিষয়ে অবশ্য পালনীয় এই ত্রয়ী বিধিকে খণ্ডন, অবজ্ঞা ও বিরোধ করেন তিনিই পাষণ্ড সুতরাং তিনি পরম বৈদিক ধার্ম্মিক বৈষ্ণবের অদৃশ্য, অসম্ভাষ্য এবং অস্পৃশ্যই বটে।

পাষণ্ডের লক্ষণ কি কি?

১। **অবৈষ্ণবস্তু যো বিপ্রঃ স পাষণ্ডঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।** যে দ্বিজ বেদ অধ্যয়ন করতঃ বিপ্রত্ব লাভ করিয়াছেন অথচ অবৈষ্ণব অর্থাৎ বৈষ্ণবাচারে উদাসীন তিনিই পাষণ্ড। শাস্ত্রে বলেন পাষণ্ডবিপ্র শ্বপচের ন্যায় অদৃশ্য। **স্বপাকমিব নেক্ষেত বিপ্রমবৈষ্ণবম্। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলেন-ব্রাহ্মণ হইয়া যে অবৈষ্ণব হয়। তাহার সম্ভাষে সকল কীর্ত্তি যায়।।চৈ-ভা-**

২। যাহারা অজ্ঞানমোহবশে অন্যদেবকে পরতত্ত্ব ঈশ্বর বলিয়া প্রকাশ করেন তাহারাই পাষণ্ড। তাৎপর্য্য নারায়ণ জগন্নাথই পরতত্ত্ব ঈশ্বরবাচ্য। স্বর্গীয়দেবগণ দেবা নারায়ণাঙ্গজাঃ বিধানে নারায়ণের সেবক তত্ত্ব। কিন্তু যাহারা অজ্ঞতাক্রমে দেবগণে পরতত্ত্বের আরোপ করেন তাহারা বেদবিরুদ্ধাচারী বিচারে পাষণ্ডে গণ্য। **যেঽন্যং দেবং পরত্বেন বদন্ত্যজ্ঞানমোহিতাঃ। নারায়ণাজ্জগন্নাথাত্তে বৈ পাষণ্ডিনস্তথা।।**

৩। বানপ্রস্থ্যাশ্রমী ব্যতীত যাহারা কপাল ভস্ম অস্তি জটা বল্কলাদি অবৈদিক চিহ্নধারী এবং অবৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড তৎপর তাহারাও পাষণ্ড সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। অবৈদিক চিহ্ন ও আচারধারী বিচারে তাহাদের পাষণ্ড সংজ্ঞা। পাষণ্ড শব্দের অন্য অর্থ পাপবেশাশ্রয়ী। পা অর্থে পাপ এবং ষণ্ড অর্থে চিহ্ন। **কপালভস্মাস্তিধরা যে হ্যবৈদিকলিঙ্গিনঃ।**

ঋতে বনস্থাশ্রমাচ্চ জটা বল্কলধারিণঃ।
অবৈদিকক্রিয়োপেতাস্তে বৈ পাষণ্ডিণস্তথা।।

৪। যাহারা প্রিয়তম শ্রীহরির শঙ্খচক্র উর্দ্ধপুণ্ড্র অর্থাৎ তিলকাদি বৈষ্ণব চিহ্নহীন তাহারাও পাষণ্ড। তাৎপর্য্য- তিলক তুলসীমালা শঙ্খ চক্রছাপাদি বিষ্ণু প্রীত্যর্থেই বিপ্রাদির ধার্য্য বিষয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণে পরান্মুখ সহজেই পাষণ্ড সংজ্ঞা পায়।

শঙ্খ চক্রোর্দ্ধপুণ্ড্রাদিচিহ্নৈঃ প্রিয়তমৈর্হরেঃ।
রহিতা যে দ্বিজা দেবি তে বৈ পাষণ্ডিণঃ স্মৃতাঃ।।

৫। যিনি শ্রুতি স্মৃতি কথিত আচার বর্জ্জিত, সমস্ত যজ্ঞভোক্তা বিষ্ণুকে উদ্দেশ্য করতঃ সামান্য দেবতায় আহুতি দান করেন সেই স্বতন্ত্রকর্ম্মা পাষণ্ড মধ্যে গণ্য। শাস্ত্রীয় আচারই কর্ত্তব্য তন্মধ্যে শ্রুতি স্মৃতি নির্দ্দিষ্ট আচারই শ্রেয়ঃপ্রদ বিচারে কর্ত্তব্য তথা যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ বিচারে বিষ্ণুই একমাত্র যজ্ঞীয় দেবতা। সেখানে বিষ্ণুই জ্ঞেয়, অন্য দেবতার আহুতি দানাদি অবৈদিক অতএব স্বেচ্ছাকৃত্য বিষয়। এতাদৃশ আচার বিচারে অজ্ঞতা প্রবল এবং তৎসঙ্গে পাষণ্ড লক্ষণও সবল।

অজ্ঞতা অথচ পণ্ডিতন্মন্যতা বিবাদের জননী এবং নানা ভ্রান্তমার্গের প্রচারিণী। অপিচ বেদ বিধি লঙ্ঘন করতঃ যাহারা স্বেচ্ছাচারে মনগড়া ধর্ম্মকর্ম্ম করে তাহারাও নূন্যাধিক পাষণ্ড। শাস্ত্র মহাজন বলেন--

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকীহরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলম্।।
শ্রুতিস্মৃত্যুদিতাচারং যস্তু না চরতি দ্বিজঃ।
সমস্তযজ্ঞভোক্তারং বিষ্ণুং ব্রাহ্মণদৈবতম্।
উদ্দিশ্য দেবতা এব জুহুতি চ দদাতি চ।
স পাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ঃ স্বতন্ত্রশ্চাপি কর্ম্মসু।।

পতির আনুগত্যহীনা স্বেচ্ছাচারিণী কখনই সতীত্বে সম্মানিতা হইতে পারে না। পিতা পুত্র কিম্বা অন্যে পতি জ্ঞান করে । সে রমণী জন্ম জন্ম নরকেতে ঘুরে।। কৃষ্ণে দেব জ্ঞান আর দেবে কৃষ্ণ জ্ঞান। যার সেই ভবে সত্য পাষণ্ডীপ্রধান।। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন--যিনি শাস্ত্র বিধি লঙ্ঘন করতঃ স্বেচ্ছাচারী তিনি কখনই শান্তি সুখ ও পরাগতি লাভ করিতে পারেন না। **যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।**

ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্।।

অতএব অবৈদিক স্বেচ্ছাচারীগণও পাষণ্ডে গণ্য। ইহারা নৈতিক নিরীশ্বরগণের ন্যায় পাষণ্ডদোষে সৎফল গতি সুখাদিতে বঞ্চিত। অধিক কি নৈতিক নিরীশ্বরগণও পাষণ্ডের পাদত্রাণবাহী।

৬। **যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।**
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্।।

যিনি নারায়ণ দেবকে ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতা সাম্যে দর্শন করেন তিনিও নিশ্চিতই পাষণ্ডী। তাৎপর্য্য-- যেই কৃষ্ণ, সেই কালী, সেই শিব এইরূপ সমন্বয়বাদীই পাষণ্ডী প্রধান। বস্তুতঃ নারায়ণ হইলেন অসমোর্দ্ধ তত্ত্বধাম। ব্রহ্মা শিবাদি দেবতা তাঁহার অধিকৃত দাস বিশেষ। দাসকে প্রভু মানা অত্যন্ত অন্যায় আচার বিচার ভুক্ত বিষয়। শিব বলেন-- যদি কেহ মনে মনেও ব্রহ্মাদিকে বিষ্ণুর সমান সিদ্ধান্ত করেন তাহা হইলে তিনি তত্ত্বতঃ পাষণ্ডী হইয়া থাকেন। যথা কোন রমণী যদি মনে মনেও অন্য পুরুষে পতি জ্ঞান করেন তাহা হইলে তিনি অসতীত্বে গণ্য হন। **ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে** এই তত্ত্বমূর্ত্তি নারায়ণকে ব্রাহ্মাদির সাম্যজ্ঞান বা দেবাদির নারায়ণ তুল্যজ্ঞান পাষণ্ডিতা মাত্র। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বলিলেন--

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সেই বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার।।

শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেই তো পাষণ্ড্য। অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ড্য।। ইহাতে সিদ্ধান্ত হয় যে অপ্রাকৃত ভগবদ্বিগ্রহে প্রাকৃত জ্ঞান পাষণ্ড লক্ষণ বিশেষ। চিৎকণ জীবে নারায়ণ বুদ্ধিকারী এবং জীবই ব্রহ্ম এইরূপ অপলাপী মায়াবাদীগণও ঘোরতর পাষণ্ডমতে মজ্জিত। নাস্তিক বৌদ্ধগণও পাষণ্ড কারণ চিন্ময় ঈস্বরতত্ত্বে তাহাদের জড়বুদ্ধি প্রবলা।

৭।**অবস্থাত্রিতয়ে যস্তু মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ।**
বাসুদেবং ন জানাতি স পাষণ্ডী ভবেৎসদা।।

বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্যাদি অবস্থাত্রয়ে কায় বাক্য মন কর্ম্মাদি দ্বারা যিনি বাসুদেবকে আরাধ্য বলিয়া জানেন না তিনি সর্ব্বদায় পাষণ্ডী থাকেন।। সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বভূতের নিবাসভুত ভগবান বাসুদেবই জ্ঞেয় ও ভজনীয় তথা হৃষীকেশ বলিয়া তিনি কায় বাক্য মন কর্ম্মাদিযোগে সেব্য আরাধ্যতত্ত্ব। সেই বাসুদেবকে জানিবার উপযুক্ত এই জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্ন মানব দেহ। বিপ্রত্বাদির সার্থকতা বাসুদেবের সহিত পরিচয়েই বিদ্যমান। বৈদিক ধর্ম্মকর্ম্মাদি তথা যজ্ঞ দান জ্ঞান তপস্বাদি সকলই বাসুদেব পরায়ণ। বাসুদেবই গান ধ্যানাদির একমাত্র বিষয় এবং গতি স্বরূপ। সেই বাসুদেবকে যিনি কোন অবস্থায় কোন ক্রমেই জানিতে পারিলেন না তিনি হতভাগ্য তো বটে উপরন্তু পাষণ্ড প্রধান।

যাঁহাকে জানিলে হয় সর্ব্বদুঃখনাশ।
যাঁহাকে পাইলে হয় সর্ব্বসুখে বাস।।
যাঁর লাগি ধর্ম্ম কর্ম্ম বিধির বিধান।
যাঁহার প্রসাদে হয় সফলজীবন।।
সেই বাসুদেব নাহি জানে যেই জন।
সেই হতভাগ্য মন্দ পাষণ্ড দুর্জ্জন।।
বেদ পড়ে শুনে যেই কৃষ্ণ নাহি জানে।
ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধন ভজনে নাহি চিনে।।
বাল্যযৌবন বার্দ্ধক্য কাটে অকারণ।
সে ছার পাষণ্ডী জন্ম বিফলে গণন।।

৮। বহু কথার কি প্রয়োজন? যে সকল ব্রাহ্মণ অবৈষ্ণব তাহারা পাষণ্ড বলিয়া সর্ব্বদায় অসম্ভাষ্য অদৃশ্য এবং অজিজ্ঞাস্য।

কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা যেঽপ্যবৈষ্ণবাঃ।
ন সম্প্রষ্টব্যা ন বক্তব্যা ন দ্রষ্টব্যা কদাচন।।

তরু যদি ফুল ফল নাহি করে দান।

প্রসূ নারী যদি নাহি প্রসবে সন্তান।।
বিপ্র যদি বাসুদেব না করে ভজন।
নিগমে নিষিদ্ধ তার দর্শন ভাষণ।।
পাষণ্ডী দর্শনে হয় সুকৃতির ক্ষয়।
সম্ভাষে দুর্গতি ভোগ জন্মে জন্মে হয়।।
গর্দ্দভ কুকুর উঠ সর্পাদি শূকর।
যোনিতে পাষণ্ডী ভ্রমে দুষ্কর্ম্ম তৎপর।।।

কে বিকর্ম্মস্থ?

শিখোপবীতত্যাগী চ বিকর্ম্মস্থ ইতীড়িতঃ। যিনি শিখাসূত্র ত্যাগী তিনিই বিকর্ম্মস্থ। তাৎপর্য্য এই শিখা সূত্র ধারণ বৈদিক অনুশাসন কর্ত্তব্যে গণ্য। ব্রহ্মজ্ঞানীগণ শিখা সূত্র ত্যাগ করতঃ সন্ন্যাস করেন। ইহা কোন এক শাস্ত্র অনুমোদিত বিষয় হইলেও পরমার্থ শাস্ত্রমতে শিখাসূত্র ধার্য্য। যাহারা বেদাতীত অবস্থা লাভ করিয়াছেন তাহাদের বাহ্যতঃ শিখাসূত্রাদির আবশ্যকতা থাকে না পরন্তু লোক সংগ্রহের জন্যও তাহারা তাহা ধারণ করেন।

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ।
স লিঙ্গান্ আশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ।।

অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠ বিষয় বিরক্ত আমার নিরপেক্ষ ভক্ত বর্ণাশ্রম চিহ্ন ত্যাগ করতঃ বিধির অগোচরে বিচরণ করিবেন। এই কৃষ্ণবাক্যে বর্ণা ও শ্রমগত চিহ্নাদি ত্যাগে দোষ হয় না। পক্ষে যিনি স্বেচ্ছাচারে অনধিকারী হইয়া দুরাচারবৎ শিখাসূত্রাদি ত্যাগ করেন তিনি বৈদিক বিধানে স্বধর্ম্মত্যাগী পাপীতে গণ্য। তাহার ঐ ত্যাগ পাপবহুল। তজ্জন্যই তিনি বিকর্ম্মস্থ সংজ্ঞা প্রাপ্ত। বিকর্ম্মণি পাপকর্ম্মণি স্থিতো যঃ স বিকর্ম্মস্থঃ অর্থাৎ যিনি বেদ নিষিদ্ধ পাপদি কর্ম্মে লিপ্ত ও আসক্ত তিনিই বিকর্ম্মস্থ। স্ব স্ব ধর্ম্মের অনাচারী ও পরিত্যাগী উভয়ে পাপীতে গণ্য। কর্ত্তব্য কর্ম্মের অকরণ বা ত্যাগ পাপাত্মক। পাপের অপর নাম নিষিদ্ধাচার বা বিকর্ম্ম। বেদ বিরুদ্ধ কর্ম্মই বিকর্ম্ম সংজ্ঞক। বিকর্ম্মস্থ অধার্ম্মিকেও গণ্য।।

কে পতিত?

মহাপাপোপপাপাভ্যাং যুক্তঃ পতিত উচ্যতে। মহাপাতক ও উপপাতকযুক্তই পতিত নামে কথিত হয়। মহাপাপ-ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, ব্রাহ্মণের স্বর্ণচুরি এবং গুরুপত্নী গমনাদি। অতিপাতক--মাতৃগমন, কন্যাগমন তথা পুত্রবধূগমনাদি।

উপপাতক-গোবধ, অযাজ্যযাজন, পরস্ত্রীগমন, আত্মবিক্রয়, পিতামাতা ও গুরুত্যাগ, স্বাধ্যায়ত্যাগ, অগ্নিকর্ম্ম ত্যাগ, অরজস্কাকন্যাদূষণ, বৃদ্ধি অর্থাৎ সূদ দ্বারা জীবিকা ধারণ, ব্রহ্মচারীর স্ত্রীসম্ভোগ দ্বারা ব্রতচ্যুতি, জলাশয় উদ্দানাদি বিক্রয়, ষোড়শ বর্ষ ব্যতীত হইলে উপনয়ন না গ্রহণ করণ, পিতৃব্য বান্ধবাদি ত্যাগ, বেতন লইয়া বেদাধ্যাপন, বেতনগ্রাহী অধ্যাপকের নিকট বেদাদি অধ্যয়ন, অবিক্রেয় বেদধর্ম্মাদির বিক্রয়, ঔষধি নাশ, ভার্য্যাদির উপপতি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ, অভিচার যজ্ঞ দ্বারা অন্যের অনিষ্টাচার, জ্বালানির জন্য অশুষ্ক বৃক্ষ চ্ছেদন, লসুনাদি নিন্দিত খাদ্য ভোজন, অগ্ন্যাধান না করণ, দেবঋষীদের ঋণ পরিশোধ না করণ, অসৎশাস্ত্রের আলোচনা, গীতবাদ্যে আসক্তি, মদ্যপায়িনী স্ত্রীগমন, ধান্য লৌহ তাম্রাদি ধাতু ও পশু চুরি, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শুদ্রহত্যা এবং নাস্তিকতাদি। পূর্ব্বোক্ত পাপচারীরই পতিত সংজ্ঞা হইয়াছে। বিকর্ম্মস্থ ও পতিত উভয়ে বেদ নিষিদ্ধাচারী। বিকর্ম্মস্থ কেবল শিখাসূত্র ত্যাগী অর্থাৎ বৈদিক কর্ম্মে অনাস্থাবান আর পতিত তাহার অতিরিক্ত পাপাচারী। সাধারণতঃ স্বরূপভ্রষ্টই পতিত সংজ্ঞা পায়। আর স্বরূপভ্রষ্টই অজ্ঞবৎ ও অন্ধবৎ নিষিদ্ধাচারে নিযুক্ত হয়। যেমন মহাকামান্ধের মাতৃভগ্নিজ্ঞান থাকে না। কামান্ধতাই তাহাকে মহাপাপাদি করণে নিযুক্ত করে তদ্রূপ তত্ত্বান্ধও মনোধর্ম্মে দেহতোষণে পাপাদি করিতে দ্বিধাবোধ করে না। দেহধর্ম্মবশে সে কখন অজ্ঞতাক্রমে কখনও বা জ্ঞাতক্রমে মোহিত হইয়াই পাপদি করিতে বাধ্য হয় এবং এইভাবেই সে পতিত সংজ্ঞা পায়। রজস্তমোগুণাধিক্যে জীব অধর্ম্ম করিয়া থাকে। তার ফলে পাতিত্য লক্ষণ সহজ হইয়া উঠে।

অন্ত্যজ কে?

অন্ত্যজঃ শ্বপচঃ প্রোক্তো বেদৈস্তত্র সুনির্ণয়ঃ। বেদ বিধানে শ্বপচ অর্থাৎ কুকুর মাংস পাচকই অন্ত্যজ সংজ্ঞক। কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞীয় পশুদের মাংস ভক্ষণ বিধি আছে সত্য কিন্তু তাহা নিত্য নহে নিবৃত্তিস্তু মহাফলাঃ বিচারে প্রতিষ্ঠিত পরন্তু অযজ্ঞীয় পশুদের মাংস ভক্ষণ নিশ্চিতই নিন্দনীয়। সেখানে কুকুর মাংস ভক্ষণাদি নিতান্ত নীচাচার বিশেষ। ইহা চতুর্ব্বর্ণ বহির্ভুত ব্যাপার বলিয়া অন্ত্যজকৃত্যে গণ্য। চতুর্ব্বর্ণীগণ কেহ কেহ মাংসাশী হইলেও বিষ্ঠাভোজী শূকরাদি প্রাণীর মাংস খায় না। যাহারা খায় তাহারা পশু সাম্যে পশুবৎ হিংসাচারী অতএব অন্ত্যজ সংজ্ঞা প্রাপ্ত। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন--অশৌচ, মিথ্যা, চৌর্য্য, নাস্তিক্য, বৃথাকলহ, কাম, ক্রোধ, অসৎতৃষ্ণাদি অন্ত্যজ স্বভাব। কামক্রোধাদি কখনই ধর্ম্ম হইতে পারে না।

কারণ গীতায় কামক্রোধাদিকে মহাগ্রাসী শত্রু বলিয়াছেন। **কাম এষ ক্রোধ এষ রজগুণসমুদ্ভবঃ। মহাশনো মহাপাপ্মো বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্।।** পক্ষে অকাম অক্রোধ, অলোভ, অহিংসা, অচৌর্য্য, সততা, ভুতহিতপ্রিয়চেষ্টাদি সার্ব্ববর্ণিক ধর্ম্ম। অতএব কামক্রোধাদি চাতুর্ব্বর্ণ স্বভাব নহে। ইহা কেবল অন্ত্যজ স্বভাব। অন্ত্যজগণ প্রায়ই বেদবিরুদ্ধ মতবাদী।

---ঃ০ঃ০ঃ---

কল্পনা ও ভাবনা

ভাববাচ্যে নিযন্ত কল্পি ধাতু যুচ্ যোগে কল্পনা এবং নিযন্ত ভাবি ধাতু যুচ্ যোগে ভাবনা পদ নিষ্পন্ন হয়। ভাব মনোময়। যদিও মন হইতে কল্পনা ও ভাবনার উদয় হয় তথাপি কল্পনা ও ভাবনা একজাতীয় নহে। কল্পনা মনোগঠিত আর ভাবনা মনে উদিত বিষয়। ভাব হইতে ভাবনার জন্ম। শুদ্ধসত্ত্বের বিলাস বিশেষই ভাব। অনর্থ নিবৃত্তিক্রমে শুদ্ধসত্ত্ব হইতে যে সান্দ্ররুচি প্রকাশিত হয় তাহাই ভাব। এই ভাব মন কল্পিত নহে বাস্তব পরন্তু অনর্থাবস্থায় সত্ত্বের অশুদ্ধতা নিবন্ধন তাহা হইতে জাত বিষয়ই কল্পনাময়। অনর্থমুক্ত প্রেমার্থদ্রষ্টা ঋষিগণের ভাবনা যাহা শাস্ত্রাকারে প্রকাশিত তাহা বাস্তবধর্ম্মী। ভাব হইতে ভাষার উদয়। তাঁহাদের ভাষা ভাব মণ্ডিত সমাধি ভাষা। পরন্তু আক্ষরিক অভিজ্ঞতামূলক কবিদের ভাষা মন কল্পনা প্রসূতা। ঐতিহ্য ভাষার অনুসরণে হইলেও তাহা নূন্যাধিক বাস্তবতা বর্জ্জিত। ভগবল্লীলাচরিত কোন কবির কল্পিত বিষয় নহে। ইহা ভাব সিদ্ধ মহাত্মাদের সমাধিভাষা। এই ভাব সিদ্ধ মহাত্মাগণ অপ্রাকৃত কবি। কল্পনা অনুমান ভিত্তিক আর ভাবনা অনুভব ভিত্তিক। কল্পনা জ্ঞানময়ী আর ভাবনা বিজ্ঞানময়ী। আরাধ্য ভগবান অধোক্ষজ ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত অতএব অক্ষজ জ্ঞান দ্বারা তাঁহার স্বরূপ নির্ণীত হয় না ও হইতে পারে না। পরন্তু তিনি শুদ্ধ ভক্তিবেদ্য সেবোন্মুখ চিদিন্দ্রিয়ে তাঁহার আবির্ভাব হইয়া থাকে। অতএব ভক্তিহীনদের ভাবনা প্রকৃত ভাবনা নহে তাহা অভাবনা বা কুভাবনা। কল্পনা মনোভাব কিন্তু ভাবনা শুদ্ধসত্ত্বভাব।

এখন প্রশ্ন--ভক্তের ভাবনা অনুসারে ভগবান লীলা করেন না ভগবানের লীলা অনুসারে ভক্তের ভাবনা উদিত হয়? তদুত্তরে কেহ বলেন- ভগবান যখন ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু তখন ভক্তের ভাবনা অনুরূপ ভগবান লীলা প্রকাশ করেন। যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি তত্তপুঃ প্রণয়সে সদুগ্রহায়। অর্থাৎ ভক্তহৃদপদ্ম বিলাসী বিপুল কীর্ত্তি ভগবান ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশে তদ্ভাবনা অনুরূপ মূর্ত্তি প্রকট করিয়া থাকেন। ভগবান বলেন-আমার ভক্তদের আনন্দ দানের জন্য আমি নানা লীলার অনুষ্ঠান করি। মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ। ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সকল বিহার। ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করে নন্দের কুমার।। অতএব ভক্তের প্রতি অনুগ্রহও ভক্তবিনোদনের জন্য ভগবানের নানা অবতার ও লীলার প্রচার ইহা সত্য সিদ্ধান্ত হইলেও রহস্যভূত নহে। ইহাতে রহস্য এই যে সুক্ষ্ম বিচারে ভগবানের ইচ্ছা অনুসারেই ভক্তের চিত্তে ভাবনার উদয় হয়। কারণ ভগবান লীলাসূত্রধার এবং ভক্তগণ তাঁহার লীলা সহায়ক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কৃষ্ণরতি ভাবিত শুদ্ধচিত্তেই ভাবনার প্রাকাট্য ঘটে। যেমন অন্তঃপ্রেরণাক্রমে ইন্দ্রিয়বৃত্তির প্রকাশ হয় তেমন লীলাপুরুষোত্তমের ইচ্ছাক্রমে তদীয় অনন্যচিত্ত ভক্তদের চিত্তে তৎসন্তোষণী ভাবনার অভ্যুদয় হয়। দ্বিতীয়তঃ নারদ বলেন- কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ। এখানে কোন একটি উপায়ে বলিতে অবান্তর উপায়ে নহে কিন্তু শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট উপায়দের মধ্যে স্বাভীষ্ট উপায়ে মন কৃষ্ণে নিযুক্ত করিবেন ইহাই বুঝায়। তেমনই ভক্তের ভাবনা অনুরূপ ভগবানের লীলা প্রকাশিত হয় বলিয়া ভক্তের ভাবনা অবান্তর নহে বা ভগবানের লীলাও অবান্তর নহে। সর্ব্বথা ভক্তের ভাবনা ভগবানের লীলা অনুরূপই। কারণ দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ে মনোচেষ্টাই ভাবনা। অদৃষ্ট ও অশ্রুত বিষয়ের ভাবনা অসম্ভব। এই অদৃষ্ট বা অশ্রুত বিষয়ে যে মনোবৃত্তি তাহাই কল্পনা। আবার দৃষ্ট শ্রুত বিষয়ের অন্যথা চিন্তাও কল্পনা। শাস্ত্রাদি হইতে শ্রুত বিষয়ের স্বাভীষ্টতাবোধে চিত্তধারণাই ভাবনা। ভাব রুচি বহুলা বলিয়া ভাবনাও রুচি প্রচুরা। রুচি অর্থে অভিলাষ তাহা বুদ্ধিপূর্ব্বিকা। বুদ্ধি দর্শন শ্রবণাদি সাপেক্ষা ও কৃষ্ণদত্তা। যথা শ্রীরূপগোস্বামীপাদ উৎকলিকাবল্লরী গ্রন্থে হুলিকোৎসবে নির্জ্জনে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক গুণমঞ্জরীর মুখ চুম্বন লীলার দর্শন অভিলাষ করিয়াছেন। এই গুণ মঞ্জরীর মুখ চুম্বন লীলা যে রূপ গোস্বামীপাদের ভাবনা অনুরূপ তাহা নহে কিন্তু লীলা অনুরূপই। রহস্য এই, সমাধি নেত্রে দৃষ্ট ঐ লীলাটি অভীষ্টবোধে বাহ্যদশায় দিদৃক্ষামূলে ভাবনা ও প্রার্থনা করিয়াছেন। অধিকন্তু দৃষ্ট শ্রুত হইলেও ভ্রমপ্রমাদ বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব দোষদুষ্ট চিত্তের ভাবনা শুদ্ধ ও সত্য নহে। অতএব সাধনসিদ্ধ ও কৃপাসিদ্ধবৎ শ্রবণাদিক্রমে রুচিময়ী ও ভগবৎপ্রসাদজা ভেদে ভক্তের ভাবনা দ্বিবিধা। অপরপক্ষে অধোক্ষজ বিষয়ে অনুমান প্রমাণ নহে বলিয় অনুমানাত্মিকা কল্পনাও প্রামাণিকী নহে। কৃষ্ণ নরলীলা পরায়ণ, তাঁহার লীলার প্রকৃত অভিজ্ঞতার

অভাবে বা স্বভাবে তাহাতে যে প্রাকৃত ভাবের আরোপ তাহাও কল্পনা। যেমন কৃষ্ণ ব্রজরমণীদের সহিত পরকীয়া লীলা করেন। জগতের পরকীয় নায়ক সাম্যে সেই কৃষ্ণের পারকীয় বিলাস অনুমানই নিরুপাধিক কল্পনা। কল্পনা মরু মরীচিকাবৎ অজ্ঞ বঞ্চনাকারিণী আর ভাবনা কল্পতরুবৎ সিদ্ধিপ্রদায়িনী। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। বলা বাহুল্য কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও সারাবলীতে অনেক ঘটনা কল্পনা প্রসূতা কারণ সেই সেই ঘটনায় শাস্ত্র প্রামণের অভাব। উপরন্তু সেই সেই গ্রন্থ রচয়িতাদ্বয় শুদ্ধ ভাগবত ও নহেন। তাহারা প্রাকৃত কবি বলিয়া ভগবৎপ্রসাদজা ভাবনার অভাবে তাহাদের রচনাও কল্পনাময়ী মাত্র।

---ঃ০ঃ০ঃ---

শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন রহস্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় কংসের কারাগারে আবির্ভূত হইয়া গোকুলে যাইয়া নন্দভবনে পালিত হন। সেখান হইতে বৃন্দাবনে ও নন্দীশ্বরে প্রায় এগার বর্ষকাল লীলা করতঃ মধুরায় যান ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণিত বিষয়। শ্রীশুকদেবের বর্ণনায় মাঝে মাঝে শ্রীকৃষ্ণের নন্দনন্দনত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। যথা নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদোমহামনা, ব্রহ্মস্তুতিতে-- **মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়** ইত্যাদি। অপিচ হরিবংশে বলেন নন্দপত্নী যশোদা মিথুনং সমপদ্যত অর্থাৎ নন্দপত্নী যশোদা একটি পুত্র ও অপরটি কন্যা প্রসব করেন তথা গোস্বামীগণের লেখনী হইতেও কৃষ্ণের নন্দনন্দনত্ব অপগত হওয়া যায়। অনেকের মনে সন্দেহ হয় কৃষ্ণ কাহার পূত্র? নন্দের না বসুদেবের? অবশ্য এতাদৃশ সন্দেহ অজ্ঞতা মূলকই। সিদ্ধান্ততঃ তিনি নন্দ ও বসুদেব উভয়ের পুত্রতা স্বীকার করিয়াছেন তাহা হরিবংশ হইতে জানা যায়। যথা একই সময়ে ভগবান নন্দ ও বসুদেবের হৃদয়ে জ্যোতিরূপে প্রবেশ করেন। তৎপর যশোদা ও দেবকীর হৃদয়ে স্নানান্তরিত হন। তাহাতে যশোদা ও দেবকীর একই সময়ে যোগমায়া প্রভাবে গর্ভ লক্ষণ প্রকাশিত হয়। তৎপর একই সময়ে কংসের কারাগারে দেবকী হইতে বাসুদেব এবং যশোদা হইতে কৃষ্ণ আবির্ভূত হন। আর বসুদেব যখন শিশু বাসুদেবকে লইয়া নন্দালয়ে যাত্রা করেন সেই সময়ে যশোদা যোগমায়াকে প্রসব করেন। অপিচ কৃষ্ণ যে নন্দেরই নিত্য পুত্র তাহা সর্ব্বজ্ঞ গর্গবাক্য হইতেও জানা যায়। যথা ভাগবতে--

প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ।
বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সম্প্রচক্ষতে।।

নন্দ ! তোমার এই পুত্র কোন কারণে বসুদেবের পুত্ররূপে প্রকট হইয়াছিলেন বলিয়া অভিজ্ঞগণ তাঁহাকে বাসুদেব বলেন। এই বাক্যে নন্দনন্দন স্বরূপের স্বয়ং রূপত্ব প্রতিপন্ন হয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় মথুরা গমন রহস্য। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে বিলাসান্তে মথুরায় গমন করতঃ কংসাদি অসুরদিগকে বধ পূর্ব্বক বসুদেবাদি ভক্তবৃন্দের দুঃখ মোচন ও স্বাস্থ্য সম্পাদন করেন। অতএব সহজেই সিদ্ধান্ত হয় শ্রীকৃষ্ণ অসুর বিনাশ ও ভক্তদের পরিত্রাণের জন্য মধুরায় গিয়াছিলেন। তিনি কি ভাবে মথুরায় গিয়াছেন তাহার রহস্য উদঘাটনে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু যামলপুরাণ বচন উদ্ধার করতঃ জানান যে যিনি গোপেন্দ্রনন্দন তিনি স্বয়ং ভগবান, তিনি বৃন্দাবনেই লীলাপরায়ণ। তিনি কখনও বৃন্দাবন পরিত্যাগ করতঃ কোথাও যান না । পরন্তু যিনি মথুরাদিতে লীলা করেন তিনি বাসুদেব। তিনি শ্রীকৃষ্ণের তদেকাত্মস্বরূপ।

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যাজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি।।
আচ্ছাদ্য নন্দনন্দনত্বং ব্যঞ্জয়ন্ বাসুদেবতাম্।

কৃষ্ণো মধুপুরীং যযৌ ইতি। কৃষ্ণ নন্দনন্দনত্ব আচ্চাদন করতঃ বাসুদেবত্ব প্রকট করিয়া মধুপুরীতে গমন করেন। তবে সর্ব্বোপরি মনে রাখিতে হইবে যে ভগবান এক বৈ দুই বা ততোধিক নহেন। একমেবাদ্বিতীয়ম্। তিনি ঈশ্বর অচিন্ত্য শক্তিক্রমে বহুরূপে বিলাসবান। অজায়মানো বহুধা ভিজায়তে।

যেমন স্পর্শমণি বিভাগ ক্রমে নীলপীতাদি বর্ণভেদ প্রাপ্ত হয় তেমনই শ্রীহরির ধ্যানভেদে রূপভেদ পরিলক্ষিত হয়।।

মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ।।

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন মথুরা ও দ্বারকায় বিলাসবান। তিনি অখিলগুণাদি প্রকাশে পূর্ণতম স্বরূপে বৃন্দাবনাধীশ, অসম্পূর্ণগুণ প্রকাশে পূর্ণতরস্বরূপে মথুরাধীশ এবং অল্প গুণ প্রকাশে পূর্ণরূপে দ্বারকাধীশ। তিনি ব্রজে সমর্থা রতি, মথুরায় সাধারণীরতি ও দ্বারকায় সমঞ্জসারতি আস্বাদন করেন। তিনি স্বমুখে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন-- যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।। অতএব প্রপত্তিভেদে তাঁহার প্রকাশ ভেদে যুক্তি সঙ্গত ব্যাপার। প্রকট প্রকাশে লোকদৃষ্টিতে নন্দাত্মজ শ্রীকৃষ্ণ মথুরা দ্বারকাদিতে যাতায়াত করেন কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টিতে তিনি স্বয়ংরূপে বৃন্দাবনেই লীলা

পরায়ণ। মথুরা ও দ্বারকায় তাঁহার বৈভব প্রকাশ বাসুদেবই লীলা পরায়ণ। তাহা হইলে সিদ্ধান্ত হইল নন্দনন্দন মথুরায় যান না এবং কংসাদিও বধ করেন না। কেহ বলেন- তিনি সাধারণী রতি সিদ্ধির জন্য মথুরায় গিয়াছেন। একথা সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। যিনি সমর্থারতি বিলাসবান তাঁহার তন্ন্যন সাধারণীরতির কি প্রয়োজন? সিতাস্বাদীদের গুড়াসক্তি যুক্তি সঙ্গত নহে। যদি প্রশ্ন হয়-পরমান্নভোজীদের কখনও অল্প ভোজনও পরিদৃষ্ট হয়। তাহা সত্য কিন্তু এখানে এই উপমা কার্য্যকরী নহে কারণ যিনি স্বরূপান্তর গ্রহণে সমর্থ তাঁহার কার্য্যান্তরে স্বরূপান্তরই কার্য্যপর। কেহ বলেন সুদূর প্রবাস বিনা সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ সিদ্ধ হয় না বলিয়া তৎসিদ্ধির জন্য মথুরায় গিয়াছিলেন। ইহাও সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ সিদ্ধির জন্য কৃষ্ণের যে সুদূর প্রবাস রূপ মথুরা বা দ্বারকা বাস তাহা মৌগ্ধ বিলাসিনী গোপীদের ভ্রান্ত প্রতীতি মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনেই সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ প্রাপ্ত হন। কি প্রকারে ? বাসুদেব যখন মথুরায় যান তখন নন্দনন্দন বৃন্দাবনে অন্তর্ধান করেন এবং যেকাল পর্যন্ত বাসুদেব ব্রজে না ফিরেন সেকাল পর্যন্ত গোপীদের স্ফুর্ত্তিপথেই বিরাজ করেন। প্রত্যক্ষে বাসুদেবকে মথুরায় যাইতে দেখিয়া গোপীদের তাহাতে প্রতীতি হয় নন্দনন্দন মথুরায় যাইলেন। নন্দনন্দন যে বাসুদেব স্বরূপেই মথুরায় যান এসিদ্ধান্ত গোপী জানেন না। তাই বাসুদেবের গমনে তাহাদের প্রাণনাথ গমনের প্রতীতি হয় এবং তজ্জনিত প্রবাস বিপ্রলম্ভ প্রাপ্ত হন। আবার একশত বর্ষান্তে দ্বারকা হইতে বাসুদেব বৃন্দাবনে আসিলে তখন নন্দনন্দন প্রকাশ আবির্ভুত হন ও বাসুদেব তাহাতে লীন হন। কিন্তু গোপীদের তাহাতে তাঁহাদের প্রাণনাথের আগমনের প্রতীতি হয়। এইভাবেই বৃন্দাবনে সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ সিদ্ধ হয়। অতএব নন্দনন্দন সুদূর প্রবাস না করিয়াও যোগমায়া প্রভাবে গোপীদের সঙ্গে সমৃদ্ধি মান সম্ভোগ বিলাস সিদ্ধ করেন। রসাচার্য্য শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ কিন্তু তদেকাত্ম বাসুদেব স্বরূপেই কুরুক্ষেত্র ও নব বৃন্দাবনে সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ দেখাইয়াছেন। অতএব যে বাসুদেব মথুরা হইতে গোকুলে আসেন ও নন্দনন্দনে আত্মসাৎকৃত হন সেই বাসুদেবই মথুরা ও দ্বারকাদিতে যাতায়াত করেন কিন্তু নন্দনন্দন বৃন্দাবনেই সকল প্রকার অর্থাৎ পূর্ব্বরাগান্তে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ, মানান্তে সংকীর্ণ সম্ভোগ তথা প্রবাসান্তে সম্পন্নসম্ভোগ এবং সুধূর প্রবাসান্তে সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ রস আস্বাদন করেন।২৩।৩।৯৪ ভজনকুটীর নন্দগাঁও

---ঃ০ঃ০ঃ---

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাবিলাস রহস্য

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একশত পঁচিশ বৎসর যাবৎ ভৌমলীলা করতঃ অন্তর্ধান করেন। তাঁহার লীলা রহস্য বিচার করিলে জানা যায় যে তিনি মুখ্যতঃ মধুররস বিলাসে চারি প্রকার বিপ্রলম্ভ ও চারি প্রকার সম্ভোগ আস্বাদন করেন। তন্মধ্যে ব্রজ বিলাসে পূর্ব্বরাগান্তে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ, মানান্তে সংকীর্ণ সম্ভোগ তথা প্রেমবৈচিত্ত্যান্তে বা কিঞ্চিতদূর প্রবাসান্তে সম্পন্ন সম্ভোগ আস্বাদন করেন। আর সুদূর প্রবাসান্তে যে সম্ভোগ সিদ্ধ হয় তাহার নাম সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ। সেই সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ সিদ্ধির জন্য শ্রীকৃষ্ণের সুদূর প্রবাস রূপ মথুরা গমন প্রপঞ্চিত হয়। কিন্তু মথুরা বাসেও সেই ভোগ সিদ্ধ হয় না কারণ তাহা সুদূর প্রবাস নহে। যদি প্রশ্ন হয় শ্রীকৃষ্ণ কংসের আমন্ত্রণে অক্রুরের রথে মথুরায় গিয়াছিলেন। বসুদেবাদি সুহৃদ বর্গের দুঃখ মোচন ও কংসাদি অসুর বিনাশের জন্যই তাঁহার মথুরা গমন হয় ইহা ভাগবত প্রসিদ্ধ ব্যাপার। তদুত্তরে বলা যায় যে, তত্ত্ববিচারে ভাগবত বর্ণিত কারণগুলি বাহ্য ও গৌণ এবং রসিকশেখরের রস আস্বাদনই মুখ্য কারণ। রসাস্বাদনার্থে যাহা প্রয়োজন যোগমায়া প্রভাবে তদনুরূপ বিলাস বৈচিত্র সংঘটিত হয়। কারণ তাঁহার ভৌম লীলা সর্ব্বতোভাবে যোগমায়া সংঘটিত। মথুরাবাসেও যখন সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ সিদ্ধ হইল না তখন তিনি সুদূর সমুদ্র গর্ভে বসতি করিলেন। এই প্রসঙ্গে কাকতালীয় ন্যায়ে কালযবন ও জরাসন্ধের নাশ ও বঞ্চনা সিদ্ধ হয়। সেই সুদূর সমুদ্র গর্ভে বসতি নিবন্ধন কৃষ্ণ ও তদীয় ব্রজ প্রেয়সীদের প্রেমচেষ্টা এক অনির্ব্বচনীয় দশায় পদার্পণ করে। সুদীর্ঘকাল পরে তাঁহাদের মিলনে সম্ভোগ সমৃদ্ধিমান সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। তাহা প্রথমে কুরুক্ষেত্রে সামান্যাকারে পরে নব বৃন্দাবনে আর শ্রীজীবপাদ মতে ব্রজে পুনরাগমনে সম্পূর্ণ হয়। সেই সুদূর প্রবাসরূপ সমুদ্রগর্ভে বসতি সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের দ্বার স্বরূপ বলিয়া তাহাকে দ্বারকা বলা যায়। বহু দ্বার বিশিষ্ট পুরী বলিয়া তাহার দ্বারকা নাম গৌণ। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ বলেন- পরাধীনত্ব নিবন্ধন নায়ক নায়িকার মিলন সুদুর্ঘট হইলে দৈবক্রমে মিলনে যে আনন্দাতিরেক আস্বাদিত হয় তাহাকে সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ বলে।

শ্রীকৃষ্ণের সেই সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ সিদ্ধিক্রমেই প্রথমে মথুরায় সাধারণীরতি ও দ্বারকায় সমঞ্জসারতি বিলাস প্রপঞ্চিত হয়। রসবিলাসে রসিকতার তারতম্য বিচারেই শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে পূর্ণতম, মথুরায় পূর্ণতর এবং দ্বারকায় পূর্ণ স্বরূপ। দ্বারকায়

সমঞ্জসারতি বিলাসে মহিষী সঙ্গম ব্রজের সমর্থারতি বিলাসের উদ্দীপন বিভাব বিচারে চমৎকার সম্পাদন করে। তাই শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ অধিরূঢ় মহাভাবের অনুভাব বর্ণনে **কান্তাশ্লিষ্টোঽপি হরৌ মুর্চ্ছাকারিত্বং** পদরত্নের সমাবেশ করাইয়াছেন। দ্বারকায় রত্নমন্দিরে রুক্মিণীর আলিঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণ যমুনাতীর কুঞ্জে রাধার আলিঙ্গন ধ্যানে মুর্চ্ছা পাইয়াছিলেন। এতাদৃশ ঘটনাবলী আলোচনা করিলেও শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা বিলাস যে ব্রজবিলাস রস আস্বাদন কল্পেই প্রপঞ্চিত তাহা সহজেই অনুমিত ও প্রমাণিত হয়। অপিচ সেই দ্বারকা বিলাসে ব্রজস্থিত স্বকীয়াদের মনোরথ সমঞ্জসা রতিরঙ্গে সম্পূর্ণ হইয়াছে। ব্রজকামিনীগণ বৈভব বিলাসাংশ স্বরূপে স্বকীয়া সমঞ্জসা রতি আস্বাদন করেন। ভগবানও সেখানে বৈভব বিলাসাত্মক বাসুদেব স্বরূপে বিহার করেন। রস রহস্য বিচার করিলে মধুর রসের প্রেষ্ঠতা ও শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয়। ইহা সর্ব্বভাবময়। ব্রহ্ম সংহিতার আনন্দচিন্ময়রস প্রভৃতি শ্লোক বিচার করিলে মধুর রসের প্রাচুর্য্য সিদ্ধির জন্য দাস্য সখ্যাদি রসের অবতারণা অনুমিত হয়।

যেমন প্রেম সিদ্ধ্যর্থে শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজন ক্রিয়া, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি প্রভৃতি সিদ্ধ হয় তদ্রূপ মধুর রসবিলাস সিদ্ধ্যর্থে অন্য রসবিলাস প্রপঞ্চিত হয়। তজ্জন্যই মধুর রসের এক নাম আদ্যরস। যেমন পতি সম্বন্ধ হইতে নারীদের অন্য সম্বন্ধ সংঘটিত হয় তদ্রূপ সমর্থা রতি বিলাস বাহুল্যে সাধারণী ও সমঞ্জসারতি বিলাস প্রকাশিত হয়। ইহা আমরা শ্রীকৃষ্ণের গৌরলীলাদর্শ হইতে জানিতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ নিজ মাধুরী ও রাধার মাধুরী আস্বাদনার্থে গৌরস্বরূপে নবদ্বীপ লীলায় জন্মাদি ক্রমে বাৎসল্য দাস্য সখ্যাদি রসবিলাস বিস্তার করেন। যথা অরুন্ধতী দর্শনে আদৌ আকাশ তৎপর সপ্তর্ষিমণ্ডল, তন্মধ্যে বসিষ্ট তারা তৎপর অরুন্ধতী দর্শন হয় তদ্রূপ মধুর বিলাস সিদ্ধার্থে দাস্যসখ্যাদি অন্য রস বিলাসও প্রকাশিত হয়। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যায় ব্রজ বিলাসের সাম্পূর্ণ সিদ্ধ্যার্থেই মথুরা ও দ্বারকা বিলাস বাহুল্য প্রসিদ্ধ অর্থাৎ মথুরা ও দ্বারকা বিলাস যোগেই ব্রজ বিলাস সম্পূর্ণ।

২৫/৩/৯৪ ভজনকুটীর নন্দগাঁও

---ঃ০ঃ০ঃ---

স্বরূপ ভাবনার ক্রমবিকাশ

আদৌ স্বরূপ জ্ঞান। নিত্যসিদ্ধ নিজ ভাবকে স্বরূপ বলে। তাহা অজন্য অর্থাৎ অনুৎপাদ্য অতএব স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ

যুক্তি তর্ক দ্বারা নূতন করিয়া প্রস্তুত করিবার কিছু নহে। যাহা আছে বিশুদ্ধ শ্রবণ কীর্ত্তনাদিযোগে তাহারই জাগরণ বা পুনরুদ্ধারই সাধনার সন্দর্ভ। স্বরূপাভিজ্ঞ গুরুবৈষ্ণবের সঙ্গফলে তাদৃশ শ্রদ্ধালু সেবকে স্বরূপের বিজ্ঞান ক্রমপন্থায় চিত্ত আকাশে প্রকাশিত হয়। কোন সর্ব্বজ্ঞ তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে ভবিষ্যবাণী করিলেও কিন্তু তাঁহাকে তদ্বিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ ভাবে তাহার অনুভূতি লাভ করিতে হইলে তাঁহাকে প্রচুর শুদ্ধ সাধন করিবার আবশ্যকতা আছে। সাধন আর কিছুই না কেবল সদাচারে সাধুসঙ্গে নিরপরাধে নাম সঙ্কীর্ত্তন ও ভাগবত শ্রবণাদি। সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি। সংসর্গ দোষ ও গুণের কারণ। ভাবলিপ্সুপক্ষে নিজ ভাব সিদ্ধির জন্য নিজ ভাবনায় সিদ্ধ মহাত্মার সঙ্গ কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তাহাতে সঙ্গগুণ সঞ্চারিত হয়। সাধুসঙ্গে সাধ্যসাধনাদি সম্বন্ধে শ্রবণফলে সাধকে সাধন ভজনে শ্রদ্ধা বা মতি হয়। তিনি যদি কৃষ্ণ ভজন প্রয়াসী হন তাহা হইলে তিনি কৃষ্ণভক্তের সঙ্গী হইবেন। উপযুক্ত কৃষ্ণ ভক্ত হইতে মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করতঃ বিশেষ ভাবে পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণতত্ত্ব, তদ্ভক্তিতত্ত্ব ও প্রয়োজনতত্ত্ব তথা সাধনরহস্য ভাল করিয়া শ্রবণ করিবেন এবং সেই সঙ্গে সদাচারে নবধাভক্তি যাজন করিবেন। নিরপরাধ ভজনে অনর্থ নিবৃত্ত হইলে নিষ্ঠা জাত হয়। অনর্থ নিবৃত্তির লক্ষণ এই যে, পূর্ব্বের ন্যায় আর ভোগ করিতে ইচ্ছা হয় না, ভোগ প্রসঙ্গে বিরক্তিবোধ হয়। এমন কি ভোগ চিন্তা মনে আসিলেও তাহা মনে রেখাপাত করে না বা বেশীক্ষণ মনে থাকে না। মন সব সময় ভজন সাধনে থাকিতে ভালবাসে। আর নিষ্ঠার লক্ষণ ভজন সাধনে মনের নিশ্চলতা। কখনও কোন কারণ বশতঃ মনে অন্য চিন্তা উঠিলেও তাহা ক্ষণস্থায়ী হয়। তারপর সেই নিষ্ঠিত অতএব শান্তচিত্তে আরাধ্য কৃষ্ণবিষয়ে রুচির সহিত রতি প্রাদুর্ভাব হয় সামান্যাকারে অরুণোদয়বৎ। রুচি অর্থ অভিলাষ, অভিলাষ মোটামুটী তিন প্রকার যথা সম্বন্ধাভিলাষ, সেবাভিলাষ ও স্বরূপাভিলাষ ইত্যাদি। শান্তচিত্তে কৃষ্ণকথায় যে ক্ষোভ তাহাই রতির লক্ষণ। আর সম্বন্ধ সেবাদি বিষয়ে যে অভিলাষ সঙ্কল্প তাহাই রুচি। রুচি বুদ্ধিপূর্ব্বিকা। ভাল মন্দ বিচারবোধই বুদ্ধিলক্ষণ। বুদ্ধিযোগে উৎকৃষ্টভাবের গ্রহণ বা মনঃপূত ভাবের বরণ তাহাই রুচির লক্ষণ। সাধক সাধুসঙ্গে সাধন ভজন রহস্য শ্রবণ করতঃ ভজন বিষয়ে কিছু সঙ্কল্প করেন। সেই সঙ্কল্পযোগেই তাহার ভজন বাড়িতে থাকে। অনর্থ নিবৃত্তিতে তাঁহার সেই সঙ্কল্পই বিশেষভাবে অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধভাবে ফলিতে

থাকে। প্রথমে তাঁহার মনে স্বরূপের একটি স্থূল ভাবনা জাগে। যথা জন্মগত ভাবনা রেখাপাত করে। যেমন-- বৃষভানুপুরে আহিরী গোপের ঘরে তনয়া হইয়া জনমিব।এইজন্মগত অভিলাষের সঙ্গে পিতৃমাতৃ অভিলাষ যথা--অমুকগোপের কন্যা অমুকের ভগ্নী হইব। সেই সঙ্গে একটি রুচিকর নাম যথা-- সাধনা মঞ্জরী নাম হইবেক মোর ইত্যাদি। রুচি দিন দিন বাড়িতে থাকে তাহাতে ঐনামের সঙ্গে রূপের অভিলাষ যথা- চম্পকবরণী আমি নবনীলাম্বরী। তৎসঙ্গে বয়স ও বেশভূষার অভিলাষ-বার বর্ষবয়সী কিশোরী সুমধ্যমা। নানা আভরণে যুগলের মনোরমা। তৎপর ক্রমে ক্রমে ভাব গুণের অভিলাষ জাগে। যথা- মঞ্জরী স্বরূপে হব দুঁহু মনোরমা। বামামধ্যাভাবে হব প্রণয়ী প্রোদ্দামা। তারপর ধীরে ধীরে সেবা ও সেবাসঙ্গিনীর অভিলাষও জাত হয়। যথা-রূপরতি সঙ্গে সদা নিরুঞ্জভবনে। তোষিব যুগলধন চামর বীজনে। বা তাম্বূল প্রদানে ইত্যাদি। তারপর গণ ও যূথেশ্বরীর পাল্যদাসী ভাবও অভিলষিত হয়। যথা--রাধা মোর যূথেশ্বরী ললিতা গণেশ্বরী ইত্যাদি। তারপর স্বকীয় বা পরকীয় ভাবের অভিলাষও জাগ্রত হয়। যথা- যাবটে বিবাহ হবে ইত্যাদি। তারপর রতি উৎপত্তির কারণও জাগ্রত হয়। যথা--যামুন সলিল আহরণে গিয়া বুঝিব যুগল রস। প্রেম মুগ্ধ হৈয়া পাগলিনী প্রায় গাইব রাধার যশ ইত্যাদি। অতঃপর তাদৃশ রুচিপ্রবণ সাধকে সেবা কুঞ্জাদির অভিলাষও জাগ্রত হয়। যথা--রূপোল্লাস কুঞ্জোত্তরে মালতীর কুঞ্জে। থাকিয়া এদাসী সদা সেবা সুখ ভুঞ্জে ইত্যাদি প্রকার। এইভাবে রুচিমান সাধকে অভিলাষরূপে স্বরূপের সকল প্রকার প্রকরণ পুষ্প বিকাশের ন্যায় শুদ্ধচিত্তে আত্ম প্রকাশ করে। কখন বা শ্রবণমাত্রেই শতপত্র বেধের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপ প্রকরণ গুলি স্মরণপথে উদিত হয়। বুঝিতে হইবে তাদৃশ সাধকের পূর্ব্বজন্মে প্রচুর সাধনা ছিল। তাই এই জন্মে শ্রবণমাত্রেই তাহা স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। সাধক যখন ভজনে নিষ্কপট জিজ্ঞাসু হয় তখনই তাদৃশ ভজন প্রয়াসী তত্ত্বজিজ্ঞাসুকে ভগবান অন্তরে তদ্বিষয়ে প্রেরণা দান করেন। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযন্তি তে। এই বুদ্ধিযোগ চৈত্ত্যগুরু, মন্ত্রগুরু, শিক্ষাগুরু তথা শাস্ত্রগুরু হইতে লভ্য হইতে পারে। কারণ শিষ্যসাধক ভগবানে সমর্পিতাত্মা তজ্জন্য তাহাকে তত্ত্ববিজ্ঞানে পৌঁছান ভগবানের নিজস্ব দায়িত্ব। তিনি যে কোন উপায়ে তাঁহার শরণাগত জিজ্ঞাসুকে সাহায্য করেন। ভগবান শব্দের গ হইতে গময়িতা নেতা স্রষ্টা ভাব বর্ণীত হয় অর্থাৎ ভগবানই জিজ্ঞাসুকে জানায়ে দেন, নেতা হইয়া সেব্যের নিকট লইয়া যান এবং সেব্যের সেবা ভাবনাকে অন্তরে জাগ্রত করান। যাঁহারা কৃষ্ণের প্রতি নির্ভরশীল নহেন তাদৃশ গুরু শিষ্য বিশুদ্ধ রাগ মার্গে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারেন না। তাঁহাদের উপদেশ আদান প্রদান কেবলমাত্র লোক দেখাদেখী ব্যাপার। তাহাতে বাস্তব সত্য প্রায়ই অপ্রকাশিত থাকে। তাদৃশ গুরু শিষ্য প্রায়ই বঞ্চক ও বঞ্চিত হয়। ব্রহ্মা যে ভগবানের সাধন করিলেন তাহাকে আকাশবাণীই মাত্র সাধনে প্রবর্ত্তিত করেন। ব্রহ্মা পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ সাধনের রহস্য রাজ্যে পৌঁছাইতে পারিলেন। জগন্নাথ দর্শনের ভাবনাই যথেষ্ট , অন্য ভাবনার প্রয়োজনায়তা নাই কারণ অন্যদর্শনাদি তাহার পারিপার্শিক ব্যাপার। জগন্নাথ দর্শনে যাইলেই অনেক কিছুর দর্শন হয়। তদ্রূপ রুচিমান সাধকে কেবল নির্দ্দিষ্ট রসগতি সেবাভাবনাই যথেষ্ট। রূপগুণাদির পৃথক ভাবনা না হইলেও চলে। কারণ তাহা মূল ভাবনার অনুগত। যেমন যে বালক কৃষ্ণের অভিনয় করিতে যাইতেছে তাহাকে নেপথ্যকার কৃষ্ণের বেশভূষাদি দিয়াই সাজায়ে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করান। তদ্রূপ যাঁহার সেবা ভাবনা আছে যোগমায়া তাঁহাকে ভাব অনুরূপ নাম রূপ গুণ বয়স বেশ স্বভাব সঙ্গাদি দ্বারা সাজাইয়া কৃষ্ণলীলায় প্রবেশ করান। অতএব সাধকের কর্ত্তব্য কোন নির্দ্দিষ্ট রসগত সেবা ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া। যেরূপ বিবাহের সঙ্গে ধীরে ধীরে বধূ তাহার স্বামী শশুরাদির প্রতি কর্ত্তব্য বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করে। তদ্রূপ রুচিমান সাধক সাধনরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার স্বরূপ প্রকরণ বিষয়ে বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ইহা অনুভূতির কথা কেবল মাত্র মুখস্থ বিদ্যা নহে। যেরূপ বীজ হইতে বহু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যুক্ত বৃক্ষের প্রকাশ হয় তদ্রূপ স্বরূপ অর্থাৎ নিত্যভাব হইতেই ক্রমপন্থায় রূপ গুণাদি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরভাবে অভিলাষরূপে আত্ম প্রকাশ করে। আর নিত্যভাবটি অনর্থনাশে মেঘমুক্ত সূর্যের ন্যায় চিত্তগগনে আত্মপ্রকাশ করে। অতএব স্বরূপ ভাবনার ক্রমবিকাশের জন্য সাধকের প্রচুর পরিমাণে নামসঙ্কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন কর্ত্তব্য। গোবিন্দ দীনবন্ধু, অনাথের নাথ ইহাই দীনের ভরসা। যাঁহার জানাইবার শিখাইবার কেহই নাই তাঁহার তিনিই জ্ঞাপক শিক্ষক এ কথা ধ্রুব সত্য। তিনি নানারূপে নানা ভঙ্গিতে তাঁহার শরণাগতকে রক্ষা করেন, পালন করেন, শিক্ষা দেন কখনও অন্তর্যামীরূপে, কখনও গুরুরূপে, কখনও বা শাস্ত্ররূপে কখনও বা সাধুরূপে।

কেহ হইত মনে করিতে পারেন গুরুদেব নাই কে

শিখাবে জানাবে ভজনরহস্য ? কিন্তু এইরূপ ভাবনা অজ্ঞতামূলক। যদি নিষ্কপটভাবে আমরা জিজ্ঞাসু হই তাহা হইলে সত্যই নানা উপায়ে জিজ্ঞাস্যের উত্তর পাওয়া যায় এবং তাহা ভগবানই দান করেন। অতএব গুরু অপ্রকট হইলেও গুরুতত্ত্ব অপ্রকট হয় না। চিরকালই গুরুশক্তি অন্য মূর্ত্তিতে তাঁহার নির্ব্বলীক শিষ্যকে প্রবোধিত করেন।যেকালে গৌর অবতার হয় নাই সেকালেও তিনি স্বপ্নে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যকে প্রবোধিত করেন। আর একটি কথা জীবাত্মা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবান, মায়ামুক্তিতে তাহার পূর্ণবিকাশ হয়। ক্ষুদ্র হইলেও তাঁহাতে স্বভাবের অভাব নাই। সে পূর্ণব্রহ্মের সেবায় ক্ষুদ্রভাবই সমর্থ। তাই মায়ামুক্তির জন্যই সাধন। যেমন রোগমুক্তির জন্য ঔষধ সেবনাদি। রোগমুক্তিতে জীব সুস্থ, স্বভাবস্থ ও সক্রিয় হয় তদ্রূপ মায়ামুক্তিতে জীব সুস্থ স্বভাবস্থ তথা সক্রিয় হয় ও নিত্যদাস্যের প্রকাশ লাভে ধন্য হয়। যেমন একটি বালক পড়িতে পড়িতে নিদ্রিত হইল। তাহাতে তাহার পঠন বন্ধ হইল। কিছুক্ষণ পর যখন সে জাগ্রত হইল তখন থেকে সে পড়িতে লাগিল। এই পড়া তাহার নুতন নহে । পড়া তাহার স্বভাব, তাই নিদ্রাবিগমে পড়িতেছে। নিদ্রার পূর্ব্বেও সে পড়িতেছিল। তদ্রূপ অবিদ্যাগমে জীবের নিত্য কৃষ্ণদাস্যভাব স্থগিত থাকে আবার নিদ্রাবিগমে তাহা সক্রিয় হয়। যদি নিদ্রা গতে বালক তাহার নিত্যপাঠ্য পাঠ না করে তবে গুরুজন তাহাকে উপদেশ করেন, তাহাতে সে পাঠে নিযুক্ত হয়। তদ্রূপ কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলেই গুরুজন জীবকে উপদেশ করেন। তাহাতে সে তখন নিজ কর্ত্তব্যে নিযুক্ত হয়। শাস্ত্রে সর্ব্বসাধারণভাবেই জীবস্বরূপের উপদেশ। ব্যক্তিগত ভাবে কোন উপদেশ নাই। মন্ত্রের সম্বন্ধ সাধন প্রয়োজনাদি সাধারণভাবেই উপদিষ্ট আছে। সাধক তাহা ব্যক্তিগত ভাবনায় পুষ্ট করেন। যেরূপ প্রার্থনা আছে- তন্নোই নঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ। সেই অনঙ্গ আমাদিগকে প্রচোদিত করুন। কিসে? সেবায়। কি সেবায়? তাহা মন্ত্রজপ্তার নিজস্ব বিষয়। তদ্রূপ কামদেবায় বিদ্মহে। কামদেবকে আমারা অবগত হই। কিভাবে? তাহা জপ কর্তার ব্যক্তিগত ভাব। তদ্রূপ পুষ্পবাণায় ধীমহি পুষ্পবাণকে আমরা ধ্যান করি। কিজন্য? তাহা জপ্তার ব্যক্তিগত জ্ঞাতব্য। জীব কৃষ্ণদাস। সে কিজাতীয় কৃষ্ণদাস? দাস্যগত ? না সখ্যগত ? না বাৎসল্যগত ? না মধুরগত ? ইহা সেই ভাবুকের ব্যক্তিগত ভাবনার বিষয়। এককথায় মন্ত্র ফর্মের মত। তাহাকে ফিলাপ করবে সাধক নিজ রুচিগত বিচারে। অতএব সাধক জীবের শুদ্ধভাবে নামমন্ত্র জপ কর্ত্তব্য। নাম মন্ত্রই স্বরূপকে জাগ্রত করায়ে জীবকে ধন্য করে। যাঁহার ভাবনা আছে তাহা সিদ্ধ করে আর যাঁহার ভাবনা জাগে নাই তাহাকে ভাবিত করে, নিত্যভাবকে জাগ্রত করায়। অতএব স্বরূপ ভাবনার ক্রম বিকাশ এমনিভাবে অনুকূল সাধনার মধ্য দিয়া বিকশিত হয়। জল তরল পদার্থ। কোন কারণ বশতঃ তাহা বরফে পরিণত হইয়া কঠিন হয়। আর কারণ বিগতে তাহা পুনশ্চ পূর্ব্ববৎ তরল হয়। তদ্রূপ জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস, কোন কারণবশতঃ সে কৃষ্ণবিস্মৃত হইয়া মায়ার দাসত্ব করে। কিন্তু গুরুর উপদেশক্রমে সে মায়ার দাসত্ব পরিত্যাগ করতঃ স্বতঃসিদ্ধ কৃষ্ণদাস্যে নিযুক্ত হয়।যেরূপ অহল্যা অভিশাপে পাষাণ হন। তাহাতে তাঁহার স্বরূপ ধর্ম্ম স্থগিত থাকে। পুনশ্চ শ্রীরামচন্দ্রের পদস্পর্শে পাষাণত্ব মুক্ত হইলে তিনি পূর্ব্ববৎ নিজ পতি গৌতমের সেবায় নিযুক্ত হন। সেখানে তাঁহাকে নুতন করিয়া গৌতমের বধূত্ব সিদ্ধির জন্য কোন নামরূপের চিন্তাদি করিতে হয় নাই। তদ্রূপ জীবের কৃষ্ণদাস্য উপযোগী স্বভাব নাম রূপাদি সকলই আছে কিন্তু তাহা বদ্ধাবস্থায় সুপ্ত। সাধনক্রমে বদ্ধভাব কাটিয়া যাইলেই সে স্বরূপস্থ হয়। যেরূপ কোন ব্যক্তি কোন কারণ বশতঃ মুর্চ্ছিত হন। তখন তাহার কোন কর্ত্তব্য জ্ঞান থাকে না। কিছুক্ষণ পরে মুর্চ্ছা বিগতে তিনি দেখিতে থাকেন, জিজ্ঞাসা করেন আমি কোথায় আছি ইত্যাদি। জ্ঞান পূর্ণরূপে ফিরিয়া আসিলে তিনি নিজ কর্ত্তব্যে নিযুক্ত হন। তদ্রূপ জীবের মায়ানিদ্রা গত হইলেই সে নিজস্বরূপের কার্য্যকারিতায় নিযুক্ত ও প্রতিষ্ঠিত হয়, স্বরূপ ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়। জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন।

---ঃ০ঃ০ঃ---

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কলিযুগে ভগবন্মন্দির প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা

জগতে নাস্তিক ও আস্তিক ভেদে দুই প্রকৃতির মানব পরিদৃষ্ট হয়। নাস্তিকগণ ভগবৎপূজাদিতে উদাসীন হেতু তাহারা ভগবন্মন্দিরাদি নির্ম্মাণেও পরান্মুখ। তবে নাস্তিক বৌদ্ধ ও প্রচ্ছন্ন নাস্তিক শঙ্করপন্থীগণ ভগবন্মন্দির তথা শ্রীমূর্ত্তির পূজাদি করেন। তবে তাহাদের পূজাদি কেবল শূন্যত্ব সিদ্ধির জন্য ন তু প্রেম সিদ্ধির নিমিত্ত। আস্তিকদের মধ্যে অধিকাংশই পঞ্চোপাসক। তাহারা নিজ নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য নিজ নিজ ইষ্টদেবতার মন্দির নির্ম্মাণ ও তথায় ইষ্টদেবতার অর্চ্চনাদি করিয়া থাকেন। পঞ্চোপাসকদের অধিকাংশই

তত্ত্বভ্রমী বিধায় পাষণ্ডধর্ম্মী অতএব নরকানুগামী, যমদণ্ডী তথা পশ্বাদি জন্মান্তরে দুর্গতিভাজী। ভাগবতে বলেন- দেবদেবীদের উপাসকগণ বহুজন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতির ফলে সাধুসঙ্গে ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হয়। ভগবদ্ভজনই জীবের নিত্যধর্ম্ম।

শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মীগণ কেহ নৃসিংহোপাসক, কেহ রামোপাসক, কেহ বা নারায়ণোপাসক , কেহ বা কৃষ্ণোপাসক কেহ বা গৌরোপাসক। পূর্ব্বোক্ত উপাসকগণ নিজ নিজ স্বরূপ সিদ্ধির জন্য নিজ নিজ ইষ্টদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন ও তাহাতে শ্রদ্ধা সহকারে নিজ নিজ ইষ্টদেবের পূজার্চ্চনাদি করেন। প্রকৃত পক্ষে ভগবদ্ভজনই সকল প্রকার কল্যানের মূল স্বরূপ। ভগবান মায়াবদ্ধ জীবের প্রতি করুণা করতঃ অর্চ্চাবতার প্রকট করেন। উদ্ধব সংবাদে ভগবদ্দর্শন স্পর্শন অর্চ্চন প্রণাম প্রদক্ষিণাদি তথা ভগবন্মন্দির নির্ম্মাণাদি ভক্ত্যঙ্গে গণ্য হইয়াছে। ভগবন্মন্দির ভগবৎস্মারক প্রধান। অতএব ভগবৎস্মৃতির বিধান কল্পে তদীয় মন্দিরের আবশ্যকতা অপরিহার্য্য বিষয়। বিবিক্তানন্দীগণ রাগপথে মনোমন্দিরে ভগবদর্চ্চনাদি করেন পরন্তু গোষ্ঠানন্দীগণ পরনিষ্ঠতাক্রমে মনোমন্দিরে ইষ্ট পূজাদি করিয়াও যোগ্যভাবে বাহ্য মন্দিরে অর্চ্চনাদিও করেন। তাহাতে সকল প্রকার সেবকের স্বাভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে। নিঃস্ব বিপ্র মনে মনে মন্দির নির্ম্মাণ করতঃ সেখানে মনোগ্রাহ্য দ্রব্যাদি দ্বারা ইষ্ট নারায়ণের সেবা করিয়া বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হন। অতএব স্বরূপ ধাম সেবা সিদ্ধির জন্য বাহ্য মন্দির নির্ম্মাণও ভক্তি বর্দ্ধক বিষয়ক। কলিযুগ অধর্ম্ম প্রধান যুগ। এখানে সর্ব্বত্র অর্থ ও স্বার্থ ব্যাপারে কলহের দামামা সর্ব্বদা নিনাদিত। স্বেচ্ছাচারিতা মানবের বিজয়তোরণ স্বরূপ, নৃশংসতা স্বভাবমন্দির এবং কপটতা অন্তঃপুর স্বরূপ। নিষিদ্ধাচারে প্রতিষ্ঠিত জীব আধি ব্যাধি শোকাদিতে সন্তপ্ত। বহির্ম্মুখতাবশে জীব দেহারামতাক্রমে কেবল ভোগসাধনেই তৎপর ও সত্বর। ভোগ সংগ্রহে তথা ভোগমন্দির নির্ম্মাণে তাহারা বদ্ধপরিকর ও সিদ্ধ কারিগর। ভোগসিদ্ধির জন্যই তাহাদের যাবতীয় ধর্ম্মকর্ম্মাদির আয়োজন অনুষ্ঠান ও আড়ম্বর। প্রাকৃত প্রতিষ্ঠাশা মূলে ব্যবসাবুদ্ধিতে দেবদেবীদের মন্দির রচনায় তাহাদের ধ্যান ও জ্ঞান আকাশচুম্বী। এইরূপ প্রচেষ্টায় নাই বাস্তবতা ও নিত্যশান্তি তথা স্বরূপের সম্প্রতিষ্ঠা। পাষণ্ড কার্য্যকারিতায় আছে বঞ্চনা বিড়ম্বনা ও প্রতারণা। প্রতিযোগিতায় ধর্ম্মকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান পরশ্রীকাতরতা, স্পর্দ্ধা ও অসুয়াকে ব্যক্ত করে। আরোপবাদের প্রবল ঘূর্ণীবাতে সংসার সমাজ বিব্রত, বিভ্রান্ত ও বিধ্বস্ত। ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মধ্বজিতার রাজত্ব দিগন্তব্যাপী। জীবজাতি কৃষ্ণদাসত্বে উদাসীন ও অর্ব্বাচীন পক্ষে মায়ার দাসত্বে সমাসীন ও প্রবীণ। তাহাদের নিত্য মঙ্গলের জন্য এই কলিযুগে রাধা ভাবদ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নিখিল শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করতঃ কৃষ্ণ সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রীতিরূপ রত্নত্রয় প্রকাশ করেন। তিনি সকল প্রকার অবতারবাদ ও অজ্ঞানমূলক বহ্বীশ্বরবাদ খণ্ডন করতঃ জনতাকে স্বরূপ ধর্ম্মে কৃষ্ণ পূজাদিতে নিযুক্ত করেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে ভাগবতধর্ম্মের বাস্তবতা গান করেন। যদিও কলিযুগে কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তনই ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মের প্রচারের জন্য উপযুক্ত প্রচার কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা আছে। যথা বিদ্যালয় বিনা বিদ্যার আদান প্রদান অসম্ভব তথা প্রচারকেন্দ্র বিনাও প্রচার কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না, হইতে পারে না। অনেকে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন কিন্তু প্রচার কেন্দ্রের অভাবে সেই প্রচার ধারা ক্ষুন্ন হইয়া শূন্যে লীন হইয়াছে। বৈষ্ণব দ্বিবিধ, স্বনিষ্ঠ ও পরনিষ্ঠ। স্বনিষ্ঠগণ নিজ ভজনসাধনে ব্যস্ত থাকেন। তাঁহারা পর উপকারে উদাসীন। পরনিষ্ঠগণ নিজ সহ অপরের কল্যানে ব্যস্ত ও ন্যস্তসর্ব্বস্ব। নিজ ইষ্টদেবের আজ্ঞা পালনেই তাঁহাদের পরনিষ্ঠতা রূপ প্রচার ধর্ম্মের প্রকাশ। প্রচারে দয়াধর্ম্ম নিহিত। ভ্রান্ত মতপথে ভ্রাম্যমান জীবজাতিকে কৃষ্ণোন্মুখকরণই শ্রেষ্ঠ দয়াধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণ বলেন-- **য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাষ্যতি। ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ।।** যিনি পরম গুহ্য এই গীতাবাক্য আমার ভক্তের নিকট বলিবেন তিনি আমাতে পরা ভক্তি লাভ পূর্ব্বক নিঃসংশয়ে আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন।। একাদশে ভগবান স্বমুখে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, যিনি আমার এই জ্ঞানামৃত আমার ভক্তগণকে প্রদান করেন আমি নিজেকে তাঁহাকে দান করি।। **য এতন্মম ভক্তেষু সম্প্রদদ্যাৎ সুপুষ্কলম্। তস্যাহং ব্রহ্মদায়স্য দদাম্যাত্মানমাত্মনা।।** ইত্যাদি ভগবদ্বাক্য হইতে ভক্তিধর্ম্মের প্রচারের বিষয় অবগত হওয়া যায়। অতএব কৃষ্ণপ্রিয়ত্ব সম্পাদনের জন্য ধর্ম্মপ্রচার কর্ত্তব্য। ভগবৎপ্রীতি সম্পাদনই প্রচারের প্রাণ। যেখানে ভগবৎপ্রীতির প্রসঙ্গ নাই, আছে কেবল আত্মপ্রতিষ্ঠার বাহুল্য সেখানে প্রচার কার্য্য প্রতারণা মাত্র। শ্রীচৈতন্যের বিচারে যাঁহারা আচার করেন কিন্তু প্রচার করেন না তাঁহারা মধ্যম । যাঁহারা কেবল প্রচার করেন কিন্তু আচার করেন না তাঁহার অধম পরন্তু যাঁহারা আচার ও প্রচার দুই কার্য্যই করেন তাঁহারা উত্তম বৈষ্ণব। অনেকে আচারও করেন তথা প্রচারও করেন কিন্তু বিচার

করিতে পারেন না, তাঁহাদের আচার প্রচার ত্রুটি বিচ্যুতিময় অর্থাৎ যথার্থ হইতে পারে না। বিচারে ভূল থাকিলে আচার তথা প্রচারেও ভূল থাকিয়া যায়। বিচারহীন আচার্য্য প্রকৃত আচার্য্য নহেন।

কলিযুগ পক্ষে ভাগবতধর্মের বিশুদ্ধ আচার প্রচার ও বিচারের জন্য তৎপ্রতিষ্ঠানরূপ প্রচার কেন্দ্র অত্যাবশ্যক। ভগবৎপূজার্চ্চন প্রণামাদি দ্বারাই আচার প্রচার কার্য্য সুষ্ঠু হইয়া থাকে । শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতে নবধাভক্তিই কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেম দিতে সমর্থ। **ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি।।** তথাপি আশু কৃষ্ণপ্রেমোৎপত্তির কারণরূপে নির্ণীত পঞ্চাঙ্গ ভক্তি যথা -**সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ। মথুরাবাস, শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তিসেবন।। এই পাঁচ মধ্যে এক স্বল্প যদি হয়। সুবুদ্ধিজনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়।। সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ।।** এখানে শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তিসেবনে কৃষ্ণ প্রেমোদয়ের সম্ভাবনা হেতু শ্রীমূর্ত্তির নিবাস মন্দির স্থাপন অত্যাবশ্যক। ভগবদর্চ্চন কেবল কনিষ্ঠবৈষ্ণব কৃত্য নহে পরন্তু মধ্যম ও উত্তম বৈষ্ণবেরও প্রেমানন্দ বর্দ্ধক। শ্রীমন্দির নির্ম্মাণে, শ্রীমূর্ত্তিস্থাপনে তাঁহার দর্শন অর্চ্চন সেবন নিরাজন প্রণাম তথা প্রদক্ষিণাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজনে পাপমুক্তি, ভক্তিপ্রাপ্তি ও প্রেমসিদ্ধি প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে। হরিভক্তিবিলাসে ভগবন্মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীমূর্ত্তিস্থাপন, অর্চ্চন, আরতি দর্শন, মন্দিরে দীপদান, নৃত্য,গীত, বাদিত্রাদির অনুষ্ঠান প্রভৃতি বহু ভক্ত্যঙ্গের বহু মাহাত্ম্য পরিদৃষ্ট হয়। ভগবন্মন্দির নির্ম্মাণকারী ভগবদ্ধামে গতি লাভ করেন। **অতএব নামসঙ্কীর্ত্তন সহ স্বরূপের সম্প্রতিষ্ঠাকর অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গ যাজনের জন্য ভগবন্মন্দির স্থাপন ও শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চনাদি অত্যাবশ্যক । শ্রীচৈতন্যের কৃপা ও পদাঙ্ক অনুসরণে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ তাঁহার মনোঽভিষ্ট সম্পাদনের জন্য বিপুল বিক্রমে ভারতে তথা বহির্বিশ্বে বহু মঠ মন্দির নির্ম্মাণ করতঃ সেখানে ভগবন্মূর্ত্তির স্থাপনা করেন। তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণও তদনুসরণে বিশ্বের সর্ব্বত্র মঠ মন্দির নির্ম্মাণ করতঃ সর্ব্বজাতীয় মানবের কল্যানে নিরত।** প্রেমসিদ্ধ ভগবদ্দর্শনকারী মহাভাগবত পক্ষে পৃথক মন্দিরাদির আবশ্যকতা না থাকিলেও কনিষ্ঠ ও মধ্যম ভাগবতের জন্য মন্দিরাদির প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয়। কনিষ্ঠ ভাগবত অর্চ্চন মার্গকে অবলম্বন করিয়া রাগ মার্গে প্রবেশ করেন। আর মধ্যম ভাগবত আচার্য্যলীলায় মন্দিরাশ্রয়ে ভগবন্মূর্ত্তির সেবাদি আচরণ দ্বারা শিষ্যের সেবাধর্ম্মের সমুদ্বোধন করেন। বালিশে কৃপাধর্ম্ম যাজনের জন্য মধ্যম ভাগবত বিদ্বানের ন্যায় পরা বিদ্যামন্দিরে অধ্যপনা করেন। **এককথায় বলা যায় যে বৈষ্ণবতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করণে শ্রীমন্দিরাশ্রয়ে শ্রীমূর্ত্তির সেবনাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান একান্ত কর্ত্তব্য।।**

---ঃ○ঃ○ঃ---

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগুরুদেবের মহিমা

গুরুদেব নমস্তুভ্যং করুণাবরুণালয়ম্।
যৎপ্রসাদাদিহাজ্ঞোঽপি সদ্য সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ।।

যাঁহার শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ অর্চ্চন বন্দন প্রণামাদি ভগবৎপ্রীতি সম্পাদক সেই দিব্যজ্ঞান বিজ্ঞান রহস্য ও ভজনাঙ্গে সম্বিদ্ঘনবিগ্রহ গুরুদেবকে আশ্রয় করি। যাঁহার দিব্য চরিতামৃত সুরতরঙ্গিণীতে অবগাহন বিনা কৃষ্ণ কৃপা মন্দিরে প্রবেশাধিকার হয় না সেই গুরুগাথা আমাদের সকল প্রকার ভবব্যাথা নিবারণ করুক। যাঁহার অহৈতুকী কৃপাদৃষ্টি বৃষ্টিপাতে কৃষ্ণভক্তি কৃষ্টি কল্পলতা সঞ্জীবিত হয় সেই গুরুচরণাশ্রয়ই জীবের পুরুষার্থ স্বরূপ। যাঁহার প্রসাদে সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণপ্রসাদ সহজলভ্য হয়, যাঁহার অনুগ্রহে প্রবাহমান উগ্র সংসার নিগ্রহে নিষ্পেষিত জীবও অবিদ্যাগ্রহ মুক্ত হইয়া পরাবিদ্যাবিগ্রহ হইয়া থাকে সেই গুরুপাদপদ্ম মাদৃশ দীনের আশ্রয় হউন।

গুরুতত্ত্ব ভগবত্তত্ত্ব, গুরুদেব ভগবদভিন্ন বিগ্রহ। তাঁহার প্রকাশে ভগবত্তত্ত্ব শরণাগত শিষ্য হৃদয়ে সম্প্রকাশিত হয়। তত্ত্বতঃ ভগবৎকারুণ্যঘনমূর্ত্তিই গুরুদেব। তিনি ভগবদভিন্ন হইয়াও প্রকাশ তত্ত্বে সেবকপ্রধান, প্রতিনিধি প্রধান। তিনি ভগবদ্বিজ্ঞান নিদান। তাঁহা হইতেই ভগবদনুগ্রহরূপ অনুশাসন পর্ব্ব শিষ্য সমাজে প্রকাশিত হয়। মদ্গুরু র্জগদ্গুরুঃ এই তত্ত্বসত্ত্বে নিষ্ঠিতই প্রকৃত আদর্শ শিষ্য ভূমিকায় অধিষ্ঠিত। জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণের আদর্শে মহান্ত গুরুদেব পূর্ণরূপে নিষ্ঠিত ও প্রতিষ্ঠিত। তিনি ভগবৎপ্রিয়তমতায় পূজ্যতর পূজ্যতম। তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধমাত্রেই কৃষ্ণকৃপা প্রবন্ধ নির্ব্বন্ধিত হয়। দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ। সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম। গুরুদেব বৈষ্ণবতায় মহান মহীয়ান। তিনি নির্ম্মল ভাগবতধর্ম্মের মর্ম্মার্থ সম্বলিত হৃদয়। তাঁহার নিরবদ্য নৈতিকতা ও নৈষ্টিকতায় ভগবৎ পূজ্যপ্রেষ্ঠতা চির সম্বন্ধিত। তিনি ভগবদ্গুণগরিমায় মহামহিমান্বিত। তিনি অকিঞ্চন ভক্তি স্বভাব ও প্রভাবে নিরন্তকুহক চরিতায়ন। তাঁহার সহজ দৈন্যদূর্গের চতুঃসীমায় কখনও অসূয়া মাৎসর্য্য পৈশুন্যাদি মত্ত হস্তির প্রবেশাধিকার নাই। সত্যসার হরিচন্দনে

তাঁহার ভক্তিসার কলেবর সুচর্চ্চিত ও শীতলিত। তিনি মহাবদান্যের কৃপাকারুণ্য সম্প্রদানে মহামহাবদান্য। যাঁহার বদান্যগুণে নিতান্ত জঘন্য নগন্য বন্য হন্য চরিত্রগণও ব্রহ্মণ্য বরেণ্য ও শরণ্য হয় সেই পতিতপাবন ধর্ম্মধাম গুরুদেবের মনোঽভিষ্ট কর্ম্মকাম শিষ্যই প্রকৃত কৃতার্থ। গুরুদেব কৃষ্ণেতর কথায় মৌনীরাজ এবং তচ্ছ্রবণে বধীরবর অর্থাৎ তিনি কৃষ্ণেতর কথা বলেন না এবং শ্রবণও করেন না। তিনি ক্ষমা ও সম গুণে উপশমাশ্রয় অর্থাৎ বিষয়বাসনা বিনির্মুক্ত। তত্ত্বদর্শিতাগুণে ধীর হইয়াও তিনি ভাবরাজ্য প্রবেশে অধীরবর, প্রশান্ত হইয়াও অশান্ত। তিনি নিষ্কাম হইয়াও নিরুপাধিক কৃষ্ণকাম রূপেই আপ্তকাম ও পূর্ণকাম। তিনি বৈরাগ্যধর্ম্মে নিরীহ হইয়াও প্রেমধর্ম্মে চঞ্চলমতি ও প্রাঞ্জল রতিমান। তিনি সর্ব্বথাশরণাপত্তি সম্পত্তির আধিপত্য লাভে ধন্য ধন্য। বৈরাগ্য তাঁহার কেবল মাত্র ভোগ্যভোগ ও ত্যাগে নয় পরন্ত রাধার পাদপদ্মপরাগ সেবানুরাগেই সৌভাগ্যবান। কৃষ্ণেতরে রাগরাহিত্য বৈরাগ্যের তটস্থ লক্ষণ আর কৃষ্ণসেবা সমাদরে রাগসাহিত্যই স্বরূপ লক্ষণ। কামুকের বৈরাগ্য কেবল তটস্থ লক্ষণান্বিত আর প্রেমিকের বৈরাগ্য স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ সম্বলিত। স্বার্থের গতি বিষ্ণু বলিয়া গুরুদেব বিষ্ণুপরতত্ত্ব কৃষ্ণনিষ্ঠাযোগে প্রকৃত বাস্তব স্বার্থপরতায় সমারূঢ়। অবৈষ্ণবগণ অপস্বার্থপর। তাহারা কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাযোগে কখনই প্রকৃত স্বার্থ অবগত হইতে পারেন না। গুরুদেব বৈষ্ণবতার সর্ব্বোচ্চ মানমঞ্চে সমাসীন হইয়াও নিরভিমান অমানী চরিত্রবান। তিনি কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদে নির্ম্মাণমোহ অর্থাৎ মান ও মোহ বিনির্মুক্তাশয় ও আত্মরামতা নিবন্ধন অকিঞ্চন গুণধাম। তিনি প্রাকৃত বিষয়লাম্পট্যমুক্ত হইয়াও অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবা বিষয় লাম্পট্যে অগ্রগণ্য। তিনি প্রাকৃত বিষয়ে ক্ষোভ ও লোভ শূন্য হইয়াও কৃষ্ণকথারসে অনন্ত ক্ষোভ ও লোভ পরায়ণ। গুরুদেব কৃষ্ণারামতাগুণে নিষ্কপট হইলেও বহির্ম্মুখ বঞ্চনে অর্থাৎ গোপীভাবে পতি বঞ্চনাদিতে তাঁহার কাপট্যনাট্য প্রাজ্ঞ্য প্রশংসনীয়। তাঁহার ব্রতোপবাস কেবল কৃষ্ণপ্রীতি সম্পাদনেই পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত। তাঁহার প্রমোদ ও মদ মদনমোহনের গুণগানেই প্রমাদ রহিত। গুরুদেব ভক্তিবিজ্ঞানবীর্য্যবান তৎফলে তিনি শিষ্যের সকল প্রকার সংশয়চ্ছেদনে ও তত্ত্বসম্বেদনে সিদ্ধবদন। ভাগবতীয় মহাজনগণ যুগলকিশোরের নিভৃত নিকুঞ্জে প্রেমসেবাধনে বঞ্চিত পরন্তু রূপানুগ গুরুদেব সেইধনে মহাধনী, মহাজন, সভাজন প্রধান। নীতি ও প্রীতির সৌষ্ঠব তথা রুচি ও শুচির গৌরব গুরুদেবের চরিত্রে দেদীপ্যমান। কৃষ্ণসম্বন্ধ বর্জ্জিত নিতান্ত স্বার্থবাদী প্রতিষ্ঠাকামীদের মান দান প্রসঙ্গে ধর্ম্মভাব নাই পরন্তু সর্ব্বত্র কৃষ্ণসম্বন্ধদর্শী বলিয়া গুরুদেব প্রকৃত মানদ ও মৈত্র গুণে মহান। কৃষ্ণভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া গুরুদেব প্রকৃত ধৃতি ও সুকৃতিগুণের নগর স্বরূপ। তিনি নিরুপাধিক কৃষ্ণদাস্যলাস্যে অপ্রমত্ত ও অকৃতদ্রোহ চরিত্র নিধি স্বরূপ। অকিঞ্চন ভক্তিধর্ম্মে তিনি সর্ব্বদেবময় ও সর্ব্বগুণাশ্রয়। কৃষ্ণাক্লিষ্টধর্ম্মা গুরুদেব শুদ্ধসরস্বতীর কৃপাভাজন রূপে কবিরাজ অর্থাৎ দিব্যকবিত্বের অধিকারী। তাঁহার কাব্যে নাই অপবাদ বিবাদ ও প্রমাদের অবকাশ। শুদ্ধাসরস্বতী তাঁহার কৃষ্ণনামসিদ্ধ রসনায় চির প্রতিষ্ঠিত। কৃতজ্ঞরাজ সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি কৃষ্ণের সেবারসজ্ঞ বলিয়া মনোজ্ঞ সিদ্ধভাবনায় তাঁহার চিত্ত চিরপ্রতিজ্ঞ। ভগবদনুভূতিতে গুরুদেব সকল প্রকার কার্পণ্য দোষমুক্ত সুধী ও উদারধী। তিনি পুরুষোত্তমের সেবাসম্বিধানে, দিব্যবিবেক সম্বেদনে, গৃহান্ধকূপ পরিবর্জ্জনে নরোত্তম গুণধাম। রাধাকান্তের একান্ত কৃপাভাজনরূপে গুরুদেব শান্ত দান্ত ও মহান্ত সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। গুরুদেব প্রেমভক্তিরসে যথার্থ জিতেন্দ্রিয়, অজিতবিজয়ী অর্থাৎ ত্রিজগতে অজিত ভগবানও তাঁহার ভক্তিবশে বশীভূত। ভক্তিসিদ্ধিক্রমেই তিনি সত্যসংকল্প, ভক্তিরহস্য বিজ্ঞান ধারণে তিনি গম্ভীরাত্মা। অনন্ত করুণা কোমল কান্ত চিত্ত বলিয়া তিনি মৃদুবাক্ ও বিনম্র চরিত্রভাক্। তিনি ভাবতরঙ্গে লোকবাহ্য ও নির্লজ্জ হইলেও প্রকৃত লজ্জাধর্ম্ম তাঁহাতে অক্ষুণ্ণরূপে বিরাজমান। গুরুদেব কেবল কৃষ্ণপ্রত্যাশী বলিয়া ধর্ম্মার্থ কাম প্রতিষ্ঠাদি তাঁহারই সেবাপ্রত্যাশী রূপে প্রতীক্ষা পরায়ণ। তিনি ভাগবতীয় সদাচারে, সিদ্ধান্ত বিচারে, সৌম্য ব্যবহারে তথা কাম্যকর্ম্ম পরিহারে বিচক্ষণ বিবেক পরায়ণ। তিনি নব মতপথের ধূমকেতু পরন্তু মহাজন মতপথের ধর্ম্মসেতু স্বরূপ।

তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ্য বলিয়া অজ্ঞবৎ প্রাকৃত বিষয়ে আসক্তি ও তজ্জন্য উদ্বেগ শোকমোহাদি রহিত। তাঁহার আমিত্ব কৃষ্ণদাসত্বেই নিরুপাধিক স্বামিত্ব প্রাপ্ত এবং মমতা সমতা তথা ক্ষমতা নিরন্তর বৈষ্ণবতায় বিহার পরায়ণা। আরাধ্য মনোঽভিষ্ট সম্পাদনেই তাঁহার প্রযুক্তি চাতুর্য্য তথা নৈপুন্যাদি নিমন্ত্রিত ও নিয়ন্ত্রিত। ইষ্ট ধ্যানজ্ঞানেই তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা সঞ্জীবিত। তাঁহার ভাবদূর্গ দ্বারে দৈন্যসৈন্য অতন্দ্রিত রূপে দণ্ডায়মান তজ্জন্য সেখানে কোন গর্ব্ব পর্ব্বের প্রচার প্রসার নাই। তিনি ভগবানে সমর্পিতাত্মা বলিয়া ন্যস্তদণ্ড বিচারেই সমস্ত কর্তৃত্ববাদমুক্ত হইলেও তাঁহার কর্তৃত্ব কেবল কৃষ্ণদাসত্বেরই সভাপতিত্ব প্রাপ্ত। তিনি গুরুত্বগুণে জগদ্বরেণ্য প্রতিষ্ঠা লাভে

ধন্য হইলেও কৃষ্ণপাদপদ্মের নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠারই বহুমাননকারী।

তাঁহার নৈতিকতায় কৃষ্ণদাস্যেরই ঐকান্তিকতা দেদীপ্যমান।

জন্মানি চ কর্ম্মাণি চ ধনানি চ গুণানি চ।
বরবৈষ্ণবমাসাদ্য সফলতাং প্রয়ান্তি হি।।

জন্ম কর্ম্ম ধর্ম্ম ধন ও গুণাদি সকলই শ্রেষ্ঠবৈষ্ণবকে আশ্রয় করিয়াই সফলতা লাভ করে।।

ন বৈষ্ণবং বিনা বন্ধুর্ন বৈষ্ণবং বিনা গুরুঃ।
ন বৈষ্ণবং বিনা শাস্ত্রং ন বৈষ্ণবং বিনা গতিঃ।।

বৈষ্ণব বিনা বন্ধু নাই, বৈষ্ণব বিনা গুরু নাই, বৈষ্ণব বিনা শাস্ত্র নাই এবং বৈষ্ণব বিনা গতিও নাই।

ইষ্টো গুরোঃ পরো নাস্তি গুরোর্জ্ঞানং পরং স্মৃতম্।
গুরোর্দ্দাস্যং পরং লোকে গুরৌ রতিঃ পরাগতিঃ।।

গুরু অপেক্ষা আর ইষ্ট নাই, গুরুদত্ত জ্ঞানই পরম, ইহলোকে গুরুদাস্যই পরম তথা গুরুতে রতিই পরাগতি বাচ্য।।

ধ্যেয়ং গুরোঃ পদাম্ভোজং পেয়ং গুরোর্গুণামৃতম্।
কৃত্যং গুরোর্মনোঽভীষ্টং গুরোঃ কৃপা হি কেবলম্।।

গুরুপাদপদ্মই ধ্যানের বিষয়, গুরুর গুণাবলীই গানের বিষয়, গুরুর মনোঽভীষ্টই কৃত্য এবং গুরু কৃপাই একমাত্র সম্বল।

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় বিদুষে করুণাত্মনে।
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদায় পুরীগোস্বামিনামিনে।

---ঃ০ঃ০ঃ---

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীগুরুমহিমা

গুরুদেব নমস্তুভ্যং করুণাবরুণালয়ম্।
যস্যানুকম্পয়া জীবঃ কৃষ্ণাশ্রয়ো ভবেদিহ।।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণকৃপা করেন ভাগ্যবানে।। ইত্যাদি বাক্যে গুরুদেব কৃষ্ণ স্বরূপবান। অপিচ **আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ** পদে গুরু কৃষ্ণস্বরূপই। জীবের সাক্ষাৎ নহে তাই গুরু চৈত্যরূপে। শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্ত স্বরূপে।। তথা **শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ** ইত্যাদি পদ্যেও গুরু কৃষ্ণস্বরূপবান। অপরদিকে সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈঃ পদেও গুরু কৃষ্ণস্বরূপই। অতএব গুরু কৃষ্ণস্বরূপ বলিয়া তিনি অনন্ত মহিমান্বিত। ভগবানই বর্ত্মদেশিকরূপে ধর্ম্মের দিক প্রদর্শক, চৈত্যগুররূপে বুদ্ধিপ্রদায়ক, দীক্ষাগুররূপে মন্ত্রপ্রদায়ক এবং শিক্ষাগুরুরূপে ইষ্টভজনশিক্ষক। বদ্ধজীবের কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা রূপ দুর্দ্দৈব বিনাশের জন্য ভগবানই গুরুমূর্ত্তিতে দিব্যজ্ঞান প্রদাতা ও সংসার সিন্ধু পরিত্রাতা। পবিত্রকরণ, তত্ত্বপ্রবোধন ও স্বরূপের প্রাপণেই কৃষ্ণের গুরুত্ব প্রকাশিত। গুরুশ্চ জ্ঞানোদ্গীরণাৎ জ্ঞানং স্যান্মন্ত্রতন্ত্রয়োঃ স মন্ত্রঃ স চ তন্ত্রশ্চ কৃষ্ণভক্তির্যতো ভবেৎ। নিজসঙ্গ ও কৃষ্ণপ্রসঙ্গ দ্বারা শরণাগতের অবিদ্যাবন্ধন বিমোচন রূপ সংসার হইতে পরিত্রাণ এবং কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরসপান দানই গুরুর একমাত্র কৃত্য। গুরুদেব কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ ও তাঁহার প্রতিনিধিরূপে সক্রিয়। গুরুতে আত্মসমর্পণ মাত্রেই কৃষ্ণ সেই সমর্পিত্মাকে নিজ সেবায় আত্মসাথ করেন। তত্ত্বতঃ গুরুদেব কৃষ্ণের কারুণ্যশক্ত্যাবেশ অবতার স্বরূপ। গৌড়ীয়গুরু কৃষ্ণসেবায় রাধার নিত্যসখীত্বের ভূমিকায় সমারূঢ়। কোন মহত্তম জীবে অর্থাৎ বৈষ্ণবোত্তমে কৃষ্ণের কৃপা শক্তির আবেশ হইলেই তিনি তখন গুরুত্বের ভূমিকায় উপস্থিত হন। ঈশগুরু ও ভক্তগুরু ভেদে গুরু দ্বিবিধ। যখন সাক্ষাৎ ভগবান নিজেই গুরু কার্য্য করেন তখন সেই গুরু ঈশগুরুতে মান্য আর যখন বৈষ্ণবাগ্র গুরুকার্য্য করেন তখন তিনি ভক্তগুরুতে গণ্য হন। ভক্তগুরু মহান্তগুরু নামে পরিচিত। মহান্ত গুরুর ঈশত্ব ও ভক্তত্ব উভয় সিদ্ধ। তত্ত্বতঃ ঈশত্ব আর ব্যক্তিত্বে ভক্তত্ব জ্ঞাতব্য। ভাগবত গুরু ব্যক্তিজীবনে কৃষ্ণদাসত্বেই নিত্য বিলাসবান। সেই বিলাস প্রসিদ্ধিতে তিনি রাধার দাসীত্বের ভূমিকায় অবস্থিত। কারণ মধুর রসে রাধাদাস্য দ্বারাই কৃষ্ণদাস্য সুসম্পন্ন হয়। তাই মহান্ত গুরু জীব প্রবোধন কার্য্য করিয়াও অন্তরে রাগপথে বৃন্দাবনে নিভৃত নিকুঞ্জে যুগলসেবা রূপ সাধ্যসার প্রাপ্ত। শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গ রাধার নিত্যসখী(মঞ্জরী) স্বরূপবান। জীবজাতিকে কৃষ্ণদাসত্বে নিযুক্তকরণ ও অন্তরঙ্গভাবে কৃষ্ণরসামৃত তথা সেবামৃত আস্বাদনই গুরুর কৃত্য।

কুলকে পবিত্র, জননীকে কৃতার্থ, বসুন্ধরা ও বসতিকে ধন্য তথা পিতৃপুরুষদিগকে আনন্দিত করতঃ বঙ্গদেশে যশোর জেলায় কপোতাক্ষ নদীতটে গঙ্গানন্দপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত স্মার্ত্তব্রাহ্মণ পরিবারে শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ চক্রবর্তীর নন্দন রূপে **মদীয় সন্ন্যাস গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ** আশ্বিন শুক্ল চতুর্থী তিথিতে আবির্ভূত হন। স্বজনদের স্নেহরসে বাল্যকাল অতিবাহিত করতঃ তিনি কৌমারকালে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। কৃতিত্বের সহিত অধ্যয়ন সমাপন করিয়া পরাবিদ্যা অনুশীলনের জন্য তিনি সৎগুরুর

অন্বেষণে মায়াপুরে উপস্থিত হন। কারণ বৈষ্ণব সারগ্রাহী। তিনি অনিত্য অবিদ্যারচিত অসার সংসারের মোহে বৃথা জীবন যাপন করেন না। সংসার করিবার জন্য এই মানব জীবন নহে। ইহা কেবল কৃষ্ণভজনের জন্যই সৃষ্ট। তাই মহাত্মা সৎগুরুর অন্বেষণে নির্গত হন। তিনি কুলগুরুকে আশ্রয় করেন নাই কারণ তথা কথিত গ্রাম্যকুলগুরু অসৎগুরতে গণ্য, যেহেতু তাহারা সংসারাবদ্ধমতি, তাহাদের সঙ্গে সংসার মুক্তি ও কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না। মহারাজ শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখা মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগৌরবাণীপ্রতিমা **ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের** শ্রীচরণ আশ্রয়ে নাম মন্ত্রদীক্ষা প্রাপ্ত হন। তাঁহার দীক্ষা নাম হয় **শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী**। তিনি গুর্ব্বাদেশে চৈতন্য মঠে মুদ্রণ বিভাগে সহসম্পাদকের সেবায় নিযুক্ত হন। শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তথা শ্রীমদ্ভাগবতের সকল প্রকার সূচী ও কথাসারাদি তিনিই প্রস্তুত করেন। গুরু বৈষ্ণব গৌর গোবিন্দসেবায় তাঁহার বৈষ্ণবজীবন কৃতার্থ হন। শ্রীল প্রভুপাদের অন্তর্ধানের পর তিনি মদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীচৈতন্য মঠাচার্য্য শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থগোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে গৌড়ীয় পত্রিকাদির সম্পাদক ছিলেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের সন্ন্যাস শিষ্য শ্রীভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। নাম হয় **শ্রীভক্তিপ্রমোদপুরী**। অতঃপর তিনি চৈতন্যগৌড়ীয়মঠের মুদ্রণবিভাগের সম্পাদক হন। তিনি শেষ জীবনে শ্রীমায়াপুরে ও পুরীধামে শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয়মঠ স্থাপন করেন। দেশবিদেশের বহু সুকৃতিবান নরনারী তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয়ে গৌরকৃষ্ণের ভজনে নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি কার্ত্তিক শুক্লচতুর্দ্দশীতে পুরীধামে নিশান্তলীলায় প্রবেশ করেন।

শ্রীল মহারাজের ব্যবহার ও পরমার্থজীবন বহু প্রশংসাভাজন। তাঁহার বৈষ্ণবতা বৈশিষ্ট ও বৈচিত্রপূর্ণ। উত্তম জন্মৈশ্বর্য্য শ্রুতশ্রীসম্পন্ন হইয়াও তিনি ছিলেন নিরভিমান ও মানদ প্রধান। তাঁহার চরিতাদর্শ সকল প্রকার ঔদ্ধত্যবর্জ্জিত ও সৌজন্য মণ্ডিত। রাধাকান্তের অকিঞ্চন ভক্তিবলে তিনি শান্ত দান্ত ও একান্ত ভজনানন্দে মহান্তপ্রবর। অনিত্যসংসার ত্যাগে ও কৃষ্ণভজন অনুরাগে তিনি নরোত্তম সন্ন্যাসী। ভাগবতীয় বৈষ্ণবগুণে মহান্ ও মহীয়ান্ তিনি ভক্তিনিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃত ক্ষমা ও সমগুণবান্। তিনি তৃণাদপি সুনীচাদি গুণের মূর্ত্তবিগ্রহ ছিলেন। সতীর্থ সখ্যে তিনি মহামান্য এবং শিষ্যবাৎসল্যে বরণ্য তথা দয়া ধর্ম্মে মুক্তহস্ত। কৃষ্ণানুরাগ বৈশিষ্টে ও প্রাকৃত বিষয়প্রতিষ্ঠাদি ত্যাগে তাঁহার বৈরাগ্য সমুজ্জ্বল। নীতি ও প্রীতির সৌষ্ঠব তথা শুচি ও রুচির গৌরবে তাঁহার বৈষ্ণবতা মহন্মান্য। বিনয় নম্রতা, প্রতিকার পরান্মুখতা, অনধিকারচর্চ্চাদিতে বিরতি তাঁহার চরিতের আরতি করিত। কৃষ্ণানুশীলনে, বৈষ্ণবসেবনে, সিদ্ধান্তচয়নে, হরিনামসঙ্কীর্ত্তনেই তাঁহার লৌল্য অধ্যবসায় নিযুক্ত ছিল। তাঁহার প্রবচন ও রচনাদিতে সিদ্ধান্ত বিরোধ ও রসাভাসাদি দোষের অবকাশ নাই। তাঁহার আচার প্রচার বিচার ও ব্যবহারে কোন প্রকার বৈগুণ্যদোষ ছিল না। অব্যর্থকালত্ব তাঁহার সেবায় সন্তুষ্ট ছিল। তাঁহার চিত্ত ও চরিত্র ভাব ভূমিকার সকল প্রকার অনুভাবে বিভাবিত ছিল। সাধনাঙ্গ পরিপালনে তাঁহার অন্তর অবান্তর ভাবাড়ম্বর ত্যাগে নিরন্তর ছিল। তাঁহার নিরুপাধিক কারুণিক অন্তঃপুরে ক্রোধমাৎসর্য্যাদি চণ্ডাল প্রবেশাধিকার লাভ করে নাই।

সর্ব্বথাশরণাপত্তি সম্পত্তির আধিপত্যে তিনি মহারাজ। সত্যসার চন্দনে তাঁহার ভক্তিসার কলেবর সুচর্চ্চিত। তাঁহার সরলতা, সেবাপ্রাণতা, সমাগতসমাদর নৈতিকতা, নিজ আরাধ্য সমর্চ্চনে নৈষ্ঠিকতা ও অদোষদর্শিতা বৈষ্ণব সমাজকে প্রশংসায় মুখরিত করে। সিদ্ধান্তস্থাপনে, সংশয়চ্ছেদনে, শ্রদ্ধাকর্ষণে, কর্ত্তব্যনির্ণয়নে তাঁহার বাগ্মিতা শাস্ত্রপারদর্শিতায় পূর্ণ ছিল। বিশুদ্ধ কৃষ্ণানুশীলন সৌজন্যেই তিনি অতন্নিরসন কার্য্য সম্পাদন করেন। আরাধ্য শ্রীরাধাগোপীনাথদেবের প্রীতিকুঞ্জেই তাঁহার প্রাণবিহঙ্গ সুখ বিহার করিত। অধিক কি তাঁহার ভাগবতধর্ম্মপ্রাণতা ধর্ম্মজিজ্ঞাসুদের প্রাণপ্রতিষ্ঠাবেদী স্বরূপ। উপসংহারে বলা বাহুল্য যে প্রপূজ্যচরণ মহারাজের বৈষ্ণবীয় কীর্ত্তিলতার আশ্রয়ে দিব্যসদ্‌গুণবৃন্দ সজীব ছিল।

জন্মানি চ কর্ম্মাণি চ ধনানি চ গুণানি চ।
বরবৈষ্ণবমাসাদ্য সফলতাং প্রয়ান্তি হি।।

জন্ম কর্ম্ম ধর্ম্ম ধন ও গুণাদি সকলই শ্রেষ্ঠবৈষ্ণবকে আশ্রয় করিয়াই সফলতা লাভ করে।।

ন বৈষ্ণবং বিনা বন্ধুর্ন বৈষ্ণবং বিনা গুরুঃ।
ন বৈষ্ণবং বিনা শাস্ত্রং ন বৈষ্ণবং বিনা গতিঃ।।

বৈষ্ণব বিনা বন্ধু নাই, বৈষ্ণব বিনা গুরু নাই, বৈষ্ণব বিনা শাস্ত্র নাই এবং বৈষ্ণব বিনা গতিও নাই।

ইষ্টো গুরোঃ পরো নাস্তি গুরোর্জ্ঞানং পরং স্মৃতম্।
গুরোর্দ্দাস্যং পরং লোকে গুরৌ রতিঃ পরাগতিঃ।।

গুরু অপেক্ষা আর ইষ্ট নাই, গুরুদত্ত জ্ঞানই পরম, ইহলোকে গুরুদাস্যই পরম তথা গুরুতে রতিই পরাগতি বাচ্য।।

ধ্যেয়ং গুরোঃ পদাম্ভোজং পেয়ং গুরোর্গুণামৃতম্।
কৃত্যং গুরোর্মনোঽভীষ্টং গুরোঃ কৃপা হি কেবলম্।।

গুরুপাদপদ্মই ধ্যানের বিষয়, গুরুর গুণাবলীই গানের বিষয়, গুরুর মনোঽভীষ্টই কৃত্য এবং গুরু কৃপাই একমাত্র সম্বল।

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় বিদুষে করুণাত্মনে।
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদায় পুরীগোস্বামিনামিনে।।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গবিধুর্ব্বিজয়তেতমাম্

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদানবৈশিষ্ট

১। কার্য্যকারিতাই অবদান। শ্রীমন্মহাপ্রভু অহৈতুকী করুণার অবতারমূর্ত্তি। কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা সূত্রে তিনি মহাবদান্য। জড়দেহে কৃষ্ণপ্রেম হইতে পারে না বা তাদৃশ দাতারও বদান্য সংজ্ঞা হইতে পারে না। মহাপ্রভু অপার্থিব কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা। বিলক্ষণভাব প্রযুক্ত তাঁহার দানবীরত্ব। দানবীরকেই বদান্য বলা হয়। ইহ জগতে ভগবানের অবতার করুণারই নিদর্শন স্বরূপ। তথাপি গৌর অবতারে করুণার বৈশিষ্ট পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহার করুণা সার্ব্বজনীন কীর্ত্তিমালায় পরিমণ্ডিত। নির্ব্বিচারে তাঁহার করুণা আচণ্ডালোদ্ধারিণী। আপনে করি আস্বাদনে শিখাইল ভক্তগণে প্রেমচিন্তামণির প্রভু ধনী। নাহি জানে স্থানাস্থান যারে তারে কৈল দান মহাপ্রভু দাতাশিরোমণি।। দক্ষিণভারত তীর্থযাত্রায় তথা উত্তরভারত যাত্রায় ঝারিখণ্ডের পথে মহাপ্রভু যে ভাবে প্রেম প্রদান প্রসঙ্গ রাখিয়াছেন বাস্তবিকই তাহা অদৃষ্টশ্রুত ব্যাপার। মহাপ্রভু সকলকেই স্বতঃসিদ্ধ প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেমে সম্প্রতিষ্ঠা প্রদান করিয়াছেন। কোন বৈষ্ণবাচার্য্যও এইরূপ প্রভাব বৈভববান নহেন। তাঁহারা শাস্ত্রদৃষ্টিতে সুকৃতিগণকে ধর্ম্মের উপদেশ মাত্র করিয়াছেন কিন্তু আরাধ্য প্রেমদানে কৃপাসিদ্ধ করেন নাই। হেন অবতার হবে কি হয়েছে হেন প্রেম পরচার। ভব বিরিঞ্চর বাঞ্ছিত যে প্রেম জগতে ফেলিল ঢালি। কাঙ্গালে পাইয়ে খাইল নাচিয়ে বাজায়ে করতালী। বাস্তবিক তিনি কেবল উপদেশক নহেন পরন্তু পরম আস্বাদক।

২। শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বশাস্ত্র ও সর্ব্ববাদীসম্মত অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তের প্রকাশক। ইতঃপূর্ব্বে বৈষ্ণবাচার্য্য চতুষ্টয় যে যে মত প্রকাশ ও প্রচার করেন সেই সেই মত শাস্ত্র ভিত্তিক হইলেও তাহাতে সম্পূর্ণতার অভাব বিদ্যমান। পক্ষে মহাপ্রভু নির্দ্দিষ্ট অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তই সকলের সকল প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতির সম্পূরক সূত্রে অন্যতম ধন্যতম তথা সাধ্যতম। অন্যমতের ত্রুটি বিচ্যুতির কোথায় কেথায় ? অন্যমতে আরাধ্য ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের যে যুগপৎ সম্বন্ধ, ব্রহ্মের সেবায় জীবের কর্ত্তব্যরূপ অভিধেয় তথা সেবা প্রাপ্য রূপ প্রেমধর্ম্মের হুবহু ত্রুটি বিচ্যুতি দৃষ্ট হয়। সেই সেই নির্ণীত সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের কৈবল্য নাই। তাহাতে ন্যূন্যাধিক মিশ্রভাব বিদ্যমান্। সেই সেই মতে শ্রেষ্ট আরাধ্য স্বীকৃত হয় নাই। কোন মতে স্বীকৃত হইলেও তঁহার পরমত্ব তথা তৎসঙ্গে সেবকের পরম সারসিক সম্বন্ধ ও রহস্যসেবা নৈপুন্য এবং প্রেমবিলাস বৈচিত্র্য সঙ্কুচিত, প্রশস্ত ও পরিশুদ্ধ নহে। পক্ষে গৌর মতে পরতত্ত্বসীমা স্বরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন আরাধ্যত্বে স্বীকৃত। তাঁহার রসময়ী সেবায় সেবকের স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত। তাহাতে প্রেমবিলাস এক বিচিত্র চমৎকারচর্য্যার আধার রূপে দেদীপ্যমান্।

৩। শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্পূর্ণ বৈষ্ণবতার প্রদর্শক ও প্রাপক। অন্য মতবাদীগণ সম্পূর্ণ বৈষ্ণবতার সীমাতেও পদার্পণ করিতে পারেন নাই বা তাঁহারা তাঁহাদের শিষ্যভক্তগণকে স্বরূপের সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দান করিতে পারেন নাই। পক্ষে মহাপ্রভু নিজপ্রভাবে জীবকে সম্পূর্ণ বৈষ্ণবতায় নিত্য প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছেন। অন্যমতে বৈষ্ণবতায় কর্ম্মযোগাদির সংমিশ্রণ বর্ত্তমান। গৌর বিনা অন্য মতে কৃষ্ণের রসরাজ উপাসনা তথা তদুপাসনায় মহাভাবের বিলাস বৈচিত্র্য প্রকাশে মধ্যাহ্নে রাধাকুণ্ডেলীলার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত ও অধিকৃত হয় নাই। নিম্বার্কমতে নৈশ রাসবিলাস সহ নিকুঞ্জ বিলাস উপদিষ্ট হইলেও তাহাতে প্রকেশকারীদের বিরলতা পরিদৃষ্ট হয়।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভু পতিতপাবন ধর্ম্মধাম। তাঁহার বৈষ্ণবতা পাবনচরিত্রময়। অন্য অবচতারে ও আচার্য্যদর্শনে পতিতগণ পবিত্র হইলেও তাহারা কৃষ্ণপ্রেম লাভে ধন্য হইতে পারেন নাই। পক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনমাত্রেই পাপীগণ পাপমুক্ত হইয়া নিরুপাধিক প্রেমধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হয়। মহাপ্রভু নামপ্রেমদানে আচণ্ডালকে মহাপবিত্র চরিত্র করিয়াছেন।

৫। শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতারশিরোমণি ও আচার্য্যশিরোমণি স্বরূপ। অনন্যসিদ্ধ আচার্য্যচর্য্যা তাঁহাতেই সোনায় সোহাগা স্বরূপে দেদীপ্যমান। একদিকে তিনি স্বয়ং ভগবান্ পরমেশ্বর অপরদিকে তিনি অনুত্তম আচার্য্যদর্শে বিশ্ববন্দ্য। কোন আচার্য্য স্বয়ং ভগবান্ নহেন। তাঁহারা সকলেই মহান্তগুরু। জগদ্গুরু একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই অন্যে নহেন। শ্রীকৃষ্ণের মত ও পথের

আচারক ও প্রচারকসূত্রে তাঁহারা মহান্তগুরুবাচ্য পক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি যুগপৎ সেব্য ও আচার্য্যচর্য্যায় অন্যতম ও ধন্যতম তথা বরেণ্যতম ও অনন্যতম।

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভু বেদ প্রতিপাদ্য সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন বিভাজন সভাজন প্রপূজ্যচরণ। শ্রীকৃষ্ণের আরাধ্যত্বকে তিনি বহুমুখী তত্ত্ববিজ্ঞানালোকে প্রকাশিত করিয়াছেন। জীবের কৃষ্ণদাসত্বের কৈবল্য ও অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যকে তিনিই স্বতঃ প্রমাণিত করিয়াছেন। কেবল বিশ্রম্ভভাবে দাস্য সখ্য বাৎসল্য তথা মধুর রসযোগ্য কৃষ্ণ দাস্যের অননুভূতপূর্ব্ব চমৎকার চন্দ্রিকালোকে গৌড়ীয়দর্শন পরমাদর্শে উপনীত। একমাত্র কৃষ্ণপ্রীতিই জীবের জীবন একথা শ্রীমন্মহাপ্রভুই শতধা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

৭। সর্ব্ববাদীদিগকে স্বভক্তকরণে মহাপ্রভু মহাপ্রভাব বৈভব বিভূষিত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ পূর্ব্বমত খণ্ডন করিয়া নিজ নিজ মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করতঃ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার করেন। সেই ব্যাপারে জন নির্ব্বিশেষে স্বভক্তকরণ দৃষ্ট হয় নাই পক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন ও তৎসঙ্গমাত্রেই সর্ব্ববাদীগণ নিজ নিজ মত পথের হেয়ত্ব, তুচ্ছত্ব, অসম্পুর্ণত্ব দর্শন তথা গৌরমতের শ্রেষ্ঠত্ব, প্রেষ্ঠত্ব, বৈশিষ্ট ও উপাদেয়ত্ব তথা সম্পূর্ণত্ব সন্দর্শন ও উপলব্ধিক্রমে বিনা অনুরোধে পরমাগ্রহে মহাপ্রভুর ভক্ত হন। হারি হারি প্রভু মতে করেন প্রবেশ। এইমত বৈষ্ণব করিল দক্ষিণদেশ।

৮। শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বাবতারলীল ও সর্ব্বাবতার সেবক সেব্যস্বরূপবান্। প্রত্যেক অবতার নিজ নিজ সেবকের সেব্য মাত্র পরন্তু অন্য অবতারের সেবকের সেব্য নহেন পক্ষে মহাপ্রভু সকল অবতারলীলাপরায়ণ এবং সর্ব্ব অবতারের সেবকগণেরও সেব্যদেবত্ব লাভে পরমারাধ্যতম। সর্ব্বাবতার লীলা করে চৈতন্যগোসাঞি। ঐছে অবতরে কৃষ্ণ সর্ব্বভাবে পূর্ণ। অচিন্ত্য অগম্য কৃষ্ণচৈতন্যবিহার। চিত্রভাব, চিত্রজল্প, চিত্রব্যবহার।।

৯। শ্রীমন্মহাপ্রভু রসরাজমহাভাব লীলারসায়ন। শ্রীকৃষ্ণ কেবল রসরাজ বিলাসবান্ পক্ষে মহাপ্রভু রসরাজ ও মহাভাব বিলাসোল্লাসবান্। তবে হাসি প্রভু তাঁরে দেখাইলা স্বরূপ। রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ।। শ্রীকৃষ্ণ রাধা সঙ্গেই মদনমোহন। রাধা বিনা তাঁহার মদনমোহনত্ব স্থগিত বরং মদনমোহিতত্বই প্রকাশিত। রাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ। অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ।। পক্ষে রসরাজ মহাভাবস্বরূপে গৌরসুন্দর নিত্য মদনমোহন। যেহেতু তিনি নিত্যই রসরাজ মহাভাব স্বরূপবান্।

১০। শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বশাস্ত্র বিনির্যাসভূত শ্রীমদ্ভাগদবতধর্ম্মের মহাপ্রচারকবর। অন্য আচার্যগণ দূরথেকে ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব দর্শন ও শ্রবণ করিলেও তাহাকে স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক প্রামাণিক গ্রন্থরূপে স্বীকার করেন নাই। পক্ষে মহাপ্রভু বেদাদি অন্যান্য শাস্ত্রের অসারত্ব প্রদর্শন করতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বসারবত্বা, অনন্যসাধারণত্ব তথা পরমপ্রামাণিকত্ব বিজয় বৈজয়ন্তীযোগে কীর্ত্তন করেন। ইতিহাসপুরাণানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্। এইবাক্যে ইতিহাস মহাভারত পূরাণাদির অসারত্ব ও শ্রীমদ্ভাগবতের সারাৎসারত্ব প্রমাণিত হয়। চারি বেদ দধি, ভাগবত নবনীত। মথিলেন শুকদেব, খাইলেন পরীক্ষিত।। বেদা পুরাণাদি গর্ভিত ও সঞ্চিত কৈতবশাস্ত্র আর শ্রীমদ্ভাগবত প্রোজ্ঝিতকৈতব শাস্ত্র। বেদ কর্ম্মকাণ্ডাদিময় সেখানে ভক্তিযোগ অব্যক্ত পক্ষে ভাগবত সাক্ষাৎ ভক্তিময়। অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে। লোকস্য জানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্। অধোক্ষজে সাক্ষাৎ ভক্তিযোগ হইতেই সকল প্রকার অনর্থের উপশম হয় ইহা জানিয়াই বিদ্বান্ ব্যাসদেব এই সাত্বতসংহিতা রচনা করেন।

বৈদিক ভক্তিতে কৃষ্ণ সুদুর্ল্লভ পক্ষে ভাগবতীয় ভক্তিতে কৃষ্ণ পরম সুলভ। শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই ভাগবতকেই প্রমাণশিরোমণি রূপে স্বীকার করিয়াছেন।

১১। কলিযুগে একমাত্র কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই জীবের সর্ব্বানর্থ নাশ ও সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয় তাহাতে অন্যকোন ধর্ম্মান্তরের অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা নাই নাই নাই একথা একমাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুই শাস্ত্রদৃষ্টান্তে বীরদর্পে ঘোষণা করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত অন্য কোন আচার্য্য তাহা করেন নাই বা এসিদ্ধান্তকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ স্বয়ং শ্রেষ্ঠ হইলেও তাঁহাদের চরণাশ্রিতদিগকে শ্রেষ্ঠমতে স্থাপিত করিতে পারেন নাই। এবিষয়ে গুরু ও শিষ্যের অক্ষমতা প্রতিপন্ন হয়। পক্ষে মহাপ্রভু নিজে আচরণযোগে অন্যকেও শ্রেষ্ঠমতে স্থাপিত করিয়াছেন।

১২। শ্রীগৌরসুন্দর রাধাদাস্যসূত্রে মঞ্জরী স্বরূপে জীবের কৃষ্ণদাস্যে ব্যবস্থিতির অনন্যসিদ্ধ আশীর্ব্বাদক। শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বার্কস্বামীমতে সখীভাবের সমাদর প্রদর্শিত হইলেও নিরপেক্ষ বিচারে রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবারূপ সাধ্য প্রাপ্তিতে মঞ্জরীস্বরূপের প্রাধান্য সর্ব্বোপরি বিরাজমান। গৌরভক্তগণ যুগপৎ গৌরকৃষ্ণ লীলাপরায়ণ। শ্রীগৌরসুন্দরকে যুগাবতার

ও যুগাচার্য্য রূপে স্বীকার না করায় সেই সেই সাম্প্রদায়িকতায় ন্যূনতা সহ করণাপাটব দোষ পরিদৃষ্ট হয়। গৌরবিমুখগণ দুর্ভগা, গৌরাবজ্ঞীগণ তত্ত্বমূর্খ এবং গৌরবিদ্বেষীগণ দৈত্যে পরিগণিত। ভাগবত অধ্যয়নে যাহারা গৌরকে চিনিতে পারিল না তাহাদের পাণ্ডিত্যে ধিক্কার। তাহাদের অধ্যয়নও অসম্পূর্ণই বলিতে হয়। সর্ব্বশাস্ত্র পড়িয়াও যিনি গৌরকে জানেন না চিনেন না বা মানেন না, তিনি নিশ্চিতই শাস্ত্রভারবাহী গর্দভরাজ মাত্র। পড়িয়া শুনিয়া যেবা অধর্ম্ম আচরয়। তাহাকে বিদ্বান বলে কোন মহাশয়।। অগতির গতি যিঁহ অনাথের বন্ধু । "পতিতপাবন" বড় করুণার সিন্ধু।।

দানেইনন্যং মানেইনন্যং গানেইনন্যং পানেইনন্যম্।
তরণেইনন্যং দরণেইনন্যং বন্দে গৌরং চরিতেইনন্যম্।।
সন্তু বহবো দাতারো জনতাহিতসাধকাঃ।
গৌরাদন্যঃ ক্ব চাস্তীহ নিঃসীমপ্রেমমাধবঃ।।

অনুপম গৌরকিশোর। ধ্রুব

অনুপম অদ্ভুত রসগুণসম্ভৃত অনুপম ভাববিভোর।।
অনুপমসুন্দর কান্তিপুরন্দর অনুপম প্রেমবিচারী।
অনুপমপাবন চরিতনিকেতন অনুপম দানবিহারী।।
অনুপম মদন কদন ললিতানন অনুপম নৃত্যবিলাস।
অনুপম ভাষণ হাসরসায়ন মুগধল গোবিন্দদাস।।

----------ঃ○ঃ----------

কে ভাগ্যবান্ ও কে দুর্ভাগ্যবান্

ভাগ্ অর্থ ভজন অতএব ভজনশীলই ভাগ্যবান্। সৎকর্ম্মাদি সৌভাগ্যজনক আর অসৎকর্ম্মাদি দুর্ভাগ্যপ্রাপক। কেহ বলেন, ধনবান্ই ভাগ্যবান্। কারণ সৎকর্ম্মাদি ফলে ভাগ্যোদয়েই ধন লভ্য হয়। শাস্ত্রে বলেন, বিদ্যা হইতে পাত্রতা এবং পাত্রতা হইতে ধন ও সুখ লভ্য হয়। অন্যত্র বলেন, ধর্ম্মাদ্ধনম্। ধর্ম্ম হইতেই ধন প্রাপ্য হয়। ভাগবতে বলেন, অর্থং বুদ্ধিরসূয়ত বুদ্ধি অর্থ প্রয়োজনকে উদয় করায়। ভাগ্যে না থাকিলে ধনাদি কিছুই লভ্য হয় না। গীতায় বলেন, যোগভ্রষ্ট যোগীকুলে ও ভোগীকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে অপক্ক নূতন যোগী ভোগীকুলে জন্ম পায়। শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে এবং পুরাতন যোগী যোগীকুলে জাত হয়। অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।।

অতএব যোগ ভাগ্যবলেই ধনবান্ সহজেই ভাগ্যবান্। সৌভরি মুনি যোগভ্রষ্ট হইয়া মনোরমা পঞ্চাশটি পত্নী ও পাঁচ হাজার পুত্র ও যোগৈশ্বর্য্য ভোগ করেন। তজ্জন্য যোগধনবানই ভাগ্যবান্ বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়।

কেহ বলেন, পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিফলেই জীব ইহজগতে ও পরজগতে বাঞ্ছিত ভোগ্য প্রাপ্য হয়। তন্মধ্যে সৎকর্ম্মোন্মুখী সুকৃতি ফলে সাংসারিক ভোগসুখীই ভাগ্যবান্।

কেহ বলেন, জ্ঞানবানই ভাগ্যবান্। বহু জন্মের সুসাধন ফলে জীব জ্ঞানী হয়। জ্ঞান বিদ্যাও এক প্রকার সম্পদ। বিষয়ীগণ প্রাকৃত বিষয়কেই ভাগ্যজনক ধন মনে করেন। পণ্ডিতদের বিদ্যাই ধন। পণ্ডিতা বিদ্যাধনিনঃ। বিদ্যাধনে তাহারা সুখী বিধায় ভাগ্যবান্। মানপূজাপ্রতিষ্ঠাদি জীবের কাম্য। বিদ্যা হইতেই তাহার মান পূজা ও প্রতিষ্ঠাদি হইয়া থাকে। তজ্জন্য বিদ্বানই ভাগ্যবান্।

কাহারও মতে --যোগসিদ্ধিমানই ভাগ্যবান্। কারণ যোগসিদ্ধি প্রাপ্তি বিশেষ ভাগ্যবানেরই হইয়া থাকে। ভাগ্যহীন কখনই যোগ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। যোগীগণ যোগবলে অলৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ঈশ্বরবৎ মান্য হইয়া থাকেন। অতএব কার্য্যদ্বারে কারণ প্রমিতির ন্যায়ে যোগসিদ্ধিমানই ভাগ্যবান্।

কেহ বলেন-তপস্বীই ভাগ্যবান্। তপঃ এক প্রকার ভগ বিশেষ। তাহা ভাগ্যপ্রদ। তপঃ সিদ্ধিফলে ও বলে হিরণ্যকশিপু ও রাবণাদি ত্রৈলোক্য সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। ভাগবতে বলেন-তপঃই নিষ্কিঞ্চনের ধন। ভগবান্ বলেন--আমি তপোবলেই ত্রিলোকের সৃজন পালনও সংহার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকি। অতএব তপঃ রূপ ভগবানই ভাগ্যবান্ বটে।

কোন মতে-- পূন্যাত্মা ধার্ম্মিকই ভাগ্যবান্। কারণ ধর্ম্মধনে তিনি সুখী হইয়া থাকেন। ধার্ম্মিকই প্রকৃত সুখী। ধর্ম্ম হইতেই শান্তি সুখাদি লভ্য হয়। সুখ বা আনন্দই যখন জীবের প্রয়োজন, তখন সুখকারণ ধর্ম্মই ভাগ্যবত্ত্বার পরিচায়ক।

কাহারও মতে- দাতাই ভাগ্যাবান্। কারণ দাতা দানতরীর আশ্রয়ে দুঃখসাগর উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। দাতৃত্ব ভাগ্যবত্ত্বার পরিচায়ক। বলিরাজ দান ধর্ম্মবলে ত্রিলোকপতি ভগবান্ বামনদেবকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভুৎ। দানধর্ম্মে স্বর্গীয় সুখাদি প্রাপ্তিরও কথা শ্রুত হয়। অতএব দাতা ভাগ্যবান্।

অপরমতে- কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি। কীর্ত্তিমান্ জীবিত। অতএব কীর্ত্তিমানই ভাগ্যবান্। যাহার কীর্ত্তি নাই তাহার ভাগ্যের পরিচয় কে দান করিবে ? সেই ধন্য নরকুলে লোকে

যারে নাহি ভুলে গুণ গান করে মান দান। কীর্ত্তি করে স্তুতিপাত্র তাহে হয় বিশ্বমিত্র কীর্ত্তিহীন মৃতের সমান।।

ধরণীর বুকে যারা জনম লভিল। কীরিতি রাখিয়া তারা অমর হইল।। অতএব কীর্ত্তিই ভাগ্যবত্ত্বার পরিচায়ক।

ভোগীকর্ম্মীদের মতে- সুস্বাস্থ্যবানই ভাগ্যবান্। ভোগ্যস্বাচ্ছন্দ্য ও স্থিরযৌবনাদিই ভাগ্য বাচ্য। পূন্যবানই স্বাস্থ্যবান্। পাপী চিররোগী অতএব দুঃখী। পাপ দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক এবং আরোগ্য ও স্বাস্থ্য তথা দীর্ঘায়ূ সৌভাগ্যের পরিচায়ক। অতএব স্বাস্থ্যবানই ভাগ্যবান্।

পূর্ব্বোক্ত মত গুলি ভাল করিয়া বিচার করিলে জানা যায় যে ধন, জন, পাণ্ডিত্য, যোগসিদ্ধি মুক্তি তথা পার্থিব ভোগস্বাচ্ছন্দাদি দান করিলেও তাহাদিগ হইতে বৈগুণ্যদোষাদি পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দর্শনে ধনজনপাণ্ডিত্য তথা যোগসিদ্ধি প্রভৃতি অনর্থ বাচ্য। কারণ কৃষ্ণদাস স্বরূপবান্ জীবের পক্ষে পার্থিব ভোগাদি কখনই ভাগ্যবত্ত্বার পরিচায়ক নহে। যেমন ত্যাগীসন্ন্যাসীর স্ত্রীসঙ্গাদি ভোগ বিলাস তাহার ধর্ম্মের পরিচয় দান করে না, যেমন সতীর পতিসেবাদি বিনা অন্যাভিলাষ তাহার স্বধর্ম্মের পরিপন্থি মাত্র। যেমন দ্বিজের শুদ্রাচার কখনই দ্বিজত্বের সুচক নহে। সাধুর অসৎসঙ্গ, বিদ্বানের দম্ভ পারুষ্য ও বৈষম্য, বৈষ্ণবের বহুভাজীত্বরূপ ব্যভিচার, মিত্রের শত্রুতা, প্রেমিকের কামুকতা, নিষ্কিঞ্চনের প্রার্থনা, গুরুর শিষ্যহিংসা ও সংসারপ্রবৃত্তি তথা দাসের প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা, পাপীর স্বর্গদাবী কখনই ভাগ্যবত্ত্বার পরিচায়ক নহে। তদ্রূপ কৃষ্ণদাসের কৃষ্ণসেবায় ঔদাসীন্যমুলে কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি অভিমান যেমন অধর্ম্ম বিশেষ তেমনই ধৃষ্টতাবিশেষ। ইহাতে ভাগ্যবত্ত্বা কিছুই নাই আছে দুর্ভাগ্যবিলাস।

কৃষ্ণদাস কৃষ্ণসেবা যদি নাহি করে।
অন্যসেবা করিয়াও যায় যম ঘরে।।
যমশাষ্য নহে কভু ভাগ্যবানে মান্য।
স্বধর্ম্ম নাচরি পাপী কিসে হবে ধন্য।।
মৃতের সৌন্দর্য্য নাহি মানে সাধু সভ্য।
ভৃত্যের প্রভুত্ব সিদ্ধি কভু নহে লভ্য।।
ভৃত্যধন্য ভাগ্যবান প্রভুর সেবায়।
প্রভু সেবা বিনা নহে ভাগ্যের উদয়।।
অন্ধের নেত্রত্ব গর্ব নাহি হয় সিদ্ধ।
মুর্খের বিজ্ঞমান্যতা নাহি মানে বৃদ্ধ।।
তত্ত্বজ্ঞানহীন যারে ভাগ্য করি মানে।
তত্ত্বদর্শী তাহা দুরভাগ্য করি জানে।।
স্বর্গভোগ তুল্য ভোগ যোগাদি বিলাস।
কভু নাহি দানে সত্যভাগ্যের প্রকাশ।।

বিচার্য্য-- যে ধন বন্ধন ও নিধনের কারণ, যে স্ত্রীপুত্রাদি সঙ্গ মোহ ও বন্ধনের কারণ, যথা- ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ। স্ত্রীসঙ্গাদ্ যথা পুংসস্তথা তৎসঙ্গীসঙ্গতঃ।।

স্ত্রীসঙ্গ ও তৎসঙ্গীর সঙ্গ হইতে যে প্রকার মোহ ও বন্ধন উপস্থিত হয়, অন্য কোন সঙ্গ হইতে তাহা হয় না। বলিরাজ বলেন-কিং রিক্থহারৈঃ স্বজনাখ্যদস্যুভিঃ কিং ভার্য্যয়া সংসৃতি হেতুভূতয়া। ধনাপহারী স্বজন নামা দস্যুদের দ্বারা কি পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় তথা সংসারের কারণ স্বরূপ স্ত্রী হইতেই বা কি পরমার্থ সিদ্ধ হয়? কৃষ্ণ বলেন- তপঃযোগসিদ্ধি আমার ভক্তি ধর্ম্মের অন্তরায়। অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতান্ যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্। অহংব্রহ্মাস্মি রূপ ব্রহ্মবাদ নারকিতা ও ধৃষ্টতা বিশেষ। শ্রীচৈতন্যদর্শনে বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম ত্রৈবর্গিক অর্থ ও কাম তথা মোক্ষ আজ্ঞানতম কৈতব ধর্ম্ম।

অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাবাঞ্ছাদি সব।।
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান।।

অন্যত্র-

দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা।।

অতএব আজ্ঞানতমধর্ম্ম কখনই জীবকে ভাগ্যবান্ করে না । তত্ত্ববিচার--চতুর্ব্বর্গীয়গণ সকলেই তত্ত্বমূঢ় এবং প্রেয়ঃপন্থী। প্রেয়ঃপন্থী ভাগ্যবান্ হইবার নিতান্ত অযোগ্য।

প্রোজ্ঝিতকৈতবধর্ম্মধাম শ্রীমদ্ভাগবত ও চৈতন্যদর্শনে কৃষ্ণভজনার্থে সৎগুরুচরণাশ্রয়ী ও সাধুসঙ্গবানই ভাগ্যবান্। কারণ সাধুসঙ্গ হইতেই আত্মতত্ত্ব অবগতি, কৃষ্ণ ভজন প্রবৃত্তি, ভক্তি এবং বাস্তব প্রয়োজন প্রাপ্তিও হইয়া থাকে।

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্য সম্বিদঃইত্যাদি শ্লো কে সাওধুসঙ্গ শ্রেয়ঃ কারণ। সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।

গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তি লতা বীজ।।

অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তকোটি জীব নানাযোনীতে ভ্রাম্যমান। তন্মধ্যে ভগবদ্ভজনার্থে সৎগুরুচরণাশ্রয় ও ভক্তি লাভকারীই ভাগ্যবান্। বহুজন্ম পূন্যফলে হয় সাধুসঙ্গ।

সাধু সঙ্গে হয় কৃষ্ণকথার প্রসঙ্গ।।
কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে হয় অনর্থবিনাশ।

রতি ভক্তি সিদ্ধি আর প্রেমের বিলাস।।

অতএব সাধুসঙ্গবানই ভাগ্যবান।

সৎগুরুদর্শনাশ্রয় পায় ভাগ্যবান্।

গুরুসেবা প্রসাদে পায় কৃষ্ণের চরণ।। ইত্যাদি প্রমাণে আচার্য্যবান্ পুরুষই ভাগ্যবান্।

চৈতন্যদর্শনে কৃষ্ণকতায় রুচিমানই ভাগ্যবান্।যথা চৈঃ চঃ

একদিন বর্ণপাণ্ডিত্যাভিমানী প্রদ্যুম্নমিশ্র মহাপ্রভুর নিকট কৃষ্ণকথা শুনিতে চাহিলে তাহার প্রশংসা মুখে বলিলেন-

কৃষ্ণকথায় রুচি তোমার বড় ভাগ্যবান্।যাঁর কৃষ্ণকথায় রুচি সেই ভাগ্যবান্।।

ইহাতে সিদ্ধান্ত হয় যে, কৃষ্ণে শরণাগত, কৃষ্ণভজনার্থে গুর্ব্বাশ্রয়ী, সাধুসঙ্গকারী তথা কৃষ্ণভজনাদিতে রুচিপ্রাপ্তই ভাগ্যবান্। আর কৃষ্ণে আসক্তমতি ও প্রেমবান্ তাঁহারা তো মহাভাগ্যবানই বটে।

মহাভাগ্যাবানে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়। ইহাতে ব্যতিরেকভাবে সূচিত হয় যে, কৃষ্ণে শরণাগতি, সাধু সঙ্গতি, ভক্তিরতিনিষ্ঠা রুচি আসক্তি ভাব ও প্রেমহীনই দুর্ভাগ্যবান্।

চৈতন্যদর্শনে সংসারবাসনা ও বন্ধন মুক্ত একান্ত কৃষ্ণৈকশরণই মহাভাগ্যবান্।যথা চৈঃ ভাঃ

হেনই সময়ে দুই মহাভাগ্যবান্।

হইলেন আসিয়া প্রভুর বিদ্যমান্।।

তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রভুর উক্তি--

প্রভু বলে -ভাগ্যবন্ত তুমি দুইজন।

বাহির হইলা ছিণ্ডি সংসার বন্ধন।।

বিষয় বন্ধনে বদ্ধ সকল সংসার।

সে বন্ধন হৈতে তুমি দুই হৈলা পার।। মহাপ্রভুর এতদুক্তির তাৎপর্য্য এই যে, সংসার মোহান্ধগণ নানা বিষয়বন্ধনে আবদ্ধমতি হইয়া কৃষ্ণে শরণাগতি, সাধুসঙ্গতি ও ভক্তি করণে উদাসীনই দুর্ভাগ্যবান্। অতএব সংসার বন্ধনে থাকিয়াও যাঁহারা গ্রাহগ্রস্ত গজেন্দ্রবৎ কৃষ্ণে শরণাগত ও তৎকৃপাপ্রার্থী তাঁহারা ভাগ্যবান্। সকাম কৃষ্ণভক্ত নূন্যতম ভাগ্যবান্। পরন্তু যাঁহারা সংসারবাসনা মুক্ত হইয়াও বন্ধনচ্ছেদন করতঃ বৈরাগ্যজীবনে একান্ত কৃষ্ণভজন প্রয়াসী তাঁহারা মহাভাগ্যবান্। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ সংসারের সকল প্রকার বাধা বিপত্তি, ধর্ম্মজালবন্ধন ছিন্ন করতঃ স্বপাদমুলে শরণাগতা প্রেমবতী দ্বিজপত্নী ও গোপবধুগণকে মহা ভাগ্যবতী বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাহাদিগকে আন্তরিক ও বাচিক স্বাগত জানাইয়াছেন। স্বাগতং বো মহাভাগা আস্যতাং করবাম কিম্। হে মহাভাগ্যবতীগণ! তোমাদিগকে স্বাগত জানাই। বস, বল, পরিশ্রান্তা তোমাদের জন্য আমি কি সেবা করিতে পারি? গোপীদের প্রতি-- স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ। হে মহাভাগ্যবতীগণ! তোমাদিগকে স্বাগত জানাই। কুশল মত তোমাদের আগমন হইয়াছে তো ? বল আমি তোমাদের কি প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারি?

রসিকশেখর গোবিন্দের সূক্তির তাৎপর্য্য এইরূপ-যাঁহারা সংসারে থাকিয়া আমার ভজন তৎপর তাঁহারা নিশ্চিত ভাগ্যবান্। আর যাঁহারা সংসারবন্ধন স্বরূপ মায়ামমতা, ধর্ম্মজালচ্ছেদন করতঃ আমার একান্ত ভজনার্থে শরণাগত ও অনন্যপ্রীতিমান তাঁহারা সত্তমোত্তম ও মহাভাগ্যবান্।

ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণবলেন--যাঁহারা বেদবিধিকে আমার একান্ত ভজনের অন্তরায় জানিয়া তাহা উল্লঙ্ঘন করতঃ ভজন করেন তাঁহারা সাধূত্তম আর যাঁহারা অনন্যচিত্তে অনন্যমমতা ও প্রীতিযোগে ভজন করেন তাঁহারা সত্তমোত্তম ও মহামহাভগ্যাবান্।

ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ।

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।

ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ।।

রামানন্দসংবাদে কৃষ্ণপ্রেমামৃত পানকারীই মহাভাগ্যবান্।

অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান।

কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্।।

চৈতন্যদর্শনে সর্ব্বত্র কৃষ্ণদর্শনকারী অনন্যভজনশীল শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুন, মহাভাগ্যবান্ তথা কৃষ্ণে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী ও বালিশে কৃপাকারী মধ্যম ভাগবতও মহাভাগ্যবান্।

শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুন, দঢ়শ্রদ্ধা যাঁর।

উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার।।

শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান।

মধ্যম অধিকারী সেই মহাভাগ্যবান্।।

তাৎপর্য্যএই-- কৃষ্ণপ্রেমিকই মহাভাগ্যবান্। কৃষ্ণপ্রেমই মহাভাগ্যকে প্রকাশ ও প্রদান করে।

ভাগবতে ব্রহ্মা বলেন- কৃষ্ণের বন্ধুগণই মহাভাগ্যবান্।

অহো ভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।

যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্।।

অহো পরমানন্দপূর্ণ, পূর্ণব্রহ্ম, সনাতনপুরুষ গোবিন্দ যাঁহাদের মিত্র তাদৃশ নন্দরাজের ব্রজস্থিত শ্রীদামাদি গোপগণের

কি ভাগ্য কি ভাগ্য অর্থাৎ তাঁহারা নিশ্চিত মহাভাগ্যবান্। যাঁহার যৎকথঞ্চিৎ স্মরণেও জীবের ভাগ্যের উদয় হয় সেই ভগবানের নিত্যসঙ্গী শ্রীদামাদি যে ভাগ্যবান্ তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাগবতশ্রোতা শ্রীপরীক্ষিৎমতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণে অনন্ত বাৎসল্যবান্ নন্দযশোদা মহামহত্বের অধিকারী অর্থাৎ মহাভাগ্যবান্। নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।

যশোদা সা মহাভাগা যস্যাঃ স্তনং পপৌ হরিঃ।। পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষিৎ বাক্যের তাৎপর্য্য এইরূপ, ভগবানের অন্য অবতারের দাসগণ অপেক্ষা কৃষ্ণের দাসগণশ্রেষ্ঠ মহাভাগ্যশালী। অন্য অবতার বন্ধুগণ অপেক্ষা কৃষ্ণের বন্ধুগণ শ্রেষ্ঠ ও মহাভাগ্যবান্ তথা অন্য অবতার পিতামাতা অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ বাৎসল্যসিন্ধু নন্দযশোদাই মহাভাগ্যাবান্ ভাগ্যবতী। যিনি তত্ত্ব রিচারে জগতে মাতা পিতা স্বরূপ সেই গোবিন্দ যাঁহাদের স্নেহরসে বিবশ হইয়া নিত্যপুত্রতা স্বীকার করিয়াছেন সেই নন্দযশোদার ভাগ্যসীমা করা সুদুস্কর ব্যাপার। তজ্জন্য উদ্ধব বিস্মিত ভাবে বলিয়াছেন, আপনারা জগতে মহাশ্লাঘ্য। যেহেতু অখিলগুরু গোবিন্দে আপানাদের এতাদৃশী ভক্তিভাব উচিত হইয়াছে। অতএব আপনাদের সাধ্যের কিছুই অবশেষ নাই। কিম্বাবশিষ্টং যুবয়োঃ সুকত্যম্।। উদ্ধব বচনে কৃষ্ণপ্রাণান্তরা, তৎপ্রীতিসৌখ্যসম্পাদন চতুরা, তৎপ্রেমাতুরা, তৎবিরহবিধুরা, তৎসঙ্গতিতৃষ্ণাকাতরা গোপীগণই মহাভাগ্যবতী। সর্ব্বাত্মভাবোঽধিকৃতো ভবতীনামধোক্ষজে। বিরহেণ মহাভাগা মহান্ মেঽনুগ্রহঃ কৃতঃ।।

হে মহাভাগ্যবতীগণ! প্রাণকৃষ্ণের বিরহে তৎপ্রতি আপনাদের সর্ব্বান্তঃকরণভাব অধিরুঢ় হইয়াছে। ইহা প্রদর্শন করাইয়া আমার প্রতিও মহান্ অনুগ্রহ করিয়াছেন।

ব্রহ্মার বিচারে -- কৃষ্ণপাদপদ্মের সেবারস নিষেবনকারীই মহাভাগ্যবান্। ব্রহ্মবিমোহন লীলায় কৃষ্ণ বৎস পুত্র হইয়া অতীব আনন্দে যাঁহাদের স্তনামৃত পান করিয়াছেন সেই ব্রজরমণী ও গাভীগণই মহাভাগ্যশালিনী। অহোঽতিধন্যা ব্রদগোরমণ্যস্তনামতং পীতমতীব তে মুদা। ব্রহ্ম বিচারে কৃষ্ণ যাঁহাদের সর্ব্বস্বধন স্বরূপ সেই গোকুলবাসীদের পাদপদ্মের ধূলী অভিষেকযোগ্য পাদপীঠ হওয়াও মহাভাগ্যের পরিচয়।

তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদেগাকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্।

পুনশ্চ তদ্বিচারে যাঁহারা কৃষ্ণপ্রাণাদের ইন্দ্রিয়দ্বারে কৃষ্ণরসামৃত পান করেন তাঁহারাও ভূরিভাগ্যবান্।

এষান্তু ভাগ্যমহিমাচ্যুত তাবদাস্তা

মেকাদশৈব হি বয়ং বত ভূরিভাগাঃ।

এতদ্ধৃষীকচষকৈরসকৃৎ পিবামঃ

শর্ব্বাদয়োঽঙ্ঘ্র্যদজমধ্বমৃতাসবং তে।

হে অচ্যুত! এই গোকুলবাসীদের মহিমার কথা দুরে থাক্ ইহাদের সম্বন্ধে আমরাও মহাভাগ্যাবান্। কারণ ইহাদের ইদ্রিয় রূপ চামস দ্বারা ইদ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেব আমরা

আপনার পাদপদ্মসুধা পুনঃ পুনঃ পান করি।

কৃষ্ণপাদামৃত পান করে ভাগ্যবান্। অর্থাৎ কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ প্রীতিসেবা সম্বন্ধযুক্ত সকলেই ভাগ্যবান্।

দুর্ভাগ্যবান্ কে ?

সরস্বতীদেবীর বরপুত্র বিচারে কাশ্মীরদেশীয় কেশবের বিশেষ প্রসিদ্ধি হইলেও প্রকৃতপক্ষে শ্রীগৌরসুন্দরের চরণে শরণাগতিতেই তাঁহার ভাগ্যবত্ত্বার প্রসিদ্ধি ঘটে।

ভাগ্যবন্ত দিগ্বিজয়ী সফলজীবন। বিদ্যাবলে পাইল সেই প্রভুর চরণ।। এতদ্বারা অনুমিত হয় যে, বিদ্যাবলে চৈতন্য চরণ ভজনে পরান্মুখতাই জীবের সুদুর্ভাগ্যের পরিচয়। চৈতন্যচরণ ভক্তি ও প্রাপ্তিতেই ভাগ্যবত্ত্বার পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হয়।

সকল প্রকারভোগ সিদ্ধিপ্রদ কর্ম্মজ্ঞানযোগাদির প্রচেষ্টা সাধকের ভাগ্যবত্ত্বাকে প্রকাশিত করিতে পারে না। পরন্তু সকল প্রকার যোগ্যতা বর্জ্জিত অথচ ভগবদ্ভজনোন্মুখতা জীবের ভাগ্য সকলকে সম্প্রকাশিত করিয়া জন্মসাফল্য দান করে।

ভগবৎপ্রীতিহীন নীতি তার মুল্য কিছু নাই।

সৃতিহীন গতি ব্যর্থ জানিহ নিশ্চয়।।

ভগবানের প্রতি অবজ্ঞা অনাদর, অভিযোগ, আক্ষেপ, উপেক্ষা ও তদ্ভজনে পারান্মুখতা তথা বিরোধিতাদি সকলই জীবের দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক।

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।

সেহ জানিহ এক অজ্ঞানতম ধর্ম্ম।। অতএব অজ্ঞানতমধর্ম্মে দিক্ষিত ও শিক্ষিতগণ সর্ব্বতোভাবেই ভাগ্যহীন।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন, সুদুর্ল্লভ মানবজন্মে সর্ব্বোত্তম সুযোগ সুবিধা থাকিতেও আমার ভজনযোগে সংসার সিন্ধুর পরপারে অগমনকারীই আত্মঘাতী। আত্মঘাতী নারকী অতএব দুর্ভাগ্যবান্। দুর্ভাগ্যবান্ না হইলে তাদৃশ সুবর্ণ সুযোগের অসৎব্যবহার আর কে করেন? স্বপ্নতুল্য ক্ষণভঙ্গুর, পরিণামশূন্য, বঞ্চনাবহুল, বহু দুঃখে দুঃখিত সংসারধর্ম্মে মুহ্যমান্ গৃহমেধী ও গৃহব্রতীগণ যথার্থলাভে বঞ্চিত বিধায় দুর্ভাগ্যবান্।

স্বার্থের গতিই বিষ্ণু ইহা যাহারা জানিতে না পারিয়া বেদের কর্ম্মকাণ্ডাদিতে আবদ্ধমতি, জ্ঞানকাণ্ডে ভ্রষ্টগতি , অন্ধপরম্পরায় পরামার্থধনে বঞ্চিত নীতিবিদ্ হইলেও তাহারাও দুর্ভাগ্যবান্। কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড কেবলি বিষের ভাণ্ড অমৃত বলিয়া যে বা খায়। নানাযোনি ভ্রমণ করে কদর্য ভক্ষণ করে তার জন্ম অধঃপাতে যায়।

বিষে সার সুধা জ্ঞান। কিসে তাহার কল্যান।।
অনর্থে যার স্বার্থজ্ঞান। সে মূর্খরাজ প্রধান।।
অন্ধানুগগতিহীন। নহে কভু ভাগ্যবান্।।
কর্ম্মকাণ্ডে বদ্ধমতি। জ্ঞানকাণ্ডে ভ্রষ্টগতি।।
নাহি চিনে বিশ্বপতি। লভে দুঃখলোকগতি।।

ভাগবতে ভগবতী দেবহুতি বলেন, যাহার কর্ম্ম ধর্ম্মের জন্য নহে, ধর্ম্ম বৈরাগ্যের জন্য নহে এবং বৈরাগ্য তীর্থপাদ বিষ্ণুর সেবার জন্য নহে সে জীবিত অবস্থায়ই মৃত ।

নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্প্যতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।
তাৎপর্য্য না জানে মাত্র ধর্ম্মকর্ম্ম করে।
ব্যর্থ পরিশ্রম তাতে দুঃখ ফল ধরে।।

অতএব পরিণামে দুঃখভোগীগণ দুর্ভাগ্যবানই বটে।

কামাসক্ত, রামারক্ত যোনি ভ্রমিগণ।
গৃহমেধী গৃহব্রতী নহে ভাগ্যবান্।
ভক্তিহীন কর্ম্মীজ্ঞানী নারকীপ্রধান।
কৃষ্ণদ্বেষী ধর্ম্মধ্বজী সদা ভাগ্যহীন।।
কলিমায়াবিদ্যাগ্রস্ত দুর্ভাগা নিশ্চিত।
মনোধর্ম্মী তর্কপন্থী স্বার্থেতে বঞ্চিত।।
আধ্যক্ষিক বিজ্ঞমন্য ন লভে কল্যান।
নিশ্চয় জানিহ সবে সুদুর্ভাগ্যবান্।।
পশুধর্ম্মী নহে কভু নরেতে গণিত।
ব্যাধবৃত্তে আত্মধর্ম্ম হয় তিরোহিত।।
বন্যব্যাধ, গৃহব্যাধ আর যাজ্ঞ্যব্যাধ।
এতিন দুর্গতিভাগী শুভ কার্য্যে বাধ।।
বন্যপশুঘাতী হয় বন্যব্যাধে গণ্য।
গৃহে পশুঘাতী গৃহব্যাধে সদা মান্য।।
কর্ম্মকাণ্ডে মূঢ়মতি পশুঘাতীগণ।
বৈদিক ব্যাধেতে গণ্য সত্যধর্ম্মহীন।।

নিরীশ্বরনৈতিক(নাস্তিক অথচ নীতিমান), নিরীশ্বরবৈদিক(নাস্তিক অথচ বৈদিকাভিমানী) স্বেশ্বরনৈতিক ও স্বেশ্বরবৈদিকাদি বিবাদীগণও দুর্ভাগ্যবান্। কারণ তাহাদের বিচার অপসিদ্ধান্তমূলক ও সত্যধর্ম্মহীন।

তত্ত্বভ্রমী শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্যগণও দুর্ভাগ্যবান্। কারণ তাহারা নূন্যাধিক পাষণ্ডী। পাষণ্ডীগণ দুর্গতিভোগী অতএ দুর্ভাগ্যবান্।

চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও তবে রৌরবে পড়ি মজে।। পূর্ব্বোক্ত বিচারে কৃষ্ণভক্তিহীন অথচ বেদধর্ম্মাচারীদের নরকগতি দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক।

ঈশ্বর মায়ামোহিত মায়াবাদী, ন্যায়, বৈশেষিক, বৌদ্ধ পাতঞ্জলাদি মতাবলম্বীগণও নূন্যাধিক দুর্ভাগ্যাবান্। কারণ তাহাদের মতে ভগবৎসম্বন্ধাদি নাই।

চৈতন্যদেব বলেন, তাতে ষড়দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি।

ভগবদ্ভক্তিহীনের ন্যায় নীতি পাণ্ডিত্য আভিজাত্যাদি সকলই মৃতভূষণবৎ নিরর্থক বরং শোকবর্দ্ধক।

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিশাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্।।

অতএব শবতুল্যদের ভাগ্যলক্ষণ থাকিতেই পারে না। শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ বলেন, আত্মজ্ঞানহীন মূঢ় নরকভাগী।

আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়াঃ পচ্যন্তে তে নরকনিগূঢ়াঃ।

ভগবদ্ভজনই মঙ্গলময় কিন্তু বিষয়বাসনা যোগে ভজনে ভাগ্যের পরিচয় নাই। মঙ্গলময়ের নিকট অমঙ্গলময় বিষয় প্রার্থনা মূঢ়তা লক্ষণ মাত্র।

কৃষ্ণকহে আমা ভজে মাগে বিষয় সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এই বড় মূর্খ।।

ভাগবতে প্রহ্লাদ মহারাজ বলেন, সেবার বিনিময় কামী সেবক নহে বণিক। ব্যাবসায়ীতে ধর্ম্ম সৌহার্দ্য থাকে না। যেখানে ধর্ম্ম নাই সেখানে ভাগ্যের সম্ভাবনা কোথায়? তজ্জন্য কৃষ্ণের প্রতি কামিনী কুব্জার স্বসুখবাসনাময়ী চেষ্টা দর্শন করিয়া অসন্তুষ্টচিত্তে শুকদেব সিদ্ধান্ত করেন, যিনি দুরারাধ্য বিষ্ণুকে আরাধনা করিয়া মনের গ্রাহ্যবস্তু পার্থনা করেন অসত্য নিবন্ধন তিনি দুর্ভাগা কুমনীষী।

দুরারাধ্যং সমারাধ্য বিষ্ণুং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্।
যো বৃণুতে মনোগ্রাহ্যমসত্যত্বাৎ কুমনীষ্যসৌ।।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, অয়ি প্রিয়ে! যাহারা তপোব্রতাদির পরিচর্য্যা দ্বারা সামান্য প্রাণীতেও সুলভ ইন্দ্রিয়তর্পণ কামনায় দাম্পত্যধর্ম্মে অপবর্গগতি আমাকে ভজন করে তাহারা আমার মায়া দ্বারা মোহিত

এবং মন্দভাগ্য।

যে মাং ভজন্তি দাম্পত্যে তপসা ব্রতচর্য্যয়া।
কামাত্মনো অপবর্গেশং মোহিতা মম মায়য়া।।
তে মন্দভাগ্যাঃ ইত্যাদি।

তবে কি সকাম ভক্ত ভাগ্যবান্ নহে ? যতদিন সকাম ততদিনই তাহার ভাগ্যবত্ত্বার পরিচয় নাই পরন্তু যখন কাম ত্যজি নিস্কাম ভাবে কৃষ্ণরস আস্বাদন করেন তখনই তিনি ভাগ্যবান্ হইয়াছ থাকেন। যাহারা নানাদেবদেবীদের সঙ্গে ভগবান রাম কৃষ্ণাদিরও ভজন করেন বা কৃষ্ণ ভজনের সঙ্গে অন্যদেবদেবীদিগকেও ঈশ্বরজ্ঞানে ভজন করেন তাহারা কিরূপ? যাহারা সমানজ্ঞানে নানাদেবদেবীদের সঙ্গে ভগবানের ভজনও করেন তাহারা অতত্ত্বজ্ঞ ও ব্যভিচারী। তাহাদের তাদৃশ ভজনে ভাগ্যলক্ষণ নাই। কারণ তাহারা সমন্বয়বাদী সুতরাং পাষণ্ডী তথা স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে কৃষ্ণভজনের সঙ্গে অন্যদেবদেবীর ভজনকারী নিশ্চিতই পাষণ্ডী। পাষণ্ডভজনে ভাগ্যলক্ষণ তিরোহিত। সকল পুরুষেই নারীর পতিজ্ঞান ব্যভিচার মতিত্বের পরিচয় তদ্রূপ দেবাদির প্রতিও ঈশ্বরজ্ঞান যেমন ব্যভিচার বৃত্তি তেমনি পাষণ্ড্য বিচার। পক্ষে ভগবদ্ভজনের সঙ্গে তদীয় বিচারে দেবাদির প্রতি যথাযোগ্যসম্মান দানাদি বাস্তবধর্ম্ম বিধান। ইহাতেই ভাগ্যলক্ষণ নিরপবাদী।

কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলেন, দেবধর্ম্মপালী বিষ্ণুর পূজক ও কৃষ্ণচৈতন্যদ্বেষী বিচারে দৈত্যে গণ্য।

পূর্ব্বে যেন জরাসন্ধ্য আদি রাজগণ।
বেদধর্ম্ম করি করে বিষ্ণুর পূজন।।
কৃষ্ণ নাহি মানে তাতে দৈত্য করি মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে তারে দৈত্য জানি।।

অতএব ইহারাও দুর্ভগা।

ভগবৎপূজক অথচ ভক্তপূজায় উদাসীন, বৈষ্ণব নিন্দুক বৈষ্ণবাপরাধীও কৃষ্ণপ্রসাদের অযোগ্যবিচারে দুর্ভাগ্যবান্। কারণ তাহার ভজন ব্যর্থপরিশ্রম মাত্র।

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েদ্ যদি।
ন তে বিষ্ণুপ্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ।

অম্বরীষ প্রতি বিদ্বেষ করিয়া দুর্ব্বাশা নারায়ণের প্রসাদ প্রাপ্ত হন নাই। এক অবতারের ভক্ত হইয়া অন্য অবতারের নিন্দুকও দুর্ভগা কারণ তিনি অপরাধী।

ঈশ্বরতত্ত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ।

শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদের উক্তি শ্রীগৌরচন্দ্রে পরম শ্রদ্ধালু কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ প্রতি অশ্রদ্ধালু নিজ ভ্রাতার প্রতি-

দুইভাই একতনু সমান প্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মান তোমার হবে সর্ব্বনাশ।
একে তো বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান।
অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায় তোমার প্রমাণ।।
কিম্বা দোঁহে না মানিয়া হওত পাষণ্ড।
একে মানি, আরে না মানি এই মত ভণ্ড।।

ইহাতে সিদ্ধান্ত হয়, পাষণ্ড ও ভণ্ড মতে সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং সর্ব্বানাশপ্রাপ্ত **দুর্ভাগ্যবানই** বটে। তত্ত্বতঃ শ্রীবলদেবই শ্রীনিত্যানন্দ। ব্রতাদিযোগে শ্রীনিত্যানন্দের ভক্তিকারী অথচ শ্রীবলদেব ব্রতাদিতে উদাসীনও ভণ্ডে গণ্য। ভণ্ড মতে ভাগ্যলক্ষণ কলঙ্কিত এবং অজ্ঞতা মণ্ডিত। কেহ বলেন- আমরা গৌড়ীয়, নিতাইগৌরের ভক্ত। পঞ্চতত্ত্বের ভজন করি। আর গৌরের আদেশে রাধাকৃষ্ণই আমাদের উপাস্য। সেখানে বলদেবের পূজাদির আবশ্যকতা নাই।

বিচার্য্য-- যাঁহারা মঞ্জরী ভাবে অনঙ্গমঞ্জরীর আনুগত্যে রাধাকৃষ্ণের ভজন করেন তাঁহারা রামনবমী, নৃসিংহ চতুর্দ্দশী, বামনদ্বাদশী, অদ্বৈতসপ্তমী, গৌরপূর্ণিমা ও নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী এমন কি শিব চতুর্দ্দশীতেও ব্রতোপবাস করেন অথচ শিবসেব্য, রাম নৃসিংহাদি অবতারের অবতারী, কারণাদ্ধিশায়ী যাঁহার এক অংশ, যিনি অংশে অনঙ্গ মঞ্জরীরূপে যুগসসেবিকা , সেই শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীবলদেবের ব্রতপূজাদিতে ঔদাসীন্য কোন মতেই বিশুদ্ধ গৌড়ীয় সিদ্ধান্ত নহে। শ্রীনিত্যান্দ ভজে কিন্তু শ্রীবলদেব না মানে। এই ভণ্ডমত ইহা বলে বিজ্ঞজনে।। কেহ বলেন--চৈতন্যচরিতামৃতে বলদেব পৌর্ণমাসীতে ব্রতাদির কথা মহাপ্রভু বলেন নাই। তদুত্তরে বক্তব্য- সেখানে মহাপ্রভু শিবব্রত করিতেও বলেন নাই। তবে তাহা করা হয় কেন ? সেখানে নিত্যানন্দত্রয়োদশী গৌর পূর্ণিমাতে ব্রতকথাও নাই তবে তাহা পালিত হয় কেন?

যদি বলেন-- তাহা শ্রীব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবনদাসের অনুশাসন। ইহা অবিদ্যানাশিনী ও কৃষ্ণভক্তি প্রদায়িনী। যথা চৈতন্যভাগবতে -

নিত্যানন্দ জন্ম মাঘী শুক্লত্রয়োদশী।
গৌরচন্দ্র প্রকাশ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী।
সর্ব্বযাত্রা সুমঙ্গল এদুই পূন্যতিথি।
সর্ব্বশুভলগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি।।
এতেকে এদুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যাবন্ধন।।

তজ্জন্য ইহাদের সেবা করা হয়। উত্তম কথা কিন্তু

ব্যাসের লিখনীতে অদ্বৈতসপ্তমীব্রতের কথা নাই তবে তাহা পালন করেন কেন?

উত্তর--অদ্বৈতপ্রভু মহাবিষ্ণুর অবতার। তিনি শ্রীগৌর আনা ঠাকুর। তাঁহার তিথি পালনাদিতে গৌর প্রসাদ লভ্য হয়।

সুন্দর সিদ্ধান্ত। অদ্বৈত সপ্তমী পাল্য সত্য কিন্তু অদ্বৈতপ্রভু যাঁহার অংশকলা স্বরূপ, যিনি মহাবিষ্ণুরও অবতারী, যিনি কৃষ্ণের সকল প্রকার সেবার অধিকারী, যিনি দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য তথা অনঙ্গমঞ্জরী রূপে মধুর রসে কৃষ্ণসেবা করেন, যিনি আদি গুরুতত্ত্ব সেই শ্রীবলদেবের ব্রতোপবাস অকরণ কি প্রত্যব্যয় মধ্যে গণ্য নহে ? ঐ প্রকার সিদ্ধান্ত অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায়ে গণ্য। যদি বলেন-- নিত্যানন্দ কৃপায় রাধাকৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়। গৌরভজনে নিত্যানন্দ ভজনের প্রয়োজনীয়তা পরিদৃষ্ট হয় কিন্তু মধুর রসে কৃষ্ণভজনে বলদেব ভজনের প্রয়োজনীয়তা মহাজন গান করেন নাই।

ভাল কথা। মহাজনের অনুশাসন নাই তজ্জন্য তাহা করেন না। কিন্তু কৃষ্ণভজনে রাম, নৃসিংহ, বামনাদি অবতারের ব্রতপালনের প্রয়োজনীয়তা আছে কি ? তত্ত্বতঃ নাই । অনুশাসন তো রাধাষ্টমী পালনেও নাই তথাপি তাহা যদি পাল্য হয় তাহা হইলে সর্ব্বগুরু বলদেবের আবির্ভাবতিথি পালনও কেবল কর্ত্তব্যই নহে পরন্তু ধর্ম্ম বিশেষও বটে। মহাপ্রভু বলেন-

একাদশী জন্মাষ্টনমী বামনদ্বাদশী।
শ্রীরাম নবমী আর নৃসিংহ চতুর্দ্দশী।।
এই সবে বিদ্ধা ত্যাগ, অবিদ্ধাকরণ।
অকরণে দোষ, কৈলে ভক্তির লভন।।

সিদ্ধান্ত-- বিষ্ণুতত্ত্বই উপাস্য। তাঁহার ব্রতাদি করণে ভক্তি লভ্য এবং অকরণে দোষ অর্থাৎ ভক্তি হানি হয়। অতএব রামনবমীবৎ ভক্ত্যঙ্গে বলদেব পৌর্ণমাসীব্রতও পালনীয় অন্যথা দোষ হয়। দোষাচার স্বরূপধর্ম্মবিরোধী, অজ্ঞতা ব্যঞ্জক ও দুর্ভাগ্য লক্ষণান্বিত। উপসংহারে বক্তব্য--শ্রেয়স্কামী পক্ষে মঙ্গলপ্রদ উপাস্যের উপাসনাতেই সৌভাগ্য লক্ষণ এবং দ্বিপরীতে অর্থাৎ উপাস্যের উপাসনা অকরণে বা অন্যথাকরণেই দুর্ভাগ্যলক্ষণ বিদ্যমান্। এককথায়-- স্বরূপধর্ম্মের যথাযথ যাজনেই সৌভাগ্য লক্ষণ এবং তাহার অকরণেই দুর্ভাগ্যদোষ লক্ষণ বিদ্যমান্।।

রূপানুগ সেবাশ্রম, ৫।১০।২০১০

শ্রীকৃষ্ণকৃপাপাত্র নির্ণয়

অনন্ত কোটি জীব ইহ সংসারে ভ্রাম্যমান্। তাহাদের মধ্যে কাহারা কৃষ্ণ কৃপাভাজন তাহা সাধুশাস্ত্র হইতে জানা যায়। মনোধর্ম্মীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারণা তথা অনুমানাদি ক্রমে উচ্চকুলে জন্ম, উত্তম ঐশ্বর্য্যাদি প্রাপ্তি, পাণ্ডিত্য যশঃ প্রতিষ্ঠাদি প্রাপ্তিকেই কৃষ্ণকৃপার লক্ষণ বলিয়া থাকেন কিন্তু তত্ত্ব বিচারে তাহা যথার্থ ধারণা নহে। কারণ অনেকেই উচ্চকুলে জাত কিন্তু ভগবদ্ভক্তিহীন, অনেকেই ঐশ্বর্য্যশালী কিন্তু নাস্তিক,অনেকেই পাণ্ডিত্যযুক্ত কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ নহেন। অতএব যেখানে হরিভক্তির অভাব সেখানে কৃষ্ণকৃপার সম্ভাবনা থাকিতে পারে না।পরন্তু নীচজাতি মূর্খাধম, দরিদ্র যদি ভক্তিপ্রাণ, ধর্ম্মপ্রাণ হয় তবে তিনিই কৃষ্ণ কৃপার পাত্র রূপে পরিগণিত হন। অপিচ প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালী পৃথু অম্বরীষাদি রাজগণ ভক্তি পরায়ণ ছিলেন। তজ্জন্য তাহারাও কৃষ্ণকৃপার পাত্র রূপে গণ্য।

১। নানা দেহ সৃষ্টি করিয়া ভগবান সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। অবশেষে তৎপ্রাপ্তিযোগ্য জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন মানব দেহ সৃষ্টি করিয়া সুখী হইলেন। অতএব মানবদেহ সৃষ্টিতে কৃষ্ণকৃপা বিদ্যমান্।

সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা
বৃক্ষান্ সরীসৃপপশূন্ খগদংশমৎস্যান্।
তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায়
ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ।।

ভারতে, ভগবদ্ধামাদিতে জন্মও কৃষ্ণকৃপার লক্ষণ। তন্মধ্যে ভগবদ্ভজনকারীই শ্রেষ্ঠ কৃপাপাত্র।

২। যাঁহারা হরিভক্তিসাধক তাঁহারা কৃষ্ণ কৃপাপাত্র। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে--

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামী রূপে শিখায় আপনে।।

৩। যাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক ভজন পরায়ণ তাঁহারাও কৃষ্ণকৃপাপাত্র। যথা গীতায়--

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতা প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযন্তি তে।।
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা।।

৪।যাঁহারা অনন্যভাবে ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ তাঁহারাও কৃপাপাত্র। যথা গীতায়--

অনন্যশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্য্যুপাসতে।

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।।

তথা তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।

ভবামি নচিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্।। হে অর্জ্জুন! যাঁহারা অনন্যচিত্তে আমার উপাসনা মগ্ন আমি তাদৃশভক্তের যোগক্ষেম নিজেই বহন করি। যাঁহারা আমাতে সকলকর্ম্ম সমর্পণ করতঃ ধ্যানযোগে আমার উপাসনা তৎপর আমি অতিশীঘ্রই তাদৃশ মৎগতপ্রাণকে মৃত্যু সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করি। অতএব কৃষ্ণভক্তই যে তৎকৃপাপাত্র তাহা বহু শাস্ত্র ও ভগবদুক্তি হইতে জানা যায়।

৫। সৎসঙ্গ প্রাপ্তিও কৃষ্ণ কৃপা সাপেক্ষ। নারদভক্তিসূত্রে বলেন, মহৎসঙ্গ দুর্ল্লভ, অগম্য এবং অব্যর্থ কিন্তু কেবলমাত্র কৃষ্ণকৃপাতেই তাহা লভ্য হয়।

মহৎসঙ্গস্তু দুর্ল্লভোঽগম্যোঽমোঘশ্চ।

প্রাপ্যতেঽপি তৎকৃপয়ৈব।

যে সুকৃতিবলে সাধুসঙ্গতি লভ্য হয় সেই সুকৃতি জননী কৃষ্ণকৃপাই ইহা সিদ্ধান্তিত হয়। যথা তুলসীপদ্যে

বিনা সৎসঙ্গ বিবেক ন হোই। রাম কৃপা বিনা সুলভ ন সোই।।

৬। দারিদ্রদুঃখ অভিশাপাদি দুস্কৃতি ফল বলিয়া কথিত হইলেও কোথাও তাহা কৃষ্ণকৃপা ব্যঞ্জক রূপে প্রমাণিত। যথা ভাগবতে কৃষ্ণবাক্যে--

যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।

আমি যাঁহাকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করি প্রথমে তাঁহার অহঙ্কারাষ্পদ ধনকেই হরণ করি। তজ্জন্য সেই স্বজন ত্যক্ত নির্ধন ব্যক্তি নির্ব্বেদক্রমে আমার ভক্তসঙ্গে মৎপরায়ণ হয়। এখানে জ্ঞাতব্য--সকল নির্ধনই কৃষ্ণকৃপাপাত্র নহে পরন্তু যে নির্ধন সাধু সঙ্গে হরিভজন তৎপর তাদৃশ নির্ধনই কৃষ্ণকৃপা প্রাপ্ত জানিতে হইবে।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন, পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপও কৃষ্ণকৃপা ব্যঞ্জক। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিজ নিকটে আনিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার দ্বারা মুনির অপমান করাইয়া তৎপুত্র দ্বারা অভিশপ্ত করতঃ রাজ্যে নির্ব্বেদ জন্মাইয়া প্রায়োপবেশনে বসাইয়া প্রিয়তম শুকদেব দ্বারা ভাগবত শুনাইয়াছিলেন।

কখনও ভগবান্ ভক্তকে দুঃখ দুর্দ্দশায় রাখিয়া কৃপা করেন। তাই শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন, আমি সুখে থাকিলে পরচর্চক ও দাম্ভিক হই। তাই কৃষ্ণ আমার প্রতি কৃপা করিয়া আমাকে নানা অসুবিধায় রাখেন তখন আমি তত্তেঽনুকম্পাং শ্লোকের অর্থ অনুভব করিয়া দৈন্যভাবে ভজন তৎপর হইতে পারি।

ভাগবতে ভগবান্ বামনদেব বলেন,

ব্রহ্মন্ যমনুগৃহ্ণামি তদ্বিসো বিধুনোম্যহম্।

যন্মদঃ পুরুষঃ স্তব্ধো লোকং মাঞ্চাবমন্যতে।। হে ব্রহ্মন!পুরুষ যে ধন মদে মত্ত হইয়া ত্রিভুবন এমনকি আমাকেও অবমাননা করে, আমি যাহাকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করি তাহার সেই ধনই অপহরণ করি।

আরও বলেন, **জন্মকর্ম্মবয়োরূপবিদ্যৈশ্বর্য্যধনাদিভিঃ।**

যদ্যস্য ন ভবেৎ স্তম্ভস্তত্রায়ং মদনুগ্রহঃ।।

দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্মে উত্তম কুল, কর্ম্ম, বয়স রূপ, বিদ্যা, ধন সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও যেখানে তজ্জন্য দম্ভের অভাব সেখানেই আমার অনুগ্রহ আছে জানিবেন।

ধন হরণের পরিবর্ত্তে ধ্রুব প্রহ্লাদাদিকে ধন সাম্রাজ্যাদি দানও কৃষ্ণকৃপার লক্ষণ।

কারণ তাদৃশ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও তাঁহারা তাহাতে পরমার্থ বুদ্ধি করেন নাই এবং সেই ঐশ্বর্য্যাদিও তাঁহাদের বুদ্ধিভেদ ও মোহ জন্মাইতে পারে নাই। ভগবানও বলিয়াছেন, **ন মুহ্যেন্মৎপরঃ** আমার একান্ত ভক্তগণ বিষয়ে মোহ প্রাপ্ত হয় না। স্ত্রীসঙ্গ মোহজনক হইলেও বৈষ্ণবাগ্র মহাদেব পার্ব্বতী সঙ্গে নির্ম্মাণমোহ এবং জিতসঙ্গদোষরূপে আদর্শস্থানীয়।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে জানা যায় উত্তমকুল ঐশ্বর্য্যাদি তথা দারিদ্র অকৌলিন্যাদি কিছুই কৃষ্ণকৃপার লক্ষণ নহে পরন্তু কৃষ্ণপরায়ণতাই তৎকৃপার লক্ষণ। যেরূপ বিড়াল বকাদিতে তপো লক্ষণ থাকিলেও তাহারা প্রকৃত তপস্বী নহে তদ্রূপ যাহারা হরিভক্তিহীন তাহাদের মধ্যে দারিদ্র বা দম্ভের অভাবাদি উপলক্ষণ থাকিলেও তাহারা প্রকৃত কৃষ্ণকৃপার পাত্র নহে। কেহ কেহ বলেন, ধর্ম্মক্ষেত্রে ভগবদ্ধামে তথা ভক্তগৃহে জন্মও কৃষ্ণকৃপা জনিত। একথাও সম্পূর্ণ সত্য নহে। কারণ কেবল জন্ম দ্বারা কৃষ্ণকৃপা প্রমাণিত হয় না। অনেকক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেরূপ ভগবদ্ধাম ও ভক্তগৃহে জন্ম সত্ত্বেও কংস শিশুপাল তথা হিরণ্যকশিপু প্রভৃতিতে কৃষ্ণকৃপার লক্ষণ নাই। অনেক তীর্থবাসী ও ভক্তপুত্র নাস্তিক ও হরিবিদ্বেষী। ইহারা সকলেই আরূঢ়চ্যুত। পক্ষে অনেক অধামবাসী তথা অভক্তপুত্র ভক্তিপরায়ণ আছেন দৃষ্ট হয়। অতএব সিদ্ধান্ত এই, ধামবাসী হোউক বা অধামবাসী হোউক, ভক্তপুত্র হোউক বা অভক্তপুত্র হোউক, কুলীন বা

অকুলীন হোউক যিনি হরিভক্ত এবং ধর্ম্মপ্রাণ তিনিই কৃষ্ণকৃপার পাত্র, অন্যে নহেন।

যেইজন সাধুসঙ্গে হরিপরায়ণ।
সেইজন ভবে কৃষ্ণকৃপার ভাজন।।
এইমাত্র কৃষ্ণকৃপার মূখ্য লক্ষণ।
গৌণ লক্ষণে ধন দম্ভহীনাদি কারণ।।
কুলহীন হরিদাসে কৃপার প্রকাশ।
কুলীন পাষণ্ড ভট্টে দুস্কৃতি বিলাস।।
ধনহীন সুদামাদি কৃষ্ণকৃপাপাত্র।
ধনী মানী দুর্যোধন অকৃপার সত্র।।
পশু পক্ষী গরুড় গজেন্দ্র কৃপাবান্।
অভক্ত বিপ্র সন্ন্যাসী যমদণ্ড্য হন।।
কৃষ্ণকৃপা পাত্র ভবে বিষয়বিরক্ত।
সাধুসঙ্গে নিস্কপটে ভজনানুরক্ত।।
মানাপমানে সমান নিন্দা প্রশংসায়।
যথালাভে তুষ্ট অনিন্দুক সর্ব্বদায়।।
সদগুণ দেবতাবৃন্দ বৈসে তার দেহে।
অতঃ সর্ব্বদেবময় করি বেদে কহে।।
প্রতিকার পরদ্রোহহীন অকিঞ্চন।
ভোগত্যাগশূন্য পরমার্থে পরবীণ।।
নিরুপাধিক বান্ধব জগৎজীবের।
সর্ব্বভাবে মান্য পূজ্য সেব্য সবাকার।।
এক কথায় বৈষ্ণব কৃষ্ণকৃপাপাত্র।
শাস্ত্রমর্ম্ম ইথে নাহি দ্বিধা তিল মাত্র।।
কৃষ্ণ কহে ভক্তভক্ত মোর ভক্ততম।
কিন্তু একথায় বহু আছে ব্যতিক্রম।।
বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শিব ভক্তে মহাজন।
তথাপি কেবল শৈবে নাহি কৃপাকণ।।
শিবে গুরু করি যেই ভজে কৃষ্ণপায়।
সেই শৈব কৃষ্ণকৃপাপাত্র সুনিশ্চয়।।
শাক্তাদির এইমত জানিবে বিচার।
অভক্ত শাক্তাদিতে নাহি কৃপার প্রচার।।
বিষ্ণুভক্ত শাক্তাদিতে কৃপার সঞ্চার।
বৈষ্ণব সর্ব্বদা কৃষ্ণকৃপার ভাণ্ডার।।

--ঃ০ঃ০ঃ--

কর্তব্য বিবেক

অজ্ঞের পক্ষে বিচারের আবশ্যকতা আছে। কেন? যেহেতু জগৎ মায়াময়,বঞ্চনাময়। জাতি ভেদে রসভেদ স্বাদভেদ বর্ত্তমান। কোন আম টক, কোন আম মিষ্ট। সেখানে টক ও মিষ্টিরও তারতম্য আছে। উত্তমলিপ্সুদের পক্ষে তজ্জন্য বিচার আবশ্যক। জগৎ জীবের মজ্জাগত হইয়াছে বঞ্চনা। ফাঁকী দিয়া বড় হইতে চায় তাই ধরে সাধুর বেশ। কারণ সাধু বেশেই বঞ্চনা চৌর্য্যলাম্পট্যাদি সহজ। দোকান ভাল মন্দ দ্রব্যে সাজান থাকে। অনেক মন্দবস্তু উত্তমের সাজে সাজান থাকে। কাজেই বিচার না করিলে প্রকৃত উত্তমের সন্ধান উপাদান সম্ভবপর নহে। এই জগৎ সৎ অসতে ভরা। নিছক উত্তম সতের সংখ্যা খুবই কম। মিশ্রসতের সংখ্যাই বেশী বেশী আর অসতের সংখ্যা করা তো দুস্কর। আম একটি খাদ্যফল। আমের. রসই বিচার্য্য। সেখানে আমের জাতিবর্ণাদি বিচার্য্য নহে। কেবল জাতি বর্ণাদি বিচার করিলে উদর পূর্ণ হয় না, ক্ষুধা মিটে না, মনের তুষ্টি ও দেহের পুষ্টি হয় না। ক্ষুধার্থের পক্ষে খাদ্য সংগ্রহের আবশ্যকতা থাকিলেও কেবল খাদ্য সংগ্রহই যথেষ্ট নহে ভোজনই কর্ত্তব্য। কারণ কেবল খাদ্য সংগ্রহে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না, হয় ভোজনে।

সেখানে খাদ্য সংগ্রহের মূল উদ্দেশ্য ক্ষুধা নিবৃত্তি অর্থে ভোজন। ভোজন না করিলে খাদ্য সংগ্রহ ব্যর্থ হয়। সংগ্রহের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। অনেক সাধক জ্ঞানী কেবল তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহেই তৎপর কিন্তু যথার্থ আচরণে উদাসীন। তাহাদের কার্যকারিতাই আছে পণ্ডিতন্মন্যতার সাজে মূর্খতা। সংগৃহীত বস্তুর সমাদর না করিলে সংগ্রহের মূল্য থাকে না।পরীক্ষা হলে বসিয়া কেবল প্রশ্নপত্র পড়িয়া সময় অতিবাহিত কারী মূর্খ। তদ্রূপই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর না লিখিয়া অন্য বিষয় লেখকও মহামূর্খ তথা প্রশ্নের উত্তর না লিখিয়া অন্য কাজে সত্বরও মহামহামূর্খ। কারণ ইহাদের কর্ত্তব্য জ্ঞান নাই।

বিদ্যার্থে ব্রিয়তে গুরুঃ যেখানে বিদ্যার জন্য গুরুবরণ কর্ত্তব্য হয় সেখানে গুরুর বিচারও উপস্থিত হয়। কারণ গুরু সংখ্যায় অনেক হইলেও সৎগুরু একজন। সৎগুরুর পরিচর্য্যার্থে শাস্ত্রদৃষ্ট্যে বিচারের আবশ্যকতা আছেই। বিচার

না করিতে পারিলে "এক জন হলেই হলো" ন্যায়ে অসৎকে সৎ মনে করতঃ বাঞ্ছিত বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায় না। তদ্রূপ পরমার্থের বিচার না করিলে পারিলে দেব দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম বিফলে যায়। এই জগতে জন্ম লইয়া যাহারা শিব গড়িতে বানর গড়িতেছে তাহাদের মূর্খতা মনস্তাপ দায়িকা।

যাহারা উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে দিতেছে তাহারা ব্যর্থকর্ম্মা বিফলজন্মা। যাহারা মন্দিরে ঠাকুর দেখিতে যাইয়া চুরি করিতেছে তাহারা ঠক কপট। যাহারা ধর্ম্মের নামে কর্ম্ম করে তাহারা মূর্খপণ্ডিত।

যাহারা পতিতপাবনী গঙ্গাজলে বাস করে, ডুবে ও উঠে মৎস্য ধরিবার জন্য তাহাদের গঙ্গাবাস গঙ্গাজল স্পর্শ ছলনা মাত্র। গঙ্গাতীরে বাস বৈকুণ্ঠবাস তুল্য। সেই বৈকুণ্ঠবাসের উদ্দেশ্য না করিয়া মৎস্যপ্রাণনাশী ধীবর হইলে বিচারে ভূল হইয়া যায়। শিব গড়িতে যাইয়া বানর গড়ার ন্যায়, গীতা পড়িতে যাইয়া সংসার করা জীবের পক্ষে চরম পরম বিড়ম্বনা মাত্র। এভাবে আছে অজ্ঞতার পরিচয়। তাহার সঙ্গে মিলিলে ব্যর্থতার সমাচার আর হাহুতাশে ভরা মনস্তাপের দাবানল। মধু পানের নামে মদ পান করিলে নিবাস হয় নরকে, উঠিতে হয় দুঃখের চড়কে।

এঅজ্ঞতায় ব্যর্থতা ও বিড়ম্বনার অন্ত থাকে না।আশি লক্ষ যোনিতে পুনঃ পুনঃ বঞ্চিত লাঞ্ছিত গঞ্জিত ভৎর্সিত অপমানিত ও হত হইয়াও মুক্তির দ্বার স্বরূপ মনুষ্যজন্মেও যদি জীব পুর্ব্ববৎ বঞ্চিত হয় তাহা হইলে মানুষ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা কি? নীতি মার্গ ধরিয়া যদি ভগবৎ প্রীতিরাজ্যে প্রবেশ না হয়, ভক্তির সাধনায় ভোগে মত্ত হয়, ত্যাগের ছলনায় ভগবৎ ভজন ও ভগবানকেও ত্যাগ করে, মুক্তির সাধনায় কৃষ্ণভক্তির অনাদর করে, কৃষ্ণরস পান করিতে যাইয়া বিষয়রস পান করে, হরি ধ্যান ছাড়িয়া হরিণ ধ্যান করে, জ্ঞানের সাধনায় অবিদ্যার বন্ধনে পড়ে, ত্যাগী যোগী সাজে ভোগী হয়, গুরু হইয়া শিষ্যার সঙ্গে সংসারে ডুবিয়া যায়, পাবন করিতে যাইয়া পতিত ও পাতকী হয়, প্রাণ হারায়, আগুন দিয়া অন্ন সিদ্ধ করিতে যাইয়া নিজ দেহ দগ্ধ করে, সুখের আশায় চিরদুঃখের বোঝা মাথায় চাপায়, সেবা করিতে যাইয়া নারীর সেব্য হয় তাহা হইলে জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়। ভগবান্ সাকার কি নিরাকার এই মিমাংসায় জীবন পাত করিলে মুখে চুন কালি লাগে। আচার বিনা কেবল বিচার প্রাণহীন। যোগ করিতে বসিয়া যোগ্যতার বিচার লইয়া সময় কাটাইলে বোকামীর সংযোগ হয়। ইঞ্চিকাটি দ্বারা দুধ মাপিলে দুধের ভাল মন্দ জ্ঞান হয় না, মাপামাপিই সার হয়। গান মাধুর্য্যই আস্বাদ্য। সেখানে সুরতাল লয়ের বিচার রূপ তর্কে মত্ত হইলে গান মাধুর্য্য আস্বাদিত হয় না। জীব মৃত্যু মুখের যাত্রী। বাঘের মুখে পড়িয়া বাঘের বিচার না করিয়া বাঁচিবার বিচারও চেষ্টা করাটাই চাতুর্য্যের পরিচয়। সাধনার সংকল্প লইয়া সময় কাটাইলে সিদ্ধি সুদুরপরাহত হয়। জিজ্ঞাসার সঙ্গে কর্ত্তব্যে তৎপরতাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। চঞ্চল জীবনে সাধ্য নির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে সাধনে বসায়ই শ্রেয়ঃ লক্ষণ। মন্ত্র জপই যেখানে প্রয়োজন সেখানে আসন লইয়া কলহ যোগে সময় নষ্টকরা মূর্খের পরিচয়। বিবাহ করিয়া শাঁখা সিন্দূর পরিয়া পতি সেবা না করতঃ পরপুরুষের সেবা করিলে বিবাহাদির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। তদ্রূপগুরুদীক্ষা তিলকমালা ধরিয়া কৃষ্ণ ভজন না করিলে পূর্ব্ববৎ সংসাররূপী মায়ার ভজন করিলে দীক্ষাদি ব্যর্থ হয়। আবার মাটির সঙ্গে মিষ্টি খাইলে না পায় মিষ্টির স্বাদ না হয় পণ্ডিতে গণ্য। রথ দেখিতে যাইয়া কলাবেচায় মত্ত হইলে প্রকৃত রথ দেখা হয় না। তদ্রূপ কৃষ্ণভজন করিতে বসিয়া কনক কামিনী রসে মজিলে কৃষ্ণ ভজন চিতায় উঠে। শ্রীকৃষ্ণই অগ্রপূজ্য। তাঁহার পূজা অগ্রে না করিয়া সকলের পরে করিলে পূজার ফল ফলে না ফলে অপরাধের বিষময় ফল। মূর্খতার অন্ত নাই তথা দৌরাত্ম্যেরও অন্ত নাই। কামুক জীবের সংসার করিবার স্বীকৃতি সনাতন শাস্ত্রে আছে সত্য কিন্তু তাই বলিয়া পুত্রীকে পত্নী করিলে বা ভগ্নীকে ভার্য্যা করিলে পতি সংজ্ঞার পরিবর্ত্তে পতিত ও মহাপাতকী সংজ্ঞা হয়। তাদৃশ সংসার পশুর সংসার এবং তাদৃশ পুরুষও নরপশু মাত্র। এ কর্ম্মে নাই প্রকৃত বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় এবং সৌজন্যের অবকাশ। এইভাবে আছে দৌর্জ্জন্যের মহাবিলাস,দুর্গতির দূর্গবাস তথা অনন্ত যমযাতনার অধিবাস। ইহাতে গলায় উঠে দুর্ভাগ্যের কালপাশ, একার্য্যে নাই আর্য্যসভ্যতার প্রকাশ। তদ্রূপ কৃষ্ণভজনের নামে গুরু কৃষ্ণের ভজনে দাম্পত্যবিলাস জীবনে আনে মহাসর্ব্বনাশ। এ ভজনে নরের বানর এবং নারীর বানরী সংজ্ঞা হয়। যজ্ঞীয় অগ্নিতে ঘৃতাহুতিই কর্ত্তব্য তাহাতে হয় দেবতর্পণ, পূন্য অর্জ্জন এবং দুঃখ বিসর্জ্জন। কিন্তু অগ্নিহীন ভস্মে ঘৃতাহুতি ব্যর্থ চেষ্টামাত্র। তাহাতে দেবতর্পণাদি কিছুই সিদ্ধ হয় না। তদ্রূপ বৈষ্ণবসেবার উদ্দেশ্য কৃষ্ণতোষণ ও স্বরূপে অবস্থান কিন্তু সেখানে অবৈষ্ণবের সেবা সঙ্গ জন্মান্তর প্রসঙ্গকে বিজয়ী করে। স্বরূপে অবস্থানের পরিবর্ত্তে বিরূপের সংস্থান দান করে। সব দেবতা সমান এইরূপ প্রচারকে প্রতারক ও প্রবঞ্চক সংজ্ঞা হয়। এইরূপ পাঠকে ঠক সংজ্ঞা পায়। এইরূপ মন্তব্যকারীর প্রাপ্তব্য হয় পাষণ্ডী সংজ্ঞা এবং গন্তব্য হয় যমধাম। কূপ পতিতের কূপে বাস ওবিলাস সাধ্য নহে তদ্রূপ সংসার পতিতেরও অবিদ্যার সংসার বিলাস সাধ্য নহে পরন্তু সাধ্য শ্রীকৃষ্ণের পাদপাদ্মের প্রেমরস।

ধর্ম্ম কর্ম্ম ফলে যদি কৃষ্ণে মতি হয়।
তবে ধর্ম্ম কর্ম্ম ভাই সত্য সংজ্ঞা পায়।।
যে কর্ম্মে প্রভু কভু সুখী নাহি হয়।
সেই কর্ম্ম সেবকের কর্ত্তব্য না হয়।।
সর্ব্বসাধনের এক ফল শ্রীকৃষ্ণতোষণ।
সর্ব্ব ধর্ম্মে এক গতি শ্রীকৃষ্ণচরণ।।
সর্ব্ব সিদ্ধির এক সিদ্ধি কৃষ্ণের তর্পণ।
সর্ব্বনীতির একস্থিতি কৃষ্ণপ্রেমাপণ।।
দানের তাৎপর্য্য কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
ত্যাগের তাৎপর্য্য একান্ত কৃষ্ণভজন।।
তপের তাৎপর্য্য কৃষ্ণদাস্য আলম্বন।
মুক্তির তাৎপর্য্য শুদ্ধ প্রেম আস্বাদন।।
সর্ব্ব কর্ম্মে সেব্য মাত্র কৃষ্ণ ভগবান্।
সর্ব্ব শাস্ত্রে গীত হয় কৃষ্ণ নাম গুণ।।
সর্ব্ব তন্ত্র প্রাণ কৃষ্ণ সর্ব্ব মন্ত্র গতি।
সর্ব্ববেদ বেদ্য কৃষ্ণ সর্ব্বাগম পতি।।
সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বযোগেশ্বর।
সর্ব্ব বিদ্যাপতি কৃষ্ণ সর্ব্বশ্রেয়স্কর।।
সর্ব্ব শুভদাতা কৃষ্ণ সর্ব্ব শুচিধাম।
সর্ব্বকৃতি কর্ত্তা ভর্ত্তা সর্ব্ব আত্মারাম।।
সর্ব্বভাবে সেব্য কৃষ্ণ সর্ব্বারাধ্যতম।
সর্ব্বানন্দপূর্ণ শ্রীলীলাপুরুষোত্তম।।
সর্ব্বমূল কৃষ্ণ সর্ব্বকারণ কারণ।
তাঁর সেবা রসে বাঁচে জীবের জীবন।।
মূলের সম্বন্ধ যদি নাহি রাখ ভাই।
শাখার অস্তিত্ব তবে যম ঘরে যায়।।
মহাজন বাণী এই শাস্ত্রের বিচার।
শ্রীকৃষ্ণভজন ধর্ম্ম সর্ব্বসারাৎসার।।
নানামতে নানাপথে কৃষ্ণ নাহি মিলে।
বারভজা গতি নাহি পায় কোন কালে।
কৃষ্ণমতে কৃষ্ণপথে নিত্যানন্দগতি।
সংসারে নিবৃত্তি স্বরূপেতে ব্যবস্থিতি।।
এসব বিচার শুনি অন্য ধর্ম্ম ছাড়ি।
একান্ত ভাবেতে ভজ রাধা গিরিধারী।।

----ঃ০ঃ০ঃ০ঃ----

আরাধ্য বিবেক

শাস্ত্রদর্শী শ্রেয়স্কামীদের মধ্যে প্রশ্ন উঠে, কাঁহার আরাধনা করিব? কে প্রকৃত আরাধ্য? এইরূ প্রশ্নোক্তি অসঙ্গতিপূর্ণ নহে। কারণ নানা শাস্ত্রে নানা আরাধ্যের কথা বর্ণিত আছে। লোকাচারেও দেখা যায় যে, কেহ নান দেবতা, কেহ শিবপার্ব্বতী, কেহ লক্ষ্মীনৃসিংহ ,অপরে কেহ লক্ষ্মীনারায়ণ, কেহ বা রুক্মিণীকৃষ্ণ, কেহ বা রাধাকৃষ্ণের আরাধনা করিয়া থাকেন। যাহার যেমন সত্ব তাহার তেমন রুচি তাহার তেমনই কর্ম্ম ও সাধনা। শ্রেয়স্কামনায় নানা মূর্ত্তির আরাধনা হইলেও সেখানে সকলের আরাধনা হইতে শ্রেয়ঃ লাভ হয় না। সর্ব্বসিদ্ধান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরই জগদীশ্বর নামে অভিহিত হন। তাঁহারা সত্বাদি গুণকে আশ্রয় করতঃ জগতের পালন সৃজন ও সংহার কার্য্য করেন। সেখানে একমাত্র সত্বতনু বিষ্ণু হইতেই প্রকৃত শ্রেয়ঃ লাভ হয়, শিব ব্রহ্মা হইতে হয় না।

শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ। তজ্জন্য শ্রেয়স্কামীগণ ঘোররূপ শিব ব্রহ্মাদিকে ত্যাগ করতঃ অসূয়া রহিত হইয়া নারায়ণের শান্তকলা রূপ অবতারদিগকে ভজন করেন। মুমুক্ষবো ***ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ। নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ।।*** প্রশ্ন হয় যদি বিষ্ণু হইতেই শ্রেয়ঃ লাভ হয় তাহা হইলে অন্যের উপাসনা করে কেন লোক? তদুত্তরে ভাগবত বলেন যাহারা ধন সম্পত্তি সন্তানাদি কামনা করেন তাহারা নিজ নিজ গুণানুসারে পিতৃ ভূত প্রজাপতিগণকে আরাধনা করেন। যদি প্রশ্ন হয় ধনসম্পত্তিপুত্রাদিতো বিষ্ণুও দিতে পারেন তবে কেন লোক তজ্জন্য অন্যের ভজনা করেন? তদুত্তরে গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, (১)যাহারা দুস্কৃতিমান্ নরাধম তাহারা সর্ব্বফলপ্রদ আমাকে ভজন না করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রার্থনা পূর্ত্তির জন্য অন্য দেবাদির শরণাপন্ন হয়। সেখানে তাহাদের অজ্ঞতাই বিবেচিত হয়। সেই অজ্ঞতার পশ্চাতে আছে দুস্কৃতির বাধ ও রজস্তমোগুণের প্রাধান্য। সেই সঙ্গে মিলিয়াছে দূর্ব্বার কামনাদির প্রবাহ। এককথায় দুস্কৃতির ফলে রজস্তমোগুণের বলে কামক্রোধাদির প্রাবল্যে তত্ত্বজ্ঞান হারা হইয়া জীব অন্য দেবতার শরণাপন্ন হয়। অতএব নানা দেবদেবীর ভজন সত্ত্বপ্রধান সুকৃতিমান্ লব্ধজ্ঞানীর কৃত্য নহে। তাহা নূন্যাধিক রজস্তমঃ প্রধান, দুস্কৃতি মান্, লুপ্তজ্ঞানীরই কৃত্যমাত্র।যেমন কামের তাড়নায় লুপ্তজ্ঞান জীব পশুবৎ মাতৃগমনাদি মহাপাপে লিপ্ত হয়, ক্রোধের বশে পিতৃহত্যাদি তথা লোভের বশে হতজ্ঞানী দেবস্ব হরণেও দ্বিধা বোধ করে না। যেমন রোগের বশে সুপথ্য ছাড়িয়া রোগী কুপথ্য গ্রহণে রুচি করে। গুণধর্ম্মীর গতি এইরূপই হইয়া থাকে শ্রীকৃষ্ণ বলেন, ***বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।*** বহু জন্মের জ্ঞানসিদ্ধ মহাত্মা সর্ব্বময়

বাসুদেব

আমাতে প্রপত্তি করে। আরও বলেন,

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনা সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্ত্তোজিজ্ঞাসুরর্থার্থীজ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।।

চারি প্রকার সুকৃতিশালী আমাকে ভজন করে । তাঁহারা আর্ত্ত অর্থার্থী জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী। আরও বলেন,

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ।।

আমি চরাচর সমস্তের উৎপত্তির কারণ এবং আমা হইতেই সকল ব্যাপার সংঘটিত হয়, ইহা জানিয়াই তত্ত্ববেদীগণ আমাকে দাস্য সখ্যাদি ভাবে ভজন করিয়া থাকেন।। ভাগবতে আরও বলেন,

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধিঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্।।

অকাম সর্ব্বকাম অথবা মোক্ষকাম হইয়াও উদারধী তীব্র ভক্তিযোগে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকেই ভজন করিবেন। কারণ তাহাতে ধর্ম্ম রক্ষা পায় অন্যথা ধর্ম্ম রক্ষা পায় না।

পূর্ব্বোক্ত ভগবদ্বাক্য ও ভাগবত বাক্যগুলি পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টতঃ জানা যায় যে, প্রকৃত জ্ঞানী মৌলিক তত্ত্বের অনুভূতিতে সর্ব্বময় বাসুদেবের শরণাপন্ন হন। পক্ষে যাহারা প্রকৃত জ্ঞানী নহেন অজ্ঞানী বা ব্যর্থজ্ঞানী বা অন্যথাজ্ঞানী তাহারা বাসুদেবের শরণাপন্ন হয় না। নিঃস্বের ভাগ্যে খুদকণা ছাড়া রাজভোগ মিলিবার সুযোগ কোথায়? পথভ্রান্ত প্রকৃত গন্তব্যে পৌঁছাইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ যাহাদের মধ্যে প্রকৃত সুকৃতির প্রভাব তাহারাই মৌলিক তত্ত্ব ধারণা বলে সকাম বা নিস্কামভাবে কৃষ্ণের ভজন করেন। পক্ষে সুকৃতির অভাব হইলে জীব নিস্কাম বা সকাম ভাবেও কৃষ্ণের ভজন করে না। শূকরের কাছে মিষ্টি অপেক্ষা মলের সমাদরই বেশী হইয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ যাহারা মৌলিক বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তাহারা দাস্য সখ্যাদি আত্মীয়তাযোগে অহৈতুকী ভক্তিভরে কৃষ্ণকে ভজন করেন। কাজেই যাহারা তাদৃশ সুকৃতির অভাবে মৌলিক বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই তাহারা কূপের ব্যাঙের ন্যায় ক্ষুদ্র স্বার্থবশে কৃষ্ণের সঙ্গে আত্মীয়তা যোগ রাখেন না বা তাঁহাকে ভজনও করেন না। বক কি কখনও রাজহংসকে বন্ধু করিতে পারে?কখনই পারে না। চতুর্থতঃ ভাগবতের সারাৎসার উপদেশঃ-সর্ব্বভাবেই সর্ব্বকাজেই উদারধীর কর্ত্তব্য বাসুদেব পরম পুরুষের ভজন। ইহাতে অনুধ্বনি হয় যে, যাহারা উদারধী নহেন কুধী বা কৃপণধী তাহারা নানা কামে অন্যেরই ভজন করেন, কৃষ্ণের উপাসনা করেন না বা করিবার বুদ্ধি শক্তি সাহস ও সুযোগ তাহাদের নাই। কারণ চোর না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। আর কি বামনের চাঁদ ধরিবার শক্তি সাহস ও সুযোগ কোথায়? সকাম হইলেও উদারধী কৃষ্ণেরই ভজন করেন। অতএব উদারধীর স্বভাব কুধী কৃপণধী গৃহমেধীতে থাকিতে পারে না। যথা সতীর স্বভাব কুলটায় থাকে না। যেরূপ যোগীর স্বভাব ভোগী ও রোগীতে থাকে না। কুধী কৃপণধীগণ গৃহমেধীয় ধর্ম্মে মুগ্ধ হইয়া নানা ধর্ম্ম কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে তৎপর। বস্তুতঃ পক্ষে ইহারা সকলেই মায়ামুগ্ধ। মায়ামুগ্ধগণ কায়ার সেবক না হইয়া ছায়ার সেবক হয়। তাহাতে তাহারা জল ছাড়িয়া জল শূন্য মরীচিকায় ধাবিত হয় এবং ব্যর্থ মনোরথে মৃগবৎ ফিরাফিরি করে মাত্র। কিন্তু তৃষ্ণা শান্তি হয় না। হইবে কেন? মৃত কি জীবিতের কাজ করিতে পারে? কখনই না। মনকলা খাইলে কি উদর পূর্ণ হয়? কখনই না। ভাগবতে শ্রীশুকদেব বলেন, *ধর্ম্মার্থ উত্তমশ্লোকম্* অর্থাৎ ধর্ম্মের জন্য উত্তমশ্লোক কৃষ্ণকে ভজন করিবেন। আর *অকামঃ পুরুষং পরম্* অর্থাৎ কামমুক্তির জন্য পরম পুরুষকেই ভজন করিবেন। *জ্ঞানমিচ্ছেৎ পরমেশ্বরং মোক্ষমিচ্ছেজ্জনার্দনম্* অর্থাৎ জ্ঞান ইচ্ছায় পরমেশ্বর এবং মোক্ষ লিপ্সায় জনার্দ্দনকে ভজন করিবেন। পূর্ব্বোক্ত উপদেশ গুলি বিচার করিলে ধর্ম্ম ধন কাম শান্তি জ্ঞান ও মোক্ষের জন্য পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই আরাধ্য হন। অন্য কেহই সেই সেই বিষয়ে আরাধ্য হইতে পারেন না। এমনকি শিব ব্রহ্মাদি যে কার্য্য করিতে পারেন না সেখানে তুচ্ছ অন্য দেবদেবীদের কি কথা? মানবের যাবতীয় প্রয়োজন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হইতেই সিদ্ধ হয়। (১)জীবের পক্ষে ধর্ম্মের প্রয়োজন। কারণ ধর্ম্ম হইতেই অক্ষয় সুখের উদয় হয়। অতএব অক্ষয় সুখার্থে ধর্ম্মার্থীর কৃষ্ণই আরাধ্য হয়।

(২) জীবের কামশান্তির প্রয়োজন। কারণ কাম যাবতীয় ধর্ম্ম ও সদ্‌গুণ নাশের মূল। কাম ধার্ম্মিককেও পশু করিয়া থাকে। কাম মানুষকে সর্ব্বতোভাবেই পাপী তাপী ও দুঃখী করে। অতএব কামশান্তির জন্য অপ্রাকৃত কামদেব কৃষ্ণচন্দ্রের আরাধনা কর্ত্তব্য।

(৩) অজ্ঞান হইতে সংসার জাত হয়। সংসারোঽজ্ঞান সম্ভবঃ। সংসাররসে ও বশে জীব জন্মান্তরে বহু দুঃখের সম্মুখীন হয়। আর তত্ত্বজ্ঞান হইতে সংসার সমূলে বিনষ্ট হয়। তত্ত্বে জ্ঞাতে ক্ব সংসারঃ। অতএব তত্ত্বজ্ঞানের জন্য পরমেশ্বর

গোবিন্দই সেব্য।

(৪) মানুষ চাই অবিদ্যা মায়া মুক্তি এবং স্বস্বরূপে ব্যবস্থিতি। কিন্তু মায়ামুক্তি কে দিতে পারেন ? আর কেই বা জীবকে স্বরূপে ব্যবস্থিতি দিতে পারেন কৃষ্ণ বিনা? কৃষ্ণ বলেন, ***মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতান্ তরন্তি তে*** অর্থাৎ যাহারা আমারই শরণাপন্ন তাহারাই মাত্র মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারে। শিব ব্রহ্মাদিও মায়ামুক্তির জন্য কৃষ্ণেরই আরাধনা তৎপর। অতএব মায়ামুক্তির জন্য কৃষ্ণই সেব্য।

গণেশ জগতের বিঘ্ন নাশক কিন্তু তিনিও নিজ পর বিঘ্ন বিনাশের জন্য গোবিন্দের ধ্যানে মগ্ন। অতএব বুদ্ধিমান্ বিপদ মুক্তির জন্য সর্ব্বসাকল্যে গোবিন্দকেই ভজন করেন।

দূর্গা দূর্গতি নাশিনী সত্য কিন্তু তিনিও নিজ দূর্গতি নাশের জন্য গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য তৎপরা। ***যস্যানুরূপাপি চেষ্টতে যা সা। তব ইচ্ছা মত মায়া সৃজে কারাগার।*** ব্রহ্মা জগতের সৃষ্টিকর্তা। তিনিও সৃষ্টিশক্তি লাভের জন্য গোবিন্দের ভজন করেন। ***গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি। সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং। তব ইচ্ছামত ব্রহ্মা করেন সৃজন।***

শিব সংহার কর্তা। তিনিওকৃষ্ণ বশে সংহার কার্য্য করেন। তিনি কখনই স্বতন্ত্র কর্তা নহেন। ***হরো হরতি তদ্বশঃ।*** **তব ইচ্ছামত শিব করেন সংহার।**

সূর্য চন্দ্র অগ্নি বায়ূ মৃত্যু যমাদি সকলেই কৃষ্ণের আজ্ঞাকারী দাস। তাঁহারই ভয়ে তাহারা নিজ নিজ কার্য্যকারিতায় তৎপর। ***মদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ। বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নির্মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ।***

এই দেবীধামে দূর্গা কর্ত্রী, মহেশধামে শিব কর্তা, হরিধামে নারায়ণ কর্তা কিন্তু কৃষ্ণ নিজ ধাম সহ দেবী আদি সকল ধামেরই নিয়ন্তা বিধাতা।

গোলোকনাম্নি নিজ ধাম্নি তলে চ তস্য
দেবী মহেশহরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাব নিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

কৃষ্ণ বিষ্ণু পরতত্ত্ব। বিষ্ণুরও নিয়ন্তা কৃষ্ণ। বিষ্ণু কৃষ্ণ শক্তিতেই জগৎপালক, জগৎস্বামী, অন্তর্যামী। ***বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্।*** রাম নৃসিংহ বরাহ বামনাদি অবতারগণও কৃষ্ণের কলামূর্ত্তি অর্থাৎ ষোল ভাগের এক ভাগ স্বরূপ। বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যময় বিলাসমূর্তি। যিনি মস্তকোপরি সরিষা বিন্দুবৎ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করেন সেই অনন্ত কৃষ্ণের বিভূতি মাত্র অর্থাৎ একশত ভাগের একভাগ স্বরূপ।

যাঁহার নিমেষমাত্রে ব্রহ্মা সহ ব্রহ্মাণ্ডগণ লয় প্রাপ্ত হয় সেই অবতারবীজ মহাবিষ্ণু কারণার্ণবশায়ী কৃষ্ণের এক কলা স্বরূপ। **যস্যৈক নিশ্বসিত কালমথাবলম্ব্য জীবন্তি লোমবিরজা জগদণ্ডনাথা। বিষ্ণুর্ম্মহান স ইহ যস্য কলা বিশেষ গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।**

রসগত বিচারে অবতারগণ কেহ একটি, কেহ বা দুইটি, কেহ বা তিনটি রসবিলাসী আর শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বরসবিলাসী, সর্ব্বরসসমারাধ্যদেবতা। সর্ব্বারাধ্য, সর্ব্বঅংশী, কারণ কারণ স্বরূপী। তাঁহা হইতেই যোগ্যভাবে অবতারাদিতে ভগবত্তার বিলাস সঞ্চারিত হয়। সকলেই কৃষ্ণ দত্ত সত্ত্বাতেই ভগবান্ ভাগ্যবান্ এবং শক্তিমান্। অন্যের ভগবত্ত্বা কৃষ্ণ দত্ত সত্ত্বা। *চৈঃ চঃ*

তিনিই সর্ব্ববেদের আরাধ্য। বাসুদেবপরা বেদাঃ। সর্ব্বৈশ্চ বেদৈরহমেব বেদ্যঃ।তিনিই সর্ব্বযজ্ঞের আরাধ্য। বাসুদেবপরা মখাঃ। তিনিই সর্ব্বোত্তমগতি। বাসুদেবপরা গতিঃ। তিনিই সর্ব্বাক্ষরময়। বাসুদেবপরাক্ষরাঃ।

তিনিই সর্ব্বযোগময়।বাসুদেবপরা যোগাঃ। বাসুদেবই পরম ধর্ম্ম স্বরূপ। বাসুদেবপরো ধর্ম্মঃ। বাসুদেবজ্ঞানই সর্ব্বোত্তম। বাসুদেপরং জ্ঞানং। কৃষ্ণ সর্ব্বভাবেই অনন্তপার অগাধ সাগরতুল্য আর অবতারগণ এবং দেবতাগণ নদীতুল্য, কুণ্ডতুল্য, ট্রাঙ্ক তুল্য, কুম্ভতুল্য তথা গ্লাস তুল্য।

অবতারগণ ও দেবতাগণ কেহ একের, কেহ দশের, কেহ শতের, কেহ সহস্রের, কেহ বা লক্ষের, কেহ বা কোটির প্রয়োজনীয় দানে সমর্থ কিন্তু কৃষ্ণ অনন্তকেটির প্রয়োজন সম্পাদনে সম্পর্ণ সমর্থ। ***একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।*** দেবতাগণ এক একটি ফল বৃক্ষ স্বরূপ কিন্তু কৃষ্ণ হইলেন সর্ব্বফলপ্রদ কল্পতরু স্বরূপ।

দোবতাগণ লৌহ, তাম্র, কাংস, পিত্তল স্বরূপী, অবতারগণ স্বর্ণ রৌপ্যও মণি স্বরূপী আর কৃষ্ণ সেখানে চিন্তামণি স্পর্শমণি স্বরূপী। ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ কুবেরাদি দেবগণ এক একটি বিভাগীয় মন্ত্রী, বিষ্ণু সেখানে প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী স্বরূপ কিন্তু কৃষ্ণ হইলেন প্রধান মন্ত্রী স্বরূপ।

গুরুত্ব বিচারে শ্রীকৃষ্ণ জগদ্গুরু। তিনিই আদি গুরু। তাহা হইতেই সর্ব্বজগতে জ্ঞানের প্রচার। প্রভুত্ব বিচারে তিনিই আদি প্রভু। তাহা হইতেই অন্যের প্রভুত্ব প্রকাশিত। প্রভুত্বের বিলাসে তিনিই পন্যতম। বৈকুণ্ঠলোকাদিতে উত্তরোত্তর নৃসিংহাদি হইতে নারায়ণ তদপেক্ষা দ্বারকাধীশ মথুরাধীশ

এবং তদপেক্ষা বৃন্দাবনাধীশ কৃষ্ণের উপাসনা সর্ব্বোত্তমোত্তম। রসবিচারে তিনি রসরাজ, রসিকশেখর, সর্ব্বরস সমারাধ্য। শান্ত দাস্যাদিরস উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ বলিয়া মধুর রসই সর্ব্বোত্তম। সেই মধুর রসের আরাধ্যদেবতা শ্রীকৃষ্ণ রাধাকান্ত। অতএব রাধাকৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ আরাধ্যযুগল। তাঁহারা অনন্যসিদ্ধ তত্ত্ব মহত্ত্ব গুরুত্ব প্রভুত্ব কর্তৃত্ব রসসাহিত্য রূপ গুণ লীলা লালিত্যাদির পরাকাষ্ঠা স্বরূপ। অখিল রূপগুণাদির পরিপূর্ণতম প্রকাশ ও বিলাসে রাধা কৃষ্ণই অন্যতম, ধন্যতম্য, বরেণ্যতম, শরণ্যতম এবং আরাধ্যতম। রাধাকৃষ্ণের দাসত্বেই জীবের স্বরূপের পূর্ণতম বিলাস সিদ্ধ হয়। অতএব রাধা কৃষ্ণই ভাগ্যবান্,বুদ্ধিমান্,ও ভুরি সুকৃতিমান্ বিদ্বানেরই পরমারাধ্যতম দেবত। রাধাকৃষ্ণইপ্রেমপুরুষার্থের অধিষ্ঠাতৃযুগল। জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন।

---ঃ০ঃ০ঃ---

প্রশ্নোত্তর কৌমুদী

প্রশ্ন--- গুরু বৈষ্ণবের কৃপা প্রাপ্তির সাধন কি?

উ--- আরাধ্যের অভাবে উত্তম বস্তু ধারণের সামর্থ থাকে না তদ্রূপ শ্রদ্ধার অভাবে গুরুবৈষ্ণবের কৃপাবৃষ্টি ধারণের সৌভাগ্য হয় না। দর্পণে হয় মুখদর্শন। তদ্রূপ সাধু সঙ্গে হয় তত্ত্বজ্ঞান। অনাত্ম্য বস্তুতে বৈরাগ্য এবং আত্ম্য বস্তুতে আসক্তিই তত্ত্বদর্শনের সৎফল। দেহ ও দৈহিক পদার্থ স্ত্রী পুত্র গৃহ বিত্তাদি সকলই অনাত্ম্যবস্তু। ইহারা মায়াসৃষ্ট অতএব অনিত্য এবং বাস্তবতা বর্জ্জিত।

আর কৃষ্ণ সম্বন্ধাদি আত্ম্য, নিত্য, সত্য এবং অমায়িক। নিত্যের উপাসনা ধর্ম্মমূলা, সত্যের আরাধনা শান্তিদায়িকা। নিত্য সত্যের আরাধনাই আত্মার নিত্য ধর্ম্ম। মায়িক উপাধি রহিত আত্মাই সত্য এবং তাহার আরাধ সত্যসুন্দর গোবিন্দ। গোবিন্দের দাসই প্রকৃত ধার্ম্মিকচূড়ামণি। সম্পূর্ণ পবিত্রতা কৃষ্ণদাস্যেই বিদ্যমান্। নানা দেবদেবীর আরাধকে পবিত্রতার নিতান্ত অভাব। তাহারা তত্ত্বভ্রমী। তত্ত্বভ্রমীদের ধার্ম্মিকতা ***আকাশকুসুম*** তুল্য। তাহাদের সভ্যতা ও ভদ্রতা

শশশৃঙ্গ তুল্য এবং মানবতা মনোরথ তুল্য। নিস্কপটে গুরুবৈষ্ণবে শরণাগতি এবং সেবাপ্রাণতাই তাঁহারদের কৃপাপ্রাপ্তির সঠিক উপায়। নিস্কপট শরণাগতিও সেবাপ্রাণতা গুরু বৈষ্ণবের কৃপাকে সমূলে আকর্ষণ করে। গুরুবৈষ্ণবগণ অহৈতুকী কৃপা পরবশ। তাঁহাদের চরণে প্রপত্তি করিলেই তাঁহারা কৃপা দানে কুণ্ঠা বোধ করেন না। শান্ত দান্ত বিনীত স্নিগ্ধ আজ্ঞাপালী সেবাপ্রাণ দৈন্যাত্মাই কৃপাযোগ্য। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার বিনীত প্রীণিত স্বভাব দ্বারাই পার্ষদবৃন্দ সহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেন। অপরদিকে মহাপাপী জগাই মাধায়ের দূর্গতি দর্শনে পরম করুণ শ্রীনিতাই চাঁদের অন্তরে কৃপার সঞ্চার হয়। ইহাতে সিদ্ধান্ত হয় যে, উত্তমতা ও অধমতা উভয়ই গুরুবৈষ্ণবের কৃপাদৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। বৈষ্ণবীকৃপা যোগ্য অযোগ্য উভয়কেই ধন্য করিয়া থাকে। যোগ্যতা দর্শনে বৈষ্ণবের হৃদয়ে উল্লাসের সহিত কৃপার সঞ্চার হয় তথা অযোগ্যতা দর্শনেও হৃদয়ে কারুণ্যের সহিত কৃপার উদয় হয়। **সজ্জন নিজগণে সাধুর কৃপা ভাজন আর দুর্জ্জন সাধুগুণে সাধুর কৃপার ভাজন**। প্রেম মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা অবতার। উত্তম অধম কিছু না কৈল বিচার। শ্রীচৈতন্যের প্রেমবন্যা সজ্জন দুর্জ্জন সকলকেই ধন্য করিয়াছিল। নিরপেক্ষতাই চৈতন্যাবতারের বৈশিষ্ট। নিরপেক্ষই বাস্তবধর্ম্মযাজী এবং পরমার্থ মার্গভাজী।নিরপেক্ষই সত্যের পূজারীও ব্যাপারী।

প্র--দিব্যজ্ঞানের লক্ষণ কি?

উ--অনাত্ম্য বস্তুতে বৈরাগ্য এবং আত্ম অর্থাৎ পরমাত্ম্য বস্তুতে রতিই প্রকৃত দিব্যজ্ঞান লক্ষণ। সত্যের সন্ধান সঙ্গ সমাশ্রয়াদি জ্ঞানের স্বরূপ লক্ষণ এবং অসতের প্রতি উপেক্ষা অনাদর রূপ বৈরাগ্যই জ্ঞানের তটস্থ লক্ষণ। যথা পাকা আমের সার রস স্বীকারই জ্ঞানের স্বরূপ লক্ষণ আর অসারবোধে আটি খোঁসাদি ত্যাগই তটস্থ লক্ষণ। অসৎসঙ্গ ত্যাগ জ্ঞানের ব্যতিরেক লক্ষণ আর

সৎসঙ্গ গ্রহণই অন্বয় লক্ষণ।

প্র--অনাত্ম্য বস্তু কি?

উ--প্রাকৃত দেহ দৈহিক স্ত্রী পুত্র পরিজন গৃহবিত্তাদি সকলই অনাত্ম্য বস্তু। অপিচ আমি দেহ মন ইত্যাদিও অনাত্ম্য ভাবনা প্রসূত ব্যাপার।

প্র--আত্মবস্তু কি?

উ--সত্য সনাতন শ্রীকৃষ্ণই আত্ম্য বস্তু। তাঁহার দাসত্ব সূত্রে জীবাত্মার আত্ম্য সত্বা সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। জীবাত্মা নিত্য সত্য হইলেও কৃষ্ণদাস্য স্বীকার না করিলে তাহার স্বরূপ বজায় থাকে না। তাহার স্বরূপ স্বীকার না করিলে দূর্গতির অন্ত থাকে না।

প্র--মহদনুগ্রহ লক্ষণ কিরূপ?

উ----দীন ও অধমের দীনত্ব ও অধমত্ব উপলব্ধি মহতের অনুগ্রহ সাপেক্ষ। মহতের অনুগ্রহ ভজন প্রগতিকে বৃদ্ধি করতঃ জীবের স্বরূপে ব্যবস্থিতি প্রদান করে। অভীষ্টপ্রাপ্তি ও অনর্থনিবৃত্তিও মহদনুগ্রহেরই নিদর্শন। সাধন সামর্থ্য ও

সাফল্যমূলেও মহদনুগ্রহের অনন্য প্রাধান্য সর্ব্বোপরি দেদীপ্যমান্। সুকৃতি ও তত্ত্বজ্ঞান জনক সূত্রেও মহদনুগ্রহ সেব্যমান্। সংসারে বিরক্তি, ভগবানে আসক্তি ভক্তি সম্প্রাপ্তিও একমাত্র মহদনুগ্রহেই সম্ভব। মহদনুগ্রহ দর্পণ স্বরূপে জীবের আত্মদর্শন তথা ভগবদ্দর্শনের হেতু। জীবের তত্ত্বান্ধ্যবিয়োগের সুবর্ণ সুযোগদান ও সমাধান করে মহদনুগ্রহ। জীবের জীবনকে সরস সুন্দর শুভঙ্কর সুখময় উজ্জ্বল মধুর করে মহদনুগ্রহ। মহদনুগ্রহ পতিতপাবন ধর্ম্মধাম। মহদনুগ্রহ শ্রেয়ঃনিকেতন ও পরাবিদ্যাসদন স্বরূপ। মহদনুগ্রহের অভাবেই জীবের জন্মান্তরবাদ সেব্য হইয়াছে। অভাবের সম্পূর্ত্তি ও স্বভাবের সম্পত্তি জনকসূত্রে মহদনুগ্রহ বিশ্বকীর্তি বিগ্রহ। মহদনুগ্রহ সিদ্ধি ও মুক্তিপ্রদ। মর্ম্মখেদি ধর্ম্মভেদি দ্বন্দ্বচ্ছেদি ও প্রীতিবেদী মূলে মহদনুগ্রহ সক্রিয়। মহদনুগ্রহ সকল প্রকার বিবাদ বিষাদের অবসান ঘটায়। কার্পণ্য, কৌটিল্য, কদর্য্য স্বভাব নির্মূল হয় মহদনুগ্রহের প্রভাবে। তাই চৈতন্যচরিতামৃতে বলেন, মহদনুগ্রহ বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণ ভক্তি দূরে রহু সংসার নাহি ক্ষয়।। মহদনুগ্রহই কৃষ্ণানুগ্রহের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মহদনুগ্রহ মানুষকে করে সুদর্শন, সমদর্শীও তত্ত্বদর্শী।

প্র-- ভগবান সব সমান করিলেন না কেন? কারণ তারতম্যে বৈষম্য বিদ্যমান। ধনী দরিদ্র,পণ্ডিত মূর্খ, অন্ধ চক্ষুষ্মান করেন কে?

উ--- সবাই যদি দাতা হয় তো দান নিবে কে?
সবাই যদি নিঃস্ব হয় দান দিবে কে?
দাতা গ্রহিতা বিনা নহে দান ধর্ম্মোদয়।
সবাই যদি সেব্য হয় সেবক হবে কে?
সবাই যদি সেবক হয় সেবা নিবে কে?
সেব্য সেবক বিনা নহে সেবা ধর্ম্মোদয়।
সবাই যদি বিদ্বান্ হয় বিদ্যা নিবে কে?
সবাই যদি বিদ্যার্থী হয় বিদ্যা দিবে কে?
বিদ্বান্ বিদ্যার্থী বিনা নহে বিদ্যোদয়।
সবাই যদি বৈদ্য হয় রোগী হবে কে?
সবাই যদি রোগী হয় আরোগ্য করবে কে?
বৈদ্য রোগী বিনা নহে আরোগ্য ধর্ম্মোদয়।
পতি পত্নী বিনা নহে দাম্পত্য জীবন।
দাম্পত্যবিহনে নহে প্রজার ঘটন।
সবাই যদি গুরু হয় দীক্ষা নিবে কে?
সবাই যদি শিষ্য হয় জ্ঞান দিবে কে?
গুরুশিষ্য বিনা নহে দিব্যজ্ঞানোদয়।
সবাই যদি বিক্রেতা হয় ক্রয় করবে কে?
সবাই যদি ক্রেতা হয়তো বিক্রয় করবে কে?
ক্রেতা বিক্রেতা বিনা নহে বানিজ্যকৃত্য।
সবাই যদি নাবিক হয়তো পার হবে কে?
সবাই যদি যাত্রী হয়তো পার করবে কে?
সবাই যদি সিদ্ধ হতো সাধন করবে কে?
সবাই যদি বক্তা হয়তো শ্রবণ করবে কে?
সবাই যদি পূজ্য হয়তো পূজা কবে কে?
সবাই যদি পুরোহিত হয় যজমান্ হবে কে?
সবাই যদি যজমান্ হয় পুরোহিত হবে কে?
সবাই যদি অন্ধ হয়তো পথ দেখাবে কে?
সবাই যদি পিতা হয়তো স্নেহ নিবে কে?
সবাই যদি পুত্র হয়তো বৎসল হবে কে?

পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন গুলির সমাধান করিলে ঈশ্বরের এক বিশাল বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্তৃত্বের পরিচয় জানা যায়। ঔষধালয়ে অনেক প্রকারের ঔষধ থাকে। তাহা এক প্রকার রোগীর জন্য নহে । অনেক প্রকার রোগীর জন্যই। ঐ ঔষধগুলি রাখা হয় রোগীদের জন্য। সেখানে ঔষধবিক্রেতা রোগ সৃষ্টি করেন না বা রোগ জনিত দুঃখও সৃষ্টি করেন না। বরঞ্চ রোগমুক্তির জন্য তার ব্যবস্থা। রোগের জন্য তাহাকে দায়ী করা যায় না। রোগ ব্যক্তি বিশেষের পাপাদি কর্ম্ম হইতেই জাত হয়। তদ্রূপ সদসৎ কর্ম্ম জাত সুখদুঃখাদি ভগবান্ সৃষ্টি করেন না। তাহা কর্ত্তার কর্ম্মফল স্বরূপেই ভোগ্য হয়। বস্তু দেশ কাল পাত্র কর্ম্ম কর্ত্তাদিতে তারতম্য বৈচিত্র্যী সৃষ্টি করে। পরন্তু রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র দৈন্যাদি কর্ম্মজাত এবং সুখ শান্তি সম্মানাদি প্রভৃতিও জীবের কর্ম্মগুণজাত বিষয়। ভাগবতে বলেন, ভগবান সর্ব্বভূতে সম যেহেতু তিনি সকলের নিরপেক্ষ পিতা। সাপেক্ষ পিতাতে পক্ষপাতিত্বদোষ থাকে কিন্তু নিরপেক্ষ সমদর্শী পিতাতে তাহা থাকে না। সর্ব্বোপরি জীবাত্মা প্রাকৃতসুখ দুঃখাদি রহিত, পাপ, তাপ, শাপাদিমুক্ত, অজ্বর, অমর ও নিত্যানন্দময়। নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ সকল প্রকার দোষ হেয়ত্বাদি মুক্ত। তথাপি দ্বিতীয়াভিনিবেশ বশতঃ জীব মায়িক দেহ বিলাসেই সে নানাপ্রকার গুণদোষাদি যুক্ত। অজ্ঞতা থেকেই পাপ তাপ ও শাপের অভ্যুদয়ে জীব নানা দুঃখ দারিদ্রাদি ভোগ করে। জীবের কর্ম্মজন্য যত বৈষম্য তাহা ঈশ্বর সৃষ্ট নহে। ঈশ্বরের সৃষ্টি বৈচিত্র্যে বৈষম্যদোষ নাই, থাকিতেও পারে না। জীবের স্বভাব কর্ম্মফলে আছে বৈষম্যদোষ। ভগবান্ কাহাকেও অন্ধ আতুর দীন দুঃস্ব করেন

নাই পরন্তু জীব দুষ্ট কর্ম্মদোষে যথা পিতৃহত্যাদি পাপ ফলে অন্ধ হয়, শাতাতপ সংহিতা ও বিষ্ণুসংহিতা থেকে তাহা জানা যায়। অতিপাতকীগণ

স্থাবরদেহ পায়, মহাপাতকীগণ কৃমিযোনি, অনুপাতকীগণ পক্ষীযোনি, উপপাতকীগণ মৎস্যাদি জলজযোনি, শঙ্করীকরণ পাপে মৃগ জন্মাদি, জাতিভ্রংশ পাপে জলজ জন্ম, অপাত্রীকরণ পাপে পশুজন্মাদি, মালিনীকরণ পাপে মনুষ্যদের মধ্যে অস্পৃশ্যজন্মাদি হয়। এই সকলই বিকর্ম্মজাত। বিকর্ম্মের জন্য ভগবান্ দায়ী নহেন। তিনি আরোগ্যের জন্য বৈদ্য, বিদ্যার জন্য বিদ্বান্, দানের জন্য দাতাদির ব্যবস্থা করিযাছেন। যথা কোন ধনী তাহার ধন সম্পত্তি তিনি পুত্রগণকে সমান হারে ভাগ করিয়া দিলেন। কিছুদিন পরে দেখা গেল কেহ সেই পৈতৃক ধন যোগে বড়লোক, কেহ নিঃস্ব, কেহ বা মধ্যবিত্ত হইল। পুত্রদের এই জাতীয় বৈষম্য পিতৃ সৃষ্ট নহে কিন্তু সর্ব্বতোভাবে পুত্রদের সদসৎ ব্যবহার জনিত জানিবে। ভগবান্ সুখময় এবং সকলের সুখের কারণ। তিনি বিচার কর্ত্তা। বিচার কর্ম্মানুসারী এবং সুখ দুঃখাদিও কর্ম্মানুসারী। অতএব সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বসুহৃদ্ ভগবানের বিধানে কোন বৈষম্য দোষের অবকাশ নাই। স্বর্গ নরক বৈকুণ্ঠাদি প্রাপ্তিও জীবের স্ব স্ব সদসৎ কর্ম্ম জনিতই জানিবে।

---------ঃ০ঃ০ঃ০ঃ----------

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কর্ত্তব্য বিবেক (ব্যাসদেব ও শুকদেব সংলাপ)

কৃষ্ণবহির্মুখতাক্রমে সংসার পতিত স্বরূপভ্রষ্ট জীব কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে যাহা করে, পরিণামে তাহা তাহার দুঃখের কারণ হইয়া উঠে। কারণ জীব যে পথে চলিতে চায় সেই পথে যাহারা চলিয়াছে তাহাদের দুঃখের বোঝা সম্বল হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের অনুগামীদের তদ্রূপ অবস্থা অবশ্য লভ্য হয়। যথা কূপপতিত অন্ধের অনুগামী অন্ধও কূপপতনে দুঃখ ভোগ করে মাত্র। মায়িক সংসার প্রবৃত্তি মার্গময়। এপথে নাই চিরশান্তির কথা, নিত্যানন্দ প্রাপ্তির কথা। এপথে আছে দুঃখময় গাঁথা। তথাপি জীব দেখাদেখী ধর্ম্মে তাহাতেই প্রবেশ করতঃ পরিশ্রান্ত হয় মাত্র। হাহুতাশে তাহার প্রাণজ্বলিতে থাকে। মৃত্যুতেই যেন তার স্বস্তি। বাস্তবিক তাহা নয়। মৃত্যুর পর যমযাতনা, তদন্তে পুনশ্চ জন্মান্তরে দুঃখভোগই পাথেয় হয়। কর্ত্তব্য বিবেকের জন্য শ্রীব্যাসদেব ও শ্রীশুকদেব সংবাদই আলোচ্য। মাতৃগর্ভ হইতে নিঃসৃত হইয়া শুকদেব প্রব্রজা করিয়াছেন। ব্যাসদেব মায়ামুগ্ধদের ভূমিকায় দাঁড়াইয়া সেই পুত্রকে প্রবৃত্তির পথে চালিত করিবার জন্য নানা প্রকার যুক্তি প্রদর্শনে সিদ্ধ হইলেও পরমহংস পথের পথিক শুকদেব কৃষ্ণকৃপায় মায়ামুক্ত। মায়াময় যুক্তি তাঁহার মনকে প্রলুব্ধ করিতে পারে না। তিনি মায়ামুগ্ধদের প্রবৃত্তিপর যুক্তি গুলিকে তত্ত্বজ্ঞান খর্গে খণ্ডন করিয়াছেন। যথা- শ্রীব্যাসদেব বলিলেন- গৃহস্থধর্ম্ম ত্যাগীদের পিতৃবাক্য নষ্ট হয়। যে পুত্র পিতৃবাক্য সম্যক্ প্রকারে আচরণ করে না সে নরকে যায়। অতএব পুত্র! আমার কথা অনুসারে তুমি গৃহে প্রবেশ কর।

শুকদেব বলিলেন--আপনি যেমন আমাকে উৎপাদন করিয়াছেন, আমিও তেমনি কোন জন্মে আপনাকে জন্ম দিয়াছিলাম। অতএব আমি আপনার পিতা। আমার বাক্যও অন্যথা করিবেন না। সিদ্ধান্ত এই-আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ ন্যায়ে পিতাই পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করে। এইভাবে পুত্রেরও কখনও পিতৃত্ব সিদ্ধ হয়। অতএব শুকদেব বলিলেন আমার বনগমনে বাঁধা দিবেন না।

ব্যাসদেব বলিলেন--যেখানে বেদোক্ত সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া নর মুক্তি লাভ করে মানবগণ বহু পূন্যবলে ও ফলেই সেই ব্রাহ্মণকুলে জন্ম পায়। অতএব তুমি দ্বিজত্ব স্বীকার কর।

শুকদেব বলিলেন--শুভকর্ম্ম বিনা যদি কেবল সংস্কার দ্বারাই মুক্তি লভ্য হয় তাহা হইলে ব্রতধারী পাষণ্ডীগণও মুক্তি পাইত। অতএব কেবল দ্বিজত্বাদি সংস্কার মুক্তির কারণ নহে। সেখানে প্রয়োজন মুকন্দের পাদপদ্মসেবা সংস্কার। তাহাই প্রকৃত মুক্তির কারণ।

ব্যাসদেব বলিলেন--সংস্কৃত ব্যক্তি প্রথমে ব্রহ্মচারী তৎপর গৃহস্থ, তৎপর বানপ্রস্থী, তৎপর যতি হইয়া মোক্ষ লাভ করে।

শুকদেব বলিলেন-- যদি ব্রহ্মচর্য্যে মুক্তি হইত তাহা হইলে ক্লীবগণও অনায়াসে মুক্তি পাইত। যদি গার্হস্থ্যধর্ম্মে মুক্তি হইত তাহা হইলে সর্ব্বজগৎ মুক্ত হইত। যদি বানপ্রস্থীদের মোক্ষ হয় তাহা হইলে বনচর মৃগদেরও মুক্তি হয় না কেন? যদি যতিদের যতি ধর্ম্মে মুক্তি হয় তবে দরিদ্র নিঃস্বদের মুক্তি হয় না কেন? অতএব ব্রহ্মচর্য্যাদি ধর্ম্মে মুক্তি সুলভ নহে। জনার্দ্দন বিনা মুক্তি সুদুর্ল্লভ। মুক্তিমিচ্ছেজ্জনার্দ্দনম্।

ব্যাসদেব বলিলেন--সন্মার্গগামী গৃহস্থগণের ইহপর উভয়লোক সুখময়।

শুকদেব বলিলেন--গৃহরক্ষায় সুরক্ষিত, বন্ধুবন্ধনে আবদ্ধ, মোহ ও রাগাসক্তদের সন্মার্গে গমন অসম্ভব।

তাৎপর্য্য-সংসার কারাগারে আবদ্ধ, মোহরূপ পাদশৃঙ্খল যুক্ত ব্যক্তির পক্ষে সাধুমার্গে বিচরণ কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে? তাহা কখনই সম্ভবপর নহে।

ব্যাসদেব বলিলেন--বনবাস কষ্টকর। সেখানে নিত্যকর্ম্ম করাই দুস্কর হয়। অতঃ বনবাসে দৈব পৈত্র্যকর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে না। তজ্জন্য গৃহে বাসই শ্রেয়স্কর।

শুকদেব বলিলেন--ভাবভাবিত মহাতপস্বী মুনিগণ বনবাসেই তপঃসিদ্ধ হইয়া থাকেন। গৃহে বাস সিদ্ধির কারণ নহে। বরং তাহা অন্তরায় স্বরূপ। বনবাসীদের বনে দুর্জ্জন দর্শনাদি করিতে হয় না। ইহাই তাহাদের সুখ। পাষণ্ডদুর্জ্জন দর্শনে অধোগতি হয়।

ব্যাসদেব বলিলেন--গৃহস্থাশ্রমী পুরুষদিগের নারী পরিগ্রহই ইহ পরলোকে শাশ্বত সুখ প্রদান করে।

শুকদেব বলিলেন--অগ্নি হইতে শৈত্য অর্থাৎ শীতলতা এবং চন্দ্র হইতে তাপও কদাচিৎ সম্ভব হইতে পারে কিন্তু সংসারে নারী পরিগ্রহ করিয়া সুখলাভ মর্ত্ত্যলোকে কদাপি হয় না ও হইবারও নহে।

ব্যাসদেব বলিলেন--সুপূন্যফলে ভূতলে মনুষ্যত্ব লভ্য হয়। মনুষ্য হইয়া গৃহস্থ হইলে কিনা লভ্য হয়?

শুকদেব বলিলেন--মানব জন্মকালে যদি জ্ঞান যুক্ত হয় তথাপি জাতমাত্রই সে নিজ অবস্থা দর্শনে জ্ঞানশূন্য হয়। তাহা হইলে তাদৃশ অজ্ঞানীর মনুষ্যত্বই বা কোথায় আর তাহার গার্হস্থ্যের সাফল্যই বা কোথায়?

ব্যাসদেব বলিলেন--সংসারে ভষ্মভূষিত আনন্দিত পুত্র গর্দ্দভবৎ রব করিলেও তাহা লোকে আনন্দ দায়ক হয়।

শুকদেব বলিলেন-- যে সকল ব্যক্তি সংসারে অশুচি বালকগণের ধূলাখেলা দেখিয়া ও তাহাদের মধুর ভাষণ শ্রবণ মাত্রে আনন্দিত হয় তাহারা নিতান্ত মূর্খ। তাৎপর্য্য-নিজ কর্ত্তব্য ত্যাগ করতঃ বালক কৃত্যে মাতামাতি মূর্খতাই বটে।

ব্যাসদেব বলিলেন--যমালয়ে পুং নামক নরক আছে। পুত্রহীন ব্যক্তি ঐ নরকে পতিত হয়। অতএব নরক মুক্তির জন্য গৃহী হইয়া পুত্রবান্ হওয়া উচিত।

শুকদেব বলিলেন--পুত্র হইতে যদি সকলের মুক্তি হয় তাহা হইলে বহুপুত্রবান্ শূকর কুকুর শলভাদিরও মুক্তি হইত। কিন্তু তাহা হয় না। অতএব পুত্র নরক মুক্তির কারণ নহে।

ব্যাসদেব বলিলেন--মর্ত্ত্য জীব পুত্র দর্শনে পিতৃঋণ, পৌত্র দর্শনে দেবঋণ এবং প্রপৌত্র দর্শনে দিবাভব ঋণ হইতে মুক্তি লাভ করে।

শুকদেব বলিলেন--গৃধ্র (শকুন) চিরায়ু, সেও ক্রমশঃ পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাদির মুখ দর্শন করে কিন্তু তাহার তো

ঋণ মুক্তি হয় না। অতএব পুত্রাদি ঋণ মুক্তি বা মায়ামুক্তির কারণ নহে। মায়াধীশ গোবিন্দচরণে শরণাগতি ও ভক্তিই একমাত্র মায়াদি মুক্তির কারণ। ইহা বলিয়াই তদ্বিরহে কাতর পিতামাতাকে ত্যাগ করতঃ শুকদেব নিঃসঙ্গভাবে বনে প্রস্থান করিলেন।

বিবেক--প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানহীনগণই সংসার ধর্ম্মকে বহুমানন করেন। পরন্তু তত্ত্বজ্ঞানীগণ তাদৃশ সংসার বাসনা মুক্ত। চাকচিক্য যুক্ত কাঁচ অজ্ঞের আদরের বস্তু হইলেও বিজ্ঞজনের তাহা মোহের কারণ নহে। বেদের আপাততঃ

পুষ্পিত বাক্যে মুগ্ধ ও ভোগপ্রলুব্ধদের পক্ষে সংসার আনন্দপ্রদ হইলেও বেদের তাৎপর্য্যবিদ্ পরিণামদর্শী

পরমার্থস্বার্থীগণ তাদৃশ সংসার বাসনামুক্ত। সংসারকে যখন বেদ দাবানল তুল্য বলিয়াছেন তখন সেই সংসারে প্রবেশ কখনই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে। সংসার যখন অবিদ্যার পুত্র তখন সেই অবিদ্যায় প্রবেশ বিদ্বানের কৃত্য নহে। তৃণলোভে অপরিণামদর্শী পশু কূপে পড়িতে পারে কিন্তু সেখানে অন্ধকূপতুল্য সংসারে পতন বিদ্বানের পক্ষে অত্যন্ত হাস্যকর বিষয় মাত্র। তরঙ্গায়িত সমুদ্রের ন্যায় অনন্ত বাসনা সঙ্কুল সংসারে বাস কি প্রকারে সুখকর হইতে পারে? রজোগুণী জীব দুঃখের প্রতিকার বা দুঃখকেই সুখ বলিয়া মনে করে। তজ্জন্য সত্ত্বপ্রধান জীব তাহাকে সুখ বলিয়া মানিয়া লইতে পারে না। খাদ্য বিষয়ে অজ্ঞ শিশু সন্দেশ জ্ঞানে মাটি খাইতে পারে কিন্তু বিজ্ঞ শিশু তাহা পারে না। পঙ্কে পদ্ম জন্মায়। সেখানে পঙ্কের প্রাধান্য নাই আছে পদ্মের। তদ্রূপ মায়িক সংসারের প্রাধান্য নাই আছে মায়াধীশ ভজনের। ব্রহ্মচর্য্যাদি জীবনের এক একটি স্টেশান স্বরূপ, তাহা নিত্য নিবাসস্থল নহে।

দেহারামীগণ সংসার ধর্ম্মে মুহ্যমান্। তাহারা প্রাজাপত্য ধর্ম্মকেই সার জানেন কিন্তু কৃষ্ণারামী তত্ত্বদর্শীগণ ঔ ধর্ম্মে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন। কারণ তাহা পরমার্থহীন এবং পরমার্থের প্রচণ্ড অন্তরায় স্বরূপও বটে। তত্ত্বদর্শীগণ পরমহংসধর্ম্মে সমাসীন। কারণ পরমহংস ধর্ম্মই স্বরূপের ধর্ম্ম। প্রাজাপত্য ধর্ম্মে আছে জন্মান্তরবাদ আর পরমহংসধর্ম্ম প্রবৃত্তির বংশ ধ্বংসকারী। কৃষ্ণদাস জীবের পক্ষে প্রাকৃত দেহমনাদিময় মায়ার দাসত্ব বা মায়িক সংসারের প্রভুত্ব বা দাসত্ব অত্যন্ত বিড়ম্বণা স্বরূপ। জীব তাহাতে দিন দিন অন্ধতমে

প্রবেশ করিয়া জঘন্যতম হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর উপহাসাস্পদ হয়। তাহাতে জন্মকর্ম্মাদির সাফল্য থাকে না। পরন্তু কৃষ্ণভজনেই জীবের জন্মসাফল্যাদি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তাহাই মনুষ্য জীবনের উত্তম লাভ, উত্তম শ্রেয়ঃ, উত্তম শান্তিধাম।

উপসংহারে তত্ত্ব উপহার-----

প্রভুর দাসত্ব ছাড়ি প্রভুত্ব যে চায়।
মায়িক সংসারে তার অধঃপাত হয়।।
নিত্যধর্ম্ম ছাড়ি যেবা অন্য ধর্ম্ম যজে।
ষাড়ের গোবর সেই দুঃখনীরে মজে।।
নিজ পাঠ্য ছাড়ি যেবা অন্য পাঠ্য পড়ে।
ব্যর্থ পরিশ্রম তার দুঃখফল ধরে।।
শাস্ত্রবাক্যে পূর্ব্বাপর জ্ঞান নাহি যার।
তার রঙ্গমঞ্চ এই মায়িক সংসার।।
আত্মধর্ম্ম ছাড়ি দেহধর্ম্মে যার রতি।
মায়াপুরে যমপুরে তার গতাগতি।।
কৃষ্ণভক্তিরস পান করে বুদ্ধিমান।
বেদবাদ আঁটি খোসা খায় পশুগণ।।
সার জ্ঞান না থাকিলে মানুষ না হয়।
অসারসংসার করি দুঃখ ফল পায়।
অতএব সাধুসঙ্গে আত্মতত্ত্ব জান।
নিষ্কপটে ভজ ভাই গোবিন্দচরণ।।

------ঃ○ঃ○ঃ○ঃ------

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কিশোর সভা(প্রশ্নোত্তর কৌমুদী)

জিজ্ঞাসু-- প্রাজ্ঞবর! আজ আমরা অবতার তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি। শুনিতেছি ভারতবর্ষে অনেক অবতার অনেক মত পথ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃত অবতার কে? অবতারই বা কাহাকে বলে? লক্ষণ সহ জানাইলে উপকৃত হই।

শাস্ত্রজ্ঞ.--বৎসগণ! ভালই প্রশ্ন করিয়াছ কিন্তু সঠিক উত্তর শুনিলে সমাজের অনেকে নারাজ হইবে। তথাপি সত্য কথাই বক্তব্য। সত্যমেব জয়তে । সত্যের জয় সর্ব্বোপরি। সত্যে আছে শান্তি ও নিত্যগতি। দেখ সকল যুগেই সত্যের সমাদর। কোথাও অসত্যের সমাদর নাই। তথাপি কলিযুগে অসতের সংখ্যা বেশী। তাহারা সংখ্যা লঘু সাধুদের উপর প্রভুত্ব করিতে চায়। সত্যকে জগৎ হইতে উঠাইয়া দিতে যায়। আর জোর যার মুল্লুক তার ন্যায়ে মিথ্যাকেই প্রমাণিত করিতে চায়। সত্যের নামে অপলাপ লাগায়। সত্য আর স্বতঃসিদ্ধ শাস্ত্রকে পদদলিত করে। তাহাদের মিথ্যা ব্যবসাকে বিশ্বব্যাপী করিতে চায়। তাহারা মনগড়া মত পথকেই সত্য বলিয়া অজ্ঞ সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাহাদের প্রতাপে ও চাপে শাস্ত্রমূর্খ জীবগণ সেই সেই মত পথকেই বরণ করে। তাহারাও ভাবে -নিছক সত্য পথে আমরা চলিতে পারিবো না, নিঃস্বের সোনার গহনা ভাগ্যে জুটে না, সস্তায় যাহা পাওয়া যায় তাই ভাল, সোনা না হইলেও সোনার মত চক্‌চক করিতেছে। নাই মামার থেকে কাণা মামাই ভাল। তাহারা আরও ভাবে সত্য পথে অনেক মানামানি আছে, কুটীনাটীর অন্ত নাই। খাদ্যাখাদ্যের বিচার শুনিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। ছাড়াছাড়ি আর বাছাবাছির কথা। কখনও কখনও নবপন্থীগণ মহাজন ও শাস্ত্রের দোহায় দিয়া নিজ নিজ কল্পিতবাদ সমাজে প্রচার করে। তাহাতে প্রবল শ্যামাঘাসের মধ্যে ধানের ন্যায় সত্যমতের প্রাধান্য একেবারই থাকে না। তথাপি সত্য মত পথেই গমন কর্ত্তব্য। এবার অবতার সংজ্ঞা বলি শুন। অপ্রপঞ্চাৎ প্রপঞ্চেঽবতরাৎ খল্ববতারঃ অপ্রপঞ্চ অর্থাৎ চিন্ময় জগৎ থেকে এই জড় জগতে অবতরণ হেতুই ঈশ্বরের অবতার সংজ্ঞা হয়। সম্ভবামি যুগে যুগে বাক্যে ভগবানের অবতার বাদ প্রসিদ্ধ। কাল প্রভাবে ধর্ম্মাচার নষ্ট হইলে এবং অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইলে ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থে ভগবান্ এই মর্ত্ত্যধামে অবতরণ করেন। তখন তাঁহার অবতার সংজ্ঞা হয়। সেই সত্য ধর্ম্ম সংস্থাপন কার্যে ভগবানকে আরো দুটি কার্য করিতে হয় তাহা হইল ধর্ম্মপ্রাণ সাধুদের সংরক্ষণ এবং ধর্ম্মবিনাশী অধর্ম্মবিলাসী দুষ্টদের বিনাশ। কারণ সাধু না থাকিলে কে সেই ধর্ম্মকে ধারণ পোষণ প্রচারাচার বিচার করিবে? আর দুষ্কৃতিদের বিনাশ না করিলে সাধু সমাজ ধর্মাচার রক্ষা পাইবে কি প্রকারে? যেমন চাষী ভাই ধান ক্ষেত্র থেকে আগাছাদি নিড়ায়ে দিয়া তথায় শুদ্ধ জলাদির সেচ ও কীট নাশক পাউডার তৈলাদি ব্যবহার করতঃ ধানের স্বাস্থ্য রক্ষা করে। একাজ চাষীই ভাল জানে তেমনি ধর্ম্ম ও ধর্ম্মপ্রাণদের রক্ষণ ও দুষ্টের দমন ভগবান্ ব্যতীত বদ্ধ জীব পারে না। তাই ভগবানকে মাঝে মাঝে সময় বিশেষে নামিয়া আসিতে হয়। ইহাই অবতার কৃত্য সন্দেশ।

জিজ্ঞাসু-- কেহ বলেন, রামকৃষ্ণ যুগাবতার ইহা কি সত্য ঘটনা?

শাস্ত্রজ্ঞ--শুন, যাহারা ভগবান্ ও অবতারই বা কাহাকে বলে ইহা তত্ততঃ জানে না তাহাদের কথা কে শুনিবে?

জানিবে পাগলে কিনা বলে আর ছাগলে কি না খায়। বিচার কর- রামকৃষ্ণজী ঘোর শাক্ত। তাহার নাম ছিল গদাধর। তাহার তত্ত্বমূর্খ শিষ্যগণ তাহাকে রামকৃষ্ণ নামে পরমহংস ও অবতার সাজাইয়াছে যাহা এখন টিভিতে দেখিতে পাইতেছ। বস্তুতঃ তাহাতে পরমহংস শব্দ মিথ্যা আরোপ করা হইয়াছে। যেরূপ আজকাল মূর্খগণ যাহার তাহার জন্ম তিথিতে জয়ন্তী শব্দ ব্যবহার করে।

জিজ্ঞাসু--পরমহংস কাহাকে বলে?

শাস্ত্রজ্ঞ--সন্ন্যাসীদের মধ্যে যিনি প্রাপ্ত স্বরূপ অতএব নিষ্ক্রিয় সেই ভাগবতকেই পরমহংস বলে। বিচার কর কালীর দাসত্ব তো জীবের স্বরূপ নহে। জীব কৃষ্ণেরই অংশ তাঁহারই দাস। সে কখনই অন্যের দাস হইতে পারে না। দাসভূতা হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন। নিত্যকৃষ্ণদাস জীবের পক্ষে অন্যের দাসত্ব বিরূপের কার্য্য। সুতরাং যিনি কৃষ্ণের আরাধনা না করিয়া তমোগুণের বশে তামসিক কালীদেবীর আরাধনা করেন, তাহাতে তাহার পরমহংসত্ব কি প্রকারে সিদ্ধ হইল? নপুংসককে নারী সাজালেই কি নারী হয়? আর গাধাকে ঘোড়া বলিয়া স্লোগান তুলিলেই কি ঘোড়া হয়? কখনই না। মূর্খ তাহা মানিতে পারে কিন্তু বিজ্ঞ তাহা পারে না।

জিজ্ঞাসু--কেহ বলেন, দশচক্রে ভগবান্ ভূত হয় এটি কেমন কথা?

শাস্ত্রজ্ঞ-- এটি ভূতের প্রলাপ মাত্র। দশচক্রে কেন লক্ষচক্রেও ভগবান্ ভূত হন না। যেমন লক্ষ কোটি পেচার মিথ্যা স্লোগানে সূর্যের অস্তিত্ব কখনই নষ্ট হয় না। যেমন কোটি কোটি অন্ধের ভাবনায় সূর্য অন্ধকার হয় না। আসল কথায় আসি। অবতারে বিশেষ লক্ষণ থাকে যাহা সাধারণ মানবে কেন কোন মহামানবেও থাকে না।

জিজ্ঞাসু-- বিশেষ লক্ষণ কি?

শাস্ত্রজ্ঞ--অবতারের দেহে মহাপুরুষের লক্ষণ থাকে তাই বলিয়া তিনি কেবল মহাপুরুষ নহেন। মহাপুরুষ লক্ষণ ৩২টি। কখনও কখনও সাধারণ জীবে তাহার দুই একটি থাকিতে পারে। বিচার কর, গদাধরজীতে কি মহাপুরুষ লক্ষণ আছে ? আর ঈশ্বর লক্ষণই বা কি আছে? অবতার সত্য ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন, সাধুরক্ষা ও ধর্ম্মদ্বেষী দুষ্টদের নাশ করেন । রামকৃষ্ণজী ইহাদের কোনটি করিয়াছেন? বিচার করতঃ দেখা গিয়াছে তাহার লাক্ষণিক মহাপুরুষত্বও নাই। এতদ্ব্যতীত আর একপ্রকারের মহাপুরুষ আছেন যাঁহারা গুণে মহাপুরুষ। গৌণমহাপুরুষত্বই বা তাহাতে কোথায়? তিনি যখন তামসিক দেবতার উপাসনায় বিরূপে প্রতিষ্ঠিত তখন তাহাতে মহাপুরুষত্ব কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে? চতুষ্পদ শৃঙ্গধারী হইলেই কি তাহার গোত্ব সিদ্ধ হয়? তাহা কখনই হয় না। আর মহাপুরুষের লক্ষণ থাকিলেও ঈশ্বর হয় না। কেবল সিদ্ধি দর্শনে যোগীকে ঈশ্বর বলাও মূর্খতা বিশেষ। সিদ্ধিগুণে যোগী ঈশ্বর হইতে পারে না। যদি হইত তাহা হইলে শুকদেব সৌভরি মুণিকে ভগবান্ বলিতেন। হনুমান, অগস্ত্য ও পুলস্ত্য ঋষিও বড় ভগবান্ হইতেন। কখনও মহাপ্রভাবশালী মুনিকেও যে ভগবান্ বলিয়াছেন তাহা উপচার বিচারে জ্ঞাতব্য। বস্তুতঃ তিনি তত্ত্বতঃ ভগবান্ নহেন বা তিনি নিজেকে ভগবান্ বলিয়া জাহির করেন নাই। ভাগবতে নারদকে ভগবান্ বলিয়াছেন। তাহা কিন্তু উপচার বিচারেই জানিতে হবে। কখনও কখনও পূজ্য বিচারে ভগবান্ প্রভু প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

জিজ্ঞাসু--উপচার কাহাকে বলে?

ঐশ্বর্য্যাদির কোন একটি লক্ষণ দেখিয়া তাহাকে ভগবান বলা হয় লোকাচারে বাস্তবে নহে। যেরূপ স্নেহাষ্পদ পুত্রকে পিতা তাত বলিয়া সম্বোধন করেন। বাস্তবে পূত্র তার পিতা নহে। তদ্রূপ কখনও কখনও শাস্ত্রে গৌরবার্থে কশ্যপ নারদাদি মহাজনকে ভগবান্ বলিয়াছেন। তত্ত্বতঃ তাঁহারা ভগবান্ নহেন। আর একটি জ্ঞাতব্য বিষয় তাহা এই, অবতরণহেতু অবতার সংজ্ঞা সত্য কিন্তু দশ তালা হইতে নীচতলায় তথা উত্তরাঞ্চল হইতে দক্ষিণাঞ্চলে নামিয়া আসিলেই তাহাকে অবতার বলা হয় না। সেখানে অপ্রপঞ্চের কথা আছে। অপ্রপঞ্চ অর্থাৎ চিদ্বৈকুণ্ঠধামে শাক্ত শৈবাদি নাই। সেখানে কেবল বিষ্ণু বৈষ্ণবগণ থাকেন। কিন্তু রামকৃষ্ণজী শাক্ত, তাহার ধাম তো দেবীধাম। তিনি তো বৈকুণ্ঠ হইতে আসেন নাই। আর যাঁহারা বৈকুণ্ঠ হইতে আসেন তাঁহারা বৈষ্ণব, শাক্ত নহেন। অতএব শাক্তপ্রবর রামকৃষ্ণজীকে অবতার সাজান নিতান্ত মূর্খতা মাত্র। তিনি সমন্বয়বাদী, তাহার কথামৃতে বৈষ্ণবের প্রতি কটাক্ষ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিতের অনেক দৃষ্টান্ত তুলিলেও তিনি মহাপ্রভুকে ঈশ্বর বলিয়া প্রকৃত মানিতেন না। বৈষ্ণবীয় নৈষ্ঠিকতাকে তিনি গোঁড়ামি বলিয়াছেন। যথার্থ সত্যভাষণকে যদি নিন্দা বলে , তত্ত্বকথায় যদি গাত্র জ্বলে, নৈষ্ঠিকতার অপবাদ দেয় তাহলে তাহাতে ভগবত্ত্বার কি আছে বা প্রকৃত ধার্ম্মিকতারই বা স্থান কোথায়? শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ কেবল ভগবদাজ্ঞায় সাক্ষাৎ শিব হইয়াও জগতে মায়াবাদরূপ অসৎশাস্ত্র প্রচার করেন। তাহারও

প্রমাণ আছে পদ্মপুরাণে পক্ষে রামকৃষ্ণজীর অবতারের কোন প্রমাণ নাই।

জিজ্ঞাসু--প্রমাণ না থাকিলে কি অবতার হয় না?

শাস্ত্রজ্ঞ--প্রমাণ ছাড়া প্রকৃত তত্ত্ব অনুধাবন হইতেই পারে না। কাহারও মনোগড়া সিদ্ধান্ত কখনই প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না।

জিজ্ঞাসু--লোকনাথ বাবাকেও অনেকে ভগবান্ বলিতেছেন।

শাস্ত্রজ্ঞ-- লোকনাথ বাবা একজন শৈবযোগী। তাহাতে যোগসিদ্ধি ছিল। সেই সিদ্ধি দর্শনে অজ্ঞ জীব তাহাকে ভগবান্ বলে। প্রকৃতপক্ষে তিনি একটি বিরূপস্থ বদ্ধজীব মাত্র। তাহা ছাড়া যোগীগণ প্রায়ই অহংগুরূপাসক হয়। সিদ্ধি বলে তাহারা নিজদিগকে ঈশ্বর বলেন। যেমন ব্রহ্মার বরে বরীয়ান্ হিরণ্যকশিপু নিজকে ঈশ্বর বলিয়া দাবী করিতেন। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন, অনিমাদি সিদ্ধি গুণে সিদ্ধগণ অলৌকিক কিছু করিতে পারেন। বাক্যসিদ্ধি থাকায় তাহারা যাহা বলেন তাহাই সিদ্ধ হয়। এমনকি তাহারা সর্ব্বজ্ঞাদি গুণে ঈশ্বরবৎ মান্য ও পূজ্য হন। তাই বলিয়া তাহারা ঈশ্বর তত্ত্ব নহেন। তদ্রূপ লোকনাথ বাবার বাক্যসিদ্ধি ছিল তাই তিনি মূর্খের কাছে ভগবান্। প্রকৃতপক্ষে লোকনাথ নামটি ভগবানেরই। ভগবানকে স্মরণ করিলে বিপদাদি নষ্ট হয়। হরিস্মৃতিঃ সর্ব্ববিপদবিমোক্ষণম্ ভাগবতে বলিয়াছেন। লোকে বলে **ঝড়ে আম পড়ে আর ফকিরের কেরামতি বাড়ে। কাজ হয় ভগবানের নামে আর নাম হয় লোকনাথ বাবার।** মূর্খ এ তত্ত্ব জানে না ।

জিজ্ঞাসু-- বঙ্গদেশে অনুকূল ঠাকুরকে কৃষ্ণের অবতার বলেন ইহার প্রকৃত তথ্য কি?

শাত্রজ্ঞ --ইহাও মূর্খদের আরোপবাদ মাত্র। বস্তুতঃ অনুকূল চন্দ্র দ্বিজবন্ধু। তাহাতেও কিছু সিদ্ধি ছিল তাই তত্ত্বমূর্খগণ তাহাকে ভগবান্ বলেন। তিনি রাধাকৃষ্ণেরই ভজন করিতে বলিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে তাহার শিষ্যভক্তগণ তাহাকে কৃষ্ণের অবতার বলিয়া প্রচার করেন এবং তিনিও তাহা অনুমোদন করেন। অনুকূল তো দূরের কথা ব্রহ্মবাদীগণ জনে জনে নিজকে ব্রহ্ম বলিয়া প্রচার করেন। বর্ত্তমানে অনুকূল ভক্তগণ বৈষ্ণবে কটাক্ষকারী হইয়াছেন। তাহারা কৃষ্ণ মরিয়া গিয়াছেন। এখন জীবন্ত কৃষ্ণ অনুকূল ইত্যাদি অশাস্ত্রীয় অবান্তর প্রলাপ করিয়া নরকগতি বিস্থার করিতেছেন। রাধাস্বামী কোন শাস্ত্রীয় মন্ত্র নয়, ইহা অনুকূলের মনগড়া মন্ত্র। মানিলাম তিনি কৃষ্ণের একটি অবতার কিন্তু তাঁহার ভক্তদের মধ্যে বৈষ্ণবতা কোথায়? তাহারাতো বেদ বিরুদ্ধাচারী। কৃষ্ণতো জগতে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন। অনুকূল চন্দ্র তাহার কি করিয়াছেন বা তাঁহার ভক্তগণই বা কি করিতেছেন? অতএব জানিতে হইবে যাহারা যত উৎশৃঙ্খল তাহারা ততই বিপদগামী ও নরকগামী। যাহারা শাস্ত্র মানেন না তাহারা কোন সিদ্ধিগতি ও শান্তি পাইতে পারেন না। ***যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্।***

জিজ্ঞাসু---কেহ বলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,আমার আরও দুইটি অবতার হবে। সেই দুইটির মধ্যে একটি অনুকূলচন্দ্র অপরটি রামকৃষ্ণ।

শাস্ত্রজ্ঞ--হায়! ভগবান্! অজ্ঞতার একটি সীমা থাকে কিন্তু দেখিতেছি ইহাদের মধ্যে তাহাও নাই। কালা ধান শুনিতে কান শুনে আর রাতকানা উল্টা দেখে। শাস্ত্র পড়িয়াও ইহাদের অজ্ঞতা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়াগিয়াছে। ওদোর পিণ্ডী বুদোর ঘাড়ে লাগানই পণ্ডিতন্মন্যদের কাজ। বড় হাসি পাইতেছে। শুন চৈতন্য ভাগবতে মহাপ্রভু সন্যাসের পূর্ব্বে সান্ত্বনা কল্পে তাঁহার মাতাকে এ বিষয়ে কি বলিয়াছেন,

আরো দুই জন্ম এই সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে।।
মোর অর্চ্চামূর্ত্তি মাতা তুমি সে ধরণী।
জিহ্বা রূপা তুমি মাতা নামের জননী।। চৈঃ ভাঃ২৭।৪৭,৪৮

অর্থাৎ আমি সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে দুই জন্মে তোমারই পুত্র হইব। আমি অর্চ্চা হইলে তুমি ধরণীরূপে আমার মাতা হইবে তথা আমার নাম অবতারে তুমি জিহ্বারূপে আমার জননী থাকিবে। মহাপ্রভু তো নিজ মুখেই দুই অবতারের কথা স্পষ্ট করিয়া মাতাকে জানাইয়াছেন। এখানে অনুকূল বা রামকৃষ্ণের কথা কোথায়? হায়! কলি দুরাত্মাদিগকে কত ভাবেই না নাচাইতেছে আর মূর্খগণ তাহাতে সম্মতি দিয়াই চলিয়াছে। তাই তুলসীদাস বলেন, সাচ্চা কহে তো মারে লাঠ্ঠা ঝুঠা জগত ভূলায়।

জিজ্ঞাসু-- প্রভুজী! বড়ই উপকৃত হইলাম, ভাল শিক্ষা পাইলাম। আর একটি কথা জিজ্ঞাস্য দক্ষিণদেশে ঘরে ঘরে সাই বাবার পূজা। তাহারা তাহাকেই অবতার বলেন ও মানেন। ইহার কোন শাস্ত্র প্রমাণ আছে কি?

শাস্ত্রজ্ঞ--মনগড়া মতের প্রমাণ কোথায়? মনঃকলা কি গাছে ধরে? শশশৃঙ্গ নামে প্রবাদ আছে কিন্তু তাহার কোন

প্রমাণ নাই কারণ শশকের শৃঙ্গ হয় না। খাতা কলমেই আকাশকুসুম কাজে কিছুই নাই, মিথ্যা ধারণা মাত্র। তদ্রূপ মায়া ও কলিগ্রস্থগণ যাহাকে তাহাকে যাহা তাহা বলে। তাহার কোন প্রমাণ নাই, থাকেও না। একটি ঘটনা বলি শুন, একদা সত্রাজিৎ রাজা মহাতেজস্বী মণিকণ্ঠে দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিতেই অজ্ঞ বালক কৃষ্ণপুত্রগণ একে একে ছুটিয়া আসিয়া কৃষ্ণকে জানাইতে লাগিল দেখ বাবা! সূর্য তোমাকে দেখিতে আসিতেছে, কেহ বলিল চন্দ্র দেখিতে আসিতেছে, কেহ বলিল অগ্নি আসিতেছে। কৃষ্ণ পাশাখেলায় আছেন খেলিতে খেলিতে পথের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতেই সত্রাজিৎকে দেখিতে পাইলেন। তারপর একটু হাস্য করতঃ বলিলেন, অজ্ঞগণ! উনি সূর্য বা চন্দ্র বা অগ্নিও নহেন, উনি মণিকণ্ঠী সত্রাজিৎ রাজা। বিচার কর! মণির তেজ দেখিয়া অজ্ঞগণ তাহাকে সূর্য চন্দ্রাদি মনে করিলেও বাস্তবে তিনি সূর্য চন্দ্রাদি কেহই নহেন পরন্তু তিনি সত্রাজিৎ রাজা। তদ্রূপ সিদ্ধির তেজ দেখিয়া তত্ত্বমূর্খগণ সাইকে ভগবান্ বলে। বাস্তবে সাই একটি বিখ্যাত যাদুকর, বলিতে কি একটি বদ্ধজীব মাত্র আর কিছুই নহেন।

জিজ্ঞাসু--কোন এক পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করেন ভগবান্ আমাদিগকে সৃষ্ঠি করিয়াছেন আর আমরাই তো ভগবানকে সৃষ্টি করি। বাস্তবে ভগবান কোথায়? মানুষই ভগবান্ আর ভগবানই মানুষ হয়।

শস্ত্রজ্ঞ--(উচ্চহাস্য করতঃ)তাতো বটেই গণতন্ত্রযুগের পণ্ডিত মানুষদের এইরূপ উক্তি উচিতই। নির্ব্বুদ্ধিতার অতল তল হইতেই এই সিদ্ধান্তের জন্ম হইয়াছে। গণতান্ত্রিকগণ ভোট দিয়া মন্ত্রী নির্ব্বাচন করেন। তাহারা সেই ধারণাই ভগবানে আরোপ করেন। প্রকৃত পক্ষে ইহা অপসিদ্ধান্ত। ভগবান্ স্বতঃসিদ্ধ প্রভু। তিনি কাহারও কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন না। ভগবান্ দেবকী হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া দেবকী তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এইরূপ ধারণা মিথ্যাপ্রসুত ব্যাপার। কাষ্ঠ হইতে অগ্নি প্রকাশ হয় বলিয়া কাষ্ঠকে অগ্নির পিতা বলা হয় না তদ্রূপ কৃষ্ণ বসুদেবের বীর্য্যজাত সন্তান নহেন। তিনি কাষ্ঠ থেকে অগ্নি প্রকাশের ন্যায় দেবকী হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন মাত্র। জানিবে তিনি দেবকীর যোনি জাত কেহ নহেন। বাৎসল্যরস পুষ্টির জন্য ভগবান্ বসুদেব দেবকীকে পিতামাতারূপে স্বীকার করতঃ লীলা করেন। তত্ত্বতঃ কৃষ্ণ অজ। অজ হইয়াও তিনি বহুরূপে জগতে অবতীর্ণ হন। অজ্ঞ এরহস্য না জানিয়া তাঁহাকে সৃষ্ট মানুষ মাত্র জ্ঞান করে। শাস্ত্র মতে ভগবান্ ও জীব উভয়ে নিত্য, অসৃজ্য। নিত্য সত্য বস্তুতে সৃজ্য শব্দের প্রয়োগ মূর্খগণই করিয়া থাকে। সুক্ষ্মজীবাত্মার পাঞ্চভৌতিক দেহযোগে স্থুল প্রকাশ শাস্ত্রে সৃষ্টি নামে অভিহিত হয়। সেই প্রকাশ ব্যাপারে নিয়ন্তৃ সুত্রে থাকেন ভগবান্ এবং নিমিত্তরূপে থাকেন পিতামাতা। সমুদ্রজলে তরঙ্গোদয় ও প্রলয়বৎ জগতে জীব জাতির পুনঃ পুনঃ উদয় প্রলয় হয় মাত্র। কলিযুগের পাষণ্ডমণ্ডিত, যমদণ্ডিত, অধর্ম্মখণ্ডিত পণ্ডিতন্মন্যগণ আরও কত প্রকার অপবাদের জনক হইবে।

জিজ্ঞাসু--প্রভো! কিছুদিন পূর্বে গৌরকথা নামে একখানি গ্রন্থ পড়েছিলাম। তাহাতে শ্রীজগদ্বন্ধুকে হরিপুরুষ ও মহাপ্রভুর মহাভাবের অবতার বলা হইয়াছে।

শাস্ত্রজ্ঞ--চিত্রকার হইলে আর হাতে রং তুলি থাকিলে অনেক চিত্রই অঙ্কন করা যায়। হাতে কলম থাকিলে অজকে অজা, ধ্বজকে ধ্বজা ,কালকে কালী করা যায়। সাজাতে জানিলে বানরকে শিব, কৃষ্ণকে কালী বা কালীকে কৃষ্ণ সাজান যায় কিন্তু তাহাতে বাস্তবতা থাকে কি? অনুকরণ যুগে কিনা হইতেছে। কল্পনার সব কিছুই বাস্তবতা বর্জ্জিত। জগদ্বন্ধু ভাবুক বটে কিন্তু তিনি মহাভাবের অবতার ইহা ব্রহ্মচারীজীর অত্যুক্তি মাত্র। অত্যুক্তি প্রকৃত সভ্যসমাজে অনাদৃত। গুরুকে মৎস্বরূপ জানিবে ইহাই কৃষ্ণের উপদেশ, সেখানে গুরুকে স্বতন্ত্র কৃষ্ণ সাজান তথা তাঁহার নামে **হা কীট পতন** মন্ত্র রচনা এসকল যাদুকৃত্য মাত্র। তিলকে তাল করা, কাককে কোকিল করা আর নরকে নারায়ণ করা কোন পাণ্ডিত্যের লক্ষণ নহে। কোন ব্যক্তি তাহার অতি প্রিয় সুন্দরী স্ত্রীকে রাধা রানী বলিলে কি তাহা সিদ্ধ হইবে না লোকা তাহা মানিবে? ব্যবসায়ী লোকা বড়গাছে লাউ বান্ধে যাহাতে লোকের দৃষ্টিগোচর হয় এবং বিক্রয় হয় তদ্রূপ ভাবের অবতার বা ভাবুক বলিলে সর্ব্বসাধারণে গণ্য হইবে আর মহাপ্রভুর মহাভাবের অবতার বলিলে অনন্যসাধারণ হইবে তাহাতে গুরু শিষ্যের মর্য্যাদাও অনন্যসাধারণ হইবে এই বুদ্ধিতেই ঐরূপ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। স্বতঃসিদ্ধ হরিনাম বাদ দিয়া স্বকপোল কল্পিত **হা কীট পতন** গাইলে কি যম দ্বারে রক্ষা পাইবে? বস্তুতঃ ইহা অধর্ম্মের অন্যতম শাখা পরধর্ম্ম মাত্র। ইতর কথিত ধর্ম্মই পরধর্ম্ম। পরধর্ম্মোঽন্যচোদিতঃ। বিশেষতঃ ভাবুকতা দেখিয়া যদি তাহাকে মহাভাবের অবতার বলা হয় তাহলে চব্বিশ প্রহর মহাপ্রভুর কীর্ত্তনে বিচিত্র ভাব বিলাসী বক্রেশ্বর পণ্ডিত কিসের অবতার হইবেন? ব্রহ্মচারীজী

মহাপ্রভুর সহিত প্রতিযোগিতায় জগদ্বন্ধুকে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন মাত্র কিন্তু তাহা হস্তির সঙ্গে মণ্ডুকের প্রতিযোগিতা তুল্য। মহাপ্রভু স্বতঃসিদ্ধ শাস্ত্র প্রমাণিত, মহানুভাব অনুমোদিত স্বয়ং ভগবান্ আর জগদ্বন্ধু ব্রহ্মচারীজী কল্পিত সাজান ভগবান্ এবং অশাস্ত্রীয়। নকুল ব্রহ্মচারী দেহে মহাপ্রভুর আবেশ হইলেও কেহই তাঁহাকে মহাপ্রভুর অবতার বলেন নাই। মহাপ্রভুর পার্ষদদের অনেকেরই অলৌকিক চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাবুকতায়ও তাঁহারা কোন অংশে ছোট ছিলেন না। তথাপি তাঁহাদের নামে কেই অবতারবাদ রটনা করেন নাই। রসিকমুরারি মৃতকে জীবিত করতঃ তাহাকে শিষ্য করিয়াছিলেন, মাধবেন্দ্র পুরী বড় প্রেমিকরাজ, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির ভাবের কথা কি বলিব। তথাপি তাঁহাদিগকে কেহই অবতার বলেন না। সেখানে কি ভাব দেখিয়া তাহাকে মহাভাবের অবতার বলা হইল? যাহা বেদব্যাসের কলমে নাই তাহা আসিল কোথা হইতে? তাহা গ্যাসদেবের কলমে কতটুকুই বা প্রমাণিত হইবে? কাহারাই বা তাহা স্বীকার করিবেন? তবে বাজারে পঁচা বেগুনেরও ক্রেতা থাকে। গুরু সিদ্ধ **হরিনামে** আর শিষ্য সিদ্ধ **হা কীট পতনে।** এখানে পরম্পরা কোথায় আর শিষ্যত্বই বা কোথায়? প্রেস থাকিলে ইচ্ছামত টাকা ছাপাইলেই সে টাকা সরকারী খাতে চলে না, চলে গোপনে অজ্ঞদের মধ্যে। জানিবে এসব জালনোটের মত বিপদজনক মত পথ। এবিষয়ে সাবধান থাকিবে। নব পথে উৎপাত আসিয়া জীবে নাশে। শত সহস্র শিক্ষিতের সমর্থনেও বক কখনই হংসে মান্য হইতে পারে না, লম্পট প্রেমিকে গণ্য হয় না তথা ভাবুকও ভগবানে স্বীকৃত হয় না।

জিজ্ঞাসু---প্রভুজী কলিযুগের অবতার সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করুন।

শাস্ত্রজ্ঞ--- চারি যুগেই ভগবান্ যুগাবতার করেন। চারিযুগে চারিটি বিধানে পূজিত হন। পুরাণ তন্ত্রাদি হইতে বিশেষতঃ সর্ব্ব প্রমাণশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবত থেকে তাহা জানা যায়। যথা-কৃতে শ্রুত্যুক্তমার্গঃ স্যাত্রেতায়াং স্মৃতি ভাবিতঃ। দ্বাপরে পূরাণোক্তঃ কলাবাগম সম্ভবঃ।। অর্থাৎ সত্যযুগে শ্রুতি প্রধান মার্গ, ত্রেতায় স্মৃতি, দ্বাপরে পুরাণ এবং কলিতে নানা তন্ত্রবিধানে ভগবান পূজিত হন। ভাগবতে নব যোগীন্দ্র সংবাদে বলেন, নানা তন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথা শৃনু। হে রাজন্!শুনুন কলি যুগে ভগবান্ নানাতন্ত্র বিধানে পূজিত হন।

ভাগবতে বলেন, কলির প্রারম্ভে অসুর মোহনের জন্য ভগবান্ গয়াপ্রদেশে অঞ্জনা পূত্ররূপে বুদ্ধনামে আবির্ভূত হইবেন। **অথ কলৌ সম্প্রবিত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্। বুদ্ধনাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি।।** আর কলি শেষে যুগসন্ধিকালে রাজগণ দস্যুপ্রায় হইলে উড়িষ্যা প্রদেশে সম্ভল গ্রামে দ্বিজোত্তম বিষ্ণুযশা হইতে ভগবান জগৎপতি কল্কি নামে আবির্ভূত হবেন।

অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়াং দস্যুপ্রায়েষু রাজসু।
জনিতা বিষ্ণুযশসো নাম্না কল্কির্জগৎপতিঃ।।

অপিচ যুগাবতার প্রসঙ্গে নিমি নবযোগীন্দ্র সংবাদে আছে কলিযুগাবতার কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণকীর্ত্তন কারী, কান্তিতে অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, অঙ্গ উপাঙ্গ অস্ত্র পার্ষদসহ সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞে সুমেধাগণ কর্ত্তৃক পূজিত হন।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।

এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণের নামকরণ প্রসঙ্গে জ্যোতিষপ্রাজ্ঞ্য গর্গাচার্য্য বলেছেন,

হ্যাসন্বর্ণাস্ত্রয়োঽস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীতো হীদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।।

হে নন্দ! তোমার এই পুত্র প্রতিযুগেই অবতার তনু ধারণ করেন। ইনি সত্যে শুক্ল, ত্রেতায় রক্ত, কলিতে পীত বর্ণ ধারণ করেন। অধুনা দ্বাপরে কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অতএব উপরি উক্ত শ্লোকে কলিযুগাবতার পীতবর্ণ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন। তিনি অন্তরে কৃষ্ণ বাহ্যে গৌর। তিনি স্বয়ং কৃষ্ণই, যুগাবতার তাহাতে বিদ্যমান। তথাপি রাধা ভাবকান্তি সুবলিত বলে পীতবর্ণ এবং ভক্তভাবময়। তজ্জন্য প্রহ্লাদ তাঁহাকে ছন্নাবতার বলেন। ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রি যুগোঽথ স ত্বম্।।

তাৎপর্য্য এই তিন যুগে তিনি সাক্ষাৎভাবে অবতার করেন। কলিতে তিনি ছন্নভাবে অর্থাৎ ভক্তভাবে লীলা করেন বলিয়া তাঁহার নাম ত্রিযুগ।। মহাভারতেও সহস্রনামে তাঁহার পরিচয় আছে যথা-

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ।।

তিনি সুবর্ণকান্তি মহাপুরুষ লক্ষণান্বিত বলিয়া বরাঙ্গ, চন্দনের অঙ্গদ বালাধারী, সন্ন্যাসী, শম, নিষ্ঠা শান্তি পরায়ণ।।

এতদ্ব্যতীত অনেক তন্ত্র পুরাণে গৌরাবতারের বহু প্রমাণ আছে। উর্দ্ধাম্নায়তন্ত্র হইতে গৌর মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। অনন্ত সংহিতায় তাঁহার তত্ত্ব মহত্ত্ব চরিত্র বর্ণিত আছে। ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের চৈতন্যভাগবতে এবং শ্রীনিত্যানন্দ

কৃপাভাজন শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত চৈতন্যচরিতামৃত তথা শ্রেষ্ঠ অনুভবী ভক্তরাজ গৌরকৃপাভাজন মুরারিগুপ্তের কড়চা, গৌরকৃপাপুষ্ট কবি কর্ণপুর কৃত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ও কৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্য, গৌরাভিন্নবিগ্রহ স্বরূপদামোদরের কড়চা, শ্রীলোচনদাস কৃত চৈতন্যমঙ্গলাদি বহু গ্রন্থে চৈতন্য অবতারের তত্ত্ব মহত্ত্ব গুরুত্ত্ব প্রভুত্ত্ব ও অনন্যসিদ্ধ অচিন্ত্যপ্রভাব প্রতিপত্তি বিশদ ভাবে বর্ণিত আছে। সর্ব্বোপরি গৌর পার্ষদপ্রধান শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীকৃত চৈতন্যচন্দ্রামৃতে গৌরাবতার মহিমা প্রচুর কীর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকারগণ সকলেই মহাপ্রভুর পার্ষদ। তাঁহারা ভ্রম প্রমাদাদি দোষমুক্ত প্রামাণিক মহাজন। তাঁহাদের রচনাতে অতিস্তুতি নাই। তাঁহাদের রচনাতে শাস্ত্রসঙ্গতি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তাঁহারা প্রোজ্ঝিতকৈতব ভাগবত জীবন। চৈতন্যপ্রভুর কৃপাসর্ব্বস্বের মূর্ত্তি, ভূতলে তাঁহার মনোঽভীষ্ট সংস্থাপকপ্রবর শ্রীরূপ গোস্বামির রচনাতে তাঁহার যথার্থ স্বরূপ বিলাস দেদীপ্যমান। বৃহস্পতির অবতার সার্ব্বভৌম তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন--

বৈরাগ্যবিদ্যা নিজভক্তিযোগশিক্ষার্থমেকং পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে।।

অর্থাৎ কলিযুগে ভক্তভাবে বৈরাগ্যবিদ্যা এবং নিজ ভক্তিযোগ শিক্ষা দানের জন্য অবতীর্ণ পুরাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামধারী কৃপার সমুদ্রে আমি প্রপত্তি করি।

জিজ্ঞাসু--- বুঝিলাম চৈতন্যদেব শাস্ত্রমতে ও মহাজন প্রমাণে কলিযুগাবতার। তাহা হইলে বড় বড় পণ্ডিতগণ তাঁহার ভজন করেন না কেন?

শাস্ত্রজ্ঞ--- কেবল পাণ্ডিত্য দ্বারা ভগবানকে জানা যায় না, কৃপা চায়। কৃপা বিনা ব্রহ্মাদিক জানিবারে নারে ।।

পূর্বেই বলিয়াছি কেবল সুমেধাগণই তাঁহাকে ভজন করেন। কুমেধাগণ তাঁহার ভজন বিমুখ। মোট কথা প্রচুর সুকৃতি না থাকিলে, প্রকৃত সাধু সঙ্গ না হইলে তথা নিরবদ্য ভজনজীবন না থাকিলে আত্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব উপলব্ধির বিষয় হয় না। সুকৃতিহীন,সাধুসঙ্গ বিমুখ, প্রকৃত ভজনসাধনহীন পণ্ডিতন্মন্যগণ তর্কপথে আধ্যক্ষিক হইয়া অধোক্ষজ সেবায় উদাসীন হইয়া রত্ন ছাড়িয়া কাচ ধরিয়া ,সুধাভানে বিষ পান করে, সত্যকে উপেক্ষা করতঃ মিথ্যাকে সমাদর করে আর স্বতঃসিদ্ধ মত পথ নাম মন্ত্র ভগবানকে ত্যাগ করতঃ কল্পিত মত পথ নাম মন্ত্র ভগবানের পূজায় ব্রতী হইয়া আত্মঘাতী শোচ্য অনার্য্য ও জঘন্য চরিত্রের পরিচয় দেয় এবং শেষে জন্মান্তর চক্রে যমপুরীতে উপস্থিত হয়। ইহাই তাহাদের পরিণাম ও পুরস্কার তথা পরিস্থিতি। তাই লোচনদাস গান করেছেন--

অবতার সার গোরা অবতার
কেন না ভজিলি তাঁরে।
করি নীরে বাস গেল না পিয়াস
আপন করম ফেরে।।
কন্টকের তরু সদায় সেবিলি
অমৃত পাইবার আশে।
প্রেমকল্পতরু গৌরাঙ্গ আমার
তাঁহারে ভাবিলি বিষে।।
সৌরভের আশে পলাশ শুখিলি
নাসাতে পশিল কীট।
ইক্ষুদণ্ড ভাবি কাঠ তুষিলি
কেমনে পাইবি মিঠ।।
হার বলিয়া গলায় পরিলি
শমনকিঙ্কর সাপ।
শীতল বলিয়া আগুন পোহালি
পাইলি বজর তাপ।।
সংসারে মজিলি গৌরাঙ্গ ভুলিলি
না শুনিলি সাধুর কথা।
ইহ পর কাল দুকাল খোয়ালি
খাইলি আপন মাথা।।

শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর গান করেছেন,

কলি ঘোর তিমিরে গরসল জগজন
ধরম করম রহু দূর।
অসাধনে চিন্তামণি বিধি মিলায়ল আনি
গোরা বড় দয়ার ঠাকুর।।
ভাইরে ভাই! গোরা গুণ কহন না যায়।।
কত শত আনন কত চতুরানন
বরণিয়া ওর নাহি পায়।।
চারিবেদ ষড় দরশন পড়ি
সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে।
বৃথা তার অধ্যয়ন লোচন বিহীন জন
দর্পণে অন্ধের কিবা কাজে।।
বেদ বিদ্যা দুই কিছুই না জানত
সে যদি গৌরাঙ্গ জানে সার।
নয়নানন্দ ভণে সেই তো সকলই

জানে সর্ব্ব সিদ্ধি করতলে তার।।

জিজ্ঞাসু --অনেকে বলেন, গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, আমাতে যে যেভাবে প্রপত্তি করে আমি তাহাকে সেইভাবে ভজন করি। তাহা হইলে শাক্তদের জন্য শাক্ত অবতার এবং শৈবদের জন্য শৈব অবতার সিদ্ধ হইবে না কেন?

শাস্ত্রজ্ঞ- শাস্ত্রের ব্যাখ্যা নিজের মনোমত করিলে সঠিক তত্ত্বের সান্নিধ্য লাভ হয় না। আদৌ শাক্ত শৈব ধর্ম্ম এক অজ্ঞানতম ধর্ম্ম। শৈব শাক্তগণ অধিকাংশই পাষণ্ড। সেই পাষণ্ড ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ভগবান্ অবতার করিবেন কেন ? অপিচ অবিদ্যাময়ী মায়ার গুণ থেকে জাত শৈব শাক্তাদি মত সার্ব্বজনীন ধর্ম্মমতও নহে। যদি শৈব শাক্তদের জন্য ভগবানকে অবতার করিতে হয় তাহা হইলে অসুর নাস্তিকদের জন্যও অবতার করিতে হয়। ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ভগবান্ অবতার করেন। তিনি অধর্ম্মময় আসুর নাস্থিক্যমত পোষণের জন্য অবতার করিবেন কেন? বরং আসুরিক মত ও নাস্তিক্যবাদ খণ্ডনের জন্য তিনি অবতীর্ণ হন। মায়াবদ্ধজীব সততই অজ্ঞানতম ধর্ম্মে নিমগ্ন আছে, তাহাদিগকে পুনশ্চ সেই ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ভগবান আসিলে তাঁহার ভগবত্ত্বার গৌরব থাকে না। এ প্রসঙ্গে তাঁহাকে অধর্ম্ম স্থাপনের জন্য আসিতে হয় কিন্তু তাহাতো ভগবদবতারের উদ্দেশ্য নহে। শৈব শাক্তাদি পাষণ্ড্য ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন শান্তি ধর্ম্ম নহে। তাহা জীবের ঔপাধিক ধর্ম্ম। সনাতন ধর্ম্মই সর্ব্বজাতির সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। সেই সনাতন ধর্ম্মের আভাস মাত্রেও শৈব শাক্ত আসুর নাস্তিক যবনাদি নারকীগণ নিত্যকল্যান ভাগী হইয়া থাকে। আজকাল দেখা যায় রাজ্যভেদে ভাষা ও ধর্ম্মভেদ। কিন্তু যখন রাজ্যভেদ ছিল না তখন সর্ব্বজাতীয় মানবের ছিল একটি ভাষা এবং একটি ধর্ম্ম। ভাষার নাম দেবনাগরী এবং ধর্ম্মের নাম সনাতন ধর্ম্ম। কাল প্রভাবে আত্ম সনাতন ধর্ম্মের বিস্মৃতি ক্রমে গুণধর্ম্মী মনোধর্ম্মী ও দেহধর্ম্মীগণ নিজ নিজ সত্ত্ব ও রুচি অনুসারে উপধর্ম্মাদিকেই স্বার্থপ্রদ বলিয়া বরণ করিয়াছে। তাদৃশ মনোধর্ম্মীদের অনুষ্ঠিত উপধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ভগবান্ কখনই অবতীর্ণ হন না। কখনও কি কলহ স্থাপনের জন্য শান্তি বাহিনী আসেন ? ডাক্তার কি রোগীকে আরও অসুস্থ করিবার জন্য চিকিৎসা করেন না রোগ মুক্ত ও সুস্থ করিবার জন্য? গুরু কি শিষ্যের অজ্ঞানতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা দেন না আত্মজ্ঞান মুক্তি ও দিব্যজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য? বন্ধু বিপদ মুক্তির সহায়ক না বিপদ প্রাপ্তির বিধায়ক? সূর্যোদয় অন্ধকার নাশ ও বস্তু প্রকাশের জন্য না অন্ধকার বৃদ্ধি ও বস্তুর অপ্রকাশের জন্য? ধর্ম্মানুষ্ঠান কি নরকগতির নিমিত্ত না অধর্ম্মজনিত অশান্তি ও নরকগতি নিবারণের নিমিত্ত? শাসনের উদ্দেশ্য কি প্রাণনাশ রূপ হিংসা না চিত্তশোধন রূপী দয়া? সাধন ভজনের উদ্দেশ্য অনর্থবৃদ্ধি ও অসাধ্য প্রাপ্তি না অনর্থমুক্তি ও সাধ্যপ্রাপ্তি? উপরি উক্ত বিষয় গুলি ভাল করিয়া বিচার করিতে পারিলেই পরমকরুণাময় ভগবানের অবতারের উদ্দেশ্য জ্ঞান লভ্য হইবে। যেকালে বেদের পুষ্পিত বাক্যে মুগ্ধ, কর্ম্মকাণ্ডে আবদ্ধ কর্ম্মীগণ বলির তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া যজ্ঞের দোহায় দিয়া জিহ্বা ইন্দ্রিয় তর্পণ লালসায় পশুবধ রূপ হিংসাধর্ম্মে প্রবল হয় সেইকালেও ভগবান্ বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়া সেই হিংসা ধর্ম্ম থেকে নিবৃত্তির জন্য বেদের পরমধর্ম্ম অহিংসাকে স্থাপিত করেন। তিনি বেদের অতাৎপর্যবিদ কর্ম্মকাণ্ডীয়দের হিংসাধর্ম্ম স্থাপনের জন্য আসেন না। তদ্রূপ তত্ত্বমূর্খ শৈব শাক্তদের মনোরঞ্জনের জন্য ভগবান্ অবতার করেন না। ইহার কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না। মনোধর্ম্মীদের শাস্ত্র ব্যাখ্যায় পূর্ব্বাপর অর্থ সঙ্গতি ও ধর্ম্ম সঙ্গতি নাই। তাহাদের ব্যাখ্যা সাধু সমাজে উপহাসাষ্পদ স্বরূপ। বলিতে কি আসন্নমৃত্যুদের অপলাপের ন্যায় ইহাদের ব্যাখ্যা ভাবনাদি সত্যধর্ম্ম থেকে বহুদূরে অবস্থিত এবং নূন্যাধিক অধর্ম্মময়।

ঈশ্বর ঈশ্বর বলছে সবে ঈশ্বর চিনে কয়জনা।
প্রাকৃত নয়নে কভু ঈশ্বরতো যায় না চেনা।।
কলিযুগে দেশে দেশে কত অবতার
পন্যদ্রব্য সম যেন বসেছে বাজার
স্বেচ্ছাচারে যারে তারে করছে ঈশ্বর ভাবনা।। ঈশ্বর--

সত্যজ্ঞানে মিথ্যাধ্যানে বৃথা জন্ম যায়
নব মতে মন্দপথে চলে মূর্খরায়
কিন্তু সুধা ভাণে বিষপানে কেহতো কভু বাঁচে না।।ঈশ্বর-

পুণ্ড্রকের মত মূর্খ মানে বাসুদেব
তত্ত্বদর্শীমতে সে যে জীবন্মৃত শব
যমদণ্ড করে চূর্ণ তাদৃশ মন্দ ধারণা।। ঈশ্বর--

জালিয়াতী ভেল্কীবাজী দৈত্য ধূর্ত্তগণ
নানামতে অজ্ঞজীবে করে বিড়ম্বন
সে যে তত্ত্বভোলা কলির চেলা আসল তত্ত্ব জানে না।ঈশ্বর-

স্বকল্পিত অবতার শাস্ত্রমতে নয়

জালনোট সম মূর্খে বঞ্চনা করয়
কোটি কোটি সমর্থনেও গাধা ঘোড়া হয়তো না।।ঈশ্বর-
তিলকে তাল করছে যারা তারা যাদুকর
সিদ্ধিগুণে হতে নারে নর যদুবর
তমোগুণে কামীজনে কৃষ্ণ মানে দুর্জ্জনা।। ঈশ্বর--
শাস্ত্রমতে শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণ অবতার
ছন্নরূপী ভক্তরূপী গৌর কলেবর
সপার্ষদে অবতীর্ণ মন্দ তারে চিনে না।। ঈশ্বর--
এদাস গোবিন্দ বলে শ্রেয়স্কামীজন
সর্ব্বভাবে ভজ গৌরহরির চরণ
এভজনে ধন্য হবে পূরবে মনস্কামনা।। ঈশ্বর--

---ঃ০ঃ০ঃ---

তত্ত্ব বিবেক

ভাবো নাস্তি ভাষা নাস্তি কথং পদাগমো ভবেৎ।
খাদ্যং নাস্তি ক্ষুধা নাস্তি কথং বলাগমো ভবেৎ।।
বিদ্যা নাস্তি বুদ্ধির্নাস্তি কথং ধনাগমো ভবেৎ।
ধর্ম্মো নাস্তি সত্যং নাস্তি সুখাগমো কথং ভবেৎ।।
শ্রদ্ধা নাস্তি ক্রিয়া নাস্তি কর্ম্মসিদ্ধিঃ কথং ভবেৎ।।
পতির্নাস্তি রতির্নাস্তি কথং পুত্রাগমো ভবেৎ।।
গুরুর্নাস্তি নতির্নাস্তি তত্ত্বজ্ঞানং কথং ভবেৎ।
কৃষ্ণো নাস্তি ভক্তির্নাস্তি কথং প্রেমোদয়ো ভবেৎ।।

যেখানে ভাব নাই ভাষা নাই সেখানে পদার্থের উক্তি কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে ? ভাব হইতেই ভাষার উদয়, ভাষার মাধ্যমেই প্রয়োজন পদার্থের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। কিন্তু ভাব ও ভাষা না থাকিলে মনোভাব ব্যক্ত হইতে পারে না। অতএব মনোভাব প্রকাশের জন্য শুদ্ধ ভাব ও ভাষার প্রয়োজন। যেখানে খাদ্য নাই ক্ষুধাও নাই সেখানে দৈহিক মানসিক তথা ঐন্দ্রিক বল কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে? উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধার নিবৃত্তি, মনের তুষ্টি ও দেহের পুষ্টি সাধিত হয় ইহা ভাগবতে মহাজনের উক্তি। কিন্তু যেখানে খাদ্য ও ক্ষুধা নাই সেখানে বল প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। কারণ বিনা কার্য্যোৎপত্তি হইতেই পারে না। অতএব বলার্থে উপযুক্ত খাদ্যযোগে ক্ষুধা নিবৃত্তি কর্ত্তব্য। পুনশ্চ যেখানে বিদ্যা নাই বুদ্ধি নাই সেখানে ধনাগম কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে? পারে না। নীতি শাস্ত্র মতে বিদ্যা হইতে বিনয়, তাহা হইতে সৎপাত্রতা, তাহা হইতে ধন প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কিন্তু বিদ্যা হইতে বুদ্ধির উদয়, বুদ্ধি হইতে ধনের উদয় ইহা ভাগবত সিদ্ধান্ত। অর্থং বুদ্ধিরসূয়ত। প্রাকৃত বিদ্যা হইতে প্রাকৃত ধন এবং অপ্রাকৃত বিদ্যা হইতে অপ্রাকৃত ধন লভ্য হয়। প্রাকৃত বিদ্যা হইতে প্রাকৃত বুদ্ধি জাগে তাহা ভোক্তা ও কর্ত্তা অভিমানকে পুষ্ট ও পক্ক করিয়া জীবকে সংসারে ডুবাইয়া দেয়। ইহা জীবের পক্ষে মহা বিড়ম্বনা মাত্র। পক্ষে অপ্রাকৃত বিদ্যা যাহাকে বলা যায় পরা বিদ্যা যার অপর নাম কৃষ্ণ ভক্তি, তাহা হইতে কৃষ্ণ দাস বুদ্ধির উদয়ে জীব সাধনক্রমে প্রেমধন লাভ করে। যাহা জীবের এক মাত্র প্রয়োজন। যে প্রয়োজন হইতেই সকল প্রকার প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব ধনার্থে বিদ্যা ও বুদ্ধির আবশ্যকতা অস্বীকার্য নহে।

মানুষ চাই সুখ শান্তি কিন্তু তাহার সাধন বা উপাদান কি? যেখানে ধর্ম্ম নাই সত্য নাই সেখানে সুখাগম কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে ? শাস্ত্র বলেন ধর্ম্ম হইতে অক্ষয় সুখোদয় হয়। ধর্ম্মঃ সুখায় ভূতয়ে। ধর্ম্মাভাবে সুখোদয় চির অসম্ভব। সত্য হইতে সুখ প্রাপ্তি হয় কারণ সত্যই সুখধাম। সত্যেন লভ্যতে সুখম্। মিথ্যা মায়া বঞ্চনা বহুলা অসুখধাম। অতএব সুখের জন্য সত্য ও ধর্ম্মকে আশ্রয় করা কর্ত্তব্য।

মানুষ চাই অভিলষিত কর্ম্ম সিদ্ধি কিন্তু তার সাধন ও উপাদান কি? যেখানে শ্রদ্ধা নাই ক্রিয়া নাই সেখানে কর্ম্মসিদ্ধি কি প্রকারে সংঘটিত হইতে পারে? শ্রদ্ধাই কর্ম্মাদিতে প্রবৃত্তির করণ। শ্রদ্ধা বিনা কোন ক্রিয়াতে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। আর ক্রিয়া বিনা কর্ম্মসিদ্ধি অর্থাৎ অভিলষিত ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। শ্রদ্ধাহীন ক্রিয়াহীন সুতরাং ফলহীন। অতএব অভিলষিত কর্ম্মফলোদয়ের জন্য শ্রদ্ধা ও যোগ্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য।

মানুষ চাই গৃহস্থজীবনে পুত্র সন্তান। কিন্তু তার সাধন বা উপাদান কি? যাহার পতি নাই রতিও নাই, তাহার পুত্র প্রাপ্তি কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে? পারে না। উপযুক্ত পতি ও রতি থাকিলেই পুত্র প্রাপ্তি সুগম হয়। আকাশে তো ফুল ফুটিতে পারে না? পাথরে তো বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না। ঘটের মাটি উপাদান, ঘট কারক কুম্ভকার, তার সহায় চক্রাদি। কিন্তু যদি মাটিই না থাকে, কুম্ভকার ও চক্রাদি না থাকে তবে ঘট প্রস্তুতি হইতেই পারে না। মাহেশ্বরী প্রজা সৃষ্টিতে দাম্পত্য বিলাসের আবশ্যকতা আছে। কিন্তু সেখানে দম্পতি যদি অকর্ম্মণ্য হয় তাহা হইলে তাহাদের পুত্রোৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। অতএব পুত্রার্থে যোগ্য দম্পতির প্রয়োজন। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা। (অকর্ম্মণ্য দম্পতি--বীর্যহীন পতি ও বন্ধানারী)।

মানুষ চাই তত্বজ্ঞান। যে তত্বজ্ঞান হইতে সে পাপ তাপ মুক্ত ও স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কিন্তু তার সাধন ও উপাদান কি? যেখানে যোগ্য গুরু নাই ও তাহাতে শরণাগতি নাই সেখানে তত্বজ্ঞান প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ বলেন তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্বদর্শিনঃ। তত্বদর্শী জ্ঞানী গুরুগণ শরণাগত প্রকৃত জিজ্ঞাসু ও শুশ্রুষু শিষ্যকেই তত্বজ্ঞান উপদেশ করেন। যে সে জ্ঞানী তত্বজ্ঞান দিতে পারেন না, পারেন কেবল তত্বদর্শী গুরু। তত্বদর্শীই প্রকৃত জ্ঞানী, তিনি বৈজ্ঞানিকও বটে। কারণ তিনি যথার্থ তত্বানুভূতি লাভ করিয়াছেন। তিনি অন্যের ন্যায় পরোক্ষজ্ঞানী অর্থাৎ আনুমানিক নহেন। যোগ্য অনুষ্ঠান ও অনুভূতি বর্জ্জিত জ্ঞানী তত্ব উপদেশে অযোগ্য। অনুষ্ঠান হইতেই অনুভূতির অভ্যুদয়। যিনি কেবল মুখে জ্ঞানী কার্য্যে অজ্ঞানী অর্থাৎ অন্যথাচারী তিনি তত্বজ্ঞানে অপ্রতিষ্ঠিত। অতএব তাহার উপদেষ্টৃত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। অপিচ যাহার শিষ্যত্ব নাই তাহার জ্ঞান লভ্য নহে। শিষ্যত্বের উপাদান তিনটি-- প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা। সেখানে প্রণিপাতের উদ্দেশ্য পরিপ্রশ্ন এবং পরিপ্রশ্নের উদ্দেশ্য সেবা। সেবাই শিষ্যের প্রাণ, পরিপ্রশ্ন মন ও প্রণিপাত দেহ স্বরূপ। তত্বজ্ঞানের উদয় করাইতে হইলে সেখানে পূর্ণ প্রণিপাত থাকা চাই। নমস্কার হইতেই আশীর্ব্বাদ এবং আশীর্ব্বাদ হইতেই বস্তু প্রকাশ রূপ তত্বজ্ঞানের প্রকাশ ও বিলাস সিদ্ধ হয়। কিন্তু যাহার শিষ্যত্ব নাই অর্থাৎ গুরুতে প্রপত্তিক্রমে তত্বজিজ্ঞাসাদি নাই তাহাতে তত্বজ্ঞানের সমাবেশ সিদ্ধ হইতে পারে না। যাহারা বিনা সাধনে সাধ্য পাইতে চায় তাহারা সুবিধাবাদী। যাহারা সাধক জীবন স্বীকার না করিয়াই সিদ্ধ হইতে চায় তাহারা মনোধর্ম্মী। তাহাদের সে কার্য সুদূর পরাহত জানিবেন। গুরু বিনা জ্ঞান হয় না আর শিষ্য বিনা জ্ঞান পায় না। তত্বদর্শী বিনা গুরুর গুরুত্ব চিটাধানের ন্যায় বঞ্চনাবহুল। আর প্রণিপাতাদিহীনের শিষ্যত্ব আকাশকুসুম তুল্য অথবা বন্ধানারী তুল্য। তাহাতে জ্ঞানাগম হইতেই পারে না। অতএব তত্বজ্ঞানের জন্য যোগ্য গুরুপদাশ্রয় এবং প্রকৃত শিষ্যত্ব অর্জ্জনের প্রয়োজন।

মানুষ চাই প্রেম প্রীতি ভালবাসা কিন্তু তার সাধন বা উপাদান কি? যেখানে কৃষ্ণ নাই, যেখানে ভক্তি নাই সেখানে প্রেম প্রাপ্তি কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে? জগতে শত সহস্র পশু প্রাণী আছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে একমাত্র গরুতেই গলকম্বলত্ব সিদ্ধ। অন্য প্রাণীতে এই লক্ষণ নাই অর্থাৎ গলকম্বলত্ব গরুর অনন্য সিদ্ধ লক্ষণ। তথা **সন্ত্যবতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ। কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি।।** থাকুক পদ্মনাভ ভগবানের হাজার হাজার মঙ্গলময় অবতার কিন্তু সেখানে কৃষ্ণ বিনা আর কে লতাকেও প্রেম দান করিতে পারেন? অতএব প্রেম প্রাপ্তির জন্য কৃষ্ণ সম্বন্ধের প্রয়োজন । কৃষ্ণ সম্বন্ধ বিনা অন্যের সম্বন্ধ থেকে প্রেম সিদ্ধির বাসনা করা মানে নীমগাছ থেকে আম প্রাপ্তির অভিলাষ করা, অগ্নি থেকে সুধা প্রাপ্তির আশা করা, কাটা গাছ থেকে মুক্তার অভিলাস করা, পুকুর থেকে পাঞ্চজন্য শঙ্খের আশা করা, নীল গাভীর নাভি থেকে কস্তুরী প্রাপ্তির কামনা করা। অর্থাৎ কৃষ্ণই প্রেমাবতারী, প্রেমপুরুষোত্তম। তাঁহার থেকেই প্রেম সিদ্ধ ও প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে, অন্য হইতে নহে।

জিজ্ঞাসু---বেশ বুঝিলাম কৃষ্ণই অনন্যসিদ্ধ প্রেমপুরষ কিন্তু সেই প্রেমের সাধন কি?

শাস্ত্রজ্ঞ--ভাগবতে বলেন, সেই প্রেমের একমাত্র সাধন শুদ্ধা কৃষ্ণভক্তি। কর্ম্ম জ্ঞান যোগ যাগ তপস্বাদি কিছুই সেই প্রেমের সাধন নহে ইহা কৃষ্ণের শ্রীমুখ বাণী। নিমি নবযোগীন্দ্র সংবাদেও তাহাই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রদুৎপুলকং তনুম্। ভগবান্ কপিলদেবও বলিয়াছেন যে, পুরুষোত্তমে নির্গুণা ব্যবধান রহিতা ভক্তিই পরমপদ প্রাপ্তির একমাত্র কারণ। সেখানে একটু জ্ঞাতব্য আছে তাহা হইল অহৈতুকী ভক্তি বিনা হেতু ভক্তিতে প্রেমোদয় হয় না।যথা চৈতন্যচরিতামৃতে শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমা উৎপন্ন। অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ।। অন্যবাঞ্ছা, অন্যপূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম। আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন। এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হৈতে প্রেমা হয় ইত্যাদি। পরন্তু হেতু ভক্তি প্রেমোদয়ের অন্তরায় স্বরূপ যথা ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়। সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন না হয়। ইহাতে আরও একটু বিচার্য্য আছে তাহা হইল, বিধি ভক্তিতে প্রেমোদয় হয় না। কেবল রাগানুগা ভক্তিক্রমেই শুদ্ধপ্রেমের উদয় হয়। কারণ বৈধি ভক্তি যতই শুদ্ধ হোউক না কেন তাহা হইতে কৃষ্ণপ্রাপ্তি ও প্রেমপ্রাপ্তি কখনই সুলভ নহে। এককথায় বলা যায় কৃষ্ণ কেবল প্রেমৈক লভ্য। শুদ্ধা ভক্তিই তার একমাত্র সাধন। মীরা কহে, বিনা প্রেমসে নহীঁ মিলে নন্দলাল।। অতএব স্পষ্ট জানা গেল প্রেমের উপাদান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাহার সাধন শুদ্ধভক্তি।

তজ্জন্য কৃষ্ণ বিনা ভক্তি বিনা প্রেম নাহি মিলে।

কৃষ্ণভক্তিযোগে প্রেম মিলে অবহেলে।।

উপসংহারে--

ভাব ভাষা বিনা নহে বক্তব্য প্রকাশ।
ক্ষুধা খাদ্য বিনা নহে বলের বিলাস।।
বিদ্যা বুদ্ধি বিনা নহে কভু ধন প্রাপ্তি।
ধর্ম্ম সত্য বিনা নহে সুখের পর্যাপ্তি।।
শ্রদ্ধা ক্রিয়া বিনা নহে কর্ম্মফলোদয়।
অকর্ম্মণ্য দম্পতিতে সন্তান না হয়।
গুরু শিষ্য বিনা নহে তত্ত্বজ্ঞানোদয়।
তথা কৃষ্ণভক্তি বিনা প্রেম নাহি হয়।।
প্রেম বিনা নরজন্ম সাফল্য বর্জ্জিত।
সাফল্য বর্জ্জিত জীব পশুতে গণিত।।
অতএব বুদ্ধিমান কৃষ্ণপ্রেম লাগি।
সাধু সঙ্গে ভক্তিপথে হবে অনুরাগী।।
১৩/৬/২০০৫ গোবিন্দ কুণ্ড

অদৃশ্য

এই পরিদৃশ্যমান জগতে সকলই দৃশ্য হইলেও সেখানে কিন্তু অদৃশ্যও আছে। একের দৃশ্য হইলেও অন্যের দৃশ্য নয় এমন দেশ কাল পাত্র অনেকই আছে। যাহা একের খাদ্য তাহা অন্যের অখাদ্য, যাহা একের ত্যাজ্য তাহা অন্যের গ্রাহ্য হইয়া থাকে। একের পক্ষে যাহা নিন্দনীয় অন্যের পক্ষে তাহাই প্রশংসনীয়। তবে দৃশ্যময় জগতে সকলই দৃশ্য না হইয়া তাহাদের মধ্য থেকে অদৃশ্য কি বা কেন অদৃশ্য ইহাই সাধু সমাজের জিজ্ঞাস্য বিষয়। শাস্ত্র এক কথায় উত্তর দিয়াছেন--(১)পূন্যবর্জ্জিত পাপীই অদৃশ্য। যথা পদ্মপুরাণে--মা দ্রাক্ষীত ক্ষীণপূন্যান্ পূন্যহীনকে দেখিও না। কেন পাপী অদৃশ্য ? দর্শনাদি ক্রমে পাপ পূন্যাদি সঞ্চারিত হয়। অতএব পাপীর দর্শনাদি পাপজনক বলিয়া পাপী অদৃশ্য।

(২)অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণই অদৃশ্য যথা পদ্ম পুরাণে বলেন-- চণ্ডালের ন্যায় অবৈষ্ণব বিপ্র অদৃশ্য। শ্বপাকমিব নেক্ষেত বিপ্রমবৈষ্ণবম্। কেবল মাত্র অদৃশ্যই নয় অসম্ভাষ্যও বটে। যথা চৈতন্য ভাগবতে--

ব্রাহ্মণ হইয়া যে বৈষ্ণব নাহি হয়।
তাহার সম্ভাষে সকল কীর্ত্তি যায়।।

(৩) পাষণ্ডীও অদৃশ্য অস্পৃশ্য এবং অসম্ভাষ্য। পাষণ্ডী কে ? ক---পাপবেশাশ্রয়ী, খ-- অবৈষ্ণব দ্বিজ, গ-- নারায়ণ সহ অন্য দেবতা ও নরাদির সাম্যজ্ঞানী সমন্বয়বাদী, ঘ-- ভগবানে মর্ত্তবুদ্ধি কারী মায়াবাদী, ঙ--বেদবিদ্বেষী প্রভৃতি পাষণ্ডীতে গণ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে বলিয়াছেন--

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দকার।
সেই দেহের কহ সত্ব গুণের বিকার।।
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেইতো পাষণ্ডী।
অদৃশ্য অস্পৃশ্য সেই হয় যম দণ্ডী।।

পাষণ্ড শব্দের নিরুক্তিগত অর্থ এই পাং ত্রয়ীং ষণ্ডয়তি খণ্ডয়তি যঃ স পাষণ্ডঃ অর্থাৎ যে ঋক্ যজু সাম এই ত্রিবেদ বিধানকে খণ্ডন করে, অন্যথা বা বিদ্বেষ করে সেই পাষণ্ড। বেদবিরোধী নিশ্চিতই পাপী বিচারে অদৃশ্য অসম্ভাষ্য।

নরে নারায়ণ জ্ঞান করে যেই জন।
নিশ্চিত পাষণ্ডী মধ্যে তাহার গনন।।
ঈশে মর্ত্তবুদ্ধিকারী মায়াবাদীগণ।
দুরন্ত পাষণ্ড সেই জ্ঞান পাপীজন।।
জৈন আদি উপধর্ম্মী পাষণ্ডে গনন।
সাধু বেশে পাপাচারী তার একজন।।

রহস্য এই, বিধর্ম্ম, পরধর্ম্ম, আভাস, উপমা ও ছল ইহারা অধর্ম্মের পাঁচটি শাখা। অতএব অধর্ম্মীগণ অদৃশ্যই বটে। বেদ বিরুদ্ধ ধর্ম্মই **বিধর্ম্ম**, প্রসিদ্ধ মহাজন ব্যতীত ইতর কথিত ধর্ম্মই **পরধর্ম্ম**, ধর্ম্মের ভানধারীই **আভাস**, প্রতিমা রহিত ধর্ম্মই **উপমা** নামক অধর্ম্ম এবং চাতুরী কপটতা বহুল ধর্ম্মই **ছল** নামক অধর্ম্ম।

(৪)বিষ্ণু বৈষ্ণব নিন্দুক পাপীতে গণ্য অতএব অদৃশ্য--

বৈষ্ণব নিন্দুক হয় পাষণ্ডী প্রধান। বিষ্ণু নিন্দুকের হয় নরকে পতন।।

শ্রীনিত্যানন্দ অদ্বৈত গদাধরাদির নিন্দুকও অদৃশ্য--

চৈতন্যনিন্দুক হয় অদৃশ্য সর্ব্বথা।
অদ্বৈতাদি নিন্দুকের এই মত কথা।।
গদাধর দেবের সংকল্প এইরূপ।
নিত্যানন্দ নিন্দুকের না দেখেন মুখ।। চৈঃ ভাঃ

(৫)ঈশ্বরত্বের অপলাপকারীও চৈতন্যের অদৃশ্য। কমলাকান্ত নামক জনৈক অদ্বৈত শিষ্য প্রতাপরুদ্ররাজ সকাশে অদ্বৈত প্রভুকে ঈশ্বরত্বে স্থাপন করতঃ তাঁহার কিছু ঋণ আছে বলিয়া তিন শত মুদ্রা যাচ্ঞা করেন। এই সংবাদ শুনিয়া মহাপ্রভু তাহাকে দ্বারমানা করেন। কারণ ঈশ্বরের ঋণীত্ব এবং ঋণীর ঈশ্বরত্ব অসিদ্ধ ব্যাপার। এই রূপ উক্তিকারী

অপলাপী অপসিদ্ধান্তী অতএব বিষ্ণু বৈষ্ণবের অদৃশ্য, অমান্য পাত্রমাত্র। (৬)শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচারে স্ত্রীসম্ভাষী বৈরাগীও অদৃশ্য---

প্রভু কহে বৈরাগী করে স্ত্রী সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারো মুঁই তাহার বদন।।

প্রভুর এই উক্তি হইতে সিদ্ধান্তিত হয় যে ব্যভিচারী নরনারী বিশেষতঃ স্ত্রীসঙ্গী ও প্রসঙ্গী সাধুও অদৃশ্য, অসম্ভাষ্য এবং অসঙ্গ্য। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও স্ত্রীসঙ্গী অসাধুতে গণ্য। তাহার সঙ্গাদি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। ইহাই চৈতন্যদেবের ভজনাদর্শ ও নৈতিকতা।

(৭)কৃষ্ণভক্তি হীনের মুখ অদর্শনীয় ইহা একটি চৈতন্যশিক্ষা। শ্রীবৃন্দাবন দাস বলেন-

যার মুখে ভক্তির মহত্ব নাহি কথা।
তার মুখ গৌরচন্দ্র না দেখে সর্ব্বথা।।চৈঃ ভাঃ

ভগবদ্ভক্তিহীন শবে গণ্য, শব অদৃশ্য অস্পৃশ্য। অতএব প্রভু সিদ্ধান্ত করিলেন ভক্তিহীনের মুখ দৃশ্য নহে। নীতিশাস্ত্র মতে বন্ধানারীর মুখ অদর্শনীয় তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তিহীনের মুখও দর্শন যোগ্য নহে। যেমন সুরা স্পৃষ্ট জল অপেয়, বিষয়ীর অন্ন অখাদ্য, শঠের বাক্য অবিশ্বাস্য, শত্রুর মৈত্র অগ্রাহ্য, অবৈষ্ণবের গুরুত্ব অপ্রামাণ্য তথা ভক্তিহীনের মুখ দর্শনাদিও অকর্ত্তব্য। ভক্তকবি গাহিয়াছেন--

যার কাছে ভাই হরি কথা নাই
তার কাছে তুমি যেও না।
যার মুখ হেরি ভূলে যাবে হরি
তার মুখ পানে তুমি চেও না।

অতএব সিদ্ধান্ত হয় ভক্তিহীন সর্ব্বতোভাবেই অধন্য অবরেণ্য এবং ব্রহ্মণ্য বর্জ্জিত।

দুর্লভ নরজীবনে যেবা ভক্তিহীন।
কুশল মঙ্গল তার নহে কদাচন।
ভগবদ্ভক্তিহীন নর পশুতুল্য।
কাণাকড়ি সম তার কিছু নাহি মূল্য।।
থাকিলেও আভিজাত্য কুল ধন জন।
ভক্তিহীন নর নহে সভ্যতে গনন।।
শব যথা অদৃশ্য অস্পৃশ্য সর্ব্বথায়।
অভক্ত অদৃশ্য তথা বলে গৌর রায়।।
নারী হয়ে বন্ধা হলে বিফল জীবন।
ভক্তিহীন নরজন্ম বিফলে গনন।।
সুন্দর বদন ব্যর্থ অন্ধতা কারণে।
অধন্য মানব জন্ম কৃষ্ণভক্তি বিনে।।
সুগন্ধ কুসুম বিনে বন ধন্য নয়।
সঙ্গীতবিহনে নাট্য সুদৃশ্য না হয়।।
মণি বিনা ফণী শির শোভা নাহি পায়।
ভক্তিবিনা নরজন্ম বিফলেতে যায়।।
পদচ্যুত হলে নর মান্য নাহি রয়।
ভক্তিচ্যুত হলে তথা গর্হ্য সর্ব্বথায়।।
দৃষ্টিশূন্য নেত্র যথা লোক বিড়ম্বন।
ভক্তিশূন্য প্রাণ তথা শব বিভূষণ।।
ত্যাগ বিদ্যা জপ তপ সাধন ভজন।
ভক্তিহীন হলে সব হয় অকারণ।।
প্রীতিহীন নীতি আর সৃতিহীন গতি।
ভক্তিহীন কৃতি তথা অধন্যসঙ্গতি।।
সতী ধন্য হয় পূন্য পতি সম্মেলনে।
জীবন সফল হয় কৃষ্ণভক্তিধনে ।।
অধম উত্তম হয় সাধু সঙ্গ গুণে।
জঘন্য বরেণ্য হয় কৃষ্ণভক্তিসনে।।
জীবন জীবন নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে।
কুশল কুশল নহে কেশব বিহনে।।
অমৃত অমৃত নহে ভক্তি রস বিনে।
ধরম ধরম নহে ভক্তিশূন্যগুণে।।
সাধু সাধু নয় যদি ভক্তিহীন হয়।
ত্যাগী ত্যাগী নয় যদি ভক্তিকে ত্যাগয়।।
মুক্ত মুক্ত নহে যেবা ভক্তিসিদ্ধ নয়।
সিদ্ধ সিদ্ধ নহে যদি ভক্তিশূন্য হয়।।
দৃশ্য মান্য গণ্য ধন্য বরেণ্য সেজন।
সবে মাত্র কৃষ্ণ ভক্তি যাহার জীবন।।
সোহাগা সংযোগে স্বর্ণ হইত উজ্জ্বল।
কৃষ্ণভক্তিযোগে নর জীবন সফল।।
গৌরহরি বলে কৃষ্ণভক্তি আছে যার।
সর্ব্বভাবে ধন্য সেই মান্য সবাকার।।
পূজ্যতা জন্মায় মাত্র ভক্তিরসায়ন।
সিদ্ধি মুক্তি করে তার আজ্ঞার পালন।।
রতিহীন সতী আর ফলহীন তরু।
জলহীন কূপ আর জ্ঞানহীন গুরু।।
সত্যহীনধর্ম্ম আর বিদ্যাহীন নর।
শিরহীন দেহ, দুগ্ধহীন গাভী আর।।
চন্দ্রহীন নিশা যথা বৃথা দুঃখকর।

ভক্তিহীন নর তথা বৃথা প্রাণধর।।
অদৃশ্য সুদৃশ্য হয় কৃষ্ণ ভক্তি বলে।
সুদৃশ্য অদৃশ্য হয় কৃষ্ণ ভক্তি গেলে।।
অতএব গৌর দৃশ্য যদি হতে চাও।
সর্ব্বভাবে কৃষ্ণ ভক্তিরসে মজে রও।।

----ঃ○ঃ○ঃ○ঃ----

হতদের পরিচয়

সকল প্রাণীই সুখ প্রাপ্তির জন্য যথাসাধ্য ধর্ম্মকর্ম্মাদি করিয়া থাকে। দুঃখ ফলে কাহারও সামান্যতমও রুচি নাই। বিপদাপদ দুঃখদুর্দ্দশার জন্য কোহই কোন প্রকার ধর্ম্মকর্ম্মাদি করে না। তবে মৎসরীগণ সম্ভবতঃ পরের দুঃখাদির জন্যই সচেষ্ট থাকে। অপরের দুঃখ মন্দ দানই তাহার সুখ বিষয় বলিয়া সে সেই কর্ম্মাদিতে তৎপর থাকে। তবে কার্য্যতঃ কেহই দুঃখাদি পচ্ছন্দ না করিলেও স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে তাহা ভোগের বিষয় হয়। তজ্জন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কৃত ধর্ম্মকর্ম্মাদির ফলাফল বিচার করেন। নিষ্ফল ধর্ম্মকর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে শ্রেযস্কামীর প্রবৃত্তি হয় না। একই ধর্ম্ম অধিকারী পক্ষে সফল পরন্তু অনধিকারী পক্ষে নিষ্ফল হয়। নৈষ্টিক যে ফলে সার্থক, অনৈষ্টিক সেই ফলে বঞ্চিত। বেদপাঠহেতু সার্থক হইলেও বিপ্র অবৈষ্ণব হইলে হত হয়, অর্থাৎ সেই বেদপাঠ নিষ্ফল হয়। কারণ বেদাদি পাঠের উদ্দেশ্য বৈষ্ণবতা অর্জ্জন। তাহা না হইলে বেদাদি পাঠ নিষ্ফল। যথা নারিকেল ক্রয়ের উদ্দেশ্য স্বাদু জল ও শাষ প্রাপ্তি। তাহা না হইলে নারিকেল ক্রয়ই নিষ্ফল। যজ্ঞ দক্ষিণা বিনা পূর্ণ হয় না। অতএব দক্ষিণাহীন শ্রাদ্ধযজ্ঞ নিষ্ফল। ব্রহ্মণ্য ক্ষত্রিয়ের বিশেষ গুণ। ক্ষতাত্রায়তে ইতি ক্ষত্রিয়ঃ। ব্রাহ্মণকে রক্ষা কারণেই ক্ষত্রিয় সংজ্ঞা। সেখানে ব্রহ্মণ্য বর্জ্জিত হইলেই ক্ষত্রিয় হত হয়। আচারঃকুলমাখ্যাতি। আচার দ্বারাই কুলের পরিচয় প্রশস্ত হয়। কিন্তু যেকুলে আচারের অভাব সেই কুল হতে গণ্য। বিপ্রকুলে বিপ্রাচার না থাকিলে ঐ কুল প্রাণহীনবৎ হত হয়।

অবৈষ্ণবো হতো বিপ্রো হতং শ্রাদ্ধমদক্ষিণম্।
অব্রহ্মণ্যং হতং ক্ষত্রমনাচারং কুলং হতম্।
দুর্ভগা চ হতা নারী ব্রহ্মচারী তথা হতঃ।
অদীপ্তাগ্নির্হতো হোমো হতা ভূক্তি রসাক্ষিকা।।

সুভগা নারী সফলজীবনী পক্ষে দুর্ভগা নারী তাহাতে বঞ্চিত তজ্জন্যই বলিলেন দুর্ভগা নারী হতা। সুকর্ম্মা ব্রহ্মচারী সার্থক পক্ষে দুস্কর্ম্মার ব্রহ্মচর্য্য নিষ্ফলই হইয়া থাকে। দীপ্ত অগ্নিতে আহুতি দান সার্থক পক্ষে অদীপ্ত অর্থাৎ অজ্বলন্ত অগ্নিতে হোম কার্য্য নিষ্ফল। সাক্ষীভোগ সার্থক পরন্তু অসাক্ষাতে ভোগ নিরর্থক তাহা চৌর্য্যবৎ নিন্দনীয়। সদম্ভশ্চ হতো ধর্ম্মঃ ক্রোধেনৈব হতং তপঃ।

অদৃঢ়ঞ্চ হতং জ্ঞানং প্রমাদেন গতং শ্রুতম্।।

দম্ভ অধর্ম্মের বংশধর। তাহার দ্বারা ধর্ম্ম দূষিত হয় ও নষ্ট হয়। ক্রোধও অধর্ম্মের বংশধর। তাহা তপ বিরোধী ক্রোধ তপস্বাকে নষ্ট করে, যেমন ক্রোধের ফলে দুর্ব্বাশার তপস্বা নষ্ট হয়, জ্ঞান সফল হইলেও অদৃঢ় জ্ঞান নিষ্ফল। দৃঢ়তার অভাবে জ্ঞান নষ্ট হয়। স্তম্ভ ছাদকে ধরিয়া রাখে কিন্তু স্তম্ভ যদি দৃঢ় না হয় দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে সে ভারী ছাদকে ধরিয়া রাখিতে না পারিয়া পড়িয়া যায় তদ্রূপ অদৃঢ়জ্ঞান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যথার্থ কার্য্যকরী হয় না। অভ্যাসযোগে পাণ্ডিত্য উজ্বল হয় পরন্তু অনভ্যাস হেতু প্রমাদ বশে তাহা নষ্ট হয়। দিন দিন উপেক্ষিত বিদ্যা অন্তর হইতে অন্তর্ধান করে।

উপজীব্যা হতা কন্যা স্বার্থে পাকক্রিয়া হতা।
শুদ্রভিক্ষা হতো যাগঃ কৃপণস্য হতং ধনম্।

যে কন্যা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা হয় সেই কন্যায় চরিত্রদোষ লাগে । অর্থলোভে সে চরিত্রহীন হইয়া পড়ে সুতরাং সে হত হয়। স্বার্থবশে পাকক্রিয়া নিষ্ফল। কারণ তাহা দেবাদির উদ্দেশ্যহীন। গীতায় ভগবান্ বলেন, যাহারা নিজের জন্য পাক করে তাহারা পাপই ভোজন করেন। ভুঞ্জ্যতে তু ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ। অতএব তাহাদের পাককার্য্য নিশ্চিতই নিষ্ফল। যাগে শুদ্রান্ন নিষিদ্ধ। কারণ শুদ্রান্ন অপবিত্র অতএব দেব ও ভূদেবদের অখাদ্য। সুতরাং যে যাগ শুদ্রান্ন দ্বারা নিষ্পন্ন তাহা নিষ্ফল। দান দ্বারা দ্রব্য শুদ্ধ হয় কিন্তু কৃপণ দান ধর্ম্ম বিমুখ বলিয়া তাহার ধন নিষ্ফল। ধন দান যোগেই সুফল প্রদান করে। দানহীন ধন নিষ্ফল।

অনভ্যাসহতা বিদ্যা হতো রাজবিরোধকৃৎ।
জীবনার্থং হতং তীর্থং জীবনার্থং হতং ব্রতম্।।

বিদ্যা অভ্যাস যোগেই উজ্জ্বল থাকে আর অনভ্যাসযোগে নষ্ট হয়। রাজা শক্তিমান্। তাঁহার সঙ্গে বিরোধকারী কখনই সফলকাম হইতে পারে না। বরং রাজ বিরোধে দণ্ডনীয় হইয়া থাকে। কাজেই রাজ বিরোধ নিষ্ফল।

তীর্থে বাস ও তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্য পবিত্র হওয়া, পবিত্র জীবন যাপন করা। পক্ষে জীবিকার জন্য তীর্থবাস বা যাত্রা

অসিদ্ধিপ্রদ ও অপরাধমূলক বলিয়া যথার্থফল বর্জ্জিত। ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ বলেন, তীর্থযাত্রার সৎফল সাধু সঙ্গ ও ভগবানে ভক্তিলাভ। সাধুসঙ্গ ও ভক্তি লাভের পরিবর্ত্তে জীবিকার্থে তীর্থাযাত্রা নিশ্চিতই নিষ্ফল। তীর্থজীবী বা তীর্থভোগীগণ পাপীতে গণ্য। তাহাদের তীর্থযাত্রা সফল নহে। আরাধ্যের বর প্রসাদ প্রাপ্তিই ব্রতের উদ্দেশ্য। সেখানে জীবিকার্থে ব্রতাচার বৈড়ালব্রতে গণ্য। বৈড়ালব্রতীগণ যথার্থ ফলে বঞ্চিত। তদ্রূপ বকধার্ম্মিকের ধার্ম্মিকতাও নিষ্ফল। কারণ তাহা মিথ্যাচার, ধর্ম্মধ্বজীতে মান্য। ধর্ম্মধ্বজীতা যথার্থ ধর্ম্মফল দানে অপারগ।

অসত্যা চ হতা বাণী তথা পৈশুন্যবাদিনী।
সন্দিগ্ধোঽপি হতো মন্ত্রো ব্যগ্রচিত্তো হতো জপঃ।।

সত্য ও হিতবাণীই সফল পরন্তু অসত্য ও নিষ্ঠুর বাণী নিষ্ফল। সত্যং জয়তে নানৃতং। সত্যেরই জয় হয় মিথ্যার জয় হয় না। অন্যের ক্লেশকরী বাণী যথার্থফল দানে বিমুখ। সন্দেহযুক্ত মন্ত্র নিষ্ফল। বিশ্বাসের অভাবে শ্রদ্ধার অভাবে সন্দেহ রাজত্ব করে। মন্ত্রে সন্দেহ থাকিলে তাহার জপাদি কখনই সিদ্ধিপ্রদ নহে বলিয়া সন্দিগ্ধমন্ত্র জপ নিষ্ফল। স্থিরচিত্তেই জপসিদ্ধিপ্রদ পরন্তু অস্থির চিত্তে জপ সিদ্ধি দানে অক্ষম তজ্জন্য তাদৃশ জপ নিষ্ফল।

হতমশ্রোত্রিয়ং দানং হতো লোকশ্চ নাস্তিকঃ।
অশ্রদ্ধয়া হতং সর্ব্বং যৎকৃতং পারলৌকিকম্।।

শাস্ত্রে শ্রোত্রিয়ে দানই সফল প্রশস্ত আর অশ্রোত্রিয়ে দান নিষ্ফল। কারণ অশ্রোত্রিয় দান গ্রহণে অনধিকারী, অশ্রোত্রিয় দানের অসৎপাত্র। অসৎপাত্রে দান তজ্জন্য নিষ্ফল। ঈশ্বরবিশ্বাসী আস্তিক এবং নিরীশ্বরবাদী নাস্থিক। আস্তিক সফলজন্মা আর নাস্তিক বিফলজন্মা পাপজন্মা।

পাপে মলিনচিত্তদের ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকে না বা হয় না। নাস্তিক্য পাপে গণ্য বিধায় নাস্তিক্য মহাপাতক লক্ষণে লক্ষিত। শ্রদ্ধাকৃত দানাদি সকলই সফল পক্ষে অশ্রদ্ধাকৃত দানাদি তথা পারলৌকিক কৃত্যাদি সকলই নিষ্ফল। অশ্রদ্ধাদানাদি তামসে গণ্য। তামসশ্রদ্ধা নিষ্ফল।

ইহলোকো হতো নৃণাং দারিদ্রেণ তথা নৃপ।
মনুষ্যানাং তথা জন্ম কৃষ্ণভক্তিং বিনা হতম্।।

দরিদ্রের ইহলোক হত অর্থাৎ নিষ্ফল। কারণ দারিদ্র নিবন্ধন অতিথি অভ্যাগত সমাদরে সে অক্ষম। দরিদ্র দান ধর্ম্মে বঞ্চিত। দরিদ্র অর্থাভাবে বিদ্যাদি অর্জ্জনেও অক্ষম থাকে। দারিদ্রহেতু জীব অন্নচিন্তাফলে ভগবৎচিন্তায় বিরত থাকে। এইসব কারণেই দরিদ্রের ইহলোক নিষ্ফল। তবে দরিদ্রের প্রকৃত সংজ্ঞা জানা উচিত। কেবল অর্থাভাবীই দরিদ্র নহে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, যস্ত্বসন্তুষ্টো দরিদ্র এব সঃ। যিনি যথা লাভে অসন্তুষ্ট তিনিই দরিদ্র। অতএব যিনি কেবল চাহিদার বশে তিনি সৎকর্ম্মবিমুখ বলিয়াই হত। হে রাজন্! সর্ব্বোপরি কৃষ্ণভক্তি বিনা সর্ব্বস্তরের মানুষের জন্ম বৃথা। কৃষ্ণদাস জীবের পক্ষে কৃষ্ণের দাসত্ব বিনা অন্যকৃত্য নিষ্ফল। যথা বিদ্যার্থীর পক্ষে অপাঠ্য পাঠ নিষ্ফল যথা সতীর পক্ষে পতি বিনা অন্য পুরুষের রতি নিষ্ফল অর্থাৎ স্বর্গগতির প্রতিবন্ধক মাত্র। পরমার্থপক্ষে বৈষ্ণবজীবন বিনা শৈবশাক্ত্যাদি জীবন নিষ্ফল। কৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদ বিনা ইন্দ্রিয়গুলি নিষ্ফল। কৃষ্ণদাসজীবের পক্ষে অন্যব্রতাদিকরণ নিষ্ফল। অবৈষ্ণবীয় আচার বিচার ব্যবহার শ্রদ্ধাদি মূলতঃ নিষ্ফল। অবৈষ্ণবীয় খাদ্যাদি নিষ্ফল। অবৈষ্ণবীয়দেশে বাসও নিষ্ফল। অবৈষ্ণবীয় সাধনাদি বঞ্চনাবহুল অতএব নিষ্ফল। অবৈষ্ণবীয় জ্ঞানকর্ম্মাদি অজাগলস্তনলবৎ নিষ্ফল। কারণ তাহাতে সত্য সিদ্ধি ফল থাকে না। অবৈষ্ণবীয় বিদ্যা মরীচিকার ন্যায় ভ্রমমোহ কারিণী হওয়াই বঞ্চনা বহুলা। অবৈষ্ণবধর্ম্মে নাই বাস্তবতা ও যথার্থ সিদ্ধি। অবৈষ্ণব ধর্ম্মগুলি তত্ত্বভ্রম হইতে জাত হইয়া নূন্যাধিক পাষণ্ড্যবাদে দূষিত ও ভূষিত অতএব নিষ্ফল। অবৈষ্ণবসঙ্গও সেবাদি যাথার্থ্য বর্জ্জিত বলিয়া নিষ্ফল, শ্রমসার এবং ভ্রমজনক। অবৈষ্ণবীয় নীতি রীতি ও প্রীতি প্রভৃতি যথার্থ উদ্দেশ্যহীন বলিয়া নিষ্ফল। অবৈষ্ণব বর্ণাশ্রমীগণও ব্যর্থজন্মা। চারবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতেও তবে রৌরবে পড়ি মজে।। অবৈষ্ণবীয় উপাসনাদি পরিণামে যন্ত্রণার জাল বিস্তার করতঃ মানুষকে মৃত্যুপথের পথিক করে। অবৈষ্ণবীয় সাধনা আরাধনা বা উপাসনাদি অমৃতত্ব দানে চির অপারগ। অবৈষ্ণবীয় মার্গে বাস্তব শান্তি স্বর্গ সুদুর্ল্লভ। বৈষ্ণবীনিষ্ঠাই প্রকৃত নিষ্ঠা তদ্ব্যতীত অবৈষ্ণবীনিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠাতুল্য, নিতান্ত অশুচিজননী। অবৈষ্ণবীয় অহংমমতা নিতান্ত নিষ্ফল। তাহা সুধাভানে বিষপানতুল্য অনর্থকরী। স্বাস্থ্যকামীর পক্ষে দুগ্ধপানের পরিবর্ত্তে ধূমপান যেমন নিষ্ফল তদ্রূপ প্রেমকামী বৈষ্ণবের পক্ষে কৃষ্ণের সংসারের পরিবর্ত্তে মায়ার সংসার করা নিষ্ফল মাত্র। যেমন প্রীতিহারা নীতি নিষ্ফল, সৃতি ছাড়া গতি বিফল, ফলহীন বৃক্ষ সেবা নিষ্ফল, দুগ্ধহীন গাভীসেবা নিষ্ফল। জলহীন কূপসেবা নিষ্ফল, কৃষ্ণভক্তিহীন শাস্ত্রপাঠ নিষ্ফল তদ্রূপ অবৈষ্ণবকৃত্যাদি সকলই নিষ্ফল।

অবৈষ্ণবজনসঙ্গ অনর্থকারণ।

তাতে নাহি লভে জীব নিজ প্রয়োজন।।
যথার্থ সাধন বিনা সাধ্যসুদুর্ঘট।
যথার্থ বর্জ্জিত যথা নটরাজপাট।।

--ঃ০ঃ০ঃ০ঃ--

শ্রীগুরুপাদপদ্মের বৈশিষ্ট্য

নমঃ কৃষ্ণস্বরূপায় তদ্রূপবৈভবায় চ।
তৎপ্রকাশবিলাসায় গুরবে প্রভবে নমঃ।।

দিব্যজ্ঞান প্রদানে শিষ্যের অজ্ঞান জাত সন্তাপাদি সংহারীই গুরু বাচ্য। তিনি তৎকার্য্যের জন্য দেব সংজ্ঞা প্রাপ্ত। গুরুদেব সকল প্রকার বৈশিষ্ট্য মালায় সমলঙ্কৃত। বিশেষ ভাব বৈশিষ্ট্য। বিশেষ ভাব বিলক্ষণভাব অতএব অনন্যসাধারণ।

শ্রীগুরুপূজার বৈশিষ্ট্য

গুরুদেবই অগ্র পূজ্য। যদিও জগতে বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠপূজ্য তথাপি গুরুপূজা ব্যতীত তাঁহার পূজাধিকার লভ্য নহে বলিয়াই গুরু অগ্রপূজ্য। তাঁহার এই অগ্রপূজ্যত্ব স্বয়ং ভগবান্ কথিত। যথা আদৌ তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্। তজ্জন্য শ্রেষ্ঠপূজ্যের পূজার মঙ্গলাচরণ স্বরূপে গুরুপূজার অগ্রিমত্ব ও প্রাধান্য শ্রুতি শাস্ত্র সম্মত। ভগবান্ বলেন, অগ্রে গুরুকে পূজা করিয়া পরে আমার পূজা করিবে। তাহা হইলে সিদ্ধি লভ্য হয় অন্যথা পূজা নিষ্ফল হয় তথা সিদ্ধিও দুর্ল্লভ হয়।

গুরুকৃপার বৈশিষ্ট্য

শ্রীভগবৎকৃপাঘনমূর্ত্তিই শ্রীগুরুদেব। গুরুর মাধ্যমেই কৃষ্ণকৃপা শরণাগতে সঞ্চারিত হয়। যথা- কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামী রূপে শিখায় আপনে।।গুরুদেব কৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহ। তস্মিংস্তজ্জনে ভেদাভাবাৎ। তাঁহার এই অভিন্নতা তদীয় অন্তরঙ্গ বিচারেই প্রতিষ্ঠিত। তজ্জন্য তিনি কৃষ্ণের প্রেষ্ঠরূপে প্রসিদ্ধ। তিনি সম্বিদ্ঘনমূর্ত্তি। ভক্তিশক্তিমান্, প্রয়োজন সম্পাদক সূত্রে জগদ্বন্ধু। তাঁহার সৌহার্দ্দ্যের শতাংশের একাংশের সহিত অন্যের সৌহার্দ্দ্যের তুলনা হয় না। তিনি নিরুপাধিক বদান্য পুরুষাগ্রগণ্য। তিনি নানা মূর্ত্তিতে শ্রদ্ধালুদের সদ্ধর্ম্ম সাধক। তিনি বর্ত্মদেশিক রূপে ধর্ম্মের দিক্ প্রদর্শক, চৈত্য গুরুরূপে তৎপ্রাপ্তির সাধন বুদ্ধির প্রেরক ও প্রবর্ত্তক। দীক্ষাগুরুরূপে ইষ্টমন্ত্র প্রদায়ক এবং শিক্ষাগুরুরূপে ভজনরহস্য সংজ্ঞাপক। প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষী, তোষামোদকারী, প্রতিষ্ঠাকামীদের কৃপা হৈতুকী, প্রেয়ঃসম্পাদিকা। তাহাতে প্রচ্ছন্নরূপে সক্রিয় কাপট্য ও হিংসা। তাহা জীবের আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ সম্পাদনে সম্পূর্ণ অক্ষম। তাদৃশ ভ্রান্তদর্শীদের কৃপা বিষকুম্ভং পয়ো মুখং স্বরূপ। কারণ জীব যে রোগে কাতর তাহাকে সেই রোগের ইন্ধন যোগান কখনই কৃপা লক্ষণ হইতে পারে না। পরন্তু তত্ত্বদর্শী গুরুর কৃপা জীবের আত্যন্তিক শ্রেয়ঃসাধিকা। তাহা কাপট্য, কৌটিল্য, কার্পণ্য, কাঠিন্যাদি শূন্য এবং পরম কারুণ্যাদি পূর্ণ। গুরুকৃপা শিষ্যের ভক্তি বিজ্ঞান বিরক্তি দানে মুক্তহস্ত। গুরুকৃপাবানই একমাত্র সাধন ভজনে ও সিদ্ধি সংগ্রহে পরম সমর্থ। গুরুকৃপা পতিতকে পাবন, অধমকে সর্ব্বোত্তম, অজ্ঞকে প্রাজ্ঞ্য, অন্ধকে চক্ষুষ্মান, অধার্ম্মিককে পরম ধার্ম্মিক করে। এমন কি লঘুকেও গুরুত্ব দানে গুরুকৃপার সৌজন্য সর্ব্বোপরি বিরাজমান্। গুরুকৃপা মহারাজ্ঞীর প্রজাসূত্রে সকল সদ্গুণাবলী সঞ্জীবিত। গুরুকৃপাই কৃষ্ণকৃপার অভিভাবকসূত্রে শিষ্যধর্ম্মের চৈতন্য সম্পাদক। অতএব গুরুকৃপা অশেষগুণে বিশেষরূপে বিভূষিত।

শ্রীগুরুভক্তের বৈশিষ্ট্য

গুরুভক্তই কৃষ্ণভক্ততম। কৃষ্ণ বলেন, যাঁহারা আমার সাক্ষাৎ ভক্ত তাঁহারা আমার প্রকৃত ভক্ত নহে পরন্তু যাঁহারা আমার ভক্তের ভক্ত, তাঁহারাই আমার ভক্ততম জানিবে।

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ।।

গুরুভক্ত বিনাশহীন, গুরুদাসের পতন নাই। গুরুভক্ত পরম ধার্ম্মিক, গুরুভক্ত অকুতোভয়। কারণ তিনি অভয়পদে শরণাগত। গুরুভক্তি সুধানিধিতে সন্তরণশীলদের সৌজন্য, সৌহার্দ্দ্য, সাদ্গুণ্যাদির অভাব নাই। তাঁহারা গুরুভক্তি নিষ্ঠায় পরমার্থের পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত হন। প্রকৃত গুরুভক্ত তত্ত্বদর্শী। তিনি ভ্রান্তদর্শীদের পথপ্রদর্শন গৌরব মণ্ডিত। গুরুভক্তই বৈকুণ্ঠপথের পথিক, গুরুভক্ত কৃষ্ণপ্রেম পুরুষার্থের উত্তরাধিকারী। গুরুভক্ত কুলোদ্ধারক, জগদ্বিভূষণ। অতএব গুরুভক্তের তুলনা হয় না। গুরুভক্ত বিলক্ষণ ধর্ম্মগুণধাম।

শ্রীগুরুভক্তির বৈশিষ্ট্য

গুরুভক্তিই শিষ্যের সর্ব্বস্ব স্বরূপ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, গুরুসেবায় আমি যেরূপ সন্তুষ্ট হই ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ্য ও সন্ন্যাস দ্বারা তদ্রূপ সন্তুষ্ট হই না।

নাহমিজ্যা প্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন চ।
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা।।

গুরুসেবাই শিষ্যের সদ্ধর্ম্ম। গুরুভক্তিহীন কখনই ধার্ম্মিক হইতে পারে না। গুরুভক্তিহীন শ্রেয়ঃপথে বঞ্চিত, আত্মঘাতী, পশুতুল্য, নরাধম ও নারকী। গুরুসেবা অপেক্ষা পরম পবিত্র ধর্ম্ম আর নাই তাহা সর্ব্বোত্তমতা প্রাপ্ত। গুরুশুশ্রূষণং নাম ধর্ম্ম সর্ব্বোত্তমোত্তমম্।

তস্মাৎ পরতরং ধর্ম্ম পবিত্রং নৈব বিদ্যতে।।

পৃথক্ পৃথক্ উপায়ে কামক্রোধাদি জয়ের সম্ভাবনা থাকিলেও গুরুভক্তি দ্বারা পুরুষ অনায়াসে সে সকল জয় করিতে পারেন।

কামক্রোধাদিকং যদ্ যদাত্মনোঽনিষ্টকারণম্।
এতৎসর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ।।

গুরুভক্তি সিদ্ধি হইতেও গরীয়সী। অতএব গুরুভক্তির সাম্য জগতে বিরল।

শ্রীগুরুপ্রসাদের বৈশিষ্ট্য

ইহ জগতে গুরুপ্রসাদই সর্ব্বসিদ্ধিকর। প্রসন্নে তু গুরৌ সর্ব্বসিদ্ধিরুক্তা মনীষিভিঃ। অর্থাৎ মনীষীগণ বলেন, গুরু প্রসন্ন হইলে সর্ব্ব সিদ্ধি লভ্য হয়। গুরু প্রসন্ন হইলে ভগবান্ স্বয়ংই প্রসন্ন হন। গুরৌ প্রসন্নে প্রসীদতি ভগবান্ হরিঃ স্বয়ম্। যাঁহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যায় কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাঁহা হৈতে।। শ্রীল বিশ্বনাথ ঠাকুর গুর্ব্বষ্টকে বলেন,

যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।

যাঁহার প্রসাদ হইতে ভগবৎপ্রসাদ লভ্য হয়। যিনি অপ্রসন্ন হইলে অন্য কোথাও হইতে কোন গতি থাকে না, ত্রিসন্ধ্যা সেই গুরুদেবের ধ্যান ও যশের স্তব করিতে করিতে তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করি।। ইহাতে গুরুপ্রসাদের কৈবল্য ও প্রাধান্য নিশ্চিত হইল।

শ্রীগুরুতত্ত্ববৈশিষ্ট্য

তত্ত্ব বিচারে গুরুদেব পরব্রহ্ম স্বরূপ। তিনি পরমধন, পরমধাম, পরমাশ্রয়, পরাবিদ্যা ও পরাগতি স্বরূপ।

গুরুরেব পরো ব্রহ্ম গুরুরেব পরং ধনম্।
গুরুরেব পরঃ কামো গুরুরেব পরায়ণম্।।
গুরুরেব পরাবিদ্যা গুরুরেব পরাগতিঃ।।

গুরু তত্ত্বতঃ কৃষ্ণস্বরূপবান্। কারণ চৈতন্যচরিতে সিদ্ধান্ত-

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভাগ্যবানে।

জ্ঞানের সাধন শাস্ত্র। শাস্ত্র গুরুমুখে বিদ্যমান্। অতএব ভগবৎপ্রাপ্তি সর্ব্বদায় গুর্ব্বাধীন। গুরু কৃষ্ণ সম্বন্ধ ভক্তি ও প্রীতি তত্ত্ব প্রকাশে ব্রহ্মা স্বরূপ, অনর্থবিনাশে শিব স্বরূপ এবং ভক্ত পরিপালনে বিষ্ণুস্বরূপ। তিনি পরব্রহ্মবৎ নমস্য।

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুদেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মাৎ সম্পূজয়েৎ সদা।।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন, গুরুকে আমার স্বরূপ জানিবে। কখনও তাঁহাকে মর্ত্ত্যজ্ঞানে অবজ্ঞা ও অসূয়া করিবে না।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ।।

তিনি আরও বলেন, মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসিতং মদাত্মকম্। পরমার্থ লাভের জন্য শান্ত, আমার স্বরূপ বিষয়ে অভিজ্ঞ ও আমার স্বরূপভূত গুরুকে উপাসনা করিবে। এখানে গুরু ভগবদভিন্নরূপেই সিদ্ধান্তিত।

উপনিষৎ বলেন, তদ্বিজ্ঞানার্থং গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্। ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞান লাভের জন্য সমিধপাণি শিষ্য বেদাদি শাস্ত্রে বিশারদ এবং পরমেশ্বরে নিষ্ঠাবান্ গুরুর নিকট গমন করিবেন। এখানে গুরুত্ব পরমেশ্বরের ভক্তিনিষ্ঠত্বরূপেই প্রকাশিত।

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।

বেদাদি সমস্তশাস্ত্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ হরি রূপেই কীর্ত্তন করেন। পরমপ্রাজ্ঞ্য সাধুগণও তদ্রূপ চিন্তা করেন কিন্তু যিনি তত্ত্বতঃ প্রভু কৃষ্ণের প্রিয় সেই গুরুদেবের পাদপদ্মকে আমি বন্দনা করি।। হরিত্ব শব্দে হরিভাবকে বুঝায়। হরিভাব হইতে গুরুর হরিপ্রিয়ত্বই প্রমাণিত হয়। তাৎপর্য্য-- শ্রীকৃষ্ণই ঈশগুরু আর তাঁহার প্রিয়তম বৈষ্ণবই তদাজ্ঞাকারী মহান্তগুরু। মহান্তগুরুও জগদ্গুরুবৎ মান্য। যথা- মদ্গুরুর্জগদ্গুরুঃ মন্নাথো জগন্নাথঃ।

মহান্ত গুরু কৃষ্ণপ্রিয়তমরূপেই তদভিন্ন স্বরূপবান্। প্রতিনিধি নিধিবৎ মান্য বিচারে গুরু কৃষ্ণবৎ মান্য। তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসু শ্রেয় উত্তমম্। শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্।। এই ভাগবতীয় শ্লোকে গুরুর কৃষ্ণভক্তত্বই প্রকাশিত।

গুরু বিজ্ঞানবীর্য্য। তিনি আনুমানিক নহেন কিন্তু অনুভূতি সম্পন্ন আদর্শস্থানীয় বলিয়া পরম প্রামাণিক। তিনি বৈকুণ্ঠদূতরূপে কুণ্ঠাধর্ম্মের ধূমকেতু স্বরূপ। তিনি ধর্ম্মসেতু রূপে অধর্ম্মবন্ধু কলির কীর্ত্তিকন্টকীলতার মূলোচ্ছেদক। তিনি পরমার্থের প্রধান মন্ত্রীরূপে অনর্থরাজ্যের বিজয়বিক্রমী। তিনি শুভঙ্কর কর্ণধার সূত্রে শিষ্যের সংসারসাগর পারক। তিনি সদূক্তি শস্ত্রপাতে শরণাগতের অজ্ঞান বিষবৃক্ষের সংচ্ছেদক। তিনি কল্পতরু ধিক্কারি বদান্যগুণের সাগর। তিনি হংসস্বরূপে প্রাকৃত বংশবিনাশক প্রশংসনীয় পরমহংসধর্ম্ম ধুরন্ধর। তিনি বিষ্ণুপাদ রূপে বিসঙ্কটপাদ শিষ্যের পরমপদ প্রাপক। তিনি আচার্য্যস্বরূপে শরণাগতের পরব্রহ্ম পরিচর্য্যার প্রচারক। তিনি ভাগবত স্বরূপে ভাগবতধর্ম্মের আদর্শ বিগ্রহ। তিনি নিরুপাধিক সুহৃৎসূত্রে শ্রেয়স্কামী শিষ্যের অসুহৃৎ অর্থাৎ প্রাণহারক বিধর্ম্মব্যাধের মর্ম্মভেদী ধর্ম্মধনুর্বাণধারী। তিনি পাণ্ডিত্যমার্তণ্ড প্রতাপে পাষণ্ড্য তমস্কাণ্ডের প্রাণখণ্ডক। তিনি পুজ্যসর্ব্বস্ব স্বরূপে শিষ্যের স্বরূপসম্পত্তি সম্পাদক। অতএব গুরুদেব সকল প্রকার বৈশিষ্ট্য মালায় বিভূষিত।

--ঃ০ঃ--

শ্রীজীবতত্ত্বালোক

জীবের সংজ্ঞা

জীবতি ইতি জীবঃ অর্থাৎ যে জীবন ধারণ করে তাহাকে জীব বলে। কি দ্বারা জীবন ধারণ করে? আনন্দ দ্বারা। আনন্দ কি ? আনন্দং ব্রহ্ম। ব্রহ্মই আনন্দ। পঞ্চরাত্র বলেন, যহা তটস্থ অথচ চিদ্রূপী, স্বরূপধাম হইতে বহির্গত এবং মায়িক গুণরাগে রঞ্জিত তাহাকেই জীব বলে। **যত্তটস্থন্তু চিদ্রূপং সসম্বেদ্যাদ্বিনির্গতম্। রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে।।**

জীব কে? জীব সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ। অতএব জীবও অংশে সচ্চিদানন্দময় এবং ভগবদ্বৎ সনাতন। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, এই জীবলোকে জীবগণ আমারই সনাতন অংশ। **মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।** জীবের পরিমাণ কি? জীব পরিমাণতঃ অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। শ্রুতি বলেন, জীব কেশাগ্রের এক শতাংশের একশতাংশ সদৃশ, চিৎকণ,সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এবং সংখ্যায় অনন্ত। **কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ। জীবঃসূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ।।**

ভগবান্ বলেন, সূক্ষ্ম পদার্থের মধ্যে আমি জীব স্থানীয়। **সূক্ষ্মানামপ্যহং জীবঃ।** জীব ভগবানের ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা শক্তি বিশেষ। জীবকে পরাশক্তিও বলা হয়। যথা বিষ্ণুপুরাণে-

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তাক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে।।

অর্থাৎ বিষ্ণু শক্তি পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অপরা ভেদে তিন প্রকার। তন্মধ্যে পরাশক্তির অপর নাম স্বরূপশক্তি, জীবশক্তির অপর নাম ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তি এবং অবিদ্যা কর্ম্ম সংজ্ঞিতাই অপরা বা মায়াশক্তি। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ,আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মিকা আমার এই প্রকৃতি অপরা শক্তি। এতদ্ব্যতীত একটি জীবভূতা পরা প্রকৃতি আছে, যাহার দ্বার এই জগৎ ভোগার্থে ধৃত হয়। **ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।। অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো ময়েদং ধার্য্যতে জগৎ।।**

অতএব জানা গেল জীব ভগবানের অতিসূক্ষ্মতম অংশ, অংশে সচ্চিদানন্দ, দেহরূপ ক্ষেত্র জ্ঞাতা বলিয়া ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা, চিৎকণ বলিয়া পরা নামে কথিত। এই জীব শক্তির এক নাম তটস্থাশক্তি। তট কাহাকে বলে? জল ও স্থলের মধ্যরেখাকে তট বলে। তট স্থলাংশ যাহাকে চর ভূমি বা কিনারা বলে এবং এক কথায় নদীর জলসংলগ্নভূমিকেই তট বলে। জীব তটস্থ কি প্রকার? চিজ্জগৎ ও মায়িক জগতের মধ্যরেখায় বিরজা নদী প্রবাহমানা।এই বিরজাই মধ্যস্থা। ইহার উত্তরতটে ব্রহ্মলোক এবং দক্ষিণতটে জড়লোক। এই দক্ষিণ তট রূপ জড়জগতে স্থিত বলিয়া জীবকে তটস্থ বলা হয়। যেমন গৃহস্থের পূর্ব্বাশ্রম ব্রহ্মচর্য্য এবং পরবর্ত্তী আশ্রম বানপ্রস্থ্য বা সন্ন্যাস। তটস্থ জীবের পূর্ব্বাশ্রম ও পরাশ্রম কি? যেহেতু জীব ভগবৎসূর্যের কিরণকণ স্থানীয়। কিরণ সূর্যমণ্ডল হইতেই নির্গত হয়। তজ্জন্য তটস্থজীবের সমাশ্রয় শ্রীল সঙ্কর্ষণদেব। তাঁহার এক অংশ কারণাব্ধিশায়ী, তাঁহা হইতেই অর্থাৎ তাঁহার দৃষ্টি হইতেই এই তটস্থ জীবের প্রকাশ ও মায়াগর্ভে বীজাধানবৎ নিক্ষেপ শাস্ত্র প্রসিদ্ধ। জীবরূপ বীজ তাতে করিলা আধান। জীব তটে স্থিত বলিয়া তাহার গঠন কিন্তু তটবৎ মিশ্র নহে কিন্তু সর্ব্বাংশেই চিন্ময়। বলা বাহুল্য মূল সঙ্কর্ষণ বলরামই সমষ্টি জীবাত্মা। তাঁহা হইতে গোলোকগত জীবের প্রকাশ। তাঁহার বিলাস বিগ্রহ দ্বিতীয় সঙ্কর্ষণ হইতে বৈকুণ্ঠগত জীবগণের প্রকাশ। এই জীবগণ সদা স্বরূপবিলাসী কিন্তু সঙ্কর্ষণাংস কারণাব্ধিশায়ী হইতে যে জীবজাতির প্রকাশ তাহারা তটস্থ এবং গুণমায়িক স্বরূপবিলাসী। ইহাদের মধ্যে যে জীবগণ ভজন প্রভাবে বিদেহমুক্তি লাভ করেন, তাঁহারা সাধনোচিত চিদ্ধামে স্বরূপদেহে স্বরূপশক্তির সহিত

ভগবৎসেবানন্দ রস পান করিতে থাকেন। বিদেহমুক্তিতে জীব যদি স্বরূপধামে স্বরূপশক্তিতে গণ্য হয় তবে তাহাকে স্বরূপশক্তি বলিতে আপত্তি কেন? আপত্তি আছে। যেমন রোগযুক্ত ব্যক্তিকে রোগী বলা হয়, সুস্থ বলা হয় না। রোগ প্রাপ্তি ও মুক্তির পূর্ব্বে ও পরে সুস্থ সংজ্ঞক তথা মায়া যুক্তি ও মুক্তির পূর্ব্বে ও পরে স্বস্বরূপে জীবের অবস্থানে স্বরূপাখ্যাই সুসঙ্গত। এককথায় যাবৎ স্বরূপবিচ্যুতি তাবৎ জীবের তটস্থ সংজ্ঞা। যদা স্বরূপসংপ্রাপ্তি তদা স্বরূপ আখ্যা গোপীবৎ। সাধারণতঃ গোপীগণ স্বরূপশক্তিভূতা। নিত্যপ্রিয়া, দেবী ও সাধনপরা ভেদে গোপীগণ ত্রিবিধা। তন্মধ্যে নিত্যপ্রিয়াগণই মূলস্বরূপশক্তি। দেবী ও সাধনপরাগণ জীবশক্তি হইতে বিদেহমুক্তিক্রমে স্বরূপশক্তিতে গণ্যা। জীব বস্তুতঃ বিভিন্নাংশ, মমৈবাংশ বলিয়া গীতায় উক্ত হইলেও জীব সাক্ষাৎ অংশ নহে কিন্তু অংশের অংশ বলিয়া তাহার বিভিন্নাংশত্ব যুক্তি সঙ্গত। অংশ বলিয়া অংশী ভগবানের সহিত নিত্যসেব্য সেবক সম্বন্ধ যুক্ত। সেবকজীবের সেবাদান হেতু দাস সংজ্ঞা। দাসৃ দানে। ভক্তির এক নাম সেবা বলিয়া সেবকের ভক্ত সংজ্ঞা।এতাদৃশ সেবক ভগবানের সেবা ধর্ম্মে ধারণ পেষণ যোগ্য বলিয়া ভৃত্য সংজ্ঞা। ডুভৃঙ+ক্যপ্= ভৃত্যঃ। ডুভৃঙ ধাতু ধারণ পোষণে। জীবের ভগবদ্বিস্মৃতির হেতু কি? জীব ভগবদ্দাস, ভগবান্ তাঁহার চালক, পালক ও মালিক এবং দাস চালিত পালিত। জীব ভগবদংশ বলিয়া তাহাতে ক্ষুদ্রাংশে স্বতন্ত্রতা থাকিলেও সে সর্ব্বদাই ভগবৎপরতন্ত্র। ভগবান্ বিচিত্র লীলা পরায়ণ। সেই বিচিত্র লীলায় তিনি যে শক্তিকে যেভাবে ভাবিত করেন সেই শক্তি তদনুরূপ কার্য্যই সম্পন্ন করে। স্বেচ্ছাময় ভগবান্ অনিত্যবিহার করিবার মানসে তাঁহার মায়া শক্তি দ্বারা এই অনিত্য জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদের অধিবাসী রূপে যে শক্তিকে প্রেরণ করেন সেই শক্তি মায়া সঙ্গে মায়িক অর্থাৎ অনিত্য ভাবদেহাদি প্রাপ্ত হয়। সেই শক্তিই জীব শক্তি। যেমন স্ত্রীসংসর্গে জীবের কাম, ক্রোধ, মোহ, স্মৃতিভ্রংশ, বুদ্ধিনাশ ও বিনাশ উপস্থিত হয়। তেমনই মায়া সংসর্গে জীবের ভোগবাসনা হইতে মোহ, তাহা হইতে বিস্মৃতি, বুদ্ধিনাশ ও স্বরূপবিচ্যুতিরূপ বিনাশ সংঘটিত হয়। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্ররূঢ়াণি মায়য়া পদ বিচার করিলেই ভগবানের লীলা বিক্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। সারকথা ভগবানের অবিদ্যাশক্তি ক্রমে স্বরূপবিচ্যুতি এবং বিদ্যাশক্তি বিক্রমে স্বরূপ সংপ্রাপ্তি হয়। একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য। যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য।।

কেহ বলেন, স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার হেতু জীবের মায়াবন্ধন উপস্থিত হয়। ইহা সুসিদ্ধান্ত নহে। যাহারা সর্ব্বত্র সর্ব্বকারণকারণ শ্রীহরির কর্ত্তৃত্ব দেখিতে পায় না পরন্তু অহংভাবে কর্ত্তৃত্বাভিমানী তাহাদেরই এই উক্তি। জীবের স্বতন্ত্রতা যে ঈশ্বর পরতন্ত্র। শ্রুতি বলেন, ভগবান্ লীলাক্রমে যাহার উচ্চগতি ইচ্ছা করেন, তাহার দ্বারা শুভকর্ম্ম এবং যাহার অধোগতি ইচ্ছা করেন তাহার দ্বারা পাপকর্ম্ম করাইয়া লয়েন। এই কারণেই হীনকর্ম্মীতে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার এবং সৎকর্ম্মীতে সদ্ব্যবহার দেখা যায়। বৈকুণ্ঠের জয় বিজয় যে আসুরিক যোনি প্রাপ্ত হইলেন তাহার বাহ্য কারণ চতুঃসনের অভিশাপ কিন্তু এই আভিশাপের রহস্য কারণ ভগবান্ নারায়ণের আন্তরিক অভিপ্রায়। ভগবান্ বীর রস আস্বাদনের জন্য আত্মারাম চতুঃসনের দ্বারা তাঁহার পরম ভক্ত জয়বিজয়কে অভিশপ্ত করান। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন, শাপো ময়ৈব নির্ম্মিতা তদবেত বিপ্রাঃ হে বিপ্রগণ! তোমাদের শাপ আমা কর্ত্তৃকই নির্ম্মিত হইয়াছে জানিবে। ইহাতে আমার পার্ষদদ্বয় ও তোমাদের কোন অপরাধ হয় নাই। অর্থাৎ পার্ষদ পক্ষে বাধা প্রদান এবং চতুঃসন পক্ষে ক্রোধে অভিশাপ দান আমারই অনুমোদিত বিষয়। ভাগবতে বলেন, ভগবানই সুর ও অসুরদের সুখ দুঃখের কারণ। সুরাসুরাণাং সুখদুঃখহেতুঃ উপনিষদ্ বলেন, ভগবানই জীবের সংসার বন্ধমোক্ষের হেতু। সংসার বন্ধস্থিতিমোক্ষহেতুঃ। অতএব জয় বিজয়ের আসুরিক ভাব প্রাপ্তির ন্যায় জীবের সংসার প্রাপ্তিও ভগবানের লীলাচক্রের একটি বিধান জানিতে হইবে। বিষ্ণুপুরাণ বলেন, মায়া দ্বারা চিৎশক্তির বৃত্তি তিরোহিত হইলেই শক্তি ক্ষেত্রজ্ঞা সংজ্ঞা পায়। **তয়াতিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ সংজ্ঞিতঃ।** ভগবান গীতায় বলেন, আমা হইতেই জীবের মদ্বিষয়ক স্মৃতি ও বিস্মৃতি ঘটিয়া থাকে। মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ। জীবাত্মা পুরুষ নহে স্ত্রীও নহে বা ক্লীবও নহে কিন্তু ভাবলিঙ্গবান্। অর্থাৎ ভাবানুসারে তাহার লিঙ্গ প্রকাশিত হয়। তথাপি তাহার সত্বা সর্ব্বাবস্থায় কৃষ্ণদাস্যময়। জীবের জড়দেহ বিলাস কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা হইতেই প্রপঞ্চিত হয় আর চিদ্দেহবিলাস ক্রমেই স্বরূপে অবস্থান হয়। জীব সর্ব্বদায় মায়াবশ যোগ্য কিন্তু জীবের ঈশ্বর মায়াধীশ তিনি যোগমায়াকে আশ্রয় করতঃ বিবিধ লীলাবিলাস করিলেও তিনি তদ্বশ্য নহে। মায়ামুগ্ধগণ তাঁহার লীলার তাৎপর্য্য জানিতে না পারিয়া তাঁহাকে মায়াবশ মনে করে।

অবজানন্তিমাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।

পরং ভাবমজানন্ত মম ভূতমহেশ্বরম্।।

যুগপৎ ঈস্বরে জীবে ভেদ ও অভেদ শ্রুতি সঙ্গত ব্যাপার। উভয়ে চিৎস্বরূপ বলিয়া অভেদ কিন্তু পরিমাণতঃ গুণতঃ ও প্রভাবতঃ ভেদ বিশিষ্ট।১। ঈশ্বর-- স্বরাট্ স্বতন্ত্র, জীব --প্রকাশিত ও তদধীনতন্ত্র।২। ঈশ্বর-- বৃহৎ, জীব-- ক্ষূদ্রতম, ঈশ্বর--সর্ব্বজ্ঞ, জীব- স্বল্পজ্ঞ, ঈশ্বর-প্রভুসেব্য, জীব দাস, ভৃত্য, ঈশ্বর--অংশী, জীব--অংশ ইত্যাদি। ঈশ্বরে ও জীবে যে ভেদ ও অভেদ ভাব তাহা অচিন্ত্যলক্ষণযুক্ত। যাহা যুক্তির অতীত তাহাই অচিন্ত্য। শ্রীজীবপাদ বলেন, দুর্ঘটঘটত্বং হি অচিন্ত্যত্বম্। এখানে অভেদাংশ হইয়াও নিত্যভেদ অচিন্ত্যলক্ষণ। তজ্জন্য শ্রীগৌরসুন্দর ইহাকে অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদ বলিয়াছেন। শ্রীলমধ্বাচার্য্যপাদ যে পঞ্চ ভেদ দেখাইয়াছেন, তাহা সুযুক্তি সঙ্গত বিষয় কিন্তু জড় ও জীবে যে ভেদ তত্ত্ব নহে তাহা অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্বেরই অধীন অতএব যুগপৎ ঈশ্বর হইতে ভেদাভেদ স্বরূপবান্ তাহা তিনি অস্বীকার না করিলেও স্বীয়মতে প্রাধান্যঃ প্রকাশ করেন নাই। তবে তাঁহার দর্শনে অচিন্ত্য ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত হইয়াছে। রহস্য এই, তাৎকালিক কেবলাদ্বৈত বাদ খণ্ডনার্থই তাঁহার দ্বৈতবাদ প্রচার নতুবা অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদী বেদব্যাসের শিষ্যের দ্বৈতবাদ প্রচার অসঙ্গত ব্যাপার। যেমন শঙ্কর পরম বৈষ্ণব হইয়াও ভাবদাজ্ঞায় অবৈষ্ণব মায়াবাদ প্রচার করেন, বেদান্তমতে জিজ্ঞাস্য ব্রহ্ম অদ্বয়জ্ঞান সংজ্ঞক লীলা কৈবল্যপতি ভগবান্। কাণ্ড প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখা পত্রপুষ্পাদি ক্রমে যে বৈচিত্র্য তাহা যেমন বৃক্ষ হইতে পৃথক্ নহে অর্থাৎ তাহারা বৃক্ষেরই বৈচিত্র্য তদ্রূপ নানাশক্তির বিলাসক্রমে জগতে যে বৈচিত্র্য দৃষ্ট ও শ্রুত হয় তাহা অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্মেরই বৈচিত্র্য। **আত্মনি চৈব বিচিত্র্যাশ্চ**। অতএব জীবশক্তি মায়াশক্তি ও শক্তিমানে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ উভয়ই স্বীকার্য্য নতুবা বাদ সম্পূর্ণ ও যথার্থ হয় না। কেবল অভেদ বা ভেদ অথবা ভেদাভেদ মানিলেও যাবৎ সেই সেই ভাবের অচিন্ত্যত্ব স্বীকৃত না হয় তাবৎ বাদ বিবাদের কারণ হয় ও পূর্ণতা লাভ করে না। তজ্জন্য কেবলাদ্বৈতবাদ ও শুদ্ধদ্বৈতবাদাদিতে শ্রুতির একদেশীয় বিচারই পরিদৃষ্ট হয়। পুনশ্চ দ্বৈতাদ্বৈতবাদে অচিন্ত্যলক্ষণ বৈজ্ঞানিক ত্রুটি থাকায় তাহাতেও শ্রুতির সার্ব্বদেশিক বিচার পরিপুষ্ট হয় নাই। কিন্তু এতদ্বিচারে অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদ শ্রুতির সার্ব্বদেশীয় বিচারেই এক সমন্বয়সৌধ স্বরূপ। ইহাই শ্রুতির আদর্শস্থানীয় বাদ এবং সর্ব্ববাদীর বিবাদ ও বিষাদ বিনাশী যথার্থ বাদ। ইহা ভ্রমপ্রমাদাদি দোষ চতুষ্টয় বিনির্মুক্ত। নিরস্তকুহক পরমসত্য সনাতন লীলাপুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবানই এই বাদের প্রবর্ত্তক। চতুঃশ্লোকী ভাগবতই তাহার প্রমাণাদর্শ শাস্ত্র। কালে এই বাদ লুপ্ত হইলে কলিযুগে গৌররূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহার বহুল প্রচার করিয়াছেন।

জীবের ধর্ম্ম কি?

তত্ত্ব বিচারে জীব যখন ঈশ্বরাংশ ও তদধীন, নিত্য ঈশ্বর দাসস্বরূবান্ তখন ঈশ্বরসেবাই তাঁহার ধর্ম্ম। দাস কথাটি বিচার করিলেও জীবের স্বধর্ম্ম প্রকাশিত হয় এবং ভৃত্য কথাটি বিচার করিলেও জীবের প্রতি ঈশ্বরের ধর্ম্ম ও জীবের স্বভাব কৃত্য তাহাও অনায়াসে সিদ্ধান্তিত হয়। জীবে স্বতন্ত্রতা থাকা সত্ত্বেও তাহার দাস সংজ্ঞা হইল কেন?

স্বতন্ত্রের সেব্যত্ব সিদ্ধ কিন্তু জীবে পরতন্ত্রতা কেন?

উত্তর- কর্ত্তৃত্বাভিমানে জীব স্বতন্ত্র সংসার পাতাইয়া যেমন সেই সংসার সহ নিজের ভরণ পোষণে অসমর্থতা নিবন্ধন সে অন্যের দাসত্ব করিতে বাধ্য হয়, তদ্রূপ জীবে স্বতন্ত্রতা থাকিলেও সেই স্বতন্ত্রতা তাহার সর্ব্বতোভাবে ভরণ পোষণ পালনে অক্ষমতা নিবন্ধন তাহার নিত্যপ্রভুর দাসত্ব ধর্ম্ম স্বীকার করিতে হয়। দুগ্ধ থাকে মায়ের স্তনে। সেই দুগ্ধই শিশুর একমাত্র জীবিকা। শিশু যদি তাহার সেবা না করে তাহা হইলে তাহার জীবন ধারণ অসম্ভব হয় তদ্রূপ জীব আনন্দের ভিখারী, আনন্দপিপাসু। আনন্দময় ঈশ্বরই তাঁহার সেব্য ও জীবাতুরূপে স্বতঃসিদ্ধ। অতএব সেই আনন্দময় ঈশ্বরের সেবাধর্ম্মকে ধারণ না করিলে জীব কোনমতেই নিজকে রক্ষা করিতে পারে না। ইহা নির্যাস সিদ্ধান্ত। জীবের যে স্বতন্ত্রতা তাহা ঈশদাস্যেই প্রতিষ্ঠিত ও প্রসিদ্ধ, অন্যত্র নহে। কাজল কেবল নয়নকেই ভূষিত করে কিন্তু অন্য অঙ্গের কলঙ্ক স্বরূপ তদ্রূপ জীবের স্বতন্ত্রতা ভগবদ্দাস্যেই সোনায় সোহাগা স্বরূপ কিন্তু অন্যত্র দূষণ স্বরূপ।

ঘটির তিন কাটা তিন প্রকারে ঘুরিতেছে। ইহারা যে স্বতন্ত্র ঘুরিতেছে তাহা বাহ্যতঃ প্রতীত হইলেও যেরূপ তাহাদের নিয়ন্তৃসূত্রে পরোক্ষে কোন যন্ত্র সক্রিয় আছে তাহা স্বীকার করিতে হয়। তদ্রূপ নানা জীবের নানা কার্য্যকারিতা গতি বিলাসাদি দর্শনে আপাততঃ তাহাদের স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্বের পরিচয় পাওয়া যাইলেও রহস্য বিচারে তাহারা বিচিত্র লীলানিয়ন্তা অন্তর্যামী কর্ত্তৃকই সেই সেই কার্য্যে নিযুক্তই জানিতে হইবে। জীব কখনই স্বতন্ত্র কর্ত্তা নহে কিন্তু প্রযোজ্য কর্ত্তা অপিচ জীব স্বতন্ত্রতাবশে যাহা কিছু করে তাহার প্রেরক ও ফলদায়ক সূত্রেও ভগবানই বিদ্যমান্। নিদ্রাযোগ ও বিয়োগ যেমন ব্যক্তির

স্বেচ্ছাক্রমে হয় না তদ্রূপ জীবের বন্ধন ও মোচনও স্বেচ্ছাক্রমে হয় না। কৃষ্ণ ও গোপী উভয়ে স্বকীয়া নায়ক নায়িকা হইলেও যথা পারকীয় বিলাসে উভয়ের মধ্যে যোগমায়া দত্ত পারকীয় অভিমান সক্রিয় তদ্রূপ হস্ত পাদাদির ন্যায় জীবের পৃথক্ স্বতন্ত্রতা না থাকিলেও জগৎ বিলাসে মহামায়াকৃত স্বতন্ত্র াভিমান সক্রিয়। অহঙ্কার মায়ার কার্য্য এবং অহঙ্কার দ্বারা বিমূঢ় আত্মার কর্ত্তৃত্বাভিমানও মায়াকার্য্য মাত্র। এই কর্ত্তৃত্বাভিমান হইতেই তাহার সুখদুঃখের অনুভব হয়। যেরূপ লীলার্থে কৃষ্ণের অবতার কালে ভূভারহরণাদি কারণ মিলিত হয় তদ্রূপ কৃষ্ণের বিলাসবিক্রমে কাকতালীয় ন্যায়ে জীবের স্বতন্ত্রতার সদসৎ ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। জীব যে চৌরাশি লক্ষযোনিতে নানা দেহে ভ্রমণ করে ইহা কি স্বেচ্ছাক্রমে না বিধি ক্রমে? যদি বলেন, কর্ম্মফল ভোগার্থেই জীবের নানা যোনিতে ভ্রমণ সিদ্ধ হয় তাহা হইলে সেখানে বক্তব্য যে, জীবের স্বরূপে যখন কর্ম্ম বলিতে কিছুই নাই তখন তাহার কর্ম্মফল ভোগের কথা আসিতেই পারে না। যদি বলেন, জীবের বহির্ম্মুখতা হইতেই কর্ম্মের প্রারম্ভ। সেখানে প্রশ্ন, জীবের বহির্ম্মুখতার কারণ কি? যদি বলেন মায়া। তাহা হইলে মায়ার কর্ত্তৃত্ব কি?

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভূবনানি বিভর্ত্তি দূর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে মায়া গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপচেষ্টাবতী ইহা জানা যায়। অপিচ গোবিন্দের ইচ্ছাটাও নিরঙ্কুশ লীলাবিলাসী। অতএব ভগবল্লীলা বিক্রমেই জীবের যে সদসৎ কার্য্যকারিতা প্রপঞ্চিত হয় তাহা সিদ্ধান্তিত হয়। ইহাকে জীবের স্বতঃ কর্ত্তৃত্ব বলা যায় না। অতএব জীবের স্বতন্ত্রতা ঈশপরতন্ত্রই বটে।

--ঃ○ঃ○ঃ--○ঃ○ঃ--

মুক্তি

মুক্তির সংজ্ঞা

মুচ্যতে ইতি মুক্তিঃ। মুচ্ ধাতুতে ক্তিন্ প্রত্যয় যোগে মুক্তি শব্দ নিষ্পন্ন হয়। মুচ্ ত্যাগে স্বাধীনকরণে। মুচ্যতে অনয়া ইতি মুক্তিঃ অর্থাৎ যদ্দ্বারা মুক্ত হয় তাহাই মুক্তি। নারদপঞ্চারাত্রে মহাদেব বলেন, হরিপাদাব্জেলীনতাকে মুক্তি বলে। কিন্তু তাহা বৈষ্ণবের অভিমত নহে পরন্তু হরির ভক্তিদাস্যই পরা মুক্তি ইহাই বৈষ্ণবের অভিমত। ইহাই সারাৎসার পরাৎপর।

লীনতা হরিপাদাব্জে মুক্তিরীত্যভিধীয়তে।
ইদমেব হি নির্ব্বাণং বৈষ্ণবানামসম্মতম্।।
শ্রীহরের্ভক্তিদাস্যঞ্চ সর্ব্বমুক্তেঃ পরং মুনে।
বৈষ্ণবানামভিমতং সারাৎসারং পরাৎপরম্।।

হরিপাদাব্জে লীনতার অপর নাম নির্ব্বাণ ইহা সাযুজ্যমুক্তি। ব্রাহ্ম ও ঐশ্যভেদে সাযুজ্য দ্বিবিধ। হরিপাদাব্জে লীনতা ঈশ্বর সাযুজ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব বলেন, মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ অর্থাৎ অন্যথারূপ অর্থাৎ ঔপাধিকরূপ, মায়িক রূপ, অবিদ্যাকামসঙ্কল্প জড়িত রূপ, তাহা ত্যাগ করিয়া নিত্য স্বরূপে অর্থাৎ স্বভাবে বিশেষরূপে অবস্থানের নামই মুক্তি। শ্রীমন্মাধ্বাচার্য্যপাদ বলেন, মুক্তির্নৈজসুখানুভূতিঃ অর্থাৎ স্বরূপানন্দানুভূতিই মুক্তি। মোক্ষং বিষ্ণ্বাঙ্ঘ্রিলাভঃ। বিষ্ণুর পাদপদ্ম লাভই মোক্ষ বাচ্য। কৃষ্ণদাস্যই জীবের স্বরূপ। অন্যথা ভাব স্বরূপেতর ভাব ইহাই জীবের বদ্ধভাব। অতএব ভাগবত বিধানে বদ্ধভাবের ত্যাগ ও স্বরূপের সম্প্রাপ্তিই মুক্তি। এখানে অন্যথারূপ ত্যাগ মুক্তির তটস্থলক্ষণ এবং স্বরূপের সম্প্রাপ্তিই মুক্তির স্বরূপলক্ষণ। পরন্তু হরিপাদাব্জে লীনতা হইতে স্বরূপে ব্যবস্থিতি হয় না বলিয়া তাদৃশী মুক্তির সংজ্ঞা ভ্রান্তধারণা মাত্র। ইহা অসম্মত। ইহাই প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবাদ, বলা বাহুল্য যে, শ্রীশঙ্করাচার্যপাদ প্রণীত ব্রহ্মবাদই ভ্রান্তবাদ। ইহা শ্রুতিবিরুদ্ধবাদ। ব্রহ্মৈক্যভাবনা মহাধৃষ্টতামাত্র। ক্ষুদ্রের বৃহত্বের দাবীই ধৃষ্টতা। ক্ষুদ্র কখনই ব্রহ্ম হইতে পারে না। তবে জীব স্বরূপতঃ অখণ্ডব্রহ্মাংশভূত ইহা সুসিদ্ধান্ত। সত্ত্বাগত অর্থাৎ স্বরূপাংশে জীবব্রহ্মের ঐক্য আছে কিন্তু তাহাতে সেব্য সেবকভাব পরিস্ফুট। সেবকভাব বিনাশ করতঃ যে ব্রহ্মৈক্য ভাবনা ইহাই মহামূর্খতা ও মহাপ্রমাদ লক্ষণ।

মুক্তির প্রকারভেদ

সারূপ্য, সামীপ্য, সালোক্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্য ভেদে মুক্তি পঞ্চবিধ। এই পঞ্চবিধ মুক্তি পরমমুক্ত বৈকুণ্ঠধামে বিরাজমান। সমানরূপমেব সারূপ্যং অর্থাৎ সমান রূপ প্রাপ্তিকে সারূপ্য মুক্তি বলে। সমানলোকমেব সালোক্যং অর্থাৎ হরিলোকে অবস্থিতিই সালোক্য মুক্তি। হরেঃসমীপে বাসমেব সামীপ্যং হরির সমীপে বাসই সামীপ্য মুক্তি। সমানৈশ্বর্য্য সম্প্রাপ্তিরেব সার্ষ্টি ঃ অর্থাৎ হরিতুল্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তিই সার্ষ্টি মুক্তি এবং সমানযোগমেব সাযুজ্যং অর্থাৎ হরি সহ একত্রাবস্থানই সাযুজ্য মুক্তি। এই পঞ্চবিধ মুক্তি বিষয়াশ্রয়া

ও আশ্রয়াশ্রয়া ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে বৈকুণ্ঠ মুক্তি বিষয়াশ্রয়া এবং তদুর্দ্ধ গোলোকাদিতে মুক্তি আশ্রয়াশ্রয়া। যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ। এই ভগবদুক্তিক্রমে সাধক নিজ ভাবে বিদেহমুক্তি অর্থাৎ দেহত্যাগন্তে মুক্তধামে নিজভাবোচিত স্বরূপাদি প্রাপ্ত হন। নারায়ণাধ্যায়ীগণ নারায়ণসারূপ্য অর্থাৎ নারায়ণতুল্য চতুর্ভুজ রূপ প্রাপ্ত হন। অবশ্য কৃষ্ণচিন্তাপরায়ণগণও কৃষ্ণসারূপ্য লাভ করেন।কৃষ্ণের অনেক সখা কৃষ্ণের সমানরূপ প্রাপ্ত। যথা চিন্তাফলে বর্ত্তমান দেহেই উদ্ধব কৃষ্ণসারূপ্য লাভ করেন। ইহাই বিষয়াশ্রয়া মুক্তি আর আশ্রয় ভাবলিপ্সুগণ আশ্রয়াশ্রয়া মুক্তি লাভ করেন। যেমন রাধার অষ্টপ্রধানা সখীগণ তথা মঞ্জরীগণ প্রায়ই রাধাসারূপ্য প্রাপ্তা। যথা রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায়-- ললিতাদ্যা অষ্টসখ্যো মঞ্জর্য্যস্তদ্গণশ্চ যঃ। সর্ব্বা বৃন্দাবনৈশ্বর্য্যাঃ প্রায়ঃ সারূপ্যমাগতাঃ। ললিতাদি অষ্টপ্রধানাসখী তথা মঞ্জরীগণ ও তাহাদের গণ, ইহারা প্রায়ই বৃন্দাবনেশ্বরী রাধিকার সারূপ্য প্রাপ্তা। কিন্তু এখানে বিশেষত্ব এই যে, নারায়ণ সারূপ্যপ্রাপ্ত হইলেও ভক্তগণ নারায়ণবৎ সেব্যভাব না পাইয়া সেবকভাবে অবস্থান করেন। এই ভাবই নিরন্তকুহক অর্থাৎ কুণ্ঠারহিত অতএব বৈকুণ্ঠ বাচক। সাধক স্বভাবে সাধনায় সিদ্ধিক্রমে দেহান্তে যে পার্ষদগতি লাভ করেন তাহাই নবধাভক্তির ন্যায় পঞ্চমুক্তি। পার্ষদগণ ভগবদ্ধাম ও সমীপে একত্র সেবাকার্য্যে অবস্থান করেন, ইহাই সালোক্য সামীপ্য ও সাযুজ্য মুক্তি। আর তৎকালে যে সেবা সম্পত্তি প্রাপ্তি হয় তাহাই সার্ষ্টি। বৃহদ্ভাগবতামৃতে এই পঞ্চমুক্তি. উদাহরণ যোগে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আরাধ্যের সেবাসিদ্ধি হইতেই এবম্বিধ বিষয়াশ্রয়াশ্রয়ামুক্তি স্বতঃই প্রপঞ্চিত হয়। তজ্জন্য পৃথক্ প্রার্থনাদির অপেক্ষা নাই। অতএব ভগবান্ নারায়ণ বলেন, আমার সেবায় পূর্ণকাম ভক্তগণ সালোক্যাদি মুক্তি চতুষ্টয়ও ইচ্ছা করে না। ইচ্ছা ব্যতিরেকেই তাঁহারা তাহা প্রাপ্ত হয় ইহাই ভাবার্থ।

মৎসেবয়া প্রতীতন্তে সালোক্যাদি চতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতঃ কালবিপ্লুতম্।।

ভগবান্ কপিলদেব বলেন, আমার সেবা বিনা মদ্ভক্তগণ আমা কর্ত্তৃক দীয়মান সারূপ্য, সামীপ্য, সালোক্য, সার্ষ্টি ও ঐক্যরূপী মুক্তিপঞ্চক গ্রহণ করে না।

সালোক্যসার্ষ্টি সামীপ্যসারূপৈক্যত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বীনা মৎসেবনং

জনাঃ।শ্রীচৈতন্যদর্শনেও মুক্তির নিন্দাশ্রুত হয়। যথা পঞ্চবিধ মুক্তি নিন্দা করে ভক্তগণ। ফল্গু করি মুক্তি দেখে নরকের সম।। ইহার ভবার্থ এই, আমার মাধুর্য্যমুগ্ধ ভক্তগণ সর্ব্বমুক্তি জননী আমার প্রেমসেবার অন্তরায় জানিয়া মদ্দত্ত মুক্তি পঞ্চককে স্বীকার করে না। তবে কি ঐশ্বর্য্যপ্রধান ভক্তগণই স্বীকার করে ? না তাহা সার্ব্বত্রিকী নহে। ঐশ্বর্য্যপতি নারায়ণের ভক্তগণ যে সকলেই সারূপ্যাদি মুক্তিযুক্ত তাহা নহে, অন্য রূপও সেখানে আছে। নানা ভক্তের নানা অভিরুচিই এই বৈচিত্র্যের কারণ। যথা- শান্তাদি রসগণের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা থাকিলেও সকলেই এক রসিক নহে পরন্তু নিজ রুচি অনুসারে রসাস্বাদ করেন। রাধা ও চন্দ্রাবলী উভয়ে কৃষ্ণপ্রিয়া। রাধা মান দ্বারা কৃষ্ণ সেবা করেন কিন্তু চন্দ্রাবলী তাহা পচ্ছন্দ করেন না। মান যে অভক্তিভাব তাহাও নহে বরং উৎকৃষ্ট তথাপি তাহা চন্দ্রাবলীর রুচিকর হয় না। পুনশ্চ রাধাও দক্ষিণাভাব পচ্ছন্দ করেন না। তাই বলিয়া যে দক্ষিণাভাব হেয় বা কৃষ্ণের অপ্রীতিকর তাহাও নহে তথাপি বাম্য বিধুরা রাধার তাহা রুচিকর হয় না। অবশ্য তত্ত্ববিচারে দক্ষিণাভাব হইতে বামাভাবের শ্রেষ্টতা শাস্ত্র যুক্তি সঙ্গত। তদ্রূপ কোন ভক্ত ঈশ্বর সারূপ্যাদি পচ্ছন্দ করেন, কেহ বা করেন না। তবে সিদ্ধান্ততঃ বৈকুণ্ঠ সারূপ্যাদি প্রাপ্ত ভক্তগণ অপেক্ষা ব্রজভক্তগণ গরীয়ান্ ও মহীয়ান্। ইহা ন্যায়সঙ্গতই বটে। কারণ নারায়ণ অপেক্ষা কৃষ্ণের মহত্ব অধিক। অতএব কৃষ্ণভক্তগণের রসাস্বাদ ভাবচাতুর্য্য সহজেই আধিক্যবান্। আমার সেবাপূর্ণ ভক্তগণ সালোক্যাদি মুক্তি ইচ্ছা করে না। উত্তম সিদ্ধান্ত , তবে আপনার এই পার্ষদগণের মধ্যে ইহা দৃষ্ট হইতেছে ইহার কারণ কি? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, যেরূপ আমার একান্ত ভক্তদের সসুখবাসনা না থাকিলেও আমার সেবায় তাঁহারা পূর্ণসুখ প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ আমার এই পার্ষদগণে যে সালোক্যাদি দেখিতেছ তাহা ইহাদের স্বেচ্ছা সিদ্ধ নহে পরন্তু মদিচ্ছাক্রমেই তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। আমি কেবল বাঞ্ছিতপ্রদই নহি পরন্তু বাঞ্ছাতীত যোগক্ষেমপ্রদও বটে। আমার দানেরও প্রয়োজন নাই, আমার ভক্তিই সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়িনী। অন্যকামী করে যদি কৃষ্ণের ভজন। না মাগিলেও কৃষ্ণ তাঁরে দেন স্বচরণ।।

যদি বলা হয় নারায়ণভক্তগণ মুক্তিকামী এবং কৃষ্ণভক্তগণ

নিষ্কাম। ইহা অসঙ্গতি উক্তি। কারণ বৈকুণ্ঠে কোন প্রকার কুণ্ঠা বাদ নাই। নিষ্কাম না হইলে মুক্ত হওয়া যায় না,

আর মুক্ত না হইলেও বৈকুণ্ঠ গতি লাভ হয় না। বৈকুণ্ঠ মুক্ত কুলের উপাস্য ও বাস্তব্য ভূমি। বৈকুণ্ঠবাসীগণ বৈকুণ্ঠ্যমুক্তি ও নিষ্কামধর্ম্মী। তাঁহারা মুক্তিকামী নহেন।

বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ।
যেঽনিমিত্তনিমিত্তেন ধর্ম্মেণারাধয়ন্ হরিম্।।

যেখানে পুরুষগণ সকলেই বৈকুণ্ঠ বিগ্রহ। যাঁহারা অনিমিত্তভক্তিধর্ম্ম যোগে হরিকে আরাধনা করিতে করিতে সেখানে বাস করেন।। এই বাক্যে বৈকুণ্ঠসেবকদের মধ্যে কুণ্ঠাধর্ম্ম নাই ইহাই প্রমাণিত হয়। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবদ্ভক্তগণ ঐশ্বর্য্যপ্রিয় ও মাধুর্য্যপ্রিয় ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে ঐশ্বর্য্যপ্রিয় নারায়ণ ভক্তগণ ঐশ্বর্য্যপ্রধান বৈকুণ্ঠধামে পার্ষদমুক্তি লাভ করেন এবং মাধুর্য্যপ্রিয়ভক্তগণ মাধুর্য্যধাম গোলোকবৃন্দাবনে পার্ষদ গতি লাভ করেন। নিরুপাধিক মাধুর্য্যপ্রিয়গণ ঐশ্বর্য্য পচ্ছন্দ করেন না। তাই তাঁহারা বৈকুণ্ঠস্থ সালোক্যাদি মুক্তিকে প্রেমবিরোধী মনে করেন। যথা তবে বৈকুণ্ঠমুক্তি তত্ত্বতঃ নিন্দনীয় নহে। ভগবদ্ভক্তিদাস্যই যদি বৈষ্ণবমতে মুক্তির সংজ্ঞা হয়, তবে পঞ্চধা মুক্তির দাস্যপর অর্থসঙ্গতিই সিদ্ধ হয়। অধর্ম্মও যদি ভগবৎসম্বন্ধে ধর্ম্মে পরিণত হয় তাহা হইলে তৎসম্বন্ধীয় মুক্তি যে ধর্ম্মময়ী ইহাতে সন্দেহ থাকিতে পারেনা। মুক্তির যখন হরিদাস্যপরা সংজ্ঞা করা হইয়াছে তখন সাযুজ্যেরও দাস্যপর ব্যাখ্যা কর্ত্তব্য। বিলাসহীন ব্রহ্মে মদ্যপায়ী অচেতন পুরুষের ন্যায় নিষ্ক্রিয়ভাবে লীন থাকাকালে সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না এই বিধানে যে সুখোদয় হয় তাহা কৃষ্ণসেবানন্দের এক কোট্যাংশের সমানও নহে। তাহা অতি তুচ্ছ। কৃষ্ণভক্তগণ তাদৃশ ব্রহ্মলীন অবস্থাকে নরকভোগবৎ মনে করেন। নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি। স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থ দর্শিনঃ।। **অপিচ ব্রহ্মে লীনতাও নিত্য নহে**। তাদৃশাবস্থা হইতেও জীবের পুনরাবর্ত্তন গীতায় ভগবদুক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে। আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন। অতএব ব্রহ্মে লীনতাকে আত্যন্তিক মুক্তি বলা যায় না। ইহা বাস্তবিক পক্ষে স্বর্গীয় অমৃতের ন্যায় কেবলমাত্র নাম ধারিণী কিন্তু যথার্থ গুণবতী নহে। তদুপরি ঈশ্বরে লীনতাও তত্ত্ববিচারে সর্ব্বনাশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ব্রহ্মসাযুজ্য হইতে ঈশ্বরসাযুজ্যে ধিক্কার। কিন্তু ঈশ্বরে লীনের কথা শুনা যায় না। হরিহত দৈত্যগণ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মসুখ ভোগ করে। সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্নাঃ দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ। তাদৃশ দুষ্টগণকে হরি নিজ দেহে স্থান দিবেন কেন? রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপালের যে সাযুজ্যাশঙ্কা তাহা লোক প্রতীতি মাত্র কিন্তু তাঁহার জ্যোতি কৃষ্ণদেহস্পর্শে পূত ও শাপমুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে স্বসেবায় নিযুক্ত হইয়াছিল।

মুক্তি শব্দ বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন রোগমুক্তি, শাপমুক্তি, বন্ধনমুক্তি, অনর্থমুক্তি, পাপমুক্তি, জীবন্মুক্তি পার্ষদমুক্তি ইত্যাদি। সকল পর্য্যায়ে মুক্তির সমান অর্থ হয় না। মহাপ্রভুর ভক্ত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মুক্তিপদে দায়ভাক্ ব্যাখ্যায় রূঢ়িবৃত্তিতে মুক্তির সাযুজ্য পর প্রতীতি দেখাইয়াছেন। কিন্তু মহাপ্রভু তাহা স্বীকার না করিয়া বিদ্বৎ রূঢ়িতে সুসঙ্গতার্থই প্রকাশ করেন। অতএব রূঢ়িবৃত্তিতে মুক্তি নিন্দনীয় হইলেও বিদ্বদ্রূঢ়িতে নিন্দনীয় নহে।

অথ সাযুজ্য বিচার

সযুক্ হইতে সাযুজ্য শব্দের উৎপত্তি। সযুগেব সাযুজ্যং। সাযুজ্য অর্থে সমানযোগ। একত্র উপবেসন বাসাদিই উপনিষদের অভিমত। এক কথায় সংযুক্ত ভাবই সাযুজ্য। যথা শ্বেতাশ্বেতরে-দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়াঃ সমানং বৃক্ষং পরিসষ্যজাতে। পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন দুইটি পক্ষী সমান বৃক্ষে বাস করে। কেহ সাযুজ্য শব্দে ব্রহ্ম ও ঈশ্বরে লীনতা বা ঐক্য সিদ্ধান্ত করেন। ভগবান্ কপিলদেব ঐকত্বং বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, হে মাতঃ যাঁহারা আমার সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে সন্তৃপ্ত তাঁহারা আমার সহিত একাত্মতাও ইচ্ছা করে না। নৈকাত্মতাং মেস্পৃহয়ন্তি কেচিৎ ইত্যাদি।এইরূপ উক্তি কিন্তু রূঢ়িবৃত্তি বিচারেই কথিত। তথাপি ঐক্য বলিতে সত্ত্বানাশ পূর্ব্বক একীভূত ভাব বুঝায় না। অর্থাৎ সত্ত্বার ঐক্য সিদ্ধান্ত কদাপি হইতে পারে না পরন্তু সখ্যভাবে ভাবৈক্যই এই ঐক্য। ইহা ভাগবতে ক্রিয়াদ্বৈত, ভাবাদ্বৈত ও দ্রব্যাদ্বৈতের ন্যায় জানিতে হইবে। সখ্যভাবে লঘুগুরুভাব নাই। তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম। এবম্বিধ সমান ভাবই সখ্যে বর্ত্তমান। ভাবাদির সাম্যই সখ্য। এই সখ্যভাবে সাযুজ্য ভাব শুদ্ধরূপে বৈকুণ্ঠে বিদ্যমান। বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি। যস্যাস্তে হৃদয়ে সম্বিত্তং নৃসিহমহং ভজে।। অন্যথা সত্ত্বানাশময় ঐক্য বৈকুণ্ঠে নাই। সত্ত্বানাশ বাসনাই ভ্রান্তধারণা মাত্র। বিচার করিলে আরও জানা যায় যে, ভগবানের বিশ্বরূপে সকলই বিদ্যমান্। আত্মনি চৈব বিচিত্রাশ্চ। এই বেদান্তমতেও ভগাবনে জীবজাতি সকলই আছে। তদ্ব্যতীত অহমেবাসমেবাগ্রে শ্লোক হইতে জানা যায় যে, সৃষ্টির প্রাক্কালে সৎ-জীব , অসৎ-মায়া এবং পর-ব্রহ্ম কিছুই ভগবান্ হইতে পৃথক্ ছিল না। ইহারা যদি ভগবানেই থাকে তাহা হইলে পুনরায় তাহাদের ভগবানে লীন হইবার প্রশ্ন হইতেই পারে

না। কিন্তু মায়া হইতে জীবের এইরূপ ভ্রম ধারণা উদিত হয়। অতএব সেবকভাব ত্যাগ করিয়া সেব্যভাবে এক হইয়া যাওয়া বা মিশিয়া যাওয়া রূপ ভ্রান্তবাদ বৈকুণ্ঠে নাই বা অন্যত্রও থাকিতে পারে না। **ন যত্র মায়া** এই প্রমাণানুসারে বৈকুণ্ঠে তাদৃশ্য ধার্ষ্ট্যরূপ মায়িক ধারণার অবকাশ কোথায়? প্রত্যেকটি ভাবই শুদ্ধ রূপে বৈকুণ্ঠে বিদ্যমান। যেমন ইহজগতে পরকীয়া ভাব দোষাবহ পরন্তু বৈকুণ্ঠশিরোমণি গোলোক বৃন্দাবনে তাহা পরম রসাবহ রূপে বিরাজমান্। এখানে ঈর্ষা একটি মহাদোষ কিন্তু কৃষ্ণপ্রেয়সীতে সপত্নীভাবে তাহা প্রচুর রসাবহ। তেমনই সাযুজ্যও বৈকুণ্ঠে শুদ্ধভাবে সেব্যমান্। দ্বিতীয়তঃ লীন শব্দে একীভূত হওয়া বুঝায় না। যেমন বনে বিহঙ্গ লীন ন্যায়ে বিহঙ্গটি বনে লীন হইল বলিতে বিহঙ্গ যে বন হইয়া গেল এরূপ সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে। বনে অদৃশ্য হইল ইহাই বুঝায়। পুনশ্চ অদৃশ্য বলিতে বিহঙ্গের নিরাকারত্বও প্রতিপন্ন হয় না। কারণ বিহঙ্গ দৃশ্য সাকার কিন্তু দূরত্ব ও দৃষ্টির প্রতিবন্ধক নিবন্ধন বিহঙ্গটি দ্রষ্টার চক্ষুর অসাধ্য বিচারেই অদৃশ্য সংজ্ঞক। ভ্রান্তবুদ্ধি ব্রহ্মবাদীগণ যে সকল উদাহরণ দ্বারা ব্রহ্মৈক্য কল্পনা করে তাহা তাহাদের দুর্বুদ্ধির পরিচয় মাত্র। যেমন লবন জলে জল হইয়া যায়। এখানে লবন জলে অদৃশ্য হইলেও তাহার লবন সত্ত্বা তো নষ্ট হয় না। অতিসূক্ষ্মত্বহেতুই লবনের অদৃশ্যত্ব প্রতিপন্ন হয়। স্বরূপতঃ আরও ঘট ভাঙ্গিয়া যাইলে ঘটস্থ আকাশ মহাকাশে মিশিয়া যায়। ইহাও একটি গণ্ডমূর্খের উক্তি মাত্র। যদি এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি সিদ্ধান্ত হয় তবে ব্রহ্ম অতিরিক্ত ঘটই বা কি আর প্রতিবিম্বই বা কি ? তাহা কোথা হইতে বা আসিল? এক অদ্বিতীয় বস্তুর প্রতিবিম্ববাদ মূর্খোক্তি মাত্র। প্রতিবিম্ব সেখানেই থাকে যেখানে দ্বিতীয় বস্তু বিদ্যমান্। কিন্তু শাঙ্কর মতে দ্বিতীয় বস্তু স্বীকৃত হয় নাই। তাহা হইলে তাহাতে প্রতিবিম্ববাদ প্রলাপ মাত্র। জীব অখণ্ড ব্রহ্মাংশ, সকল সত্ত্বাই ব্রহ্মসত্ত্বায় সত্ত্বাবান্। তাহাই ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব। জীব স্বভাবতঃই ব্রহ্মে অবস্থিত এবং ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন কিন্তু অংশাংশী বিচারেই জীব ও ব্রহ্মের সেবকসেব্যভাবে যে ভেদ তাহাও বাস্তব। অতএব স্বরূপতঃ যে জীব ব্রহ্মে অবস্থিত তাহার ব্রহ্মে লীনতার প্রশ্নই হইতে পারে না। যদি বলেন, জীব কৃষ্ণদাস স্বরূপবান্ হইলেও কোন কোন জীবে যেরূপ অসুরে তদ্বিপরীত ভাব ক্রিয়া করে। তদ্রূপ কখনও জীবে ব্রহ্মদাস্য বিরোধি ব্রহ্মৈক্যভাবও প্রতিপন্ন হয়। হাঁ,

হইতে পারে কিন্তু আসুর ভাবের ন্যায় সেই ভাব নিন্দনীয়, ইহা সাধুবাদ নহে। ঐভাব স্বরূপ বিরোধী বলিয়া প্রকৃষ্ট বিড়ম্বনা বই আর কিছুই নহে। জগতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বিদ্যমান্। সেখানে অধর্ম্ম শিক্ষনীয় বিষয় নহে, ধর্ম্মই শিক্ষণীয়। তজ্জন্যই শাস্ত্রের প্রচার। ধর্ম্ম হইতে শান্তির উদয় কিন্তু অধর্ম্ম হইতে দুঃখের উদয় হয়। সকল ব্যবস্থাই শাস্ত্রে আছে কিন্তু কোন শাস্ত্রে অধর্ম্ম শিক্ষার উপদেশ নাই। কোন্ বুদ্ধিমান্ অধর্ম্ম শিক্ষা করে? কেহই করে না। শাস্ত্রে অন্বয়ব্যতিরেকভাবে ধর্ম্ম উপদেশ অছে। ব্যতিরেক ভাবে ধর্ম্ম বুঝাইতে যাইয়া অধর্ম্মের পরিণামও বিশদ ব্যাখ্যা মুখে তৎপরিণামহীনতা দেখাইয়াছেন। অতএব শাস্ত্রেআছে বলিয়া অসৎ মত গ্রাহ্য নহে। কোন্ সুবুদ্ধিমান্ জানিয়া প্রাণনাশক বিষ পান করে? যদি বলেন, ব্রহ্মৈক্যেও আনন্দ আছে। সত্য, থাকিলেও তাহা সংসার সুখের ন্যায় অনিত্য ও অযথার্থক। ব্রহ্মৈক্য শ্রুতির শিক্ষা নহে । ইহা মহাদেবের কল্পিত আগম শিক্ষা। বস্তুতঃ ব্রহ্মৈক্যবাদ মহাদেবেরও অভিপ্রেত নহে । তিনি নিজমুখে তাহা প্রচার করিয়াছেন। তিনি নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছেন যে, ব্রহ্মবাদ মায়াবাদ, অসৎশাস্ত্র, প্রচ্ছন্ননাস্তিক্যবাদময়।

মায়াবাদমসৎশাস্ত্রং প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিণা।।

হে দেবি! আমি কলিযুগে ব্রাহ্মণমূর্ত্তিতে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধবাদ রূপ অসৎমায়াবাদ শাস্ত্র প্রচার করিব। সাযুজ্যের যদি ঈশৈক্য অর্থ স্বীকার করা হয় তথাপি কোন মতেই ঈশৈক্য সিদ্ধ হয় না। উপনিষদ্ বলেন, কর্ত্তা ও ভোক্তা ভাবে জীবপক্ষী দেহ বৃক্ষের সুখদুঃখ ফলভোগ করিয়াও সুখী নহে কিন্তু অহর্নিশ শোক করিতে করিতে মোহ প্রাপ্ত হইতেছে। অনিশয়া শোচতি মুহ্যামানঃ কিন্তু পার্শ্বস্থ পরমাত্মা পক্ষীর শোকমোহাদি নাই। অতএব পরমাত্মার ন্যায় কর্ত্তা ও ভোক্তাভাব জীবে সিদ্ধ নহে। পরন্তু যখনই জীব পক্ষী ঈশোন্মুখ হয় তখনই শোকমুক্ত হয়। যদা যুষ্টং পশ্যত্য ন্যমীশানং বীতশোকো ভবতি। এতদ্বাক্যে জীবের ঈশৈক্য অসদর্থ কিন্তু ঈশসখ্যই সদর্থ। যেরূপ অঞ্জন নয়নেরই ভূষণ পরন্তু অন্য অঙ্গের দূষণ স্বরূপ। তদ্রূপ ঈশদাস্যই সাযুজ্যের সদর্থ এবং ঈশৈক্যই অসদর্থ। তজ্জন্য শ্রুতিবিদ্ শ্রীমন্মাধ্বাচার্য্যপাদ সাযুজ্য শব্দের একত্রাবস্থান করিয়াছেন। সেব্যসেবকের একত্র অবস্থান স্বাভাবিক, তদ্বিনা সেবা সিদ্ধ হয় না। শব্দের নানার্থ থাকিলেও যথাসঙ্গতার্থই স্বীকার্য্য, তাহাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। কিন্তু ভূতপ্রাপ্ত যেমন ভৌতিকভাবকে বহুমানন করে তেমনই মায়ামুগ্ধ অতিবিদ্য ব্রহ্মবাদীগণ

ব্রহ্মৈক্যভাবকেই বহুমানন করেন। ঈশোপনিষৎ বলেন, অবিদ্যগণ তমে প্রবেশ করে আর অতিবিদ্যগণ অন্ধতমে পতিত হয়। ঈশৈক্যবাদীগণই অতিবিদ্য অন্ধতামিস্রনারকী। কুরুক্ষেত্র মিলনে শ্রীমতী কুন্তীদেবী নিজভ্রাতা বসুদেবের প্রতি অভিযোগ করিলে তিনি বলেন, হে অম্ব! তুমি আমাদের প্রতি অভিযোগ করিও না। ঈশ্বরই কাল দ্বারা প্রাণীগণকে সংযুক্ত ও বিযুক্ত করেন। এখানে যুনক্তি বলিতে যুক্ত করেন, একত্রিত করেন ইহাই সঙ্গতার্থ কিন্তু এক বা একীভুত করেন এইরূপ অর্থ অবান্তর ও অন্যায্য। তদ্রূপ সাযুজ্যের সহবাসই সত্যার্থ। সখ্যভাবে সহালাপ ভোজন শয়ন উপবেশন ভ্রমণ মন্ত্রণ খেলনাদিই সাযুজ্য বিলাস। যেরূপ রমা ও বাণী ভগবানের মুখে বুকে নিত্যকাল বিরাজমানা। তাঁহারা সেবিকারূপেই নিজ প্রভুর সেবা পরায়ণা। তাঁহারা ভগবান্ হন না বা হইতেও চান না বা ভগবানে মিশিয়া যাইতেও চান না। নিত্যসেবিকা রূপেই তাঁহাদের স্বরূপ বিদ্যমান্।

মুক্তির কারণ

নারদপঞ্চরাত্রে মহাদেব মুক্তি কথনে মুক্তির কারণ বলিয়াছেন। যথা কাশীধামে মৃত্যু, প্রয়াগে মুণ্ডণ, বৃন্দাবনে দোলায়মান গোবিন্দদর্শন, মঞ্চস্থ মধুসূদন দর্শন, রথস্থ বামন দর্শন, কার্ত্তিক পূর্ণিমায় রাধার্চ্চন, শিবচতুর্দ্দশীব্রত, শিবপূজন, শ্রীহরিপাদপদ্মস্মরণ, বৈশাখে পুস্করস্নান, গঙ্গাসাগরে মৃত্যু, কার্ত্তিকে তুলসী শালগ্রামশিলা দান, দেবতাস্থাপন, বৈষ্ণবে কন্যাদান, বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টভোজন, দ্বিজপাদোদকপান, গাভী ও পৃথ্বীদান, নারায়ণক্ষেত্রে লক্ষ্যজপ, কৃষ্ণমন্ত্রগ্রহণ, ভাগবতশ্রবণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও বিষ্ণুপুরাণশ্রবণ, হরিনামানু কীর্ত্তন, কৃষ্ণব্রতপূজন, কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ, পঞ্চপাত্রশ্রবণ, পতিব্রতাদের পতিসেবা, শুদ্রদের দ্বিজসেবা, বৈষ্ণবসেবন, আষাঢ়ী কার্ত্তিকী মাঘী বৈশাখী পুর্ণিমায় তীর্থস্নান, পিতৃমাতৃগুরুসেবন, ইন্দ্রিয়দমন, বেদাচার পালন, দান, অহিংসা, উপবাস, সন্ন্যাসগ্রহণ, অনাথা ভগিনী কন্যাবধুদের পালন, সদ্বিপ্রে মন্ত্র ও কন্যাদান, অজ্ঞানীকে জ্ঞান দান, জীবের প্রতি অভয়া দান ও শরণাগত রক্ষণ ইত্যাদি মুক্তির কারণ। ইহাদের মধ্যে হরি সম্বন্ধীয় সর্ব্বকৃত্যই মুক্তিবীজ বলিয়া কথিত। পূর্ব্বোক্ত কারণগুলি হইতে যে মুক্তি সিদ্ধ হয় সেই মুক্তিও বিভিন্ন পর্য্যায় ভুক্ত। ইহাদের অধিকাংশই সাধারণী কিন্তু বিষ্ণু ও বৈষ্ণবী মুক্তিই আত্যন্তিকী। কলিযুগ পক্ষে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনই প্রশস্ত মুক্তিপ্রদ। মহাপ্রভু বলেন, ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইতে সবার। বৃহন্নারদীয় পুরাণে বলেন,

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।

কলিযুগে হরিনাম হরিনাম হরিনামই সার। তদ্ব্যতীত আর অন্য কোন গতি নাই নাই নাই। ভাগবতে বলেন, **কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ।** কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতেই মায়াবন্ধন মুক্ত হইয়া জীব পরমধামে গতি লাভ করেন। অতএব স্বরূপে প্রতিষ্ঠালিপ্সুদের পক্ষে কেবল হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনই কর্ত্তব্য। হরিভক্তিই পরমা মুক্তি। যথা স্কান্ধে-- **নিশ্চলা ত্বয়ি ভক্তির্যা সৈব মুক্তির্জনার্দ্দন।** হে জনার্দ্দন! আপনাতে যে নিশ্চলা ভক্তি তাহাই প্রকৃত মুক্তি।

--ঃ০ঃ০ঃ--

প্রাকৃত সংসারের স্বরূপ

প্রাকৃত সংসার হরি বৈমুখ্যের সূত্র, অবিদ্যার পুত্র, বঞ্চনার ছত্র, যমের খনিত্র, ত্রিগুণের সত্র, অধর্ম্মের মিত্র, বৈষম্যের গোত্র, যাতনার পাত্র, সাধনার ক্ষেত্র অতএব অতীব বিচিত্র। এখানে সকলেই স্বার্থপর, কেহ নহে কার, অহংমমাকার দোষে ছারখার। এতো যুদ্ধপুর এথা সব শূর, জয় কামাতুর, ক্রোধপুরন্দর, গর্বে সর্বেশ্বর, লোভান্ধতস্কর, মদধনুষ্কর, মোহধুরন্ধর, মাৎসর্য্যতৎপর, স্বরূপতঃ ক্রুর, নৃশংস প্রচুর, স্বভাবে অসুর, দস্যুদুরাচার।

এথা সবে কালবশ, কর্ম্মভোগে অবশ, দুরাশা বিবশ, দুস্কর্ম্মে লালস, না ভজে পরেশ, জন্মান্তরদাস, লভে অপযশ। এখানে স্বাধীনতা আকাশকুসুম তুল্য, দাবীর নহে মূল্য, নাহিক সাফল্য, সব কলিদোষে খুল্য, কোথায় কৈবল্য? এখানে আছে মিছা অভিমানের অভিযান। অভিমানেই জীব কর্ত্তা ভোক্তা রাজা নেতা গুরু বিধাতা। ধর্ম্মহারা জীব কর্ম্মপারা দুঃখে ভরা সংসার কারাগারে পড়ে গেছে ধরা, তার হাতে পায়ে কালের কড়া, মায়ার বেড়া লঙ্ঘনে সে নিতান্ত অপারগ। এখানে রোগশোকের ছড়াছড়ি, বিপদের বাড়াবাড়ি, ঝন্ঝাটের হুড়াহুড়ি, অশান্তির জড়াজড়ি, উদ্বেগের পীড়াপীড়ি, কলহের কাড়াকাড়ি ও ত্রিতাপের তাড়াতাড়িতে জীব দিশাহারা, আত্মহারা, কর্ত্তব্যহারা, পাগলপারা। কলঙ্কিত কুল তাই চিন্তায় আকুল, মূলে আছে ভুল, মনে প্রাণে শূলবেদনা অতুল। এখানে জীব ভাবনাদুষ্ট, কামনাধৃষ্ট, খলতানিষ্ঠ, সদায় অনিষ্ট আচারে বরিষ্ঠ, ত্রিতাপসংশ্লীষ্ট, ভোগবাদে নষ্ট, অসতে প্রতিষ্ঠ, রোগশোকে ক্লীষ্ট, দরিদ্রতাবিষ্ট, ছলনা বিশিষ্ট ভেদভ্রমে পিষ্ট, সভ্যগুণে নিকৃষ্ট তাই নাহি মিলে অভীষ্ট। এখানকার জীব আচারে হন্য, বিচারে বন্য, ব্যবহারে ভুরি ভুরি জঘন্য,

নগন্যচরিতে সুঘৃণ্য, তারা সতে নহে গণ্য, অসতেই মান্য, অপমানে ধন্য, নাস্তিক বরেণ্য, বিমুক্তকারুণ্য জনতা কেবল পণ্ডিতন্মন্য, বাস্তবে সুন্দরারণ্য সদৃশ। প্রাকৃত সংসারী কামের পূজারী, স্বার্থের ব্যাপারী, প্রতিষ্ঠার ভিখারী, বিভ্রমবিকারী, অধর্ম্ম স্বীকারী, পরার্থাপহারী, বিবাদবিচারী,অনর্থপ্রচারী অতএব দুঃখ অধিকারী। এরা স্বভাবে দারুণ, কামী অকরুণ, খলতা প্রবীণ, মহাজনের আনুগত্যহীন চরিত্রে নবীন, সততাবিহীন, কালের অধীন, নহে তো স্বাধীন। এথাকার লোক সব প্রতারক, মানাপহারক, অস্বস্তি কারক গুণ বিনায়ক। এরা তত্ত্ব নাহি জানে, বড় অভিমানে, ধর্ম্ম নাহি গনে, আভিজাত্য গানে মত্ত নিশিদিনে। এসংসারধাম দাবানলসম জ্বলে অবিরাম, নাহিক বিশ্রাম, শূন্য পরিণাম, সম্বল বদ্নাম, নাহিক সুনাম শুচিগুণগ্রাম, দুরে আত্মারাম সেব্যঘনশ্যাম পদসেবাকাম। এখানে জীব খলতাশালীন মমতাকুলীন, কুযোগে বিলীন, মায়াভোগে লীন, উপাধিমলিন, সমাধিবিহীন। এখানে নাহি চিরশান্তি , আছে ভুরি ভ্রান্তি, তনুমনে ক্লান্তি, সার শুধু শ্রান্তি। এখানে আছে মায়াভোগ সাজে ভবরোগ, রাজে মৃতিযোগ, বিফল প্রয়োগ, বৃথা অভিযোগ, কৃশ উপযোগ, সুযোগ স্বপ্নবৎ ক্ষণে হয় বিয়োগ। মনে আছে রোষ, কর্ম্মেতে দোষ, নাহি পরিতোষ, দূরে প্রাণতোষ, ছলনার কোষে শুধু অপযশ। এখানে নাই শুভবুদ্ধি, শুচিগুণস্বৃদ্ধি, না আছে সমৃদ্ধি, আছে বিরূপে প্রসিদ্ধি, স্বরূপে অসিদ্ধি, কুমতে বিবৃদ্ধি। জীব কনকের ধ্যানে, কামিনীর সনে, বিলাসের গানে, মনোরথ যানে, ঘুরে ভোগবনে, পঞ্চরসপানে কিন্তু বিবিধ বিধানে মৃত্যু সন্নিধানে তাহা নাহি জানে। এথা নাহি হরিভক্তি, মায়ানাশে শক্তি, ভবপারে যুক্তি, কোথা পাবে মুক্তি? এখানে আমি ও আমার সকলই অসার, কেবলই ভার, কেহ নহে কার, সবে হাহাকার, আছে উপহার, বৃথা প্রতিকার, সাধাসাধি সার, ফলেতে লকার, কোথা উপকার? এথা নাহি সদাচার, নীতির প্রচার, ধর্ম্মের বিচার, ন্যায় সমাচার, প্রীতি ব্যবহার, সাধু সমাদর, গুণের আদর। এ যেন শমন বিহার, যন্ত্রনাগার, অতুলপাথার, মৃষা সমহার, শ্মশাননগর, শোকের বাজার, দুঃখ দরবার, ইথে ভূত পরিবার বসে নিরন্তর। অপকার প্রতিকারে তনুমন সমাসীন, উপকারে সদা উদাসীন, অবিচারে ব্যভিচারে সমীচীন কিন্তু সাধু সদাচারে অর্ব্বাচীন। এ কারাবাসে নাহি পীতবাসার ভালবাসা, প্রীতি শুভ ভরসা, নিরাশার নিশাঘোরে হতাশার বাতাসে ভোগ দুরন্তে ছুটে দুর্ব্বাসা। প্রত্যাশা ও প্রতিষ্ঠাশায় মন সদা মগ্ন, খোজে শুভলগ্ন যাতে পায় মনোরথপার। কিন্তু হতবিধিবল, সকল বিফল, সব সাধনা যায় রসাতল। এখানে জীব কামাসক্ত,. রামারক্ত, মিছাভক্ত, গতিমুক্ত, নীতিত্যক্ত, প্রীতিরিক্ত, ভীতিযুক্ত, কুধিপৃক্ত, অতিরিক্ত কলিসিক্ত দলভূক্ত।

এখানে নহে কেহ স্বামি বিনা অন্তর্যামী, সবে বিপদগামী, জড়দেহারামী, ধন ভোগকামী, বিষয়উদ্যমী, শেষে নরকানুগামী। এখানে আছে কৃতজ্ঞতার অভাব, অজ্ঞতার বৈভব, প্রতিজ্ঞার শৈশব এবং অনভিজ্ঞতার প্রভাব, ব্যভিচারী স্বভাবে নাহি কৃষ্ণ রসজ্ঞতার অনুভব, প্রাজ্ঞজীবনের ভাব। মায়াবদ্ধজীব এখানে অহঙ্কারে সজ্জিত ও মজ্জিত, অভিমানে পণ্ডিত ও দণ্ডিত খণ্ডিতভাবেই মণ্ডিত ও ষণ্ডিত (ষণ্ডভাবপ্রাপ্ত), পশুভাবে বিকৃত, ধিক্কত,

থুৎকৃত ও নক্কৃত জীবনে অলঙ্কৃত, পরমার্থধনে অতি বঞ্চিত ও অনুগঞ্জিত, নারকীদীক্ষায় দীক্ষিত ও শিক্ষিত, কর্ম্মাচারে অভিশপ্ত ও অনুতপ্ত চিত্তে বিলাপ ও প্রলাপ বিহ্বল। জীব দুর্ব্যবহারে পোষিত, তোষিত, ভূষিত ও দূষিত, ষড়রিপু দ্বারা শোষিত ও মুষিত পরমার্থ। স্বার্থ নামে অনর্থের চিরদাসত্বে তার সত্ত্বা শ্মশানবাসী মৃতবিলাসী। এখানে সাধন ভজন জপ তপ দান যজ্ঞাদি সব প্রয়োজন ভোগ্র কারণ অর্থাৎ ভোগই প্রয়োজন। এখানে দুর্ল্লভ সুধী উদারধী, সুলভ কুধী কৃপণধী, গৃহমেধী। বিধির পরিধিতে তারা ঘুরে নিরবধি কিন্তু প্রেমনিধির সমাধিতে চির ব্যাধিত অপরাধী। সেবক এখানে বকধর্ম্মী, পাঠক ঠককর্ম্মী, মালিক অলিকমর্ম্মী। সংসারে অমাবস্যার ন্যায় জটিল সমস্যায় উপাস্যের তপস্বারীতি সৃতি ভ্রষ্ট ঘোটকের ন্যায় দুর্ঘটনার নিকটবর্ত্তী। রাধাকান্তের উপাসনা দূরে পরিহরি মায়াকান্তের সাধনায় সবে বলিহারী। জীবকুল শুধু বধূর অধর পানেই সাধু, কিন্তু পান নাহি করে কভু হরিকথা সীধু।

দয়া দেখ মায়ার কোলে দোলে নিরন্তর।
ধর্ম্মভোলে কুলে কুলে বৃথা আড়ম্বর।।
শুচি এথা মুচির মত মলিন কলেবর।
রুচি তো ঘৃতাচী বেশে নাচে অবান্তর।।
ধর্ম্ম নামে কর্ম্মধামে শর্ম্ম মর্ম্মাহত।
গর্ব্বপর্ব্ব সর্ব্বেসর্ব্বা শর্ব্ব দুর্ব্বাসিত।।
ন্যাসীবেশে সর্ব্বনাশী কাশীবাসী হয়।
বিদ্যানামে অবিদ্যার বিলাস সদায়।।
বন্দনার নামে সাজে বঞ্চনার কার্য্য।
মন্ত্রণার নামে রাজে যন্ত্রণার শৌর্য্য।।
রক্ষকের বেশে ঘুরে রাক্ষসের গণ।

পণ্ডিতের নামে শোভে পাষণ্ডী দুর্জ্জন।।
যোগীসাজে ভোগী রাজে ত্যাগী ত্যজে হরি।
সাধুবেশে যাদুরসে জীব অত্যাচারী।।
নীতি এথা সৃতিমুক্ত, প্রীতি রীতিহীন।
কৃতি আদৌ ক্ষতি ধর্ম্মনাট্যতে প্রবীণ।।
ব্রহ্মচারী ব্রতহারী, সতী রতিজীবী।
গৃহস্থ উপস্থরোগী দুরন্তস্বভাবী।।
বিপ্র বিপ্রলিপ্সু,শূদ্র সাধুমুদ্রাধারী।
ক্ষত্রিয় ক্ষতি তৎপর, বৈশ্য পোষ্যহারী।।
ধার্ম্মিকের ভানে ধর্ম্মধ্বজীর বিলাস।
মুক্ত অভিমানে ভবে মায়াবী প্রকাশ।।
ঘরে ঘরে কুরুক্ষেত্র, দুর্যোধন নীতি।
বনবাসে যুধিষ্ঠির, বিদূর সঙ্গতি।।
ভোগ লাগি ধর্ম্মকর্ম্মব্রত তীর্থবাস।
প্রবচন মৌন ত্যাগবেশ উপবাস।।
বৈদিকের সাজে ব্যাধ পশুর আচারে।
বঞ্চনায় পটু সবে বটু উপকারে।।(উপকারে বালক তুল্য)
কীর্ত্তি এবে হাত মিলাল কলঙ্কের সনে।
তাহা দেখি সাধুগণ হরি স্মরে মনে।।
প্রাকৃত সংসার মায়াময় দুঃখময়।
কৃষ্ণের সংসার মায়াতীত প্রেমময়।।
স্বরূপ বুঝিয়া সবে হও সাবধান।
প্রাকৃত ত্যজিয়া নিত্য ভজ বুদ্ধিমান্।।
যথার্থ বর্ণন এই নিন্দা কভু নয়।
অনিত্যে যে নিত্যজ্ঞান তমোগুণময়।।
অধর্ম্মে যে ধর্ম্মজ্ঞান মুর্খ পরিচয়।
অধর্ম্মে অধর্ম্ম জ্ঞান বিজ্ঞমত হয়।।
রজস্তমোগুণে জীব মিথ্যা সত্য মানে।
প্রতিপদে দুঃখফল জীবনে মরণে।।
অতএব প্রাকৃত সংসার পরিহরি।
কৃষ্ণের সংসারে থাকি বল হরি হরি।।

---ঃ○ঃ○ঃ---

অর্থ, স্বার্থ, পরমার্থ ও অনর্থ

অর্থ

অর্থ শব্দে অনুবাদ, ব্যাখ্যা। অর্থ শব্দে ধন সম্পত্তি বিষয় বুঝায়। অর্থ শব্দে ফল প্রয়োজনও বুঝায়। স্থান বিশেষে অর্থ শব্দ ব্যবহৃত হয়।

অর্থ শব্দে অনুবাদ ব্যাখ্যা বিষয়ে শ্লোকার্থ, শব্দার্থ, ভাবার্থ মর্ম্মার্থ, তাৎপর্য্যার্থ ইত্যাদি।

অর্থ শব্দে ফল বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,

ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা
সূক্তস্য সিদ্ধস্য চ বুদ্ধ দত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতং
যদুত্তমশ্লোকগুণানুবর্ণনম্।।

উত্তমশ্লোক শ্রীহরির গুণানুবাদই পুরুষের তপঃ, পাণ্ডিত্য, সুষ্ঠু রূপে উচ্চারিতমন্ত্র, দান ও বুদ্ধির অস্খলিত অর্থ, ইহা কবিগণ নিরুপণ করিয়াছেন।

শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য
নন্বঞ্জসা সুরিভিরীড়িতোঽর্থঃ।
তত্তদ্গুণানুশ্রবণং মুকুন্দ
পাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেসাম্।। যেসকল পুরুষদের হৃদয়ে ভগবান্ মুকুন্দের পাদপদ্ম বিরাজ করে তাঁহাদের গুণচরিত শ্রবণই সুচিরসাধ্য পাণ্ডিত্যের নিশ্চিত সহজ ও সৎফল, ইহা সুরিগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অর্থ শব্দে ধন বিষয়ে পরমার্থ বিচারে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যপাদ বলেন,

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং
নাস্তি ততঃ সুখলেশসত্যম্।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ
সর্ব্বত্রৈষা কথিতা রীতিঃ।।

হে ভ্রাতঃ! অর্থকে অনর্থ বলিয়া জান। কারণ তাহা হইতে সুখলেশমাত্রও প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই ইহা সত্য ঘটনা।। এমনকি ধনভাজীগণ নিজ পুত্রাদি হইতেও ভয় প্রাপ্ত হয়।

অর্থ হইতে বিবেক নাশী মদ, মোহ, লোভা, স্পৃহা হিংসা, পরাভব, শোক, ভয় ও মৃত্যু ঘটে।

অর্থের সার্থকতা কথনে বলেন,

ভার্যা সা যা ভজনসহায়া
পুত্রাস্তে যে তদ্গতকায়াঃ।
বিত্তং তাবদ্ধরিভজনার্থং
ন চেত্তদিদং সর্ব্বং ব্যর্থম্।।

তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা যিনি হরি ভজনের সহায়িকা, তাহারাই পুত্র যাহারা পিতার অনুগত হইয়া হরিভজন তৎপর এবং তাহাই বিত্ত যাহা হরি ভজনে নিযুক্ত, তদ্ব্যতীত সকলই ব্যর্থ। অর্থাৎ হরি ভজনেই অর্থ পরমার্থ সংজ্ঞা পায়।

হরিভজনেই অর্থের সার্থকাতা। হরি ভজনেই অর্থের বৈগুণ্যদোষাদি দূরীভূত হয় ও ভগবন্নিবেদিত ভাবে শুদ্ধ ও সিদ্ধ হয়।

যদ্‌যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্তায় কল্প্যতে।।

হে উদ্ধব! ইহ লোকে যাহা যাহা অতিপ্রিয় এবং তোমারও প্রিয় তাহা তাহা আমাকে নিবেদন করিবে তাহা হইলে তাহা অনন্ত ফলে পরিণত হয়।।

অতএব ভগবদর্পিতভাবেই অর্থের বা কর্ম্মের ধর্ম্মতা প্রতিপন্ন বা সিদ্ধ হয়। চতুর্ব্বর্গস্থ যে অর্থ তাহা বিষয় সম্পত্তি ধন বাচ্য।

অর্থ শব্দে প্রয়োজন প্রাপ্য। ইন্দ্রিয়বানদের ইন্দ্রিয় ভোগ্য বা সেব্য বস্তুই প্রয়োজন পদ বাচ্য অর্থাৎ দেহধারীদের গৃহদেহ ধারণ পোষণোপযোগী ভোগই প্রয়োজন। আর অর্থ্ শব্দে প্রয়োজন বা কৃষ্ণপ্রেম পরমার্থ নামে প্রসিদ্ধ।

স্বার্থ

নিজ অর্থ-- স্বার্থ। জীবের স্বার্থ কি? স্ব বাচ্য কে বা অর্থ বাচ্যই বা কি ? স্ব শব্দে দেহ বাচ্য। দেহধারণ পোষণোপযোগী আহার বিহারাদিই অর্থ বাচ্য হয়। কিন্তু স্ব শব্দে ভগবদ্দাসভূত আত্মাকে বুঝাইলে ভগবদ্দাস্যভূত প্রেমই অর্থ বাচ্য হয়। অর্থাৎ পরমার্থ বিচারে বা সিদ্ধান্ততঃ

বা যথার্থতঃ কৃষ্ণপ্রেমই জীবের প্রকৃত একমাত্র নিরুপাধিক স্বার্থ। অবিমুক্ত অর্থাৎ আবৃত স্বরূপ জীবেরই পক্ষে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ পুরুষার্থ কিন্তু বিমুক্তস্বরূপবানের পক্ষে কৃষ্ণপ্রেমই চতুর্ব্বর্গ ধিক্কারী পরম পুরুষার্থ। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমৎপ্রহ্লাদ মহারাজ বলেন, স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুঃ অর্থাৎ স্বার্থের গতি বিষ্ণুই অন্য নহে। কারণ বিষ্ণুই অনন্যসেব্য ও আরাধ্য। তদংশভূত অতএব সেবক সম্বন্ধবান্ জীবের গতি তিনিই। বিষ্ণু বিনা স্বার্থের গতি আর কে হইতে পারেন? কেহই নহেন। বিষ্ণু ভিন্ন স্বার্থের গতি ইতর বিধানে জীবের দেহাত্মবন্ধন ও সংসার বিপত্তি বা জন্মান্তরবাদ। বিষ্ণু আনন্দময়। আনন্দং ব্রহ্ম। আনন্দেন জীবন্তি বিচারে জীবের স্বার্থ আনন্দ এবং আনন্দমভিসম্বিশন্তি বিচারে তদ্‌গতি বা আশ্রয়ই বিষ্ণু হন। কৃষ্ণপ্রেমাই জীবের নিত্যস্বার্থ। তদিতর ধর্ম্মার্থাদি অনিত্যবোধে ও অপার্থবোধে অপস্বার্থ। কখনও বা উপস্বার্থ সংজ্ঞা পায়। চতুর্ব্বর্গস্থ ধর্ম্ম--বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্ম কিন্তু নিরস্তকুহক পরম সত্য ভগবদুপাসনাময় পরমধর্ম্ম নহে, অর্থ-- বিষয় সম্পত্তি বা ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়াদি কিন্তু ভগবদ্ভজন বিষয় নহে। কাম--ভোগস্পৃহা কিন্তু গোপীপ্রেম বাচ্য কাম নহে। মোক্ষ বা মুক্তি সংসার দুঃখ নিবত্তি বা ব্রহ্মলয়সুচক কিন্তু স্বরূপে, ভগদ্দাস্যে ব্যবস্থিতি রূপা মুক্তি নহে। অর্থাৎ ইহারা এককথায় পরমার্থপর নহে। কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা-- পরমপুরুষার্থ। যার আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুষার্থ।। ইত্যাদি বাক্যে চতুর্ব্বর্গের পরমার্থভাব হীনতাই স্বীকৃত হয়। অর্থাৎ ইহারা স্বয়ং পরমার্থ বা স্বার্থ নহে।

পরমার্থ

শ্রেষ্ঠতম অর্থ বা প্রয়োজন-- পরমার্থ। অথবা যে অর্থ পর -অবিদ্য কল্পিত শত্রুময় সংসারকে বিনাশ করে তাহাই পরমার্থ। পরং শত্রুং মীয়তে লীয়তে যেনার্থেন ইতি পরমার্থঃ।

জীব ভগবদ্দাস্য স্বরূপবান্। সুতরাং ভগবৎপ্রেমই তাঁহার অর্থাৎ পুরুষরূপী জীবের অর্থভূত পরমার্থ। প্রেমভক্তিরূপী অর্থ চতুর্ব্বর্গ ধিক্কারি শ্রেষ্ঠমহত্ত্ব নিবন্ধন **পরম** এই উপসর্গময় সংজ্ঞা প্রাপ্ত। শ্রেষ্ঠ মহত্ত্ব কোথায়? ভগবৎপ্রীতি সাধ্য ধর্ম্মত্বে। কারণ পরমার্থ বিচারে জীব সম্বন্ধে অস্বরূপভূতধর্ম্মত্বাৎ চতুর্ব্বর্গ্য অপ্রসিদ্ধ কিন্তু স্বরূপভূতধর্ম্মত্বাৎ প্রেমভক্তিই প্রসিদ্ধ। অতএব পরমোপাদেয় কাজেই পরমাদরণীয়ও বটে। ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ প্রাপ্তদের ইহ সংসারে পুনরাবর্ত্তন নিবন্ধন তাহারা অপপুরুষার্থ। আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন। হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক পর্যন্ত পুনরাবর্ত্তন আছে।

মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসারবাসনাম্। যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ। যদি অচিন্ত্যমহাশক্তিমান্ ভগবানে অপরাধ হয়, তাহা হইলে মুক্তগণও পুনরায় সংসার বন্ধন প্রাপ্ত হন অর্থাৎ অধঃপাত লাভ করেন। কিন্তু ভক্তি সাধ্য বৈকুণ্ঠ হইতে পতনের সম্ভাবনা নাই। যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।। হে পার্থ! যেখানে যাইলে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না তাহাই আমার পরম ধাম। অতএব ভক্তিই পরমার্থ। পরন্তু ভগবদর্পিতভাবেই চতুর্ব্বর্গের পরমার্থতা। যথা--স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ভাবেই বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মের পরমার্থতা। অর্থাৎ বিত্তং তাবদ্ধরিভজনার্থং ভাবেই অর্থের পরমার্থতা। কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া ভাবেই কামের পরমার্থতা। হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ ভাবেই মোক্ষের পরমার্থতা। পরমেশ্বরের সম্বন্ধে পারকীয়ভাবের পরমার্থতার ন্যায় কর্ম্মযোগজ্ঞানাদিরও পরমার্থতা প্রতিপন্ন হয়। যেহেতু ভগবানই সমস্ত ক্রিয়ামূল, ধর্ম্মমূল, বিধিমূল। বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ সমস্তই তাহাতে নয়নস্থ অঞ্জনের ন্যায় শোভা পায় ও সঙ্গত

হয়। ভগবান্ বলেন, বিদ্যাও অবিদ্যা উভয় আমার তনু। তিনি অচিন্ত্যশক্তি ক্রমে সর্ব্ব সমন্বয়ভাবে সোনায় সোহাগা। অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ সর্ব্বং মত্তঃ প্রবর্ত্ততে ইত্যাদি ভগবদ্বাণী হইতেও ভগবানের সর্ব্ব ধর্ম্মের সমন্বয়ত্ব সিদ্ধ হয়। সারকথা যাহা ভগবৎসেবায় যোগ্য তাহাই প্রশস্ত ও পাল্য। যাহা সেবাবিরুদ্ধ তাহাই দুষ্য ও ত্যজ্য। ধর্ম্মের মূল ভগবান্ বলিয়া কোন ধর্ম্মই হেয় নহে কিন্তু দেশকালপাত্র বিচারে কখনও কোন সম্বন্ধে কোন ধর্ম্ম হেয় হয় এবং কোন ধর্ম্ম বা উপাদেয় হয়। হেয় ও উপাদেয় বিষয়ে ব্যবহার তারতম্যই কারণ। যেমন মিথ্যার অধর্ম্মত্ব সিদ্ধ হইলেও প্রাণসংকটে বা প্রাণীবধে ধর্ম্মত্ব সিদ্ধি হয়। অতএব সত্যের ন্যায় মিথ্যাও ভগবৎসেবক। তপ ত্যাগ যম নিয়ম স্বাধ্যায়াদিরও ভগবত্তাৎপর্য্য প্রসিদ্ধ অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে। যেমন মলমাস স্মার্ত্তমতে হেয় কিন্তু বৈষ্ণবমতে পরমোপাদেয়। অতএব মতের প্রশস্তি বা অপ্রশস্তি থাকিলেও মাসের ঐক্য সিদ্ধ। গৃহস্থের স্ত্রীসঙ্গ ধর্ম্ম কিন্তু যতির পক্ষে অধর্ম্ম। এখানে সঙ্গেরই পাত্রাপাত্র বিচারে ধর্ম্মাধর্ম্মত্ব সিদ্ধান্তিত কিন্তু নারীর নহে। অতএব ধর্ম্মাধর্ম্মত্ব বিচার জীব সম্পর্কে কিন্তু ঈশ্বরসম্বন্ধী নহে। শীতে বস্ত্রাচ্ছাদন কিন্তু গ্রীষ্মে তদ্রাহিত্যই প্রশস্ত। এখানে কাল সম্বন্ধেই বস্ত্রের ভোগ ও ত্যাগ সিদ্ধ হইয়াছে। অসৎপাত্রে দান নিন্দনীয় কিন্তু সৎপাত্রে দান প্রশংসনীয়। এখানে পাত্র বিচারেই নিন্দা প্রশংসা দেখা যাইতেছে কিন্তু দান বা দান দাতার সম্বন্ধে নহে। ভগবন্নিন্দা অধর্ম্ম কিন্তু খণ্ডিতা মানিনীর নিন্দা নিরস্কারাদি প্রেমধর্ম্ম সঙ্গত। অতএব নিন্দা সময় বিশেষে, পাত্র বিশেষে, দেশ বিশেষে সঙ্গত এবং অসঙ্গত ভাব ধারম করে। অস্তি ও মলের হেয়তা নিষিদ্ধতা কিন্তু শঙ্খ ও গোময়ের প্রসিদ্ধতা ও উপাদেয়তা শাস্ত্র প্রসিদ্ধ। অন্যের উচ্ছিষ্ট ভগবানে অনিবেদ্য পরন্তু মধুকর উচ্ছিষ্ট মধু ভগবন্নৈবেদ্য বিশেষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই প্রকার ধর্ম্মাধর্ম্মের উপাদেয়তা ও হেয়তা দেশকালপাত্র বিচারেই প্রতিষ্ঠিত।

অনর্থ

যাহা অর্থ বা পরমার্থ বা প্রয়োজন নহে তাহাই অনর্থ। অথবা যাহা স্বার্থ বিরোধী তাহাই অনর্থ। অথবা অসদর্থই অনর্থ বাচ্য। যেমন নামাপরাধ একটি অনর্থ। ইহা কৃষ্ণপ্রেমরূপ অর্থকে বিরোধ বা বিনাশ করে। যেমন তুচ্ছাসক্তি একটি অনর্থ। ইহার বর্ত্তমানে কৃষ্ণাসক্তিরূপ পরমার্থ সিদ্ধ হয় না। অতএব অনর্থ। এইরূপ অনর্থ চারি প্রকার যথা-- তত্ত্বভ্রম, অপরাধ, অসত্তৃষ্ণা ও হৃদয়দৌর্ব্বল্য। ইহারা পুনশ্চ চারি চারি প্রকারে বিভক্ত। যথা তত্ত্বভ্রম-- স্বতত্ত্বে ভ্রম, পরতত্ত্বে ভ্রম, সাধ্যসাধনে ভ্রম ও বিরোধীবিষয়ে ভ্রম।

অপরাধ--

নামাপরাধ, স্বরূপে অপরাধ অর্থাৎ সেবা অপরাধ, ভক্তাপরাধ ও অন্যজীবে অপরাধ।

অসত্তৃষ্ণা--

ঐহিকভোগবাসনা, পারত্রিক ভোগবাসনা, যোগবিভুতি সিদ্ধিবাসনা ও মোক্ষবাসনা।

হৃদয়দৌর্ব্বল্য--

তুচ্ছাসক্তি, কুটীনাটী অর্থাৎ কপটতা, মাৎসর্য্য অর্থাৎ পরশ্রীকাতরতা ও প্রতিষ্ঠাশা।

এইসকল অনর্থের কারণ অবিদ্যা। ভগবদ্বহির্ম্মুখতা হইতেই

অবিদ্যার উভ্যুদয়। কারণ ভগবান্ বিদ্যাপতি। তদ্বহির্ম্মুখতা ক্রমে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ নামক পঞ্চক্লেশের উদয় হয়। আর বহির্ম্মুখতা পরাভিধানতঃ সিদ্ধ অর্থাৎ স্বরাট্ ঈশ্বরেচ্ছাক্রমেই জীবের বন্ধন ও মুক্তি হয়। যথা গীতায়-- সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তোঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ। বেদান্তে --পরাভিধানাত্তু তিরোহিতং ততোঽস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ। অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! আমিই সকলের অন্তর্যামী এবং আমা হইতেই জীবের মদ্বিষয়ক স্মৃতিজ্ঞান ও তাহার বিলোপ হইয়া থাকে। পরমেশ্বরের লীলাভিধান হইতেই জীবের কৃষ্ণস্মৃতি তিরোহিত হইলেই জীবের অবিদ্যাবন্ধন ও বিপর্য্যয় বুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। শ্রীদামাদি পার্ষদ ভক্তদেরও অভিশাপক্রমে আসুরিক ভাবাবেশ বশতঃ কৃষ্ণবিস্মৃতি তথা কৃষ্ণবিদ্বেষাদি তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ। জীব অল্পজ্ঞ, অপরিণামদর্শী, সর্ব্বোপরি পরতন্ত্র অতএব তাহার বন্ধন মোক্ষণও লীলাপুরুষোত্তমের লীলা বিধানেই জানিতে হইবে। নতুবা তাঁহার সহিত বিরোধ করিতে কেহই সমর্থ নহে। অচিন্ত্যশক্তিক্রমে তিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপবান্ হইয়াও ভৌমলীলা বিধানে বিরাট শরীরবান্। সারকথা ভগবান্ যেমন নিত্যস্বরূপে নিত্যধামে নিত্যপার্ষদগণকে লইয়া লীলা পরায়ণ তেমনই অনিত্যধামে অনিত্য বিরাট্ স্বরূপে অনিত্য দেহবান্ জীব সকাশে প্রাকৃত সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মিকা প্রাকৃতলীলা পরায়ণ। সর্ব্বজ্ঞতা ও সামর্থ্য নিবন্ধন তিনি কৈবর্ত্তের ন্যায় মুক্ত স্বরূপে অবস্থিত কিন্তু অসার্ব্বজ্ঞ্য ও অসামর্থ্য নিবন্ধন মৎস্যের ন্যায় জীবকুল তাঁহার মায়াজালে আবৃত। মায়াবন্ধনের তটস্থ কারণ রূপে মায়া ও জীবের অদৃষ্ট কাকতালীয় ন্যায় সঙ্গত।

বস্তুতঃ স্বরূপ লক্ষণে ভগবানই অন্বয় ব্যতিরেক ভাবে সর্ব্বকারণকারণ। মায়া ও তৎসঙ্গজ অদৃষ্টও ঈশানুমোদিত।

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দূর্গা।
যস্যানুরূপমপি তথা চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।

ঈশসমীপে থাকিতে বা ঈশসাক্ষাৎকারে মায়ার বিলজ্জমানত্ব লীলা সূচিকা ন তু সিদ্ধান্তগর্ভা কারণ ঈশ্বর মায়ার দ্বারাই এই জগল্লীলা করিয়া থাকেন। সাধ্বীর ভর্ত্তানুগত্য ধর্ম্মবোধিত বিষয়। সুতরাং ছায়েব যস্য বাক্যে মায়ার ভগবৎ পশ্চাদ্বর্ত্তিনীরূপে নিলজ্জমানাত্ব সিদ্ধ হয়। সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলে দেখা যায় যে, জীবমোহন যদি মায়ার স্বতন্ত্রকৃত্য হইত তাহা হইলে মায়ার জড়ত্ব সিদ্ধ হইত না বা মায়িকদেহে তাহার অর্থাৎ হরির অন্তর্যামীরূপে অবস্থানও সঙ্গত হয় না। মায়াও তদতিরিক্ত কোন সত্ত্বা নহে। পরন্তু তদীয় শক্তি বিশেষ। শক্তির শক্তিমান্ পারতন্ত্র্য স্বতঃসিদ্ধ। আর মায়ার পিশাচীত্ব জীবশোধনে নতু জীবহিংসনে। মাতার পুত্রশাসনে নৈষ্ঠুর্য্যবৎ মায়ার কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবশাসনে চণ্ডীত্ব নৈমিত্তিক লীলাবিক্রম বিশেষ। পিতৃবহির্ম্মুখ বা বিদ্বেষী বা আবজ্ঞী পুত্রকে শাসনের পরিবর্ত্তে কোন জননী স্নেহ করেন না। তাহার প্রতি তীব্রশাসনই ধর্ম্মসঙ্গত। পরন্তু **বিড়াল দন্ত ন্যায়ে** মায়ার মোহন এবং প্রসাদন কার্য্য প্রসিদ্ধ। কারণ মায়ারও কৃষ্ণদাসীত্ব প্রসিদ্ধ।

--ঃ০ঃ০ঃ--

পুরুষার্থ নির্ণয়

পুরুষের অর্থ বা প্রয়োজনই পুরুষার্থ বাচ্য। দেহপুরে বাস বা শয়ন হেতু জীব ও ঈশ্বরের পুরুষ সংজ্ঞা। তন্মধ্যে ঈশ্বর পুরুষোত্তম এবং জীব সাধারণ পুরুষ। পুরুষ বিচারেই পুরষার্থ নির্ণীত হয়। পুরুষের বৈচিত্র্য নিবন্ধন পুরুষার্থেরও বৈচিত্র্য পরিদৃষ্ট হয়। যিনি যেরূপ পুরুষ তাঁহার পুরুষার্থ তদ্রূপই হইয়া থাকে। বিদ্যার্থীর বিদ্যা, ধনার্থীর ধন, প্রেমার্থীর প্রেম আর ধর্ম্মার্থীর ধর্ম্মই প্রয়োজন হয়। প্রধানতঃ পুরুষগণ কর্ম্মী জ্ঞানী ও ভক্ত ভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে কর্ম্মীগণ ভোগবিলাসী, জ্ঞানীগণ ভোগে বিরক্ত মোক্ষাভিলাষী এবং ভক্তগণ ভগবদুপাসক। জগতে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ নামে চারিটি পুরুষার্থের প্রসিদ্ধি আছে। ভোগবিলাসী কর্ম্মীপক্ষে যে পুরুষার্থ উপযুক্ত তাহা ধর্ম্ম অর্থ কামাত্মক ত্রৈবর্গিকার্থ নামে খ্যাত। যদিও কর্ম্মী পক্ষে ভোগসাধনে অর্থ ও কামই প্রয়োজন। তথাপি ধর্ম্ম তাহার যোগক্ষেমময় অর্থ ও কাম সাধন করে বলিয়া ধর্ম্মও তাহার অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজনীয়। যেহেতু কর্ম্মী প্রবৃত্তি মার্গস্থিত। কিন্তু কর্ম্ম ও ভোগে দোষ দর্শনহেতু তাহা হইতে বিরত নিবৃত্তিকামী জ্ঞানী পক্ষে মোক্ষই পুরুষার্থ রূপে নির্ণীত ও স্বীকৃত হয়। জ্ঞানী বৈরাগ্যশীল। পরন্তু যাহারা কর্ম্মে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত, ভোগে উপরত এবং মোক্ষে উদাসীন তাদৃশ ভক্তপক্ষে ভগবৎসেবাই পুরুষার্থরূপে স্বীকৃত হয়। কি কর্ম্মী, কি জ্ঞানী, কি ভক্ত, সকলেই আনন্দের ভিখারী। ইহারা নিজ নিজ স্বভাব অনুসারে মনঃপূত আনন্দপ্রদ পুরুষার্থকেই বরণ করেন। কারণ ভোগীদের কর্ম্মসাধ্য ভোগই আনন্দপ্রদ। জ্ঞানীদের জ্ঞানবৈরাগ্য সাধ্য মোক্ষই আনন্দপ্রদ আর ভক্তিসাধ্য ভগবৎপ্রেমাই ভক্তদের আনন্দপ্রদ পুরুষার্থ। বাস্তবিক পক্ষে ভগবতপ্রেমাই জীবের যোগ্য পুরুষার্থ। কারণ জীব স্বরূপে নিত্যকৃষ্ণদাস। দাস পক্ষে প্রভুর সেবাই ধর্ম্ম এবং সেবা জনিত প্রেমানন্দই পুরুষার্থ। তত্ত্বপক্ষে ভগবৎপ্রেমাই পুরুষার্থসার। ইহাই জীবের স্বরূপানন্দ। কিন্তু ভোগ বা মোক্ষ জীবের স্বরূপেতর পুরুষার্থ। জীব যখন স্বরূপভ্রষ্ট হইয়া মায়িক ধামে পতন লাভ করে তখন তাহার তৎকালোচিত পুরুষার্থই এই ভোগ ও মোক্ষ। যদিও জ্ঞানীগণ কেবল মায়ামুক্তিকেই মোক্ষ বলেন না কিন্তু ব্রহ্মে লীনতাকেই মোক্ষ বলেন তথাপি ব্রহ্মগতিও অনিত্য বলিয়া ব্রহ্মানন্দ প্রকৃত মোক্ষ নহে।

তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞানীগণ মুক্তাভিমানী হইলেও বস্তুতঃ মুক্ত নহেন। তাহারাও কর্ম্মীর ন্যায় পুনরাবর্ত্তন ধর্ম্মী। কারণ ব্রহ্মস্থিতি পান্থবৎ ক্ষণিকী। আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।

অতএব ব্রাহ্ম্যমুক্তি রোগমুক্তির ন্যায় নৈমিত্তিক ও তাৎকালিক পরন্তু আত্যন্তিক ও নিত্য নহে। ব্রহ্ম স্বরূপের নিত্যধাম নহে। তাহা পান্থশালার ন্যায়। পরব্রহ্মেরই নির্ব্বিশেষ জ্যোতিই জ্ঞানীদের সাধ্য এই ব্রহ্ম। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম এই উপনিষৎসূত্রে ব্রহ্মজ্যোতিরও ব্রহ্মত্ব যুক্তি সঙ্গত। অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব বৃহত্ব প্রযুক্ত ব্রহ্ম সংজ্ঞক, ব্যাপ্তিহেতু বিষ্ণু সংজ্ঞক । তাঁহার বৃহত্ব ভগবত্ত্বা লক্ষণময় অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্য সাম্পূর্ণ্য। বৃহত্বের পরিভাষা মাত্র ব্রহ্মাদি। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, ব্রহ্ম শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্। ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ, অনুর্দ্ধ সমান।। অতএব মুখ্য অর্থে ব্রহ্ম ভগবান্ সংজ্ঞক

বলিয়া গৌণ অর্থে তাঁহার নির্ব্বিশেষত্ব সিদ্ধ। কর্ম্ম স্বভাবই অভদ্র, তাহা ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গল বা আনন্দ দানে চির অসমর্থ। দ্বিতীয়তঃ কর্ম্মসাধক দেহের সহিত তৎসাধ্য ভোগও স্বপ্নবৎ অনিত্য, বিকৃত, অযথাযথ, মিথ্যাকল্পিত বলিয়া ত্রৈবর্গিকের পুরুষার্থত্ব নিতান্ত হেয় ও তুচ্ছ। বিকৃতস্বরূপ ভৌতিক বৃত্তির ন্যায় ত্রৈবর্গিক অর্থ স্বরূপভ্রষ্ট জীবেরই পুরুষার্থ। অপিচ ব্রহ্মে লীন রূপ মোক্ষানন্দ রোগমুক্ত নিষ্ক্রিয় ব্যক্তির ন্যায় আপাততঃ মায়িক উপাধিমুক্ত স্বরূপ বিলাসহীনেরই পুরুষার্থ। অতএব ইহাও অনুপাদেয় ও অগ্রাহ্য। পরন্তু স্বরূপ বিলাসপূর্ণ ভগবৎপ্রেমানন্দই জীবের নিরুপাধিক নিত্য নিরবদ্য পুরুষার্থ। ইহাই জীবের পরম উপাদেয় বাস্তব পুরুষার্থ। তুলনামূলক আলোচনায়ও জানা যায় যে, প্রেমানন্দ সিন্ধুবৎ এবং মোক্ষানন্দ বিন্দুবৎ আস্বাদ্য।

চতুর্ব্বর্গীয় ধর্ম্ম সামান্য বর্ণাশ্রয়ধর্ম্ম, অর্থ-জীবিকা সম্পত্তি, কাম-ইন্দ্রিয়তর্পণ এবং মোক্ষ-সংসার ন্যাস ও ব্রাহ্মীগতি। পরন্তু পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় চতুর্ব্বর্গই পরম উপাদেয়। তাহাই নিরন্তকুহক পুরুষার্থ। ঈশ্বর সর্ব্বময়, তাঁহার ভক্তিও সর্ব্বভাবময়ী সকল পুরুষার্থময়ী অর্থাৎ ভক্তিই পরম ধর্ম্ম, ভক্তিই পরম অর্থ, ভক্তিই পরম কাম্য এবং ভক্তিই পরম মুক্তি স্বরূপা ও মুক্তি জননী। অন্যত্র পৃথক্ পৃথক্ উপায়ে পৃথক্ পৃথক্ পুরুষার্থ লভ্য হয় কিন্তু মহৌষধির ন্যায় ভগবদ্ভক্তি সকল পুরুষার্থ প্রদাত্রী। এক কথায় বলা যায় যে, অবৈষ্ণবীয় চতুর্ব্বর্গ তুচ্ছ, হেয়, অনিত্য ও নশ্বর কিন্তু বৈষ্ণবীয় চতুর্ব্বর্গই পরমোপাদেয়, নিত্য, অবিনশ্বর অর্থাৎ সনাতন। এই বৈষ্ণবীয় চতুর্ব্বর্গই প্রেমসংজ্ঞক পঞ্চম পুরুষার্থ বলিয়া শাস্ত্র মহাজন প্রসিদ্ধ। যথা ঈশ্বরোদ্দেশী ক্রিয়া ভক্তি সংজ্ঞা পায়। হরিমুদ্দীশ্য যা ক্রিয়া সা ভক্তিরিতি প্রোক্তা তথা ঈশসম্বন্ধী চাতুর্ব্বর্গও পঞ্চম পুরুষার্থ সংজ্ঞা পায়। যথা আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছার কাম সংজ্ঞা কিন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি বাঞ্ছার প্রেম সংজ্ঞা। কৃষ্ণেন্দ্রিয় সন্তোষণে গোপীদের কামও প্রেমবাচী হইয়াছে। শাস্ত্রে হরিতোষণ ধর্ম্মেরই ধর্ম্ম সংজ্ঞা। তৎকর্ম্ম হরিতোষণং যৎ। বৈষ্ণবশাস্ত্রে যে চতুর্ব্বর্গের অনাদর দেখা যায় তাহা ইতর সাধারণ চতুর্ব্বর্গ সম্বন্ধীয় জানিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই পরমপুরুষার্থ ভাজীদের ইতর চতুর্ব্বর্গের প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে না। যেমন পূর্ণকামের কাম্য নাই, আত্মারামের অন্যাপেক্ষা নাই। অপিচ ভগবৎপ্রেম পুরুষার্থসার হইলেও প্রেমের তারতম্যে পুরুষ ও পুরুষার্থেরও তারতম্য সিদ্ধান্তিত হয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরাত্মক পঞ্চবিধ প্রেমার উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা নিবন্ধন তৎ তৎ প্রেমিক ও তৎ তৎ পুরুষার্থেরও উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত হয়। পুনশ্চ মধুররসে বামা দক্ষিণা ভেদে পুরুষার্থ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে বামাই দক্ষিণা হইতে গুণে গরীয়সী বলিয়া তাঁহার পুরুষার্থও বরীয়সী। পুনশ্চ বামামধ্যা হইতে বামাপ্রখরার শ্রেষ্ঠতা নিবন্ধন তৎপুরুষর্থেরও শ্রেষ্ঠতা প্রপঞ্চিত হয়। প্রেম অধিরূঢ় মহাভাবে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত। শ্রীমতী রাধিকা সেই অধিরূঢ় মহাভাব বিলাসিনী। অতএব তাঁহার পুরুষার্থই পরমপুরুষার্থ শিরোমণি স্বরূপ। ইহার পরে আর পুরুষার্থ বিচার হয় না। ইহাই পুরুষার্থের পরাবধি। অতএব পুরুষ বিচারেই পুরুষার্থ নির্ণয়ই সিদ্ধান্ত।

---ঃ০ঃ০ঃ---

সম্বন্ধের প্রকাশ

জীব নিত্য, জীবের প্রভু ঈশ্বর নিত্য এবং উভয়ের সম্বন্ধ ও নিত্য। ঈশ্বর অংশী, জীব তদংশ। অতএব অংশী অংশে সেব্য সেবক সম্বন্ধ বিদ্যমান্। মুক্ত ও বদ্ধ ভেদে জীব দুই প্রকার। মুক্তজীব ঈশ্বরের নিত্য সেবায় নিযুক্ত কিন্তু বদ্ধজীব কৃষ্ণবিস্মৃতি হেতু মায়াভোগ রত। এতাদৃশ জীবের কৃষ্ণসম্বন্ধ কাষ্ঠস্থিত অগ্নির ন্যায় অব্যক্ত সুপ্ত অতএব লুপ্তপ্রায়। যেরূপ পরস্পর যাতায়াত, আদানপ্রদান দেখাশুনা ও আলোচনার অভাবে দেশান্তরে কার্য্যান্তরে নিযুক্ত আত্মীয়দের মধ্যে আত্মীয়তা দিন দিন লোপ পায় তদ্রূপ কোন কারণে কৃষ্ণবিস্মৃত অতএব মায়িক জগতে নিবাস রত, নানা ভোগাসক্ত জীবের কৃষ্ণসম্বন্ধও লুপ্তপ্রায়। যেরূপ ভুতাবিষ্ট অবস্থায় স্বসম্বন্ধ কার্য্যাদি স্থগিত থাকে, যেরূপ অভিনয় কালে অভিনেতার নিজস্ব কার্য্যকারিতা স্থগিত থাকে তদ্রূপ মায়াবদ্ধ অবস্থায় জীবের স্বরূপধর্ম্ম নিষ্ক্রিয় ও অব্যক্ত থাকে। পুনশ্চ ভুতমুক্ত যথা স্বস্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যথা অভিনয়ান্তে অভিনেতা নিজকার্য্যে ব্রতী হয় তদ্রূপ মায়াবন্ধন হইতে মুক্তিতে জীব স্বাস্থ্যলাভ করে অর্থাৎ স্বরূপধর্ম্মে নিবিষ্ট হয়। ভগবানের সহিত জীব স্বরূপতঃ নিত্যসম্বন্ধযুক্ত বলিয়া নূতন করিয়া তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে না। নিত্যসম্বন্ধই ঘটনাক্রমে আত্মপ্রকাশ করে। শুদ্ধসাধন ও অহৈতুকী কৃপাই সেই ঘটনা। পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত অথচ দীর্ঘপ্রবাসী অতএব লুপ্তপ্রায় পরিচয় আত্মীয়গণ যেরূপ পরিচয় মাত্রেই স্ব স্ব সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ হইয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য সমাধান করে তদ্রূপ নিত্যকৃষ্ণদাস্য সম্বন্ধযুক্ত অথচ মায়াকবলিত অতএব দীর্ঘকাল স্বরূপবিস্মৃত জীব গুরুবৈষ্ণব ও শাস্ত্রের মাধ্যমে নিজ পরিচয়াদি

যোগে নিজ স্বভাবে কৃষ্ণসম্বন্ধ সেবাদি সম্পাদনে স্বাস্থ্য লাভ করে। প্রসবমাত্রেই একটি শিশু গ্রামান্তরে জনৈক স্নেহশীলা কর্ত্তৃক লালিত পালিত হয়। অজ্ঞ শিশু তৎপালিকাকেই জননী ও তৎগ্রামকেই নিজ জন্মভূমি তথা প্রতিবেশীজনকে আত্মীয় জ্ঞান করে। কিন্তু বয়স কালে কোন সুহৃৎ বিশ্বস্ত সূত্রে তাহার নিজস্ব পরিচয় প্রদান করেন। তদ্বাক্যে সন্দিগ্ধ বালক অপর কয়েকজন ভব্যলোকের নিকটও তদ্রূপ পরিচয় পাইয়া নিঃসন্দেহ হয় এবং নিজ জন্মভূমি, জননী ও আত্মীয়দের প্রতি মমতা ধারণ করে ও দর্শন মিলনোৎকণ্ঠায় যথা সময়ে তাহাদের সহিত মিলিত হয়। এখানে বিচার্য্য-- শিশুটির এমন মতি ও গতি হইল কেন? উত্তর- অজ্ঞতা ও অসামর্থ্যই তাহার এই ভিন্ন মতি গতির কারণ। শিশু স্বভাবতঃই অজ্ঞানী তাহাকে যদি স্থানান্তরিত ও মাতান্তরিত না করা হইত তবে সে যথাকালে নিজ সম্বন্ধেই নিজ জননীর সহিত জন্মভূমিতে বাস করিত। জীব অসর্ব্বজ্ঞ তথা মায়াবশযোগ্য বলিয়া তাহার অবস্থান্তর স্বীকৃত হয়। সে যদি সর্ব্বজ্ঞ সামর্থ্যবান্ অর্থাৎ মায়াবশ না হইত তবে তাহার স্বরূপচ্যুতি বা বিস্মৃতি ঘটিত না। সর্ব্বোপরি অঘটনঘটনপটীয়সী মায়াধীশ শ্রীহরির নিরঙ্কুশ কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বতোভাবে সকলের অলঙ্ঘনীয়। তিনি বিচিত্র কর্ত্তা। বিচিত্র লীলাসাম্রাজ্য লক্ষ্মীপতি। তিনি সমস্ত বিরোধ ও সরোধ ভাবের সমন্বয় মহাসৌধ স্বরূপ। জীবের স্বরূপবিস্মৃতি স্বস্থানচ্যুতিতে মায়া মূলকারণ নহে কিন্তু বিচিত্রলীল ঈশ্বরই আদিকারণ, তিনি সর্ব্বকারণকারণ। জীব সর্ব্বজ্ঞ ও সমর্থ হইলেও তৎপ্রভুর কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বদায় দুর্ল্লঙ্ঘ্য। নিত্যসিদ্ধা ভগবৎপ্রিয়া হইলেও তৎপরিচয় প্রাপ্তির পূর্ব্বেই স্থানান্তরভূতা রুক্মিণীর কৃষ্ণসম্বন্ধ অব্যক্তই ছিল, জাগ্রত ছিল না। যদি নিত্যপ্রিয়া পক্ষে এইরূপ ঘটনা ঘটে তবে অনাদি বদ্ধজীবের স্বরূপ বিস্মৃতি আশ্চর্য্যকর নহে। অবশ্য এই সকল ঘটনা যোগমায়া ঘটিত। যোগমায়া কৃষ্ণ ও তৎপ্রিয়াদের মিলনানন্দ বর্দ্ধনের জন্য ঈদৃশ আদেশ প্রাপ্তা। মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে। যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে।।ইত্যাদি

তত্ত্ববিচারে জীবের কৃষ্ণবিস্মৃতিও লীলাকৈবল্যপতি গোবিন্দের লীলা বৈচিত্র্যই বটে। তাঁহার লীলা বিধানে তৎসেবকদের স্বতঃসিদ্ধ ভাবও লুপ্ত হয়। মত্তঃস্মৃতি র্জ্ঞানমপোহনঞ্চ। কৃষ্ণ পরিচয় প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রুক্মিণীর স্বতঃসিদ্ধ কৃষ্ণসম্বন্ধ জাগ্রত হয়। কিন্তু বদ্ধজীবে কৃষ্ণপরিচয় সঙ্গে সঙ্গেই ফলপ্রসূ হয় না। তাহাতে সাধনান্তরের অপেক্ষা আছে। আর যাঁহারা কৃপাসিদ্ধ তাঁহাদের সাধনার প্রয়োজন ঘটে না। ভৌমলীলায় নিত্যপ্রিয়াগণ যেরূপ ঘটনাক্রমে নিজ প্রভুর সঙ্গে মিলনানন্দ উপভোগ করেন তদ্রূপ বদ্ধজীবও বিলম্বে সাধনা ও ঘটনাক্রমে নিজ প্রভুর নিত্যসম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত ও তাঁহার মিলনানন্দ প্রাপ্ত হয়। অতএব নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমের ন্যায় জীবের কৃষ্ণ সম্বন্ধও সাধনসিদ্ধ ব্যাপার নহে। পরিচয় দ্বারাই স্ব পর সম্বন্ধের প্রকাশ ও পরিস্কৃতি ঘটে। লবকুশের সঙ্গে রামের বীর্য্যগত সম্বন্ধ থাকিলেও গর্ভাবস্থায় প্রবাস হেতু সেই সম্বন্ধ সুপ্ত ছিল কিন্তু ঘটনাক্রমে পরিচয় দ্বারাই তাঁহাদের সেই সম্বন্ধ প্রকাশিত হয়। তথা জীবও পরিচয় দ্বারাই নিজ নিত্যকৃষ্ণদাস্য সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত ও প্রসিদ্ধ হয়।''শ্লোকটি ভূলিয়া গিয়াছি'' এইবাক্য ব্যতিরেকভাবে যেরূপ শ্লোকের স্মৃতিকে প্রমাণিত করে তদ্রূপ **কৃষ্ণভূলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ** এই বাক্যও বিস্মৃতির পূর্ব্বে স্মৃতিকে প্রমাণিত করে। অতএব জীবের নিত্যবদ্ধ সংজ্ঞা উপচার মাত্র। তথা জীবের বদ্ধভাব তাৎকালিক ন তু নিত্য অথবা দীর্ঘকালব্যাপী বলিয়া নিত্য আখ্যা প্রাপ্ত। পুনশ্চ জীব নিত্যকৃষ্ণদাস স্বরূপবান বলিয়া তাহার নিত্যবদ্ধত্ব কখনই সিদ্ধ ও স্বীকৃত হয় না। বদ্ধাবস্থায়ও জীবের স্বরূপগত কৃষ্ণসম্বন্ধ পূর্ণ থাকে, দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্য তাহা প্রমাণিত করে। দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন। ইত্যাদি পুরাণ বাক্যেও জীবের নিত্যকৃষ্ণদাস্য পরিস্কৃত আছে। তবে জীবের বন্ধনের কারণ কি, যে বন্ধন হইতে নিত্য স্বরূপ ধর্ম্মের বিপর্য্যয় ঘটে? নিরঙ্কুশ ঈশ্বরের অচিন্ত্য ইচ্ছাক্রমেই জীবের স্ব পর তত্ত্বস্মৃতি ও বিস্মৃতি ঘটে। মত্তঃ স্মৃতি র্জ্ঞানমপোহনঞ্চ। বেদান্ত বলেন, পরমেশ্বরের লীলা বিধানে জীবের স্মৃতি লোপ এবং বন্ধ বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। পরাভিধানাত্তু তিরোহিতং ততোঽস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ।

পরিচয় দ্বারা সম্বন্ধের প্রকাশ হইলেও সকল জীবই সেই সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কর্ণের ন্যায় দাম্ভিক জীব নিজ নিত্য কৃষ্ণদাস্য সম্বন্ধকেও স্বীকার করে না। কর্ণ নিজ মাতৃ পরিচয় পাইয়াও অভিমান ভরে তাহা স্বীকার করেন নাই। কোন জীব দুষ্মন্তের ন্যায় নিজ প্রভু সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হন কিন্তু অপৌরুষেয় বাণীতে বিশ্বস্ত হইয়া নিজ সম্বন্ধকে স্বীকার করে। দুষ্মন্ত রাজা শকুন্তলার গর্ভে বীর্য্যাধান করতঃ নিজপুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যথা সময়ে শকুন্তলা কণ্ব মুনির আশ্রমে একটি বীর্য্যবান্ পুত্র প্রসব করেন। তিনি নিজ পুত্র সহ রাজভবনে স্বামী সকাশে উপস্থিত হইলে রাজা ঐ পুত্রকে অস্বীকার করিলে দৈববাণীতে বিশ্বস্ত হইয়া তিনি

পুত্র সহ শকুন্তলাকে স্বীকার করেন। কোন জীব চন্দ্রপুত্র বুধের ন্যায় সহজ মহাজন বাক্যে নিজ নিত্যকৃষ্ণদাস সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ হয়। তারা বৃহস্পতির ভার্য্যা। চন্দ্র তাঁহার গর্ভে বীর্য্যাধান করিলে একটি পুত্রের জন্ম হয়। সেই পুত্র লইয়া চন্দ্র ও বৃহস্পতির মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নিজ জন্মরহস্য অবগতি ক্রমে বুধ নামে খ্যাত সেই পুত্র নিজ জনক চন্দ্রের সম্বন্ধকে স্বীকার করেন।

জীবের কৃষ্ণবিস্মৃতির কারণ

যাদুবিদ্যা যেরূপ অজ্ঞজনকে মোহিত করে তদ্রূপ ভগবন্মায়া অল্পপ্রজ্ঞ, স্বল্পসামর্থ্য জীবকে মুগ্ধ করে। তাহা হইতেই জীবের অনিত্য বস্তুতে নিত্যজ্ঞান প্রপঞ্চিত হয়। চিত্ত চমৎকারকারী বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যই মুগ্ধতার কারণ, মুগ্ধতা অভিনিবেশের কারণ, অভিনিবেশ অন্যবিস্মৃতির কারণ অর্থাৎ যে বস্তুতে অভিনিবেশ হয় তদ্বিপরীত বস্তুতে স্মৃতি লোপ পায়। যেরূপ সিদ্ধীশ্বর মহাদেব ভগবানের মোহিনী মূর্ত্তির রূপলাবণ্য কেলি বিলাস বৈচিত্র্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তৎকালে নিজ পার্শ্বস্থিতা পার্ব্বতীকেও বিস্মৃত হন। যদি প্রশ্ন হয় বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য তত্ত্ববিচারে মায়া অপেক্ষা মায়াধীশ ভগবানেই অধিক অতএব আকৃষ্টি বা মোহ ভগবানেই হওয়া উচিত কিন্তু তাহা না হইয়া ছায়ারূপা মায়াতে হইল কেন? তদুত্তরে বলা যায় যে, ভগবানে বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অধিক সত্য তথাপি জীব তাঁহার পশ্চাতে অবস্থিতা মায়ার সম্মুখে বলিয়া তাহার দৃষ্টি প্রথমে মায়ার প্রতি পড়ে বলিয়া তাহাতেই জীব মুগ্ধ হইয়া থাকে। যদি প্রথম দৃষ্টি ভগবানের প্রতি পড়িত তাহা হইলে জীব মায়াতে মুগ্ধ হইত না। যদি বলা যায় অজ্ঞতাই মুগ্ধতার কারণ তাহা হইলে সেখানে বক্তব্য অজ্ঞতাহেতু স্বতঃসিদ্ধ ভাব সিদ্ধ হয় না। কোথাও শুনা যায় না যে মায়া স্বরূপাবস্থিতকে মুগ্ধ করিয়াছে। তাহা হইলে যাহারা মায়ামুগ্ধ সেই জীবগণ যে স্বরূপে অবস্থিত ছিল না তাহাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু তাহাও সঙ্গত নহে। সর্ব্বজীবের সমাশ্রয় শ্রীসঙ্কর্ষণদেব। তিনি বৈকুণ্ঠবিলাসী। তাঁহারই প্রথম পুরুষাবতার শ্রীকারণাব্ধিশায়ী মায়িক জগৎ সৃষ্টি করিবার জন্য ঈক্ষণ দ্বারা জীবরূপ বীর্য্য মায়ার গর্ভে আদান করেন। অতঃপর অসর্ব্বজ্ঞ জীব সেই মায়াসঙ্গেই কৃষ্ণবিস্মৃতি লাভ করে। যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসঃ মনিবৎ স্যাৎ তদ্‌গুণঃ। স্বরূপে অবস্থান কালেই কোনও কারণে কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা প্রপঞ্চিত হয়। যথা অভিশপ্ত, বৈকুণ্ঠচ্যুত জয় বিজয় মায়িক জগতে আসিয়া আসুরিক ভাব প্রাপ্ত হন। গৌরসুন্দরের দক্ষিণদেশ যাত্রায় সঙ্গী কালাকৃষ্ণদাস প্রভুর সঙ্গ ও সেবাত্যাগ করতঃ ভট্টথারীতে প্রবেশ করেন। দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া শ্লোকে জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গী হইলেও তাঁহার পরমাত্মা সকাশে মায়াভোগ দেখা যায়। ভগবদ্ ব্যবধানে মায়ামোহ বিচিত্র নহে পরন্তু ভগবৎসঙ্গেই মায়ামোহ বড়ই বিচিত্র। অতএব উপসংহারে বক্তব্য- বৈশিষ্ট ও বৈচিত্র্য ঈশ্বরে অধিক বলিয়াই তাহার লীলাবৈচিত্রই জীবের মায়ামুগ্ধতার কারণ। ভগবান্ বিচিত্রকর্ত্তা তিনি স্রষ্টা পাতা রক্ষয়িতা আবার তিনিই সংহার কর্ত্তা। তিনি জীবের মায়াভোগ দ্রষ্টা রূপেই অনুমন্তা। পুনশ্চ তিনিই তৎকর্ম্মবিধাতা ও শাস্তা। তিনি জ্ঞানদাতা, তিনিই জ্ঞান হর্ত্তা। তিনি নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময়। তিনি ইচ্ছা করিলে বদ্ধজীবকে বিনা সাধনে মুক্ত করিতে পারেন এবং মুক্তজীবকেও বদ্ধ করিতে পারেন। তিনি ঈশ্বর বলিয়া তাঁহার কিছুই অকার্য্য নাই। মায়ার কার্য্যকারিতাও তাঁহারই কার্য্যকারিতা বিশেষ জানিতে হইবে। কারণ মায়া তদিচ্ছারূপিণী। তাঁহার অনন্ত শক্তি অনন্ত প্রকারে লীলা কৈবল্যকে পুষ্ট করে। জীব তাঁহার বিভিন্নাংশ হইলেও বস্তুতঃ অভিন্ন বলিয়া জীবের মোহ ও তন্মুক্তিও ঈশ্বরের লীলাবৈচিত্র্য দ্বারা প্রসিদ্ধ। যাদুবিদ্যা যথা আনন্দ আস্বাদনের প্রকার বিশেষ তথা জীবের মোহন ও মোক্ষণও মায়াধীশের লীলাবিশেষ। কেহ বলেন, কর্ম্মফল ভোগের জন্য জীবের মায়াপতন। কিন্তু তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ জীবের স্বরূপে কোন কর্ম্ম না থাকায় কর্ম্মফল ভোগের প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। কেহ বলেন, সত্ত্বাগত স্বতন্ত্র তার অপব্যাবহার হইতেই জীবের মায়া পতন হয়। ইহাও যুক্তি সঙ্গত নহে। কারণ স্বরূপে অপগুণ না থাকায় অপব্যবহারের প্রশ্নই আসে না। কেহ বলেন, মায়াসঙ্গই জীবের কৃষ্ণবিস্মৃতি ও মায়াপতনের কারণ। ইহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ **ন যত্র মায়া** প্রমাণে স্বরূপধাম বৈকুণ্ঠে মায়া না থাকায় তত্রস্থদের মায়াসঙ্গদোষ সম্ভপর নহে। তবে মায়াগর্ভে নিক্ষিপ্ত জীবেরই মায়াসঙ্গ যুক্তিসঙ্গত। আর লীলাপুরুষোত্তম ভগবানও যখন লীলাবিক্রমে মোহ ভাব স্বীকার করেন তখন তদংশভূত জীবের মোহভাব বিচিত্রই নহে। জীব তটস্থ। এই তটস্থ শব্দ বিচার করিলে জীবের আদ্যস্থিতিরূপ স্বরূপস্থিতি জানা যায়। ব্রহ্মচর্য্যের পর গার্হস্থ্য তৎপর বানপ্রস্থ্য বা সন্ন্যাস আশ্রম প্রসিদ্ধ। গৃহে স্থিত ইতি গৃহস্থঃ এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গার্হস্থ্য নিত্য নহে। ব্রহ্মচারীই বিবাহ ক্রমে গৃহস্থ হয়। গৃহরূপা স্ত্রী সহ স্থিতিহেতু তাহার গৃহস্থ সংজ্ঞা। কিন্তু বনে প্রস্থান বা সন্ন্যাস গ্রহণে তাহার গৃহস্থ সংজ্ঞা থাকে না।

অতএব আদৌ জীব স্বরূপে ছিল, পরে মায়াসঙ্গে তটস্থ হয় আর মায়ামুক্তিক্রমে পুনশ্চ স্বরূপে অবস্থিত হয়। **বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধা** ইত্যাদি শ্রুতিস্তুতি প্রমাণেও তটস্থ জীব সাধনক্রমে সিদ্ধ হইয়া স্বরূপশক্তির সহিত সমান কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবানন্দ লাভ করে। অতএব জীবের কৃষ্ণস্মৃতি ও বিস্মৃতি সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণলীলারই অন্তর্গত ব্যাপার।

পুনশ্চ সম্বন্ধের প্রকাশ পরিশিষ্ট

ইহজগতে যাহা নূতন সম্বন্ধ অর্থাৎ সাধক যেন ভগবানের সহিত নূতন সম্বন্ধ স্থাপন করিল বলিয়া মনে হয় তাহাও বিধির বিধানে পুরাণ সম্বন্ধ মাত্র। সহস্র গাভীর মধ্য হইতে বৎস যথা নিজ মাতার অনুসরণ করে তথা সহস্রযোনি ভ্রমণেও জীবের নিজ সম্বন্ধ অটুট থাকে। যেরূপ নারীপুরুষের স্বতঃ সিদ্ধ নারী পুংভাব বাল্যে অব্যক্ত থাকিলেও কৈশোর কালে তাহা ব্যক্ত হয় তদ্রূপই বদ্ধাবস্থায় জীবের স্বতঃসিদ্ধ কৃষ্ণ সম্বন্ধ অব্যক্ত থাকিলেও সাধনক্রমে অনর্থ অপগমে তাহা ব্যক্ত হয়। অতএব জীবের সহিত কৃষ্ণের সম্বন্ধ নিত্য, তাহা কখনই তাৎকালিক বা আধুনিক বা অনিত্য নহে। ইহজগতে দ্বাপরযুগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ হইলেও তিনি যে কেবল দ্বাপরযুগীয় মাত্র তাহা নহে কিন্তু নিত্যধামে তাঁহার নিত্যপ্রকাশ বিরাজমান্। তিনি ত্রিকালসত্য বস্তু। তথা সাধনভজন ক্রমেই অনর্থাপগমে নিষ্ঠা ও রুচির মাধ্যমে স্ব সম্বন্ধ প্রকাশিত হয় বলিয়া তাহা কেবল নিষ্ঠা ও রুচি জাত নহে কিন্তু নিত্যসিদ্ধ বলিয়া সাধুশাস্ত্র সঙ্গত। অপর পক্ষে সেবকের অভাব না থাকায় সেবার জন্য কোন সেবকের সম্বন্ধ পরিবর্ত্তনেরও প্রয়োজন নাই। সৎবস্তুর অভাব নাই। সত্তম শ্রীহরি পূর্ণকাম স্বারাজ্যলক্ষ্মীবান্। তাঁহার অনন্তলীলায় অনন্ত সেবক অনন্ত সেবাপরায়ণ। অভাবে স্বভাব নষ্ট হয় বটে কিন্তু স্বরূপে অভাব না থাকায় স্বভাব সম্বন্ধেরও নাশ বা পরিবর্ত্তন নাই। আবার কেহ কখনও কোন প্রকারেই নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ সম্বন্ধকে নাশ করিতে পারে না। সাযুজ্যপ্রাপ্তে কৃষ্ণ সম্বন্ধ সুপ্ত থাকে, নষ্ট হয় না অর্থাৎ নিজ সত্বাকে কেহই কখনও নাশ করিতে সমর্থ নহে। অতএব মেঘাপগমে সূর্য্য প্রকাশের ন্যায় অনর্থাপগমে স্বরূপ সম্বন্ধের প্রকাশ প্রসিদ্ধ। ১৮।১।৯০ ভজনকুটীর

---ঃঃঃঃঃ---

কৃষ্ণভজন কেহ করে, কেহ করে না কেন?

জীব নিত্যকৃষ্ণদাস। কৃষ্ণভজনই তাহার নিজস্ব ধর্ম্ম। কিন্তু দেখা যায় ইহজগতে কেহ কৃষ্ণভজন করেন কেহ করেন না তাহার কারণ রহস্য পূর্ণ।

একটি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ শিশুকে ভূমিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোন দেশান্তরে শিবভক্ত ক্ষত্রিয়ভক্ত ঘরে রাখা হইল। দিন দিন শিশুটি বাড়িতে লাগিল। শিশু নিজপালক পালিকাকে পিতামাতা বলিয়া জানিল। যতই বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল ততই তাহার ক্ষত্রিয়ভাব ও শৈবস্বভাব লক্ষিত হইতে লাগিল এবং সেই দেশের ভাষায় কথা বলিতে শিখিল। ঐ দেশকেই সে নিজ জন্মভূমি মানিল। বিচার করুন, ঐ শিশুটি যদি জাতিস্মর না হয় বা তাহাকে তাহার জন্ম ইতিহাস জানান না হয় তবে সে কি কখনও জানিতে পারে যে, এই দেশ পিতা মাতা ভাষা স্বভাবাদি তাহার নয়? কখনই না। কারণ সে অসর্ব্বজ্ঞ। মহাত্মা ভরতের হরিণ জন্মেও জাতিস্মরতা ছিল বলিয়াই তিনি নিজ পরিস্থিতি ও পরিণতি অবগত ছিলেন। ভগবদাজ্ঞায় যোগমায়া দেবকীর গর্ভ আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করেন। এই ঘটনা বসুদের স্বয়ং, দেবকী, নন্দযশোদা ও রোহিণী এমনকি বলরামও জানিতেন না। অতএব এইতত্ত্ব তো অল্পজ্ঞ জীবের পক্ষে চির অবিজ্ঞাত বিষয়। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ ব্যাসের লেখনীতে তাহা প্রকাশিত হওয়ায় পরম্পরায় তাহা অবগত হওয়া যায়। সীতাহরণ রহস্য যদি শাস্ত্রে ব্যক্ত না হইত তবে কে প্রকৃত সীতা তত্ত্ব জানিতেন? কংস উগ্রসেননন্দন বলিয়া পরিচিত কিন্তু কংস বাস্তবিক পক্ষে উগ্রসেন রাজার বীর্য্যজাত সন্তান নহে, দ্রুমিল দৈত্যের বীর্য্য জাত। সুতরাং এই রহস্য না জানিয়াই অজ্ঞজন কংসকে উগ্রসেনের পুত্র বলেন এবং কংসও তাহাই মনে করে। এখন বিচার্য্য শিশুটির এইদশা হইল কেন? ভিন্ন দেশ পিতা মাতার প্রতি তাহার নিজ দেশ পিতা মাতা জ্ঞান হইল কেন? তদুত্তরে বলা যায় শিশুটি অজ্ঞ, তাহার স্বভাব ক্ষত্রিয় হইবার হেতু ক্ষত্রিয়সঙ্গ। শাস্ত্রে বলেন, যাহার যেরূপ সঙ্গ হয় তাহার তদ্রূপ স্বভাব চরিত্র গঠিত হয়। যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্‌গুণঃ। সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি। সংসর্গ দোষ ও গুণের কারণ।

অতঃপর ঐ শিশুকে যদি তাহার প্রকৃত নিজস্ব দেশ পিতামাতা বর্ণ ও ভাষার কথা বলা যায় তবে সেকথায় তাহার বিশ্বাস হইবে না। কারণ তাহার দেশান্তর ঘটনা সে জানে না। যদি তাহার দেশান্তর ঘটনা সবিস্তার কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি জানায় এবং আরও দশজন সজ্জন একসঙ্গে তাহার

সাক্ষী দেন তবেই তাহার বিশ্বাস হইতে পারে এবং সেই বালক নিজ দেশ পিতামাতা ভাষাদির অনুবর্ত্তন করিতে পারে। যদি বিশ্বাস না হয় তবে কিন্তু প্রকৃত দেশ পিতামাতাদির অনুসন্ধান ও সেবা করে না। এইরূপে অনেকেই বিশ্বাস করে কিন্তু বর্ত্তমান পরিবেশ মনঃপূত হওয়াই তাহা ছাড়িতে পারে না বা ইচ্ছা করে না। আবার অনেকে কোন পরিচয়ই জানে না। কেবল পশুর ন্যায় আহার বিহার ভোগাদিতে প্রমত্ত থাকে। এইবার প্রকৃত তত্ত্ব বিচার্য্য। সর্ব্বজীবের সমাশ্রয় বৈকুণ্ঠস্থ চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত মহাসঙ্কর্ষণদেব। তিনি অংশে কারণ সমুদ্রে শয়ন করিয়া মায়াতে ঈক্ষণযোগে জীবরূপবীর্য্য আধান করেন। তৎপর ব্রহ্মাণ্ড রচিত হয়। বীর্য্যরূপ জীবগণই এই ব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসী। মায়ার কার্য্য মোহন। যাহা সত্য নয় তাহাকে সত্যের ন্যায় প্রতীত করান মায়ার ধর্ম্ম। জীব স্বরূপতঃ অল্পজ্ঞ, অসমর্থ অতএব পরাধীন। দেশান্তরিত শিশুর ন্যায় জীব জানে না যে সে স্থানান্তরিত হইয়াছে মায়িক জগতে। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ তাহার নিবাসভূমি নহে বা যে দেহ ও দৈহিক পরিচ্ছদাদি পাইয়াছে ইহা তাহার নিজস্বও নহে এবং যে স্বভাব পাইয়াছে তাহাও তাহার নিজ স্বভাব নহে। জীব শিশুর ন্যায় দৃশ্যমুগ্ধ পরিণামচিন্তাশূন্য, অনাত্মদর্শী, তরলশ্রদ্ধ, স্বরূপভ্রান্ত, সুপ্তবুদ্ধি ও অবিবেকী। যাহা দেখে শুনে নির্ব্বিচারে তাহাই বিশ্বাস করে। মায়িকদেহে আত্মবুদ্ধি হেতু অমৃত হইয়াও নিজকে মৃত মনে করে। এইভাবেই নানা দেহে তাহার চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ হইতেছে। কালস্রোতে তৃণখণ্ডের ন্যায় জন্মান্তরে ছুটিতেছে। সর্ব্বজ্ঞতা বা জাতিস্মরতার অভাবে তাহার নিজানুসন্ধান নাই। এমত স্বরূপবিভ্রান্ত জীব কি কখনও নিজ জ্ঞানে স্বস্বরূপে পৌঁছাইতে পারে? বা এমত স্বরূপবিভ্রান্ত মায়ামুগ্ধ নানাযোনিভ্রমী জীবকে যদি তাহার প্রকৃত পরিচয় বলা হয় তবে কি সে তাহা বিশ্বাস করিতে পারে? প্রথমে করিতে পারে না। কিন্তু কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি প্রমাণ শাস্ত্রযোগে যদি তাহার দেশান্তর ও স্বভাবান্তরের ইতিহাস বর্ণন করেন এবং আরও দশজন প্রামাণিক সাধু মহাজন তাহার সাক্ষী দেন তবে তাহা তাহার বিশ্বাস পদবীতে আসিতে পারে এবং তৎপর যথাসাধ্য যথার্থ স্বরূপের অনুসন্ধান ও আশ্রয় করে। অনেকে প্রমাণ ও সাক্ষী সত্ত্বেও নিজের যথার্থ স্বরূপকে বিশ্বাস করিতে পারে না। অনেকে বিশ্বাস করে কিন্তু উপায় নাই। নারীর ন্যায় সে নিতান্ত পরাধীন। অনেকে স্বরূপকে স্বীকার করে কিন্তু কম্বলের ন্যায় মায়া তাহাকে ছাড়িতে চায় না। অনেকে মোহপাশে বিরূপকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। আবার অনেকেরই এই স্বরূপ তত্ত্ব রহস্য কর্ণগোচরই হয় নাই। এখানে বিশ্বস্তব্যক্তি গুরুদেব, প্রমাণশাস্ত্র বেদ, ভাগবত, পুরাণ, উপনিষদাদি, সাক্ষী বারজন ভাগবতধর্ম্মবেত্তা মহাজন। বিশ্বাসের কারণ ভুরি সুকৃতি আর অবিশ্বাসের কারণ পাপান্ধতা। বিশ্বাস সত্ত্বেও তদনুসন্ধান রাহিত্য ময়ামুগ্ধতা, বিশ্বাসসত্ত্বেও তদ্বিরোধীভাব ত্যাগে অসামর্থ্যে হৃদয়দৌর্ব্বল্যক্রমে মোহান্ধতাই কারণ। স্বরূপতত্ত্বজ্ঞানই যথেষ্ট নহে পরন্তু সাধনাক্রমে তাহার অনুভব প্রাপ্তিই সাধ্য। অনুভব বিনা জ্ঞান সংশয়াত্মক এবং আস্বাদন বিনা অনুভব অপ্রাপ্য। জ্বর নিরস্ত হইলেও যেরূপ জ্বরজনিত দুর্ব্বলতা যাইতে সময় লাগে তথা স্বরূপজ্ঞান হইলেও বহির্ম্মুখতা ত্যাগ সাধন ও সময় সাপেক্ষ্য। এমনকি স্বরূপ সাধনায় ভরতের ন্যায় জন্মান্তরও ঘটিয়া যায় যদি সাধনায় বিঘ্ন ঘটে। বিঘ্ন না ঘটিলে একজন্মেই মানব সুষ্ঠু সাধনক্রমে আসঙ্গভজনে স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে মহারাজ খট্টাঙ্গের ন্যায়।

তস্মান্নরোঽসঙ্গসুসঙ্গজাত
জ্ঞানাসিনৈবেহ বিবৃক্নমোহঃ।
হরিংতদীয়াহাকথনশ্রুতিভ্যাং
লব্ধস্মৃতির্যাত্যতিপারমধ্বনঃ।।

শ্রীভরত বলিলেন, হে রহুগণ! সেইকারণে মানব নিঃসঙ্গ হইয়া উত্তম সাধুসঙ্গ জাত জ্ঞানরূপ খর্গ দ্বারা মোহকে ছেদন করিয়া শ্রবণকীর্ত্তনযোগে হরিকে ভজন করতঃ তাঁহার স্মৃতি লাভ করিয়া সংসারের পরপারে যায়। বহুজন্ম মোর প্রেমে ত্যজিলি জীবন। অতএব এই জন্মে দিলু দরশন।।

কর্ণ নিজ জন্মরহস্য জানিতেন কিন্তু অভিমান ভরে তাহা স্বীকার করেন নাই। তদ্রূপ কোন জীব নিজতত্ত্ব জানিয়াও অভিমানভরে স্বীকার বা সাধন করেন না। ইহাও মায়ার লীলামাত্র। যাহাদের মানবজন্মে গুরু, ধর্ম্ম, শাস্ত্র ও ভগবান্ ও স্বরূপে বিশ্বাস নাই তাহারা নিতান্ত নাস্তিক। যাহাদের বিশ্বাস আছে এবং তদনুসন্ধান তৎপর তাহারা ভূরি সুকৃতিবান্ আস্তিক। আস্তিক হইলেও যথার্থ অনুষ্ঠানহীন ও আচারহীন প্রচ্ছন্ননাস্তিক, জ্ঞানপাপী। যাহাদের কর্ণকুহরে কেশবের নাম প্রবেশ করে নাই তাহারা চারি প্রকার পশুতুল্য অর্থাৎ নরদেহধারী হইলেও স্বভাবে পশু। শ্ববিড্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃপুরুষঃপশুঃ। যস্য কর্ণপথোপেত জাতু নাম গদাগ্রজঃ।। নরদেহে পশু স্বভাব কেন? পূর্ব্বজন্মে পশু ছিল তজ্জন্য বর্ত্তমান জন্মে পশুর স্বভাব। গীতায় বলেন, বর্ত্তমান দেহে পূর্ব্বদেহজাত

স্বভাবাদি সংক্রমিত হয়। তত্র তং বুদ্ধি সংযোগং লভতে পৌর্ব্বদৈহিকং । তদ্ব্যতীত কর্ম্মফল ভোগের জন্যই তো জন্মান্তর। সেখানে পূর্ব্বজন্মে পাশবিক কৃত্য করিলে বর্ত্তমান দেহেও তদ্ভাব প্রকাশিত হয়। পশুর পশুদেহই তো প্রাপ্য। নরদেহ পাইল কেন? জন্মচক্র বিধানে। জন্মচক্রে পশুজন্মের পরেই মানব জন্ম হয়। যথা বিষ্ণুপুরাণে--

জলজা নব লক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষীণাং দশলক্ষকম্।।
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবশ্চতুর্লক্ষাণি মানুষাঃ।।

অর্থাৎ জন্মচক্রে ৯ লক্ষবার মৎস্যাদি জলজ প্রাণী জন্ম, ২০ লক্ষবার বৃক্ষাদি জন্ম, ১১ লক্ষবার কৃমিজন্ম, ১০ লক্ষবার পক্ষী জন্ম, ৩০ লক্ষবার পশুজন্ম এবং ৪ লক্ষবার মানব জন্ম হয়।

সকলেই তো পশুজন্মের পর মানব জন্ম পায় কিন্তু সর্ব্বত্র পশুভাব দেখা যায় না কেন? সকল মানুষেই প্রথমতঃ পশুভাব থাকে কিন্তু জন্মান্তরে উন্নত মানব সঙ্গে সংস্কার যোগে জীবের স্বভাবের উন্নতি হয়। জন্মচক্রও ক্রমোন্নতিশীল, জলজ জন্মের পর বৃক্ষ জন্ম, তৎপর কৃমি জন্ম, তৎপর পক্ষীজন্ম, তৎপর পশু জন্ম, তৎপর মানুষ জন্ম হয়।

কৃষ্ণ ভজন কেহ করেন কেহ করেন না কেন তাহার উত্তর শ্রীকৃষ্ণগীতায় দিয়াছেন তাহা এইরূপ। যথা চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন। আর্ত্তঅর্থার্থী জিজ্ঞাসু জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।।

হে ভরতবংশাবতংস অর্জ্জুন! চারি প্রকার সুকতিশালী আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী জনই আমার ভজন করে।

এখানে সুকৃতি শব্দটি প্রণিধান যোগ্য। কারণ কেবল সুকৃতিবান্ আর্ত্তই ভজন করে পরন্তু সুকৃতির অভাব বা স্বল্প হইলে ভজন করে না। শাস্ত্র বলেন, ভগবান গোবিন্দে, তাঁহার নামে ও মহাপ্রসাদে তথা তদ্ভক্ত বৈষ্ণবে স্বল্পপূণ্যবানদের বিশ্বাস হয় না। ইহাতে নিশ্চয় হয় যে, যাহার শ্রদ্ধা বিশ্বাস নাই সে কখনই তাঁহার ভজন করিতে পারে না। ইহাতে সিদ্ধান্ত হয় ভূরি সুকৃতিবানেরই ভগবানে বিশ্বাস ও তদ্ভজনে প্রবৃত্তি জাত হয়। আর্ত্ত গজেন্দ্র গ্রাহমুখে পড়িয়া হরিকে ভজন ও স্মরণ করিয়া বৈকুণ্ঠগতি লাভ করেন। এই বিচারে ভূরি সুকৃতিবান্ অর্থার্থী ধ্রুব, জিজ্ঞাসু শৌনকাদি ঋষিগণ তথা জ্ঞানী চতুঃসনাদি হরিভজন করেন। তবে সুকৃতিবান্ হইলেও ইহারা সাধুসঙ্গেই হরিভক্তি লাভ ও তাঁহার ভজন করিয়াছেন। কারণ শাস্ত্র বলেন, বহুজন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতির ফলে জীব সাধুসঙ্গ লাভ করে এবং আত্মতত্ত্ব অবগতি ক্রমে ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হয়। সুকৃতিবানই সদ্গুরুসাধুসঙ্গ লাভ করেন।

কেন কৃষ্ণভজন করে না?

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, চারি প্রকার দুস্কৃতিবান্ অজ্ঞ, নরাধম, মায়ামুগ্ধ এবং অসুরভাবাপন্ন নর আমার ভজন করে না।

ন মাং দুস্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ।।

সুকৃতির অভাব যেখানে সেখানেই দুস্কৃতির প্রভাব বিদ্যমান্। সুকৃতিমান্ স্বরূপধর্ম্মী আর দুস্কৃতিমান্ তদ্বিপরীত বিরূপধর্ম্মভাজী। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানহীনই অজ্ঞ মূঢ়বাচ্য। তত্ত্বজ্ঞানের অভাবই জানাই যে সে সুদুস্কৃতিমান্। তত্ত্বজ্ঞানের কারণ সাধুসঙ্গ কিন্তু সেই সাধুসঙ্গ বর্জ্জিত এবং সাধুধর্ম্মবিদ্বেষী বলিয়া দুস্কৃতি তাহার মজ্জাগত। যে করে আমার আশ। তার করি সর্ব্বনাশ।ইত্যাদি কৃষ্ণের বাণী শুনিয়া কৃষ্ণভজনে বিশেষ কিছু সুবিধা নাই বলিয়া যাহারা কৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ত্যাগ করিয়া স্বার্থবশে অন্যদেবতার শরণাপন্ন হয়, তাহারাই দুস্কৃতিমান্ নরাধম।

নিতান্ত মায়ামুগ্ধতাও দুস্কৃতির পরিচায়ক। সিদ্ধান্ত- যিনি যত বেশী দুস্কৃতিশীল তিনি ততই মায়ামুগ্ধ। দুস্কৃতির তারতম্য অনুসারে মায়ামুগ্ধতারও তারতম্য দেখা যায়। সাধু কর্ত্তৃক অভিশপ্তগণই আসুর ভাবাপন্ন। ইহা শাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায়।

সিদ্ধান্ত-- উদাসীন, আবজ্ঞী ও বিদ্বেষী ভেদে অভক্ত তিন প্রকার। ইহাদের মধ্যে বিদ্বেষীই অসুরে গণ্য। অভক্তগণ উত্তরোত্তর দুস্কৃতিশীল অর্থাৎ মূঢ় হইতে নরাধম, তাহা হইতে মায়ামুগ্ধ এবং তাহা হইতে অসুর অধিকাধিক দুস্কৃতিমান। পাপ অপরাধাদিই দুস্কৃতিতে গণ্য। ভাগবতে শ্রীশুকদেব বলেন-

কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুং
ত্রিলোকনাথানতপাদপঙ্কজম্।
প্রায়েণ মর্ত্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং
যক্ষ্যন্তি পাষণ্ড্যবিভিন্নচেতসঃ।।
যন্নামধেয়ং ম্রিয়মান আতুরঃ
পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং
প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ।।

হে রাজন্! কলিযুগে পাষণ্ড্যহেতু বিভিন্নচিত্ত নরগণ জগদ্‌গুরু, ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাদির বন্দনীয়চরণ, অচ্যুত ভগবানকে ভজন করিবে না। অহো ম্রিয়মান, আতুর, পতিত ও স্খলিত অবস্থায় বিবশ হইয়াও যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিলে নর কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উত্তমগতি লাভ করে, কলিযুগের পাপীজনগণ তাঁহার ভজন করিবে না। ইহাতে সিদ্ধান্ত হয় কলির প্রভাবে পাপী দুস্কতিগণ হরিভজনে নিতান্ত পরান্মুখ। আরও বলেন, যাবৎপাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি। সত্যবুদ্ধির্ন স্যাচ্ছাস্ত্রে ভগবতি গুরৌ তথা।।

যাবৎ পাপে চিত্ত মলিন থাকে তাবৎ সদ্‌শাস্ত্র গুরু ও ভগবানে সত্যবুদ্ধি অর্থাৎ শ্রদ্ধা হয় না। এখানে পাপই প্রবল দুস্কৃতি লক্ষণ। এইপাপহেতুই অধর্ম্ম প্রধান কলিগ্রস্ত জীবের গুরু বৈষ্ণব ভগবানে ও তদীয় শাস্ত্রে বিশ্বাস হয়ই না। আর বিশ্বাসের অভাবে ভজনও সম্ভবপর হয় না।

উপসংহারে বক্তব্য--গুরু মহাজন শাস্ত্রবাক্যে যাঁহাদের বিশ্বাস হয় তাঁহারা স্বস্বরূপ অবগত হইয়া নিজসেব্য ভগবানকে ভজন করেন আর যাঁহারা বিশ্বাসহীন তাঁহারা ভজন করেন না।

মাধব মধুরাধীশ মুকুন্দ মধুসূদন।
নিযুঙ্ক্ষ্ব মাং কৃপাসিন্ধো পাদাব্জভজনে তব।।

--ঃঃঃ--

শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির রহস্য

ধর্ম্মশাস্ত্রে ভগবান ও ভক্ত মহাজনগণ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, একমাত্র ভক্তি দ্বারাই ভগবৎপ্রাপ্তি হয়।

উদ্ধবের প্রতি ভগবদ্বাক্য-- ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ আমি একান্তভক্তি দ্বারাই ভক্তের গ্রাহ্য ও প্রাপ্য হই। পার্থের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য--পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যাস্ত্বনন্যয়া। হে পার্থ! সেই পরম পুরুষ কিন্তু অনন্যভক্তিতেই লভ্য হন। ব্রহ্মার প্রতি ভগবদ্বাক্য--যস্যাঃ শ্রেয়স্করং নাস্তি যয়া নির্ব্বৃতিমাপ্নুয়াৎ। যা সাধয়তি মামেব ভক্তিং তামেব সাধয়েৎ।। হে বিধে! যাহা হইতে অধিক শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই, যাহাতে পরম আনন্দ বিদ্যমান্, যাহা আমাকে পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করে, তুমি আমার সেই ভক্তিকেই সাধন করিবে। এখানে সাধয়তি পদে প্রাপ্তি জানিতে হইবে।

অথর্ব্বের প্রতি বিধিবাক্য-- তস্মৈ স হোবাচ পিতামহশ্চ শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবৈহি। পিতামহ ব্রহ্মা পুত্র অশ্বালয়নকে বলিলেন, সেই পারাৎপর পরমেশ্বর কেবল শ্রদ্ধা ভক্তি ও ধ্যানযোগেই অবগম্য। বেদান্তসূত্রে- অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং। সেই পরাৎপর ব্রহ্ম সম্যক্ আরাধনা অর্থাৎ প্রেমভক্তি দ্বারাই লভ্য। ইহা প্রত্যক্ষ ও শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারা অনুমিত হয়। অতএব ভক্তি দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় ইহা অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। তথাপি ইহাতে একটি রহস্য বর্ত্তমান। সেই রহস্যটি যতক্ষণ প্রকাশিত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভক্তি থাকিলেও ভগবান্ অলভ্য, অদৃশ্য, অগ্রাহ্য তথা অপ্রাপ্য থাকেন। ভক্তি থাকিলেই যদি ভগবানকে পাওয়া যায় বা জানা যায় তবে রাসরজনীতে রসরাজ ত্যক্তা প্রেমবতীগণ তাঁহাকে সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়াও পান নাই কেন? শাস্ত্রে বলেন, ভক্তি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। ভগবানও ভক্তিবশ। সাধুগণও প্রেমাঞ্জন রঞ্জিত ভক্তি নেত্রে নিরন্তর হৃদয়ে ভগবানকে অবলোকন করেন। কিন্তু তাঁহার পরমপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণ অন্বেষণ করিয়াও পাইলেন না কেন? তাঁহাদের প্রেমের তো তুলনাই হয় না। তাঁহারা তো প্রেমিকাগ্রগণ্যা, প্রেমিকাগ্র্যবন্দ্যচরণা। বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীনাং পাদরেণুমভিক্ষ্ণশঃ। যাসাং হরিকথোদ্‌গীতং পুণাতি ভুবনত্রয়ম্।। যাঁহাদের হরিকথাময়ী গীতি ত্রিভুবনকে পবিত্র করে আমি সেই নন্দব্রজ নিবাসিনী গোপসুন্দরীদের পাদরেণু পুনঃ পুনঃ বন্দনা করি। তাঁহাদের সাধনাও তো প্রাণান্ত সাধনা। কেবল তাহাই নহে সেই সাধনা প্রেমভক্তিযোগে ক্রিয়াবতী তথাপি তাঁহাদের প্রাণনাথ গোবিন্দ অদৃশ্য ও অলভ্য। কিন্তু যখন তাঁহারা ইতস্ততঃ প্রাণগোবিন্দের অন্বেষণে বিফল মনোরথ হইয়া কলিন্দনন্দিনীতটে অন্বেষণরূপ সাধন ত্যাগ করতঃ কেবল ভক্তি যোগে অর্থাৎ একান্তদিদৃক্ষা ও লিপ্সা যোগে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন তখনই তাসামাবিরভুচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ। পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথ মন্মথঃ।। অর্থাৎ তাঁহাদের মধ্যে সাক্ষাৎ মদনমোহন শৌরি পীতাম্বর ও বনমালায় বিভূষিত হইয়া মৃদু মন্দহাসির রেখা বদনে তুলিয়া আবির্ভুত হইলেন। সেখানে সাধন ও ভজনের ত্রুটি ছিল না। পুনশ্চ কৃষ্ণও দূরে ছিলেন না কিন্তু দর্শন হয় নাই একটি কারণে। তাহা তাঁহার সর্ব্বার্থসাধিকা কৃপার অভাবে। কৃপাই সেই রহস্য। কৃপা বিনা কেহই তাঁহাকে জানিতে ও পাইতে পারেন না।

কৃপা বিনা ব্রহ্মাদিক জানিবারে নারে। কে তাঁরে জানিতে পারে যদি না জানায়। ঈশ্বরের কৃপা লেশ হইত যাঁহারে ।

সেই সে ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে।। অতএব এখানে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, যতই সাধন ভজন থাকুক না কেন তাঁহার কৃপা বিনা তাঁহাকে কোন মতেই জানা যায় না, পাওয়া যায় না। সূর্য্যালোকে সূর্য্য দর্শনের ন্যায় কৃষ্ণের কৃপালোকেই কৃষ্ণদর্শন সম্ভব হয়। অর্জ্জুন কৃষ্ণের সখা তথাপি তাঁহার কৃপা বিনা বিশ্বরূপ দর্শনে অসমর্থ। তজ্জন্য কৃষ্ণ বলিয়াছেন, ময়াপ্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগম্। হে অর্জ্জুন! আমি প্রসন্ন হইয়া (কৃপা করিয়া) তোমাকে আত্মযোগময় শ্রেষ্ঠরূপ দেখাইলাম। শ্রীনন্দপত্নী যশোদা দুই বার গোবিন্দের মুখে বিশ্বরূপ দর্শন পাইলেন কিন্তু সকল সময় কেন দেখিতে পান না? অতএব যশোদা দ্রষ্টা হইলেও কৃষ্ণকৃপা বিনা তাঁহার দর্শন অসম্ভব। অনন্ত বাৎসল্যবতী প্রেমভক্তি মূর্ত্তি যশোদা দধিভাণ্ডবেত্তা পুত্র কৃষ্ণকে বাঁধিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন কিন্তু বাঁধিতে পারেন নাই কেন? তাঁহার সাধনার রজ্জু ছোট ছিল না। নবলক্ষধেনুর কণ্ঠপাশ যোজিত হইল কিন্তু তাহাতেও বন্ধন হয় নাই। যশোদার প্রেমভক্তির কিছু ন্যূনতা ছিল না। পরমহংসচূড়ামণি শ্রীল শুকদেবপাদ পরম বিস্ময়ের সহিত রুদ্ধকণ্ঠে গান করিয়াছেন, নেমং বিরিঞ্চির্ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া। প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ।। অহো যশোদা গোপী জগতের মুক্তিদাতা কৃষ্ণের নিকট হইতে যে প্রসাদ লাভ করিয়াছেন তাহা ব্রহ্মা শিব এমন কি একান্ত অঙ্গ সংশ্রয়া লক্ষ্মীও প্রাপ্ত হন নাই। শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজও পরম বিস্ময়ের সঙ্গে গাহিয়াছেন, যশোদা সা মাহাভাগা যস্যাঃ স্তনং পপৌ হরিঃ। অহোঅহো যশোদা গোপী নিশ্চিতই মহাভাগ্যবতী যেহেতু হরি মা সম্বোধন করিয়া অতি প্রীতমনে তাঁহার স্তনামৃত পান করিয়াছেন। অতএব সাধন ভজনের দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না। মায়ের শতচেষ্টা যখন বিফল হইয়া গেল তখন সমাগত গোপীদের মুখে হাসি ও বিস্ময় খেলিতে লাগিল। মা যেন লজ্জায় পড়িতেছেন। তাই গোবিন্দ তাঁহাকে লজ্জায় ফেলিতে চাহিলেন না। যাঁহাকে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠভাব দিয়া জগদ্বন্দ্যা করিয়াছেন তাঁহাকে লজ্জায় ফেলা বা বিফলমনোরথ করা ভগবানের অভিপ্রেত নহে। তাই ভক্ত জয়বর্দ্ধন গোবিন্দ তাঁহার মানবর্দ্ধনার্থে কৃপা করিয়া বন্ধনে আসিলেন। কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে। অতএব কৃষ্ণের কৃপাই তাঁহার বন্ধনের কারণ ইহা সিদ্ধান্তিত হইল। কিন্তু কৃপা হইল কি প্রকারে ? তদুত্তরে শুকদেব বলিলেন দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং মাতুঃ অর্থাৎ মায়ের তদ্বন্ধনে প্রয়াস ও পরিশ্রম দেখিয়া। এখানেও একটি সূক্ষ্ম রহস্য-- কৃপার পূর্ব্বে অবশ্য তাহা আলোচ্য তত্ত্ব। তাহা অনুকম্পা। মায়ের পরিশ্রম দেখিয়াই মাতৃবৎসল গোপালদেবের হৃদয়টি করুণায় বিগলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উপচিকীর্ষার (উপকার করিবার ইচ্ছার) উদয় হয়। এই হৃদয়ের দ্রবীভাবকে পণ্ডিতগণ অনুকম্পা এবং উপচিকীর্ষাকে কৃপা বলিয়া থাকেন। ভক্তের ভজন প্রচেষ্টায় পরিশ্রম হইতে ভগবানের চিত্তে অনুকম্পা ও কৃপার উদয়ে ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। অনুকম্পা ও কৃপা শতপত্রবেধের ন্যায় যুগপৎ ক্রিয়াবতী। এখানে বিচার্য্য ভক্তের দিকে ভজন প্রচেষ্টা ও ভগবানের দিকে অনুকম্পা ও কৃপা। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযন্তি তে। ইহাই কৃপার লক্ষণ। কিন্তু কিদৃশ পাত্রে এই কৃপা প্রকাশিত হয়? তদুত্তরে গীতায় বলেন, তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং অর্থাৎ প্রীতি পূর্ব্বক সর্ব্বদা সাধুসঙ্গে আমার ভজনকারীতে। অতএব কৃষ্ণের এই শ্রীমুখবাণীতেও প্রমাণিত হইতেছে যে, ভজন করিলেও তাঁহাকে পাওয়া যায় না। সেখানে অপেক্ষা আছে তাঁহার কৃপার। অন্যত্র ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা। হে অর্জ্জুন! তুমি তোমার এই নয়ন দ্বারা আমার বিশ্বরূপ দেখিতে সমর্থ হইবে না। তবে দর্শনের উপায় কি? তদুত্তরে কৃষ্ণ বলিলেন, দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্। আমি তোমাকে অলৌকিক চক্ষু দান করিতেছি তদ্দ্বারা আমার অলৌকিক ঐশরিকযোগ দর্শন কর। এখানে দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ইহাই তাঁহার কৃপার লক্ষণ।

চতুঃশ্লোকীতে যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ। তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ। আমি যে পরিমাণ, স্বরূপ, রূপ, গুণ, লীলাদি বিশিষ্ট আমার অনুগ্রহে তুমি সেই সেই বিষয়ে অনুভুতি লাভ কর। এখানে তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ পদে কৃপার লক্ষণ ব্যক্ত। তজ্জন্য ব্রহ্মা প্রার্থনা করিয়াছেন, অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্।। অতএব অয়ি গোপলীল ভগবান্! কেবলমাত্র আপনার পাদপদ্মের প্রসাদলেশ দ্বারা অনুগৃহীতই আপনার তত্ত্বমহিমা জানিতে পারেন। অন্যথা আপনার কৃপাহীন কেহই চিরদিন অন্বেষণ করিয়াও জানিতে পারেন না। অতএব কৃষ্ণকৃপাই কৃষ্ণপ্রাপ্তির মুখ্যকারণ। অনেকে বলেন, ভগবান্ বাঞ্ছাকল্পতরু, পরম করুণ। তাঁহাকে ভজন করিলেই পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা স্থির সিদ্ধান্ত নহে। ইহাতে ভজনের উদ্দেশ্য বিচার্য্য। ভজনের উদ্দেশ্য যদি ভগবান্ হয় এবং ভজনও

অনন্যভাবাশ্রিত হইয়া থাকে তবেই কৃষ্ণকৃপাক্রমে তৎপ্রাপ্তি দর্শনাদি হয়, ইহাই ধ্রুব সিদ্ধান্ত। অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্।। এই পরমহংসবাক্যে ভজনকারীকে মুক্তিই দানের কথা আছে কিন্তু ভক্তিযোগ দানের কথা নাই। অবশ্য একথাও স্বীকার্য্য যে, ভজনাদিও তাঁহার কৃপা সাপেক্ষ্য। তাঁহার কৃপা বিনা ভজনে প্রবৃত্তি প্রভৃতি কিছুই সম্ভব নয়। তিনি নিজে ও ভক্তের মাধ্যমেও তাঁহার ভজনে প্রবৃত্তি দান করেন। নিজে যে দান করেন তাহা চৈত্যগুরুরূপে। দদামি বুদ্ধিযোগং তং ইহাই তাহার প্রমাণ। ভাগবতে ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন, হে ব্রহ্মন্ তুমি যে আমার কথা মহিমা সমন্বিত স্তুতি করিলে, তোমার যে তপস্বায় মতি নিষ্ঠা তাহা আমার অনুগ্রহ সিদ্ধ জানিবে। অর্থাৎ আমার অনুগ্রহ না হইলে আমার তপস্বায় স্থিতি ও স্তুতিতে নিযুক্তি হইতে পারে না। যচ্চকর্থাঙ্গ মৎস্তোত্রং মৎকথাভ্যুদয়াঙ্কিতম্। যদ্বা তপসি তে নিষ্ঠা স এষ মদনুগ্রহঃ।।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুণা শ্রুতেণ। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষাত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।

এই আত্মা বহু প্রবচন পাণ্ডিত্য মেধাদি দ্বারা লভ্য নহে কেবলমাত্র তিনি যাহাকে তাঁহার অনুগ্রহের পাত্র বলিয়া স্বীকার করেন, তাহারই তিনি লভ্য হন এবং তাহার নিকটই নিজ তনুকে প্রকট করেন অর্থাৎ দর্শন দেন। ইত্যাদি বাক্যেও ভগবদ্দর্শনাদি সর্ব্বতোভাবেই তাঁহার কৃপা সাপেক্ষ্য। ইহাতে সিদ্ধান্ত হয় তাঁহার প্রথম কৃপায় তদ্ভজনে প্রবৃত্তি জাত হয় এবং দ্বিতীয় কৃপায় তিনি দৃশ্য ও লভ্য তথা সেব্য হন। জীবের যে তদ্ভজনে প্রবৃত্তি তাহাও তাঁহার কৃপা সঞ্জাত এবং তৎপ্রাপ্তিও তাঁহার কৃপা সাপেক্ষ্য। তাঁহার হৃদয়ে কৃপার উদয়ের কারণ নিষ্কপট ভজন প্রবৃত্তি। ভজন সাধনের পরিশ্রম দেখিয়াই তাঁহার হৃদয়ে কারুণ্যের প্রকাশ হয় ও তাহাতেই তিনি লভ্য হন। অতএব উপসংহারে সিদ্ধান্ত হয় কৃষ্ণ কৃপাই তৎপ্রাপ্তির কারণ ও রহস্য।

--ঃ০ঃ০ঃ--

আত্মজাগরণ

কোন ব্যক্তি নাসিকা গর্জ্জন করিয়া গভীর নিদ্রা যাইতেছে। তাহাতে তাহার নিজানুসন্ধান নাই। কর্ত্তব্যকর্ম্ম পড়িয়া রহিয়াছে। কোন হিতৈষী তাহাকে ডাকেন। ঐ ডাকে তাহার নিদ্রাভঙ্গে সে নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মে মনোযোগ করিয়া থাকে। তদ্রূপ জীব অবিদ্যা নিদ্রামগ্ন। ইহা যেন মায়াশয়ন। কেহ না জাগাইলে আপনা হইতে জাগরণের সম্ভবনা থাকে না। সাধুশাস্ত্রই জীবের তাদৃশ দশা দেখিয়া করুণাভরে তাহাকে ডাকিয়া জাগ্রত করান ও প্রয়োজন হইলে কর্ত্তব্যও নির্ণয় করিয়া দেন। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষূরস্য ধারা নিশীতা দুরত্যয়া দুর্গম পথং তৎ কবয়ো বদন্তি।।ওহে মায়ানিদ্রামগ্ন জীবগণ! তোমরা আর নিদ্রা যাইও না। জাগিয়া উঠ। জাগ। মিথ্যাকল্পিত মনোরথে চড়িয়া স্বপ্নলোকে আর বিচরণ করিও না। উঠ বর গ্রহণ কর। আর জান এই সংসারমার্গ দুর্গম ও দুস্তর। ক্ষূরধার তুল্য ভয়ঙ্কর। সাবধান হও। চলার পথে (সাধনের পথে)যেন মনোযোগ থাকে। ওহে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বৃথা সময় নষ্ট করিও না। শুন তোমরা অমৃতের পুত্র, তোমাদের শোক করা শোভা পায় না। তোমাদের মূঢ়তা দেখিয়া তোমাদের সখাও (ঈশ্বর) দুঃখী হইয়াছেন। তুমি কেন, এই নশ্বর বিশ্বের সকলেই অমৃতের পুত্র। সেই অমৃতের সেবা করিয়া পুত্র নামের সার্থকতা সম্পাদন কর। আর যদি না কর তবে জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতদ্রোহী সেই পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ।। জানিও জগৎপিতার সেবা বিনা সংসার মুক্তির অন্য কোন উপায় নাই। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। যেরূপ নিদ্রাভঙ্গে জীব কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিযুক্ত হয় তদ্রূপ অবিদ্যাভঙ্গে জীব নিজকার্য্য কৃষ্ণদাস্যে নিযুক্ত হয়। আর যাহাদের কর্ত্তব্য জ্ঞান নাই তাহাদিগকে কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ দিতে হয়। যাহারা মায়াবশে নিদ্রার সহিত নিজ কর্ত্তব্য পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছে তাহাদের পরিচয় সহ কর্ত্তব্য নির্দ্দেশিতব্য। বিস্মৃতির কারণ মায়াভিনিবেশ ও তদীয় কর্ম্মব্যস্ততা। চুম্বক আকর্ষক, লৌহ আকৃষ্ট। চুম্বকের পার্শ্বেই লৌহ বিদ্যমান। কিন্তু আর্কষণ নাই কোন ? কারণ লৌহায় দোষ আছে। তাহা কি? মরিচা। পরিস্কৃত হইলেই লৌহ সহজ ভাবেই চুম্বকে আকৃষ্ট হয়। চুম্বক যে আকর্ষক তাহার পরিচয় আকর্ষণে আর লৌহ যে আকৃষ্ট তাহার পরিচয়ও আকর্ষণে। তদ্রূপ কৃষ্ণ আকর্ষক আর জীব আকৃষ্ট। থাকে পাশাপাশি। দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্যজাতে কিন্তু আকর্ষণ নাই। কারণ জীব অবিদ্যাবৃত তজ্জন্য কৃষ্ণাকর্ষণ তাহাতে পৌঁছাইতেছে না। চুম্বকে যেরূপ মরিচা ধরিতে পারে না। তদ্রূপ কৃষ্ণে অবিদ্যাদোষ নাই বা লাগে না, থাকেও না। কৃষ্ণ বিষ্ণু ব্যাপ্ত। তাঁহার আকর্ষণ কিন্তু যাবৎ অবিদ্যাবরণ না যায় তাবৎ সক্রিয় হয় না। এই অবিদ্যা ধ্বংসের নামই সাধনক্রিয়া। অবিদ্যা পর্দ্দা সৃদশ। যেরূপ পর্দ্দার ব্যবধানে দৃশ্যও অদৃশ্য ও দুর্ল্লভ হয়। তথা

অবিদ্যাবশে দৃশ্য কৃষ্ণও অদৃশ্য ও দুর্ল্লভ হন। অবিদ্যা অন্ধকার সদৃশ, অন্ধকারে নিকটস্থ থাকিলেও কোন বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায় না। আলো প্রবেশে অন্ধকার নাশে বস্তুর পরিচয়(আত্ম ও আত্মসেব্য পরিচয়)। সদ্‌গুরু দিব্যজ্ঞানপ্রদীপ, তাঁহার উপদেশ আলোকে শরণাগত শিষ্যের বস্তু পরিচয়ের সহিত আত্ম পরিচয়ও ঘটিয়া থাকে। তাঁহার উপদেশ ইদৃশ- - বৎস! তুমি নিত্যকৃষ্ণদাস, কৃষ্ণ তোমার নিত্যপ্রভু, তাঁহার সেবাই তোমার নিত্যধর্ম্ম এবং তাঁহার প্রেমপ্রীতি ভালভাসাই তোমার প্রয়োজন ও সুখজীবাতু। নববিধা ভক্তিই তাঁহাকে পাইবার প্রকৃষ্ট উপায়। তুমি সাধুসঙ্গে নিরপরাধে **আমি কৃষ্ণদাস** এই সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত নববিধা ভক্তিযোগে অহর্নিশ বিশুদ্ধ কৃষ্ণানুশীলন কর। সেই কৃষ্ণানশীলন হইতেই তোমার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিবে ও সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইবে। শ্রদ্ধালু শিষ্য গুরুবাক্যকে শিরোধার্য্য করিয়া যথাযথ কৃষ্ণানুশীলনে ব্রতী হয়। যেরূপ কোন মিষ্টখণ্ডের আস্বাদনে খণ্ডের মিষ্টতা বোধ হয় তদ্রূপ কৃষ্ণানুশীলনেও তাঁহার মাধুর্য্যবোধ হয়। যেরূপ প্রতি গ্রাসে ভোজনকারীর ক্ষুন্নিবৃত্তি, মনস্তুষ্টি ও দেহের পুষ্টি সাধিত হয় তদ্রূপ শরণাগত পুরুষে ভজনের প্রতি পদে পদে কৃষ্ণানুভাব, আত্মবোধ ও অবিদ্যানাশ হইয়া থাকে। যতই কৃষ্ণমাধুর্য্যবোধ হইতে থাকে ততই আত্মধর্ম্ম পুষ্ট, সুষ্ঠু, পক্ক ও সিদ্ধ হইতে থাকে। অপিচ মাধুর্য্যবোধই মাধুর্য্য পানের রুচিকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে। সাধক তখন স্বরুচি সঙ্গত নির্দ্দিষ্ট ভাবপাত্রযোগে (দাস্যসখ্যাদি স্বায়ীভাবে)সেই মাধুর্য্যপান করিতে থাকে। রুচি বুদ্ধি পূর্ব্বিকা, বুদ্ধি কৃষ্ণদত্তা। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযন্তি তে। যেরূপ কামই কামিনীসঙ্গ রুচিকে প্রকাশ করে তদ্রূপ মাধুর্য্যই মাধুর্য্যাস্বাদন রুচিকে বর্দ্ধিত করে। যেরূপ লোভনীয় বস্তুজ্ঞানে লোভের উদয় হয় তদ্রূপ আরাধ্য মাধুর্য্যজ্ঞানের সহিত আরাধনা ধর্ম্ম প্রকাশিত হয়। যেরূপ সঙ্গফলে সম্বন্ধের উদয় তদ্রূপ ভজন সঙ্গে আরাধ্য ও আরাধকের মধ্যে সম্বন্ধের প্রবন্ধ প্রস্তাবিত ও প্রস্থাপিত হয়। এইভাবেই আসে সাধক জীবনে আত্মজাগরণ।

উদিত্বা মে হৃদাকাশে পদাব্জনখকান্তিভিঃ।
প্রশময়ন্তমন্তন্দ্রামাত্মসাৎ কুরু কেশব।।

হে কেশব! আমার চিত্তাকাশে উদিত হইয়া পাদাব্জ নখকান্তি দ্বারা অবিদ্যা তন্দ্রা নাশ করিয়া আমাকে নিজসেবায় নিযুক্ত কর।

অনুগ্রহমিদং মন্যে যদি তে চরণাম্বুজম্।
হৃদয় উদয়ন্নিত্যং রমসে চিত্তমচ্যুত।।

হে অচ্যুত! যদি তোমার পাদপদ্ম আমার চিত্তে নিত্য উদিত হইয়া তাহাকে সুখী করে তবেই তোমার অনুগ্রহ মনে করি।

কলিন্দতনয়াতীরে কদম্বকুঞ্জমন্দিরে।
দিব্যন্তং গোপবধূভির্দ্দর্শনং বাঞ্ছিতং মম।।

কলিন্দ নন্দিনীতীরে কদম্বকাননস্থিত কুঞ্জ মন্দিরে গোপবধূদের সহিত তোমার দিব্যলীলা দর্শনই আমার বাঞ্ছিত বিষয়।

অটন্ বনং বসন্ কুঞ্জে নটন্নবং হসন্মুদা।
মদক্ষিগোচরীভূত্বা ভাবয় ভামিনীশ মাম্।।

হে ভামিনীপতে কৃষ্ণ! বনে বনে বিচরণ করিতে করিতে কুঞ্জান্তরে বসতি, অভিনব হাস্য সহকারে আমার নয়ন গোচর হইয়া আমাকে ভাবিত কর।

নামগানে কদা কৃষ্ণ রাধালিঙ্গিতবিগ্রহ।
আবির্ভূত্বা রসাবেশৈর্মদয়সীন্দ্রিয়ান্যলম্।।

হে রাধালিঙ্গিত বিগ্রহ কৃষ্ণ! নাম গানে কবে তুমি আবির্ভূত হইয়া রসাবেশের দ্বারা আমার ইন্দ্রিয় সমূহকে আনন্দিত করিবে?

পিবন্ রসামৃতং নিত্যং গায়ন্ মুদা গুণান্ তব।
অটন্ বৃন্দাবনং কৃষ্ণ নয়ামীহ দিনান্যহম্।।

কৃষ্ণ! তোমার রসামৃত পান করিতে করিতে, তোমর গুণরাজি গান করিতে করিতে, তোমার লীলাভূমি বৃন্দাবন পরিক্রমা করিতে করিতে আমি দিনগুলি অতিপাত করিব। এই অভিলাষ পূর্ণ কর।।

--ঃ○ঃ○ঃ--

ব্রহ্মবিজ্ঞান(ব্রহ্মতত্ত্বালোক)

তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয়জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলেন। তৎপদার্থ প্রসিদ্ধ ভগবান্ বাচক। তাহার ভাব এই অর্থে তত্ত্ব শব্দের প্রাদুর্ভাব। ভাব স্বরূপ বাচক। অর্থাৎ ভগবৎস্বরূপই তত্ত্ব বাচ্য। অদ্বয়জ্ঞান বৃহত্ব প্রযুক্ত ব্রহ্ম, ব্যাপত্বহেতু পরমাত্মা এবং ষড়ৈশ্বর্য্য রূপ ভগযুক্ত বলিয়া ভগবান্ সংজ্ঞক। ভক্তি ও সেবার ন্যায় ব্রহ্ম আত্মা এবং ভগবান্ একার্থক। ব্রহ্মের বৃহত্ব ভগবত্ত্বালক্ষণ আর বৃহত্বহেতু ব্যাপকত্ব তথা অনন্তত্ব পরমাত্মা লক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণ সেই অদ্বয়জ্ঞানবিগ্রহ। প্রভু কহে- কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ, ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান অর্থাৎ অবতারী। তাঁহার অনন্ত অবতারও ভগবান্ সংজ্ঞক। তিনি শাস্ত্রে পরংব্রহ্ম নামে প্রসিদ্ধ। ব্রহ্ম

মুর্ত্ত ও অমুর্ত্ত ভেদে দ্বিবিধ। শ্রীকৃষ্ণ মুর্ত্তামুর্ত্তস্বভাবী পরংব্রহ্ম। দ্বে ব্রহ্মণি তু বিজ্ঞেয়ে মুর্ত্তামুর্ত্তমেব চ। মুর্ত্তামুর্ত্তস্বভাবঃ স ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা।। অপর ব্রহ্ম কেবল অমুর্ত্তস্বভাবী। ব্রহ্ম সকল প্রকার বিরুদ্ধ গুণের সমাশ্রয়। তিনি সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয়পীঠ। সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ। তাই তাঁহার মুর্ত্তামুর্ত্তত্ব, সসীম অসীমত্ব, অজ জন্মিত্ব স্বাভাবিক। অগ্নির ন্যায় ব্রহ্ম দ্বিবিধ স্বরূপবান্ হইয়াও অদ্বয় ইহাই তাঁহার অচিন্ত্যত্ব। তিনি বৈচিত্র্যনিধি। সকল প্রকার বৈচিত্র্য তাঁহাতে সোনায় সোহাগার ন্যায় সার্থক নামা। পাঞ্চভৌতিক স্থাবর জঙ্গমের ন্যায় মুর্ত্তামুর্ত্ত ব্রহ্মে গুণ বৈষম্য বর্ত্তমান।

একস্বরূপ হইয়াও অমুর্ত্তব্রহ্ম মুর্ত্তব্রহ্মের বিভূতি রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা-- যদণ্ডমন্তান্তরগোচরঞ্চ যদ্দশোত্তরাণ্যাবরণানি যানি চ। গুণাঃ প্রধানং পুরুষঃ পরং পদং পরাৎপরং ব্রহ্ম চ তে বিভূতয়ঃ।

অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডজাত বস্তুসমূহ, দশদশগুণ বিস্তৃত আবরণসমূহ, গুণগণ, পুরুষ, পরংপদ ও পরাৎপর ব্রহ্ম সকলই আপনার বিভূতি। আবার অব্যক্ত ব্রহ্মজ্যোতি স্বরূপহেতু তাহা মুর্ত্ত্যব্রহ্মের অসম্যক্ প্রকাশ ও অঙ্গ কান্তি রূপে ব্রহ্মসংহিতায় কীর্ত্তিত হইয়াছে।

যথা- যস্যপ্রপ্রভবতো জগদণ্ডকোটিকোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।

তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত বসুধাদি বিভূতি দ্বারা পৃথক্ কৃত অখণ্ড অনন্ত অসীম ব্রহ্ম যে প্রভুর অঙ্গপ্রভা, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। অঙ্গকান্তিও বিভূতিতে গণ্য। বিভূতি অংশবাচ্য। পরব্রহ্ম ও পরমাত্মা অভেদ তত্ত্ব হইয়াও আংশিক প্রকাশে পরমাত্মা অংশরূপে কীর্ত্তিত হন তথা অসম্যক্ প্রকাশেও ব্রহ্মের অংশত্ব প্রতিপন্ন হয়। যথা ভাগবতে মৎস্যাবতারে-মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্। মদীয় মহিমা পরব্রহ্ম শব্দে অভিহিত। জ্ঞানীগণ অমুর্ত্ত্যব্রহ্মকে পরমপুরুষ ভগবানের প্রথম পদ (যাহা পরংপদ নামে কথিত হয়) বলিয়া জানেন। তাহা অজস্রসুখস্বরূপ, অতএব ভয়হীন, সর্ব্বদা প্রশান্ত অভয়, জ্ঞানমাত্র, শুদ্ধ অর্থাৎ নির্ম্মল, সম, সদসৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, আত্মতত্ত্ব, পুরুকারকবান্, শব্দ যাহাতে ক্রিয়ার্থে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। মায়া তাঁহার সম্মুখে থাকিতে লজ্জিত হইয়া দূরে অপসারিতা। যথা ভাগবতে-

শশ্বৎপ্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং
শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বম্।
শব্দো ন যত্র পুরুকারকবান্ প্রিয়ার্থো
মায়াপরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জনমানা।
তদ্বৈ পদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসো

ব্রহ্মেতি যদ্বিদুরজস্রসুখং বিশোকম্। এই অমুর্ত্ত্য ব্রহ্ম সুপ্তব্যক্তির ন্যায় নিষ্ক্রিয় বলিয়া তাঁহার গুণ প্রকাশাভাবে নির্গুণ, নরদৈবতির্য্যগাদির ন্যায় আকারযুক্ত নহে বলিয়া নিরাকার, রামকৃষ্ণাদিবৎ বৈশিষ্টহীন বলিয়া নির্ব্বিশেষ শব্দ বাচ্য। পরমজ্যোতি স্বরূপ বলিয়া সেই অমুর্ত্ত্য বিলাসহীন ব্রহ্মে অগ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় শুষ্কজ্ঞানীগণ লয় প্রাপ্ত হন। মায়াবাদ প্রবর্ত্তক শ্রীল শঙ্করাচার্য্যপাদ এই অমুর্ত্ত ব্রহ্মের উপাসনাই জগতে প্রচার করেন। তাঁহার মতে ব্রহ্মে লয়ই সাধ্য এবং জ্ঞানই সাধন। নেতি নেতি বিচারে জ্ঞানযোগে মায়া ও মায়িক বিষয়ে নিবৃত্তিই মুক্তি। তিনি ভগবদাজ্ঞায় স্বকল্পিত আগম দ্বারা শ্রুতি বিরুদ্ধমত মায়াবাদ প্রচার ছলে ভঙ্গিক্রমে ব্রহ্মবাদ প্রকাশ করেন। তাঁহার বাদ রহস্য যাঁহারা অবগত নহেন তাঁহারাই পরব্রহ্মের অবজ্ঞা করিয়া অধঃপাত লাভ করেন। তিনি অতি সাবধানতার সহিত ভগবদাজ্ঞা পালন করিয়াও জীবের নির্মায়িকস্বরূপে ভগবদুপাসনার ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি আপাততঃ জীবকে ভগবদ্বিমুখ করেন কিন্তু তিনি জানিতেন ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ভগবানে পরাভক্তি লাভ করেন। তাই তিনি ব্রহ্মভূত হইবার গৌণপন্থা প্রচার করেন। জ্ঞানই গৌণপন্থা আর শুদ্ধ সাধনভক্তিই মুখ্য পন্থা। সাধনভক্তিই সহজে আনুসঙ্গে ব্রহ্মভূত করতঃ প্রেমভক্তির বিজয় বৈজয়ন্তী প্রদান করেন। মায়ার ন্যায় বাস্তব সিদ্ধান্ত বর্জ্জিত বলিয়া শাঙ্করমতের মায়াবাদ আখ্যা যথার্থই বটে। মুর্ত্ত্যব্রহ্ম বিচিত্র্য রূপগুণলীলা বৈভব বিশিষ্ট। মৎস্য কুর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ হয়গ্রীব হংস রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ কল্কি আদিই মুর্ত্ত্যব্রহ্ম। ইহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। নররূপ গুণ লীলা পরিকর বৈশিষ্টই তাঁহার স্বরূপ। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে- কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা নরবপু তাঁহার স্বরূপ। গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর নর লীলার হয় অনুরূপ। প্রাণীদের মধ্যে নরের শ্রেষ্ঠতা হেতু নানা অবতারকারী কৃষ্ণের নররূপগুণলীলাই শ্রেষ্ঠ। তাঁহার ভগবত্ত্বা নির্ণয়ে ব্রহ্মা বলেন,

বিশুদ্ধং কেবলং জ্ঞানং প্রত্যক্ সম্যগবস্থিতম্।
সত্যং নিত্যমনাদ্যন্তং পূর্ণং নির্গুণমদ্বয়ম্।

ভগবান বিশুদ্ধং- নিরুপাধিক, কেবলং জ্ঞানং - চিন্মাত্র, প্রত্যক্- সর্ব্বদ্রষ্টা, সম্যগবস্থিতং- ওতোপ্রোতভাবে সর্ব্বত্র বিরাজমান। সত্যং-ত্রিকালব্যাপ্ত, নিত্যং- অবিনশ্বর, পূর্ণং- তারতম্য রহিত, নির্গুণং- প্রাকৃতগুণ রহিত, অদ্বয়ং- দ্বিতীয়রহিত অখণ্ড।।

পূর্ব্বোক্ত ভগবল্লক্ষণ সমূহ অমুর্ত্ত্য ব্রহ্ম পক্ষেও যথার্থ যোগ্য। এককথায় বলা যায় এই গুলি অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্বের সর্ব্বসাধারণ গুণ। কংসের কারাগারে আবির্ভূত পররব্রহ্মের তত্ত্ব নির্ধারণে দেবকীর উক্তি যথা ভাগবতে- রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং ব্রহ্মজ্যোতির্নির্গুণং নির্ব্বিকারম্। সত্ত্বামাত্রং নির্ব্বিশেষং নিরীহং স ত্বং সাক্ষাদ্বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ। বেদসকল যাঁহার স্বরূপকে অব্যক্ত, অবান্মানসগোচর, আদ্য সর্ব্বকারণকারণ ব্রহ্ম-বৃহত্তম, জ্যোতি-স্বপ্রকাশচৈতন্য, নির্বিবকার-পরিণাম রাহিত্য, সত্ত্বামাত্র-চিদেকরসমাত্র, নির্ব্বিশেষ,- প্রাকৃত বিশেষ রহিত, নিরীহ- প্রাকৃত চেষ্টাদি রহিত বলিয়া কীর্ত্তন করেন, আমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ আপনিই সেই অধ্যাত্মপ্রদীপ- বুদ্ধীন্দ্রিয়াদির প্রকাশক সাক্ষাৎ অর্থাৎ প্রত্যক্ষীভূত বিষ্ণু। এখানে স্তবনীয় বিষ্ণু মূর্ত্তিমান্। তাঁহার বিশেষণগুলি অমুর্ত্ত্যব্রহ্ম পক্ষে সহজার্থপ্রদ হইলেও কিন্তু তৎপক্ষে পরমার্থপ্রদ। কারণ বিষ্ণু মুর্ত্তামুর্ত্ত ব্রহ্ম। সুতরাং নির্ব্বিকার নির্ব্বিশেষ নিরীহ নির্গুণ গুণগুলি দ্বার্থপ্রদ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ব্রহ্ম বিরুদ্ধ গুণ সমাশ্রয়। নিঃশব্দ নিশ্চয়ে, নির্ম্মাণে ও নিষেধার্থে ব্যবহৃত হয়। নির্নিশ্চয়ে নিষ্ক্রমার্থে নির্ণির্ম্মাণনিষেধয়োঃ। নির্গুণ শব্দের অর্থ অমুর্ত্ত ব্রহ্মপক্ষে নিষেধার্থক অর্থাৎ প্রাকৃতাপ্রকৃতগুণহীন এবং মুর্ত্ত্যব্রহ্ম পক্ষে নিশ্চয়ার্থ বাচক। প্রাকৃতগুণবর্জ্জিত অথচ অপ্রাকৃত কল্যাণগুণ সমন্বিত। এককথায় মুর্ত্তামুর্ত্ত পক্ষে প্রাকৃতত্বহীনতা সমান পরন্তু মুর্ত্তপক্ষে অপ্রাকৃতত্বই বৈশিষ্টযুক্ত। যদি প্রশ্ন হয়, নির্ব্বিকার নির্গুণাদি বিশেষণ বিষ্ণুর অমুর্ত্ত্য স্বরূপে এবং অধ্যাত্মদীপাদি মুর্ত্ত্যস্বরূপে আলোচ্যে? ইহা অর্দ্ধকুক্কুটীন্যায় সঙ্গত ব্যাপার। মুর্ত্তের গুণগুলি মুর্ত্তপরই ব্যাখ্যাতব্য। রূঢ়িবৃত্তিতে মুক্তির সাযুজ্যপর অর্থ হইলেও বৈষ্ণবগণ তাহার হরিদাস্যপর সঙ্গতার্থ করিয়াছেন। তদ্রূপ ব্রহ্মেরও নির্গুণাদির মুর্ত্ত্যপর অর্থসঙ্গতিও বিজ্ঞতার পরিচায়ক। রূঢ়িবৃত্তিতে ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ হইলেও বিদ্বদ্রূঢ়িতে ব্রহ্ম সবিশেষ। যথা মহাপ্রভুর বাক্য- ব্রহ্ম আত্মা শব্দে যদি কৃষ্ণেরে কহয়। রূঢিবৃত্ত্যে নির্ব্বিশেষ অন্তর্যামী কয়।। বিদ্বদ্রূঢ়িই মুখ্যার্থপ্রদ যথা- ব্রহ্ম শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্। ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ,অনূর্দ্ধ সমান।। সেই ব্রহ্ম শব্দে কহে স্বয়ং ভগবান্। অদ্বিতীয়জ্ঞান যাঁহা বিনা নাহি আন।। বৃহত্ত্বাৎ বৃংহনত্বাতচ্চ তদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ। বৃদ্ধি হওয়া ও বৃদ্ধিকারকত্ব প্রযুক্ত হরিকে পরম ব্রহ্ম বলিয়া বুধগণ জানেন। বেদান্তমতে জিজ্ঞাস্য ব্রহ্ম সাকার জগৎকর্ত্তা। জন্মাদ্যস্য যতঃ। তিনি চক্ষুষ্মান্ সাকার। ঈক্ষতের্নাশব্দম্। বৈচিত্র্যবান্-আত্মনি চৈব বিচিত্র্যাশ্চ, লীলাপরায়ণ- লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্। তিনি চিত্রকর্ত্তা হইয়াও নিরীহ, বিচিত্রবান্ হইয়াও নির্ব্বিশেষ, অধোক্ষজ হইয়াও হৃষীকেশ, অজ হইয়াও বহু জন্মভাজী। অজায়মানো বহুধাভিজায়তে। তিনি অচিন্ত্য হইয়াও চিন্ত্যনীয়, ধ্যেয় ধ্যানাস্পদ। অতএব অচিন্ত্য পুরুষ সম্বন্ধে নির্গুণাদিও অচিন্ত্যলক্ষণময় অর্থাৎ নিষেধার্থক হইয়াও প্রসিদ্ধার্থ প্রদায়ক। কেবল রূঢ়িবৃত্তি দ্বারা সর্ব্বত্র সদর্থ বা যোগ্যার্থ প্রাপ্তি ঘটে না বলিয়াই অন্য বৃত্তির প্রচার। যেরূপ যথাযোগ্য অর্থ সঙ্গতির জন্য অভিধার সহিত লক্ষণাও কার্য্যকরী কিন্তু কেবল অভিধা বা কেবল লক্ষণা দ্বারা যথাযথ অর্থবোধ হয় না। খণ্ডপদার্থের ভেদ সম্ভব কিন্তু ব্রহ্ম অখণ্ড অতএব প্রাকৃতবৎ তাঁহার দেহদেহী, রূপরূপী, গুণগুণী ভেদ নাই। তাঁহার দেহই স্বরূপ, রূপই স্বরূপ, গুণই স্বরূপ। তজ্জন্য উপনিষদে তিনি অরূপ, নির্গুণ বলিয়া কথিত হন। ব্রহ্ম সাকার না নিরাকার ইহা লইয়া অনেক তর্কজাল বিস্তৃত হয়। কিন্তু শ্রৌতপথে বিচার করিলেই তাঁহার সমাধান সহজবোধ্য হয়। ব্রহ্মের সাকারত্ব ও নিরাকারত্ব উভয়ে সিদ্ধ। তিনি সম বলিয়া ভাবলিঙ্গবান্। এক কৃষ্ণই কংসের রঙ্গমঞ্চে দ্রষ্টাদের ভাবানুরূপ স্বরূপে প্রতিভাত হন। সেখানে দ্রষ্টাভেদেই ভাবভেদ ও দৃশ্যভেদ ঘটিলেও দৃশ্য বহু নহে, একক কৃষ্ণ। দ্রষ্টাদের মধ্যে যাঁহার ভাব শুদ্ধ তাঁহার দর্শনই সত্য। ভাবভেদেই ব্রহ্মের সাকারত্ব বা নিরাকারত্ব প্রতিপন্ন হইলেও বস্তুতঃ ব্রহ্ম সাকার। যেরূপ সিতাখণ্ড মিষ্ট পদার্থ। তাহার মিষ্টস্বাদ স্বাভাবিক কিন্তু তিক্তস্বাদ যেরূপ জিহ্বাদোষের কারণ বস্তুতঃ সিতা তিক্ত নহে। তদ্রূপ ব্রহ্ম স্বভাবতঃই সাকার। তাঁহার নিরাকার বা অন্যথা অনুভব দ্রষ্টার দোষ মাত্র। হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে বলেন, যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব, বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব।। যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া জল্পনা করে, সেই সেই শ্রুতিই পরিশেষে তাহার সবিশেষত্বই স্থাপন করে। তাহাদের সেই সেই জল্পনা ভাল করিয়া বিচার করিলে তত্ত্বের সবিশেষত্বই বলবান্ হয়। কারণ জগতে সবিশেষ তত্ত্বই উপাস্য। নির্ব্বিশেষতত্ত্বের

আরাধনা হয় না। **আঙ্গুর ফল টক** ইহা অপ্রাপ্তমনোরথ ধূর্ত্ত শৃগালের উক্তি কিন্তু আঙ্গুরাস্বাদীর নহে। তদ্রূপ ব্রহ্ম নিরাকার ইহা শুষ্কজ্ঞানীরই ধারণা কিন্তু ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারী ভক্তমহাজনের নহে। কামলা রোগী যেরূপ সর্ব্বত্রই হলুদ বর্ণ দর্শন করে তদ্রূপ জ্ঞানী ব্রহ্মকে নিরাকার রূপেই অনুভব করে। কোন ব্যাস রচিত শাস্ত্র বা শাস্ত্রীয় মহাজন ব্রহ্মের নিরাকারত্ব সিদ্ধান্ত করেণ নাই। তাঁহার নিরাকারত্ব অর্থাৎ অমূর্ত্ত্যত্ব সাকারত্বেই প্রতিষ্ঠিত যাদুকরবৎ। যাঁহার জগৎকর্ত্তৃত্ব লীলাবিলাস বর্ত্তমান্ তাহাকে নিরাকার বলা মহামূর্খতার পরিচয় মাত্র। সাধারণ নয়ন স্থূলদর্শনে সমর্থ কিন্তু অঞ্জন প্রযুক্ত নয়ন সূক্ষ্ম দর্শনে সক্ষম। কেবলজ্ঞানী ব্রহ্মকে জ্যোতিরূপেই অনুভব করে কিন্তু ভক্ত জ্যোতির অভ্যন্তরে সুদৃশ্য শ্যামসুন্দরের সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া থাকেন। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ো দিবীব চক্ষুরাততম্। দিব্যসূরিগণ সেই বিষ্ণুর পরম পদকে সর্ব্বদা সূর্যের ন্যায় বিস্তৃত দর্শন করেন। পেচকধর্ম্মীগণই ব্রহ্মের বিশেষত্ব দেখিতে পায় না। কিন্তু ব্রহ্ম বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্যবান্। ব্রহ্ম সর্ব্বময় বলিয়া সকল প্রকার দর্শনই তাহাতে সম্ভব তথাপি সাকারই তাঁহার স্বয়ংরূপ। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু জগতে অবতীর্ণ হইয়া তিনি যে শ্রুতির অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই সর্ব্বশাস্ত্র সঙ্গত বাস্তবার্থ। তাঁহার বিচারে ব্রহ্ম অচিন্ত্য রূপ গুণ শক্তিমান্ লীলাবিলাসী পরম স্বরূপ। দুষ্ট অঘাসুর তাহার উদর প্রবিষ্ট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জ্বলন্ত অগ্নিবৎ মনে করিয়াছিল। বাস্তবিক কৃষ্ণ কিন্তু কোটি চন্দ্র সুশীতলাঙ্গ। তদ্রূপ অঘাসুরধর্ম্মী দুর্ভগা জ্ঞানীগণ ব্রহ্মকে নিরাকার নির্ব্বিশেষরূপেই অনুভব করেন পরন্তু তিনি সকল প্রকার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ।

অথ ব্রহ্মগতি বিচার

ভোগীকর্ম্মীগণ দেবীধামেই চতুর্দ্দশলোকে ভ্রাম্যমান্। দেবীধামের পর বিরজার অপরপারে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মধাম বিরাজমান্। তাহার অপর নাম সিদ্ধলোক। মায়ামুক্ত জ্ঞানীগণ এবং হরিহত দৈত্যগণ সেই ধামে ব্রহ্মসুখে মগ্ন থাকে। সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি। সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্নাঃ দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ। যেরূপ সত্ত্বগুণোদয়ে সাত্ত্বিক দেবতাপূজনে রুচি ও সিদ্ধিতে যান্তি দেবব্রতা দেবান্ ন্যায়ানুসারে সাত্ত্বিকধাম প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ ব্রহ্মভাবক্রমে জীবের ব্রহ্মধাম গতি সিদ্ধ হয়। মায়ামুক্ত অর্থাৎ মায়ার গুণমুক্ত প্রশান্ত অশোক সমভাবই জীবের ব্রহ্মভাব। সিদ্ধদের মধ্যে যাঁহারা পরমপদের অবজ্ঞা করেন না তাঁহারাই ঐ সিদ্ধলোকে বাস করেন পরন্তু অবজ্ঞাকারীগণ অধঃপতিত হন।যথা-

জীন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসারবাসনাম্।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ।।

জীবন্মুক্তগণও অচিন্ত্য মহাশক্তিমান ভগবানে অপরাধ করিয়া পুনরায় সংসার বাসনা প্রাপ্ত হন। ভাগবতে বলেন--

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেন পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুস্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।।

দেবগণ বলিলেন, হে অরবিন্দনয়ন! যাঁহারা আমি মুক্ত এইরূপ অভিমানী কিন্তু আপনার প্রতি সদ্ভাবভক্তির অভাব হেতু তাঁহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। তাঁহারা কৃচ্ছ্র সাধনার দ্বারা পরম পদে আরোহণ করিয়াও আপনার পাদপদ্মের অনাদরহেতু তথা হইতে অধঃপতিত হয়। মুক্তিকামী ব্রহ্মজ্ঞানীর গতি সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতে- ভুক্তিমুক্তিবাঞ্ছে যেই, কাঁহা দুঁহার গতি। স্থাবরদেহ, দেবদেহ, যৈছে অবস্থিতি।। অর্থাৎ যাঁহারা ভোগাকাঙক্ষী তাঁহারা পুণ্যবলে দেবদেহ এবং যাঁহারা মোক্ষাকাঙক্ষী তাঁহারা শুষ্কজ্ঞানবলে বৃক্ষপ্রস্তরাদি স্থাবরদেহ প্রাপ্ত হন। তাৎপর্য্য- ভোগী ও ত্যাগী উভয়ে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ। ভোগী ভজন না করিলেও ভগবানকে অস্বীকার করেন না পরন্তু জ্ঞানী মারাত্মক ভগবদপরাধী হেতু স্থাবরদেহ প্রাপ্ত হয়। তত্ত্বপক্ষে দুইজনই স্বরূপধর্ম্মচ্যুত। কারণ ভোগ বা ত্যাগ আত্মার ধর্ম্ম নহে।

অতঃপর যো যস্য যাজী স হি তস্য লোকে মহীয়তে দেহগতে প্রসিদ্ধঃ। যিনি যে দেবতার উপাসক প্রকৃষ্ট সিদ্ধিক্রমে দেহান্তে তাঁহার লোকেই সুখী হয়েন এই ন্যায় অনুসারে নিষ্কাম ভগবদ্ভক্তিসিদ্ধগণ দেহান্তে পরংব্রহ্মধাম বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হন। তন্মধ্যে যাঁহারা নারায়ণের ভক্ত তাঁহারা বৈকুণ্ঠধাম, যাঁহারা রামনৃসিংহাদির ভক্ত তাঁহারাও বৈকুণ্ঠে রামনৃসিংসাদি ভগবানের ধাম এবং যাঁহারা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসক তাঁহারা কৃষ্ণধাম প্রাপ্ত হন। দ্বারকা মথুরা বৃন্দাবন ভেদে কৃষ্ণধাম ত্রিবিধ। যাঁহারা ঐশ্বর্য্যমিশ্র প্রেমিক তাঁহারা দ্বারকা মথুরাধাম এবং কেবল মাধুর্য্য প্রেমিকগণ গোলোক বৃন্দাবন ধাম লাভ করেন। আর যাঁহারা ঐশ্বর্য্যভাবে রাধাকৃষ্ণের উপাসনা করেন তাঁহারা গোলোক বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হন। গোলোক বৈকুণ্ঠ গোলোকের একটি প্রদেশ মাত্র।

ভগবদ্ধাম পরমপদ হইতে পুনরাবৃত্তি হয় না ইহা বেদান্তসূত্র প্রমাণ করে। অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।

ভগবদ্ধাম হইতে আবৃত্তি নাই, আবৃত্তি নাই তাহা শাস্ত্র হইতে জানা যায়। যথা গীতায় ভগবদুক্তি--যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম। যেখানে যাইলে ভক্তগণ নিবর্ত্তিত হন না তাহাই আমার পরম ধাম।

যথা চ-- আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।

মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে। হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সকল লোক পুনরাবৃত্তিশীল কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না। অতএব এতদ্বাক্য দ্বারা ব্রহ্মগতি অনিত্য এবং ভগবদ্‌গতি নিত্য তাহা প্রমাণিত হয়। এই বাক্যে অমুর্ত্তব্রহ্ম অপেক্ষা মুর্ত্তব্রহ্ম ভগবানের উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব, নিত্যত্ব তথা ব্রহ্মোপাসক অপেক্ষা ভগবদুপাসকদের মহত্বও প্রকাশিত ও প্রমাণিত হইল। উপাসনা বিষয়ে পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ডে মহাদেব পার্ব্বতীকে বলেন-- সাকারো যঃ স্বয়ং স্বামী নিরাকারঃ স বৈ প্রভুঃ। সাকারো হি সুখেনৈব নিরাকারো ন দৃশ্যতে।। সেবারসস্তু সাকারে নিরাকারে ন বৈ রসঃ। সাকারেণ নিরাকারো জায়তে স্বয়মেব হি।।

স্বয়ংস্বামী যিনি তিনি সাকারই, তিনিই নিরাকার প্রভু। সাকার সুখেই সেবিত হন, নিরাকার দৃশ্য হন না। সেবারস কিন্তু সাকারেই বিদ্যমান নিরাকারে সেই রস নাই। সাকার যোগেই নিরাকার স্বয়ংই প্রকাশিত হন।।

অতএব সাকার ব্রহ্মই আরাধনার বিষয়।

---ঃ০ঃ০ঃ---

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমূর্ত্তিসেবা ও শ্রীচৈতন্যদেব

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ সংজ্ঞক। তিনি সর্ব্বশক্তিমান ও অখিলরসামৃতসিন্ধুবিলাস পরায়ণ। তিনি ইহ জগতে স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ তথা আবেশরূপে লীলাপরায়ণ। রসাস্বাদন কল্পে রসিকশেখর গোবিন্দ অনন্তকোটি অবতারের কারণ স্বরূপ। রস আস্বাদন বিনা তাঁহার অন্য কোনও কৃত্য নাই। রস আস্বাদন বিধানেই কাকতালীয় ন্যায়ে ধর্ম্মস্থাপন, সাধুসংরক্ষণ তথা অসুরবিনাশনাদি কৃত্য প্রপঞ্চিত হয়। তিনি স্বয়ং কৃষ্ণরূপে ও মৎস্যকুর্ম্মাদি অবতার স্বরূপে নানা রস আস্বাদন করেন। রস আস্বাদনের জন্যই তাঁহার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডাদিতে অবতার হইয়া থাকে। তাঁহার অবতার প্রধানতঃ ছয় প্রকার । ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রূপে গুণাবতার, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরাব্ধিশায়ী বিষ্ণুত্রয় স্বরূপে পুরুষাবতার, হরি, অজিত, সত্যসেনাদি রূপে মন্বন্তর অবতার, শুক্ল, রক্ত, শ্যাম, কৃষ্ণাদিরূপে যুগাবতার, ব্যাস, পৃথু, নারদ, পরশুরাম, বুদ্ধ, কল্কি ও ঋষভাদি রূপে শক্ত্যাবেশ অবতার এবং মৎস কুর্ম্মাদি রূপে লীলা অবতার প্রসিদ্ধ। নাম রূপে তাঁহার একটি অবতার আছেন। শ্রীমদ্ভাগবতরূপেও তাঁহার অপর একটি অবতার জানা যায়। এতদ্ব্যতীত অর্চ্চা স্বরূপেও তাঁহার আর একটি অবতার আছেন। অর্চ্চা বিগ্রহ স্বরূপে ভগবান প্রত্যক্ষে সাধক ও সিদ্ধের সেবাদি স্বীকার করিয়া থাকেন। রহস্য এই, ভগবান নিত্যধামে নিত্যলীলা পরায়ণ। সেবকগণ সাক্ষাতেই তাঁহার সেবাদি করিয়া থাকেন। পরন্তু এই মর্ত্ত্যধামে তিনি অর্চ্চাস্বরূপেই ভক্তের পূজাদি স্বীকার করতঃ সাধককে ক্রমশঃ নিজধামে আকর্ষণ করেন। অর্চ্চার মাধ্যমেই সেবক অর্চ্চনযোগে স্বরূপানুভূতি লাভ করিয়া থাকেন। ভগবদর্চ্চনই সকল প্রকার শ্রেয়ঃ মূল। অর্চ্চনাদির মাধ্যমে সেবকের ভক্তি ধর্ম্ম সিদ্ধ ও প্রসিদ্ধ হয়। সম্বন্ধের সাক্ষাৎকারে অর্চ্চনই অভিধেয় বাচ্য। চৈতন্যদর্শনে কৃষ্ণই সম্বন্ধমূল, কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয তথা কৃষ্ণপ্রীতিই প্রয়োজন। এই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তিই অভিধেয় প্রধান।

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি।।
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে লৈলে নাম পায় প্রেম ধন।।

পূর্ব্বোক্ত নবধা ভক্তির মধ্যে অর্চ্চন অন্যতম অভিধেয়। এই অর্চ্চনাখ্যা ভক্তি যোগেই পৃথুরাজ ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পৃথুঃ পূজনে। অতএব কৃষ্ণপ্রাপ্তি হেতু অর্চ্চন ধন্যতম অভিধেয়। এই অর্চ্চনাখ্য ভক্তি সর্ব্বযুগেই ভক্তচরিত্রে বিদ্যমান। সত্যযুগে ব্রহ্মা স্বয়ং বরাহ ও বাসুদেব মূর্ত্তি স্থাপিত করতঃ পূজা করেন। ত্রেতায় সীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্র প্রস্তুত শ্রীগোপীনাথমূর্ত্তির অর্চ্চন করেন। দ্বাপরে গোপীগণ কৃষ্ণের অর্চ্চন করেন তথা কলিতে নাম সঙ্কীর্ত্তনের প্রাধান্য থাকিলেও অর্চ্চনাখ্য ভক্তির প্রচার পরিদৃষ্ট হয়। সম্ভ্রমযোগে বেদাদি বিধানে ভগবৎপরিচর্য্যাই অর্চ্চন বাচ্য আর বিশ্রম্ভযোগে রাগপথে ভগবৎপরিচর্য্যাই সেবা সংজ্ঞক। বিধি পথে হরির পরিচর্য্যাদি করিতে করিতে সেব্যের সঙ্গে সেবকের অন্তরঙ্গ মমতা বন্ধনহেতু রাগধর্ম্মের উদয়ে সেবক বিশ্রম্ভসেবায় নিযুক্ত হন। এককথায় বলা যায় যে, অনুদিতরাগ সাধকের পরিচর্য্যাই অর্চ্চনাখ্য এবং সমুদিতরাগ সাধকের পরিচর্য্যাই সেবা সংজ্ঞক। অতএব শ্রদ্ধালু সাধকে রাগোদয় করাইবার জন্য অর্চ্চনমার্গ অত্যাবশ্যক। ভগবৎস্বরূপ অর্চ্চাসেবায়ও নবধা ভক্তি সিদ্ধ

হয়। অর্চ্চন ব্যতীত আদর্শবৈষ্ণব জীবন সিদ্ধ হয় না। অর্চ্চা দর্শনে নয়ন, তৎপরিচর্য্যায় হস্ত, তন্মহিমাদি শ্রবণে কর্ণ, পরিক্রমাতে চরণ, প্রণামে কলেবর, তদঙ্গগন্ধ আঘ্রাণে নাসিকা, তচ্চিন্তনে মন তথা তৎসেবায় উপার্জ্জিতধনাদি সার্থক হয়। ত্রিকালে পূজা পরিচর্য্যাদিযোগে সেবকের সদাচার ধর্ম্ম প্রসিদ্ধ হয়। বৈষ্ণব হরিপ্রসাদসেবী, অর্চ্চনমার্গেই তাহা সুলভ হয়। উদ্ধবসংবাদে কৃষ্ণবাক্যে জানা যায় যে, মল্লিঙ্গমদ্ভক্তজন দর্শনস্পর্শনার্চ্চনম্ ইত্যাদি উত্তমা ভক্তি লাভের উপায় স্বরূপ। সর্ব্বোপরি কৃষ্ণ ও তৎপ্রেমই প্রাপ্য প্রয়োজন। তাহা শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তিসেবনেই সিদ্ধ হয়।

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন।।
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্পসঙ্গ।।
যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবসমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত।।

হে ভারত! যিনি পূর্ব্বে শত শত জন্মে সম্যক্ বাসুদেবের অর্চ্চন করিয়াছেন তাঁহার মুখেই হরিনাম সমূহ সর্ব্বদা কীর্ত্তনযোগে বিরাজ করেন। এই বাক্যেও নাম কীর্ত্তনের যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্য হরির অর্চ্চনের অত্যাবশ্যকতা অপরিহার্য্য।

কলিযুগপক্ষে কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তনের সর্বোপরি প্রাধান্য থাকিলেও শ্রীগৌরসুন্দর পূজাপরিচর্য্যাকে উপেক্ষা করেন নাই । তিনি নবদ্বীপবাসে প্রত্যহ ভগবদর্চ্চন করিতেন, প্রেমবিহ্বলতা উদিত হইলে তিনি গদাধরকেই অর্চ্চন ভার দেন । পরবর্ত্তীকালে তিনি নীলাচলে আসিয়া সমুদ্র তীরে গদাধরকে গোপীনাথের সেবাপূজায় নিযুক্ত করেন । অর্চ্চাপূজন কনিষ্ঠ অধিকারী বৈষ্ণবের মুখ্য কৃত্য হইলেও মধ্যম ও উত্তমাধিকারীও যথাযোগ্যভাবে তাহা করিয়া থাকেন। প্রেমগুরু তথা রাধার স্বরূপ হইলেও গদাধর আজীবন গোপীনাথের সেবাপূজায় অতিবাহিত করেন। যদি প্রশ্ন হয় প্রেমোদয় হইলে আর অর্চ্চাপূজার আবশ্যকতা নাই তখন একমাত্র নামই সেব্য। তদুত্তরে বলা যায় যে, চৈতন্যদেবের মহাপ্রেমিক ভক্তদের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহারা বিগ্রহসেবা ত্যাগ করেন নাই। ষড্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী আজীবন রাধারমণের সেবাপূজা স্বহস্তেই করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামীও রাধাদামোদরের সেবা পূজা করিয়াছেন। চৈতন্যপ্রেমেমত্ত সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যাদি মহাজনগণ গৃহে প্রতিষ্ঠিত ইষ্টবিগ্রহের সেবাপূজায় সমাদরী ছিলেন। যদিও তাঁহারা বিধিবাধ্য ছিলেন না তথাপি রাগপথেই তাঁহাদের বিগ্রহসেবাদি সম্পন্ন হইত। এই কলিযুগেও অন্য বৈষ্ণব সম্প্রদায় চতুষ্টয়ে ভগবদর্চ্চনের ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য। অদ্যাপি তত্ত্ববাদী আচার্য্যগণ স্বয়ংই শ্রীমন্মাধ্ব প্রতিষ্ঠিত ও স্থাপিত বিগ্রহের অর্চ্চন করেন। রামানুজীয় ভক্তগণ অর্চ্চনপ্রধান । বিষ্ণুস্বামী তথা নিম্বাদিত্য সম্প্রদায়েও শ্রীবিগ্রহ সেবাপূজা বিদ্যমান ।

সর্ব্বদৈবমুপাসিতো যাবদ্বিমুক্তির্মুক্তা হ্যেনমুপাসত। যাবৎ মুক্তি না হয় তাবদই ভগবদারাধনা কর্ত্তব্য। মুক্তগণও তাহা করিয়া থাকেন । বেদান্ত বলেন- আপ্রায়ণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টং। মুক্তির পরও ভগবদারাধনা পরিদৃষ্ট হয়। তদ্রূপ আপ্রেমোদয়াত্তত্রাপি হি দৃষ্টম্ অর্থাৎ প্রেমোদয়ের পূর্ব্বে ও পরেও ভগবদর্চ্চন দৃষ্ট হয়। চৈতন্যপ্রিয় বাণীনাথ গৌরগদাধরের সেবাপূজা করিতেন, গৌরীদাস পণ্ডিত তথা রাঘব পন্ডিত, শ্রীনাথ পন্ডিত, শিবানন্দ সেনাদি প্রেমিকগণ গৃহে শ্রীবিগ্রহসেবা করিতেন ।

অর্চ্চার স্বরূপ ঃ

ভগবন্মুর্ত্তিই অর্চ্চ্য বিচারে অর্চ্চা সংজ্ঞা প্রাপ্ত । তাহা সর্ব্বদাই চিদানন্দময়। অর্চ্চার অপর নাম প্রতিষ্ঠা । মন্ত্র াদি যোগে প্রতিষ্ঠিত হন বলিয়া অর্চ্চার নাম প্রতিষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেন- চলা ও অচলা ভেদে প্রতিমা দ্বিবিধা। উহা আমার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র ।

চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরম্ ।

প্রতিষ্ঠা হইলে জীব ও জগতের চেতনা জাত হয় বলিয়া পরমাত্মা জীব সংজ্ঞক । সেই পরমাত্মার মন্দির স্বরূপই প্রতিষ্ঠা, প্রতিমা বা অর্চ্চা। অর্চ্চা সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেব বলেন-

নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন এক রূপ।
তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দস্বরূপ।।

অতএব শ্রীমূর্ত্তি বা অর্চ্চা প্রাকৃত নহে তাহা সর্ব্বথায় অপ্রকৃত। তাহাতে প্রাকৃতজ্ঞান চৈতন্যদর্শনে নারকিতা ও পাষণ্ডিতা বিশেষ। যথা-

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
এই বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার।।
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেই তো পাষণ্ড্য।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য, সেই হয় যম দণ্ড্য।।

অন্যত্র বলেন--

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর।

বিষ্ণু নিন্দা ইহা হইতে নাহি আর।।

অতএব অর্চ্চা স্বরূপভূত ইহাতে সন্দেহ করা উচিত নহে।

হরিভক্তি বিলাসে ১৮শ অধ্যায়ে বলেন-- অর্চ্চনে বৈষ্ণবগণ অধিষ্ঠান অর্থাৎ পূজাস্থানের অপেক্ষা করেন। পূজাস্থানসমূহ মধ্যে শ্রীমূর্ত্তিসমূহ দর্শনে অতিশয় সুখপ্রদ। শ্রীমূর্ত্তি ভগবানের যেমন অধিষ্ঠান ক্ষেত্র তেমনই স্বরূপভূত তদুদ্দীপক এবং স্মারক। কারণ শ্রীমূর্ত্তি দর্শনাদি ক্রমে আনন্দের উদয় হয়। অতএব বৈষ্ণবগণ স্বরূপ সিদ্ধির জন্য ভগবদর্চ্চার পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন ।

অর্চ্চা স্থাপনের ধর্ম্মতা

একাদশে উদ্ধবসংবাদে ভক্ত্যঙ্গ বর্ণনে শ্রীকৃষ্ণ অর্চ্চা স্থাপনের উপদেশ করেন। মদর্চ্চা স্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহত্য চোদ্দমঃ।

মদর্চ্চাং সম্প্রতিষ্ঠাপ্য মন্দিরং কারয়েদ্দৃঢ়ম্।

আমার অর্চ্চা স্থাপন করিয়া তাঁহার মন্দির করিবে।

অর্চ্চাতে অর্চ্চনের উপদেশ

অর্চ্চাদিষু যদা যত্র শ্রদ্ধা মাং তত্র চার্চ্চয়েৎ যখন যেখানে যে মূর্ত্তিতে শ্রদ্ধা হয় তখন সেই মূর্ত্তিতেই আমার পূজা করিবে। এই অর্চ্চন দ্বারা আমা হইতে অভীষ্ট লাভ হইয়া থাকে। ভগবান কপিলদেবও ভগবদ্ভাব সিদ্ধির জন্য অর্চ্চার পরিচর্য্যার কথা বলেন--

অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্।।

যাবৎ নিজ হৃদয়ে সর্ব্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বর আমাকে না জানিতে পারে তাবৎ অর্চ্চাদিতে স্বকর্ম্মকারী অর্চ্চন করিবেন।

নবযোগেন্দ্রসংবাদে হৃদয় গ্রন্থি মোচনার্থে তন্ত্রাদি বিধানে অর্চ্চাতে অর্চ্চনের উপদেশ পরিদৃষ্ট হয়।

অর্চ্চাদৌ হৃদয়ে চাপি যথালব্ধোপচারকৈঃ ইত্যাদি বাক্যে অর্চ্চাতে অর্চ্চনই প্রসিদ্ধ।

ধ্যানপ্রধান সত্যযুগেও নারদ মুনি ধ্রুবকে মন্ত্রযোগে অর্চ্চাতে ভগবদর্চ্চন করিতে উপদেশ করেন।

যথা -ওঁ *নমো ভগবতে বাসুদেবায়।*
মন্ত্রেণানেন দেবস্য কুর্য্যাদ্দ্রব্যময়ীং বুধঃ।
সপর্য্যাং বিবিধদ্রব্যৈর্দেশকালবিভাগবিৎ।।
লব্ধ্বা দ্রব্যময়ীমর্চ্চাং ক্ষিত্যম্ব্বাদিষু বার্চ্চয়েৎ।

হে বৎস! ওঁ *নমো ভগবতে বাসুদেবায়* এইমন্ত্রে দ্রব্যময়ী মূর্ত্তিতে যথালব্ধ দ্রব্য দ্বারা ভগবানের অর্চ্চন করিবে। ইত্যাদি পদ্যেও হরির অর্চ্চন ও তদর্চ্চা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ধর্ম্মসঙ্গত। যদি প্রশ্ন হয় যে, জড়ের চৈতন্য ও চৈতন্যের জড়ত্ব, মর্ত্ত্যের অমর্ত্ত্যত্ব সর্ব্বথা অসিদ্ধ ব্যাপার। অতএব মৃত্তিকাদি জাত প্রতিমা কিরূপে চিদানন্দত্ব প্রাপ্ত হয় ? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ভগবান অচিন্ত্যতত্ত্ব। অচিন্ত্যশক্তিক্রমে তিনি অজ হইয়াও বহুরূপে জাত হন, অকর্ম্মা হইয়াও বহুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। অমৃত হইয়াও অসুরাদি মোহনার্থে মৃতবৎ লীলা করেন। তদ্রূপ অজড় হইয়াও জড়বৎ অর্চ্চাদিরূপে তাঁহার ভক্তবিনোদনার্থ মন্দিরাদিতে অবস্থানও অচিন্ত্য লক্ষণময়।

অজন্মা বহুজন্মভাগকর্ম্মা বহুকর্ম্মকৃৎ।
অমর্ত্ত্যো মর্ত্ত্যবল্লোকে কো বেদ বিষ্ণুচেষ্টিতম্।।

রহস্য এই যখনই ভক্তিযোগে ভক্ত ভগবদারাধনায় উন্মুখ হন তখনই ভগবান তাঁহার পূজাপরিচর্য্যাদি স্বীকারার্থে অর্চ্চারূপে প্রকট হইয়া থাকেন। শ্রীমূর্ত্তির নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠাদি সেখানে কাকতালীয় ন্যায়ে কার্য্য করে মাত্র। পরন্তু তাহা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য বিষয় নহে। নিতান্ত মর্ত্ত্যগণ সেই অর্চ্চাতেও মর্ত্ত্যভাব আরোপ করতঃ অপরাধে অধোগতি প্রাপ্ত হয়। সিদ্ধান্ত মতে ভগবান সর্ব্বদা ভক্তি রসে অবস্থান করেন। সচ্চিদানন্দৈক ভক্তি রসে তিষ্ঠতি। সেই ভক্তিযোগ যেখানে বর্ত্তমান সেখানেই ভগবানের অধিষ্ঠান সিদ্ধ হয়। সেই ভক্তিযোগ বৈষ্ণবে মূর্ত্তিমান তজ্জন্য বৈষ্ণব ভগবন্ময়। ভগবন্মূর্ত্তিতে সেই ভক্তিযোগ প্রযুক্ত হইলেই মূর্ত্তির প্রাকৃতত্ব লুপ্ত হয় এবং অপ্রাকৃতত্ব প্রতিসিদ্ধ হয়। যেরূপ গুরুতে প্রপত্তিমাত্রেই শরণাগতের দেহাদি চিদানন্দত্ব প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ ভগবদধিষ্ঠানে অর্চ্চাও চিদানন্দত্ব প্রাপ্ত হয়।

বৃহদ্ভাগবতামৃতে বলেন-ভক্তিরসে প্রাকৃত দেহাদিও সচ্চিদানন্দত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব ভক্তিযোগ প্রভাবে অর্চ্চাদিরও চিদানন্দত্ব সিদ্ধ হয়। ইহ জগতে স্পর্শমণির সংসর্গে যদি লৌহ স্বর্ণে পরিণত হয় তাহা হইলে ভগবৎ স্পর্শে অর্চ্চার অপ্রাকৃতত্ব সিদ্ধ হইবে না কেন ? যেমন কল্পতরুতে তরুসাম্য থাকিলেও তাহা সর্ব্বফলপ্রদ তদ্রূপ অর্চ্চাতে মর্ত্ত্যসাম্য থাকিলেও তাহা সর্ব্বথাই অপ্রাকৃত, ইহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীমূর্ত্তির অলৌকিকত্ব

শ্রীমূর্ত্তির জীবন্তত্বের বহু প্রমাণ দেখা যায় যথা-- সনাতনগোস্বামিপাদের নিকট লবন প্রার্থনা, বঙ্কবিহারীর মন্দির হইতে ভক্তগৃহে গমন ও সাক্ষীদান, শালীগ্রাম হইতে রাধারমণের

প্রকাশ, স্বপ্নাদেশ করতঃ গোবিন্দের আত্মপ্রকাশ, গোপ বালকবেশে মাধবেন্দ্রপুরীকে দুগ্ধদান তথা আত্মপ্রকাশ, চন্দন প্রার্থনা, ছোটবিপ্রের সহিত বার্ত্তালাপ, তৎপশ্চাতে গমন ও সাক্ষীদান, রাজমহিষীর নিকট নাসারত্ন যাচঞা, জগন্নাথের কাঁঠালচুরি, গোপীনাথের ক্ষীরচুরি, বিপ্রবালকের হাতে আলোয়ারনাথের পরমান্নভোজন. রঘুনন্দনের হাতে লাড্ডু ভোজন, নিতাইগৌর প্রতিমার গমন, জয়সিংহ রাজকন্যার হস্তধারণ, শ্রীনাথের উদয়পুরে অবস্থানাদি সত্যঘটনা দ্বারা অর্চ্চার প্রাণবন্তত্ব প্রমাণিত হয় । সর্ব্বত্র ভগবানের অবস্থিতি হইলেও ভক্তিবশে প্রতিমাদিতে তিনি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন। তজ্জন্য ছোট বিপ্র বলিয়াছেন--

প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
বিপ্র লাগি কর তুমি অকার্য্যসাধন।।

অর্চ্চার জীবন্ত ব্যবহার মহাভাগবতগণই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। যথা চৈঃ চঃ-

বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল।
যদ্যপি গোপাল সব অন্নব্যঞ্জন খাইল।
তাঁর হস্তস্পর্শে পুনঃ তেমনই হইল।
ইহা অনুভব কৈল মাধব গোসাঞি।
তাঁর ঠাঞি গোপালের লুকান কিছু নাই।।

অতএব পূর্ব্বোক্ত বিচারে শ্রীমূর্ত্তিসেবাপূজাদি বৈষ্ণবের অন্যতম ভক্তি ও প্রীতিপ্রদ কৃত্য বিশেষ।

শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গোবিন্দ

---ঃ○ঃ○ঃ---

স্বরূপ বিকাশের তারতম্য ও ভিন্নতা বিবেক

একটি বিদ্যালয়ে অনেকগুলি শ্রেণী তথা অনেক সংখ্যক বিদ্যার্থী অধ্যয়ন করে। অনেক বিদ্বান্ সেখানে অধ্যাপনা করেন। সকলেই একই অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করিলেও কিন্তু সকলে একই শ্রেণীর নহে। পুনশ্চ একই শ্রেণীর বিদ্যার্থীদের মধ্যেও তারতম্য দেখা যায়। কারণ সকলেই একপ্রকার মেধাবী নহে। কেহ উপদেশ শ্রুতি মাত্রেই তাহা অবগত হয়,কেহ ব্যাখ্যাত হইলেই অবগত হইতে পারে। কেহ বা ঈঙ্গিতে সঙ্কেতে পাঠ অবগত হয় আর কেহ বা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়াও তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। পুনশ্চ দেখা যায় একই সঙ্গে অধ্যায়নকারীদের মধ্যে ভিন্নরুচি প্রকাশিত হয়। কেহ বিজ্ঞান, কেহ বানিজ্য বিভাগ, কেহ বা আর্ট অধ্যয়নে রুচি বিশিষ্ট হয়। তদ্রূপ একই সম্প্রদায়ে একই গুরুর চরণাশ্রিতদের সকলেই একই রস বা ভাববিশিষ্ট হয় না। পূর্ব্বজন্ম সংস্কার বশতঃ স্বতঃসিদ্ধ রুচিক্রমে শিষ্যদের মধ্যে ভাবভেদ ও রসভেদ দেখা যায়। গুরু শিষ্যের রসৈক্য বা ভাবৈক্য থাকিতে পারে, নাও থাকিতে পারে। ঐক্য থাকিলে দীক্ষাগুরুই ভজন শিক্ষাগুরু হইয়া থাকেন। আর ভাবের ঐক্য না থাকিলে স্বজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ অভিজ্ঞ সাধূত্তমই ভজন শিক্ষাগুরু হন। অমিতার্থদূতীর ন্যায় কোন শিষ্য সাধু গুরু শাস্ত্রের ঈঙ্গিত বা সঙ্কেতে আত্মস্বরূপ অবগত হয়। নিসৃষ্টার্থদূতীর ন্যায় কোন শিষ্য গুরুর আদেশ ক্রমে স্বরূপ অনুশীলনে তৎপর হয়। আর পত্রহারী দূতীর ন্যায় কোন শিষ্য স্বরূপ অনুশীলনে অক্ষম হইয়া গুরুদত্ত প্রণালীই কেবল বহন করিয়া থাকে। গুর্ব্বাদিষ্ট প্রণালীর সহিত শিষ্যের স্বতঃসিদ্ধ রুচির ঐক্য বা স্বাজাত্য না থাকিলে তৎপ্রণালী সাধনে সিদ্ধি সুদূর পরাহত হয়। সিদ্ধপ্রণালীই যথেষ্ট নহে ইহা দিগ্দর্শনমাত্র পরন্তু তদনুসরণে অনুশীলনে ভাবসাজাত্য বা সাধারণীকরণ অর্থাৎ আপনদশা না প্রাপ্ত হইলে সিদ্ধি জন্মান্তর সাধ্য হয়। যেগুরুতে সর্ব্বজ্ঞতা ও অভীজ্ঞতা নাই অথচ শিষ্যের রুচি পরীক্ষা না করিয়াই গুর্ব্বভিমানে মনগড়া প্রণালী দেন তিনি অসদ্গুরু। তাহাতে প্রকারান্তরে তাহার মূর্খতাই বিবেচিত হয়। তাদৃশ পদ্ধতি হইতে অপসাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি হয়। কিন্তু পাত্রাপাত্রজ্ঞই সদ্গুরু। স্বরূপ রহস্য শ্রুতিমাত্রেই যাহাদের স্বস্বরূপের জাগরণ হয় তাহারা যুবতীবৎ উত্তম সাধক। শুনিতে শুনিতে কালে যাহাদের স্বরূপের অভিজ্ঞান জাত হয় তাহারা কুমারীবৎ অজাতরতিপ্রায় মধ্যম সাধক। আর পুনঃ পুনঃ স্বরূপরহস্য শ্রবণ করিয়াও যাহাদের স্বরূপের জাগরণ হয় না তাহারা বালিকাবৎ অনুদিতরতি অধমসাধক আর যাহারা বন্ধাবৎ তাহাদের স্বরূপ জন্মান্তর সাধ্য বিষয়। স্বরূপ যুবতীবৎ সাধকে জাগ্রত ও সক্রিয়। কুমারীবৎ সাধকে স্বপ্নময় এবং বালিকাবৎ সাধকে সুপ্ত তথা বন্ধাবৎ সাধকে নিষ্ক্রিয়। অতএব সারকথা এক গুরুর শিষ্য হইলেও সকলের প্রকৃতি বা স্বভাব একপ্রকার হয় না বা হইতেও পারে না। তজ্জন্য মন্ত্র রহস্য বা স্বরূপরহস্য যুবতীবৎ সুস্নিগ্ধসাধকে স্বতঃসিদ্ধ এবং কুমারীবৎ সাধকে (উপদেশসিদ্ধ)উপদেষ্টব্য। এই কার্য্যে গুরুর কোন বৈষম্যদোষ বিবেচিত হয় না। কারণ অস্নিগ্ধশিষ্য (বালিকা বা বন্ধাবৎ সাধক)স্বরূপরহস্য শ্রবণে, অনুশীলনে অসমর্থ অতএব অনধিকারী বলিয়া গুরুদেব তাহাকে রহস্য উপদেশ করেন না।। কেবলমাত্র স্নিগ্ধ শিষ্যকেই তিনি উপদেশ

করেন। কারণ সেই স্নিগ্ধশিষ্যই তাহা ধারণে যোগ্য। ব্রুয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরুবো গুহ্যমপ্যুত।

রসভেদ বিবেক

সঙ্গ ওসংস্কার রসভেদের কারণ নহে পরন্তু কাকতালীয় ন্যায়ে তাহারা নিমিত্ত মাত্র।বস্তুতঃ নিজ নিজ স্বরূপই রসভেদের কারণ হয়। স্বরূপের ভিন্নতাক্রমেই সাধকের রসভেদ পরিদৃষ্ট হয়। স্বরূপের ভিন্নতাও সর্ব্বকারণকারণ ভগবানের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাশক্তির কার্য্যবিশেষ। তাঁহার ইচ্ছাক্রমেই জীবহৃদয়ে তজ্জাতীয় প্রেরণা প্রকাশ পায়। আর সেই প্রেরণাবশেই জীবের স্বভাব সক্রিয় হয়। নিত্যস্থায়ীস্বভাবই স্বরূপ নামে খ্যাত। যেরূপ কোন ব্রাহ্মণের বীর্য্যজাত সন্তানদের মধ্যে মতভেদ, ধর্ম্মভেদ, উপাস্যভেদ দেখা যায়।তাহাদের মধ্যে কেহ বা পিতাকে অনুসরণ করে, কেহ বা তদ্বিপরীত স্বভাবের হয়। তদ্রূপ একই গুরুর একই মন্ত্রে দীক্ষিতদের মধ্যে রসভেদ দৃষ্ট হয়। যেরূপ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্যদের মধ্যে ঈশ্বরপুরীপাদে মধুররস, রঙ্গপুরীতে বাৎসল্যরস, পরমানন্দপুরীতে সখ্যরস বিদ্যমান্। পরন্তু রামচন্দ্রপুরীতে ব্রহ্মভাব দৃষ্ট হয়। একই মন্ত্রে দীক্ষিত শ্রীরঘুনাথদাস বাবাজীর শিষ্যদ্বয়ের মধ্যে বিজয়কুমারে মধুররস এবং ব্রজনাথে সখ্যরস অভিব্যক্ত। অতএব শিষ্য বলিয়া গুরুশিষ্যের রসের ঐক্য থাকিতে পারে নাও পারে। গুরু মধুররসাশ্রয়ী বলিয়া শিষ্যকেও মধুর রসের উপদেশ দান কর্ত্তব্য এমন কিছু নহে। কিন্তু শিষ্যের তজ্জাতীয় রুচি হইতেই তদুপদেশ সোনায় সোহাগা হয়। অন্যথা শিষ্য সংশয়াত্মা হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয় বা গুরুর আজ্ঞা পালনে অক্ষম হয়। বর্ত্তমানকালে ধর্ম্মজগতে এত উৎশৃঙ্খলতার কারণ আলোচনা করিলে ধর্ম্মনায়কসূত্রে গুরু এবং শিষ্যের দুর্নীতি সিদ্ধান্তিত হয়। কখনও বা সৎগুরুর চরণ আশ্রয়ে দৈববশে অসৎসঙ্গে বেণরাজার ন্যায় শিষ্য কুলাঙ্গার হইয়া ধর্ম্মের গ্লানি আনয়ন করে। নিজ গুরূপদিষ্ট মন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধ না হইয়া গুর্ব্বভিমানে নির্ব্বিচারে শিষ্যকরণে ও সিদ্ধপ্রণালী দানে গুরুর গুরুত্ব লোপ পায় এবং তাদৃশ চেষ্টা অন্ধ কর্ত্তৃক অন্ধের পথপ্রদর্শনের ন্যায় সাধুসমাজে উপহাসাস্পদ, বৃথা প্রয়াশ মাত্র। কৌলিক প্রথায় যোগ্যতা বিচার না করিয়াই যেরূপ ব্রাহ্মণের কুমারকে উপনয়ন সংস্কার দান করা হয় তদ্রূপ লৌকিক প্রথায় ধৈর্য্যহীন গুর্ব্বভিমানী অসৎগুরুগণ শিষ্যের যোগ্যতা বিচার না করিয়াই দীক্ষা ও সিদ্ধপ্রণালী দানে সিদ্ধ সম্প্রদায়ে ধর্ম্মের গ্লানি বৃদ্ধি করেন। ভোগপ্রবণ গৃহস্থ্য ও মিথ্যাচারী বিরক্ত শিষ্যকে সিদ্ধপ্রণালী দানে প্রাকৃত সহজিয়া নামে অপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর কথিত পূর্ব্বাপর মহাজনদের প্রদর্শিত ভজন শিক্ষা রীতি নহে। ইহা নিশ্চিতই কলিহত মহাজনাভিমানী দুর্জ্জনদের পরিকল্পনা মাত্র। জাতরুচি বা জাতরতি, শরণাগত স্নিগ্ধ সংযমী সোবোন্মুখ সাধকে সেই সেই উপদেশ সোনায় সোহাগা ও আশু ফলপ্রদ হয়। যেরূপ রতিহীনাতে বীর্য্যাধান পুত্রোৎপত্তির কারণ নহে তথা অজাতরতিসাধকে সিদ্ধপ্রণালীও সিদ্ধিপ্রদ নহে বরং অনর্থ বৃদ্ধিকারকই। ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত কোটিতে প্রকৃত ধার্ম্মিক বিরলমাত্র। তজ্জন্য ভাগবতে বলেন, কোটি মুক্ত মধ্যে নিষ্কাম অতএব প্রশান্তাত্মা বৈষ্ণব সুদুর্ল্লভ। সুদুর্ল্লভঃ প্রসন্নাত্মা কোটীষ্বপি মহামুনে।

---ঃ○ঃ○ঃ---

বৈষ্ণব

সাস্য দেবতাসূত্রে বিষ্ণু শব্দের উত্তরে অন্ প্রত্যয় যোগে বৈষ্ণব শব্দ নিষ্পন্ন হয়। বিষ্ণুরস্য দেবতা ইতি বৈষ্ণবঃ। অর্থাৎ বিষ্ণু যাঁহার দেবতা তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলে। অন্যত্র

গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরায়ণঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ।।

যথাশাস্ত্রীয় বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বিষ্ণুপূজাপরায়ণ ব্যক্তিকে অভিজ্ঞগণ বৈষ্ণব বলেন।তদ্ব্যতীত অপরে অবৈষ্ণব। অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্রে অদীক্ষিত ও বিষ্ণুপূজাপরান্মুখই অবৈষ্ণব। বিষ্ণুপূজার উপলক্ষণে বৈষ্ণব সদাচারাদি পালনও ধর্ত্তব্য নতুবা কেবল মন্ত্রগ্রহণ বা প্রাকৃত ভাবে লৌকিক পূজা দ্বারা বৈষ্ণবত্ব প্রতিপন্ন হয় না। অতএব এককথায় বলা যায় যে, অনন্যবিষ্ণুপরায়ণই প্রকৃত বৈষ্ণব। পক্ষে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও বারভজা ব্যভিচারীগণ বৈষ্ণবত্বে নিতান্ত অযোগ্য ও অগণ্য। অর্থাৎ পঞ্চোপাসকগণ বিষ্ণুপূজা পরিলেও প্রকৃত বৈষ্ণব নহে। কারণ বহুচারিণী নারীর ন্যায় তাহাদের মতি পাষণ্ডবাদে সমাচ্ছন্ন।

বৈষ্ণবেরলক্ষণ

অনন্যবিষ্ণুতৎপরতাই বৈষ্ণবের স্বরূপ লক্ষণ। বিষ্ণুবিষয়ক নববিধা ভক্তি যাজনই বিষ্ণুতৎপরতা। আর সাম্প্রদায়িক হরিমন্দির অর্থাৎ তিলক, নামাঙ্কধারণ, শিখাসূত্ররক্ষণ তথা কণ্ঠে তুলসীমালা ধারণাদি যথাশাস্ত্র সদাচার পরিপালনই বৈষ্ণবতার তটস্থ লক্ষণ। সদাচার অন্বয় ব্যতিরেকভেদে দ্বিবিধ। স্বজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ ও নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ট সাধুর সঙ্গই অন্বয় সদাচার এবং অসৎসঙ্গত্যাগই ব্যতিরেক

সদাচার। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও স্ত্রীসঙ্গীই আদি অসৎ এবং বিষ্ণুর অভক্ত তথা অবজ্ঞা বিদ্বেষভাজীই দ্বিতীয় অসৎ। মহাপবিত্র গঙ্গাজল যেরূপ সুরাস্পর্শে দূষিত হয় তদ্রূপ স্ত্রীসঙ্গে বৈষ্ণবতা দূষিত হয়। শাস্ত্রে স্ত্রীসঙ্গ এবং তৎসঙ্গীর সঙ্গ মহামোহকর তথা অনিষ্ট ও বন্ধন কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণবাক্যে-

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসস্তথা তৎসঙ্গীসঙ্গতঃ।।

জ্ঞাতব্য- নারী নিন্দনীয় নহে কিন্তু তাহার সঙ্গাদিই মহা অনর্থকর বিচারেই পরিত্যাজ্য বিষয়। কারণ স্ত্রীসঙ্গী স্বরূপ সিদ্ধি ও কৃষ্ণপ্রসাদে বঞ্চিত। ভগবান্ শ্রীকোপিলদেবও এইরূপ বলিয়াছেন। যাহারা যোগের পরপারে যাইতে ইচ্ছুক তাহাদের পক্ষে প্রমদা সঙ্গ নিরয় দ্বার স্বরূপ। সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ প্রমদাসু জাতু যোগস্যপারং পরমারুরুক্ষুঃ। সৎসেবয়া প্রতিলব্ধাত্মলাভো বদন্তি যা নিরয়দ্বারমস্য। ভগবান্ ঋষভদেবও বলিয়াছেন যে, তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গীসঙ্গম্।

যোষিতের সঙ্গীর সঙ্গও নরকের দ্বার স্বরূপ। অন্যত্র বলেন যে, পুরুষদের মোহনই নারীদের স্বভাব। স্বভাব এষ নারীণাং নরাণামিহ দূষণম্। ভাগবতে সপ্তমে বলেন, পুরুষ ঘৃত কুম্ভস্বরূপ আর নারী আগ্নিসদৃশ। নন্বগ্নিঃ প্রমদা নাম ঘৃতকুম্ভসমঃ পুমান্। পুরাণে অন্যত্র বলেন, পুরুষদের মোহনের জন্য ব্রহ্মা নারীকে সৃষ্টি করিয়াছেন। বলিরাজ বলেন, সংসার বন্ধনের কারণভূতা স্ত্রী হইতেই বা কি পুরুষার্থ সিদ্ধ হইবে? কিং জায়য়া সংসৃতিহেতুভূতয়া। অন্যত্র বলেন,

স্ত্রিয়ো হি মূলং নিধনস্য পুংসঃ
স্ত্রিয়ো হি মূলং ব্যসনস্য পুংসঃ।
স্ত্রিয়ো হি মূলং নরকস্য পুংসঃ
স্ত্রিয়ো হি মূলং কলহস্য পুংসঃ।

অতএব শ্রেয়স্কামীর পক্ষে নারীসঙ্গ হইতে সাবধান থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। এক কথায় বলা যায় বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম নারী সঙ্গপ্রসঙ্গাদি বিনির্মুক্ত। গৃহস্থ বৈষ্ণবও যদি স্ত্রীসঙ্গী অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি তর্পণ ব্যাপারে আসক্ত হন তাহা হইলে তিনিও অবৈষ্ণবে মান্য হন।

বৈষ্ণবের গুণাবলী

শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে বলেন, যাঁহার ভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তি বর্ত্তমান্ তাঁহার দেহে উত্তম গুণসহ দেবতাগণ বিরাজ করেন। যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ। অতএব বৈষ্ণব উত্তম গুণবান্ এবং সর্ব্বদেবময়। গুরুবৈষ্ণবের সর্ব্বদেবময়ত্ব ভাগবত প্রসিদ্ধ বিষয়। আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ।। চৈতন্যচরিতামৃতে-

সর্ব্বমহাগুণগণ বৈষ্ণব শরীরে।

কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলই সঞ্চরে।। তজ্জন্য বৈষ্ণব বিষ্ণুদেবতাত্মা। সেই সকল গুণগুলি বৈষ্ণব লক্ষণ যথা ভাগবতে একাদশে--

কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুসর্ব্বদেহিনাম্।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ।।
কামৈরহতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহো মিতভূক্শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ।।
অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড্গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ।।
আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃসর্ব্বান্ মাং ভজেত সসত্তমঃ।।

অর্থাৎ বৈষ্ণব কৃপালু, দ্রোহশূন্য, সহিষ্ণু, সত্যাশ্রয়ী, অনিন্দিতাত্মা, সম, সর্ব্বোপকারক, কামে অনাকুলবুদ্ধি, জিতেন্দ্রিয়, কোমলস্বভাবী, অকিঞ্চন, নিরীহ, অল্পাহারী, শান্ত, স্থির, আমার শরণাগত, মননশীল, সাবধান, গম্ভীর, ধীর, কামাদি ষড়্গুণবিজয়ী, অমানী, মানদ, পরপ্রেবোধনে দক্ষ, মিত্রভাবাপন্ন, করুণানিষ্ঠ এবং কবি। তদুপরি আমাকর্ত্তৃক বেদরূপে কথিত সকল ধর্ম্মের দোষগুণ বিচার করতঃ আমার ভজনের প্রতিকূলজ্ঞানে তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমার ভজনকারীই সাধূত্তম। ভাগবতে অন্যত্র বলেন, আত্মভাবিত ভগবান্ যখন যাহাকে কৃপা করেন তিনি তখন লোকাচার ও বেদাচারের প্রতি পরিনিষ্ঠিত মতিকেও পরিত্যাগ করে। যদা যমনুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।

স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্।। অতএব ভগবৎকৃপাসিক্ত বৈষ্ণব লোকবেদাচারের অতীত। যেহেতু বৈষ্ণব বিষ্ণুর পূজা প্রীতিকাম। তজ্জন্য তাঁহার যে স্বভাবাচার প্রপঞ্চিত তাহাই স্বাধিকারনিষ্ঠ ভাবে গুণে পরিণত হয়। সর্ব্বত্র বিষ্ণু সম্বন্ধেই পূর্ব্বোক্ত গুণাবলী তাঁহাকে আশ্রয় করে। ভগবদ্ভক্তি সর্ব্বসদ্গুণাশ্রয়ী। অতএব ভক্তিমান্ বৈষ্ণবে সর্ব্বসদ্গুণাবেশ সুসঙ্গতই বটে। কারণ ভগবদ্ভক্তিহীনের সাদ্গুণ্য ভাগবতে নিষিদ্ধ হইয়াছে। হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণাঃ।

পূর্ব্বোক্ত গুণগুলি প্রধান। এতদ্ব্যতীত আরও গুণাবলী যাহারা প্রদান গুণের শাখা প্রশাখাসূত্রে অবস্থিত তাহারাও

বৈষ্ণবোত্তম চরিত্রে প্রকাশ পায়। অতএব বৈষ্ণব অশেষ গুণবান্। যদিও ভগবান্ ভক্তি ও ভক্তপ্রিয় তথাপি ভক্ত সম্বন্ধী গুণও তাঁহার প্রীতিভাজন হইয়া থাকে। বৈষ্ণবের গুণাবলী ভক্তিময়। যথা পৃথক্ নামা হইলেও কাণ্ডপ্রকাণ্ড শাখাদি বৃক্ষাংশ স্বরূপ বলিয়া বস্তুতঃ বৃক্ষই তথা ভক্তি হইতে জাত গুণাবলীও পৃথক্ নামা হইলেও বস্তুতঃ ভক্তিরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বরূপ। যেহেতু বৈষ্ণব কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে অখিলচেষ্টান্বিত তজ্জন্য তাঁহার যাবতীয় কার্য্যকারিতা ভক্তি ময়ই বটে। এমন কি বৈষ্ণবের সংসারকৃত্যও ভক্তিময় কৃষ্ণপ্রীতিকর। কি ত্যাগী কি গৃহী অনন্যচিত্ত বৈষ্ণবের যোগক্ষেম ভগবানই স্বয়ং বহন করিয়া থাকেন। ভগবদ্ভজনে বিস্মৃতাত্মাদের রক্ষণাবেক্ষণভারও ভগবানের সত্য তথাপি তৎকার্য্য তিনি অন্যের মাধ্যমে করিয়া থাকেন। অতএব বৈষ্ণবচেষ্টা নিশ্চিতই সুদুর্গমা। বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়। শ্রীবাস কর্ত্তৃক ভক্তিহীনা শাশুড়ীর কেশাকর্ষণ লোকনিন্দ্য হইলেও মহাপ্রভুর সম্বন্ধে তাহা ধর্ম্মময়। কারণ মহাপ্রভু গৌরসুন্দরের প্রীতিসম্বর্দ্ধনার্থেই তাঁহার এতাদৃশ আচার প্রপঞ্চিত হয়। তিনি প্রভুর অসন্তোষ কারণেই ব্যবহার ধর্ম্মের গুরুত্ব দেন নাই। বৈষ্ণব পূন্যাত্মা ধর্ম্মাত্মা। তাঁহার কৃষ্ণার্থে কৃত পাপও ধর্ম্মগুণে প্রসিদ্ধ হয়। মন্নিমিত্তং কৃতং পাপং ধর্ম্মায় এব কল্প্যতে। এমন কি অজ্ঞাতসারে পাপ আচরিত হইলেও প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হয় না ভগবানই বৈষ্ণের হৃদয় থাকিয়া তাহা নাশ করেন। ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।

অবৈষ্ণব লক্ষণ

বিষ্ণুর অভক্তই স্পষ্টতঃ অবৈষ্ণব। এই অভক্ত গণ চতুর্ব্বিধ। যথা দুষ্কৃতিশালী মূঢ়, নরাধম, মায়ামুগ্ধধী এবং অসুর। অসুরগণ সাক্ষাৎ ভগবদ্বিদ্বেষী অতএব অভক্তিমান্। বিদ্বেষ না করিলেও মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে অবজ্ঞাকারী মায়াবাদীগণ ভগবানের অভক্ত। বিদ্বেষ ও অবজ্ঞা না করিলেও পাপিষ্ঠতা হেতু ভগবানে শ্রদ্ধাহীন অভক্তও অবৈষ্ণব। বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা অথবা শ্রদ্ধার কোন প্রশ্ন নাই অথচ যাহাদের কর্ণকুহরে বিষ্ণু কৃষ্ণের নামগুণাদিও প্রবেশ করে নাই তাদৃশ নরপশুগণও অবৈষ্ণব। অতএব সারসিদ্ধান্ত এই যে, জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব হইলেও বর্ত্তমান স্বভাবে যাহাদের বৈষ্ণবতা নাই তাহারাই অবৈষ্ণব। বৈষ্ণবের সজ্জায় বা বৈষ্ণবাভিমানে বৈষ্ণববিদ্বেষীগণও অবৈষ্ণব। অপিচ বৈষ্ণববেশে ভগবন্নাম মন্ত্রলীলা মূর্ত্তি ভাগবতকথা ব্যবসায়ী অর্থাৎ তত্তদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করতঃ উদরপূরণ ও সংসার পালীগণও অবৈষ্ণব। সজনাখ্য দস্যুর ন্যায় তাহারা বৈষ্ণবাখ্য পাষণ্ডী অর্থাৎ ধর্ম্মধ্বজী। প্রকৃত বৈষ্ণব ভগবন্নাম মন্ত্র কথাজীবী হইলেও ব্যাবসায়ী নহেন। আর ভগবন্নামমন্ত্রাদি কখনই ভক্তের উদরভরণ জীবিকা হইতে পারে না। এক কথায় যাহাদের বৈষ্ণব ধর্ম্মানুষ্ঠান উদরভরণার্থে তাহারাই অবৈষ্ণব। নিজবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে অসমর্থ হইলে কলিহত পাষণ্ডীগণ ধর্ম্মকেই জীবিকা করিয়া আত্মঘাতী ও নিরয়গামী হয়। যাহারা বলেন, ঠাকুর সেবার জন্য নামকীর্ত্তন করিয়া অর্থ উপার্জ্জনে দোষ নাই তাহারাও মনোধর্ম্মী অবৈষ্ণব। শালগ্রাম দিয়া কাঠবাদাম ভাঙ্গিয়া শালগ্রামে নিবেদনে বৈষ্ণবতা অন্তর্ধান করে। তাহারা নূন্যাধিক তমোগুণী। তমোগুণে ধর্ম্মে অধর্ম্মবুদ্ধি এবং অধর্ম্মে ধর্ম্ম বুদ্ধি হইয়া থাকে। যথা গীতায় কৃষ্ণবাক্যে- - অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা। সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধি যা পার্থ তামসী।। ধর্ম্মধ্বজী হ্যবৈষ্ণবঃ ধর্ম্মজীবী তথৈব চ। ধর্ম্মহীনো ব্যাভিচারী চাবৈষ্ণবতয়োচ্যতে।। উপসংহারে বক্তব্য এই, যাহাদের স্বভাবচরিত্র আচার ব্যবহারে বৈষ্ণবতা নাই তাহারাই অবৈষ্ণব।

বৈষ্ণবের জাতি বিচার

অজ্ঞদের ধারণা বৈষ্ণব কোন জাতি বিশেষ। কেহ কেহ বৈষ্ণববংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন কিন্তু শাস্ত্র বিচারে বৈষ্ণব কোন জাতিবিশেষ নহেন বা বৈষ্ণবের বংশও স্বীকৃত হয় নাই। কারণ শৌক্রজন্ম দ্বারা বৈষ্ণবতা সিদ্ধ হয় নাই। যে কোন কুলে বা বংশে জাত যে কোন বর্ণাশ্রমে অবস্থিত ব্যক্তিবিষ্ণুদীক্ষা বিধানে বৈষ্ণব হইয়া থাকেন। শৌক্র জন্মাদের জাতি কুল বিচার আছে। শৌক্রজন্ম দ্বারা চ্যুতগোত্রত্ব এবং দৈক্ষ্যজন্ম দ্বারা অচ্যুত গোত্রত্ব সিদ্ধ হয়। অচ্যুতগোত্রীয় বৈষ্ণবত্বে জাতীয়বাদ নিরস্ত হইয়াছে। এমন কি বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধিও নিষিদ্ধ হইয়াছে। কারণ তাহা হইতে নরকপাত হইয়া থাকে। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্যস্য স নারকী। জগতে দেখা যায় যে, অনেক অবৈষ্ণবের পুত্র বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণবের পুত্র অবৈষ্ণব অসুর। অতএব বৈষ্ণবতা কোন বংশগত ব্যাপার নহে। দৈক্ষ্যজন্ম দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত, মান্ত্রিক। দীক্ষাবিধানে জীবের দেহমনপ্রাণাদির প্রাকৃতত্ব ধ্বংস হইয়া অপ্রাকৃতত্ব অর্থাৎ চিদানন্দত্ব প্রতিপন্ন হয়। যথা মহাপ্রভুর বাক্য--দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্ম সমর্পণ। সেই কালে কৃষ্ণ তাঁরে করে আত্মসম। সেই দেহ কর তার চিদানন্দময়। অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়।।

প্রভুকহে- বৈষ্ণবদেহ প্রাকৃত কভু নয়। অপ্রাকৃতদেহ

ভক্তের চিদানন্দময়।। পদ্মপুরাণে বলেন, বৈষ্ণব বর্ণবাহ্য অর্থাৎ বর্ণাতীত হইয়াই ত্রিভুবনপাবন। বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পূনাতি ভুবনত্রয়ম্। তাৎপর্য্য এই-- বৈষ্ণব যে কোন কুলে আবির্ভূত হইলেও সর্ব্বদা পদ্মপত্রবৎ কুলধর্ম্মাতীত। অপিচ যেকুলের ব্যক্তি বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন তিনিও বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রভাবে কুলধর্ম্মাতীতত্ব লাভ করেন। তবে জাতির উচ্চাবচতা দ্বারা কিন্তু বৈষ্ণবের উচ্চাবচতা নির্ণীত হয় না বা হইতেও পারে না। কারণ বৈষ্ণবতায় জাতীয়বাদ নিরস্ত। বর্ণাতীত বৈষ্ণবে শুদ্রবৈষ্ণব, বৈশ্যবৈষ্ণব, তথা ব্রাহ্মণবৈষ্ণব এবম্বিধ জাতি সামান্য দর্শনও শাস্ত্র নিষিদ্ধ ব্যাপার। ইহা অপরাধ বিশেষ। আবার বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিতের জাত্যাভিমানও মহতী অবৈষ্ণবতা। ইহা নিয়মাগ্রহ দোষবিশেষ। রজোগুণীদের এবম্বিধ অভিমান অজ্ঞতামূলকও বটে। কারণ সিতাখণ্ড আস্বাদকারীর সামান্য চিটাগুড়ে আসক্তি অরসিকতা মাত্র। তদ্রূপ ব্রাহ্মণ হইতেও শতসহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণ অভিমান অশোভনীয়। যাহার এবম্বিধ অভিমান হয় তাহার বৈষ্ণবতা বোধ নাই জানিতে হইবে। তিনি নামে মাত্র বৈষ্ণব পরন্তু স্বভাবে অবৈষ্ণব। বৈষ্ণবীয় ভূতশুদ্ধি নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শুদ্রো নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নবনস্থো যতির্বা ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাকৃত বর্ণাশ্রমীত্বাদি নিরস্ত। তদ্ব্যতীত আত্মা যখন অজ অমর তখন তাহাতে জাতীয়বাদ চলিতেই পারে না। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির ন্যায় গুরুবৈষ্ণবে নরমতিও নিষিদ্ধ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, আচার্য্যকে আমার স্বরূপ বলিয়া জানিবে। কখনও তাঁহাকে মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে অবজ্ঞা ও অসূয়া করিবে না। গুরু সর্ব্বদেবময়।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ।।

অতএব মানবাদি কুলে জাত হইলেও বৈষ্ণব মানব সামান্য নহেন। তজ্জন্য তাহাতে মানবজ্ঞান অকর্ত্তব্য। দীক্ষার প্রাক্কালেই ভগবান্ তাঁহার ভক্তিমাহাত্ম্য প্রদর্শনের জন্য যোগমায়ার দ্বারা শরণাগতের প্রাকৃত দেহ মন প্রাণাদিকে অন্তর্ধাপিত করাইয়া তাহাকে অপ্রাকৃত দেহ মনপ্রাণাদি দান করেন তাহা বাহ্যতঃ জাত দেহের ন্যায় হইলেও বস্তুতঃ অপ্রাকৃত। তজ্জন্য সেই দেহে জাতিসামান্য জ্ঞান নিশ্চিতই অপরাধময়।এককথায় বলা যায় যে, আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিতদের প্রতি অনাত্মদৈহিকজ্ঞান কখনই শোভনীয় নহে।

বৈষ্ণবসম্প্রদায়

ইহজগতে জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মাই আদি বৈষ্ণব। তিনি বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীমন্নারায়ণ হইতে মন্ত্রদীক্ষাপ্রাপ্ত হন। তৎপর নিজপুত্রগণকে তন্মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। অতএব ব্রহ্মা হইতেই প্রথম বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মা প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় ব্রাহ্মসম্প্রদায়। ব্রহ্মপুত্র চতুঃসন হইতে একটি সম্প্রদায় প্রকাশিত হয়। তাহা জগতে চতুঃসন সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। সেই সম্প্রদায়ের আদি আচার্য্য শ্রীমন্নিম্বাদিত্যস্বামীপাদ।

বর্ত্তমানে তাহা নিম্বার্কসম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মপুত্র শিব হইতে অপর একটি সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয় তাহার আদি আচার্য্য শ্রীমদ্বিষ্ণুস্বামিপাদ। সেই সম্প্রদায় বর্ত্তমানে বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায় নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। ততঃ বায়ুর অবতার শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় মাধ্বসম্প্রদায় বা তত্ত্ববাদী সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত বৈকুণ্ঠেশ্বরী শ্রীলক্ষ্মীদেবী হইতে একটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা শ্রীসম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। এই সম্প্রদায়ের প্রচারক

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যপাদ। এই সম্প্রদায় হইতে দীক্ষিত শ্রীলরামানন্দজী হইতে প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় রামানন্দী সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। অতঃপর শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়ের মন্ত্রশাখা সূত্রে একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা গৌড়ীয় সম্প্রদায় নামে বিশ্ববিখ্যাত। শ্রীগৌরসুন্দর হইতে প্রকাশিত বলিয়া এই সম্প্রদায় গৌড়ীয় নামে প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে শ্রীসম্প্রদায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, ইহাদের আরাধ্যদেবতা শ্রীমল্লক্ষ্মীনারায়ণ। শ্রীমাধবসম্প্রদায় শুদ্ধদ্বৈতবাদী, ইহাদের আরাধ্যদেবতা শ্রীমল্লক্ষ্মীনারায়ণ ও তৎসহ শ্রীগোপালদেব। শ্রীবিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায় শুদ্ধাদ্বৈতবাদী, ইহাদের উপাস্যদেবতা শ্রীরাধাকৃষ্ণ। শ্রীনিম্বার্কীসম্প্রদায় দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, ইহাদের আরাধ্যদেবতা শ্রীরাধাকৃষ্ণ। শ্রীরামানন্দীসম্প্রদায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, ইহাদের উপাস্যদেবতা শ্রীসীতারাম।

শ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায় অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসে ব্রজেন্দ্রনন্দনই ইহাদের উপাস্যদেবতা। তবে দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও কান্তাভাব অপেক্ষা সখীভাবে রাধাকৃষ্ণের উপাসনাই সমধিক প্রসিদ্ধ। রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধুবর্গেণ যা কল্পিতা। নিম্বার্কী বিষ্ণুস্বামী তথা গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে রাধা কৃষ্ণের উপাসনা প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায় অপেক্ষা নিম্বার্কী সম্প্রদায়ে, তদপেক্ষা গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে রাধাকৃষ্ণের উপাসনা সমৃদ্ধিমতী। বস্তুতঃ গৌড়ীয় সম্প্রদায়েই সখীমঞ্জরীভাবে রাধাকৃষ্ণের উপাসনা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত।

বৈষ্ণবেরশ্রেণীভেদ

বৈষ্ণবতার বিকাশের তারতম্যানুসারে কনিষ্ঠ মধ্যম ওউত্তমভেদে বৈষ্ণবত্রিবিধ।ভাগবতেবলেন,যিনিশ্রীহরির অর্চ্চামূর্ত্তিকে শ্রদ্ধা সহতাকারে পূজা করেন কিন্তু হরিভক্ত ও অন্যান্যদের যথাযোগ্যসম্মানাদি করেন না তিনি প্রাকৃত বৈষ্ণব বা কনিষ্ঠ বৈষ্ণব। কনিষ্ঠ বৈষ্ণব কো মলশ্রদ্ধ্য এবং অতত্ত্বজ্ঞ।অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং য শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তিঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ।

আরাধ্যঈশ্বরে প্রেম, তদ্ভক্তে মৈত্রী,বালিশে কৃপা ওবং বিষ্ণুবৈষ্ণবদ্বেষীজনে উপেক্ষা কারীই মধ্যম বৈষ্ণব। ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।প্রেমমৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ।।

অতঃপর যিনি সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাব এবং পরমাত্মা ভগবানে সর্ব্বভূত দর্শন করেনতিনি উত্তম বৈষ্ণব। সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতো ত্তমঃ।।

এতদ্ব্যতীত উত্তম বৈষ্ণবের আরও মহত্ব আছে।যথা- যিনি ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়গ্রহণ করিয়াও রাগদ্বেষ রহিত,বিশ্বকে বিষ্ণুর মায়াময় জানেন তিনি উত্তম ভাগবত।

২। যিনি হরিস্মৃতি প্রভাবে দেহ ইন্দ্রিয়প্রাণমন বুদ্ধিজাত জন্ম মৃত্যু ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয়াদি কষ্টকর সংসার ধর্ম্মে অমুহ্যমান্ থাকেন তিনি উত্তম বৈষ্ণব।

৩।যাঁহার চিত্তে কাম্যকর্ম্মবাসনাবীজ নাইঅ এবং বাসুদেবই যাঁহার একমাত্র আশ্রয় তিনি উত্তম ভাগবত।

৪।উত্তম জন্মকর্ম্ম বর্ণাশ্রমজাত্যাদি দ্বারা যাঁহার চিত্তে অহং ভাব জাত হয় না তিনি উত্তম ভাগবত।

৫। যিনি বিষয়ে ও আত্মায় আত্ম পর ভাবনা করেন না সকল প্রাণীতে সমভাবযুক্ত তিনি উত্তম ভাগবত।

৬।ত্রৈলোক্য রাজ্য লাভের জন্য যাঁহার চিত্ত চঞ্চল হয় না,হরি পরায়ণ ব্রহ্মরুদ্রসুরাসুরগণের অন্বেষণ যোগ্য ভগবৎপাদপদ্ম হইতে অতি সূক্ষ্ম লব নিমিষার্দ্ধকালও মন ভ্রষ্ট হয় না তিনি উত্তম ভাগবত।

৭।ক্ষণকালের জন্যও হরি যাঁহার হৃদয় ত্যাগ করেন না বরং যাঁহার প্রণয় রজ্জু দ্বারা ভগবানের পাদপদ্ম বদ্ধ অর্থাৎ যাঁহার প্রণয় রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া হরি তাহার হৃদয়ে সর্ব্বদা অবস্থান করতঃ প্রেমসেবা সুখ ভোগ করেন তিনি উত্তম ভাগবত।

অধিকারী নির্ণয়ে শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে বলেন,যিনি শাস্ত্র ওবং যুক্তিতে সুনিপুণ সুনিশ্চয়াত্মা হরিতে প্রৌঢ়শ্রদ্ধ্য তিনি ভক্তিতে উত্তমাধিকারী।

শাস্ত্রযুক্তৌ চ সুনিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ়শ্রদ্ধ্যোঽধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ।।

চৈতন্যচরিতে -- শাস্ত্রযুক্তে সুনিপুণ,দৃঢ়ঞ শ্রদ্ধা যাঁর। উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার।।

যিনি শাস্ত্র,তদনুকূল যুক্তিতে অনিপুণ কিন্তু দৃঢ়ঞ শ্রদ্ধাবান্ তিনি মধ্যমাধিকারী. শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ।।

শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দঢ়, শ্রদ্ধাবান্। মধ্যামাধিকারী সেই মহাভাগ্যবান্।।

যিনি কোমলশ্রদ্ধ তিনি কনিষ্ঠাধিকারী। যো ভবেৎ কোমলশ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো নিগদ্যতে।।

যাঁহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠজন।।
কলিযুগ ধর্ম্ম হয় নাম সঙ্কীর্ত্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু কলিযুগাচার্য্য তিনি যুগধর্ম্ম নাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই বৈষ্ণবের তারতম্য নির্ণয় করিয়াছেন। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে-প্রভু কহে যাঁর নমুখে শুনি একবার। কৃষ্ণনাম সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার।

কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে।।
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাহাকে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান।।

তাৎপর্য্য এই একবার শুদ্ধ কৃষ্ণ নাম উচ্চারণকারী কনিষ্ঠ বৈষ্ণব, নিরন্তর কৃষ্ণ নামাশ্রয়ী মধ্যম বৈষ্ণব এবং কৃষ্ণসাক্ষাৎকারী ও যাঁহার দর্শনে অন্যের মুখে কৃষ্ণনামের উদয় হয় তিনি উত্তম বৈষ্ণব। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেন, যাঁহার যত নামে রুচি তিনি তত বৈষ্ণব অর্থাৎ যুগধর্ম্মে যিনি যত অনুপ্রাণীত তিনি তত বৈষ্ণব ইহাই মহাপ্রভুর অভিপ্রায়।

বৈষ্ণবসম্মানপ্রণালী

পূর্ব্বোক্ত মহাপ্রভুর উপদেশ হইতে আমরা জানিতে পারি যে,একবার কৃ-ষ্ণনামকারী কনিষ্ঠ বৈষ্ণব আদরণীয়,নিরন্তর কৃষ্ণনামকারী সেবনীয় এবং কৃষ্ণনামোদ্দীপনকারী উত্তম বৈষ্ণবই সর্ব্বতোভাবে সেবনীয়।

এতৎসম্বন্ধে শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ উইপদেশামৃতে বলেন, অদীক্ষিত অথচ কৃষ্ণনামকারী মন দ্বারা আদরণীয়, দীক্ষাপূর্ব্বক কৃষ্ণভজন তৎপর নতিসেব্য এবং

ভজনবিজ্ঞ, অনন্যকৃষ্ণচিত্ত, অন্য নিন্দাদিশূন্যচিত্তই ইপ্সিত সঙ্গজ্ঞানে পরিচর্য্যাযোগ্য।

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা।।

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর ইহার অনুবাদে বলেন, কনিষ্ঠে আদর
মধ্যমে প্রণতি উত্তমে শুশ্রূষা জানি।

তাৎপর্য্যএই--নিজ অপেক্ষা কনিষ্ঠবৈষ্ণব আদরণীয়ও কৃপণীয়,সম পর্য্যায়ী বৈষ্ণব মৈত্র ওপ্রণতি সেব্য এবং নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব স্বাভীষ্ট সঙ্গজ্ঞানে সেবনীয়। ইহা মধ্যম বৈষ্ণবের কৃত্য।

কনিষ্ঠ পক্ষে - কনিষ্ঠ বৈষ্ণব মৈত্র সেব্য এবং মধ্য ও উত্তম বৈষ্ণব ঈপ্সিত সঙ্গজ্ঞানে গুরুবুদ্ধিতে সেব্য।

উত্তম পক্ষে--মধ্যম ও কনিষ্ঠ বৈষ্ণব আদরণীয় এবং উত্তম বৈষ্ণবে মৈত্র কর্ত্তব্য আর সাধারণ পক্ষে ত্রিবিধ বৈষ্ণবই প্রণম্য ও সেব্য।

বৈষ্ণবের জন্মমৃত্যু বিচার

আদৌ জ্ঞাতব্য কে বৈষ্ণব? এই পাঞ্চভৌতিক দেহটি কি বৈষ্ণব বা মনোবুদ্ধি অহঙ্কারাত্মক লিঙ্গদেহ কি বৈষ্ণব? গীতায় ভগবান্ কৃষ্ণ বলেন, পঞ্চভূত তথা মনো বুদ্ধি অহঙ্কার এই অষ্টবিধা অপরা প্রকৃতি। এতদ্ব্যতীত আর একটি জীবাখ্য পরাপ্রকৃতি আছে যাহার দ্বারা এই জগৎ ভোগার্থে ধৃত হয়। ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃখং মনোবুদ্ধিরেব চ।অহঙ্কার ।অপরেয়মিতস্ত্বন্যং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।

জীবভূতাং মহাবাহু যয়েদং ধার্যতে জগৎ।।

এতদ্দ্বারা জানা যায় যে, পাঞ্চভৌতিক স্থুলদেহ এবং মনোবুদ্ধি অহ্ঙকারাত্মক লিঙ্গ দেহ বৈষ্ণব নহে কিন্তু যিনি এই উভয় বিধ প্রাকৃতদেহকে প্রাকৃতবিষয় ভোগার্থে ধারণ করেন তিনিই বিষ্ণুর অংশ ওদাসাক্য বৈষ্ণব। চিৎকণ তটস্থ শক্তি মায়িকগুণরাগে রঞ্জিত হইয়া জীব সংজ্ঞা পায়।স্থুললঙ্গাবরণই মায়িক গুণরাগময়। এই চিৎকণ জীবাত্মা অজ , নিত্য, সত্য, সনাতন ও অবিনাশী। অজো নিত্যঃ সনাতনোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।

ইহা জন্মহীন নিত্য সত্য সনাতনএবং অবিনাশী। দেহ কিন্তু বিনাশী। দেহ বিনষ্ট হইলেও কখনও সে নষ্ট হয় না।

অতএব স্বরূপতঃ বৈষ্ণবের জন্ম মৃত্যু নাই সিদ্ধ ওসাধক ভেদে বৈষ্ণব দ্বিবিধ।নিত্য সিদ্ধ, সাধন সিদ্ধ ও কৃপাসিদ্ধ ভেদে সিদ্ধ ত্রিবিধ। তন্মধ্যে নিতযসিদ্ধ বৈষ্ণবগণ নিত্যধামে ভগবৎসেবাপরায়ণ। এই জগতে কখনও পার্ষদরূপে ঈশইচ্ছায় অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এই সকল পার্ষদবৈষ্ণবদের জন্ম মৃত্যু নাই।ইহাদের জন্ম মৃত্যু ভগবনের ন্যায় মায়াময়। অতএব বৈষ্ণবের জন্ম মৃত্যু নাই। সঙ্গে আইসেন সঙ্গে যায়েন তথায়।। পার্ষদদের দেহ অপ্রাকৃত,কখনই প্রাকৃত নহে।কেহ বলেন, ভক্ত ও ভগবান্

অপ্রাকৃত বটে কিন্তু ভৌমলীলায় তাঁহারা ্পরাকৃত দেহ ধারণ করতঃ লীলা করেন এবং লীলান্তে দেহত্যাগ করতঃ নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তধারণা। ভগবান্ও তাঁহার পার্ষদগণ কখনই প্রাকৃত দেহধারম করেন না কিন্তু নরলীলায় তাঁহারা নর সাম্যে যোগমায়াকে আশ্রয় করতঃ আবির্ভূত হয়েন।সাধারণ নরের ন্যায় তাঁহাদের শৌক্রজন্ম নাই।তাঁহারা অপ্রাকৃত গেহেই প্রাকৃত বৎ জন্মাদি লীলা করিয়া থাকেন।প্রভু সনাতনের প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি

পারম্দদেহ এই না হয় দুর্গন্ধ।প্রখমদিনে পাইলু চতুঃসম গন্ধ।।

অতঃপর দীক্ষা বিধানে যাঁহাদের বৈষ্ণবতা প্রতিপন্ন হয় তাদৃশ বৈ,্ণবদের দেহযোগ ও ত্যাগ শাস্ত্র সঙ্গত ব্যাপার। তাঁহাদের দেহ প্রাকৃত হইলেও দীক্ষা বিধানে চিদানন্দত্ব প্রাপ্ত হয়।অতঃপর তাঁহারা বস্থুসিদ্ধিতে দেহত্যাগান্তে নিত্যদেহে নিত্যদামে নিত্যপ্রভুর নিত্যসেবানন্দ লাভ করেন।

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।

জীবাত্মার জন্মমৃত্যুসম্বন্ধে ভগবান্ কপিলদেব বলেন, স্থুল ও লিঙ্গদেহের নিরোধ অর্থাৎ কার্য্যের অযোগ্যতাই মৃত্যু নামে কথিত হয় এবং এই উভয়ের প্রকটাবস্থাই জীবের জন্ম পরন্তু দেহী আত্মার জন্মমৃত্যু নাই।

জীবো হ্যস্যানুগো দেহো ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ঃ।
তন্নিরোধোঽস্য মরণমাবির্ভাবস্তু সম্ভবঃ।।

প্রসঙ্গতঃ বক্তব্য এই--বৈষ্ণবীদীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াও যে সকল বৈষ্ণব একজন্মে বস্তু সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না তাঁহাদের জন্মান্তর হইলেও তাহা কিন্তু কর্ম্মফলভোগী জীবের ন্যায় নহে।ভগবদ্বিধানে তাঁহাদের জন্মকর্ম্মাদি ঘটিয়া থাকে।যথা মহারাজ ভরত হরিণজন্মে ভগবচ্চিন্তাযোগে মহানদীতে হরিণদেহ ত্যাগ করতঃ ভগবদ্ধামে না গিয়া পুনশ্চব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিলেন কো ন? তদুত্তরে বক্তব্য-

- ভরত মহারাজের জড়ভরত জন্ম কিন্তু কর্ম্মসিদ্ধ হরিণজন্মের ন্যায় নহে কিন্তু জগতে অবধূতচর্য্যা শিক্ষণার্থেই ভগবৎ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। কেহ বলেন, ভরতমহারাজের স্নেহাস্পদ শিষ্যোপম হরিণটি জন্মান্তরে রহুগণ রাজা হইয়াছিলেন। নিজে মুক্ত হইয়াও স্নেহাস্পদ রহুগণকে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন। ইহা নাতিপ্রসিদ্ধ বিচার। কারণ মুক্তগণ সর্ব্বতোভাবে ভগবৎপরায়ণ, স্বেচ্ছাচারমুক্ত। হরিণশিশুর উদ্ধারের দায়িত্ব তো ভরতের নহে তবে ভগবান্ যদি তাহাকে তদুদ্ধারার্থে

প্রেরণ করেন তাহা শোভন সিদ্ধান্ত। যেমন বৃহদ্ভাগবতামৃতে শ্রীমতী রাধিকা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া গোপকুমার জনশর্ম্মা নামক বিপ্রকে তত্ত্ব উপদেশ করতঃ মুক্ত ও গোলোকে আনয়ন করেন। কথিত আছে, শ্রীগৌরসুন্দরের আজ্ঞায় শ্রীবংশীবদন পুনশ্চ পুত্রের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করতঃ রামাই নামে প্রসিদ্ধ হন এবং **রসরাজোপাসনা** গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

বৈষ্ণবের কৃত্য

স্ববৃত্তি দ্বারা যাবদর্থানুবর্ত্তী হইয়া জীবন যাপন করতঃ বিষ্ণু ভজনই বৈষ্ণবের কৃত্য। বৈষ্ণবগণ নিজ নিজ রুচি অনুসারে নবধা ভক্তি র যেকো ন অঙ্গ বা সর্ব্বাঙ্গ যাজন করিতে পারেন। এবং তাহাতো ই সিদ্ধি অর্থাৎ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেম লক্ষভ্য হয়। যথা মহাপ্রভুর বাক্যে --ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহা শক্তি।।

তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সঙ্কীর্ত্তন। তথা এক অঙ্গ সাধে কেহ, সাধে পৃবহু অঙ্গ। নিষ্ঠা হইতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ।। তথাপি কলিযুগপাবন পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু অন্যাঙ্গ পরিত্যাগ করতঃ নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে উপদেশ করেন।কারণ নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।সর্ব্বশাস্ত্রসার নাম এই শাস্ত্রমর্ম্ম।।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।
হরে কৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।। প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র। ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ। ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার। সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর।।অতএব হরিনামই কলিযুগবাসী বৈষ্ণবদের সমাশ্রয়ণীয়। অন্যত্র পুরাণে বলেন, কৃতে যদ্ধ্যায়তে বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতোমখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি কীর্ত্তনাৎ।।

অন্যত্র-- ধ্যায়ন্কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াংদ্বাপরেঅর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্।।

সত্যে বিষ্ণুর ধ্যানে,ত্রেতায় যজ্ঞে,দ্বাপরে অর্চ্চনে যাহ লভ্য হয়কলিতে কেশব কীর্ত্তন হইতে তাহা লভ্য হয়। অতএব হরিকীর্ত্তন কলিযুগ ধর্ম্ম বলিয়া তাহাই বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্য।

গৃহী ওত্যাগী ভেদে বৈষ্ণব দ্বিবিধ। এই উবয়বিধ বৈষ্ণবের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ.তত্রাদৌ গৃহীর প্রতি-- প্রভু কহে কৃষ্ণসেবা,বৈষ্ণব সেবন। নিরন্তর কর তুমি নাম সঙ্কীর্ত্তন।।

অতঃ ত্যাগীর প্রতি--বৈরাগী করিবে সদা নাম সঙ্কীর্ত্তন।মাগিয়া খাইয়া করে জীবনযাপন।।অন্যত্র--অযাচিত বৃত্তি কিম্বা শাক ফল খাবে।।

অন্যত্র গৃহত্যাগী শ্রীরঘুনাথদাসের প্রতি--গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে গ্রাম্যকথা না কহিবে। ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।। অমানী মানদ হইয়া সদা নাম লবে। ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে।।

অন্যত্র--সদা নামলবে, যথা লাভেত সন্তো ষ। এইমত আচার করে ভক্তি ধর্ম্মপোষ।।উপরি উক্ত মহাপ্রভুর উপদেশ হইতে জানা যায়,ধর্ম্মপথে অর্থ উপার্জ্জন করতঃ জীবন যাপন তথা যথাসাধ্য কৃষ্ণসেবা,বৈষ্ণবসেবা এবং নিরন্তর নামসঙ্কীর্ত্তনই গৃহী বৈষ্ণবদের কৃত্য।আর ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবনযাপন,ভোগবিলাস ত্যাগ,মানসে রাধাকৃষ্ণসেবা এবং নিরন্তর নাম সঙ্কীর্ত্তনই ত্যাগী বৈষ্ণবের কৃত্য।

এতদ্ব্যতীত গৃহী বৈষ্ণবের ধশকর্ম্মাদি স্মার্ত্ত্যাচার তথা ত্যাগী বৈষ্ণবের বেশাচারাদি সকলই শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ কৃত শ্রীসৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা আনুসারেই কর্ত্তব্য।

বৈষ্ণবের আশ্রমাচার

বৈষ্ণবের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট আশ্রম শাস্ত্রে বিহিত হয় নাই। বৈষ্ণব হরিভজনের অনুকুলে যে কোন আশ্রমে তদভিমান শূন্য হইয়া পদ্মপত্রবৎ অবস্থান করিতে পারেন। সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ ভেদে বৈষ্ণব দ্বিবিধ। তন্মধ্যে গৃহীগণ সাপেক্ষ আর ত্যাগীগণ প্রায়ই নিরপেক্ষ। নিরপেক্ষগণ আশ্রমাতীত হইয়া বিচরণ করিবেন। যথা ভাগবতে

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ।
সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ।

ইহাতে অনুধ্বনি হয় যে, আমার ভক্ত হইলেও যাহারা জ্ঞাননিষ্ঠ বিরক্ত এবং নিরপেক্ষ নহেন তাহারা নিজ নিজ আশ্রমাচার ত্যাগে অনধিকারী। তাহারা তত্ত্বতঃ সাপেক্ষ।

সাপেক্ষগণ বাহ্য লোকাচার ও বেদাচার যুক্ত। তন্মধ্যে সাপেক্ষ গৃহস্থ্য বৈষ্ণবগণ যথাসাধ্য যথাশাস্ত্র বৈষ্ণবতন্ত্র বিধানে ধর্ম্মকর্ম্মাদি করেন। তাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ গৃহস্থভক্তদের আদর্শ অনুসরণ করিয়া থাকেন। যাহারা অজ্ঞতামূলে গৃহে থাকিয়াও বৈরাগ্যবেশাদি আশ্রয় করেন তাহারা বাতুলে গণ্য। এইরূপ আচারকারী শ্রীল রঘুনাথদাসকে মহাপ্রভু শাসন করিয়াছেন। যথা-- স্থির হৈয়া ঘরে যাও না হও বাতুল। ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু কুল।। মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া। যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া।। অতঃপর সাপেক্ষ বিরক্তগণ শ্রীলমাধবপুরীর অনুসরণে সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসাদি বেশাচারযুক্ত। শুক্লবাসা ভবেন্নিত্যং রক্তঞ্চৈব বিবর্জ্জয়েৎ।এই অনুশাসন অনুসারে সন্ন্যাসী ব্যতীত অন্য আশ্রমীদের রক্তবস্ত্রঅর্থাৎ রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান নিষিদ্ধ। কেহ বা প্রভু সনাতন গোস্বামীর বেশাচার অনুসরণ করতঃ শুক্লবস্ত্রের ডোর কৌপিনাদি ব্যবহার করেন। তাহাও নিরপেক্ষ সন্ন্যাসীবেশ বিশেষ। যেহেতু ত্যাগঃ সন্ন্যাস উচ্যতে। ত্যাগই সন্ন্যাস লক্ষণময়।পরন্তু শ্রীসনাতন গোস্বামীর বেশাচার কোন নির্দ্দিষ্ট সাম্প্রদায়িক পরম্পরা প্রাপ্ত না হইলেও তাহা ভাগবত অনুশাসনময় বলিয়া নিতান্ত নিরপেক্ষ আচারও নহে। প্রকৃতপক্ষে আশ্রমাতীত আচার দেখাইয়াছেন শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুপাদ। তাহাই পরম নিরপেক্ষতার আদর্শস্থানীয়। তবে সাপেক্ষ বিরক্তদের পক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীসনাতনগোস্বামীর আদর্শই অনুসরণীয়।

বৈষ্ণবের গুরুত্ব

ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাং সূত্রে ব্রাহ্মণ চতুর্বর্ণের গুরু। আর বৈষ্ণবো জগতাং গুরুঃসূত্রে বৈষ্ণব জগদ্‌গুরু। ব্রাহ্মণত্ব অপেক্ষাবৈষ্ণবত্বের শ্রেষ্ঠত্ব নিবন্ধন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈষ্ণবের গুরুত্ব শ্রেষ্ঠ। পরমার্থ বিচারে বৈষ্ণবই গুরুযোগ্য। কারণ বৈষ্ণব পরমার্থিক। বৈষ্ণব কুলপাবন, আত্মপাবন, জগৎপাবন কিন্তু বহির্ম্মুখ অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ নিজেকে ও পবিত্র করিতে পারে পারে না,কুলের কথা কি বলিব।তাহার শিষ্য পাবনে গুরুত্ব থাকিতেই পারে না।শাস্ত্রে যে ব্রাহ্মণের গুরুত্ব দেখা যায় তাহা কেবল বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ পক্ষেই জানিতে হইবে। কারণ অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ যখন অদৃশ্য অসম্ভাষ্য তখন তাহার গুরুযোগ্যতা কোথায়? শ্বপাকমিব নেক্ষেত বিপ্রমবৈষ্ণবম্।ভাগবতবিধানে শব্দব্রহ্মে নিপুণ,পরব্রহ্মের অপরোক্ষানুভূতিশীল,উপশমাত্মাই গুরু। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন,যথার্থ কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই গুরু।এইগুরুত্বে জাতিকুলাদির বিচার ওঅপেক্ষা নাই।অতএববিপ্রই হউন বান্যাসীই হউন অথবা শুদ্রকুলোদ্ভূতই হউন যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা তিনিই গুরুযোগ্য। কিবা বিপ্র কিবান্যাসী শুদ্র কেনে নয়।যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।।

শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত তাঁহার প্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থে বলেন,কিবা বর্ণী কিবাশ্রমী কিবা বর্ণাশ্রমহীন।

কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই আচার্য্য প্রবীণ।।বিচার করুণ-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু উত্তম ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত ওসন্ন্যাসী হইয়াও প্রকৃত কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাজ্ঞানে করণশুদ্রকুলোদ্ভূত শ্রীরামানন্দ রায়কে উপদেষ্টৃপদে বরণ করতঃ সাধ্যসাধন তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছিলেন। আরও যবনকুলোদ্ভূত শ্রীল নামাচার্য্য হরিদাসের মুখে নামতত্ত্ব শ্রবণ করেন। পরন্তুঅযোগ্যজ্ঞানে অভিমানীব্রহ্মণ পণ্ডিত শ্রীবল্লভাচার্য্যেকর কৃষ্ণনাম মাহাত্ম্য শ্রবণে আপত্তি করেন। অর্থাৎ তাহার গুরুত্ব দেন নাই।অতএব বৈষ্ণবই গুরুযোগ্য। শ্রীধরস্বামীর নিন্দুক ভট্টে বৈ,ণবতার অবাব হেতু মহাপ্রভু তচাহাকে গুরুত্ব দেন নাই। দ্বিতীয়তঃ অবৈষ্ণবমুখে পূত হরিকথা শ্রবণ নিষিদ্ধ বলিয়া অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণাদির গুরুত্ব নাই। অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্। শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ। অতএব বৈষ্ণবই গুরুযোগ্য। ত্রিবিধ বৈষ্ণবমধ্যে কনিষ্ঠ বৈষ্ণব কিন্তু গুরুত্বে অযোগ্য। মধ্যম ও উত্তম বৈষ্ণবই গুরুযোগ্য। প্রসঙ্গতঃ বক্তব্য-- জগতে বর্ণাভিমানীগণ নীচজাতিজ্ঞানে মহান্ত বৈষ্ণব গুরুকে অবজ্ঞা করিয়া অধঃপতিত এবনং প্রকৃতগুরুত্বহীন অসৎকুলীনকে গুরুপদে বরণ করিয়া বঞ্চিত হয়। শ্রীল জগদানন্দ প্রভুও বলিয়াছেন,আসল কথা ছেড়ে ভাই বর্ণে যে করে আদর। অসদ্‌গুরু করি তার বিনষ্ট পূর্ব্বাপর।।

আরও জ্ঞাতব্য- শাস্ত্রে কো থাও বৈষ্ণবকে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। যেরূপ মহাভাগবতবর অবধূত ভরতকে শ্রীল শুকদেব ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণ উবাচ ইতি।

বৈষ্ণবের সংসার

বৈষ্ণব প্রাজ্ঞ্য অর্থাৎ প্রেমভক্তিজ্ঞানবান্। আর সংসার অজ্ঞান জাত। সংসারোঽজ্ঞানসম্ভবঃ। অতএব বৈষ্ণবের সংসারই থাকিতে পারে না। শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ বলেন, তত্ত্বজ্ঞান হইলে আর সংসার থাকে না। তত্ত্বে জ্ঞাতে ক্ব সংসারঃ।

তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি প্রেমরূপ। নাম সঙ্কীর্ত্তন সব আনন্দ স্বরূপ।।

১। বৈষ্ণব সত্যসার। সারাৎসার বিবেকী, সারগ্রাহী আর সংসার সারহীন। এসংসার সারহীন ইথে মজে অর্ব্বাচীন। অতএব সারাৎসার বিবেকী বৈষ্ণবরের সংসার নাই।

৩। বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণপ্রেম সেবারসিক। সেই সেবানন্দে পূর্ণমনোরথ হইয়া তাঁহারা চতুর্ব্বর্গকে তৃণতুল্য তুচ্ছজ্ঞান করেন অর্থাৎ তাঁহারা চতুর্ব্বর্গে বিতৃষ্ণ। কো ন্বীশ তে পাদসরোজভাজাং সুদুর্ল্লভোঽর্থেষু চতুর্ষ্বপীহ। তথাপি নাহং প্রবৃণোমি ভুমন্ ভবৎপদাম্ভোজনিষেবনোৎসুকঃ।। প্রেম বিক্লব উদ্ধব বলিলেন, হে ঈশ! আপনার পাদপদ্মসেবীদের পক্ষে চতুর্ব্বর্গের কোনটিই দুর্ল্লভ নহে। তথাপি হে ভুমন্! আপনার পাদপদ্ম নিষেবনোৎসুক আমি তাহাদের কোনটিই প্রার্থনা করি না। অতএব পঞ্চমপুরুষার্থ সেবী বৈষ্ণবের পক্ষে ত্রিবর্গান্তর্গত দাবানলোপম অবিদ্যাকল্পিত সংসার সেব্য নহে অর্থাৎ বৈষ্ণবতায় প্রাকৃত সংসার নাই। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ অতএব মায়ামুগ্ধ নারী পুরুষের ভোগস্থানই অবিদ্যাকল্পিত সংসার। এখানে কৃষ্ণোন্মুখ বৈষ্ণবের প্রবেশের প্রশ্নই থাকিতে পারে না। অগ্নি বিষয়ে অনভিজ্ঞ পতঙ্গই অগ্নি প্রবেশে নাশ যায় কিন্তু কোন বিবেকী ব্যক্তি তাহার সান্নিদ্ধেও যায় না তদ্রূপ সংসার বিষয়ে অনভিজ্ঞ ভোগীজীবই সংসারে প্রবেশ করতঃ নানা তাপে তাপিত হয় কিন্তু সংসারাভিজ্ঞ বৈষ্ণব সংসারে প্রবেশ করেন না বা সংসারীদেরও সঙ্গ করেন না। মুক্ত ও বদ্ধ ভেদে জীব দ্বিবিধ। মুক্তজীবের সংসার পরমার্থভুত অতএব বিলক্ষণ কিন্তু বদ্ধজীবের সংসার অনর্থভুত অতএব বিলক্ষণ দোষাকর স্বরূপ। কৃষ্ণপ্রেমিক পার্ষদ বৈষ্ণবগণ লীলাপরিকর। লীলাক্রমেই তাঁহাদের সংসারাদি প্রপঞ্চিত হয়। দেখুন, শ্রীরামভক্ত নৈষ্টিক ব্রহ্মচারী শ্রীহনুমান্ গৌরলীলায় মুরারিগুপ্ত রূপে গার্হস্থ্যলীলা পরায়ণ। তথা নৈষ্টিক শ্রীনারদমুনি গৌরলীলায় শ্রীবাস পণ্ডিতরূপে গার্হস্থ্য লীলা পরায়ণ। শ্রীশিবানন্দসেনাদি গৌরপার্ষদগণের সংসারও সর্ব্বথা পরমার্থময়। ঐসকল পার্ষদদের স্ত্রীসঙ্গ বিষয়ব্যবহারাদি সকলই অপ্রাকৃত।

ইহ সংসারে বদ্ধ, সাধক ও মুক্ত ভেদে ত্রিবিধ জীব বাস করে। বদ্ধজীব ভোগপর, ধর্ম্মজ্ঞানহীন, পরমার্থ বর্জ্জিত হইয়া সংসারে নিমজ্জমান।সাধকগণ বদ্ধ হইলেও সৎসঙ্গফলে লব্ধবিবেক, জাতশ্রদ্ধভাবে হরিভজন পরায়ণ। ইহাদের মধ্যে যাহারা আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া মায়াময় সংসারধর্ম্মে উদাসীন অর্থাৎ সহজ বিরক্ত তাহারা ত্যাগী বৈষ্ণব আর যাহারা ভগবৎকথায়া জাতশ্রদ্ধ, সকল কর্ম্মে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত,দুঃখাত্মককামের পরিণাম ভয়াবহ জানিয়াও তাহা পরিত্যাগে অসমর্থনিবন্ধন সংসারে প্রবিষ্ট তাহারা সমকাম বৈষ্ণব। যাহারা সংসারের চিরাচরিত প্রথানুসারে সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছে,পরে সাধুসঙ্গক্রমে কর্ত্তব্যাদি অবগত হইয়া যুক্তবৈরাগ্য আবলম্বনে সংসারে অনাসক্ত ভাবে বর্ত্তমান তাহারা নিবর্ব্বেদী বৈষ্ণব।আর যাহারাভগবদিচ্ছাক্রমে সংসারধর্ম্মাতীত হইয়াও পদ্মপত্রবৎ অলিপ্তভাবে সংসারে বর্ত্তমান,তাদৃশ ভগলবৎপ্রেমিকগণ মুক্তবৈষ্ণব। তাহারা বিষয়ে র মধ্যে থাকিয়াও নির্ব্বিষয়ী। তাহাদের জন্মকর্ম্মাদি সকলই ভগবানের ন্যায় দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত। সেখানে যেভাবেই অবস্থান করুক না কেন প্রকৃত বৈষ্ণব সংসার রসিক নহেন। এবং সংসার রসিকও বৈষ্ণব নহেন। কারণ কৃষ্ণরতি প্রাপ্তের সংরার থাকে না কৃষ্ণের চরমএ যদি হয় আনুরাগ। তবে কৃষ্ণ বিনা অন্যত্র নাহি রহে রাগ।। কোন জাতরতি বৈষ্ণব বলিতেছেন, যদবধি নবনব রসধাম স্বরূপ কৃষ্ণপাদপদ্মে আমার রতি জাগিয়াছে তদবধি পূর্ব্বকৃত স্ত্রীসঙ্গাদির স্মরণেও প্রভুত মুখবিকার ও নিষ্ঠীবন হইতেছে।

প্রসঙ্গতঃ বক্তব্য- যাহারা স্ত্রীসঙ্গী অথচ মঞ্জরী ভাবে রাগভজন দেখায় তাহারা অলিকবৈষ্ণবই বটে। তাহারা প্রকৃত জাতরতি নহে। অতএব রাগ ভজনে নিতান্ত অনধিকারী। যাহার কৃষ্ণে রতি বা রাগ উদিত হইয়াছে তাহার স্ত্রীসঙ্গ থাকিতেই পারে না। কৃষ্ণে জাতরতি ক্রমে যৌবনকালেই ভরতমহারাজ মনোজ্ঞযুবতী স্ত্রীকে ত্যাগ করতঃ বনে প্রস্থান করেন। শ্রীগৌরসুন্দরও ভক্তলীলায় কৃষ্ণে জাতরতি হইয়া যৌবনে মনোজ্ঞপত্নীকে ত্যাগ করতঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। অতএব প্রকৃত বৈষ্ণব সংসারধর্ম্ম বিনির্ম্মুক্ত।

বৈষ্ণবের বৈশিষ্ট

বর্ণীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ,আশ্রমীদের মধ্যে যতিশ্রেষ্ঠ আর সর্ব্ববর্ণাশ্রমে বৈষ্ণবই শ্রেষ্ঠ।সর্ব্ববর্ণেষু বৈষ্ণবঃশ্রেষ্ঠ উচ্যতে।

ব্রাহ্মণাদি প্রাকৃত চ্যুতগোত্রীয় আব বৈষ্ণব অচ্যুত গোত্রীয়।ব্রাহ্মণত্ব প্রাকৃত গৌণিক আর বৈষ্ণবত্ব অপ্রাকৃত স্বরূপী।ব্রাহ্মণ দ্বাদশগুণযুক্ত আর বৈ,্ণব ষড়বিংশতি গুণবান্।ভগবান্ ব্রাহ্মণপ্রিয় আর ভগবান্ ভক্ত বৈষ্ণবপ্রিয় ও তৎপ্রেমবশ বৈষ্ণবপ্রাণ।ব্রাহ্মণ ভগবানে অসমর্পিতাত্মা আর বৈষ্ণব ভগবদর্পিতকায়মনো বচনার্থপ্রাণধামা। ব্রহ্মণ

ভৌমগতি আর বৈষ্ণব বৈকুণ্ঠগতি।ব্রাহ্মণ প্রাকৃতদেহো আর বৈষ্ণব অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দদেহো।ব্রাহ্মণের গুরুত্ব ব্যাবহারিক আরবৈষ্ণবের গুরুত্ব পারমার্থিক।ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্মবান্ আরবৈষ্ণব পরম ধর্ম্মধাম। ব্রাহ্মণ মর্ত্ত্য,আর বৈষ্ণব অমর্ত্ত্য। ব্রাহ্মণ অনুদিতস্বরূপ আর বৈষ্ণব সমুদিতস্বরূপ স্বরূপাবস্থিত। ব্রাহ্মণ নূন্যাধিক কর্ম্মী জ্ঞানী অন্যাভিলাষী অতএব ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামীপক্ষে বৈষ্ণব নিষ্কামভক্তি, ভগবৎকর্ম্মী, ভাগবত অতএব ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি বাঞ্ছান্তর রহিত। ব্রাহ্মণ ভক্ত হইলেই পবিত্র অন্যথা অপবিত্র,পক্ষে বৈষ্ণব সর্ব্বদাই পবিত্র নিজ সহ কুল বসতি এমন কি ত্রিভুবনপাবন।

বিপ্রাদ্দ্বিষড্গুণযুতারবিন্দনাভ
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ।।ভক্তরাজ প্রহ্লাদ বলিলেন, পদ্মনাভ শ্রীহরির পাদপদ্ম সেবা বিমুখ দ্বাদশগুণযুক্ত, বিপ্র অপেক্ষা ভগবানে মন বাক্য চেষ্টা অর্থ প্রাণ অর্পিত শ্বপচকুলোদ্ভূত ভক্তকে আমি শ্রেষ্ঠ মনে করি। তিনি ভক্তিবলে কুলকে পবিত্র করিতে পারেন কিন্তু কৃষ্ণবিমুখ অভিমানী বিপ্র তাহা করিতে পারেন না।

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বসুন্ধরা বা বসতিশ্চ ধন্যা।
নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরোঽপি তেষাং
যেষাং কুলে বৈষ্ণবনামধেয়ঃ।।

যে কুলে বৈষ্ণব জন্ম গ্রহণ করেন সেই কুল পবিত্র হয়, তাহার গর্ভধারিণী জননী কৃতার্থ হয়। তাহার জন্ম বসতি ও তৎসম্বন্ধে বসুন্ধরা পর্য্যন্তও ধন্য হয়। তাহার পিতৃপুরুষগণ স্বর্গে নৃত্য করিতে থাকেন।

বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্। বৈষ্ণব বর্ণবাহ্য হইলেও তিনি ভগবদ্ভজন প্রভাবে ত্রিভুবন পবিত্র করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণ ত্রিবর্ণের গুরু, বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগুরু, সর্ব্বগুরু। ব্রাহ্মণ- বৈষ্ণবতাহীন পক্ষে বৈষ্ণব- ব্রহ্মণ্যগুণধাম, তাঁহার ব্রাহ্মণতা পূর্ব্বজন্ম সিদ্ধ। তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে। যাঁহাদের মুখে হরিনাম নৃত্য করে তাঁহারা পূর্ব্ব জন্মে সমস্ত তপস্বা করিয়াছেন, সমস্ত যজ্ঞে আহুতি দিয়াছেন, সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়াছেন, সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন। তাঁহারা আর্য্য হইয়া এই জন্মে কেবল সর্ব্বশাস্ত্রসার স্বরূপ ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতেছেন। অতএব বৈষ্ণব অপ্রাকৃতব্রাহ্মণ।

দীক্ষা বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্।দীক্ষা বিধানে সর্ব্ববর্ণেরই দ্বিজত্ব প্রতিপন্ন হয়। অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত মাত্রেরই অপ্রাকৃত দ্বিজত্ব সিদ্ধ হয়।বিপ্র সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণব হইলেই সর্ব্বো ত্তম অন্যথা অধঃপতিত বা অধম সংজ্ঞক ।য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টা পতন্ত্যধঃ।।শুচি হৈয়া মুচি হয় যদি হরি ত্যজে। মুচি হৈয়া শুচি হয় যদি হরি ভজে।।

দেবগণ অপেক্ষা বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব নিবন্ধন দেবভক্ত অপেক্ষা বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবই শ্রেষ্ঠ। কর্ম্ম জ্ঞান যোগাদি অপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব নিবন্ধন কর্ম্মী জ্ঞানী যোগী অপেক্ষা ভক্তিমান্ বৈষ্ণবই শ্রেষ্ঠ। নারদ ভক্তিসূত্রে বলেন, সা তু কর্ম্মজ্ঞানযোগাদিভ্যোঽধিকরতা। সেই ভক্তি কর্ম্মজ্ঞান যোগাদি হইতে অধিকতর মান্যা।

বৈষ্ণব মহিমা

বৈষ্ণবই সৎ সাধু, ভক্ত, ভাগবত সংজ্ঞক। যেরূপ বিষ্ণুর মহত্বের ইয়ত্বা নাই তদ্রূপবৈষ্ণবের মহত্বেরও সীমা নাই।তথাপি আত্মপাবনের জন্য মহাজন গণ কর্ত্তৃক সাধু বৈষ্ণবের মহিমা সাধ্যমত আলোচনা করিব।

শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজ শ্রীবিদুরকে বলেন,হে প্রবো আপনার ন্যায় ভাগবত গণ স্বয়ং তীর্থস্বরূপ।তাঁহারা অন্তস্থিত গদাধারীর প্রভাবে লোকের পাপমলিনতীর্থকেও পবিত্র করিয়া থাকেন। ভবদ্বিধা ভাগবতা তীর্থীভূতা স্বয়ং প্রভো। তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা।।

ভগবান্ শ্রীঋষভদেব নৃবলেন,মহৎসেবাই অর্থাৎ বৈষ্ণবসেবাইবিদেহ বিমুক্তির দ্বার স্বরূপ।মহৎসেবাংদ্বারমাহু বিমুক্তেঃ। প্রাকৃতদেহ ত্যাগান্তে নিত্যদেহে স্বরূপে অবস্থিতিই বিদেহমুক্তি বাচ্য। শ্রীল শঙ্কারাচার্য্যপাদ বলেন, ক্ষণমাত্র সাধু সঙ্গতি সংসার সিন্ধু তরণে নৈকা স্বরূপ। ক্ষণমপি স্জ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।

অতএব পুরাণে বলেন, অচ্যুতসেবীদের সিদ্ধি বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে পরন্তু অচ্যুতপ্রিয় বৈষ্ণবসেবীদের সিদ্ধি বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সিদ্ধির্ভবতি নেতি বা সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্।
নিঃসংশয়োঽস্তু তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্।।

শ্রীনিমিরাজ বলেন, ইহ সংসারে ক্ষণার্দ্ধমাত্র সৎসঙ্গ

দেহধারীদের পক্ষে মহামূল্য নিধি স্বরূপ।

সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্।।

ভগবতী দেবহুতীদেবী বলেন, সংসারের হেতুভূত যে সঙ্গ তাহা সাধুপুরুষে কৃত হইলে নিঃসঙ্গত্বের অর্থাৎ মুক্তির কারণ হয়। সারকথা সৎসঙ্গই সংসার মুক্তির কারণ।

সঙ্গো য সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিধিতোঽধিয়া।

ত এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে।

শ্রীল শুকদেব বলেন, ভগবদ্ভক্তসঙ্গই হরিভক্তি প্রাপ্তি. ও উৎপত্তির প্রধান কারণ।ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।

ভগবান্ শ্রীকপিলদেব বলেন, সাধুদের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে কীর্ত্তিত আমার বীর্যবতী হৃদ্‌কর্ণ রসায়নী কথা সেবন ফলে অতিশীঘ্রই অপবর্গবর্ত্ম স্বরূপ আমাতে ক্রমপন্থায় শ্রদ্ধা রতি (ভাব)ও প্রেমভক্তি উদিত হয়।

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসম্বিদো

ভবন্তি হৃদ্‌কর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।

তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মণি

শ্রদ্ধারতিভক্তিরণুক্রমিষ্যতি।।

শ্রীশৌনক মুনি বলেন, দেহধারীদের পক্ষে লবমাত্র সাধু সঙ্গের সহিত যখন স্বর্গ বা মোক্ষ তুলিত হইতে পারে না, তখন পার্থিব রাজ্যাদির কি কথা?।

তুলয়াম লবেনাপি ন সর্গং নাপুনর্ভবম্।

ভগবৎসঙ্গীসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ।।

ভগবান্ শ্রীনারায়ণ বলেন,সাধুগণ ামার হৃদয়,আমি সাধুদের হৃদয়,তাঁহারা আমা বিনা কিছুই জানে না আমিও তাঁহাদের বিনা কিছুই জানি না।

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।

মদন্যত্তে ন জানাতি নাহং তেভ্যো মনাগপি।।

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।

সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ।।

হে দ্বিজ ! আমি ভক্তপরাধীন,অস্বতন্ত্র,স্বতন্ত্র নহি।সাধুভক্তগণ কর্ত্তৃক আমার হৃদয় অবরুদ্ধ এবং আমি সাধুজনপ্রিয়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেন,জলময় তীর্থ সমূহ প্রকৃত তীর্থ বাচ্য নহে এবং মৃৎ শিলাময়ী প্রতিমাও প্রকৃত দেব বাচ্য নহে কারয়ম তাঁহারা সেবিত হইলে দীর্ঘকালে পবিত্র করেন কিন্তু সাধুগণ দর্শনমাত্রেই পবিত্র করিয়া থাকেন অতএব সাধুগণই প্রকৃত তীর্থ ও দেবতা।

ন হ্যম্মানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।

তে পুনন্ত্যরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ।।

বসুদেব বলেন, দেবচরিত জীবের সুধ ওদু)খের নিমিত্ত হয় কিন্তু আপনার ন্যায় ভাগবত সাধুগণের চরিত প্রাণীদের কেবল সুখের নিমিত্তই হইয়া থাকে।

ভূতানাং দেবচরিতং দুঃখায় চ সুখায় চ।

সুখায়ৈব হি সাধূনাং ত্বাদৃশামচ্যুতাত্মনাম্।।

দেবগণ স্বার্থপর,সেবা করিলে যথাযথ ফল দিয়া থাকেন, অন্যথা হয় না পরন্তু সাধুগণ ছায়ার ন্যায় দীনবৎসল। এমনকি হীনার্থাধিকসাধক।অহৈতুকী কৃপা পরায়ণ।

ভজন্তি যে দেবান্ দেবাঽপি তথৈব তান্।

ছায়েব কর্ম্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ।।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, আমার ভক্তজনই আমার অতিপ্রিয়। ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ। যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।

হে উদ্ধব তুমি ভক্ত বলিয়া আমার যত প্রিয়তম আত্মযোনি ব্রহ্মা, ভ্রাতা সঙ্কর্ষণ, স্বরূপভূত শঙ্কর, একান্ত অঙ্গসংশ্রয়া কমলা এমন কি এই দেহও আমার তত প্রিয় নহে।

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।

ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রী নৈবাত্মা চ যথা ভবান্।

মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা। মহাদেব বলেন, হে দেবি আরাধনা সমূহের মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনই শ্রেষ্ঠ। তদপেক্ষা তদীয় ভক্তগণের আরাধনা শ্রেষ্ঠতর।

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।

তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, আমার ভক্তের নিবাশ নাই। ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি। ভগবান্ শ্রীকপিলদেব বলেন, হে শান্তরূপে মাতঃ! আমি যাঁহাদের প্রিয় আত্মা সুত বন্ধু গুরু সুহৃৎ ইষ্টদেবতা স্বরূপ তাদৃশ মৎপরায়ণ ভক্তদের কখনও বিনাশ নাই। আমার কাল চক্র তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না অর্থাৎ ভগবানের সহিত আত্মীয়তা পাশে আবদ্ধভক্তদের বিনাওশ নাই।

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে নঙ্ক্ষন্তি নো মে অনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ। যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্।।

ভগবান্ নৃসিংহদেব বলেন, যেখানে যেখানমে আমার প্রশান্ত সমদর্শী সাধু সদাচারযুক্ত ভক্তগণ বাস করে তথাকার কীকটেরাও পর্য্যন্ত পবিত্র হয়।

যত্র যত্র চ মদ্ভক্তাঃপ্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
সাধবঃ সমুদাচারাস্তে পূয়ন্তেঽপি কীকটাঃ।।

চৈতন্যভাগবতে বলেন--

যেই দেশে যেই কুলে বৈষ্ণব আবতরে।
তাঁহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তরে।।
যেস্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়।
সেই স্থানম হয় অতি পূন্যতীর্থ ময়।।

চৈতন্যচরিতামৃতে-

ভক্ত পদধূলি আর ভক্তপদ জল।
ভক্ত ভুক্তশেষ, তিন সাধনের বল।।
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্র ফুকারিয়া কয়।।

বৈষ্ণব প্রসাদ মহিমা--

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্তশেষ হৈলে মহামহাপ্রসাদ আখ্যান।

ভগবান্ বলেন, হে নারদ আমি বৈকুণ্ঠে, যোগীদের হৃদয়ে বা সূর্যে থাকি না, আমার ভক্তগণ যেখানে আমার গুণগান করে আমি যেখানেই বাস করি,আবস্থান করি।।

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে রবৌ।
মদ্ভক্তা যথ গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।।

আদি পুরাণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, হে পার্থ যাঁহারা আমার ভক্ত তাঁহারা প্রকৃত আমারা ভক্ত নহে পরন্তু যাঁহারা আমারা ভক্তের ভক্ত তাঁহারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত জানিবে।

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভাক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ।।

ভগবান্ সম হইয়াও সর্ব্বদা ভক্তবৎসল ভক্তের যোগক্ষেম বহন করি। ভক্ত বাঞ্ছাপূর্ণকারী ভগবান্ নিজ বিদ্বেষ সহিষ্ণু পরন্তু ভক্তবিদ্বেষ সহ্যই করিতে পারেন না। এবম্বিধ বৈষ্ণব মহিমা শাস্ত্রাদিতে প্রচুর পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ সমস্ত শাস্ত্র সিন্ধু মন্থন করতঃ হরিভক্তি বিলাস গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সম্পূর্ণ বৈষ্ণব মহিমা শুশ্রূষুদের সেই আকর গ্রন্থই দ্রষ্টব্য। মহাত্মা বৈষ্ণবগণ তাহাদের যৎকিঞ্চিৎ গুণকীর্ত্তনে অধমের প্রতি প্রসন্ন হউন।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।

-----ঃ○ঃ○ঃ○ঃ-----

কলির অভিলাষ

সর্ব্বকার্য্যে গুরু মান্য পূজ্য সর্ব্বথায়।
অতএব গুরু হতে মন সদা ধচায়।।
গোস্বামী সন্তান আমি কুলীন ব্রাহ্মণ।
কুলাচার গুরুকার্য্যে কাটাব জীবন।।
গুরুকার্য্যে লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা প্রচুর।
নারী আর্থ গুরু সেবা করে নিরন্তর।।
শিষ্য হলে শাষ্য হতে হবে চিরদিনে।
নারীসঙ্গ,অর্থচেষ্টা নিষিদ্ধ সেখানে।।
গুরু হলে সিংহাসনে হবে অবস্থান।
শিষ্য হলে অন্তে বাসী শাস্ত্রের বিধান।।
ব্রহ্মবংশে জন্ম মোর ,সিষ্য হব কেন।
শিষ্য হয় অজ্ঞ জন ,গুরু বিজ্ঞজন।।
শিষ্য হলে কুলধর্ম্ম যাবে রসাতল।
অর্থাভাবে হাতে উঠে লোটা ও কম্বল।।
গুরুর মহিমা মাত্র সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
শিষ্যের গুরুত্ব নাই জানে সর্ব্বদায়।।
গুরুত্ববিহীন নর অধন্যজীবন।
সুতরাং গুরুত্ব লাঘি সাধন ভজন।।
দ্বিজ গুরু, দ্বিজেতর শিষ্যেতে গণন।
শিষ্য হলে দ্বিজ হয় অধমে মানন।।
দ্বিজ হয়ে কেন হব অধমে গণিত।
গুরু হয়ে পতিতপাবনে হব রত।।
গুরুদেবে বিষ্ণুপাদ গোস্বমী উপাধি।
মৃত্যু হলে সমাদরে মন্দিরে সমাধি।।
গুরুবাক্য সর্ব্বকার্য্যে শিরোধার্য্য হয়।
বেদবাক্য গুরুবাক্যে হয় ত নিশ্চয়।।
জন্মনা ব্রাহ্মণ গুরুঃ ভাগবতে কয়।
লোক বেদ ঈশমান্য দ্বিজ সর্ব্বদায়।।
অবিদ্বান্ দ্বিজ হলেও গুরুতে গণন।

দুর্ব্বৃত্ত হলেও নম্য শাস্ত্রের বচন।।
চতুর্বেদী পূত্র আমি নাহি পড়ি বেদ।
গুরুপুত্রে গুরুবুদ্ধির নাহি পরিচ্ছেদ।।
গুরুবংশে জন্ম,গুরুকার্য্য কুলধর্ম্ম।
গুরুকার্য্য বিনা শ্রেষ্ঠ নাহি কো ন ধর্ম্ম।।
বীর্য্যহীন দ্বিজ করে সন্ন্যাসগ্রহণ।
বীর্য্যবান্ প্রাজাপত্যধর্ম্মে মহীয়ান্।।
স্ববর্ণ কন্যকাপতি হয় দ্বিজেতর।
সর্ব্ববর্ণকন্যাপতি হয় দ্বিজবর।।
অতএব গৃহধর্ম্ম সর্ব্বধর্ম্মস্বামী।
গৃহস্থের অন্নজীবী অন্য বর্ণাশ্রমী।।
গুরু হয়ে গৃহী হব সরস জীবনে।
ত্যাগী হলে প্রাণ যাবে অরণ্যরোদনে।।
আমাদের কুলে দেখ ত্যাগী নাহি হয়।
আমি কেন ত্যাগী হব নাহি কিছু দায়।।
পৌরহিত্য সুখকর নাহি বর্ত্তমানে।
চাকরের মত দেখে কেবল ব্রাহ্মণে।।
পৌরহিত্য দেবপূজা কুলধর্ম্ম নয়।
অন্যের দাসত্বে দ্বিজ বিষহারা হয়।।
অর্থ পরমার্থ দুই লভ্য ভাগবতে।
অতএব ভাগবত পাঠ্য সর্ব্বমতে।।
যত অর্থ ব্যয় হইয়াছে অধ্যয়নে।
ততোধিক অর্থ প্রাপ্তি ভাগবতগানে।।
ভাগবত প্রবচন সর্ব্ববৃত্তিসার।
তাহাই করিব আমি জীবনে স্বীকার।।
ভাগবতাচার্য্য হলে সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধি।
লোকমান্য হলে হয় সাধনে প্রসিদ্ধি।।
পৈত্রিক ব্যবস্থা কুলশীল ত্যজ্য নহে।
ত্যাগে অপবাদ দুঃখ লোক বেদ কহে।।
কাব্যতীর্থ ন্যায়রত্ন উপাধি আমার।
কোন্ দুঃখে শিষ্য হব কি ফল তাহার।।
উপবাস মৌনাদিতে পুত্রবিত্ততদানে।
চমৎকৃত লোক তারে সিদ্ধ করি মানে।।
সিদ্ধের আচারে সিদ্ধ হয় শাস্ত্রবাণী।
সিদ্ধের মহিমা বড় সিদ্ধ মহাধনী।।
ধাত্রীভাণে পূতনা ত ধাত্রীগতি পায়।
সিদ্ধাচারে সিদ্ধগতি সিদ্ধি সুনিশ্চয়।।
বিশেষতঃ দ্বিজ মান্য আমিযে গোস্বামী।
অন্য গোস্বামী বাণীর নহি অনুগামী।।
অন্য বিধি পালনে গুরুত্ব হয় হানি।
স্বেচ্ছাচারে সিদ্ধ গুরু শাস্ত্র আজ্ঞা জানি।।
গুরু সিদ্ধ তার দোষ না দেখ কখন।
গুরুদোষ দুষ্ট লভে নরকে পতন।।
দ্বিজ গুরু সিদ্ধ আর ভাগবতাচার্য্য।
হলে পরে মনোরথ সিদ্ধ হয় কার্য্য।।
গোস্বামী বংশধর অসিদ্ধ কভু নয়।
জন্ম মাত্র সিদ্ধ তারা জানে সদাশয়।।
ব্রজবাসে সর্ব্বলভ্য প্রভুর বচন।
অতএব ব্রজবাসী হব বিলক্ষণ।।
পরকীয়স্থান এই ধাম বৃন্দাবন।
এথা বিবাহের আর কিবা প্রয়োজন।।
বৈষ্ণবীর সঙ্গী হয়ে বিরক্তের বেশে।
দিনযাবে প্রবচন লীলাগান রসে।।
ত্যাগিবেশে ব্রজবাসে সফলজীবন।
অর্থ পরমার্থ তাতে হবে সমাধান।।
এই অভিলাষ মোর প্রভুর কৃপায়।
সিদ্ধ হলে মনোরথ মিলিবে আমায়।।
ধন্য যিগকর্ত্তা মুঁই, ধন্য যুগধর্ম্ম।
ধন্য অবতারে ধন্য প্রজা ধন কর্ম্ম।।
মায়ার সন্তান আমি পিসি গর্ভজাত।
বংশ পরম্পরা মোর এরূপে বিখ্যাত।।
রূপানুগ ভক্তিসিদ্ধে যার অভিলাষ।

কলি অভিলাষ গায় এ গোবিন্দগাস।।

-----০ঃ০ঃ০ঃ০ঃ০ঃ------

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণেক ভূমিকা

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বমুখ নিঃসৃত বাণীই গীতা নামে মহাভরতে ও ভারতে তথা ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মের প্রতি আস্থাবানদের নিকট সমধিক প্রসিদ্ধ। গীতা মহাভারত সাগরের মহারত্ন স্বরূপে বিরাজমান্। ইহা আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের অন্যতম। বিবাদমান্ সংসারে শ্রেয়স্কামীর কর্তব্য নির্ধারণে অভ্রান্ত ধন্যতম পণ্যতম, বরেণ্যতম তন্ত্রবিশেষ। স্বয়ং ভগবানের স্বমুখ নিঃসৃত বলিয়া ইহা সর্ব্বাবাদী সম্মত, সর্ব্বসুধী সমাদৃত সর্ব্বোপনিষৎসারভূত, সর্ব্বতত্ত্ববিজ্ঞান সমুর্জ্জিত তথা সর্ব্বকৃত্য তথ্য সমাশ্রিত শরণাগতির নিদানভূত বিচারে গীতাশাস্ত্রের সমাদর সর্ব্বোপরি। শ্রীকৃষ্ণ এখানে ত্রিবিধস্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া সার্ব্বজনীন গীতি গান করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বতঃ অর্জ্জুনের প্রাণসখা। অর্জ্জুনের প্রতি সখ্য বিধানে তিনি কৌতুকক্রমে তাঁহার সারথ্যে নিযুক্ত। আধ্যাত্মিক পক্ষে জীব রথী এবং ভগবান্ সারথী। জীবের সারথ্যে ভগাবানই যোগ্য কারণ তিনি সর্ব্বজ্ঞ তথা সমর্থ। সর্ব্বজ্ঞতা, সামর্থ্য তথা যোগ্যতার অভাবে জীব সারথ্য কর্ম্মে অস্বীকৃত। বাস্তবিক পক্ষে দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযন্তি তে অর্থাৎ আমার প্রতি ভক্তিমানদিগকে বুদ্ধিযোগ দান করি যাহাতে তাঁহারা আমার নিকট আসিতে পারে। তথা তেষামেবানুকম্পার্থং শ্লোকে হিতৈষী শ্রেয়ঃ পথ প্রদর্শকসূত্রে কৃষ্ণের সারথ্যাদি ভাব পরিস্ফুট। ভাগবতে নৃদেহমাদ্যং শ্লোকে কর্ণধার সূত্রে শ্রীকৃষ্ণই বিদ্যমান্। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যা পার্থ সর্ব্বশঃ শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণের নেতৃত্ব প্রসিদ্ধ। কদাচিৎ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেমিক ভক্তদের বশ্যতা প্রদর্শন কল্পে তাঁহাদের কর্তৃত্ব গুরুত্বাদিকে প্রকাশ করিলেও সার্ব্বজনীন তথা সার্ব্বত্রিক বিচারে কৃষ্ণেরই সারথ্য গুরুত্ব প্রভুত্বাদি সক্রিয়।

অর্জ্জুন বীরদর্পে প্রাণসখা শ্রীকৃষ্ণকে সারথ্যকর্ম্মে হে অচ্যুত! উভয় সেনাদের মধ্যে আমার রথখানি স্থাপন কর-- এইরূপ আজ্ঞা করিলে অচ্যুত তাঁহার স্বরূপ চ্যুত না হইয়াই যথাজ্ঞা বলিয়া রথ উভয় সেনাদের মধ্যে রাখিলেন। পার্থ উভয় সৈন্যদিগকে দর্শন করতঃ কিং কর্ত্তব্যবিমূঢ়তাক্রমে ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করতঃ শোক করিতে লাগিলেন। আধ্যাত্মিক পক্ষে কর্তৃত্বাভিমানী জীবের ইহাই পরিণাম। সে কর্তৃত্বাভিমানে কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। তাহার কর্তৃত্বের দাপট অনেক ক্ষেত্রে গুরুজনাদি ভগবানকেও সারথ্যাদিতে বাধ্য করে কিন্তু আরাধ্যের বাধ্যতা ক্রমে অবাধ্য আরাধকে ব্যাধির উদয় হয়। অর্থাৎ প্রকৃত কর্তৃত্বহীন জীবের কর্তৃত্বাভিমান দুঃখ শোকের কারণ। জীব প্রযোজ্য কর্ত্তা আর ভগবান্ হইলেন প্রযোজক কর্ত্তা সেখানে জীব যদি প্রযোজক কর্তৃত্বের সিংহাসনে উপবেশন করতঃ তৎকার্য্য করিতে যায় তাহা হইলে সামর্থ্যের অভাবে শোক স্বভাবের সম্মুখীন হইতে হয় অর্জ্জুনের ন্যায়।

অর্জ্জুনের শোক অপনোদন কল্পে সারথি কৃষ্ণ সখ্যভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভুত্বের ভূমিকায় অবস্থিত কর্ত্তা কখনই ভৃত্যের বাক্যে স্বাস্থ্য ও সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে না। এই পর্য্যন্তই কৃষ্ণের সখ্য সারথ্য বিলাস।

অনেক সময় সখ্যভাবে সখা সখার সত্যবাক্যকেও বিশ্বাস করিতে পারে না। অশোকবন বিহারী শ্রীহরিকে সারথি জ্ঞানে সামনে পাইয়াও পার্থ শোক সংবিগ্নমনা। জীব তদ্রূপ পরমাত্মার নিকট থাকিয়াও কর্তৃত্ববাদে শোক করিয়া চলিয়াছে। কারণ ভোক্তা কখনই অন্যের প্রভুত্বকে মানিতে পারে না বা মানিতে চায়ও না। তবে প্রকৃত প্রভুর প্রভুত্বকে স্বীকার না করিলেও রক্ষা নাই, শান্তি নাই। নানা যুক্তিবাদে নিমগ্ন পার্থের শোকমুক্তি হইল না। তিনি অগত্যা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণার্থে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন সখ্যভাবে নয় শিষ্যভাবে। সখ্যভাবে সখাতে শরণাপত্তি ও সাধ্য নিষ্পত্তি কখনই সম্ভব নহে। পার্থ রথীভাব ত্যাগ করতঃ শোক করিতে

করিতে সখ্যভাবেও সমাস্যার সমাধান না করিতে পারিয়া শিষ্য ভূমিকায় আসিয়া শ্রেয়ঃ জিজ্ঞাসায় শরণাপত্তিমূলে কৃষ্ণকে গুরুপদে বরণ করিলেন। তখন কৃষ্ণও সারথি ও সখ্যভাব ত্যাগ করতঃ গুরুর ভূমিকায় উঠিয়া পার্থকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ যোগে স্বধর্ম্মে প্রতিবোধিত করিতে লাগিলেন। কারণ প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবাপ্রাণকেই তত্ত্বদর্শী গুরুদেব উপদেশ করেন। শরণাগতের শিষ্যভাব না হইলে গুরুতে গুরুত্বের বিকাশ প্রকাশ ও বিলাস সিদ্ধ হয় না। যেরূপ বায়ু বিনা সমুদ্রে তরঙ্গ বৈচিত্র্যের উদয় হয় না। শ্রীকৃষ্ণ মহান্ত গুরু ও জগদ্‌গুরু ভূমিকায় অবস্থিত হইয়া অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করতঃ সর্ব্বজগদ্বাসীকে ক্রমপন্থায় শ্রেয়ঃ উপদেশ করেন ১৭টি অধ্যায়ে।তিনি মহান্ত গুরুস্বরূপে পার্থকে অন্তর্যামী ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে উপদেশ করেন। যথা তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্সষ্যসি শাশ্বতম্ অর্থাৎ হে পার্থ! তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বপ্রাণীর অন্তর্যামী ঈশ্বরে শরণ গ্রহণ কর, তাহা হইলে তাঁহার প্রসাদে তুমি পরাশান্তি পরাগতি এবং পরম স্থান লাভ করিতে পারিবে। পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণ জগদ্‌গুরু ভূমিকায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ সর্ব্বেশ্বর তাঁহাতেই শরণাগতি করিতে বলিলেন। যথা সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। ইহাই তাঁহার তৃতীয় ভূমিকা। বাস্তবিকই কৃষ্ণ জগদ্‌গুরু, আদিগুরু। তাহা হইতে গুরুপরম্পরা প্রকাশিত। তিনি নিদানভূত বিধান কর্ত্তা। কেবল বিধান কর্ত্তা নহেন সমাধান কর্ত্তাও বটে। তাঁহা মত সকল প্রকার সমস্যার সমাধান আর কে দিতে পারেন? সমাধানকর্ত্তা বলিয়া তিনি সকলের প্রধান পদবীযুক্ত পরমেশ্বর সর্ব্বকারণকারণ। তাঁহাতে আছে অবধান ও অবদান। অবধান না থাকিলে অবদান বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় না। কৃষ্ণ অর্জ্জুনের শোককাতরতার অবধান কল্লে অবদান নিদান। তাই তাঁহার সম্বিধান সর্ব্বমান্যতা ক্রমে জগদ্‌গুরুত্বের ভূমিকায় অবস্থিত। জীবের শোকের কারণ স্বতন্ত্রাভিমানকে চূর্ণ করতঃ গুরুত্বের অভিযান সকল প্রকার আপত্তিরহিত, বিপত্তিবর্জ্জিত তথা সম্পত্তিসজ্জিত, শরণাপত্তি ভিত্তিরূপ শান্তিরাজধানীতে সংস্থিতি নিষ্পত্তি লাভ করে। কৃষ্ণসখ্যশালিন্য মণ্ডিত, বীরত্ব কৌলিন্য দর্পিত অর্জ্জুনের অনাত্ম্য শোকমালিন্য চিত্তপ্রবোধন ও প্রসাধনে, মোহনিবারণে, সন্দেহ নিরাকরণে স্বরূপের স্মৃতি পরিবেশনে তথা কর্ত্তব্য কর্ম্মের নির্দ্ধারণে শ্রীকৃষ্ণের গুরুত্ব অনন্যসিদ্ধ মহত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ সকল প্রকার ভেদজ্ঞানের মর্ম্মভেদী বাণস্বরূপ। তাহা কাম্যকর্ম্মচ্ছেদী নিত্য শর্ম্মবেদী ধর্ম্মগদী স্বরূপও বটে। অবিদ্যা কাম্যকর্ম্মে বিবাদী বিষাদী ও নিষাদীদের চিত্তপ্রসাদীকরণে কৃষ্ণের গুরুত্বের মর্য্যাদা অপরিসীম। জীবের কার্পণ্য দূরীকরণে(দৈন্য দূর করিতে), ব্রহ্মণ্যগুণ ভূরীকরণে(ব্রহ্মণ্যগুণের প্রাচুর্য্য বাড়াইতে), সৌজন্য সজ্জীকরণে(সুজন ভাবের সজ্জা রচনায়), সৌখিন্য তুর্য্যীকরণে(সুখ বিলাসকে চতুর্থ ভূমিকায় আনিতে), বদান্য বর্য্যীকরণে(দানবীরত্বকে শ্রেষ্ঠ করিতে), স্বভাবে দৈন্য দাক্ষিণ্য পুঞ্জীভূতকরণে(স্বভাবে দৈন্যদয়াদিকে পুঞ্জীভূত করিতে),ব্যবহারে সাদ্‌গুণ্য সন্ধীকরণে(ব্যবহারে সদ্‌গুণাদির সংযোগ করিতে), চরিত্রের বরেণ্য বৈধীকরণে(চরিত্রের বরেণ্যভাবকে বিধি সঙ্গত করিতে) তথা স্বরূপের শারণ্যসৌধের মৌলীকরণে অর্থাৎ স্বরূপধর্ম্মে শরণ্যতাকে সৌধ ও শিরোভূষণ করিতে কৃষ্ণের গুরুত্ব বিহার এক অভিনব প্রভুত্বপূর্ণ। তাঁহার উপদেশরীতি শ্রেয়ঃসৃতিতে সংস্থিতিক্রমে নিত্য সিদ্ধভাবের ব্যবস্থিতিতে প্রগতিশীল। তাঁহার গুরুত্বকৃতি সুকৃতিদের দুষ্কৃতি ও বিকৃতি নাশিনী, প্রকৃতির পরিস্কৃতি বিলাসিনী ও মায়িক গতির নিষ্কৃতি দায়িনী। তাঁহার গুরুত্ব গৌরব রৌরবগতি রুদ্ধকারী ও কৌরবনীতি বিদ্ধকারী। তাঁহার গুরুত্ব চতুর্ব্বর্গ পুরুষার্থভোগে কুধী ও কৃপণধীদের নিজ চরণারবিন্দের শরণাগতিতে সুধীত্ব তথা একান্ত আনুগত্য ভজনে উদারধীত্ব সম্পাদনে সিদ্ধহস্ত স্বরূপ। তাঁহার ক্রমশিক্ষা সমীক্ষা,তথা পরীক্ষাক্রমে জীব শুদ্ধ শিষ্যত্বের বিশুদ্ধ ভূমিকায় পদার্পণ করে। শিক্ষোদরপরায়ণতা

ক্রমে জীব জন্মান্তরবাদে পতিত হয় আর কৃষ্ণের শিষ্যাচার পরায়ণতা ক্রমে পুরাবৃত্তিরূপ জন্মান্তরবাদ খণ্ডিত হয়। কারণ তত্ত্বে জ্ঞাতে ক্বঃ সংসারঃ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হইলে সংসার থাকে না।

মহান্ত গুরুস্বরূপে যে তত্ত্ব উপদিষ্ট হয় তাহাতে শিষ্যত্ব শুদ্ধ হয় আর জগদ্গুরুরূপে তাহা প্রসিদ্ধ হয়। কৃষ্ণই জগদ্গুরু। তাঁহার জগদ্গুরুত্বেই ভগবত্ত্বা বিলাস বিদ্যমান্। জগদ্গরুত্ব বিলাসেই শিষ্যের কৃতার্থতা সংশয় শূন্য। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে শ্রীকৃষ্ণই আদি গুরু। গুরুত্ব তাঁহার এক প্রকার ভগবত্ত্বা বিশেষ। তাহা দৈব বা জৈব নহে। গীতা বহুমুখী তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিনী ও প্রদর্শিনী রূপে সজ্জনতোষণী, তত্ত্বামৃতপ্রবর্ষিণীরূপে জগজ্জননী। মায়া হইতেই জীবের সংসারদশার কষাঘাত প্রবর্ত্তিত হয় আর মায়াধীশ কৃষ্ণের শরণাগতি ও ভক্তি ক্রমেই তাহা বিলীন হয়। অতএব সংসার তমসাঘোরে শ্রেয়োমার্গহারা, স্বরূপের কর্ত্তব্য বিষয়ে দিশাহারা, আত্মহারা জীবপক্ষে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার জ্ঞানালোকের আশ্রয় ব্যতীত গত্যন্তর নাই নাই নাই।

শ্রীকৃষ্ণ ত অর্জ্জুনের প্রাণসখা হয়।
সারথি হইয়া তার রথটী চালায়।।
কর্ত্তব্যবিমূঢ় হৈয়া পার্থ অতঃপরে।
শরণাগত হইয়া শ্রেয়ঃ প্রশ্ন করে।।
কৃষ্ণ তদা গুরু হৈয়া তাঁরে জ্ঞান দেয়।
সেই জ্ঞানে অর্জ্জুনের চিত্ত সুস্থ হয়।।
পরিশেষে সেব্য রূপী কৃষ্ণের চরণে।
শরণ লইতে তাঁরে প্রবোধে আপনে।।
কৃষ্ণেতে শরণাগতি সর্ব্বধর্ম্মময়।
তাহাতেই জীব তার শান্তিধাম পায়।।
ধর্ম্মমূল শ্রীগোবিন্দ তাঁহার শরণে।
নিত্য শান্তি গতি প্রীতি জানে বিজ্ঞজনে।।
সময় বিশেষে কৃষ্ণ বান্ধব সারথি।
গুরু সেব্যরূপে জীবে দানে শ্রেয়ো বীথি।।
সর্ব্বভাবে শ্রীকৃষ্ণই শরণ্য সবার।
ইহাতে সন্দেহ যার তার দুঃখ সার।।
যেবা নাহি মানে শ্রীকৃষ্ণের সন্নিধান।
ব্যর্থ তার জন্ম কর্ম্ম ধর্ম্ম ধ্যান জ্ঞান।।
অগতির গতি কৃষ্ণ অনাথের নাথ।
তাঁহার শরণ বিনা ব্যর্থ মনোরথ।।
স্বতন্ত্র কর্ত্তৃতাভিমানের কারণে।
জীব দুঃখী অপমানী হয়ত জীবনে ।।
কৃষ্ণের কর্ত্তৃত্ব যেবা স্বীকার করয়।
সেই সুধী সর্ব্বভাবে সুখসিন্ধু পায়।।
পার্থে লক্ষ্য করি কৃষ্ণ সার উপদেশে।
ইহাতে বিমুখ দুঃখী হয় নিজদোষে।।
সর্ব্বকার্য্যে মাধরের লহত শরণ।
তাহাতেই সর্ব্ব সমস্যার সমাধান।।
স্বরূপেতে ব্যবস্থিতি যার অভিলাষ।
সেজন সাদরে হয় শ্রীকৃষ্ণের দাস।।

--ঃ○ঃ○ঃ○ঃ--

তত্ত্বলক্ষণম্

ঈশ্বরঃ পরমঃকৃষ্ণস্তন্মায়ারচিতং জগৎ।জীবঃ কৃষ্ণস্য দাসো বৈ কর্ত্তব্যং কৃষ্ণসেবনম্।।

শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর,তাঁহার মায়া দ্বারাই রচিত এই পরিদৃষশ্যমান্ জগৎ,এই জগদ্বাসী জীব গণ কৃষ্ণেরই দাস বৈ আর কেহ নহে এই সব জীবের কর্ত্তব্য কৃষ্ণসেবা।

অধীত্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি সারমিদং বিনিশ্চিতম্।
ব্রহ্ম কৃষ্ণো জগৎসত্যং জীবঃ কৃষ্ণস্য সেবকঃ।।
ধর্ম্মস্তদ্ভক্তিরেবৈকা তৎপ্রীতির্হি প্রয়োজনম্।।
অধীত্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি সারমিদং বিন্শ্চিতম্।
ব্রহ্ম সেব্যঃ স বৈ কৃষ্ণঃ সক্তিমান্ রসকেলিকৃৎ।
জীবোদাসো জগৎসত্যং তদ্ভক্তিরেব সাধনম্।।
তৎপ্রীতির্হি প্রয়োজনং প্রমাণং শ্রুতিরেকলম্।।

সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ এই সারাই বিনিশ্চিত হইল যে,

কৃষ্ণই ব্রহ্ম, জগৎ সত্য, জীব কৃষ্ণের নিত্যসেবক, তাঁহার ভক্তিই একমাত্র সাধন এবং তৎপ্রীতিই প্রয়োজন।।

সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ ইহাই সাররূপে বিনিশ্চিত হইল যে, ব্রহ্মই সেব্য তিনি কৃষ্ণই অন্য নহেন, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, রসকেলিপরায়ণ, অনন্তকোটি জীবজাতি তাঁহারই দাস, পরিদৃশ্যমান্ জগৎ তাঁহার মায়াশক্তি দ্বারাই রচিত, তাঁহার ভক্তিই তৎপ্রাপ্তির একমাত্র সাধন এবং তৎপ্রীতিই জীবের একান্ত প্রয়োজন এবং এতদ্বিষয়ে স্বতঃসিদ্ধ বেদই প্রামাণিক শিরোমণি স্বরূপ।

কঃ সেব্যঃ

সেব্যঃ সর্ব্বগুণাধারো রক্ষকঃ পালকঃ প্রভুঃ।

আত্মীয়ো রসিকশ্চৈশঃ প্রেমী কল্পতরুর্গুরুঃ।।

তিনিই যথার্থ সেব্য যিনি সর্ব্বসদ্‌গুণাধার,রক্ষক পালক প্রভু অর্থাৎ নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ,প্রাণাধিক পরমাত্মীয়,রসিকবর,ঈশ্বর অর্থাৎ শরমাগতের প্রারব্ধাদি খণ্ডনে সমর্থ, প্রেমময়, ভক্তের মনোরথ পূর্ণ করণে কল্পতরু স্বরূপ এবং অজ্ঞান নাশক দিব্যজ্ঞান ভাস্কর স্বরূপ।

কঃ সেবকঃ

সেবকঃ সেব্যপ্রেমাঢ্যস্তদেকপ্রাণজীবিতঃ।তৎসেবাপরমো ধীরস্তদীয়যোগ্যমানদঃ।।

তিনিই প্রকৃত সেবক যিনি সেব্যের প্রেমসম্পত্তি দ্বারা সম্পন্ন,তাঁহারই জন্য প্রাণ ওজীবনধারী,তাঁহারসুখসেবাই যাহার সর্ব্বস্ব,যিনি তদীয় অর্থাৎ সেব্যের অন্য সেবকাদির যথাযোগ্যমান দাতা এবং সেব্যসেবা রসানুভূতি বলে ধীর প্রকৃতিসম্পন্ন।

কঃ পূজ্যঃ

পূজ্যঃ পবর্গমুক্তাত্মাপবর্গপতির্হরিঃ।

পাবনঃ শরণশ্চৈব প্রেমদঃ পালকো গুরুঃ।।

তিনিই প্রকৃত পূজ্য যিনি পবর্গমুক্ত এবং অপবর্গ পতি, পাপাদি হরণে হরি বাচ্য, পূতচরিত্রবান্, বিশ্বস্ত্য আশ্রয়, প্রেমদাতা পালক এবং গুরুস্বরূপী।

কঃ স্বামীঃ

নীতিপ্রীতিরীতিস্বামীহ্যন্তর্যামী রসাগামী।

ক্ষমী মহৎক্রমারামী স্বাম্যকামী গুণাশ্রমী।।

তিনিই প্রকৃত স্বামী যিনি ভৃত্য শাসনে সুনীতি পরায়ণ,তত্তোষণেসুপ্রীতি রসায়ন,পালনে সুরীতি সম্পত্তিশালী,ভক্তের হৃদয়গ্রাহী অন্তর্যামী,রসশাস্ত্র গামী,ক্ষমাশীল,মহাজন পথগামী সেবারামী অকাম এবং সদ্‌গুণগ্রাম স্বরূপ।।

কা ভক্তিঃ

সেব্যারক্তিপরা ভক্তির্ভুক্তি মুক্তিকুযুক্তিহা।

সান্দ্রানন্দস্বরূপা চ প্রেমভূঃ পরমার্থপা।।

সেব্যের প্রতি পরা আসক্তি যাহা ভুক্তি মুক্তি বিষয়ক কুযুক্তি সমূহকে হরণ করে, যাহা গাঢ় আনন্দ স্বরূপা,যাহা প্রেমের জন্মভূমি এবং পরমার্থ পালিকা তাহাকেই ভক্তি বলে।

সেব্যৈকসুখতাৎপর্য্যপরমা ভক্তি রুচ্যতে।

স্বেন্দ্রিয়প্রীতিচেষ্টাপি যৎপরতাং সমেষ্যতি।।

সেব্যের সুখ তাৎপর্য্য পরমা চেষ্টাকেই ভক্তি বলে। যেখানে আত্মেন্দিকয় প্রীতি চেষ্টাদিও তৎপরতা প্রাপ্ত হয়. গোপীর যে নিজ দেহাদির ভূষণাদিতে চেষ্টা তাহাও কৃষ্ণসুখ তাতত্পর্য্যময়ী। কৃষ্ণভোগ্য৫োনে নিজের দেহের ভূষণ মার্জ্জনাদিতে গোপীর চেষ্টাদি কৃষ্ণসুখনিমিত্তই জানিতে হইবে। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি বাঞ্চাও যেখানে কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছাতে আত্মসাথকৃত হইয়াছে সেখানেই সমর্থারতির বিলাস বর্ত্তমান্। সেব্যসুখে সুখীত্বই সেবকের বিশুদ্ধ ভূমিকা স্বরূপ। সেব্যের সুখসর্ব্বস্বই আমার সুখসর্ব্বস্ব এই রূপ ভাবনা ভাবিত জনই প্রকৃত সেবকধর্ম্মে বরীয়ান্। সেব্যের সেবাসান্নিধ্যাদির দ্বারা কেবল আত্মসুখান্বেষী প্রকৃত সেবকের ভূমিকায় আবস্থান করিতে পারে না। তাঁহার সেবাদিও পরমধর্ম্মে পরিগণীত হয় না। তাহা এক প্রকার বণিকবৃত্তি বিশেষ। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলে স্বার্থপরে বিশুদ্ধ সেবাধর্ম্মাদি থাকিতে পারে না।গণিকাবৃত্তিতে সাধ্বীধর্ম্মের সম্ভাবনা থাকিতেই পারে না। বাহ্যতঃ সাধ্বীর ন্যায় সেবাচেষ্টাদি দৃষ্ট হইলেও প্রকৃত পক্ষে গণিকাতে সত্যধর্ম্মের নিতান্ত অভাব। অতএব ভক্তি ধর্ম্ম নিরুপাধিক কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্যময়। তাহাতে

স্বরূপ ও সম্বন্ধ সম্পূর্ণ প্রকাশিত এবং বিলসিত। সতীর রীতি নীতি প্রভৃতিতে ও যেরূপ প্রীতির প্রাধান্য বিদ্যমান্ তদ্রূপ ভক্তের ব্যবহারনীতিরীতিতেও প্রীতির প্রাধান্য প্রোজ্জ্বলতম। প্রীতি মণ্ডিত এবং অনন্যমমতাভূষিত না হিলে ভক্তির প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হয় না। যেরূপ বৃক্ষরো পণের তাৎপর্য্য ফলাস্বাদনে পর্য্যবসিত তদ্রূপ ভক্তি ধর্ম্মের তাৎপর্য্যও সেব্যের সুখসর্ব্বস্ব প্রেমাস্বাদনেই পর্য্যবসিত। যেখানে সেব্যবিষয়ক আন্তরিকতা পরমাত্মীয়তায় সমারূঢ়া ও পর্য্যবসিতা সেখানেই ভক্তির বিলাস সম্পূর্ণরূপেই আত্মপ্রকাশ করে। সেখানে সেবকধর্ম্মও নিরন্তররূপে প্রবাহিত ওপ্রচারিত। নিরূপাধিক আত্মীয়তা অন্তরঙ্গতাসেবাপ্রাণতা তদেকজীবিততা তদর্থে অখিলচেষ্টিততা তথা তদেকানন্যমমতাপরতা যেখানে বিদ্যমান্ সেখানেই ভক্তি মহারাণীর সাম্রাজ্যবিলাস প্রপঞ্চিত। তদীয়ভাবনাভাবিত না হিলে তদীয়প্রাণতা না প্রকাশিত হইলে প্রকৃত ভক্তি বাদ উদিত হয় না।।

কে সৎ কে অসৎ

শ্রেয়ঃপন্থী ই সৎ এবং প্রেয়ঃপন্থীই অসৎ। শ্রেয়ঃপন্থীই প্রকৃত জ্ঞানী আর প্রেয়ঃপন্থী আজ্ঞানী আযথার্থজ্ঞানী বা অন্যথা জ্ঞানী। শ্রেয়ঃপন্থী কৃষ্ণারামী আপ প্রেয়ঃপন্থী মায়ারামী মায়িকদেহাদিরামী। শ্রেয়ঃপন্থী আত্মধর্ম্মী আর প্রেয়ঃপন্থী আনাত্মধর্ম্মী, মনোধর্ম্মী। শ্রেয়ঃপন্থী একক কৃষ্ণনিষ্ঠ আর প্রেয়ঃপন্থী ব্যাভিচারী বারভজা বহুনিষ্ঠ।

শ্রেয়ঃপন্থী জগন্নাথদর্শী আর প্রেয়পন্থী জগদ্দর্শী। কেবল জগদ্দ্রষ্টা কুদার্শনিক, অসত্তম পরন্তু তত্ত্বদর্শী সুদার্শনিক, সত্তম। প্রাকৃ দেহাত্মবাদী অসৎ , অজ্ঞানীও তত্ত্বমূর্খ আর আত্মাত্মবাদীই সৎ প্রকৃত জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী। ভোগী ওত্যাগী দুইই অসৎ পরন্তু কৃষ্ণভক্তই সত্তমোত্তম।

প্রকৃত জ্ঞানও বৈরাগ্য লক্ষণ

বাস্তবসত্যধাম শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ ভজন তত্ত্বাদিতে মতিই প্রকৃত জ্ঞান লক্ষণ এবং কৃষ্ণেতর সম্বন্ধ সেবাদিতে অসৎজ্ঞানে সহজ অরুচি অনাসক্তিই প্রকৃত বৈরাগ্য লক্ষণ। তত্ত্বে মতিই জ্ঞানের স্বরূপ লক্ষণ এবং তাহাতে রাগ বৈশিষ্টই বৈরাগ্যের স্বরূপ লক্ষণ। তত্ত্বোদ্দেশ বিবেকই জ্ঞান বাচ্য, তত্ত্বানুভূতিই বিজ্ঞান বাচ্য এবং তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিতিই প্রজ্ঞান বাচ্য। তত্ত্বানুসন্ধান, তত্ত্বানুভূতি এবং তত্ত্বে অপ্রতিষ্ঠিতিই অজ্ঞান বাচ্য। তত্ত্বজ্ঞানই বৈরাগ্যবিবেক জনক,ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক তথা তত্ত্বমূর্ত্তি ভগাবানে অনুরক্তি রূপ ভক্তি বিধায়ক। ভাগবত বলেন সাধিসঙ্গতিই তত্ত্বমতি ও শরণাগতি জননী এবং শরণআগতিই ভক্তি ভগবদনুভূতি তথা কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য জননী। কৃষ্ণভক্তি ই শ্রেয়ঃসরণী, শান্তি নিকেতনী, ধর্ম্মধরণী ভবসিন্ধুতরণী অবিদ্যাজনিত যাবতীয় ক্লেশ দুর্মতি দুঃখ দারিদ্র দুর্ভাগ্য, দুর্গতি দুর্দ্দশা দৌর্জ্জন্য দৌশীল্যাদি সর্ব্বদোষমূলোৎপাটনী,সর্ব্বসদ্‌গুণসদ্ভাব বৈভব প্রসাধনী, বৈগুণ্যবৈষম্যাদি বিদ্রাবণী, মাঙ্গল্য মাধুর্য্য মর্য্যদা বিস্তারিণী স্বরূপের সৌজন্য সৌখিন্য ও শালিন্য সৌভাগ্য সংযোজনী এবং নিত্যানন্দমহোৎসব মন্দাকিনী।

সাধুসঙ্গ মহিমা

সাধু সঙ্গই প্রকৃত তত্ত্ববিবেক জনক, নিত্য কর্ত্তব্য বা সাধন প্রবৃত্তি প্রবর্ত্তক, প্রাকৃত ভোগ প্রবৃত্তি দূর্গ সম্ভেদক, বিবর্ত্তবিলাসমত্তমাতঙ্গগতি সম্মর্দ্দক, প্রারব্ধ পৈশুন্যপূর্ণ দুষ্টরাজপ্রাসাদপ্রণাশক, অপবাদ বিবাদ প্রবাদ ও প্রমাদ জনিত বিষাদরূপ নিষাদকুলের সংহারক, রজস্তমোগুণজনিত নৃশংস অধর্ম্মবংশবিধ্বংসক, সংসার সংক্রামক ব্যাধির বিক্রমবিলাসী অনর্থরাশির উপক্রম ও পরাক্রমের অঙ্কুরোদ্‌গম ক্রম বিলুম্পক, দুরন্ত কৃতান্তগতি, পাপসন্তাপ সন্ততির মূল নিকৃন্তক স্বরূপ।।

সুভাষিতানি

জিজ্ঞাসাস্বাদনাবধিঃ সংশয়ো নিশ্চয়াবধিঃ।সাধননা চ সাধ্যাবধির্বিধী রাগোদয়াবধিঃ।।

প্রার্থনা সম্প্রাপ্তাবধির্বিদ্যা ভাগবতাবধিঃ।জীবিতং মরণাবধির্নীতিঃ প্রীতিপরাবধিঃ।।

সৎসঙ্গস্য ফলং ভক্তিঃ সৎকর্ম্মণঃ ফলং সুখম্।
দুঃসঙ্গস্য ফলং দুঃখং দুস্কৃতিস্য ফলং মৃতিঃ।।
পিশুনস্য দয়া নাস্তি দুর্জ্জনস্য গুণং তথা ।

কৃপণস্য কৃপা নাস্তি মলিনস্য শুচিঃ কুতঃ।।
অভক্তোহ্যশুচির্নিত্যমভক্তঃ সদ্‌গুণোজ্ঝিতঃ।
অভক্তোঃ কৃপণো ঘৃণ্যো দুর্ভগঃ পশুবন্মৃতঃ।।
সত্যহীনো নরোহপূজ্যো দয়াহীনঃ পশুস্তথা।
তপোহীনো ব্যর্থজন্মা শুচির্হীনঃ শবঃস্মৃতঃ।।
শৈবোহমান্যস্তথা শাক্তোহদৃশ্যঃ সৌরো হ্যসঙ্গভাক্।
গাণপত্যস্ত্বসম্ভাষ্যো যতঃ পাষণ্ডিণো হি তে।।
সম্ভাষ্যপূজ্যসম্মান্যসুদৃশ্যো বৈষ্ণবো ভুবি।
সর্ব্বসাফল্য সম্পন্নো বিদ্যাতপোগুণোর্জ্জিতঃ।।গুন্টুর

--ঃ○ঃ---○ঃ○ঃ---

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌজয়তঃ
শ্রীশ্রীভগবজ্জাগরণগীতম্
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গোবিন্দ গোপিকারতিবল্লভ।
উত্তিষ্ঠ রাধিকাকান্ত স্বাগতং তে ব্রজেশ্বর।।
মুরলীবদনোত্তিষ্ঠ জাগৃহি শ্যামসুন্দর।
দর্শয় ত্বন্মুখাম্ভোজং স্বাগতং স্বস্তিরস্তু তে।।
ত্যজালস্যং রসোল্লাসিন্ সুখোপবিষ্ট চাসনে।
দর্শনাদি প্রদানেন বিষাদং নো হরাচ্যুত।।
নিকুঞ্জনাগরোত্তিষ্ঠ প্রিয়োৎসঙ্গং পরিত্যজ।
নিরাজনং করোম্যহং স্বস্তিরস্তু রমাধব।।
রাধাঙ্গসঙ্গরঙ্গেশ কুঞ্জকেলিমহোৎসব।
বর্দ্ধয় দর্শনানন্দং কল্যাণং কুরু কেশব।।

---ঃ○ঃ○ঃ---

শ্রীশ্যামমাধুরী

শ্যামের বদন মণ্ডল করে ঝলমল
শারদ চন্দ্রিমা জিনি।
অলকা তিলক শোভয়ে ললাটে
হাসিমাখা মুখ খানি।।

করে সদা ঝলমল। শ্যামের মুখ মণ্ডল। করে সদা ঝলমল।
শরৎ চন্দ্রপ্রভাজালে। করে সদা ঝলমল।।
সেজেছে ভাল। অলকা তিলকে সেজেছে ভাল।
শ্যামের সুন্দর কপোল।অলকা তিলকে সেজেছে ভাল।।
তাতে মুখে মধুর হাসি। ঢালছে সুধা রাশিরাশি।। ওকি আহা
মরি মরি রে। হাসিমাখা মুখ খানি।।

শিরেতে শোভয়ে ময়ূরেরপাখা
বামেতে হেলিয়া রহে।
চূঁড়াতে জড়িত মালতীর মালা
অলিকুল রহু তাহে।।

বামে হালে শিখিপাখা। শ্যামের শিরে যায় যে দেখা।
চূড়াতে মালতীর মালা। তাতে অলিকুলের মেলা। মধুরগানে
করছে খেলা।বাড়ায় মনে কামের জ্বালা। চূড়াতে মালতীর
মালা।।ওকি আহা মরি মরি রে।

অলিকুল রহু তাহে।।।

নব জলধর তড়িত অম্বর
বনমালা গলে দোলে।

সজনি শ্যাম নব জলধর। পরণে তাঁর পীতাম্বর।
বনমালা শোভাকর। গলে দোলে মনোহর। ওকি আহা
মরি মরি রে। বনমালা গলে দোলে।।

ফুলরেণু যত উড়ি শত শত
পড়িছে সো পাদমূলে।।

ফুলরেণু শত শত। পাদমূলে পড়ে কত। পাদরেণু
পাবে বলে। পড়ে তারা শ্যামপজতলে। ওকি আহা মরি
মরি রে। পড়িছে সো পাদমূলে।।

ত্রিভঙ্গ হম্পয়া মুরলী লম্পয়া
মধুর মধুর বায়।
সেগাণ শুনিয়া কুল তেয়াগিয়া
কুলবধূ বনে ধায়।।

ত্রিভঙ্গম কলেবরে। শ্যাম বাঁশীবায় মধুর স্বরে।। সে গানে
কে রয় গো ঘরে। কুলবধূ ধায় বনান্তরে।। কুলবধূ বনে
ধায়।।

তপন তনয়া তরঙ্গ তুলিয়া
হেলিয়া দুলিয়া চলে।।

সো শ্যাম নাগর রূপে মনোহর
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে।।

যমুনা চলে হেলে দুলে। বাঁশী শুনে তরঙ্গতুলে। দ্বিজচণ্ডীদাল বলে। ডুব শ্যাম রূপরসালে। কি করিবে কুলে শীলে। শ্যামের চরণ না ভজিলে।। তাতে জন্ম যাবে অবহেলে। তাই ডুব শ্যামের রূপ রসালে।। বলিহারি শ্যামনাগর। সে যে রূপে মনোহর। প্রেমরসে ঢরঢর। তাঁরে দেখে নয়ন ধন্য কর। চণ্ডীদাসের বচন ধর। ওকি আহা মরি মরি রে। দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে।।

শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব ও শ্রীগৌরাবির্ভাব রহস্য

অথ কাল উপাবৃত্তে দেবকীসর্ব্বদেবতা।
পুত্রান্ প্রসুষুবে চাষ্টৌ কন্যাঞ্চৈবানুবৎসরম্।।

আমরা ভাগবতে দশমে দেখিয়ে পাই শ্রীদেবকী হইতে নয়টি সন্তান জাত হয়। তন্মধ্যে প্রথম ছয়টি ষড়্গর্ভ নামে পরিচিত। তাঁহারা কংস হস্তে নিহত হন। সপ্তমগর্ভে বৈষ্ণবধাম ভগবান অনন্তদেব আবির্ভূত হন। তিনি দেবকীর গর্ভ সংস্কার করেন এবং যোগমায়া কর্ত্তৃক রোহিণীর গর্ভে নীত হন। অনন্তর অষ্টম গর্ভে ভগবান শ্রীবাসুদেব আবির্ভূত হন। আর নবম গর্ভে সুভদ্রা জাত হন।

ষড়্গর্ভের পরিচয়

দেবকীর প্রথম ছয়টি পুত্র বস্তুতঃ হিরণ্যকশিপুরের অভিশপ্ত কালনেমীর পুত্রগণ। ঘটনাটি এইরূপ--

সায়ম্ভুব মন্বন্তরে ব্রহ্মার মানস পুত্র মরীচির ঊর্ণাপত্নীর গর্ভে স্মর, উদ্গীথ, পরিষ্বঙ্গ, পতঙ্গ, ক্ষুদ্রভৃৎ ও ঘৃণি নামে ছয়টি পুত্র হয়। তাঁহারা ব্রহ্মার কন্যা গমন দর্শনে হাস্য করিলে অসুরকুলে কালনেমীর পুত্র হইয়া জাত হন। ব্রহ্মার নিকট অপরাধ হইয়াছে জানিতে পারিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য তপস্যায় বসেন। তাঁহারা হিরণ্যকশিপুকে অনাদর করায় তিনি কুপিত হইয়া তাহাদিগকে অভিশাপ দেন, তোমারা দ্বাপরান্তে দেবকীর পুত্র হইবে, তোমাদের পিতা কংশ হইবে। তোমারা তাহার হস্তে নিহত হইবে। এই অভিসাপ অনুসারে যোগমায়া কর্ত্তৃক ভগবদিচ্ছায় ঐ অভিশপ্তগণ দেবকীর গর্ভে আনীত হন। তাহারা কংস হস্তে নিহত হন।

সপ্তমগর্ভে বৈষ্ণবধাম অনন্তদেব আবির্ভূত হন। তাঁহার আবির্ভাবের কারণ দেবকীর গর্ভ সংস্কার। সজ্জাসনাদি দ্বারা গর্ভ উত্তমরূপে সংস্কৃত হইলেই উত্তমশ্লোক তাহাতেই আবির্ভূত হন। কালনেমীর অভিশপ্ত অসুরপুত্রদের অবস্থানে দেবকীর গর্ভ মালিন্য উপস্থিত হয়। একে আসুর তদুপরি অভিশপ্ত, তাহাদের সঙ্গতি দোষের কারণ ও মালিন্য লক্ষণ। অতএব এতাদৃশ দূষিত ও মলিন গর্ভে বা চিত্তে ভগবানের আবির্ভাব হইতে পারে না। তজ্জন্যই সংস্কারার্থে অনন্তের প্রবেশ। তিনি শুদ্ধসত্ত্ব দ্বারা গর্ভের শোধন ও প্রসাদন কার্য্য সম্পাদন করেন। ভাবপ্রবণ চিত্তই শুদ্ধসত্ত্ব। সুদ্ধসত্ত্বই বসুদেব তত্ত্ব। তাহাতেই বাসুদেব অধিষ্ঠিত। যেরূপ রাজকীয় পুরুষগণ রাজমঞ্চ প্রস্থুত করিলে তথায় রাজার আগমন বিহারাদি সুসম্পন্ন হয় তদ্রূপ অনন্ত কর্ত্তৃক শুদ্ধসত্ত্ব দ্বারা চিত্তের ভগবদাবির্ভাব যোগ্যতা সম্পাদিত হইলেই তথায় ভগবান আবির্ভূত হন। তজ্জন্য অষ্টমগর্ভে ভগবান বাসুদেবের আবির্ভাব হয়।

আধ্যাত্মিকপক্ষে চিত্ত হইতে চিত্তজাত কাম ক্রোধাদির দৌরাত্ম্য নিবৃত্ত হইলে চিত্ত সত্ত্বগুণে শান্ত হয়। শান্তচিত্তে ভাবোদয় হয়, ভাবযোগে ভগবানের আবির্ভাব হয়। কিন্তু কামক্রোধাদির দৌরাত্ম্য কিরূপে নিবৃত্ত হয়? একমাত্র ধর্ম্মভয় হেতু ভক্তচিত্ত হইতে কামাদি নির্গত হয়। কংস ভয়ের অবতার। ভয়াৎ কংসঃ। আয়ূর্ঘৃতম্ ন্যায়ে কংসই ভয়। যেরূপ কংস কর্ত্তৃক দেবকীর ছয়টি পুত্র নিহত হয়। তদ্রূপ ধর্ম্মভয় হইতেই সাধকের চিত্ত হইতে কামাদি বিনষ্ট হয়। কারণ যেচিত্তে কামাদির দৌরাত্ম্য থাকে তাহাতে ভগবৎস্ফূর্ত্তি ও আবির্ভাবের সম্ভাবনাই থাকিতে পারে না।

শোকামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসম্।
কথং তস্য মুকুন্দস্য স্ফূর্ত্তিসম্ভাবনা ভবেৎ।।

তাৎপর্য্যঃ- অশুদ্ধচিত্ত হইতে যে কামাদি জাত হয় তাহারা অশুদ্ধ ও ভগবদ্ভাব নাশক। তাহাদের বর্ত্তমানে ভগবানের স্ফূর্ত্তিবিলাস সিদ্ধ হয় না। পরন্তু শুদ্ধসত্ত্ব হইতে ভগবানের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কামাদিও জাত হয়। তাহারা কৃষ্ণকাম, তাহারা সঞ্চারিভাবে ভগবানের সেবানুকুল্য করে, ইহাই রহস্য।

শ্রীগৌরাবতারে যশোদা ও দেবকী স্বরূপিণী শ্রীশচীদেবী হইতে দশটি সন্তান জাত হয়। তন্মধ্যে প্রথম আটটি কন্যা জন্মিয়াই মারা যায়। নবমগর্ভে বলদেব প্রকাশ বিশ্বরূপ আবির্ভূত হন। তৎপর দশমগর্ভে ঔদার্য্যপুরুষোত্তম ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর আবির্ভূত হন। শচী জগন্নাথমিশ্র ভগবানের নিত্য সিদ্ধপার্ষদ হইলেও ভৌমলীলায় তাঁহাদের মাধ্যমে সাধন সন্দর্ভ ও ভগবদাবির্ভাব রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবদিচ্ছায় সিদ্ধদের চরিত্রে সাধকভাব প্রপঞ্চিত হয়। তত্ত্বপক্ষে ভক্ত হইতেই ভক্তিযোগে ভগবানের আবির্ভাব হয়। আধ্যাত্মিকপক্ষে শচীজগন্নাথমিশ্র বাৎসল্যরসিক ভক্ত। তাঁহাদের দাম্পত্যবিলাসে ক্রমে যথারীতি আটটি কন্যার জন্ম হয়। পূর্ব্ব কোন কারণ বশতঃ তাঁহারা জন্মিয়াই মরিয়া যায়। অপত্য বিরহে দম্পতি দুঃখিত হইলেন এবং পুত্রের জন্য নারায়ণের আরাধনা করিলেন। পূর্ব্বে যেরূপ নন্দযশোদা পুত্রের জন্য নারায়ণের আরাধনা করিয়াছিলেন। দেবকী বসুদেবও কংসের দৌরাত্ম্য

ও পুত্রদের মৃত্যুতে কাতরচিত্তে ভগবানে প্রপত্তি করেন এবং বিশেষ ভক্তিযোগের অনুষ্ঠান করেন।পূর্ব্ব প্রস্তাব অনুসারে তথা তাঁহাদের চিত্তে তখন ভগবদ্ভাব ছিল বলিয়াই ভগবান তাঁহাদের পুত্রতা স্বীকার করেন। ভগবান প্রথমে তাহাদের চিত্তে আবির্ভূত হন।পরে নরলীলা অনুসারে গর্ভে অনুমিত হন। বস্তুতঃ তিনি বসুদেরের বীর্য্যজাত বা দেবকীর গর্ভজাত নহেন। যদিও শচী জগন্নাথমিশ্র ধার্ম্মিক ছিলেন তথাপি প্রথমতঃ পুত্রার্থে তাঁহারা ভগবানের আরাধনা করেন নাই। ভগবানের আরাধনা ও প্রসন্নতা বিনা দাম্পত্যজীবন পুত্রাদিযোগে সুখের হয় না। পুত্রাদি সুখের কারণ হইলেও তাহাদের মৃত্যু আদি দুঃখের কারণ। তজ্জন্যই তাঁহাদের কন্যাদের মৃত্যু হয়। পূর্ব্বে যেরূপ নন্দরাজ পুত্রার্থে অনেক যত্ন করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে পুত্র হয় নাই। যখন তাঁহারা পুত্রার্থে নারায়ণের আরাধনা করিলেন তখনই ভগবান তাঁহাদের বাৎসল্যভাবে আকৃষ্ট হইয়া পুত্রতা স্বীকার করিলেন। আধ্যাত্মিকপক্ষে-- চিত্তে কামক্রোধাদির দৌরাত্ম্য না থাকিলেও সিদ্ধি মুক্তির বাসনাদিও ভক্তচিত্তে ভগবদাবির্ভাবের অন্তরায় হইয়া থাকে। ভুক্তি মুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ।। বিশেষতঃ প্রেমরাজ্যে ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধির প্রশ্রয় বিন্দু মাত্রও নাই। কারণ ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা যদি মনে হয়। সাধন করিলেও তবে প্রেম না জন্মায়।।

অতএব প্রেমাবতারীর আবির্ভাব ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি ভাবিত চিত্তে হয় না। তজ্জন্য পূর্ব্বে যেরূপ মৃত্যুস্বরূপ কংসহস্তে দেবকীর পুত্রগণ নিহত হয় তদ্রূপ শচীর কন্যাগণ মৃত্যুকবলে পতিত হয়। অতঃপর শচীজগন্নাথের চিত্ত সংস্কারের জন্য বলদেব প্রকাশ বিশ্বরূপের আবির্ভাব হয়। বলদেব রোহিণীর নিত্যপুত্র। তিনি কখনও কোন কারণ বশতঃ অর্থাৎ দেবকীর গর্ভসংস্কারের জন্য অংশে তাঁহাদের পুত্রতা স্বীকার করেন। তদ্রূপ বলদেবাবতার নিত্যানন্দ প্রভু একচক্রগ্রামে বসুদেব রোহিণীর স্বরূপ হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতী হইতে আবির্ভূত হন। তিনি যেরূপ দেবকীর গর্ভ সংস্কার করতঃ গর্ভস্রাব অপবাদযোগে রোহিণীর গর্ভে নীত হন। তদ্রূপ বিশ্বরূপ শচীর গর্ভ সংস্কার করতঃ সাক্ষাৎপুত্রতা স্বীকার করিয়াও পরে নিজতেজ ঈশ্বরপুরীতে নিহিত করিয়া সংসার ত্যাগ ও অন্তর্ধান করেন। সিদ্ধান্ত শাস্ত্র বলেন, ভগবান সচ্চিদানন্দ ভক্তি রসেই অবস্থানও বিরাহাদি করেন। স তু সচ্চিদানন্দ রসৈকভক্তি যোগে তিষ্ঠতি। অতএব ভক্তচিত্তে ভক্তিরসের প্রচার পসার না হওয়া পর্য্যন্ত সেখানে ভগবানের আবির্ভাব, অবস্থান, বিরাহাদি প্রতিপন্ন হইতে পারে না। পূর্ব্বে যেরূপ মাঘমাসের শুক্লপ্রতিপদ মধ্যরাত্রে ভগবান জ্যোতিরূপে নন্দযশোদা ও বসুদেবদেবকীর চিত্তে প্রবেশ করেন তদ্রূপ শ্রীরাধাভাবদ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণ মাঘমাসের শুক্লপ্রতিপদ মধ্যরাত্রে স্বপ্নযোগে প্রথমে জগন্নাথমিশ্রের চিত্তে পরে শচীর চিত্তে আবির্ভূত হন। তখন হইতেই যোগমায়া প্রভাবে শচীর গর্ভলক্ষণ প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বে যেরূপ দেবকীর গর্ভে ভগবানের আবির্ভাব হইলে দেবগণ তাঁহার স্তুতি করিয়াছিলেন তদ্রূপ শচীর গর্ভে ভগবানের আবির্ভাব হইলে দেবগণ তাঁহার পূর্ব্বাপর রূপগুণলীলাদি বিষয়ক স্তুতি করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে কৃষ্ণ অষ্টমাসিক শিশুরূপে ভাদ্রমাসে কৃষ্ণাষ্টমীতিথিতে বুধবারে রোহিণীনক্ষত্রে হর্ষণযোগে বৃষলগ্নে আবির্ভূত হন। তদ্রূপ গৌরকৃষ্ণ ত্রয়োদশ মাসিক শিশুরূপে ফাল্গুনীপূর্ণিমার সন্ধ্যায় চন্দ্রগ্রহণকালে শনিবারে সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চগ্রহযোগে আবির্ভূত হন। তৎকালে ষড়্বর্গ অষ্টবর্গ সুলক্ষণান্বিত ছিল। যদিও ভগবান কালাতীত তথাপি কালাধীন জগতে আবির্ভূত হইয়া নরলীলা অনুসারে কালধর্ম্মাদি স্বীকার করিয়াও কালাতীত মহিমায় অবস্থান করেন।

ফাল্গুনমাসে জাতকের রূপ গুণ স্বাভাবাদিও সুষ্ঠুরূপে গৌর চরিত্রে দেদীপ্যমান। শনিবারে জাতকের লক্ষণও তাহাতে বিরাজিত তথাপি তিনি অনন্যসাধারণ কালাতীত মহিমায় অধিষ্ঠিত। তিনি স্ত্রীলাম্পট্য পরিহার করতঃ রাধার ভাবমাধুর্য্যলাম্পট্য বিলাসে বিহ্বল । প্রাকৃত সংসার সুখের জন্য তাঁহার অবতার নহে পরন্তু তিনি অপ্রাকৃত সংসার অর্থাৎ রাসরসামৃত সম্ভোগের জন্যই। তিনি জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পন্ন মনুষ্যদেহের একমাত্র কর্ত্তব্য সাধনের দিক্‌প্রদর্শনের জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি শাঙ্করীয় ব্রহ্মকৈবল্য সিদ্ধির উপাশক বা আচার্য্য নহেন পরন্তু কৃষ্ণোপাসনায় রাধার অনন্যসিদ্ধ অসমোর্দ্ধ ভাবকৈবল্য সিদ্ধির অন্যতম ধন্যতম পন্যতম বরেণ্যতম আচার্য্যতম। তিনি অন্য অবতার দত্ত ধর্ম্মের আচার বিচার প্রচারক নহেন পরন্তু অনন্যদত্ত ও উন্নতোজ্জ্বল স্বভক্তিধর্ম্মেরই অভূতপূর্ব্ব আচার প্রচার ও বিচারকেন্দ্র। তাঁহার আবির্ভাব কেবল জগৎকার্য্যার্থে নহে পরন্তু নিজেপ্সিত মাধুর্য্যলিপ্সায়।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশৈবানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশো বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।।

রাধার অনন্যসিদ্ধ অসমোর্দ্ধ প্রেমবিলাস মাধুর্য্যামৃত তরঙ্গিণীর প্রবল আপ্লাবন প্রভাবে কৃষ্ণের সার্ব্বজ্ঞ্য সাম্রাজ্য ডুবিয়া যাইলে তিনি মৌগ্ধরাজের সেবাসৌজন্যে ও তদ্ভাবসিদ্ধির কৌতুকে অসময়ে আবির্ভাব লীলা করেন। তিনি সাধারণ ধর্ম্মনীতি ও বিধির শিক্ষা দানের জন্য আবির্ভূত হন নাই পরন্তু অনন্যসাধারণ প্রেমধর্ম্মনীতি ও বিধির সমীক্ষা ও মীমাংসা প্রদানের জন্যই আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি রাধিকার অসমোর্দ্ধ ভাবসেবাদর্শ আচার প্রচারের জন্যই আবির্ভূত। গৌরগোবিন্দ জাগতিক কোন সাম্প্রদায়িক ধারা প্রবর্ত্তনের জন্য আসেন নাই পরন্তু আসিয়াছেন সর্ব্বসম্প্রদায়ের দুরধিগম্য পদবী সেবধিমণি রাধিকার প্রেমসেবা সম্প্রদায়ের প্রোজ্জ্বলতম ধারা

সম্প্রসারণের জন্যই। অতএব গৌরসুন্দরের আবির্ভাবলীলা অতীব রহস্যপূর্ণ।।

--ঃঃঃঃ---

শ্রীগৌরহরির্জয়তিতরাম্

শ্রীগৌরমহিমা

নিগমবনবিহারৈঃ কিং তপঃসিদ্ধিভিঃ কিং
ব্রতযমনিয়মৈঃ কিং সাংখ্যযোগাদিভিঃ কিম্।
ধনজনপরিবারৈস্তীর্থযাত্রাদিভিঃ কিং
সুরসরিদুপকণ্ঠে ব্রহ্ম গৌরশ্চকাস্তি।।

ওরে ভাই! নিগমবনে বিহারের আর কি প্রয়োজন? তপসিদ্ধি প্রভৃতির বা কি প্রয়োজন? ব্রত যম নিয়ম পালনের বা কি প্রয়োজন? সাংখ্যযোগাদি তথা প্রাকৃত ধন জন পরিবারাদি সহ তীর্থযাত্রাদিরই বা কি প্রয়োজন? জান সর্ব্বপ্রয়োজন বিলাসী গৌরব্রহ্ম ভাগীরথী তীরে বিরাজ করিতেছেন। অর্থাৎ গৌর পদাশ্রয়ই বেদাধ্যায়ন, জপ, তপঃ,ব্রত, যম, নিয়ম, তীর্থযাত্রা, সাংখ্যযোগ ও বর্ণাশ্রমাদি পালনের সৎফল স্বরূপ।

ভাইরে ভাই! শুন মোর সত্য নিবেদন।
ব্রহ্মপারাৎপর যেই গৌর কলেবর সেই
গঙ্গাতীরে করিছে নর্ত্তন।
বেদবনে বিচরণ কর কেন জ্ঞানী জন
কেন কর জপ তপদান।
তীর্থে নাহি প্রয়োজন যোগসিদ্ধি অশোভন
পরিহর ধন পরিজন।।
ব্রতযোগ অধ্যায়ন যম নিয়মপালন
ইথে নাহি তরে কোন জন।
অন্য সকল সাধন তুচ্ছ ফল করে দান
তাতে নহে বাঞ্ছিতপূরণ।।
মায়াপুরে আগমন কর সাধু মহাজন
ধর গৌর অভয়চরণ।
এইমাত্র প্রয়োজন ইথে সফল জীবন
আর সব জান বিড়ম্বন।।
ভাইরে ভাই ! শুন সত্যসার নিবেদন।
যেই ব্রহ্ম কর ধ্যান তাঁরে দেখ মুর্ত্তিমান
তিঁহ ইহ শচীর নন্দন।।
নিরাকার নরাকার নির্গুণ সদ্‌গুণাকর
নির্ব্বিশেষ মাধুর্য্যপ্রচারী।
অরূপ শ্রীগৌররূপ অরস রসস্বরূপ
অলোচন অম্বুজলোচন।
অহস্ত প্রলম্বকর অপদ নৃত্যচতুর
অতনু অনঙ্গবিমোহন।।
অকাম পাবনোদ্দাম অনাম গৌরাঙ্গ নাম
অধাম শ্রীনবদ্বীপারামী।
পরব্রহ্ম গৌররায় ইহাতে সন্দেহ নাই
তাঁরে ভজ তিঁহ রাধাপ্রেমী।।

প্রেমাধিদেবঃ খলু প্রেমদাতা প্রেমৈকলভ্যশ্চ হি প্রেমসেব্যঃ।
প্রেমৈকনেতা ননু প্রেমধাতা গৌরস্বরূপঃ খলু প্রেমরূপঃ।।

গৌরহরিই প্রকৃত স্বরূপতঃ প্রেমের অধিষ্ঠাতৃদেবতা। তিনি বিনা প্রেম প্রাণহীন নিষ্ক্রিয়। তিনিই একমাত্র প্রেমপ্রদাতা। তিনি বিনা প্রেমদাতা জগতে সুদুর্ল্লভ। তিনি একমাত্র প্রেমভক্তিযোগেই লভ্য এবং সেব্য। প্রেম বিনা তিনি অলভ্য ও অসেব্য। তিনিই ইহলোকে প্রেমধর্ম্মের একমাত্র নেতা অভিনেতা ও প্রণেতা। তিনি প্রেমনাট্যের একমাত্র বিধাতা বিধান কর্ত্তা এবং প্রেমের অভিনব মূর্ত্তি হইয়া জগতে কৃষ্ণপ্রেমকে রূপায়িত করিয়াছেন। কারণ তিনি বিনা নিগূঢ় প্রেমকে আর কেহই রূপ দিতে পারেন না। তিনি প্রেমধর্ম্মের বিচিত্র **চিত্রকার**,**আদ্যসূত্রধার** ও প্রেমার্ণব বিহারের অপূর্ব্ব **কর্ণধার**। তিনি প্রেমপুষ্পের মাল্যহার নির্ম্মাণে ও প্রেমবৃক্ষ রোপণে অদ্ভুত **মালাকার**। নিরপেক্ষভাবে নির্ব্বিচারে সমহারে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণের অতুল্য **তুলাধার**। তিনিই সকল বিশ্বকে প্রেমালোকে আলোকিত করণে অপূর্ব্ব **প্রভাকর ভাস্কর** এবং প্রেমামৃত চন্দ্রিকা বিতরণে জগজ্জীবের তাপিত মন প্রাণ দেহাদি স্নিগ্ধ ও শীতলীকরণে অনুপম **সুধাকর**। তিনি প্রেম অলঙ্কার নির্ম্মাণের অনুত্তম **কারিগর স্বর্ণকার**। তিনিই প্রেমামৃতের আপ্লাবন দ্বারা সকল প্রকার মালিন্যাদি সর্ব্বোত্তম বিধৌতকরণের এক মনোরম **গঙ্গাধার**। তিনি প্রেমামৃতের অভিবর্ষণে অভিনব **জলধর**। তিনিই প্রেমনাট্যে সর্ব্বোত্তম **নাট্যকার**। তিনি সকল জীবজাতির অন্তরে প্রেমাধার নির্ম্মাণের ধন্যতম **কুম্ভকার**। তিনি প্রেমামৃত প্রাশন ও প্রসাদন শিক্ষার এক বরেণ্যতম **আচার্য্যবর**। গৌকহরি অপর্ব্ব প্রেমনগরীর প্রদুর্ভাবনের এক অভিনব প্রধান **সৌধকার**।তিনি দিকে দিকে গ্রামে গঞ্জে নগরে নগরে প্রেমহট্ট মন্দির সংস্থাপনের এক অনর্ঘ্য **পূর্ত্তকার**। তিনি কৃষ্ণপ্রেম যজ্ঞের এক অন্যতম **পুরোহিতবর**। ধরণীর বুকে দুঃখীজীবের সুখ বিচরণে গোলোক নিগমনে প্রশস্ত প্রেমমার্গ প্রসারণে তিনি অপূর্ব্ব **সুহৃদ্বর**।তিনিই প্রেসূত্রকার রূপে নিঃস্ব জীবের জীবিকা সর্ব্বস্ব প্রদাতা। তিনিই নিরুপম প্রেমময়, প্রেমাকার, প্রেমাধার, প্রেম বিকার বিভূষণ, প্রেমকেলি রসায়ন ও প্রেমধাম সনাতন।।

দানেঽনন্যং মানেঽনন্যং গানেঽনন্যং পানেঽনন্যম্।

তরণেঽনন্যং দরণেঽনন্যং বন্দে গৌরং চরিতেঽনন্যম্।। অমি গৌর হরিকে বন্দনা করি। তিনি দান কার্যে অনন্য অর্থাৎ অদ্বিতীয়। কারণ তাঁহার তুল্য দাতা জগতে দ্বিতীয় কেহই নাই, হইবারও নহে। তিনি সম্মানে অনন্য অর্থাৎ অদ্বিতীয়। তাঁহার সমান মানী ঈশ্বর আর কে আছেন? তিনি রাধাগোবিন্দের কেলি গানে অনন্য অর্থাৎ অদ্বিতীয়। কারণ তাঁহার সমান আর কেহই গান করিতে পারেন নাই। গৌরহরি রাধাকৃষ্ণের মনোরম লীলামৃত পানে অনন্য অর্থাৎ অদ্বিতীয়। তাঁহার সমান লীলামৃতপান আর কেহই করেন নাই। তারণ কর্ম্মেও তিনি অনন্য অর্থাৎ তাঁহার তুল্য পতিতপাবন আর দ্বিতীয় কেহই নাই। তিনি নির্ব্বিচারে দীন হীন পতিত পাপী তাপী দুঃস্থ দুঃখী দরিদ্রাদির উদ্ধারণে অনন্য অদ্বিতীয়। তাঁহার তুল্য প্রভাবী ও প্রতাপী সুহৃৎ আর কেহই নাই। বাহু তুলি হরি বলি প্রেমদৃষ্টে চায়। করিয়া কলুষ নাশ প্রেমেতে ডুবায়।। অনুপম অনুত্তম আদর্শবান রসিক চরিত্রে তিনিই অনন্য অদ্বিতীয়। কারণ তাঁহার তুল্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শরসিক আর কেহই নাই। তিনি বাস্তবিকই অসমোর্দ্ধ রসিকতার একমাত্র সমাশ্রয়। তিনিই রসিকতার নিদান ও বিধান কর্ত্তা। তাঁহার রসিকতার সন্নিধানে ও অবদানে আছে অনন্য সাধারণ ভাবের প্রভাব ও বৈভব। অতএব সর্ব্বতোভাবেই গৌরসুন্দর অনন্য চরিতামৃতের সমাশ্রয়।

অনুপম গৌরকিশোর।
অনুপম অদ্ভুত রসগুণ সম্ভৃত
অনুপম ভাববিভোর।।
অনুপম সুন্দর কান্তি পুরন্দর
অনুপম প্রেমবিচারী।
অনুপম পাবন চরিত নিকেতন
অনুপম দানবিহারী।।
অনুপম মদন কদন ললিতানন
অনুপম নৃত্যবিলাস।
অনুপম ভাষণ হাস রসায়ন
মুগধল গোবিন্দদাস।।

---ঃঃঃঃ---

শ্রীপাদ মাধ্বাচার্য্যকে গোপীনিন্দক বলিয়া অপবাদকারীর প্রতিকার পদ্যাবলী

অনাড়িব্যাকরণীয়া তর্ক করে শাস্ত্র লৈঞা
মহাজনে দোষ দিয়া নব মত করয়ে প্রচার।।১
অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী মহাজনে দোষ ধরি
মরে অপরাধে পুড়ি কোন কালে গতি নাহি তাঁর।।২
মাধ্বাচার্য্য বিষ্ণুপাদ ভক্তিপর তাঁর বাদ
তাতে দোষ অপবাদ ধ্বংস করে প্রেমের অঙ্কুর।।৩
না বুঝিয়া বিজ্ঞবাণী তর্ক করে শুষ্কজ্ঞানী
শেষে যায় যমধানী ক্লেশ পায় জন্মজন্মান্তর।।৪
সত্যসার পদে রত সত্যকাম বেশ্যাসুত
একথা যে নিন্দাগত নাহি বলে মহান্ত প্রবর।।৫
সূর্ণনখা কুব্জা হলো ভাগ্যবলে কৃষ্ণ পেলো
একথা কি দুষ্ট হলো ভাবি দেখ পণ্ডিত কুমার।।৬
স্বর্গাপ্সরা ভাগ্যোদয়ে বিষ্ণুরূপে মুগ্ধ হয়ে
ব্রজে গোপী জন্ম লয়ে আস্বাদিল কৃষ্ণপ্রেমপুর।।৭
একথা কি দোষের বলে কোন বিজ্ঞ কোন কালে
কিন্তু তর্ক হলাহলে সর্ব্বনাশ হবে যে তোমার।।৮
জগদ্‌গুরু মাধ্বাচার্য্য বিষ্ণুভক্ত্যে ধীরবর্য্য
ব্যাসকৃপা শক্তি আর্য্য সর্ব্বশাস্ত্র বিদ্যাবিদাম্বর।।৯
অদ্বৈতবাদ খণ্ডিয়া দ্বৈতবাদ প্রচারিয়া
সত্যধর্ম্ম সংস্থাপিয়া জগদ্বন্দ্য হৈল গুরুবর।।১০
সত্যে যে অসত্যজ্ঞান এতমো গুণ লক্ষণ
ইথে নাহি প্রয়োজন মিথ্যা তব শাস্ত্রের বিচার।।১১
মহাজনে দোষদৃষ্টি সাম্বর্ত্তক মহাবৃষ্টি
ধ্বংস করে ভক্তি কৃষ্টি কৃষ্ণপ্রেম সুদুর্ল্লভ তার।।১২
স্পষ্ট করি বলে বেদ গোপীতে যে আছে ভেদ
তাতে কেন কর খেদ অনর্থক তোমার বিচার।।১৩
মূল না মানিবে যবে শাখা সত্ব কোথা রবে
প্রাণহীন হবে তবে শবতুল্য অদৃশ্য সবার।।১৪
পণ্ডিতাভিমানে ভাই দোষি মহাজন পায়
অপরাধে হৈলে ছাই কাকতীর্থে স্থান যে তোমার।।১৫
নিন্দা মান তাঁর যে কথা শাস্ত্রীয় তাহা সর্ব্বথা
শ্রীজীবপাদ অন্যথা খণ্ডিত সে মত অনিবার।।১৬
গুরূপরি গুরুগিরি এযে তব বাড়াবাড়ি
অধঃপাত তাড়াতাড়ি হবে তব নাহি প্রতিকার।।১৭
যে মহান্তে নিন্দামতি সে পায় বান্তাশীগতি
অথবা বিধবা পতি হয় নিন্দ্য তৃণতুল্য ছার।।১৮
নিজভ্রমে অপরাধে মুক্ত অপি নিরবাধে
ডুবে সংসার অগাধে ষট্‌তরঙ্গে ভোগে নিরন্তর।।১৯
যদি চাও নিজ হিত কৃষ্ণভক্তি সমীহিত
মাধ্বপদে হও নত তাঁর দাস্যে যাবে ক্লেশভার।।২০

---ঃ০ঃ০ঃ----

হরিভজনের প্রয়োজনীয়তা

শ্রীল ভক্তিসর্ব্বস্ব গোবিন্দ মহারাজ

প্রয়োজন বোধেই মানব নানা প্রকার ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। যার প্রয়োজন বোধ নাই তার ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকতে পারে না। যাহা থাকে তা গতানুগতিক প্রথায় জানিতে হইবে। রোগমুক্তির জন্য চিকিৎসকের সেবা, বিদ্যার জন্য বিদ্বানের সেবা প্রয়োজন হয় তথা কি প্রয়োজনে হরিভজনীয় তাহা সাধারণ জীবের একটি নৈসর্গিক প্রশ্ন। আগেই ফলের বিচার তারপর বৃক্ষের সেবার বিচার। ফলের উৎকর্ষে বৃক্ষের উৎকর্ষ, ফলের অনুৎকর্ষ বৃক্ষের অনুৎকর্ষ চির প্রসিদ্ধ ব্যাপার। তাই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু যুগধর্ম্ম হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য প্রথমেই নামের মহত্ব কীর্ত্তন করেছেন। বদ্ধজীব হরিভজনের প্রয়োজনীয়তা না জানিলেও তাতে অপরিহার্য্য ভাব বর্ত্তমান।

▶বদ্ধভূমিকা থেকে মুক্ত ভূমিকায় পৌঁছাইতে হরি ভজনের অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা বর্ত্তমান।

জীবকৃষ্ণের নিত্যদাস সেই কৃষ্ণকে ভুলে যাওয়া তার মায়াবদ্ধ ভাব উদিত হয়। মায়া বদ্ধ ভাবে জীবের পক্ষে বড়ই ক্লেশাবহ। এই ক্লেশের হাত থেকে মুক্তিলাভের অন্য উপায়ান্তর নাই হরি ভজন বিনা। পুরাকালে নারদঋষি হরিভজন করতঃ মুক্ত ভূমিকায় উপনীত হন।

▶অবিদ্যা মুক্তির জন্যও হরিভজন প্রয়োজন। বিদ্যার বিপরীত ভাবই অবিদ্যা-বিদ্যায় মুক্তি আর অবিদ্যায় বন্ধন হয়। অসত্যে সত্যজ্ঞান অধর্ম্মে ধর্ম্মজ্ঞানই অবিদ্যা অতএব অবিদ্যা জীবের পক্ষে শত্রু স্বরূপা, প্রতারক-প্রবঞ্চক- স্বরূপা। প্রতারণা প্রবঞ্চনা ভূরি দুঃখপ্রদই বটে। জলবোধে মরীচিকার প্রতি ধাবনে পরিশ্রমই সার হয় তৃষ্ণা মিটে না বরং তৃষ্ণা বর্দ্ধিত হয়। অবিদ্যা ত্রিতাপের জন্মভূমি তাই এই অবিদ্যা থেকে মুক্তির জন্য হরিভজন প্রয়োজন। কোন দেবদেবীই এ অবিদ্যা থেকে জীবকে মুক্ত করতে পারে না। তারাও

অবিদ্যামুক্তির জন্য হরিকে ভজন করেন। **ভগবান্ তবাস্মি ছায়াং স বিদ্যামথ আশ্রয়েন।** প্রচীন বর্হিনারদের উপদেশক্রমে হরিভজনে অবিদ্যা থেকে মুক্ত হন।

তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ।।

▶কালের কবল হইতে মুক্তিজন্য হরিভজন প্রয়োজন। জীব যখনই কৃষ্ণবিস্মৃত হয় তখনই সে মায়া গর্ত্তে পতিত হয় সঙ্গে সঙ্গে সে কালের অধীন হয়। কালচক্রে সে নানা যোনি ভ্রমণ করে। কালবশে সে নানাপ্রকার সুখদুঃখের সম্মুখীন হয়।কালচক্রে যে সুখ তাহা দুঃখের রঙ্গমঞ্চ স্বরূপ। কালে প্রিয়-অপ্রিয়ে সুখ-দুঃখে পরিণত হয়। অতএব কালবশ্যতা জীবের পক্ষে দুঃখকরই বটে কিন্তু তার হাত থেকে মুক্ত হতে হলে চাই হরিভজন। হরিভজন বিনা কেহই বা কোন সাধনই তাকে মুক্ত করতে পারে না। **জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে।** জন্মদাতা পিতামাতা ডাক্তারাদি সকলই কাল বশ তারা অপর কালবশকে মুক্ত করতে পারে না। তেমনই কাল বশ দেবগণ। তাদের ভজন কখনই কাল মুক্তির কারণ হতে পারে না। ভগবান্ কপিল দেব বলেন-

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তিরূপে নঙ্ক্ষ্যন্তি
নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা
গুরুঃ সুহৃদো দৈব মিষ্টম্।ভাঃ৩/২৫/৩৮

হে শান্তারূপে মাতঃ! আমিই যাদের প্রিয়, আত্মা, পুত্র, সখা, গুরু, সুহৃদ ও ইষ্ট দেবতা স্বরূপ মনে করি তারা কখনই কালাধীন হয় না।

অতএব কাল মুক্তির জন্য হরিভজন প্রয়োজন। খট্টাঙ্গরাজা হরি ভজন করতঃ কালের হাত থেকে মুক্ত হয়ে পরমপদে গমন করেন।

▶ঋণ মুক্তির জন্য হরিভজন অত্যাবশ্যক। মানব জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই পিতা মাতা দেব, ঋষি আত্মীয়জন ও অন্যান্য প্রাণীদের কাছে ঋণী হয়। ঐ ঋণ শোধ করতে তাকে তাদের দাসত্ব করতে হয়। একের দাসত্ব করতে গিয়ে অন্যের ঋণ বাড়তে থাকে। যুগপৎ সে সকলের দাস্য করিতে পারে না। একের দাস্য করতে করতে মৃত্যু হলে পরজন্মে অন্যের ঋণ শোধ করিতে গিয়া আরও পাঁচ জনের নিকট ঋণী হয় এই ভাবে যে জন্মজন্মান্তর কেবল ঋণীই হইতে থাকে তার ঋণ শোধ হয় না। ঋণী ব্যক্তি বড়ই দুঃখী। ঋণী ব্যক্তি দণ্ডনীয়ও বটে। ঋণী ব্যক্তি প্রতি পদেই অপদস্থ হইতে থাকে। পিতা- মাতা, দেব, ঋষীগণ কেহই তাকে তাদের ঋণ থেকে মুক্তি দিতে পারেন না। কিন্তু ভাগবতে বলেন যাঁরা সর্ব্বান্ত করণে মুকুন্দের চরণে শরণাপন্ন তাঁদের পিতৃমাতৃ, দেব, ঋষি, ভূত, আত্মঋণ থাকে না। কারণ হরিভজন প্রভাবে ঐ সমস্ত ঋণ শোধিত হয়।পুত্রোৎপাদনে বেদপঠনে যজ্ঞ করণে প্রাণীদের প্রতি অভয় দানে ঋণ সম্পূর্ণ মুক্ত হয় না। কিন্তু হরিভজনে পিতামাতা, দেব, ঋষি, ভূতাদি সকলেরই ঋণ মুক্ত হয় তার সম্বন্ধে আর ঋণের প্রশ্নই থাকে না।

গোপীনাথ পট্টনায়ক হরিভজন প্রভাবে রাজ ঋণ থেকে মুক্ত হন।

ভগবান্ রামচন্দ্র জৈনিক ভক্তের ঋণ নিজেই শোধ করেন। যেমন জ্বর মুক্ত হলে মাথাধরা, জীহ্বাদোষ, পেটেরদোষ, মনের অশান্ত কেটে যায়। সেই প্রকার হরিভজনে ঋণমুক্ত তো হয়ই তৎ সঙ্গে সঙ্গে ত্রিতাপ মুক্ত হইয়া পরম শান্তি লাভ করে।।

---ললল---

গুরুপ্রণালী ও সিদ্ধ প্রণালী

শ্রীল ভক্তিসর্ব্বস্বগোবিন্দ মহারাজ

আদৌ গুরুপ্রণালী। গুরুপ্রণালীর নামান্তর গুরু পরম্পরা পদ্ধতি। গুরু পরম্পরার প্রয়োজনীয়তা কি? গুরু পারম্পর্য্যে ভগবদনুগ্রহ স্বরূপ তদীয় উপাসনার দিব্যজ্ঞানময় মন্ত্র ও তদীয় সদাচার প্রাপ্তি হয়। তাদৃশ ভগবদাশ্রিতাশ্রয়ের পরমার্থ সিদ্ধি প্রসিদ্ধা। মন্ত্রগ্রন্থেও পাওয়া যায় কিন্তু গুর্ব্বাশ্রয়ের অপ্রয়োজনীয়তা বোধে গুর্ব্বাজ্ঞা হেতু সেই মন্ত্রোপাসনায় সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। গুর্ব্বানুগত্যেই সদাচার। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভাগ্যবানে। অতএব কৃষ্ণকৃপালিপ্সুদের গুর্ব্বানুগত্য বা কৃপা ও আনুগত্য একান্ত কর্ত্তব্য। সমুদ্রাভিমুখী গঙ্গাধারার ন্যায় গুরুপারম্পর্য্যে মন্ত্র সদাচার ধারা প্রবাহমান।

তাই শ্রীল নরোত্তম গাহিয়াছেন

আশ্রয় লৈয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে
আর সব মরে অকারণ।

আর ভক্তোত্তম বিচারে কৃষ্ণের শ্রীমুখ বাণী, যাহারা আশ্রয় ভক্ত প্রকৃত পক্ষে তাহারা আমার ভক্ত নহে কিন্তু যাহারা আমার ভক্তের ভক্ত তাহারাই আমার ভক্তোত্তম। গুরুদেব মুকুন্দপ্রেষ্ঠ। তাহার আশ্রিতের প্রতিও ভগবদনুগ্রহ স্বতঃসিদ্ধ। অতএব তাদৃশ ভক্তোত্তম গুরু তথা গুরুপারম্পর্য্য অবশ্যই স্বীকর্ত্তব্য পরমার্থলিপ্সুদের। দাম্ভিকের পূজা কৃষ্ণপ্রীতি হেতু নয়। কে দাম্ভিক? যিনি অহঙ্কার মত্ত আত্মম্ভরিতা যুক্ত ও মহাজনানুগত্য মুক্ত স্বেচ্ছাচারীই দাম্ভিক। পরিবর্ত্তনশীল জগতের আগতভক্তগণও ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু পূর্ব্বোদ্দিষ্ট বিষয়ের অনুশীলনে জন্মান্তরবাদ হইতে পারম্পর্য্য বাদ সিদ্ধ হয়। নিত্যধামের ন্যায় ভক্তোত্তমের নিত্যস্থিতি হইলেও সার্ব্বদেশিকতা ভাব থাকিলে বহু গুরুর বা পারম্পর্য্যের প্রয়োজন বিকশিত না। যেমন পাওয়ার হাউজ থেকে বিদ্যুৎ বিভিন্ন ষ্ট্যাণ্ডের মাধ্যমে স্বস্বভবনে উপনীত হয়। যাহারা পাওয়ার হাউসের সন্নিধ্যে তাহাদের কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না কিন্তু যাহারা দূরে অবস্থিত তাহাদের বিদ্যুৎ প্রাপ্তি নিকটস্থ কোন ষ্ট্যাণ্ড হইতেই সম্পন্ন হয়। তেমন পরমার্থ রাজ্যে ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাদ্ভগবদনুগ্রহ প্রাপ্ত। তাহা হইতে পারম্পর্য্যে কৃষ্ণানুগ্রহ শাখাপ্রশাখা সূত্রে জগতে প্রকাশিত। যাহারা কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার করেন নাই কৃষ্ণ হইতে অনেক দূরে অবস্থিত তাহাদের কিন্তু গুরু পারম্পর্য্যে গুর্ব্বানুগত্যেই কৃষ্ণানুগ্রহ লাভ হয়। কোন নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ ও ভজনসিদ্ধ গুরু হইতেও পারম্পর্য্য রীতি ও নীতি সিদ্ধ হয়। স্পর্শমণির ন্যায়গুর্ব্বানুগত্য পরমার্থ সিদ্ধি স্বরূপ দান করে। আবার সিদ্ধসম্প্রদায় হইতে মন্ত্র প্রাপ্তি হইলেও সাধন ও কৃপা ক্রমে মন্ত্র সিদ্ধ না হইলেও কেবল মন্ত্র প্রাপ্তি ক্রমে তাহা হইতে পারম্পর্য্যধারা প্রবাহিত হয় না। কারণ মন্ত্র সিদ্ধেরই মন্ত্র কোন ষ্ট্যাণ্ড হইতেই সম্পন্ন হয়। তেমন পরমার্থ রাজ্যে ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাদ্ভগবদনুগ্রহ প্রাপ্ত। তাহা হইতে পারম্পর্য্যে কৃষ্ণানুগ্রহ শাখাপ্রশাখা সূত্রে জগতে প্রকাশিত। যাহারা কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার করেন নাই কৃষ্ণ হইতে অনেক দূরে অবস্থিত তাহাদের কিন্তু গুরু পারম্পর্য্যে গুর্ব্বানুগত্যেই কৃষ্ণানুগ্রহ লাভ হয়। কোন নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ ও ভজনসিদ্ধ গুরু হইতেও পারম্পর্য্য রীতি ও নীতি সিদ্ধ হয়। স্পর্শমণির ন্যায়গুর্ব্বানুগত্য পরমার্থ সিদ্ধি স্বরূপ দান করে। আবার সিদ্ধসম্প্রদায় হইতে মন্ত্র প্রাপ্তি হইলেও সাধন ও কৃপা ক্রমে মন্ত্র সিদ্ধ না হইলেও কেবল মন্ত্র প্রাপ্তি ক্রমে তাহা হইতে পারম্পর্য্যধারা প্রবাহিত হয় না। কারণ মন্ত্র সিদ্ধেরই মন্ত্র সক্রিয় কিন্তু অমন্ত্রসিদ্ধের মন্ত্রযথার্থ ক্রিয়া রহিতই। সুতরাং সৎ বা সিদ্ধ সম্প্রদায়ের মন্ত্র প্রাপ্ত বলিয়া অভিমান পারম্পর্য্যে প্রকৃত প্রাপ্তদায়কভাবধারা লক্ষিত ও প্রবাহিত হয় না। তাহা বিষহীন সর্পের ন্যায় মানবের ভয় উৎপানই করে, কিন্তু ভক্তিসাধন করে না। এক কথায় যথা অন্ধের অন্যের পথ প্রদর্শন প্রচেষ্টা হাস্যাষ্পদ মাত্র তথা অসিদ্ধের সিদ্ধপ্রণালী দানও অজ্ঞতামাত্র। তাহা শাস্ত্র প্রসিদ্ধ নহে। আজকাল যে বংশপারম্পর্য্য গুরু পরম্পরা চলিতেছে তাহাতে পারম্পর্য্যভাব সর্ব্বত্র রক্ষিত হয় নাই। ইহা লৌকিক প্রথায় পরিণত হইয়াছেন তাহাদের অচ্যুতগোত্র স্বীকৃতি নাই। অচ্যুত গোত্রই পরমার্থিকগোত্র। তাহা বংশ পরম্পরা নহে। বংশপরম্পরায় যে গোত্র, তাহা প্রাকৃত অতএব চ্যুত। তাহাতে রক্তের ধারা থাকিলেও ভাবধারা সর্ব্বত্র নাই। পরমার্থ বিচারে যেমন লৌকিকী বা কৌলিকী শ্রদ্ধা অপেক্ষা শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাই প্রাধান্য। তাহা হইতেই ক্রমবিকাশে প্রেম প্রয়োজন সিদ্ধ হয় তথা পরমার্থ চ্যুত গোত্র ভাবে ব্রাহ্মণতা পর্য্যন্ত সিদ্ধ হয়। কিন্তু বৈষ্ণবতা সিদ্ধির জন্য দক্ষ বিধানে অচ্যুত গোত্রতা আবশ্যকীয়। কারণ শাস্ত্রের উপদেশ **স্বপাকমিব নেক্ষেত প্রেমবৈষ্ণবম্।** অর্থাৎ অবৈষ্ণব বিপ্রতে চণ্ডালের ন্যায় অদৃশ্য ও অস্পৃষ্ট্য। যাহারা বৈষ্ণবীয় দীক্ষা লাভ করিয়াও ব্রাহ্মণাভিমান ও তদ্‌গোত্রাভিমান্ মুগ্ধ তাহাদের নিয়মাগ্রহ দোষে ভক্তি বিনষ্ট হয়। **নাদেব দেবমার্চ্চয়েৎ** বিধানে শ্রীমন্মহাপ্রভু কথিত **নাহং বিপ্র** শ্লোকে কোন বর্ণাশ্রমীয় ভাব স্বীকৃত হয় নাই। গোপীভক্তি দাসানুদাস ভাবে শুদ্ধবৈষ্ণবতাময় অচ্যুত গোত্রত্ব প্রকাশিত। অতএব দীক্ষা অচ্যুত বর্ণাভিমান ক্রমে ভূতশুদ্ধির অভাবে শুদ্ধ পারমার্থ পথ নিশ্চয়ই অবরুদ্ধ হয়। তদ্ব্যতীত জগদ্দৃষ্টান্তেও বংশ পারম্পার্য্যে পরমার্থ ভাব সর্ব্বতো সিদ্ধ হয় নাই। যথা কশ্যপপুত্র ব্রাহ্মণ হিরণ্যকশিপু অসুর তৎপুত্র প্রহ্লাদ বৈষ্ণব তৎপুত্র বিরোচন অবৈষ্ণব তৎপুত্র বলি বৈষ্ণব। তবে জীবিকার্থে ব্যবসার্থোক্তিতে বংশ পারম্পর্য্য লৌকিক ভাব বর্ত্তমান কিন্তু পারমার্থিক ভাব স্বতঃ পুষ্ট হয়। তাহা কাল প্রভাবে নানা কদাচার ও অনাচার বা ব্যভিচার দুষ্ট ও নানা গ্লানিযুক্ত। বংশ পারম্পর্য্যে গৃহস্থ গুরুগণের ভাগবতোক্তি গুরুলক্ষণ প্রমাণ স্বরূপে উপসমাশ্রয় ভাবের নূনাধিক অভাবই দৃষ্ট হয়। কোথায় শিষ্যকে সমুপেত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবে, না তাহা করিবার পরিবর্ত্তে গুরুর স্ত্রীসঙ্গে সংসারে প্রবেশ। নিত্যসিদ্ধ পার্ষদের সঙ্গে সাধকদের সাম্যতাভিমান অপরাধ মূলক। তাহাতে পরমার্থ সিদ্ধ হয় না। শুক্রাচার্য্যের ন্যায় তাহাদের গুরুকার্য্য লৌকিকীমাত্র। কিন্তু যাঁহারা প্রাকৃত বংশাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈষ্ণব দীক্ষাক্রমে অচ্যুত গোত্র স্বীকারে যথার্থ সদাচার। বৈষ্ণবোত্তমের গুরুকার্য্য শাস্ত্র সঙ্গত। তদ্ব্যতীত **গুরুর্ণ সস্যাৎ** সূত্রানুসারে শ্রীজীব গোস্বামিপাদানুশাসনে তাহা কৌলিক গুরুত্যাগে পারমার্থিক গুর্ব্বাশ্রয়ই কর্ত্তব্য। জীব তাদৃশ মায়াবদ্ধ অতএব স্বাতন্ত্রতা বর্জ্জিত। গুরু কর্ণধার জীব পারার্থী। সকলেই সাঁতার জানে না বা সকলেই নাবিক নহে। **সাঁতার দিতে গেলে প্রাণ যায়, পার পায় না।** অতএব কর্ণধারের আনুগত্য আবশ্যক। আবার যিনি সুনিপুণ নাবিক নহেন তদ্দ্বারা পার গমনেও ভরসা নাই। মাঝপথে নৌকা ডুবিতে গুরুশিষ্যের উভয়ের সঙ্কট ক্রমে পার গমন সম্বন্ধে প্রাণান্ত হয়। অর্থাৎ যথার্থ লক্ষণান্বিত গুরু না হইলে সাজা গুর্ব্বানুগত্যে সংসার মুক্তি ও কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না। যেমন মরীচিকা তৃষ্ণা মিটাইতে পারে না তেমন তাদৃশ **মেকীগুরুও** সংসার তৃষ্ণা খণ্ডাইতে পারে না। যেমন অজাগলস্তন দুগ্ধ দান করিতে পারে না।

যেমন বন্ধা নারী সন্তান দেয় না তেমন মেকীগুরুও পরমার্থ প্রেমভক্তি দান করিতে পারে না। পরন্তু সঙ্গদোষ এড়ান দায়। সংসার ভোগই কি শাস্ত্রের তাৎপর্য্য? না! নিবৃত্তস্থ মহাফলা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেন প্রকৃতিমার্গ উৎপথ এবং নিবৃত্তি মার্গ সৎপথ। অতএব যাঁহারা প্রবৃত্তিমার্গগামী তাহাদের দ্বারা নিবৃত্তিমার্গ অর্থাৎ সৎপথ প্রদর্শিত ও আশ্রিত হইতে পারে না। চৈতন্য বহির্ম্মুখ অদ্বৈত সন্তানদের পারম্পরাগ্রাহী তাই চৈতন্য চরিতামৃত সিদ্ধ। ভগবৎসন্তান নরকাসুরের কৃষ্ণহস্তেই বিনাশ ভাগবতে প্রসিদ্ধ। অঙ্গ হইলেও পক্ষাঘাত তেজাক্রান্ত অঙ্গের

মন্ত্রধারা ওভাবধারা

গঙ্গাধারার ন্যায় মন্ত্রধারা শ্রীভগবান হইতে মূলতঃ প্রবাহমান। গঙ্গার ধারা যেরূপ কোথাও বিশেষ প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত তদ্রূপ মন্ত্রধারাও কোথাও বিশেষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই বিশেষত্বই প্রাধান্য প্রাপ্ত। ভাগবত মতে বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারায়ণ হইতে তথা ব্রহ্মসংহিতা মতে গোলোকনাত শ্রীকৃষ্ণ হইতে জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা যে মন্ত্র প্রাপ্ত হইোয়ছিলেন,সেি মন্ত্রধারা ক্রমে শ্রীনারদ,শ্রীবেদব্যাস, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রী অক্ষোভ্যতীর্থ,শ্রী জয়তীর্থ,শ্রী জ্ঞানসিন্ধুতীর্থ,শ্রীমহানিধিতীর্থ, শ্রীবিদ্য৩নিধিতীর্থ, শ্রীরাজেন্দ্র তীর্থ, শ্রীজয়ধর্ম্মমুনি, শ্রীপুরুষোত্তমতীর্থ,শ্রীব্যাসতীর্থ, শ্রীলক্ষ্মীপতিতীর্থ, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীঈস্বরপুরী, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু। অপরদিকে মাধবেন্দ্রপুরী হইতে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রী কৃষ্ণমিশ্র, শ্রীদোল গোবিন্দমিশ্র, শ্রীগোপীনাথ গোস্বামী, শ্রী রাধাগোবিন্দ গোস্বামী, শ্রী কেশব গোস্বামী, শ্রীশুকদেব গোস্বামী, শ্রী রাধারমণ গোস্বামী, শ্রীনিমাইচাঁদ গোস্বামী, শ্রী গৈরকিশোরদাস বা৩বাজী ,শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস(শ্রী ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ও তচ্ছিষ্যপ্রশিষ্যগণে প্রবাহমান। তজ্জন্য এই মন্ত্র ধারাবাহিক সম্প্রদায়ের নাম শ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয় সারস্বত সম্প্রদায়।

অষ্টাদশাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্রই এই সম্প্রদায়ের মূলমন্ত্র। এতদ্ব্যতীত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে গৌর মন্ত্রাদিরও পপ্রচলিত। ব্রহ্মা হইতে সারস্বতগণ পর্যন্ত মূলমন্ত্র ধারা যথাযথথাকিলেও গৌর সুন্দর হইতে ভাবধারা প্রবর্ত্তিত ওপরিবর্দ্ধিত হইয়াওছে। গৌড়ীয়গণ নানা পরিবার ভুক্ত হইলেও সকলেই গৌরকৃপামূর্ত্তি শ্রীরূপগোস্বামিপাদ প্রদর্শিত রাগানুগ ভজন প্রত্যাশী। রাগানুগ ভজনকারীদের মধ্যে অধিকাংশই তত্ত্বদোষ বা সঙ্গদোষ অথবা শিক্ষাদোষে অপভাববিদ্ধ। তাহারাই গৌড়ীয় নামে প্রসিদ্ধ তেরটি অপসমপ্রদায়ী। গৌড়ীয় বলিয়া অভিমান করিলেও ইহাদের আচার বিচারে শুদ্ধ রাগানুগভাবধারা নাই। ইহা আশ্চর্য্যজনক নহে। কারণ কালে কালে ধর্ম্মের গ্লাণি উৎপন্ন হয় এবং মৌলিকধর্ম্ম আচরণের অভাবে অন্তর্ধান করে। একইকৃষকের প্রয়ত্নে একই ক্ষেত্রে উৎপন্ন বক্ষদের ফলের মধ্যে যে রসভেদ দৃষ্ট হয় তাহা স্বস্বসত্ত্বানুরূপই বটে। সত্ত্বাভেদে ভাবভেদ। বীর্য্যদোষ না থাকিলেও কশ্যপের পুত্রদের মধ্যে ভাবভেদ সত্ত্বাগত। অতএব একই মন্ত্রোপাসকদের মধ্যে ভাবভেদ স্বাভাবিক।

যাহারা শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের মতের যথাযথ আনুগত্য পরায়ণতাহাদের সংখ্যা বিরল। মন্ত্রধারা সহিত ভাবধার ঐক্য বাঞ্ছনীয় হইলেো ঐক্য সর্ব্বত্র নাই ইহা ধ্রুব সিদ্ধান্ত। যাহাদের মধ্যে বিশুদ্ধ রূপানুগত্য মূর্ত্তিমান শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ধঠাকুর সেই সকল রূপানুগ মহাজনদের নিত্য আনুগত্য পরায়ণ। বাস্তবিক রূপানুগগণই শুদ্ধ গৌড়ীয় ইহা অত্যুক্তি নহে। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদ, শ্রীলজীব গোস্বামিপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামিপাদ শ্রীল নরো ত্তমঠাকুর,শ্রীল বিশ্বনাথপাদ,শ্রীল বলদেল বিদ্যাভূষণপাদ,শ্রীলজগন্নাথদাসবাবাজী ,শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর,শ্রীল গৌর কিশোরদাস বাবাজী ও শ্রীস ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীপাদ প্রভৃতি রূপনাুগ মহাজন। প্রকৃত রূপানুগজনই প্রকৃত রাগানুগ ভজনাধিকারী এবং গৌরপ্রিয়জন।যদি প্রশ্ন হয়, রূপগোস্বামিপাদের ন্যা অন্য গৌকপার্ষদের আনুগত্য পরায়ণ কি গৌর ভক্তি পা রাগানুগ ভজনাওধিকারী নহেন/ হাঁ তাঁহারাও গৌরভক্ত ও রাগানুগ হিতে পারেন সত্য কিন্তু রূপানুগদের বৈশিষ্ট সর্ব্বো পরি। যেরূপব্রজে শ্রীকৃষ্ণের বহু যূথেশ্বরী প্রেয়সী বিদ্যমানা ,তাঁহাদের আনুগত্যে বহু ব্রজ সুন্দরী কৃষ্ণ আরাধনা করেন সত্য তথাপি রাধিকা ও তাঁহার আনুগত্য পরাদের কৃষ্ণভজন বৈশিষ্ট যে পারাকাষ্ঠা প্রাপ্ত তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত। তদ্রূপ রূপ ওরূপানুগদের আচার বিচার বিলক্ষণ বৈশিষ্ট যুক্ত। কৃষ্ণ ভজনে সকলে সম হইলেও তটস্থ হইয়া বিচার করিলে আছে তারতম্য এই ন্যায়ে তাঁহা৩দের ভজনে বৈশিষ্ট বর্ত্তমান। যাঁহাদের বৈশিষ্টবোধ নাই তাঁহারা কেবল ভারবাহী । বৈশিষ্ট্য কাহারও সৃষ্ট বিষয় নহে কিন্তুবাস্তবধর্ম্মী। সাধকগণ স্বভাবরুচি ক্রমে স্বজাতীয়াশয় শ্রেষ্ঠ আশ্রয়ের আনুগত্যে ভজন করেন এবং ইহাই ভজন রীতি তথাপি আশ্রয়ভেদ অআবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। রসভেদে আশ্রয়ভেদ।

যদি প্রশ্ন হয়, বৈশিষ্ট বিচারে ভেদ দৃষ্টি বর্ত্তমান এবং ভেদদৃষ্টি অপরাধমূলক। উত্তর না তাহা ন্যায্যউক্তি নহে। বৈশিষ্ট বিচারে যে ভেদ দৃষ্ট হয় তাহা বাস্তব অর্থাৎ বস্তুগত। তাহা দোষাবহ নহে। কিন্তু স্বকপোল কল্পিত ভেদদৃষ্টিই অন্যায্য। যেরূপ পলাশ ও পঙ্কজে স্বাভাবিক বৈশিষ্ট বর্ত্তমান। পলাশে সৌন্দর্য্য অছে মাত্র তাহাতে মধু নাই পরন্তু পদ্মে সৌন্দর্য্যও মধু গন্দাদি বিদ্যমান। অতএব বস্তুগত পলাশ পঙ্কজে ভেদ দৃষ্টি যথার্থ তার অভেদ দৃষ্টি নির্বুদ্ধিতার পরিচয় মাত্র। ঈশ্বর জীবে বহু প্রকার ভেদ বর্ত্তমান। শাস্৬ে তাহার বহু উদ্ধৃতি আছে। সেই উদ্ধৃতি অপরাধমূলক নহে পরন্তু ঈশ্বরে জীবে সাম্যজ্ঞান অজ্ঞতাওপাষণ্ডতা মাত্র। যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বিক্ষেৎ স পাষণ্ডী ভবেৎ ধ্রুবম্। ঈশ্বরতত্ত্বের সুষ্ঠু আলোচনার জন্য শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ লঘুভাগবতামৃতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক বহু মূখী বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। যেখানে পরাবস্থা নির্ণয়ে শ্রীনৃসিংহদেব অপেক্ষা শ্রী রামচন্দ্র, তাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব শাস্ত্রবিচার দেখাইয়াছেন। তাহা তাঁহার কল্পিত বিষয় নহে অতএব তাহা অপরাধমূলকও নহে পরন্তু বাস্তব। অতএব যে ভেদ বস্তুগত না হইয়া বিচার গত তাহাই ভ্রান্ত ও অপরাধমূলক। আর যে ভেদ বৈশিষ্ট্যবাদ বস্তু ও বিচার গত তাহাই অভ্রান্ত ও নিরপরাধমূলক। আরও দেখুন

শ্রীমদ্ভাগবতে নবযোগীন্দ্র সংবাদে উত্তম মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে বৈষ্ণবত্বের ত্রিবিধ ভেদ কীর্ত্তিত হইয়াছে তথা ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে পঞ্চবিধ রসভেদ বৈশিষ্ট্যের সহিত আলোচিত হইয়াছে। অতএব বস্তুর বৈশিষ্ট্য বিচার অন্যায্য নহে বরং প্রাজ্ঞতার পরিচায়ক। বৈশিষ্ট্যবেদীগণ উত্তমের উপাসক। গুণ বৈশিষ্ট্য বিচার করিয়াই সমুদ্রকন্যা রমা তেত্রিশকোটি দেবতাদিগকে উপেক্ষা করতঃ অনন্ত কল্যাণ গুণবারিধি বিষ্ণুকেই পতিত্বে বরণ করিয়া সুবিদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছেন এবং আচরণ দ্বারা জানাইয়াছেন যে, বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার।

ইহজগতে সকল দেশকাল পাত্রাদিতে তারতম্য বর্ত্তমান। এই তারতম্য বৈশিষ্ট্য বিচারেই প্রতিষ্ঠিত।অনন্যসাধারণত্বই বৈশিষ্ট্যের ও শ্রেষ্ঠতার জ্ঞাপক। স্বার্থবাদী ও সমন্বয়বাদী বৈশিষ্ট্য বিচারে আপারগ অক্ষম। স্বার্থদৃষ্টিতে প্রকৃত শ্রেষ্ঠতা দৃষ্ট হয় না। কারম শ্রেষ্ঠজ্ঞানেই স্বার্থদৃষ্টি প্রতিপন্ন হয়। যেরূপ দক্ষিণা চন্দ্রাবলী বামা রাধার শ্রেষ্ঠতা দেখিয়েই পান না। যদি প্রশ্ন হয়, যাঁহার য়েই রস সেই রসে তিনিন উত্তম । সত্য কিন্তু রসের তারতম্যেহেতু তটস্থ বিচারে পূর্ব্বরস অপেক্ষা পর রসই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ভক্তভাব অঙ্গীকার কালে শ্রী কৃষ্ণের বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়। রাধিকাস্বরূপ হইতে তবে মন ধায়। এই উক্তি সারগ্রাহীতার পরিচয়। তিনি ভক্তদের প্রতি সম হইয়াও শ্রেষ্ঠত্ব হেতু রাধাভাবেরই প্রত্যাশী। সারকথা উদারধী না হিলে বৈশি,্ট্যবোধ তথা সারগ্রাহিতা প্রকাশ পায় না। ভাবধারা বিচার প্রসঙ্গে ভাববৈশিষ্ট্যজ্ঞানও বিচারিত হইল।।

রূপানুগদের বৈশিষ্ট্য কি?

বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের আনুগত্যেই তদনুগদের বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন হয়। যেরূপ মহতের পদরজঃও মহিমান্বিত। যেরূপ কৃষ্ণবৈশিষ্ট্য হইতেই তদ্ভক্তি ও তদ্ভক্তদের বৈশিষ্ট্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। রূপানুগদের বৈশিষ্ট্য জানিতে হইলে আদৌ রূপের বৈশিষ্ট্য জানা প্রয়োজন।

শ্রীরূপগোস্বামিপাদ(১) অনন্যসাধারণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপা ভাজন অর্থাৎ তাঁহার প্রতি কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার তুলনা হয় না। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে - লোক ভিড় ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধে যাইয়া। রূপগোসাঞিরে শিক্ষা করান শক্তি সঞ্চারিয়া।। কৃষ্ণতত্ব, ভক্তিতত্ব, রসতত্বপ্রান্ত। সব শিখাইলা প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত।।

রামানন্দপাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিলা। রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিলা। শ্রীরূপ হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা। সর্ব্বতত্ব নিরুপিয়া প্রবীণ করিলা।। অন্যত্র স্বরূপ সংলাপে-- শ্রীরূপগোস্বামিপাদ শ্রী মন্মহাপ্রভুর অন্তর্যামী-- শ্রীমন্মহাপ্রভুর আস্বাদিত যঃ কৌমারহরঃ শ্লোকের অনুবাদ স্বরূপ প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ শ্লোকের পঠনে রূপের প্রতি তাঁহার স্নেহাধিক্য আশীর্ব্বাদ ব্যবহার প্রসঙ্গ--যথা চৈঃ চঃ

দৈবে আসি প্রভুযবে উর্দ্ধেতে চাহিলা। চালে গোঁজা তালপত্রে এই শ্লোক পাইলা।। শ্লোক পড়ি আছে প্রভু আবিষ্ট হইয়া। রূপ গোসাঞি আসি পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া।। উটি মহাপ্রভু তাঁরে চাপড়া মারিয়া। কহিতে লাগিলা কি ছু কোলেতে করিয়া।। মোর শ্লো কের অভিপ্রায় না জানে কোন জনে। মোর মনের কথা তুমি জানিলা কেমনে।। এত বলি তাঁরে বহু প্রসাদ করিয়া।স্বরূপগোসাঞিরে শ্লোক দেখাইলা লৈয়া।।

স্বরূপে পুছেন প্রভু হইয়া বিস্মিতে। মোর মনের কথা রূপ জানিল কেমতে।। স্বরূপ কহে- যাতে জানিল তোমার মন। তাতে জানি হয় তোমার কৃপার ভাজন।। প্রভুকহে-তাঁরে আমি সন্তুষ্ট হৈয়া। আলিঙ্গন কৈলু সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিয়া।।

শ্রীরূপ ব্রজরস বিচার বিশারদ এস্বরূপ কৃপাবাজন। যোগ্যপাত্র হয় গূঢ় রস বিবেচনে। তুমিও কহিও তাঁরে গূঢ় রসাখ্যানে। অর্থাৎ শ্রীরূপগোস্বামিপাদ ভক্তি রসপ্রস্থানাচার্য্যবর্য্য।

শ্রীরূপগোস্বামিপাদ জগতে শ্রীচৈতন্যের মনোভীষ্ট সংস্থাপক প্রবর। শ্রীচৈতন্যমনোঅভীষ্টস্থাপিতং যেন ভূতলে। সোঅয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্।।

শ্রীরূপগোস্বামিপাদ সম্বন্ধে শ্রী কর্ণপূরের উক্তি-- প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে। নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততানরূপে সবিলসারূপে।।

শ্রী কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয় স্বরূপ, দয়িতস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, সহজমনোজ্ঞরূপ, নিজের অনুরূপস্বরূপ, একরূপ অর্থাৎ অখণ্ডরূপস্বরূপ নিদের বিলাসস্বরূপ শ্রী রূপ গোস্বামিপাদে ভক্তিরস বিস্তার করিয়াছিলেন। এতাদৃশ মহিষ্ঠ শ্রীরূপগোস্বামিপাদের আনুগত্য কোন বুদ্ধিমান না কিরবেন? অর্থাৎ সুবুদ্ধিমান মাত্রেই তাঁহার আনুগত্য করিবেন।

শ্রীরূপগোস্বামিপাদ আদর্শ গৌরসেবকোত্তম। তিনি শ্রীলগৌর সুন্দরের নির্দ্দেশানুসারে ব্রজবাস পূর্ব্বক শ্রী গোবিন্দদেবের সেবাপ্রকাশ, ভক্তিরসশাস্ত্র প্রণয়ন, বৈষ্ণবসদাচার প্রবর্ত্তন ও লুপ্ততীর্থাদি রউদ্ধার করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য যে, ষড়্গোস্বামীই মহাপ্রভুর পুত্রস্থানীয়। তন্মধ্যে রূপসনাতন প্রভুদ্বয় পুত্র ওবাহুস্থানীয়।শ্রীরূপসনাতনগোস্বামিদ্বয় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তদের স্নেহ ও গৌরবভাজন তথা আশীর্ব্বাদভাজন। সকল চৈতন্যপার্ষদগণের কৃপাশীর্ব্বাদের মূর্ত্তবিগ্রহই শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ। ,চক্রবাক্, ও ভৃঙ্গ যেরূপ কমলবনকে আশ্রয় করে তদ্রূপ সারগ্রাহী বিবেকীগণ মহন্মান্য শ্রীলরূপপাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন ও করিবেন। শ্রীলরূপগোস্বামিপাদ রাগানুগ ভক্তি মহাজন। জনসাধারণ যেরূপ মহাজনের আশ্রয়ে পূর্ণমনোরথ হয়েন তদ্রূপ শ্রীরূপপাদের আশ্রয়ে তদাশ্রিতগণও শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমপার্ষদত্ব নির্ব্বিচারে প্রাপ্ত হন। শ্রীরূপপাদ দাস্যে থাকিয়া তদনুগগণও মহাপ্রভুর আদেশ উপদেশ ওনির্দ্দেশাদির যথাযথ পরিপালন করেন অর্থাত্রূপানুগগণ গৌরবাণীর আদর্শ আচার বিচার ওপ্রচারক প্রবর। রূপানুগজন আদর্শ শিক্ষক ওসর্ব্বথা কদাচার পরিমুক্ত.সকলপ্রকার নেসা বর্জ্জিত,সচ্চরিত্রবান। তাহারা অনধিকার চর্চ্চাবিহীন, অপ্রাকৃতত সহজভাবসাধক। রূপানুগ মহাজনগণ সহজ পরমহংস ওএবং গৌর বংশাবতংস স্বরূপ। দ্বিতীয়তঃ- শ্রীরূপপাদ

কৃষ্ণলীলার পার্ষদ শ্রীরূপ মঞ্জরী রাধার মঞ্জরীদের মধ্যে ইনিই প্রধানারাধিকার মঞ্জরীদের মদ্যে অননঙ্গ মঞ্জরী ও রূপ মঞ্জরীই প্রধানা। ইহাদের মধ্যে অনঙ্গমঞ্জরী কৃষ্ণপ্রিয়া এবং রূপ মঞ্জরী রাধাপ্রিয়া। শ্রীরূপ মঞ্জরীদের মদ্যে ইনি অধ্যক্ষপদে সমারূঢ়া। ৮ীরূপ মঞ্জরী পদই রূপানুগদের ভজন পূজন জীবন ভূষণ ধর্ম্মকৃত্য রূপ মঞ্জরীর সৌভাগ্যাধিক্য আমরা শ্রীলদাসগোস্বামিপাদকৃত শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলি হইতে জানিতে পারি। যথা রূপ মঞ্জরীরর উদ্দেশ্যে স্থলকমলিনীকে লক্ষ্য করিয়া রতি মঞ্জরী বলিতেছেন,অয়ি স্থলকমলিনি! তুমি যে অদ্য পুষ্পগুচ্ছছলে বরহাস্য করিতেছে তাহা উপযুক্তি বটে যেহেতু কৃষ্ণভৃঙ্গ অদ্য নিখিল লতাকে উপেক্ষা করতঃ তোমার পদবী অনুসরণ করিয়াছে। এই বাক্যে তাঁহার সৌভাগ্যাধিক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব সেই রূপগোস্বামিপাদের আনুগত্য পরায়ণ গণই এইসকল ভাগ্য কণাস্বাদের পরমাধিকারী। এককথায় রূপানুগজন গৌর ও কৃষ্ণপার্ষদপ্রধান।

---ঃঃঃঃ---

শ্রীগৌরহরির্জয়তিতরাম্

শ্রীগৌরমহিমা

নিগমবনবিহারৈঃ কিং তপঃসিদ্ধিভিঃ কিং
ব্রতযমনিয়মৈঃ কিং সাংখ্যযোগাদিভিঃ কিম্।
ধনজনপরিবারৈস্তীর্থযাত্রাদিভিঃ কিং
সুরসরিদুপকণ্ঠে ব্রহ্ম গৌরশ্চকাস্তি।।

ওরে ভাই! নিগমবনে বিহারের আর কি প্রয়োজন? তপসিদ্ধি প্রভৃতির বা কি প্রয়োজন? ব্রত যম নিয়ম পালনের বা কি প্রয়োজন? সাংখ্যযোগাদি তথা প্রাকৃত ধন জন পরিবারাদি সহ তীর্থযাত্রাদিরই বা কি প্রয়োজন? জান সর্ব্বপ্রয়োজন বিলাসী গৌরব্রহ্ম ভাগীরথী তীরে বিরাজ করিতেছেন। অর্থাৎ গৌর পদাশ্রয়ই বেদাধ্যায়ন, জপ, তপঃ,ব্রত, যম, নিয়ম, তীর্থযাত্রা, সাংখ্যযোগ ও বর্ণাশ্রমাদি পালনের সৎফল স্বরূপ।

ভাইরে ভাই! শুন মোর সত্য নিবেদন।
ব্রহ্মপারাৎপর যেই গৌর কলেবর সেই
গঙ্গাতীরে করিছে নর্ত্তন।
বেদবনে বিচরণ কর কেন জ্ঞানী জন
কেন কর জপ তপদান।
তীর্থে নাহি প্রয়োজন যোগসিদ্ধি অশোভন
পরিহর ধন পরিজন।।
ব্রতযোগ অধ্যায়ন যম নিয়মপালন
ইথে নাহি তরে কোন জন।
অন্য সকল সাধন তুচ্ছ ফল করে দান
তাতে নহে বাঞ্ছিতপূরণ।।
মায়াপুরে আগমন কর সাধু মহাজন
ধর গৌর অভয়চরণ।
এইমাত্র প্রয়োজন ইথে সফল জীবন
আর সব জান বিড়ম্বন।।
ভাইরে ভাই ! শুন সত্যসার নিবেদন।
যেই ব্রহ্ম কর ধ্যান তাঁরে দেখ মুর্ত্তিমান
তিঁহ ইহ শচীর নন্দন।।
নিরাকার নরাকার নির্গুণ সদ্‌গুণাকর
নির্ব্বিশেষ মাধুর্য্যপ্রচারী।
অরূপ শ্রীগৌররূপ অরস রসস্বরূপ
অলোচন অম্বুজলোচন।
অহস্ত প্রলম্বকর অপদ নৃত্যচতুর
অতনু অনঙ্গবিমোহন।।
অকাম পাবনোদ্দাম অনাম গৌরাঙ্গ নাম
অধাম শ্রীনবদ্বীপারামী।
পরব্রহ্ম গৌররায় ইহাতে সন্দেহ নাই
তাঁরে ভজ তিঁহ রাধাপ্রেমী।।

প্রেমাধিদেবঃ খলু প্রেমদাতা
প্রেমৈকলভ্যশ্চ হি প্রেমসেব্যঃ।
প্রেমৈকনেতা ননু প্রেমধাতা
গৌরস্বরূপঃ খলু প্রেমরূপঃ।।

গৌরহরিই প্রকৃত স্বরূপতঃ প্রেমের অধিষ্ঠাতৃদেবতা। তিনি বিনা প্রেম প্রাণহীন নিষ্ক্রিয়। তিনিই একমাত্র প্রেমপ্রদাতা। তিনি বিনা প্রেমদাতা জগতে সুদুর্ল্লভ। তিনি একমাত্র প্রেমভক্তিযোগেই লভ্য এবং সেব্য। প্রেম বিনা তিনি অলভ্য ও অসেব্য। তিনিই ইহলোকে প্রেমধর্ম্মের একমাত্র নেতা

অভিনেতা ও প্রণেতা। তিনি প্রেমনাট্যের একমাত্র বিধাতা বিধান কর্ত্তা এবং প্রেমের অভিনব মূর্ত্তি হইয়া জগতে কৃষ্ণপ্রেমকে রূপায়িত করিয়াছেন। কারণ তিনি বিনা নিগূঢ় প্রেমকে আর কেহই রূপ দিতে পারেন না। তিনি প্রেমধর্ম্মের বিচিত্র **চিত্রকার**,**আদ্যসূত্রধার** ও প্রেমার্ণব বিহারের অপূর্ব্ব **কর্ণধার**। তিনি প্রেমপুষ্পের মাল্যহার নির্ম্মাণে ও প্রেমবৃক্ষ রোপণে অদ্ভুত **মালাকার**। নিরপেক্ষভাবে নির্ব্বিচারে সমহারে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণের অতুল্য **তুলাধার**। তিনিই সকল বিশ্বকে প্রেমালোকে আলোকিত করণে অপূর্ব্ব **প্রভাকর ভাস্কর** এবং প্রেমামৃত চন্দ্রিকা বিতরণে জগজ্জীবের তাপিত মন প্রাণ দেহাদি স্নিগ্ধ ও শীতলীকরণে অনুপম **সুধাকর**। তিনি প্রেম অলঙ্কার নির্ম্মাণের অনুত্তম **কারিগর স্বর্ণকার**। তিনিই প্রেমামৃতের আপ্লাবন দ্বারা সকল প্রকার মালিন্যাদি সর্ব্বোত্তম বিধৌতকরণের এক মনোরম **গঙ্গাধার**। তিনি প্রেমামৃতের অভিবর্ষণে অভিনব **জলধর**। তিনিই প্রেমনাট্যে সর্ব্বোত্তম **নাট্যকার**। তিনি সকল জীবজাতির অন্তরে প্রেমাধার নির্ম্মাণের ধন্যতম **কুম্ভকার**। তিনি প্রেমামৃত প্রাশন ও প্রসাদন শিক্ষার এক বরেণ্যতম **আচার্য্যবর**। গৌকহরি অপর্ব্ব প্রেমনগরীর প্রদুর্ভাবনের এক অভিনব প্রধান **সৌধকার**।তিনি দিকে দিকে গ্রামে গঞ্জে নগরে নগরে প্রেমহট্ট মন্দির সংস্থাপনের এক অনর্ঘ্য **পূর্ত্তকার**। তিনি কৃষ্ণপ্রেম যজ্ঞের এক অন্যতম **পুরোহিতবর**। ধরণীর বুকে দুঃখীজীবের সুখ বিচরণে গোলোক নিগমনে প্রশস্ত প্রেমমার্গ প্রসারণে তিনি অপূর্ব্ব **সুহৃদ্বর**।তিনিই প্রেসূত্রকার রূপে নিঃস্ব জীবের জীবিকা সর্ব্বস্ব প্রদাতা। তিনিই নিরুপম প্রেমময়, প্রেমাকার, প্রেমাধার, প্রেম বিকার বিভূষণ, প্রেমকেলি রসায়ন ও প্রেমধাম সনাতন।।

দানেঽনন্যং মানেঽনন্যং গানেঽনন্যং পানেঽনন্যম্।

তরণেঽনন্যং দরণেঽনন্যং বন্দে গৌরং চরিতেঽনন্যম্।।

অমি গৌর হরিকে বন্দনা করি। তিনি দান কার্যে অনন্য অর্থাৎ অদ্বিতীয়। কারণ তাঁহার তুল্য দাতা জগতে দ্বিতীয় কেহই নাই, হইবারও নহে। তিনি সম্মানে অনন্য অর্থাৎ অদ্বিতীয়। তাঁহার সমান মানী ঈশ্বর আর কে আছেন? তিনি রাধাগোবিন্দের কেলি গানে অনন্য অর্থাৎ অদ্বিতীয়। কারণ তাঁহার সমান আর কেহই গান করিতে পারেন নাই। গৌরহরি রাধাকৃষ্ণের মনোরম লীলামৃত পানে অনন্য অর্থাৎ অদ্বিতীয়। তাঁহার সমান লীলামৃতপান আর কেহই করেন নাই। তারণ কর্ম্মেও তিনি অনন্য অর্থাৎ তাঁহার তুল্য পতিতপাবন আর দ্বিতীয় কেহই নাই। তিনি নির্ব্বিচারে দীন হীন পতিত পাপী তাপী দুঃস্থ দুঃখী দরিদ্রাদির উদ্ধারণে অনন্য অদ্বিতীয়। তাঁহার তুল্য প্রভাবী ও প্রতাপী সুহৃৎ আর কেহই নাই। বাহু তুলি হরি বলি প্রেমদৃষ্টে চায়। করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে ডুবায়।। অনুপম অনুত্তম আদর্শবান রসিক চরিত্রে তিনিই অনন্য অদ্বিতীয়। কারণ তাঁহার তুল্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শরসিক আর কেহই নাই। তিনি বাস্তবিকই অসমোর্দ্ধ রসিকতার একমাত্র সমাশ্রয়। তিনিই রসিকতার নিদান ও বিধান কর্ত্তা। তাঁহার রসিকতার সন্নিধানে ও অবদানে আছে অনন্য সাধারণ ভাবের প্রভাব ও বৈভব। অতএব সর্ব্বতোভাবেই গৌরসুন্দর অনন্য চরিতামৃতের সমাশ্রয়।

অনুপম গৌরকিশোর।
অনুপম অদ্ভুত রসগুণ সম্ভৃত
অনুপম ভাববিভোর।।
অনুপম সুন্দর কান্তি পুরন্দর
অনুপম প্রেমবিচারী।
অনুপম পাবন চরিত নিকেতন
অনুপম দানবিহারী।।
অনুপম মদন কদন ললিতানন
অনুপম নৃত্যবিলাস।
অনুপম ভাষণ হাস রসায়ন
মুগধল গোবিন্দদাস।।

---ঃঃঃঃ---

শ্রীদণ্ডাত্মিকাসেবা

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ বিরচিতম্

বঙ্গানুবাদঃ- শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজপাদ

দিবালীলা

প্রাতঃকালে উঠিয়া শ্রীরাধাঠাকুরাণী।
দন্তধাবনাদি ক্রিয়া করিলা আপনি।।
উদ্বর্ত্তনাদি দিয়া সখী করাইল স্নান।
তবে বেশভূষা করাইল পরিধান।।
এইকার্য্যে শ্রীমতীর এক দণ্ড যায়।
উৎকণ্ঠিত চিত্ত কৃষ্ণ দর্শন আশায়।।
কৃষ্ণ লাগি রন্ধন করিতে নন্দীশ্বর।
পথে যাইতে একদণ্ড হয় অতঃপর।।
দুইদণ্ড কাল যায় রন্ধন ক্রিয়ায়।
আর দণ্ড যায় কৃষ্ণভোজন লীলায়।।
অষ্টম দণ্ডেতে রাধার প্রসাদ সেবন।
অবশেষ পাই তবে সর্ব্ব সখীগণ।।
অষ্ট দণ্ডোত্তরে কৃষ্ণের গোষ্ঠযাত্রা হয়।
দশ দণ্ডে যান রাধা আপন আলয়।
একাদশ দণ্ডে রাধা শ্বশ্রূ আজ্ঞা লঞা।
সূর্য্য পূজা সজ্জা কৈলা অতি ব্যস্ত হঞা।।
তিন দণ্ড সূর্য্যকুণ্ড যাইতে যায় কাল।
সূর্য্যের মন্দিরে রাখে পূজাদ্রব্য জাল।।
পুষ্প তুলিবারে যায় সখীগণ লৈঞা।
রাধা কুণ্ড যায় কৃষ্ণ দর্শন লাগিয়া।
দুই দণ্ড যায় রাই নিজ কুণ্ড তীরে।
শ্রীকৃষ্ণ দর্শন কৈল স্বকুঞ্জ কুঠিরে।।
শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করি মালা চন্দন দিলা।
দেহ প্রেমে গরগর, আনন্দ বাড়িলা।।
তবে নানা কৌতুক করিলা দুইজন।
হিন্দোলায় দুহে দোলে আনন্দিত মন।।
সখীগণ লঞা করে তবে রসকেলি।
কুঞ্জ মাঝে বিহরেণ দুহে পাশা খেলি।।
কৃষ্ণ হারিলেন খেলিতে রাই সনে।
কৃষ্ণ বলে বিকাইলাম তোমার চরণে।।
তবে কৃষ্ণ মিষ্ট অন্ন ভোজন করিলা।
সখীগণ লৈঞা রাই অবশেষ পাইলা।।
তবে দুহে প্রবেশিলা শ্রীমণি মন্দিরে।
রসের বিলাস কৈলা প্রফুল্ল অন্তরে।।
এই রূপে বিলাস রসে যায় ছয় দণ্ড।
বাইশ দণ্ডে উত্তরে রাই যান নিজকুণ্ড।।
দুইদণ্ড সূর্য্যালয়ে করিতে গমনে।
তবে এক দণ্ড যায় সূর্য্য আরাধনে।।
তদন্তরে সখী সঙ্গে রাই গৃহে যান।
পথে চারি দণ্ড লাগে করিতে প্রয়াণ।।
গৃহে গিয়া রাই তবে স্নান সমাপিয়া।
সূর্য্যের প্রসাদ পান সখীগণ লৈঞা।।
প্রসাদ পাইতে রাধার যায় একদণ্ড।
কৃষ্ণে দেখি পাক কৈলা অমৃতের খণ্ড।।
পক্কান্ন মিষ্টান্ন সব কৃষ্ণের লাগিয়া।
তুলসীর হাতে দেন তাহা পাঠাইয়া।।
একত্রিশ দণ্ডে রাই বিরলে বসিয়া।
মালা গাঁথে সুখে তবে কৃষ্ণের লাগিয়া।।
চন্দন ঘর্ষণে আর তাম্বূল সজ্জায়।
সন্ধ্যা আসি উপনীত এই সব ক্রিয়ায়।।
এই বত্রিশ দণ্ড হইল দিবা লীলা।
সন্ধ্যাকালে রাই কিছু বিশ্রাম করিলা।।

--ঃ ইতি দিবালীলা সমাপ্তঃ--

রাত্রিলীলা

দুই দণ্ড শ্রীরাধার সজ্জায় শয়ন।
তবে দুই দণ্ড রাধার হয়ত রন্ধন।।
ছয় দণ্ড পরে কৃষ্ণপ্রসাদ আসিল।
সখী সঙ্গে রাধা তবে ভোজন করিল।।
সপ্ত দণ্ডে রাই পুনঃ করিলা শয়ন।
উঠি দশ দণ্ড অভিসার আয়োজন।।
সঙ্কেত কুঞ্জেতে যেতে লাগে দুই দণ্ড।
দ্বাদশ দণ্ডেতে কুঞ্জে উপস্থিত হই।।

ত্রয়োদশ দণ্ডে সেবে তাম্বূল চন্দন।
কৃষ্ণসঙ্গে রাসলাস্য লয়ে সখীগণ।।
রাসাদি কৌতুকে তবে চারি দণ্ড যায়।
সখীগণ মেলি রাধা কৃষ্ণ গুণ গায়।।
প্রেম রঙ্গে রাধা কৃষ্ণ আনন্দিত মনে।
কুঞ্জেতে শয়ন করে সেবে সখীগণে।।
অষ্টাদশ দণ্ডে পুনঃ কুণ্ডেরে বিহার।
নানা পুষ্প বেশ হয় নানা অলঙ্কার।।
কুসুম যুদ্ধেতে একদণ্ড পরে যায়।
পুষ্প সজ্জাপরে দুঁহে শয়ন করায়।।
ঊনবিংশ দণ্ডে পুনঃ ভোজন বিলাস।
তাহে বৃন্দাদেবী আদির মনেতে উল্লাস।।
বিংশ দণ্ডে রাধা কৃষ্ণ করেন বিলাস।।
চারিদণ্ড বিলাসেতে দোঁহার উল্লাস।।
চতুর্ব্বিংশ দণ্ডে নিদ্রা যায় দুই জনে।
দুইদণ্ড কুঞ্জনিদ্রা আনন্দিত মনে।।
ষড় বিংশে কুঞ্জ ভঙ্গ বিরহ ভাবনা।
পরস্পর সুধালাপ সপ্রেম জল্পনা।।
এইরূপে দুই দণ্ড যাইতে যাইতে।
কুঞ্জ ছাড়ি রাধা কৃষ্ণ চলিলা গৃহেতে।।
দুই দণ্ডে আসি রাই যাবটে পশিলা।
মুহূর্ত্তেক রাত্রি ছিল সুখে নিদ্রা গেলা।।
রাধাকৃষ্ণ লীলা খেলা বর্ণন না যায়।
সংক্ষেপে কহিলু কিছু সেবার নির্ণয়।।
রাগানুগা হঞা কর সাধ্য সাধন।
সিদ্ধদেহে কর সদা মানসী সেবন।।
স্থুলদেহে কর সদা শ্রবণ কীর্ত্তন।
বৈধ ধর্ম্মে থাকি ধর্ম্ম করহ পালন।।
অতি শীঘ্র অপ্রাকৃত দেহ ব্যক্ত হবে।
স্থুললিঙ্গ দেহ ছাড়ি নিত্যসেবা পাবে।।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যাঁর আশ।
চতুঃষষ্টী গুপ্ত সেবা কহে কৃষ্ণদাস।।

--ঃ ইতি রাত্রিলীলা সমাপ্ত ঃ--

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ ও গৌড়ীয় সম্প্রদায়

গৌড়ীয় সম্প্রদায় অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী। প্রকৃতির অতীত অতএব শ্রেষ্ঠ ভাবই অচিন্ত্য লক্ষণ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্ততদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্। শ্রীপাদ জীব গোস্বামিপ্রভু বলেন- দুর্ঘটঘটত্বই অচিন্ত্যতা। দুর্ঘটঘটত্বং হি অচিন্ত্যত্বম্। অদ্বয়জ্ঞানই তত্ত্ব। এই তত্ত্ব সর্ব্বদা অচিন্ত্য লক্ষণান্বিত। যথা গীতায়-

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানানি সর্ব্বভূতানি নচাহং তেষ্ববস্থিতঃ।।
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।।

অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় স্বরূপ আমার দ্বারা এই সমুদয় জগৎ ব্যাপ্ত। সমস্ত ভূতই আমাতে অবস্থিত কিন্তু আমি তাহাতে অবস্থিত নহি। হে পার্থ! আমার ঐশ্বর্য্যযোগ দর্শন কর। ভূতসকল আমাতেই অবস্থিত নহে। যথা চৈতন্য চরিতে- এই মত গীতাতেও পুনঃ পুনঃ কয়। সর্ব্বদা ঈশ্বর তত্ত্ব অবিচিন্ত্য হয়। আমিতো জগতে বসি, না জগৎ আমাতে।

না আমি জগতে বসি, না আমি জগতে।। অচিন্ত্য ঈশ্বর্য্য এই জানিহ আমার।।

যথা ভাগবতে-

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া।।

যেরূপ আত্মাশ্রয়া বুদ্ধি আত্মার আনন্দাদি দ্বারা যুক্ত হয় না তদ্রূপ প্রকৃতিস্থ হইয়াও ঈশ্বর সুখ দুঃখাদি প্রাকৃত গুণসমূহে কখনই যুক্ত হন না। পরমেশ্বরের বা তদীয় বস্তু সমূহের ইহাই ঐশ্বর্য্য। পুনশ্চ গীতায়- সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ইত্যাদি বাক্যেও পরমতত্ত্ব অচিন্ত্যরূপ বিশিষ্ট। ব্রহ্ম সংহিতায়- সোঽপ্যস্তি যৎপ্রপদসীম্ন্য বিচিন্ত্যতত্ত্বে ইত্যাদি পদ্যেও পরমতত্ত্বের অচিন্ত্যত্ব প্রকাশিত।

তথা যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং বাক্যে পরম তত্ত্ব আদিপুরুষ গোবিন্দ অচিন্ত্যগুণ স্বরূপী। অপিচ-

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্।।

যেরূপ মহাভূতসমূহ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ভূতমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টরূপে স্বতন্ত্র বর্ত্তমান তদ্রূপ আমি ঈশ্বর ভূতময় জগতে সর্ব্বভূতে পরমাত্মারূপে

প্রবিষ্ট হইয়াও পৃথক্ ভগবদ্রূপে গোলোক বৈকুণ্ঠাদি নিত্যধামে বিরাজমান ইত্যাদি পদ্যে পরম তত্ত্বের অচিন্ত্যত্ব প্রকাশিত। অনোরনীয়ান্ মহতো মহীয়ান শ্লোকে ও পরম তত্ত্বের যুগপৎ অনুত্ব ও বৃহত্ব তথা অনুর বৃহত্ব ও বৃহতের অনুত্ব অচিন্ত্য লক্ষণান্বিত। অজায়মানো বহুধাভিজায়তে শ্লোকে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের অজত্ব ও জন্মিত্ব অচিন্ত্যময়। ব্যক্তাব্যক্তস্বভাবো ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা শ্লোকে চিন্তনীয় নারায়ণাত্মক পরমতত্ত্বের ব্যক্তাব্যক্ত স্বভাব অচিন্ত্যলক্ষণময়। সর্ব্বজ্ঞের অজ্ঞতা, নির্ব্বিকারের বিকার, অকর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব তথা অজিতের জিতত্ব, অভয়ের ভীতিভাব, পতির উপপতিত্ব , পিতার পুত্রত্ব, নিষ্কাম পুর্ণকামের সকামত্ব তথা পরম তত্ত্বের অধোক্ষজত্ব ও হৃষীকেশত্ব, সসীমত্ব অসীমত্বও অচিন্ত্য গুণান্বিত। পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমদুচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।শ্লোকেও পরমতত্ত্বের অংশাংশীত্ব যুগপৎ অচিন্ত্যস্বরূপী। ইহ জগতে অংশের পূর্ণতা নাই তথা অংশহীনেরও পূর্ণতা থাকে না। পূর্ণ হইতে পূর্ণ নির্গত হয় না বা নির্গতাংশের পূর্ণতাও বজায় থাকে না। পরন্তু পরমতত্ত্বের অংশীর ন্যায় অংশও পূর্ণ। ইহা অচিন্ত্যই বটে। অতএব অদ্বয়জ্ঞান পরমতত্ত্ব অচিন্ত্যস্বরূপী । যেরূপ গলকম্বলত্বই গোত্বের অনন্যসাধারণ লক্ষণ তথা অচিন্ত্যত্বই পরমতত্ত্বের অসাধারণ ভগবত্তা লক্ষণ। অচিন্ত্যতত্ত্ব পরমেশ্বর, ব্রহ্ম- পরমাত্মা ও ভগবান সংজ্ঞক। একোঽপি সন্ যো বহুধা বিভাতি পদ্যে পরমতত্ত্বের যুগপৎ একত্ব ও বহুত্ব অচিন্ত্য লক্ষণান্বিত। ব্রহ্মত্ব পরমাত্মত্ব ও ভগবত্বও পরস্পর অচিন্ত্যগুণাত্মক। এই অচিন্ত্য তত্ত্ব যুগপৎ ভেদাভেদ ভাবে বিরাজমান অর্থাৎ ঈশ্বরে ঈশ্বরে, ঈশ্বরে (জীবে)শক্তিতে যে ভেদাভেদ ভাব তাহা অচিন্ত্য। এমনকি ঈশশক্তিও অচিন্ত্য গুণান্বিত। আদৌ ঈশ্বরত্বে ভেদাভেদ। যথা ভাগবতে ভীষ্ম স্তুতিতে-

তমিমমহমজং শরীরভাজাং
হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতকল্পিতাত্মনাম্।
প্রতিদৃশমেব নৈকধার্কমেকং
সমধিগতোঽস্মি বিধূত ভেদমোহঃ।।

অত্র শ্লোকে পরমাত্মার একত্ব ও পাত্রভেদে বহুত্ব যুগপৎ ভেদাভেদযুক্ত। এক অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠভেদে রূপভেদ প্রাপ্ত হইলেও স্বরূপে এক তদ্রূপ পাত্রভেদে পরমাত্মার ভেদ দৃষ্ট হইলেও তাঁহারা অভেদ। এক অদ্বয়তত্ত্ব অবতার অবতারী রূপে বিলাসবান্। স্বরূপে উভয়ে অভেদ হইলেও বিলাসে নিত্যভেদ বর্ত্তমান। এই ভেদ ও অভেদ অচিন্ত্য শক্তিমত্তার পরিচায়ক। কারণ অদ্বয়জ্ঞান পরমেশ্বর অতর্ক্যসহস্রশক্তিমান্। দ্বারকায় ষোড়শ সহস্র মহিষীদের মন্দিরে এক শ্রীকৃষ্ণের যুগপৎ ভিন্ন ভিন্ন লীলাবিলাসও ভেদাভেদ প্রকাশযুক্ত। এখানে সকলে স্বরূপে অভেদ এবং বিলাসে প্রকৃতিতে ভেদ। তদেকাত্মগত স্বাংশ ও বিলাস বিভাগে, স্বরূপতঃ অভেদ এবং আকৃতি ও প্রকৃতিতে ভেদ বর্ত্তমান। যেরূপ নারায়ণ ও কৃষ্ণ। মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ বামন নৃসিংহ হয়গ্রীব হংস মোহিনী প্রভৃতি সকলেই অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব হইয়াও আকৃতি প্রকৃতিতে নিত্যভেদ যুক্ত । অতএব ঈশ্বরত্বে এবম্বিধ যুগপৎ ভেদ ওঅভেদ অচিন্ত্যতার প্রমাণক।

শক্তি ও শক্তিমানে ভেদাভেদ

শক্তিঃ শক্তিমতেরভেদঃ অর্থাৎ শক্তিমান হইতে শক্তি অভেদ। মৃগমদ ও তাহার গন্ধ যথা অভেদ হইয়াও নিত্যভেদ যুক্ত। জল ও তরঙ্গ যথা যুগপৎ ভেদাভেদ ভাবাত্মক আগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি যথা ভেদাভেদ বিশিষ্ট তথা শক্তিমান ও শক্তি যুগপৎ ভেদাভেদ যুক্ত। অচিন্ত্য ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বও অচিন্ত্য গুণান্বিত। একমেবাদ্বিতীয়ম্। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্যে যে অভেদত্ব দৃষ্ট হয় তাহা তাত্ত্বিক আর স ভূঙ্ক্তে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা। দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়াঃ সমানং বৃক্ষং পরিসষ্বজাতে, সর্ব্বদৈনমুপাসীত যাবদ্বিমুক্তিঃ মুক্তা হ্যেনমুপাসত ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে শক্তি ও শক্তিমানের সেবক ও সেব্যভাবে ভেদ পরিদৃষ্ট হয়। কোথাও কেবল অভেদ বা কেবল ভেদ স্বীকৃত হয় নাই। যাঁহারা কেবল ভেদ বা অভেদবাদ স্বীকার করেন তাঁহারা স্বল্পদর্শী, যথার্থদর্শী নহেন। তাঁহাদের বিচারধারা একদেশীয় ন তু সর্ব্বদেশীয় ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। আত্মনি চৈব বিচিত্রাশ্চ সূত্র দ্বারা এক অদ্বয়তত্ত্বেই বিচিত্র ভেদহেতু ভেদাভেদ ভাব বাস্তবিক। অতএব অচিন্ত্যগুণশক্তিমান্ হইতে তচ্ছক্তির যুগপৎ ভেদত্ব ও অভেদত্ব নিবন্ধন শ্রীল গৌরসুন্দর বাদের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নাম রাখিয়াছেন **অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ**।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্মাকে এই অচিন্ত্যভেদেভাদেবাদ উপদেশ করেন। ব্রহ্মা নারদকে, নারদ ব্যাসকে উপদেশ করেন। বেদব্যাস সর্ব্ব বেদ বেদান্ত ইতিহাস উপনিষদাদির সারাৎসার সংগ্রহ স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে তাহা প্রচার করেন। কালে সেই বাদ লুপ্ত হইলে সেই কৃষ্ণ কলির প্রারম্ভে গৌরহরি রূপে গৌড় দেশে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া তাহা পুনশ্চ সংস্থাপিত করেন। ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শ্রৌতবাদ। ইহাই কৃষ্ণের নিজস্ববাদ। যেরূপ কৃষ্ণপ্রেয়সীদের মধ্যে রাধা ও চন্দ্রাবলীই প্রধানা। তন্মধ্যে রাধা গুণে অতি গরীয়সী ও স্বয়ংরূপা তদ্রূপ সমস্ত বৈষ্ণব বাদের মধ্যে অচিন্ত্যভেদাভেদ ও দ্বৈতাদ্বৈত বাদই প্রধান। তন্মধ্যে অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদ গুণে গরীয়ান্ এবং স্বয়ং সুসম্পূর্ণ। গৌর সুন্দর

সম্প্রদায় সহস্রাধিদেব স্বয়ং ভগবান্। তিনি সকলের আরাধ্য। সম্প্রদায়ীদের মধ্যে সপত্নীভাবে বাদাবাদী থাকিতে পারে সত্য কিন্তু তাহাতে সম্প্রদায়পতির কি? পতি যেরূপ সপত্নীদের প্রতি সম তদ্রূপ গৌরকৃষ্ণ সম্প্রদায়ীদের প্রতি সম। কৃষ্ণ যেরূপ বহুগোপীর প্রেমভাজন হইয়াও রাধানাথ নামে প্রসিদ্ধ তদ্রূপ গৌরকৃষ্ণ গৌড়ীয় নাথ নামে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। প্রাক্প্রধান আচার্য্য হইতে সম্প্রদায় প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যেরূপ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য ভগবৎপাদ হইতে শ্রীসম্প্রদায় প্রচলিত হইয়াছে অর্থাৎ লক্ষ্মী প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় গুরুপরম্পরায় প্রচলিত হইয়াছে। ভিন্ন সূত্রস্থ পুষ্পকে মালা বলা যায় না। কারণ তাহাতে সমন্বয়ের অভাব। এক বা একাধিক পুষ্পের সমাহারকেও মালা বলা হয় না। পরন্তু একই সূত্রে গ্রথিত অনেক পুষ্পের পরস্পর সমাহৃতিকে মালা বলে। সূত্র বিনা পুষ্প বা পুষ্প বিনা সূত্র মালা নয় কিন্তু সূত্রধৃত পুষ্পাবলীই মালা নাম ধারণ করে তদ্রূপ একজন গুরুতে সম্প্রদায় হয় না পরন্তু একই মন্ত্রে দীক্ষিত ও গুরুশিষ্য পারম্পর্য্যেই সম্প্রদায় ভাব প্রকটিত হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তভাবে যে ভজন প্রণালী প্রচার করেন তাহাই তদীয় গুরু পারম্পর্য্যে সম্প্রদায় ভাব প্রকাশ করে। মহাপ্রভু সর্ব্বজ্ঞ, তিনি অনেকের উপাস্যদেবতা। নিজ নিজ ভাবে ভক্তগণ নিজেদের ভজন প্রণালীর শ্রেষ্ঠতা স্থাপন করিলেও তাঁহাদের আরাধ্য নিরপেক্ষ প্রভু ভালই জানেন যে, কাঁহার ভক্তি মতাদি কিরূপ।সর্ব্বজ্ঞ বেদব্যাস বেদান্তসূত্র রচনা করিয়া নিজ শিষ্যগণকে তাহার বিচার করিতে আজ্ঞা করিলেন। শিষ্যগণ নিজসাধ্যমত তাহার ভাষ্য লিখিয়া গুরুকে দেখাইলেন। ব্যাসদেব দেখিলেন যে, সূত্রের প্রকৃত অর্থ শিষ্যদের ভাষ্যে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হয় নাই। তখন তিনি স্বয়ংই স্বরচিত সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। তদ্রূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন সম্প্রদায়াচার্য্যদের প্রচারিত সিদ্ধান্তে শ্রুতির যথার্থবাদ পরিস্ফুট হয় নাই তখন তিনি স্বয়ংই ভক্তভাবে আচার্য্যলীলায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শ্রৌতবাদরূপ অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রচার করিলেন। তজ্জন্য নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, গৌরকৃষ্ণের বাদই পরাৎপর এবং সম্প্রদায় স্বয়ংসম্প্রদায়। যেরূপ স্বয়ংরূপ অন্যরূপের অপেক্ষা করেন না তদ্রূপ স্বয়ংসম্প্রদায়ও কোন সাম্প্রদায়িক সিদ্ধন্তের অপেক্ষা করে না। অর্থাৎ কোন সাম্প্রদায়িক মত লইয়া এই সম্প্রদায় গঠিত হয় নাই বা কোন প্রতিদ্বন্দ্বীভাবেও এই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয় নাই। বেদ বেদান্ত উপনিষৎ পুরাণাদির কর্ত্তা ও বক্তা ভগবান্ স্বয়ং। অন্যান্য আচার্য্যগণ সেই সকল বেদাদি শাস্ত্র হইতেই যথাসাধ্য নিজমত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া স্বসম্প্রদায় গঠন করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদের মতে সার্ব্বদেশিক ভাব নাই। পরন্তু শাস্ত্রকার স্বয়ংই যে মত প্রকাশ ও প্রচার করেন তাহা নিশ্চিতই সর্ব্বোত্তম মত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা মথুরা ও বৃন্দাবনে পূর্ণ পূর্ণতর ও পূর্ণতমরূপে ভগবত্ত্বা প্রকাশের ন্যায় তদীয় রাগভজন বৈশিষ্ট শুদ্ধাদ্বৈত সম্প্রদায়ে পূর্ণ, দ্বৈতাদ্বৈত সম্প্রদায়ে পূর্ণতর এবং অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্প্রদায়ে পূর্ণতম স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহা নিরপেক্ষ উদারধীদের অনুভববেদ্য বিষয়। কি সিদ্ধান্ত? কি সাধ্য? কি সাধন? সর্ব্ববিষয়েই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের উৎকর্ষ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত।

----ঃঃঃঃঃঃ----

নরপশু

নরদের মধ্যে পাশবিক স্বভাব প্রধানই নরপশু সংজ্ঞক। ধর্ম্মহীনতাই পশুতা। পশুদের মধ্যেও কিছু না কিছু ধর্ম্ম আছে সত্য কিন্তু সেই ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলা হয় নাই কারণ সেই ধর্ম্ম দ্বারা সে নিত্য ধাম গতি শান্তি লাভ করিতে পারে না। বিচার্য্য- প্রত্যেক প্রাণীর দেহ বিষয়ক ধর্ম্ম থাকিলেও সেই ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলা যায় না।পক্ষে ঈশ্বর প্রণিধানই ধর্ম্ম বাচ্য কিন্তু সেই ঈশ্বর প্রণিধান যাহাদের মধ্যে নাই তাহারা ধর্ম্মহীন বিচারে পশুতে গণ্য। এককথায় বলা যায় যে, যাহার মধ্যে ঈশ্বর প্রণিধান রূপ ধর্ম্মবিবেক আছে সেই প্রাণীই নর বা মনুষ্য বাচ্য আর যাহার মধ্যে সেই ধর্ম্মবিবেক নাই সেই প্রাণীই পশু বাচ্য । পশ্যতি ইতি পশুঃ অর্থাৎ যে প্রাণী কেবল মাত্র ভোগই দর্শন করে সেই প্রাণীই পশু বাচ্য।

আর যে প্রাণীর মণীষা অর্থাৎ ধর্ম্ম বিবেক বুদ্ধি আছে সেই প্রাণীই মনুষ্য বাচ্য। মনীষা অস্যাস্তি ইতি মানুষঃ। পশুগণ ব্যর্থজন্মা কারণ তাহারা ঈশসেবায় বঞ্চিত পরন্তু ভগবদ্দর্শন যোগ্যতা সম্পন্ন বলিয়া মনুষ্যগণ সার্থকজন্মা। বাহ্যতঃ সার্থকজন্মা হইলেও যাহারা হরিবিমুখ তাহারাও তত্ত্বতঃ ব্যর্থজন্মা। যথা-

আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ সমান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্ম্মেণ হীনা পশুভিঃ সমানা।।

আহার নিদ্রা ভয় ও মৈথুন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণ ব্যাপারে পশু ও নরদের মধ্যে সাম্য আছে। তাহাদের মধ্যে অধিক বিশেষ যে ধর্ম্ম তাহা পশুদের নাই, আছে নরদের মধ্যে। অতএব ধর্ম্মহীন নরগণ পশুতুল্য।

অন্যত্র- যেষাং ন বিদ্যা ন তপো ন দানং
জ্ঞানং ন শীলং ন গুণো ন ধর্ম্মঃ।
তে মৃত্যুলোকে ভুবি ভারভূতা

মনুষ্যরূপেণ মৃগাশ্চরন্তি।।

যাহাদের চরিত্রে বিদ্যা নাই, তপস্বা নাই, দান ধর্ম্ম নাই, শাস্ত্রজ্ঞান নাই, সৌম্যস্বভাব নাই, সদ্‌গুণ নাই, ধর্ম্মাচারও নাই তাহারা এই মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্যরূপে বিচরণ করিলেও স্বভাবে মৃগ পশু। অর্থাৎ আকারে মুনষ্য হইলেও আচারে বিচারে ব্যবহারে তাহারা পশুই। তাহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের কোন গুণ লক্ষণ নাই। তাই প্রেমানন্দ ঠাকুর গাহিয়াছেন- মানুষের আকার হইলে কি হয় করহ ভূতের কাম। ভাগবতে বলেন-- শ্ববিড্‌বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।

যস্য কর্ণপথোপেত জাতু নাম গদাগ্রজঃ।।

যাহার কর্ণ কুহরে গদাগ্রজ শ্রীকৃষ্ণের নাম প্রবেশ করে নাই সে নর বমনভোজী বৃথাক্রোধী কুকুর, বিষ্টাভোজী শূকর, মরুচারী কন্টকভোজী উঠ এবং ভারবাহী নির্ব্বোধ গর্দ্দভ তুল্য। অন্যত্র-- ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্বিতঃ।

স তেনৈব পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ।।

যে বিপ্র ব্রহ্মতত্ত্ব জানেন না উপরন্তু কেবল ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা গর্বই প্রকাশ করেন সেই পাপে তিনি পশু সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন।

ভাগবতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেন-

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধী কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।।

যাহার বায়ু পিত্ত কপময় শবতুল্য দেহে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রীপুত্রাদিতে আত্মীয় বুদ্ধি, প্রতিমাদিতে পূজ্য বুদ্ধি এবং গঙ্গাদি নদীর জলেই মাত্র তীর্থ বুদ্ধি কিন্তু কদাপি অভিজ্ঞ ভগবদ্ভক্তে আত্মীয় পুজ্য ও তীর্থবুদ্ধি নাই সে প্রকৃত প্রস্তাবে গো ও খর তুল্য অথবা গাভীর তৃণবাহী গর্দ্দভ তুল্য। বৃহস্পতি সংহিতায় বলেন-

অজ্ঞাত ভগবদ্ধর্ম্মা মন্ত্র বিজ্ঞান সংবিদঃ।
নরাস্তে গোখরা জ্ঞেয়া অপি ভূপালবন্দিতাঃ।।

যে নরগণ ভগবদ্ধর্ম্ম জানেন না তাহারা মন্ত্র বিজ্ঞানসম্পন্ন এমন কি রাজ বন্দিত হইলেও গোখর তুল্য বলিয়া জানিবেন। অপিচ যাহারা নরকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও ভগবদ্ধর্ম্মপরান্মুখ অথচ নানাদেবদেবীদের অর্চ্চক তাহারাও পশুত্বে গণ্য অর্থাৎ ভগবদ্ধর্ম্মহীনের ইতরধর্ম্ম যাজনের দ্বারা নরত্বের পরিবর্ত্তে পশুত্বই প্রতিপন্ন হয়। অতএব আকৃতিতে নর হইলেও প্রকৃতিতে নর বিরল। যোগীবর ত্রৈলঙ্গস্বামীজী এক সময় সদর মার্গে যাহিতেছিলেন। তাহাকে নগ্ন দেখিয়া কেহ অভিযোগ করিলে তিনি উত্তর করিলেন এখানে তো মানুষ দেখিতে পাইতেছি না। মার্গে পশু গণই যাতায়াত করিতেছে। নগ্নপশুদের মধ্যে নগ্ন থাকিতে আপত্তি কিসের? যদি বিশ্বাস না হয় তবে স্বচক্ষে দেখ এই বলিয়া তিনি অভিযোক্তার গাত্রে হস্তস্পর্শ করিলেন। হস্তস্পর্শ মাত্রেই ঐ ব্যক্তির তত্ত্বনেত্র প্রকাশিত হইল। তিনি দেখিলেন সেখানে সত্যই মানুষ নাই, নানা প্রকৃতির পশুগণ যাতায়াত করিতেছে।পরন্তু তিনি দূরে হরিনাম পরায়ণ একজনকেই নররূপে দেখিতে পাইলেন। ইহা ভেল্কীবাজী নহে বাস্তব ঘটনা। যেরূপ কোটি কোটি জ্ঞানীদের মধ্যে একজন মুক্ত বিরল তদ্রূপ নরকুলে জাত হইলেও প্রকৃত নর কোটিতে গুটি। তন্ত্রে বলেন-অহিফেণং ধূম্রপানং মদ্রিকা চাষ্টসংজ্ঞকাঃ। স্বল্পকালে প্রকুর্ব্বন্তি দ্বিপদাংশ্চতুষ্পাদন্। আফিন ধূম্রপান তথা আটপ্রকার মদপান অতি অল্পকালের মধ্যে দ্বিপদ মনুষ্যকে চতুষ্পদ পশুতে পরিণত করে।

সাক্ষাতেও স্বভাব বিচার করিলে নরের পশুত্ব প্রমাণিত হয়। যাহারা প্রাণীবধে নির্দ্দয়, মৎস্য মাংসভোজী তাহারা বক বিড়াল ও ব্যাঘ্রতুল্য। যাহারা বৃথা ক্রোধী, পরের অনিষ্টকারী তাহারা সর্পতুল্য। যাহারা নিতান্ত স্বার্থপর, পরবঞ্চক ও ধূর্ত্ত তাহারা কাক ও শৃগালতুল্য। যাহারা উপকারীর অপকার করে তাহারা বৃশ্চিক তুল্য। যাহারা মৈথুনব্যাপারে গম্যাগম্য বিচারহীন তাহারাও পশুতুল্য মহাপাতকী। কারণ পশুদেরই গম্যাগম্য বিচার নাই। যাহাদের খাদ্যাখাদ্য বিচার নাই তাহারা ছাগতুল্য। যাহারা সর্ব্বপ্রাণীর মাংসাশী তাহারা মৎস্যতুল্য। নারীদর্শনে যাহাদের ভোগস্পৃহা জাগ্রত হয় তাহারা ঘটকতুল্য। যাহারা মৈথুনপ্রবণ তাহারা কপোত ও চটকতুল্য।

যাহারা ধর্ম্মের মুখোস পরিয়াছে পরন্তু স্বভাবে অধার্ম্মিক তাহারা বক বিড়াল ও বানর তুল্য। অতএব ধার্ম্মিকই প্রকৃত নর এবং অধার্ম্মিক নরই পশুতুল্য। কেবল পশু তুল্য নহে পরন্তু পশুই। ভগবতে শ্রীশুকদেব কংসকে পাপী না বলিয়া পাপই বলিয়াছেন। কারণ সে প্রকৃতই পাপমূর্ত্তি।

নরকুলে জন্ম নিলে নর কভু নয়। ধর্ম্মপ্রাণ হৈলে তবে নর সংজ্ঞা পায়।। ধর্ম্মমাত্র কৃষ্ণপদে ভক্তিকে বুঝায়। অন্যথা ইতর ভক্তি অধর্ম্মে মিশায়।।

প্রাণহীন দেহ যথা শব সংজ্ঞা পায়। ধর্ম্মহীন হৈলে নর পশু তুল্য হয়।। হরিবিদ্বেষীর যথা অসুরে গণন। ধর্ম্মবিমুখের তথা পশুতে মানন।।

---ঃঃঃঃঃ---

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমূর্ত্তিসেবা ও শ্রীচৈতন্যদেব

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ সংজ্ঞক। তিনি সর্ব্বশক্তিমান ও অখিলরসামৃতসিন্ধুবিলাস পরায়ণ। তিনি ইহ জগতে স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ তথা আবেশরূপে লীলাপরায়ণ। রসাস্বাদন কল্পে রসিকশেখর গোবিন্দ অনন্তকোটি অবতারের কারণ স্বরূপ। রস আস্বাদন বিনা তাঁহার অন্য কোনও কৃত্য নাই। রস আস্বাদন বিধানেই কাকতালীয় ন্যায়ে ধর্ম্মস্থাপন, সাধুসংরক্ষণ তথা অসুরবিনাশনাদি কৃত্য প্রপঞ্চিত হয়। তিনি স্বয়ং কৃষ্ণরূপে ও মৎস্যকুর্ম্মাদি অবতার স্বরূপে নানা রস আস্বাদন করেন। রস আস্বাদনের জন্যই তাঁহার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডাদিতে অবতার হইয়া থাকে। তাঁহার অবতার প্রধানতঃ ছয় প্রকার । ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রূপে গুণাবতার, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরাব্ধিশায়ী বিষ্ণুত্রয় স্বরূপে

পুরুষাবতার, হরি, অজিত, সত্যসেনাদি রূপে মন্বন্তর অবতার, শুক্ল, রক্ত,শ্যাম, কৃষ্ণাদিরূপে যুগাবতার, ব্যাস,পৃথু ,নারদ, পরশুরাম বুদ্ধ, কল্কিও ঋষভাদি রূপে শক্ত্যাবেশ অবতার এবং মৎস কুর্ম্মাদি রূপে লীলা অবতার প্রসিদ্ধ। নাম রূপে তাঁহার একটি অবতার আছেন। শ্রীমদ্ভাগবতরূপেও তাঁহার অপর একটি অবতার জানা যায়। এতদ্ব্যতীত অর্চ্চা স্বরূপেও তাঁহার আর একটি অবতার আছেন। অর্চ্চা বিগ্রহ স্বরূপে ভগবান প্রত্যক্ষে সাধক ও সিদ্ধের সেবাদি স্বীকার করিয়া থাকেন।রহস্য এই, ভগবান নিত্যধামে নিত্যলীলা পরায়ণ। সেবকগণ সাক্ষাতেই তাঁহার সেবাদি করিয়া থাকেন। পরন্তু এই মর্ত্ত্যধামে তিনি অর্চ্চাস্বরূপেই ভক্তের পূজাদি স্বীকার করতঃ সাধককে ক্রমশঃ নিজধামে আকর্ষণ করেন। অর্চ্চার মাধ্যমেই সেবক অর্চ্চনযোগে স্বরূপানুভূতি লাভ করিয়া থাকেন। ভগবদর্চ্চনই সকল প্রকার শ্রেয়ঃ মূল। অর্চ্চনাদির মাধ্যমে সেবকের ভক্তি ধর্ম্ম সিদ্ধ ও প্রসিদ্ধ হয়। সম্বন্ধের সাক্ষাৎকারে অর্চ্চনই অভিধেয় বাচ্য। চৈতন্যদর্শনে কৃষ্ণই সম্বন্ধমূল, কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয তথা কৃষ্ণপ্রীতিই প্রয়োজন। এই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তিই অভিধেয় প্রধান।

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি।।
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে লৈলে নাম পায় প্রেম ধন।। পূর্ব্বোক্ত নবধা ভক্তির মধ্যে অর্চ্চন অন্যতম অভিধেয়।এই অর্চ্চনাখ্যা ভক্তি যোগেই পৃথুরাজ ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পৃথুঃ পূজনে। অতএব কৃষ্ণপ্রাপ্তি হেতু অর্চ্চন ধন্যতম অভিধেয়।এই অর্চ্চনাখ্যভক্তি সর্ব্বযুগেই ভক্তচরিত্রে বিদ্যমান। সত্যযুগে ব্রহ্মা স্বয়ং বরাহ ও বাসুদেব মূর্ত্তিকে স্থাপিত করতঃ পূজা করেন। ত্রেতায় সীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্র প্রস্তুত শ্রীগোপীনাথমূর্ত্তির অর্চ্চন করেন।দ্বাপরে গোপীগণ কৃষ্ণের অর্চ্চন করেন তথা কলিতে নাম সঙ্কীর্ত্তনের প্রাধান্য থাকিলেও অর্চ্চনাখ্যা ভক্তির প্রচার পরিদৃষ্ট হয়।সম্ভ্রমযোগে বেদাদি বিধানে ভগবৎপরিচর্য্যাই অর্চ্চন বাচ্য আর বিশ্রম্ভযোগে রাগপথে ভগবৎপরিচর্য্যাই সেবা সংজ্ঞক। বিধি পথে হরির পরিচর্য্যাদি করিতে করিতে সেব্যের সঙ্গে সেবকের অন্তরঙ্গ মমতা বন্ধনহেতু রাগধর্ম্মের উদয়ে সেবক বিশ্রম্ভসেবায় নিযুক্ত হন। এককথায় বলা যায় যে, অনুদিতরাগ সাধকের পরিচর্য্যাই অর্চ্চনাখ্য এবং সমুদিতরাগ সাধকের পরিচর্য্যাই সেবা সংজ্ঞক।অতএব শ্রদ্ধালু সাধকে রাগোদয় করাইবার জন্য অর্চ্চনমার্গ অত্যাবশ্যক। ভগবৎস্বরূপ অর্চ্চাসেবায়ও নবধা ভক্তি সিদ্ধ হয়। অর্চ্চন ব্যতীত আদর্শবৈষ্ণব জীবন সিদ্ধ হয় না। অর্চ্চা দর্শনে নয়ন, তৎপরিচর্য্যায় হস্ত,তন্মহিমাদি শ্রবণে কর্ণ,পরিক্রমাতে চরণ,প্রণামে কলেবর, তদঙ্গগন্ধ আঘ্রাণে নাসিকা, তচ্চিন্তনে মন তথা তৎসেবায় উপার্জ্জিতধনাদি সার্থক হয়। ত্রিকালে পূজা পরিচর্য্যাদিযোগে সেবকের সদাচার ধর্ম্ম প্রসিদ্ধ হয়।বৈষ্ণব হরিপ্রসাদসেবী, অর্চ্চনমার্গেই তাহা সুলভ হয়।

উদ্ধবসংবাদে কৃষ্ণবাক্যে জানা যায় যে, মল্লিঙ্গমদ্ভক্তজন দর্শনস্পর্শনার্চ্চনম্ ইত্যাদি উত্তমা ভক্তি লাভের উপায় স্বরূপ।সর্ব্বোপরি কৃষ্ণ ও তৎপ্রেমই প্রাপ্য প্রয়োজন । তাহা শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তিসেবনেই সিদ্ধ হয়।

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস,শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন।।
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্পসঙ্গ।।
যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবসমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত।।

হে ভারত! যিনি পূর্ব্বে শত শত জন্মে সম্যক্ বাসুদেবের অর্চ্চন করিয়াছেন তাঁহার মুখেই হরি নাম সমূহ সর্ব্বদা

কীর্ত্তনযোগে বিরাজ করেন।এই বাক্যেও নাম কীর্ত্তনের যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্য হরির অর্চ্চনের অত্যাবশ্যকতা অপরিহার্য্য।

কলিযুগপক্ষে কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তনের সর্বোপরি প্রাধান্য থাকিলেও শ্রীগৌরসুন্দর পূজাপরিচর্য্যাকে উপেক্ষা করেন নাই । তিনি নবদ্বীপবাসে প্রত্যহ ভগবদর্চ্চন করিতেন, প্রেমবিহ্বলতা উদিত হইলে তিনি গদাধরকেই অর্চ্চন ভার দেন । পরবর্ত্তীকালে তিনি নীলাচলে আসিয়া সমুদ্র তীরে গদাধরকে গোপীনাথের সেবাপূজায় নিযুক্ত করেন । অর্চ্চাপূজন কনিষ্ঠ অধিকারী বৈষ্ণবের মুখ্য কৃত্য হইলেও মধ্যম ও উত্তমাধিকারীও যথাযোগ্যভাবে তাহা করিয়া থাকেন।প্রেমগুরু তথা রাধার স্বরূপ হইলেও গদাধর আজীবন গোপীনাথের সেবাপূজায় অতিবাহিত করেন। যদি প্রশ্ন হয় প্রেমোদয় হইলে আর অর্চ্চাপূজার আবশ্যকতা নাই তখন একমাত্র নামই সেব্য। তদুত্তরে বলা যায় যে, চৈতন্যদেবের মহা প্রেমিক ভক্তদের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহারা বিগ্রহসেবা ত্যাগ করেন নাই। ষড়গোস্বামীর অন্যতম শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী আজীবন রাধারমণের সেবাপূজা স্বহস্তেই করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামীও রাধাদামোদরের সেবা পূজা করিয়াছেন। চৈতন্যপ্রেমে মত্ত সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যাদি মহাজনগণ গৃহে প্রতিষ্ঠিত ইষ্টবিগ্রহের সেবাপূজায় সমাদরী ছিলেন। যদিও তাঁহারা বিধিবাধ্য ছিলেন না তথাপি রাগপথেই তাঁহাদের বিগ্রহসেবাদি সম্পন্ন হইত। এই কলিযুগেও অন্য বৈষ্ণব সম্প্রদায় চতুষ্টয়ে ভগবদর্চ্চনের ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য। অদ্যাপি তত্ত্ববাদী আচার্য্যগণ স্বয়ংই শ্রীমন্মাধ্ব প্রতিষ্ঠিত ও স্হাপিত বিগ্রহের অর্চ্চন করেন।রামানুজীয় ভক্তগণ অর্চ্চনপ্রধান । বিষ্ণুস্বামী তথা নিম্বাদিত্য সম্প্রদায়েও শ্রীবিগ্রহ সেবাপূজা বিদ্যমান ।

সর্ব্বদৈবমুপাসিতো যাবদ্বিমুক্তির্মুক্তা হ্যেনমুপাসত। যাবৎ মুক্তি না হয় তাবদই ভগবদারাধনা কর্ত্তব্য। মুক্তগণও তাহা করিয়া থাকেন । বেদান্ত বলেন- আপ্রায়ণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টং।মুক্তির পরও ভগবদারাধনা পরিদৃষ্ট হয়। তদ্রুপ আপ্রেমোদয়াত্তত্রাপি হি দৃষ্টম্ অর্থাৎ প্রেমোদয়ের পূর্ব্বে ও পরেও ভগবদর্চ্চন দৃষ্ট হয়। চৈতন্যপ্রিয় বাণীনাথ গৌরগদাধরের সেবাপূজা করিতেন, গৌরীদাস পণ্ডিত তথা রাঘব পন্ডিত ,শ্রীনাথ পন্ডিত, শিবানন্দ সেনাদি প্রেমিকগণ গৃহে শ্রীবিগ্রহসেবা করিতেন ।

অর্চ্চার স্বরূপ ঃ

ভগবন্মুর্ত্তিই অর্চ্চ্য বিচারে অর্চ্চা সংজ্ঞা প্রাপ্ত । তাহা সর্ব্বদাই চিদানন্দময়। অর্চ্চার অপর নাম প্রতিষ্ঠা । মন্ত্রাদি যোগে প্রতিষ্ঠিত হন বলিয়া অর্চ্চার নাম প্রতিষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেন- চলা ও অচলা ভেদে প্রতিমা দ্বিবিধা। উহা আমার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র ।

চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরম্ ।

প্রতিষ্ঠা হইলে জীব ও জগতের চেতনা জাত হয় বলিয়া পরমাত্মা জীব সংজ্ঞক । সেই পরমাত্মার মন্দির স্বরূপই প্রতিষ্ঠা, প্রতিমা বা অর্চ্চা।অর্চ্চা সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেব বলেন--

নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন এক রূপ।
তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দস্বরূপ।।

অতএব শ্রীমূর্ত্তি বা অর্চ্চা প্রাকৃত নহে তাহা সর্ব্বথায় অপ্রকৃত। তাহাতে প্রাকৃতজ্ঞান চৈতন্যদর্শনে নারকিতা ও পাষণ্ডিতা বিশেষ। যথা-

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
এই বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার।।
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেই তো পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য, সেই হয় যম দণ্ড্য।।

অন্যত্র বলেন--

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর।
বিষ্ণু নিন্দা ইহা হইতে নাহি আর।। অতএব অর্চ্চা স্বরূপভূত।

হরিভক্তি বিলাসে ১৮শ অধ্যায়ে বলেন-- অর্চ্চনে বৈষ্ণবগণ অধিষ্ঠান অর্থাৎ পূজাস্থানের অপেক্ষা করেন। পূজাস্থানসমূহ মধ্যে শ্রীমূর্ত্তিসমূহ দর্শনে অতিশয় সুখপ্রদ। শ্রীমূর্ত্তি ভগবানের যেমন অধিষ্ঠান ক্ষেত্র তেমনই স্বরূপভূত তদুদ্দীপক এবং স্মারক। কারণ শ্রীমূর্ত্তি দর্শনাদি ক্রমে আনন্দের উদয় হয়। অতএব বৈষ্ণবগণ স্বরূপ সিদ্ধির জন্য ভগবদর্চ্চার পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন ।

অর্চ্চা স্থাপনের ধর্ম্মতা

একাদশে উদ্ধবসংবাদে ভক্ত্যঙ্গ বর্ণনে শ্রীকৃষ্ণ অর্চ্চা স্থাপনের উপদেশ করেন। মদর্চ্চা স্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহত্য চোদ্দমঃ।

মদর্চ্চাং সম্প্রতিষ্ঠাপ্য মন্দিরং কারয়েদ্দৃঢ়ম্।

আমার অর্চ্চা স্থাপন করিয়া তাঁহার মন্দির করিবে।

অর্চ্চাতে অর্চ্চনের উপদেশ

অর্চ্চাদিষু যদা যত্র শ্রদ্ধা মাং তত্র চার্চ্চয়েৎ যখন যেখানে যে মূর্ত্তিতে শ্রদ্ধা হয় তখন সেই মূর্ত্তিতেই আমার পূজা করিবে। এই অর্চ্চন দ্বারা আমা হইতে অভীষ্ট লাভ হইয়া থাকে। ভগবান কপিলদেব ও ভগবদ্ভাব সিদ্ধির জন্য অর্চ্চার পরিচর্য্যার কথা বলেন--

অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্।।

যাবৎ নিজ হৃদয়ে সর্ব্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বর আমাকে না জানিতে পারে তাবৎ অর্চ্চাদিতে স্বকর্ম্মকারী অর্চ্চন করিবেন।।

নবযোগেন্দ্রসংবাদে হৃদয় গ্রন্থি মোচনার্থে তন্ত্রাদি বিধানে অর্চ্চাতে অর্চ্চনের উপদেশ পরিদৃষ্ট হয়।

অর্চ্চাদৌ হৃদয়ে চাপি যথালব্ধোপচারকৈঃ ইত্যাদি বাক্যে অর্চ্চাতে অর্চ্চনই প্রসিদ্ধ।

ধ্যানপ্রধান সত্যযুগেও নারদ মুনি ধ্রুবকে মন্ত্রযোগে অর্চ্চাতে ভগবদর্চ্চন করিতে উপদেশ করেন।

যথা -*ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।*

মন্ত্রেণানেন দেবস্য কুর্য্যাদ্দ্রব্যময়ীং বুধঃ।

সপর্য্যাং বিবিধদ্রব্যৈর্দেশকালবিভাগবিৎ।।

লব্ধ্বা দ্রব্যময়ীমর্চ্চাং ক্ষিত্যম্বব্বাদিষু বার্চ্চয়েৎ।

হে বৎস!*ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়* এইমন্ত্রে দ্রব্যময়ী মূর্ত্তিতে যথালব্ধ দ্রব্য দ্বারা ভগবানের অর্চ্চন করিবে। ইত্যাদি পদ্যেও হরির অর্চ্চন ও তদর্চ্চা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ধর্ম্মসঙ্গত।যদি প্রশ্ন হয় যে,জড়ের চৈতন্য ও চৈতন্যের জড়ত্ব, মর্ত্ত্যের অমর্ত্ত্যত্ব সর্ব্বথা অসিদ্ধ ব্যাপার। অতএব মৃত্তিকাদি জাত প্রতিমা কিরূপে চিদানন্দত্ব প্রাপ্ত হয় ?

তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ভগবান অচিন্ত্যতত্ত্ব। অচিন্ত্যশক্তিক্রমে তিনি অজ হইয়াও বহুরূপে জাত হন,অকর্ম্মা হইয়াও বহুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। অমৃত হইয়াও অসুরাদি মোহনার্থে মৃতবৎ লীলা করেন। তদ্রূপ অজড় হইয়াও জড়বৎ অর্চ্চাদিরূপে তাঁহার ভক্তবিনোদনার্থ মন্দিরাদিতে অবস্থানও অচিন্ত্য লক্ষণময়।

অজন্মা বহুজন্মভাগকর্ম্মা বহুকর্ম্মকৃৎ।

অমর্ত্ত্যো মর্ত্ত্যবল্লোকে কো বেদ বিষ্ণুচেষ্টিতম্।।

রহস্য এই যখনই ভক্তিযোগে ভক্ত ভগবদারাধনায় উন্মুখ হন তখনই ভগবান তাঁহার পূজাপরিচর্য্যাদি স্বীকারার্থে অর্চ্চারূপে প্রকট হইয়া থাকেন। শ্রীমূর্ত্তির নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠাদি সেখানে কাকতালীয় ন্যায়ে কার্য্য করে মাত্র। পরন্তু তাহা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য বিষয় নহে।নিতান্ত মর্ত্ত্যগণ সেই অর্চ্চাতেও মর্ত্ত্যভাব আরোপ করতঃ অপরাধে অধোগতি প্রাপ্ত হয়।সিদ্ধান্ত মতে ভগবান সর্ব্বদা ভক্তি রসে অবস্থান করেন। সচ্চিদানন্দৈক ভক্তি রসে তিষ্ঠতি।সেই ভক্তিযোগ যেখানে বর্ত্তমান সেখানেই ভগবানের অধিষ্ঠান সিদ্ধ হয়।সেই ভক্তিযোগ বৈষ্ণবে মূর্ত্তিমান তজ্জন্য বৈষ্ণব ভগবন্ময়।ভগবন্মূর্ত্তিতে সেই ভক্তিযোগ প্রযুক্ত হইলেই মূর্ত্তির প্রাকৃতত্ব লুপ্ত হয় এবং অপ্রাকৃতত্ব প্রতিসিদ্ধ হয়।যেরূপ গুরুতে প্রপত্তিমাত্রেই শরণাগতের দেহাদি চিদানন্দত্ব প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ ভগবদধিষ্ঠানে অর্চ্চাও চিদানন্দত্ব প্রাপ্ত হয়। বৃহদ্ভাগবতামৃতে বলেন-ভক্তিরসে প্রাকৃত দেহাদিও সচ্চিদানন্দত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব ভক্তিযোগ প্রভাবেও অর্চ্চাদিরও চিদানন্দত্ব সিদ্ধ হয়।ইহ জগতে স্পর্শমণির সংসর্গে যদি লৌহ স্বর্ণে পরিণত হয় তাহা হইলে ভগবৎ স্পর্শে অর্চ্চার অপ্রাকৃতত্ব সিদ্ধ হইবে না কেন ? যেমন কল্পতরুতে তরুসাম্য থাকিলেও তাহা সর্ব্বফলপ্রদ তদ্রূপ অর্চ্চাতে মর্ত্ত্য সাম্য থাকিলেও তাহা সর্ব্বথাই অপ্রাকৃত ইহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীমূর্ত্তির অলৌকিকত্ব

শ্রীমূর্ত্তির জীবন্তত্বের বহু প্রমাণ দেখা যায় যথা-- সনাতনগোস্বামিপাদের নিকট লবন প্রার্থনা, বঙ্কবিহারীর মন্দির হইতে ভক্তগৃহে গমন ও সাক্ষীদান, শালীগ্রাম হইতে রাধারমণের প্রকাশ, স্বপ্নাদেশ করতঃ গোবিন্দের আত্মপ্রকাশ, গোপ বালকবেশে মাধবেন্দ্রপুরীকে দুগ্ধদান তথা আত্মপ্রকাশ, চন্দন প্রার্থনা, ছোটবিপ্রের সহিত বার্ত্তালাপ, তৎপশ্চাতে গমন ও সাক্ষীদান, রাজমহিষীর নিকট নাসারত্ন যাচঞা, জগন্নাথের কাঁঠালচুরি, গোপীনাথের ক্ষীরচুরি, বিপ্রবালকের হাতে আলোয়ারনাথের পরমান্নভোজন. রঘুনন্দনের হাতে লাড্ডু ভোজন ,নিতাইগৌর প্রতিমার গমন, জয়সিংহরাজকন্যার হস্তধারণ, শ্রীনাথের উদয়পুরে অবস্থানাদি সত্যঘটনা দ্বারা অর্চ্চার প্রাণবন্তত্ব প্রমাণিত হয় । সর্ব্বত্র ভগবানের অবস্থিতি হইলেও ভক্তিবশে প্রতিমাদিতে তিনি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন।তজ্জন্য ছোট বিপ্র বলিয়াছেন--

প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।

বিপ্র লাগি কর তুমি অকার্য্যসাধন।।

অর্চ্চার জীবন্ত ব্যবহার মহাভাগবতগণই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।যথা চৈঃ চঃ- *বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল।*

যদ্যপি গোপাল সব অন্নব্যঞ্জন খাইল।

তাঁর হস্তস্পর্শে পুনঃ তেমনই হইল।

ইহা অনুভব কৈল মাধব গোসাঞি।

তাঁর ঠাঞি গোপালের লুকান কিছু নাই।।

অতএব পূর্ব্বোক্ত বিচারে শ্রীমূর্ত্তিসেবাপূজাদি বৈষ্ণবের অন্যতম ভক্তি ও প্রীতিপ্রদ কৃত্যবিশেষ।

---ঃঃঃঃ---

বৈষ্ণব চিনিব কিরূপে ?

নদীয়প্রকাশ হইতে সংকলিত

যে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া আদর করিব যবে ।বৈষ্ণবের কৃপা যাহে সর্ব্বসিদ্ধি অবশ্য পাইব তবে। যিনি যেমন বৈষ্ণব অর্থাৎ ভক্তিপথ যাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাদের অধিকার বিচার করিয়া কনিষ্ঠ, মধ্যম অথবা উত্তম যেরূপ যোগ্যতা যিনি লাভ করিয়াছেন, তাহাকে সেইরূপ আদর করিতে হইবে। কনিষ্ঠাধিকারীকে উত্তমাধিকারীর প্রাপ্য সম্মান দিলে বা মধ্যমাধিকারীর সহিত কনিষ্ঠের ন্যায় ব্যবহার করিলে আদর সুষ্ঠুরূপে হয় না। বৈষ্ণবের প্রতি ব্যবহার

যথাযথরূপে সম্পন্ন হইলেই জ্ঞাত অজ্ঞাত বৈষ্ণবাপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়। তখনই বৈষ্ণবের সর্ব্বসিদ্ধিদাত্রী অমায়ায় কৃপার ,স্বরূপ উপলব্ধির বিষয় হয়। বৈষ্ণব চিনিবার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য, চিনিতে পারিলেই আদর বা মমতা স্বতঃই উদিত হয়। নিজের ভ্রাতাকে ভ্রাতা বলিয়া চিনিবার সঙ্গে সঙ্গেই অনাস্বাদিতপূর্ব্ব ভ্রাতৃস্নেহের মাধুর্য্য অনুভূত হইতে থাকে, উহা সময়ের অপেক্ষা করে না। এই চেনা বা আপনজ্ঞানে, বান্ধবজ্ঞানে, প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বৈষ্ণব আমাকে কতটা স্নেহ করেন বা আপনজ্ঞান করেন, এই বিচারই পর্য্যাপ্ত নহে।কারণ আমি বৈষ্ণবের স্নেহভাজন, এই চিন্তায় যে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, উহা অন্তরের অন্তরালে অবস্থিত ভোগ পিপাসারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আমি বৈষ্ণবের প্রতি কতটা মমতা বুদ্ধিবিশিষ্ট হইতে পারিয়াছি, এই বিচারই সর্ব্বসিদ্ধি অভ্যুদয়ের সূচনা করে। বৈষ্ণব চিনিয়া তাঁহার প্রতি আত্মীয় বুদ্ধি না আসা পর্য্যন্ত আমার প্রতি বৈষ্ণবের মমতার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা আমার পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না। প্রাকৃত দৃষ্টিতে বৈষ্ণব দেখিতে গিয়া আমরা তাঁহাদের মধ্যে যেমন দোষ দেখিতে পাই, সেইরূপ নানা প্রকার গুণও দেখিয়া থাকি। বৈষ্ণবের স্নেহ, বিনীত ব্যবহার, স্বভাবসুলভ ক্ষমা ও উদারতা অনেক সময় আমাদিগকে আকৃষ্ট করে। এই গুণগুলি বিচার করিয়াই আমরা বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতার পরিমাপ করিতে উদ্যত হই। সেই গুণগুলিই আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া বৈষ্ণবের প্রতি একটু মমত্বাভাসের উদয় করায়। ঐপ্রকার বাহ্যগুণ দর্শনে স্বরূপবিচার ও সেই সকল অনুকূল গুণের প্রতি আকর্ষণ জনিত মমত্ববোধ, উহা দ্বারা বাস্তবিক বৈষ্ণবদর্শন এবং বৈষ্ণবে আদর হয় কিনা আমাদের বিচার করিয়া দেখা উচিত। বৈষ্ণবকে চিনিতে হইবে, আদর করিতে হইবে--তাঁহার বৈষ্ণবতার দিক্ হইতে। বৈষ্ণবতা অর্থে বিষ্ণুর ঐকান্তিকী সেবাপরতা। উহাই বৈষ্ণবের স্বরূপ। যদি বৈষ্ণব চেনাই আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার মধ্যে বিষ্ণু সেবা তাৎপর্য্যময়তা কি পরিমাণে আছে, তাহাই দেখিতে হইবে।

বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতাকে আদর করিবার প্রয়োজনীয়তা তিনিই উপলব্ধি করেন, যিনি বৈষ্ণবতার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন অর্থাৎ তিনি সেবোন্মুখ হইয়াছেন। নিষ্কপট শরণাগত ব্যক্তির নিকটই বৈষ্ণবের গুণসকল যথার্থ রূপে প্রকাশিত হয়। তিনি বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত ও অসাধারণ গুণ দর্শন করেন, উহাকে প্রাকৃত গুণসাম্যে দর্শন করিয়া আপরাধের আবাহন করেন না। সেবাবিমুখ আমরা কিন্তু এই বৈষ্ণবতার দিক হইতে বৈষ্ণবকে দেখিবার রহস্য বুঝিতে পারি না। আমরা অনেক সময় বৈষ্ণবের স্নেহময়তা প্রভৃতি গুণে আকৃষ্ট হইয়া থাকি। বৈষ্ণবের ধৈর্য্য,সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণের প্রশংসাও করি। বৈষ্ণবের গুণ কাহারও ইন্দ্রিয় তর্পণের বস্তু নহে। বৈষ্ণবের স্নেহ বা তাঁহাদের গুণ, যাহা আমরা বর্ত্তমানে লক্ষ্য করিতেছি, তাহা যদি আমাদিগকে বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবায় প্রবুদ্ধ না করে, ঐ সকল গুণ যদি বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতার প্রতি আকৃষ্ট না করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে বাস্তবিক পক্ষে বৈষ্ণবের গুণ আমাদের দর্শন হয় নাই।

সাধকভক্ত মধ্যম অধিকারে উপনীত হইলে যে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া তাঁহার প্রতি মমত্বস্থাপন করেন। তখই তিনি বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করিয়া থাকেন। মধ্যম অধিকার লাভ করাও বৈষ্ণবের কৃপা সাপেক্ষ্য. বৈষ্ণবের কৃপা সর্ব্বকালেই ক্রিয়াবতী। অনর্থযুক্ত বহির্ম্মুখ জীব কনিষ্ঠাধিকারে শ্রীনামসেবা করিবার প্রবৃত্তিও বৈষ্ণবের কৃপা হইতেই লাভ করেন। কিন্তু কনিষ্ঠাধিকারী উহা উপল্ব্ধি করিতে পারেন না, ইহাই তাঁহার কনিষ্ঠত্ব। কনিষ্ঠাধিকারী বৈষ্ণবের কৃপা অজ্ঞাতসারেই লাভ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবের কৃপা তৎকালে অজ্ঞাতভাবে তাঁহার উপর বর্ষিত হইয়া তাঁহাকে মধ্যম অধিরকারে উন্নীত করায়। বৈষ্ণবের কৃপাতেই তিনি বৈষ্ণব চিনিয়া তাঁহার প্রতি আদর যুক্ত হন। বৈষ্ণবের সহিত আমাদের সম্বন্ধ নিত্য। তাঁহার সহিত নূতন করিয়া সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয় না। সেই সম্বন্ধটি উপলব্ধি করা আমাদের প্রয়োজন। বৈষ্ণবকে আত্মীয়জ্ঞানে কতটা আদর করিতে পারিয়াছি , ইহা জানিবার একমাত্র কষ্টিপাথর হইতেছে, অবৈষ্ণবে অনাত্মীয়জ্ঞানে কতটা ঔদাসীন্য বা আনাদর করিতে পারিয়াছি--এই জ্ঞান।অবৈষ্ণবে সম্পূর্ণরূপে অনাদর বা অনাত্মবুদ্ধি না আসা পর্য্যন্ত বৈষ্ণবে আত্মীয় জ্ঞান হইবার আশা নাই। যে পরিমাণে অবৈষ্ণবে পরবুদ্ধি হইবে, সেই পরিমাণে বৈষ্ণবে আপন বুদ্ধি আসিবে, এ কেবল মুখের কথা নহে। সত্যই যদি বৈষ্ণবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে অবৈষ্ণবের প্রতি মমতা সর্ব্বাগ্রে পরিহার করিতে হইবে। আমাদের মাতা পিতা ভাই বন্ধু এবং তথা কথিত আত্মীয় স্বজন এমন কি দেহ বা মনও যদি বৈষ্ণবসেবার বিরোধী হয়,তাহা হইলে সেই চৈতন্যবিমুখ নিজজনগণকে প্রকৃত পক্ষে পর জানিয়া তাহাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইবার মত দৃঢ়তা অর্জ্জন না করা পর্য্যন্ত বৈষ্ণবকে আত্মীয়জ্ঞান করা কেবল ছলনা মাত্র।

পরতত্ত্বের বিলাসের বস্তুর নামই বৈষ্ণব। যেখানে সেই বৈষ্ণবের আনুগত্য নাই , সেবা নাই, সেখানে শ্রীকৃষ্ণও নাই। প্রত্যেক জীবকে শ্রীকৃষ্ণের বিলাসের দিকে উন্মুখ করার নামই বৈষ্ণবতা। শ্রীগুরুদেবের কার্য্য হইতেছে বৈষ্ণবকে দিয়া শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ বিধান। শ্রীগুরুদাসানুদাসগণেরও শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে নিজেরা সেবোন্মুখ হইয়া অন্যকে

সেবোন্মুখ করাই একমাত্র কৃত্য।তাহাতেই সম্যক্ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ বিদ্যমান। কনিষ্ঠাধিকারী শ্রীকৃষ্ণের বিলাসের তত্ত্ব বুঝিতে পারেন না। মধ্যমাধিকারী তাহা বুঝিয়া বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত হন। মধ্যম অধিকারে যে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া আদর করিব যবে - এই মহাজনবাক্যের বিচার উদিত হয়। তিনি কনিষ্ঠে আদর, মধ্যমে প্রণতি , উত্তমে শুশ্রূষার বিচার উপলব্ধি করিতে পারেন। কনিষ্ঠাধিকারী জগতের বিশেষ কিছু উপকার করিতে পারেন না। মধ্যম অধিকারীই প্রকৃত পরোপকার করিতে পারেন। উন্নত বা উত্তম অধিকারী সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে পরোপকার করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবের সেবা বিচারটি যাঁহার যত অধিক পরিমাণে উদিত হইয়াছে, তিনি তত অধিক বৈষ্ণবতা লাভ করিতে পারেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠবৈষ্ণব সেবাভিমানেই গুরুত্বে সংপ্রতিষ্ঠিত।

শ্রীকৃষ্ণের বিলাসের উপকরণই বৈষ্ণব।বৈষ্ণব ও শ্রীকৃষ্ণের-পরস্পরের মধ্যে বিলাস নিত্যকাল চলিতেছে। সেই বৈষ্ণবের সেবা বাদ দিয়া যে শ্রীকৃষ্ণদর্শনের চেষ্টা বা ইচ্ছা তাহা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধান মাত্র। যিনি শ্রীকৃষ্ণকে দিতে পারেন, যাঁহাকে লইয়া শ্রীভগবানের ভগবত্ত্বা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব তিনিই বৈষ্ণব। তাঁহার সেবার জন্য যাঁহার হৃদয়ে তীব্র বিরহ জাগরূক হইয়া উঠিতেছে,তাঁহারই প্রতি বৈষ্ণবের কৃপাশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইতেছে। আর সেই বৈষ্ণবের আবেদনে অমন্দোদয়দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকেই দয়া করিতেছেন।আমার বৈষ্ণব সেবা হইল না বলিয়া বৈষ্ণবসেবকমাত্রেই দৈন্য থাকা দরকার। সেই নিষ্কপট দৈন্য যাঁহার যত বেশী তিনি তত অধিক শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট তত অধিক আকৃষ্ট। বৈষ্ণবসেবার বিচারই প্রকৃত ভক্তি সিদ্ধান্ত এবং তাদৃশী ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী। বৈষ্ণবসেবক নিজে নিজে শ্রীনাম পরায়ণ থাকিয়া প্রত্যেকে যাহাতে শ্রীনামের শ্রবণ কীর্ত্তনে উন্মুখ থাকেন, তজ্জন্য চেষ্টা করা দরকার। প্রত্যেকেরই অধিকার যাহাতে উন্নত হয় ,তজ্জন্য পরস্পরের মিলিয়া মিশিয়া চেষ্টা করা আবশ্যক।

কলিকালে শ্রীনামেই পরমধর্ম্ম হয়। নিরপরাধে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিলে শুদ্ধ বৈষ্ণব সকলেই সমান হন সত্য, কিন্তু যে বৈষ্ণবে যতদূর নামবলোদয় হইয়াছে, সেই বৈষ্ণব ততদূর বলবান্। নামবল দুই প্রকার অর্থাৎ স্বল্পবল ও বহুবল। কনিষ্ঠ বৈষ্ণবে স্থানবিশেষে শুদ্ধ নামের যৎকিঞ্চিৎ বল হয়। মধ্যমবৈষ্ণব ততোধিক বল হইলেও বহুবল বৈষ্ণবের তুলনায় তিনি স্বল্পবল বা মধ্যবল। উত্তম বৈষ্ণব বহুবলযুক্ত। জগতে দুই প্রকার লোক অর্থাৎ বহির্ম্মুখ ও অন্তর্ম্মুখ। বহির্ম্মুখের কেবল আতিথ্য মাত্র ধর্ম্ম, বৈষ্ণবসেবা নাই। অন্তর্ম্মুখ আবার দুই প্রকার অর্থাৎ বৈষ্ণববলজ্ঞ ও বৈষ্ণববলানভিজ্ঞ। বৈষ্ণববলানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিষয়ী, অল্পবুদ্ধি ,ভিক্ষুক বা ক্রূরবেশ দেখিলেই ভীত হয়, কাহাকে বৈষ্ণববল বলা যায় বা সেই বলের তারতম্য কি তাহা তাহারা জানে না। বৈষ্ণবাগ্নিত্ব ও মহাগ্নিত্বের বিশেষ তাহারা অবগত নহে। সেই বৈষ্ণববলানভিজ্ঞ বিষয়ী, বৈষ্ণব প্রায়, কনিষ্ঠভক্তগণ বালিশ মধ্যে পরিগণিত। তাহারা দীক্ষিত হইয়া অর্চ্চন করেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত ও তদিতরের ভেদ করিয়া বৈষ্ণবসেবা করিতে অক্ষম। তাহারা বেশধারী বা অতিথিমাত্রকেই সমতার সহিত ব্যবহার করিতে বাধ্য।তাহারা যদি ভেদ করিতে আরম্ভ করে, তবে অজ্ঞতাবশতঃ শুদ্ধবৈষ্ণব ত্যাগ করিয়া অভক্তলোকের সেবামাত্র করিয়া নষ্ট হইবে।সুতরাং তাহাদের অজ্ঞতারোগের সমতাই পথ্য। কিন্তু বৈষ্ণববলজ্ঞ ব্যক্তির সম্বন্ধে এরূপ নয়। ব্যবহার পরমার্থী বৈষ্ণব শ্রবণ কীর্ত্তন ও শুদ্ধসম্বন্ধজ্ঞান দ্বারা বিশেষ বুদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা স্বল্পবল বহুবল বিচারে প্রবীণ-কাহার দেহে কৃষ্ণের কি পরিমাণ তেজ- স্বল্প বা বহু, তাহা সকলই জানেন। তাঁহারা বৈষ্ণবদিগের বলানুসারে বিশেষ বুদ্ধি করিবেন। বলাবল না বুঝিয়া যদি ব্যবহার করেন, তাহা হইলে দোষভাগী হন। স্বল্পবল ও বহুবল বৈষ্ণব উপস্থিত হইলে অগ্রে বহুবলের পূজা কর্ত্তব্য, পরে সাধারণ বলের। অসাক্ষাতেও তদ্রূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য। বাড়বাগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে প্রদীপাগ্নি সহজেই নির্ব্বাপিত হয়। যদি মহাবল ও মহাতেজা বৈষ্ণবের অগ্রে পূজা দেখিয়া স্বল্পতেজা বৈষ্ণব ক্রোধ করেন, তবে ক্রুদ্ধ, অন্যায়কারী মহতের তেজে ভগ্নতেজ হইয়া পূজাকারীর নিগ্রহ করিতে পারিবে না। এই সমস্ত ব্যবসায়ী দীর্ঘশ্রুত বৈষ্ণবগণ ব্যবহার-পরমার্থজ্ঞ হইয়া অবশ্য জানেন, জানিয়াও যদি বৈষ্ণববলানভিজ্ঞের ন্যায় সমব্যাবহার করেন, তবে অবশ্য বিনষ্ট হইবেন। যদি মধ্যম বৈষ্ণবগণ ঈশ্বরে প্রেম, বৈষ্ণবে মৈত্রী,বালিশে কৃপা ও দ্বেষিলোকের প্রতি উপেক্ষারূপ বলাবল বিচারিত কার্য্য না করেন , তবে বৈষ্ণবতা কিরূপ থাকিবে ? বৈষ্ণবজীবনই বা তাঁহাদের কিরূপে সিদ্ধ হইবে ? শুদ্ধবৈষ্ণবকে যথাযোগ্যসেবা করিলে সুমেরু পর্ব্বতের আশ্রিতজনের ন্যায় তাঁহারা ভয়শূন্য হইবেন, অন্যে কেহ কিছুই করিতে পারিবে না। তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণবের বলাবল বিচার পূর্ব্বক অত্যন্ত স্বল্পবলের সম্মান, মধ্যমবলের পূজা এবং বহুবলের সেবা যথাযথ করিয়া কৃষ্ণসংসার নির্ব্বাহ করিবেন। তাহা হইলে বৈষ্ণবনিন্দাদোষে নামাপরাধ হইবে না। বৈষ্ণবের নিন্দা করিবে না। প্রমাদেও বৈষ্ণবের অবহেলা করিবে না। বৈষ্ণবের জন্য যদি মরণ হয়, তাহাতেও দুঃখ নাই। কর্ম্মাচার দেখিয়া বৈষ্ণবে দোষ আরোপ করিবে না।বৈষ্ণবের দৈবাগত পাপের নিন্দা

করিবে না। যেহেতু বৈষ্ণবাঙ্গে কৃষ্ণাগ্নি আছে। সেই অগ্নিবলে পাপ আসিতে পারে না। যদি দৈবাৎ আসে ,তবে সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়।

একমাত্র কৃষ্ণভক্তিই বৈষ্ণবতার লক্ষণ। শ্রীগুরুচরণ আশ্রয়পূর্ব্বক ভজনক্রমে যে রসোদয় করিতে পারা যায়, তাহারই নাম বৈষ্ণবতা। নিরপরাধে কদাচিৎ নাম হইলে তিনি বৈষ্ণব। সেইরূপ নিরন্তর নাম হইলে তিনি বৈষ্ণবতর হন। হ্লাদিনীশক্তির উদয় হইলে তিনি বৈষ্ণবতম হন। শুদ্ধনামপারয়ণ বৈষ্ণবই শ্রীচৈতন্য চরণানুগত বৈষ্ণব বলিয়া বিখ্যাত। সান্তর নামানুশীলকই বৈষ্ণব। নিরন্তর নামানুশীলকই বৈষ্ণবতর। এইসকল সাধুর সঙ্গই কর্ত্তব্য। যাঁহার যে পরিমাণে শ্রীকৃষ্ণনামে রতি হইয়াছে তিনি ততদূর বৈষ্ণব।

অন্তর্ম্মুখ কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম ভেদে তিন প্রকার।কনিষ্ঠ অন্তর্ম্মুখগণ অন্যদেবাদি ত্যাগ করিয়া সর্ব্বকাম হইয়া কৃষ্ণার্চ্চন করেন। কিন্তু স্বস্বরূপ, কৃষ্ণস্বরূপ ও ভক্তস্বরূপ বিষয়ে অনভিজ্ঞ, মূঢ় হইলে ও অপরাধী নহেন। ইহাদের মধ্যেই স্বনিষ্ঠ প্রবৃত্তি, সুতরাং শুদ্ধ বৈষ্ণব না হইলেও বৈষ্ণবপ্রায়। মধ্যম অন্তর্ম্মুখগণ শুদ্ধবৈষ্ণব ও পরিনিষ্ঠিত। উত্তম অন্তর্ম্মুখের ত কথাই নাই। তিনি নিরপেক্ষ। শ্রীনামনামীতে অভেদ বুদ্ধি ব্যতীত কেহ কখনও অন্তর্ম্মুখ হইতে পারেন না।অন্তর্ম্মুখমাত্রেরই ভগবানে অনন্যশ্রদ্ধা আছে। মধ্যম বৈষ্ণবগণ উত্তমবৈষ্ণবের অনুগত এবং কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের উপাসক। নাম ভজনকারী পুরুষ প্রথম হইতেই মধ্যমাধিকারী। বৈষ্ণবকৃপায় যখন কনিষ্ঠত্ব লোপ হইয়া মধ্যমাধিকার উদয় হইতে থাকে ,তখনই তিনি বৈষ্ণব পদবাচ্য হন এবং জীবে দয়া তাহার হৃদয়ে উদিত হয়। বৈষ্ণব গৃহস্থ হউন বা গৃহত্যাগী হউন, ভক্তিসমৃদ্ধিই তাঁহার সমস্ত সম্মানের কারণ। যাঁহার যতদূর ভক্তি সম্পত্তি হইয়াছে, তাহাকে ততই বৈষ্ণব বলিয়া সম্মান করিতে হয়। অন্য কোন কারণে বৈষ্ণবের তারতম্য নাই। যাঁহার ভক্তি আছে, তিনি- গৃহস্থই হউন ,সন্ন্যাসীই হউন, ধনীই হউন বা নির্ধনই হউন, পণ্ডিতই হউন বা মূর্খই হউন, দুর্ব্বলই হউন বা বলবানই হউন -- বৈষ্ণব। ছাব্বিশটি গুণ লক্ষণের দ্বারা বৈষ্ণব লক্ষিত হন। এই গুণগণমধ্যে কৃষ্ণৈকশরণতাগুণটি বৈষ্ণবের স্বরূপ লক্ষণ। অনন্যকৃষ্ণৈকশরণই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ।

রুচি অনুসারে ভক্তগণ তিনপ্রকার অর্থাৎ প্রচার প্রধান ভক্ত, আচার প্রধান ভক্ত ও আচার প্রচারসম্পন্ন ভক্ত। উত্তম ,মধ্যম ও কনিষ্ঠ বিচার করিলে আচার প্রচার সম্পন্নই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কেবল আচারপ্রধান ভক্ত মধ্যম, কেবল প্রচার প্রধান ভক্ত কনিষ্ঠ। শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুন হইয়া যিনি সর্ব্বথা দৃঢ়নিশ্চয়, তিনিপ্রৌঢ়শ্রদ্ধ্য। তিনিই ভক্তির উত্তমাধিকারী। যিনি শাস্ত্রযুক্তিতে বিশেষ নিপুন নহেন,অথচ দৃঢশ্রদ্ধ্য, তিনি ভক্তির মধ্যমাধিকারী। যিনি পরম্পরাগতিকে কিছু শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন কিন্তু শাস্ত্রযুক্তি আশ্রয় করেন নাই , তিনি কোমলশ্রদ্ধ্য। সাধুসঙ্গ হইলে শাস্ত্রার্থ বিশ্বাসের সহিত তিনিও ক্রমশঃ প্রৌঢ়শ্রদ্ধ্য হইতে পারেন।

বৈষ্ণবসম্মান ও বৈষ্ণবসেবায় কেবল মধ্যম বৈষ্ণবেরই অধিকার। মধ্যম বৈষ্ণবের পক্ষে - একবার যিনি কৃষ্ণনাম করেন, নিরন্তর যিনি কৃষ্ণনাম করেন ও যাঁহাকে দেখিলে কৃষ্ণনাম মুখে আসে - এহ ত্রিবিধ বৈষ্ণবের সেবা প্রয়োজন। বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমের তারতম্য অনুসারে উপযুক্ত সেবা কর্ত্তব্য। মধ্যমাধিকারী শুদ্ধবৈষ্ণবের কর্ত্তব্য এই যে,শাস্ত্র যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরে প্রেম, শুদ্ধভক্তে মৈত্রী, বালিশে কৃপা ও দ্বেষী ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিবেন। ভক্তির তারতম্য অনুসারে মৈত্রীর তারতম্য উপযুক্ত। বালিশে মূঢ়তার অথচ সরলতার পরিমাণ অনুসারে কৃপার তারতম্য উপযুক্ত। দ্বেষীর তারতম্য অনুসারে তাঁহার প্রতি উপেক্ষার তারতম্য উপযুক্ত।সরলতা,দৃঢ়তা ও একান্ততাই শুদ্ধভক্তের স্বভাব।লোকাপেক্ষায় তিনি কখনও ভক্তি বিরুদ্ধ কথায় সম্মতি দেন না। শুদ্ধভক্তগণ সর্ব্বদা নিরপেক্ষ। বৈষ্ণব চরিত্র নিষ্পাপ, তাঁহার কোন অংশ গোপন করিবার যোগ্য নয়। সরলতাই বৈষ্ণবের জীবন। চরিত্র শুদ্ধ না হইলে বৈষ্ণবপদবী পাইবার কেহ যোগ্য হন না।

বৈষ্ণবকৃপাতেই বৈষ্ণব চিনা যায়। বৈষ্ণবগণ কৃপা পূর্ব্বক নিজের স্বরূপ প্রকাশ না করিলে কেহ তাঁহাদিগকে চিনিতে বা জানিতে পারেন না। স্নেহশীলা মাতা যেমন পুত্রের নিকট নিজেকে প্রকাশিত করেন ,সেইরূপ করুণাময় বৈষ্ণবও স্নেহপ্রীতিশীল আশ্রিতশরণাগত জনের নিকট নিজেকে প্রকাশিত করেন। প্রাকৃত জগতে যেমন মাতা পুত্র এবং পতি পত্নী পরস্পরের হৃদয় কতকটা জানিতে পারে, সেই প্রকার অপ্রাকৃত জগতে একান্ত আশ্রিত শরণাগতজন আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের হৃদয় জানিতে পারেন। বৈষ্ণব এবং তদাশ্রিত উভয়েই উভয়ের হৃদয় জানেন।

বৈষ্ণবগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেন শ্রীগুরুপাদপাদ্ম। বৈষ্ণবের অনুকরণ উচিত নহে, তাঁহাদের অনুসরণ করিতে হইবে। বৈষ্ণব কি করেন ? ইহা জানিবার চেষ্টা করাই মঙ্গলের রাস্তায় যাওয়া। বৈষ্ণবের জীবন প্রণালী বিচার পূর্ব্বক অনুসরণ করিলে এবং আমি অধম এই ধারণাবিশিষ্ট হইয়া দীনতার সহিত দর্শন করিবে, তবে প্রকৃত মঙ্গল হইবে। নিজকে বৈষ্ণব মনে করা বৈষ্ণবতা নহে। ভগবদ্ভক্তগণের দাসানুদাস হওয়াই বৈষ্ণবতা। বৈষ্ণবের নিকট দৈন্য প্রার্থনা ও আত্মনিবেদন করিতে হইবে। বৈষ্ণবের সদাচার গ্রহণ

করিতে হইবে।অপতিত বৈষ্ণবের আদর্শ সর্ব্বক্ষণ সম্মুখে রাখিয়া ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে হইবে। আদর্শ অপতিত না হইলে ভক্তিপথে কখনও অগ্রসর লাভ করিতে পারা যাইবে না। শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ পরম কারুণিক- জীবে অহৈতুকদয়াময়। তাই কৃপা পূর্ব্বক লঘু ও দুর্ব্বলের জন্য সর্ব্বদাই আদর্শ প্রকটিত করিয়া থাকেন। আদর্শ প্রদর্শন বা প্রকটন- আদর্শ প্রদর্শনকারী গুরুবস্তুর অহৈতুকী কৃপা সঞ্জাত ব্যাপার। যিনি আদর্শ প্রদর্শন করেন তিনি গুরু। তাঁহার ওজন খুব বেশী। তাঁহাকে কেহ মাপিয়া লইতে পারে না। শ্রী শ্রী গুরুবৈষ্ণবগণ দুর্ব্বল , লঘুর নিকট যে আদর্শ প্রদর্শন করেন , তাহা গুরু বৈষ্ণবের অসামান্য কৃপা । এইরূপ অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত দুর্ব্বল জীব মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। শ্রীগুরুদেব নিখিল সেবাদর্শের মূর্ত্তবিগ্রহ স্বরূপ। পর দুঃখে দুঃখী সৎগুরুর উপদেশ ও আদর্শ, প্রচার ওআচার সম্পূর্ণ এক তাৎপর্য্যপর বলিয়া দুর্ব্বল জীবের পক্ষে তাহা পরম মঙ্গল দায়ক অনুসরণযোগ্য হয়। দুর্ব্বল জীবও সৎগুরুর সেই আদর্শ আচারময় প্রচার উপেক্ষা করিতে পারে না।যখন উপেক্ষা করিবার কোন দুস্প্রবৃত্তি উদিত হয় তখন তাহার সম্মুখে আর শ্রীগুরুদেবের মহান আদর্শ থাকে না। জীব তখন আর একটি পতনোন্মুখের বা পতিতের আদর্শকে নিজ সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক তবে পতিতপাবন সদ্‌গুরুর পরমপাবন আদর্শকে উপেক্ষা করিতে পারে। কিন্তু অসদ্‌গুরুর আদর্শে সর্ব্বদাই পতনোন্মুখতা থাকে বলিয়া জীব সহজেই তাহার পতনোন্মুখতা প্রবৃত্তির মধ্যে আদর্শকে প্রেয়ঃ বলিয়া বরণ করে এবং অধিকতর সহজ পিচ্ছিল অন্ধতিমিরে পতিত হয়।

বৈষ্ণবের কৃপাতেই বৈষ্ণব চিনা যায়। যখন প্রকৃত বৈষ্ণব স্বেচ্ছা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণা-- এই দুইটি বৃত্তির অভূতপূর্ব্ব যুগপৎ সমন্বয়ে জগতে আবির্ভূত হন, তখন সেই পরম কারুণিক ভাগবত অত্যন্ত পতিত ও বহির্ম্মুখ জীবসকলের দুঃখে দুঃখিত হইয়া যে কোন কুলে যে কোন স্থানে,যে কোন কালে আত্মপ্রকাশ করেন। যখন সেই ভাগবতপ্রবর জীবসমূহে কৃষ্ণভক্তির সন্ধান দিবার জন্য নিজের প্রেমভক্তি সম্পত্তি প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে থাকেন, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে আশঙ্কা করেন--আমার প্রিয়তম প্রাণসদৃশ বৈষ্ণবে যেসকল জীব আত্মসমর্পণ করে, সেই সকলব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করা আমার পক্ষে অত্যন্ত গুরুতর হইবে। আমার চিত্ত বৈষ্ণবে শরণাগত ব্যক্তিগণের অধীন হইয়া পড়িবে ও তাহারা ইচ্ছামাত্রই আমাকে তাহাদের কবল কবলিত করিতে পারিবে।এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মহতের লক্ষণ সমূহকে সাধারণ লোকচক্ষুর সম্মুখে কোন না কোন সময় আবৃত করেন। শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে জীবের বাস্তব সত্যের প্রতি অনুরাগকে পরীক্ষা ও অধিকতর প্রস্ফুটিত করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তির প্রভাবে অন্যাভিলাষী জীবসমূহ প্রকৃত বৈষ্ণবে মহতের লক্ষণ নাই তদ্বিপরীত লক্ষণ আছে, এইরূপ মনে করিয়া থাকে । অতএব পরম করুণাময় বৈষ্ণবের নিজ স্বতন্ত্রেচ্ছা ব্যতীত কেহ বৈষ্ণবের কোন লক্ষণ দর্শন করিবার বা শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ দেখিয়াও বৈষ্ণবের স্বরূপোপলব্ধির যোগ্যতা প্রাপ্ত হয় না। অনেক সময়, প্রকৃত বৈষ্ণব বহির্ম্মুখ ব্যক্তিদিগকে প্রতিষ্ঠা প্রদান করেন। উহাদিগকে প্রতিষ্ঠা দিয়া উহাদের সঙ্গ হইতে যত্নপূর্ব্বক দূরে থাকেন, কখনও বা জনসঙ্গ ভয়ে নিজ স্বাভাবিক লক্ষণসমূহ গোপন করিয়া থাকেন। কোন কোন লোককে বাহিরে শিষ্য করিবার অভিনয় এবং তাঁহাদিগের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ বেষ্টিত থাকিবার অভিনয়, সকল কার্য্যে তাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিবার অভিনয় ও তাঁহাদের সেবা গ্রহণের অভিনয় করিয়াও তাঁহাদের নিকট নিজের প্রকৃত স্বরূপের আচ্ছাদন করেন। ব্রজমণ্ডলে কোন একজন

ভজনানন্দী বৈষ্ণব শ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তরে দূরবর্ত্তী কোন এক গ্রামে ভজন করিতেন। নানা প্রকার অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদের ব্যবহারিক (শারীরিক ও মানসিক) দুঃখ নিবারণের ভরসা দিতেন। ক্রমে তাঁহার ঐরূপ প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি হইলে লোকসমূহ তাঁহাকে সিদ্ধ বাবাজী বলিয়া দিবারাত্র ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল। তিনি খুব বৈরাগ্যবান্, কনককামিনী প্রতিষ্ঠাশা হীন, জীবের প্রতি দয়াময়,অদোষদর্শী পরমবৈষ্ণব-- এইরূপ প্রতিষ্ঠা রটনা করিয়া বহুলোক তাঁহাকে জ্বালাতন করিতে লাগিল। তখন উক্ত ভজনপরায়ন বৈষ্ণব কোন এক ধনীলোকের নিকট হইতে মাসিক কিছু অর্থ নির্ব্বন্ধ করিয়া সেই অর্থের দ্বারা এক ভাঙ্গীর(মেথরের) যুবতী স্ত্রীকে নিজের কুটীরের সম্মুখে সমস্ত দিন বসাইয়া রাখিলেন। ইহাতে লোকসকল উক্ত বৈষ্ণবকে স্ত্রীসঙ্গী, অর্থলোভী প্রভৃতি মনে করিয়া নিন্দা করিতে লাগিল।আবার কতকগুলি লোক ঐ ভজনান্দী মহাত্মার নিকট হইতে কোন জাগতিক ফল পাইতেছে না দেখিয়া যাতায়াতও বন্ধ করিয়া দিল। বস্তুতঃ তিনি প্রকৃত বৈষ্ণব ছিলেন। বৈষ্ণবগণ যখন করুণাবশতঃ আত্মপ্রকাশ করেন, তখন শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবের করুণায় আকৃষ্ট হইয়া শরণাগতির ফলে বৈষ্ণবের প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করিতে পারেন। অতি ভাগ্যবান্ ব্যক্তিই বৈষ্ণবের সেবা ও কৃপা হইতে বঞ্চিত হন না, নথুবা বৈষ্ণব আত্মগোপন করিবার জন্য নানাপ্রকার বঞ্চনা বিস্তার করেন। বৈষ্ণব চিনিবার জন্য অনুক্ষণ শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের চরণে অকপট কাতর প্রার্থনা

থাকিলে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপায় হৃদয় দম্ভহীন ও দৈন্যপূর্ণ হইলে শ্রীনিতাইগৌরই সেই হৃদয়ে বৈষ্ণবের স্বরূপ প্রকাশ করেন। বৈষ্ণব নিতাইগৌরকে জানাইয়া দেন, আবার নিতাইগৌরও বৈষ্ণবকে চিনাইয়া দেন।

বৈষ্ণবগণ আমাদের দুষ্ট চিত্তবৃত্তি দেখিয়া যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ন্যায়ানুসারে অনেক ভাবে আমাদিগকে বঞ্চনা করেন। আমরা বৈষ্ণবের নিকট যেরূপ চিত্তবৃত্তি লইয়া যাই তাহাতে আমারা মঙ্গল বরণ করিব না দেখিয়া তাঁহারা আমাদের রুচির অনুকূল নানাকথা বলিয়া নিজের অন্তরে নির্বিঘ্নে ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত থাকেন। শ্রীল পরমহংস গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের নিকট অনেক বিষয়ী ব্যক্তি যেরূপ রুচি লইয়া যাইতেন, সেইরূপ রুচির কথা শুনিয়াই বঞ্চিত হইয়া আসিতেন, ভোগোন্মুখ কপটতাময় চিত্তবৃত্তি লইয়া কখনও সাধুসঙ্গ হয় না, সাধুর সম্পূর্ণ শরণাগত হইলেই সাধু সেবোন্মুখ শরণাগতের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন ও অমায়ায় একান্ত সত্যকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ কি?

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীগোস্বামিপ্রভুপাদ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ মহাকল্যানকল্পতরুর প্রধান স্কন্ধ। পরাৎপরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের স্বরাজ্যপ্রচারের রাজসভা। সদ্‌গুরুবৈদ্যরাজ, শ্রীকৃষ্ণনাম মহৌষধ, মহাপ্রসাদপথ্যপূর্ণ অমন্দোদয়দাতব্য চিকিৎসালয়। অক্ষজ বা আধ্যক্ষিক অভিজ্ঞতাবাদোত্থ অধিরোহবাদ ধিক্কারী অধোক্ষজ অবরোহজ্ঞান-বিজ্ঞান মহামন্দির। ভক্তিবিনোদ চিদ্রসসাহিত্য-ঐতিহ্য-সম্প্রদায়বৈভব তত্ত্ব -ভাগবত- বেদান্ত-সারস্বত একায়নাসন। স্বরাট্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের ধাম-নাম-কামসেবার অদ্বিতীয় শিক্ষক। শ্রীসজ্জনতোষণী গৌড়ীয়-নদীয়াপ্রকাশ বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহের উদয়াচল। অজ্ঞরূঢ়ি প্লাবিত বিশ্বে শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ির অবতারপীঠ। কলিস্থান পঞ্চক পরিবর্জ্জনকারী শ্রেষ্ঠভক্ত্যঙ্গ পঞ্চক সেবাসদন। কলিকোলাহলমুখর বিশ্বে কৃষ্ণকোলাহল মুখর মন্দির। অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদিচেষ্টা নির্ম্মুক্ত অনুক্ষণ অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনপর রূপানুগসারস্বততীর্থ। কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তি-কৃষ্ণপ্রেম সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন জ্ঞানবিজ্ঞানের বিদ্যাপীঠ।অকৈতব বাস্তবসত্যানুসন্ধানের শ্রৌত গবেষণাগার। ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিবাঞ্ছাহীন, নির্ম্মৎসর, নিষ্কপট সাধুগণের নির্গুণনিবাস। কৃষ্ণার্থে অখিলোদ্যম বা অতিমর্ত্ত্য অর্থনীতি শিক্ষার একমাত্র মহাবিদ্যালয়। শ্রীনামভজনেই শ্রীরূপগুণ লীলাদির স্ফুরণ, কীর্ত্তনাধীনই স্মরণ,ভাগবতগোস্বামিসিদ্ধান্তের মঞ্জুষা। শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর সহস্রধারার সার্ব্বকালিক প্লাবনক্ষেত্র। শ্রীগৌরবিহিত শুদ্ধনামরূপগুণলীলাবিনোদ কীর্ত্তন কুঞ্জ। ফল্গুবৈরাগ্যনিষেধক যুক্তবৈরাগ্য মূলমন্ত্রাঙ্কিত মহাচূড়াযুক্ত মহামন্দির। শ্রীব্রহ্ম-নারদ-ব্যাস-মাধব-নিত্যানন্দাশ্রিত আশ্রয়জাতীয় সেবকগণের পূজাপীঠ।

শ্রীগুরুত্যাগের বিচার

গুরু পূজ্য বস্তু। তাহা ত্যাগের বিষয় নহে কিন্তু যাঁহাতে প্রকৃত গুরুত্বের অভাব তাঁহারাই ত্যাগের বিচার প্রপঞ্চিত হয়। সাধারণ সূত্র যেরূপ যজ্ঞসূত্রের কার্য্য করিতে পারে না তদ্রূপ গুরু নাম ধারী অগুরুও গুরুর কার্য্য করিতে পারেন না। শাস্ত্রে যেরূপ সৎগুরু গ্রহণের বিচার আছে তদ্রূপ অসৎগুরু ত্যাগেরও বিচার আছে। অসৎগুরু ত্যাগের বিচারই সাধারণতঃ গুরুত্যাগের বিচারে গণ্য। গুরু ত্যাগের কারণ গুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। পারমার্থিকের পক্ষে সৎসম্প্রদায়বিহীন গুরু পরিত্যাজ্য। কারণ সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্র বিফল। সম্প্রদায়বিহীনা মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।

২। অবৈষ্ণবের নিকট বিষ্ণু মন্ত্র গ্রহণেও নরকপাতের কথা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্‌গুরোঃ ইত্যাদি শাস্ত্রবিধানে অবৈষ্ণবগুরু পরিত্যাজ্য হয়। যাহারা শিব শক্তি প্রভৃতি মন্ত্রে দীক্ষিত তাদৃশ শৈব শাক্ত প্রভৃতি গুরুগণ সর্ব্বতোভাবেই গুরুত্ব বর্জ্জিত।

৩। সৎসম্প্রদায়ী হইলেও গুরোরপ্যবলিপ্তস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে। স্ত্রীসঙ্গী ও মিছাভক্ত গুরুও পরিত্যাজ্য। কারণ স্ত্রীসঙ্গী অসাধু, মিছাভক্তও অসাধু তাহারা ধর্ম্মধ্বজী। অতএব তাহাদের গুরুত্ব নাই। তাহাদের যখন সাধুত্বই নাই তখন তাহাতে গুরুত্বেরও কোন প্রশ্নই থাকে না।

৪। সৎসম্প্রদায়ী হইলেও প্রকৃত গুরুত্বহীন ব্যবসায়ী, ব্যবহারিক, কৌলিক ও লৌকিক গুরু পরিত্যাজ্য। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলেন, কৌলিক ও লৌকিক গুর্বাদি ত্যাগ পূর্ব্বক পারমার্থিক গুরু আশ্রয় করিবেন।

কারণ লৌকিক বা কৌলিক গুরুগণ সংসারী। সংসারাসক্তদের গুরুত্ব ব্যাবহারিক মাত্র। পক্ষে পরমার্থই জীবের জীবন। অতএব পরমার্থের জন্য পারমার্থিক গুরুই আশ্রয়িতব্য।

৫। সৎসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব হইলেও তথা স্ত্রীসঙ্গী ও মিছাভক্ত না হইলেও অনর্থগ্রস্ত কনিষ্ঠ বৈষ্ণবও গুরুত্বে পরিত্যাজ্য। কারণ অনর্থীদের গুরুত্ব সিদ্ধ নহে। যেরূপ কুলটার সতীত্ব সিদ্ধ নহে। অনর্থীগণ প্রকৃত পরমার্থে বঞ্চিত।অলব্ধ বস্তুর দান প্রসিদ্ধ নহে। তিনি পরমার্থহীন তাহার সাধুত্ব বা গুরুত্ব অপ্রসিদ্ধ ব্যাপার। কারণ অনর্থের সঙ্গে পরমার্থ থাকিতে পারে না আর পরমার্থের সঙ্গেও অনর্থ থাকে না।

৬। উৎপদপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে। অর্থাৎ বৈষ্ণব অভিমানে বৈষ্ণবনিন্দুক তথা স্বেচ্ছাচারী, অনাচারী, ব্যভিচারী, অত্যাচারী ও কলিস্থানসেবী অতএব উৎপদগামী গুরুও পরিত্যাজ্য।

৭। সমন্বয়বাদী পাষণ্ডগুরুও পরিত্যাজ্য।কারণ পাষণ্ডীর সঙ্গ সম্ভাষণাদি নিষিদ্ধ। পাষণ্ডীগণ সাত জন্মে কুকুর, সাত জন্মে শূকর, সাত জন্মে গাধা, সাত জন্মে উঠ এবং সাত জন্মে সর্প হয়। যাহারা এইরূপ জন্মান্তরে দুঃখভোগী তাহাদের গুরুত্ব থাকিতেই পারে না।যদি ভ্রমবশতঃ তাদৃশ গুরুর আশ্রয় করে তবে তাহারও পাষণ্ডের সঙ্গ সম্ভাষণ দোষে অধঃপাত অবশ্যম্ভাবী।পাষণ্ডী র লক্ষণ কি? যাহারা সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর সহিত অন্য ক্ষূদ্র দেবতাদের সমজ্ঞান করে তাহারা পাষণ্ডী। যাহারা নরে নারায়ণ বুদ্ধি এবং নারায়ণে নর বুদ্ধিযুক্ত তাহারাও পাষণ্ডী। অবৈষ্ণব বিপ্রও পাষণ্ডীতে গণ্য।

৮। মায়াবাদী বৌদ্ধ জৈনাদি গুরুও পরিত্যাজ্য। কারণ তাহারা সকলেই তত্ত্বভ্রমী অবৈষ্ণব। মায়াবাদ বৌদ্ধবাদ তথা জৈনবাদও বেদ বিরুদ্ধ। তাদৃশ বাদে পরমার্থ নাই। তাহারা অপসিদ্ধান্তী ও জন্মান্তরভ্রমী। এমনকি ষড় দার্শনিকগণও প্রকৃত গুরুত্ব বর্জ্জিত। কারণ মহাপ্রভু বলেন, তাতে ষড় দর্শন হইতে তত্ত্ব নাহি জানি। মহাজন যেই কহে সেই সত্য মানি।।

কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডে আবদ্ধমতি বৈদিকগণও প্রকৃত গুরুত্বশূন্য। স্মার্ত্তগুরুও পরিত্যাজ্য। তাহারা শ্রৌত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ নহেন। পক্ষে ভাগবতীয় গুরুই আশ্রয়ণীয়।

ভাগবত গুরু শব্দব্রহ্ম বেদাদি শাস্ত্রে পারঙ্গত এবং পরব্রহ্মে প্রেমভক্তিমান তথা অজ্ঞানবহুল ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ রূপ পুরুষার্থে উদাসীন অর্থাৎ সর্ব্বথা ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি বাসনাদি বিনির্ম্মুক্ত।ভাগবতে বলেন, গুরুর্ন স্যাৎ যো ন মোচয়েৎ সমুপেতমৃত্যুম্। যিনি মৃত্যুধর্ম্ম হইতে শরণাগত শিষ্যকে রক্ষা করিতে পারেন না তিনি গুরুত্বে নিতান্ত অযোগ্য অতএব পরিত্যাজ্য। শ্রীতোকারাম কথিত- আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাই। সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাতগোসাঞি, অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী প্রভৃতি অপসাম্প্রদায়িক গুরুও পরিত্যাজ্য।

কারণ ইহারা গৌড়ীয় বলিয়া পরিচয় দিলেও প্রকৃতপক্ষে গৌড়ীয় ব্রুব মাত্র। ইহারা চৈতন্যদেব আচরিত ও প্রচারিত মতের অপলাপকারী।ইহাদের সঙ্গ যদি কর্ত্তব্য না হয় তাহা হাইলে তাহাদের গুরুত্বই বা কিরূপে সিদ্ধ হইবে?

অতওবগৌড়ীয় জ্ঞানে তাহাদের সঙ্গে মনাদির আদানপ্রদান প্রসঙ্গও রাখা উচিত নয়।

ঃঃ----------ঃঃঃঃঃঃ--

যথার্থভাষণ ও নিন্দা

যথার্থভাষণ

ঘটমান বিষয়ের যথাযত কথনই যথার্থভাষণ যথা- মহারাজ ভরত হরিণে আসক্তিক্রমে হরিণ যোনি প্রাপ্ত হন। যথা- শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য জগতে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ রূপ মায়াবাদ প্রচার করেনম। নিন্দা-ঘটমান বিষয়ের অযথাকথনই নিন্দা বাচ্য। এককথায় অপবাদই নিন্দা। শ্রীপাদ মনু বলেন- পরোক্ষাপবাদো নিন্দাভিধানঃ। পরোক্ষে আপবাদ অযথাকথন বিশেষতঃ দোষকথনই নিন্দা। অসদ্ভাবকর্ম্মাদিই নিন্দাস্পদ, গর্হণীয় এবং সদ্ভাবকর্ম্মাদিই প্রশংসাস্পদ। অতএব যথার্থভাষণই সত্যবাদ এবং অযথাযতকথনই অপবাদ। ঘটমান বিষয় যদি অসৎ

হয় তবে তাহার বর্ণনাও অসত্ অতএব নিন্দার্হ্য আর ঘটমান বিষয় যদি সৎ হয় তবে তাহার বর্ণনাও সত্য অতএব প্রশংসার্হ্য।

কোন ভিক্ষুক সাধু মদখানার পথে অন্যত্র ভিক্ষা করিতে যান। তদ্দর্শনে তাহাকে মদপায়ী বলিয়া সাব্যস্ত করা অপবাদ মাত্র তাহা নিন্দাই। পরন্তু মদপানকারীকে মদ্যপ বলা যথার্থভাষণ। ইহা নিন্দা নহে। মদপান নিন্দনীয় বটে পরন্তু মদপান রূপ সত্যঘটনা হেতু মদ্যপানাখ্যা যথার্থই। মদপান করে না অথচ তাহাকে মাৎসর্য্যবশে বা ভ্রমবশে অথবা অপমানার্থে মদ্যপ বলাই অপবাদ বা নিন্দা।

বিল্বমঙ্গল প্রথম জীবনে বেশ্যাসক্ত ছিলেন। ইহা সত্যোক্তি কারণ ঘটনাটি এইরূপই বটে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মায়াবাদী ছিলেন ইহা মিথ্যা উক্তি অতএব অপবাদমাত্র। এই অপবাদ অপরাধমূলক এবং অপরাধজনকও বটে। বাহ্যতঃ বিষয় দর্শনে প্রেমনিধি গোরপ্রিয়তম পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে বিষয়ীজ্ঞানই অপবাদ । কারণ ধনাঢ্য হইলেও তিনি ধনাসক্ত ছিলেন না। বিষয়াসক্তই প্রকৃত বিষয়ী সংজ্ঞক। গৌরসুন্দর শঙ্করসম্প্রদায়ের জনৈক কেশবভারতী নামক সন্ন্যাসী হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার বেষমাত্র মায়াবাদীর ন্যায় ছিল বলিয়া তাঁহাকে মায়াবাদী বলা তত্ত্বতঃ অপবাদ মূলক। কারণ তিনি পরম বৈষ্ণবভাবেই বিভাবিত ছিলেন। বাহ্যদর্শনে তাঁহাকে মায়াবাদীরূপে প্রতীয়মান হইলেও তিনি প্রকৃত বৈষ্ণববাদী। এমত গৌরসুন্দরকে তাঁহার চরিত্রে অনভিজ্ঞতামূলে মায়াবাদী বলিয়া রটনা করাই অপবাদ বা নিন্দা বিশেষ। না বুঝিয়া নিন্দে তাঁর চরিত্র অগাধ। পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তার বাধ।।

মহাদেব অনন্তজীবন। তিনি নাগচ্ছলে গুরু অনন্তকে কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন। এই রহস্য না জানিয়া তাঁহাকে নাগীন সামান্যজ্ঞান করা অপরাধ মূলক অপবাদ বিশেষ।

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু অলঙ্কারচ্ছলে নবধাভক্তিকে অঙ্গে ধারণ করেন। তাঁহার এমম্বিধ অলঙ্কার ধারণের রহস্য না জানিয়া তাঁহাকে বিলাসী সন্ন্যাসী বলা অপবাদ বিশেষ।

বাল্মিকী প্রথম জীবনে দস্যু ছিলেন। পরে মহাত্মা নারদের অপার কৃপা করুণায় তিনি মহাভাগবত হইয়াছিলেন। এমত পরম বৈষ্ণবকে অবজ্ঞাভরে বা ভ্রমবশতঃ পূর্ব্বচরিত্র লইয়া গর্হণ বা উপহাসাদিও অপরাধমূলক অপবাদ। ১।শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্তবাৎসল্য রহস্য না জানিয়া তাঁহাকে গোপীলম্পট সামান্যজ্ঞানই অবপাদ।২। দৈন্য শ্রবণে বৈষ্ণবে দীনহীন জ্ঞানই অবপাদ মাত্র।৩। সতে অসৎ এবং অসতে সৎ বুদ্ধিই বিপর্য্যয়বাদ বা অবপাদ। অন্যথা বাদই অপবাদ সংজ্ঞক। ৪।কৃষ্ণের সর্ব্বভূতমহেশ্বরত্ব না জানিয়া তাঁহাকে নরসামান্য বুদ্ধিই অপবাদ।৫। এই সাধু যে এত হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন ইহার অর্থ ব্যতীত অন্যকোন প্রয়োজন নাই এইরূপে পরম হিতৈষী বৈষ্ণবে অর্থার্থী বুদ্ধিই অপবাদ।
৬। কর্ম্মে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত সাধুতে অলসবুদ্ধিই অপবাদ।
৭। সেবারুচিপ্রধান সেবকে কর্ম্মীজ্ঞানই অপবাদ।
৮। মাৎসর্য্যবশে সৎগুণে দোষারোপই অপবাদ।
৯। খাঁটীকে ভেজাল বলা এবং ভেজালকে খাঁটী বলা অপবাদ। পরন্তু ভেজালকে ভেজাল বলাই যথার্থবাদ।

জগতে সত্যধর্ম্মের নামে কত শত অধর্ম্মবাদ চলিতেছে। যধি কোন যথার্থ ধার্ম্মিক জীব কল্যাণার্থে তাদৃশ অধর্ম্মের স্বরূপোদ্‌ঘাটন করেন তাহা হইলে তাহাকে নিন্দুক বলা কখনই উচিত হয় না। তাদৃশ হিতৈষীকে নিন্দুক বলা নিতান্ত অন্যায় আচরণ। পক্ষে বঞ্চককে বান্ধব বলা অপবাদমূলে মূর্খতা বিশেষ। যাঁহারা সাধনবলে বা কৃপাবলে যথাশাস্ত্রীয় সদ্ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত না হইয়া গৌণধর্ম্মের আচার প্রচার করেন তাঁহারা বঞ্চিত ও বঞ্চক।

অজ্ঞগণ তাঁহাদিগকে ধার্ম্মিক মানিলেও বিজ্ঞসমাজে তাঁহারা বঞ্চক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। গৌরগতপ্রাণ প্রসিদ্ধ ষড়্‌গোস্বামিগণের অন্তর্ধানের পর গৌড়ীয় গগন নানামতবাদের ঘূর্ণিবাতে আবৃত হয়। তাহাতে কত শত অজ্ঞ অথচ শ্রদ্ধালু জীব বঞ্চিত হইতে থাকে। এমতাবস্থায় শ্রীগৌরকরুণাশক্তি শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত

সরস্বতী প্রভুপাদ আচার্য্যভাস্কররূপে উদিত হইয়া অপধর্ম্মান্ধকার বিনাশ করেন। তিনি যথার্থ মহাজন সঙ্গত ধর্ম্মের সহিত তথাকথিত অপধর্ম্মের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিলে সজ্জন গণ প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব বিজ্ঞান লাভে ও তদাচরণে কৃতার্থ হন। কিন্তু তাহাতে অপধার্ম্মিক পেচকগণ তাঁহাকে বৈষ্ণবনিন্দুক বলিয়া নিন্দা করিতে থাকে। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে শ্রীলপ্রভুপাদ যে প্রকৃত জীবহিতৈষী মহাবদান্য সত্যপ্রচারক তাহা সহজেই প্রমাণিত হয়। দুষ্টপুত্রের দুষ্টামিকে গর্হণ করা মাতার শত্রুতা নয় বরং হিতৈষীতা মাত্র। শিক্ষার্থে ও শোধনার্থে শিষ্যের দোষপ্রদর্শন খলতা নহে। দুষ্টপুত্র অজ্ঞতাবশে মাতার শাসনকে শত্রুতা মনে করিতে পারে কিন্তু তাহা কখনই শত্রুতা নহে তথা ধর্ম্মজগতে প্রতিষ্ঠাকামী আনুমানিকগণ অর্থাৎ মনোধর্ম্মীগণ প্রামাণিকের আসনে বলিয়া ধর্ম্মের নামে যে অপবাদ প্রচার করেন তাহার প্রতিকারকারী সাধুর প্রতি শত্রুতা আত্মবঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এতাদৃশ ধার্ম্মিকন্মন্যদের অধঃপাত দেখিয়া শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর গাহিয়াছেন- গৌরাঙ্গ ভূলিলি সংসারে মজিলি না শুনিলি সাধুর কথা। ইহ পরকাল দুকাল খোয়ালী খাইলি আপন মাথা।বারবণিতার সতী নিন্দার ন্যায় আত্মপর প্রতারকের সাধুতে অসাধুজ্ঞানই অপবাদ। রোগীর অসৎরুচিকে প্রশ্রয় দেওয়া সদ্বৈদ্য লক্ষণ নহে। নিষিদ্ধাচারীর উপর নিষিদ্ধাচারীর গুরুকার্য্য বিজ্ঞসমাজে উপহাসাস্পদ মাত্র।

সাত্ত্বিকদের সহিত রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির ব্যক্তিগণ নিজদিগকে ধার্ম্মিক মনে করিলেও তত্ত্ববিচারে তাহারা যে অধার্ম্মিক অর্থাৎ তাঁহাদের অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম যে প্রকৃত ধর্ম্ম নহে তাহা সম্পূর্ণ অধর্ম্ম ইহা আতাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। বা কখনই তাঁহাদিগকে বুঝান যায় না। যুগে যুগে ধর্ম্মের গ্লানি হয় কিন্তু কলিযুগে দিনে দিনে ধর্ম্মের গ্লানি কলির প্রভাবে প্রবলপ্রবাহে দিগন্ত প্রসারী।মানব যতই বহির্মুখ হয় ততই আধ্যক্ষিক হয়, যতই আধ্যক্ষিক হয় ততই রজস্তমোগুণের প্রলেপ পাইয়া কর্ত্তৃত্বাভিমানে আরুঢ় হয় ততই তাহার আধ্যাত্মিকতা লুপ্ত হইতে থাকে। যাহার উপর ধর্ম্ম জগৎ প্রতিষ্ঠিত সেই সত্যের সমাদর তাদৃশ আধ্যক্ষিকগণ করিতে পারে না বা করিতে জানে না। কখন কখন বা উদারতা দেখাইতে যাইয়া তাহারা সমন্বয়বাদী হইয়া মিথ্যাকে সত্য ও সত্যকে মিথ্যাবাদে পরিণত করেন।কখনও বা বন্দনাকে বঞ্চনা এবং বঞ্চনাকে বন্দনা মনে করেন। এবম্বিধ সমন্বয়বাদীকে সুবিধাবাদী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা বলেন, গৌড়ীয় মঠের আচার বিচার উত্তম কিন্তু তাঁহারা বড় অন্য সম্প্রদায়কে সমালোচনা করেন। নিন্দাকরেন ইত্যাদি। তাঁহারা যথার্থভাষণকেও নিন্দা বলিয়া বঞ্চিত হন। ইহা তাঁহাদের দুর্দ্দৈবের পরিচায়ক অজ্ঞতা মাত্র। যদি তাঁহাদের মধ্যে কেহ ভুরিসুকৃতিমান থাকেন বা কৃপাপ্রাপ্ত হন তিনিই বুঝিতে পারেন যে, অতন্নিরসন নিন্দা সমালোচনা নহে। তদুশীলন করিতে হইলে প্রথমেই অতন্নিরসন কর্ত্তব্য নথুবা তদনুশীলন শুদ্ধ ও সিদ্ধ হয় না।ঐ অতন্নিরসনই যদি মৌলিক ধর্ম্মে পরিণত হয় থাহা তাহাহইলে তাহা নিন্দারই প্রকার বিশেষে পরিণত হয়। বসিবার পূর্ব্বেই তৎস্থানের মার্জ্জন প্রয়োজন। তাহা না হইলে তথায় অপবেশন করা যায় না বা উপবেশন করা উচিত নহে। পবিত্রস্থানই উপবেশনযোগ্য, অপবিত্রস্থান নহে পরন্তু যাহাদের পবিত্র অপবিত্রজ্ঞান নাই তাহাদের পক্ষে যেখানে সেখানে বাস উচিতই হইয়া থাকে। জল পেয় তাই বলিয়া পশুর ন্যায় বিচার না করিয়া নর্দ্দমার জলপান কখনই উচিত হয় না। কিন্তু এই কথা পশু বিচার করিতে পারে না। ঐ মলিন অশুদ্ধ জলপানে পশুর কোন আপত্তিও থাকে না সত্য পরন্তু শুদ্ধাশুদ্ধজ্ঞানীর তাহাতে প্রবল আপত্তি থাকে। তদ্রূপ পশুধর্ম্মীদের নিকট অধর্ম্মও ধর্ম্মরূপে স্বীকৃত হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা বিজ্ঞের গ্রাহ্য নহে। ইহা ধ্রুবসত্য যে, দুর্দ্দৈবদুষ্ট মন্ত্রজীবী গুর্ব্বভিমানী ধর্ম্মব্যবসায়ীগণ বাস্তবসত্য ধর্ম্ম হইতে অনেক দূরে অবস্থান করেন। তাঁহারা নিজের অন্যায় নিজে বুঝিতে পারেন না। কারণ রাজসিক তামসিকগণ ধর্ম্মকেই অধর্ম্ম মনে করেন। যাঁহারা যথার্থভাষণকেও নিন্দা মনে করেন তাহারা ভ্রান্তদর্শী।

যতদিন স্বস্বরূপে স্বায়ীভাবে অবস্থান না হয় ততদিনই তদনুশীলনে অতন্নিরসন সাধকের নিত্যকৃত্য হয়। যেরূপ গৃহস্থীগণ প্রত্যহ গৃহের মার্জ্জনাদি করেন। কারণ তাহার নির্মাল্য রক্ষণ। নির্মাল্য রক্ষণ কল্পে মল অপসারণ কর্ত্তব্য হয়। এই মলাপসরণকার্য্যটি গর্হিত নহে তদ্রূপ অপসাম্প্রদায়িকতা নিরসন সৎসাম্প্রদায়িকের একটি বিশেষ কর্ত্তব্য।শাশ্বতশাস্ত্র সমীক্ষাযোগে বিচার করিলে দেখা যায় যে, বর্ত্তমান যুগে প্রচারিত ধর্ম্মের মধ্যে সত্যধর্ম্ম বিরল। সুতরাং সত্যধর্ম্ম ব্যতীত অন্যধর্ম্মের পরিহার বিনা জন কল্যাণ হইতেই পারে না। অজ্ঞজীব তাদৃশ অপধর্ম্মের পরিহারকেও যদি নিন্দা বলে তবে তাহাদের অজ্ঞতার পরিসীমা করা যায় না। শুদ্ধ বৈষ্ণব নিন্দামুক্তহৃদয়। মহাজন মহাবদান্যের আজ্ঞাপালী। জগদ্‌গুরুর গৌরসুন্দর নিজঅচিন্ত্যবাদ প্রচার কালে না না অপবাদ খণ্ডন করেন এমনকি বৈষ্ণববাদীদেরও রামানুজীয় ও মাধ্বাচার্য্যীয় কুমত নিরসন করেন সুতীক্ষ্ণ ভাগবতীয় সিদ্ধান্ত অস্ত্র দ্বারা। ইহাকে যাঁহারা নিন্দা বলেন তাঁহারা নিশ্চিতই দুর্ভাগা। অধঃপাত ও আত্মপাত কারণ মায়াবাদকে শাস্ত্রযুক্তিবলে খণ্ডন করিয়া উদারবিক্রমে বৈষ্ণবরাজ শ্রীল মাধ্বাচার্য্যপাদ জগতে বৈষ্ণবধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করেন।

তাঁহার মায়াবাদ খণ্ডনকে কখনই নিন্দা বলা যায় না। তদ্রূপ নানা অপসাম্প্রদায়িকতাকে চৈতন্যদর্শনে ভাগবতীয় সিদ্ধান্তালোকে নিরাশ করতঃ শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ জগতে গৌরানুমোদিত বিশুদ্ধ রূপানুগবাদ প্রচার করেন। উদারতা দেখাইতে যাইয়া পরপুরুষের সঙ্গ দ্বারা যেরূপ পতিব্রতাধর্ম্মের মর্য্যাদা থাকে না। তদ্রূপ ধার্ম্মিকতা দেখাইতে যাইয়া অপসাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিলে সদ্ধার্ম্মিকতা থাকে না। বারবণিতা নিজেকে উদারধী মনে করিলেও প্রকৃতপক্ষে সাধুসমাজে সে নিন্দনীয়া। তদ্রূপ সমন্বয়বাদীগণ নিজদিগকে পরমধার্ম্মিক মনে করিলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা অপধার্ম্মিক। কিন্তু কলিযুগে সত্যের সমাদর কম। সত্যবাদীদের বিপদ পদে পদে। তাই মহাত্মা শ্রীতুলসীদাস গাহিয়াছেন।

সাচ্চা কহে তো মারে লাঠ্‌ঠা ঝুঠা জগৎ ভুলায়।
গোরস গলি গলি ফিরে সুরা বৈঠকে বিকায়।।

শ্রীবল্লভভট্টের শোধন প্রসঙ্গে চৈতন্যচরিতামৃতকার বলেন,

নানা অবজ্ঞানে ভট্টে শোধেন ভগবান।
কৃষ্ণ যৈছে খণ্ডিলেন ইন্দের অভিমান।।
অজ্ঞজীব নিজ হিতে অহিত করি মানে।
গর্ব্বচূর্ণ হৈলে পাছে উঘাড়ে নয়নে।।

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতীঠাকুর যখন সুদৃঢ় শাসত্রযুক্তি যোগে অপসাম্প্রদায়িকতা নিরাশ করিতে থাকেন তখন অজ্ঞ অথচ বিজ্ঞাভিমানী অনাচারীগণ তাদৃশ অতন্নিরসণরূপ হিতাচরণকেও অহিত মনে করতঃ দুঃখিত ও শত্রুতায় লিপ্ত হয়। কিন্তু সৌভাগ্যবান্‌গণ তাহাতে নিজদিগকে কৃতার্থ মানেন ও তাঁহার মত অনুসরণ করেন। ভগবৎকৃপায় তাহাদের সুবোধশক্তি জাগ্রত হয় এবং দীব্যনয়নে অর্থাৎ জ্ঞাননয়নে তথাকথিত ও প্রচলিত ধর্ম্মের স্বরূপ তথা অপ্রাকৃত গৌরানুমোদিত ধর্ম্মের স্বরূপ উপলব্ধি ও বিচার করিতে সক্ষম হয়। তথাকথিত ধর্ম্মেরদোষ ত্রুটী জানিতে পারেন ও অন্যকেও জানান।। অতএব যথাযথ ভাষণ ও নিন্দা এক নহে পরন্তু ব্যাস ভ্রান্ত বলি তাঁর উঠাইল বিবাদ এতৎপদ্যে ত্রিকালজ্ঞ বেদব্যাসে ভ্রান্ত জ্ঞানই শঙ্করাচার্য্যের ব্যাস সম্বন্ধীয় অপবাদ বা নিন্দা প্রপঞ্চিত হইয়াছে। ব্যাসো নারায়ণো হরিঃ ব্যাস ঈশ্বর। ঈশ্বরবাক্য অভ্রান্ত চিরসত্য। ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব। ঈশ্বেরের বাক্যে নাহি এই দোষ সব।।

এমনকি আর্য্যবিজ্ঞবাক্যেও পূর্ব্বোক্ত দোষচতুষ্টয় নাই। আর্য্যবিজ্ঞই মহাজন। মহাজন পথও মতই অনুসরণীয়। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা। মহাজন বিশ্বকল্যাণকারী। সত্যব্রত ও সত্যধার্ম্মিক তিনি যথার্থবাদী জীব শোধনার্থে তাহার অনাচার গর্হণ ব্যাপার নিন্দা নহে। আউল বাউল কর্ত্তাভজা নেড়া দরবেশ সাই। সহজিয়া সখীভেকী স্মার্ত্ত জাতগোসাঞি। অতিবাড়ী চূড়াধারী গৌরাঙ্গনাগরী।। তোতা কহে এ তের সঙ্গ নাহি করি।। বাস্তবিক ইহারা অসৎ।

তাহাদের সঙ্গ অকর্ত্তব্যই বটে। কারণ ইহাদের বিচারাচার ব্যবহারাদি সকলই শ্রীচৈতন্য কথিত ধর্ম্মের অপলাপ মাত্র। তাহারা নিন্দিত চরিত্রের অধিকারী। গৌড়ীয় নামে পরিচিত হইলেও তাহারা গৌড়ীয় ব্রুব মাত্র। ইহারা নূন্যাধিক ভ্রান্ত মনোধর্ম্মী নারকীও বটে। মিথ্যাভিমানী। তত্ত্বপক্ষে ইহাদের গৌড়ীয় গুরুর শিষ্য যোগ্যতাও নাই। অতিরিক্ত কলিভাবসিক্ত গৃহমেধী ও গৃহব্রতীগণ গোস্বামী নামে অজ্ঞ দুর্ভগা সমাজে গুরুকার্য্য করিতেছে। বঞ্চিত ও বঞ্চকদের আচরিত ধর্ম্ম চৈতন্য ধর্ম্ম নহে। অন্ধকে চক্ষুষ্মান বলা, কুলটাকে সতী বলা, গৃহমেধীকে গৃহস্থ বলা, ব্রহ্মণ্যবর্জ্জিতকে ব্রাহ্মণ বলা গোদাসকে গোস্বামী বলা কামুককে প্রেমিক বলা, ধর্ম্মধ্বজীকে ধার্ম্মিক বলা কিছু বিজ্ঞতার পরিচয় নহে। ইহা প্রত্যক্ষে প্রশংসাসুচক হইলেও প্রকৃতপক্ষে পরোক্ষ নিন্দাময়। কারণ অতিস্তুতি নিন্দার লক্ষণ। ইহাদের সঙ্গ করাও উদারতা নহে। অজ্ঞতাবশে গুরু বৈষ্ণবজ্ঞানে ইহাদের সঙ্গকারীও বঞ্চিত অসতে গণ্য। তাদৃশ অসৎদের কবল থেকে রক্ষা করতঃ বাস্তব চৈতন্যমতে ও পথে পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠিত করাইবার জন্যই সরস্বতী ঠাকুরের সত্যের অভিযান। অজিতেন্দ্রিয় সহজিয়াদের রাগভজন কামুকতারই প্রকার বিশেষ। তাহাদের রাগ ভজন পূতনার ন্যায় ছলনা মাত্র। চৈতন্যদর্শীগণ ইহাকে রাগ ভজন বলেন না। অতএব নন্দিতকে নিন্দিত বলা নিন্দা নহে তাহা যথার্থভাষণ। প্রেয়বাদীগণ সত্যবাদী বলিয়া বাহ্যতঃ প্রমাণিত হইলেও প্রকৃত তত্ত্বপক্ষে পরোক্ষে তাহারা নিন্দিতবাদী মিথ্যাবাদী। কারণ প্রেয়বাদ পক্ষান্তরে নিন্দা সূচক। তাদৃশ ভাষণে পরিণামে অমঙ্গল উদিত হয় এবং তাহাতে নিত্যমঙ্গলেরও সম্ভাবনা নাই। প্রেয়পথে পুনরাবৃত্তি, দুঃখের পর দুঃখ প্রাপ্তি। যাহাতে জন্মমৃত্যু প্রবাহ বিদ্যমান সেই প্রেয়ভাষণ নিন্দিত ও বঞ্চক তুল্য। যাহার সেবনে রোগের উদয় হয় তাহার সেবনে আজ্ঞাকারী নিশ্চিতই মিত্রে গণ্য না হইয়া শত্রুতেই মান্য হয়। তাদৃশ আজ্ঞা ক্ষতিকর বিচারে নিন্দিত বলিয়া আজ্ঞাকারীও নিন্দিত ও গর্হণযোগ্য।। তিনি কখনই প্রশংসাভাজন হইতে পারেন না। কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বলেন, অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব। ধর্ম্ম অর্থ কাম বাঞ্ছা আদি সব। তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান। যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান।। ইহা নিন্দা নহে যথার্থবাদ। কারণ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, ত্রৈবর্গিক অর্থ ও কাম তথা চতুর্বর্গীয় মোক্ষ বাস্তবিকই অজ্ঞানপ্রসূত বিষয়। প্রকৃপক্ষে ইহারা স্বরূপের ধর্ম্ম নহে। ইহারা অবিদ্যাজনিত ঔপাধিকধর্ম্ম। ঔপাধিকধর্ম্ম, আগন্তুকধর্ম্ম, নৈমিত্তিক মায়িকধর্ম্ম কখনই সদ্ধর্ম্ম নহে। তাহাদিগকে যাহারা সত্যধর্ম্ম মানেন ও তাহাদের গর্হণকে যাহারা নিন্দা মনে করেন তাহারাই নিন্দিত ভ্রান্তদর্শী। অতএব সদ্ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠার জন্য ঔপাধিক আগন্তুক নৈমিত্তিক মায়িক ধর্ম্মাদির গর্হণ কখনই নিন্দা বাচ্য নহে। তাহা যথার্থভাষণই।

প্রেয়পথে যত কথা সকলই নিন্দিত।
বিড়ম্বণা যুক্ত, নিত্যমঙ্গল বর্জ্জিত।।
পরমার্থশূন্য আর পরিশ্রমসার।
তাহা হৈতে জন্মান্তরদুঃখ অনিবার।।
সত্য বলি প্রেয়পথ যেকরে বরণ।
নিন্দিতজীবনে লভে নরকে পতন।।
শ্রেয়পথ কৃষ্ণভক্তি এসত্য বচন।
কৃষ্ণেতর ধর্ম্মকর্ম্ম অসতে গণন।।
পরবিধি বলবান শাস্ত্রের বচন।
ইহাতে যে নিন্দা মানে সেই নরাধম।।
অসৎগুরু ত্যাজ্য এই শাস্ত্রের বিধান।
ইহাতে যে নিন্দা মানে সেই মূর্খজন।
সেই সে পরমবন্ধু সেই পিতামাতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা।।
কৃষ্ণভক্তিহীন নর মৃতের সমান।
সারাৎসার ভাগবত শাস্ত্রের বচন।।
ভক্তিহীন বিপ্র নর পশুতে গণিত।
যথার্থবচন এই শাস্ত্র বিজ্ঞমত।।
নিন্দা নয় সত্যবাদ কৃষ্ণ না ভজিলে।

নরকে পতন জীব লভে অবহেলে।।
মর্ত্তদেহে আত্মজ্ঞান, জলে তীর্থজ্ঞান।
স্ত্রীপুত্রাদিতে স্বধী,অর্চ্চে পুঝ্য জ্ঞান।।
কৃষ্ণভক্তে আত্মীয় বান্ধব তীর্থপূজ্য।
যে না মানে সে গোখর অধম নির্লজ্য।।
কৃষ্ণের বচন এই নিন্দা কভু নয়।
ইহাতে যে নিন্দা মানে সেই দুরাশয়।।
শুক বলে যার কর্ণে পশে কৃষ্ণ নাম।
সে খর কুকুর উঠ শূকরের সম।।
মহাজন বাক্য এই যথার্থভাষণ।
ইহাকে যে নিন্দা মানে মূর্খাধম জন।।
অতঃ যথার্থভাষণ নিন্দা কভু নয়।
নিন্দাবাদ মহাজন কভু নাহি কয়।।
রজস্তমোগুণে বিপর্য্যয়বুদ্ধিক্রমে।
যথার্থবচনে নিন্দা মানে নিজ ভ্রমে।।
তত্ত্বভ্রমী ভবাটবী ভ্রমে নিরন্তর।
অবান্তর কর্ম্ম করি যায় যম ঘর।।
অতএব বুদ্ধিমান হয়ে সাবধান।
অনিন্দুকজীবনে কর কৃষ্ণনাম গান।।
রূপানুগসেবাশ্রম ২৫।১০। ২০১২

---ঃঃঃঃ----

অন্যায়ের প্রতিকার

যাহা ন্যায় নহে তাহাই অন্যায় বাচ্য। অন্যায় অধর্ম্ম বিশেষ। অন্যায় করা বা করিতে দেওয়া বা তাহাতে সম্মতি রাখাও অন্যায়। অতএব অন্যায়ের প্রতিকার করা কর্ত্তব্য। কারণ অন্যায়ের প্রতিকার হিতৈষীতা বিশেষ। ইহাতে উভয়ের কল্যাণ হয়, অন্যথা যিনি অন্যায় করেন এবং যিনি তাহা সহ্য করেন বা উপেক্ষা করেন তাহারাও অন্যায়ী মধ্যে গণ্য। যিনি ন্যায়ী তিনিই মাত্র অন্যায়ের প্রতিকার করিতে সমর্থ অন্যথা অন্যায়ী কখনও অপর অন্যায়ীর প্রতিকার করিতে সমর্থ নহেন।

যাহা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ তাহাই অন্যায়। ধর্ম্মও ভগবদ্দাস্যময়। অতএব যাহা ভগবৎ সন্তোষের প্রতিকূল তাহাই অধর্ম্ম, অন্যায়। ধর্ম্ম হইতেই ন্যায় নীতি প্রভৃতির অভ্যুদয় হইয়াছে। অন্যায়ের প্রতিকার করা উচিত কিন্তু যে প্রতিকার অন্যায় বহুল, হিংসামূলক, যে প্রতিকার অকল্যাণকারী সেই প্রতিকার অকর্ত্তব্য। আদৌ বৈষ্ণব প্রতিকার পরান্মুখ। অর্থাৎ প্রতিকার বৈষ্ণবতা নহে পরন্তু ক্ষমাই বৈষ্ণবতা। প্রতিকার করিতে যাইয়া জীব শত্রুতার বশবর্ত্তী হয়। যদি প্রতিকার করিতেই হয় তবে তাহা সাবধানেই কর্ত্তব্য। যেরূপ বৈষ্ণব নিন্দার প্রতিকার ত্রিবিধ। প্রথমতঃ নিন্দুকের জিহ্বাচ্ছেদন, দ্বিতীয়তঃ নিজ প্রাণবিসর্জ্জন, তৃতীয়তঃ স্থান পরিত্যাগ। সতী বলেন-

কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াদ্ যদকল্প ঈশে
ধর্ম্মাবিতর্য্যশৃণিভির্নৃভিরস্যমানে।
ছিন্দাৎ প্রসহ্য রুষতীমসতীং প্রভুশ্চেৎ
জিহ্বামসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্মঃ।।

কোন দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি ধর্ম্মরক্ষক প্রভুর নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলে যদি দাস তাহাকে মারিতে বা স্বয়ং মরিতে অসমর্থ হন তাহা হইলে কর্ণে হস্ত দিয়া নিন্দার স্থান পরিত্যাগ করিবেন। আর যদি সমর্থ হন তাহা হইলে ঐ অসতের অকল্যাণবাদিনী জিহ্বাকে বলপূর্ব্বক চ্ছেদন করাই বিধেয় এবং তদনন্তর স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগ করা উচিত ইহাই একমাত্র প্রভুভক্তের ধর্ম্ম।

নিন্দুকের জিহ্বাচ্ছেদন বলিতে তাহাকে নিন্দা হইতে নিবৃত্ত করণই জ্ঞাতব্য। প্রাণ ত্যাগ সকলের পক্ষে উচিত নহে। যেরূপ ব্রাহ্মণ দেহ অবধ্য তবে বিপ্র দক্ষের কন্যা সতী যোগবলে প্রাণ ত্যাগ করেন। ইহা দোষাবহ নহে। পরন্তু যদি কেহ সতীবৎ সমর্থ হন তবে তাহা কর্ত্তব্য অন্যথা বিষাদি পান দ্বারা প্রাণ ত্যাগ তামসিকতা মাত্র তাহা অধর্ম্মবহুলও বটে। কারণ যোগীর দেহত্যাগ ও আত্মঘাতীর দেহ ত্যাগ একপ্রকার নহে। আত্মঘাতীর দেহ ত্যাগ মহাপাপ বিশেষ।

তৃতীয়তঃ স্থান ও তৎসঙ্গত্যাগই ভাগবতপ্রধান ধর্ম্মবিত্তম শ্রীশুকদেব প্রভুর অভিমত। নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা।

ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ।

যিনি ভগবান ও তাঁহার ভক্তদের নিন্দা শ্রবণ করতঃ কর্ণে হস্ত দিয়া অন্যত্র চলিয়া না যান তিনি নিজ সুকৃতি চ্যুত হইয়া অধঃপতিত হন।। ইহাই সমুচিত প্রতিকার পদ্ধতি।। আর পূর্ব্বমতদ্বয় হিংসাবহুল। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ ঐ মতদ্বয়কে স্বীকার করেন না। কেহ যদি কাহারও গুরুকে নিন্দা করেন, তৎপ্রতিকারে নিন্দুকের গুরুকে নিন্দা করা দোষাবহ। ইহা অন্যায় প্রতিকার। ইহা বেদাচার সভ্যাচার বা শিষ্টাচার নহে। সেখানে অপরাধী নিন্দুককেই শাসন করা উচিত। তদ্‌গুরুকে নিন্দা করা অপরাধ মূলক। অপর দিকে বৈষ্ণব নিজপ্রতি অপমানাদির প্রতিকারে পরান্মুখ ক্ষমাশীল। কিন্তু অন্য বৈষ্ণবের নিন্দাদির যোগ্য প্রতিকার করিবেন ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। প্রতিকার প্রায়শ্চিত্ত বিশেষ, শাসন বিশেষ। শাসনের তাৎপর্য্য শোধন পরন্তু নিধন নহে। আর শোধনের পরিণাম স্বভাবে স্থাপন। অতএব যে প্রতিকার হিংসামূলক তাহা কর্ত্তব্য নহে। উৎশৃঙ্খল পুত্রের প্রতি কারুণিক পিতামাতার তীব্রশাসন যেরূপ হিতের নিমিত্ত তদ্রূপ মহানুভাব বৈষ্ণবগণের প্রতিকারও জীবকল্যাণকর। যেরূপ মহাকারুণিক শ্রীনারদ মুনি স্ত্রীসঙ্গে নির্লজ্জ প্রমত্ত কুবেরপুত্রদ্বয়কে শোধনকল্পে অভিশাপ দেন। তিনি নিজ প্রতি অন্যায়ের প্রতিকারে তাহা করেন নাই। তাদৃশ মহানুভবগণের অভিশাপও আশীর্ব্বাদ স্বরূপ। কারণ তাহাতে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কৃপাভাজন হইয়াছিলেন। আর যে প্রতিকারে দুর্ব্বাসার ন্যায় আত্মগ্লানি ও পর প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হয় সেই প্রতিকার কর্ত্তব্য নহে। অপিচ আত্মনিন্দার প্রতিকারে পরনিন্দাও অন্যায় বিশেষ। মহাভাগবত অম্বরীষ দুর্ব্বাসার অন্যায়ের প্রতিকারে সমর্থ হইয়াও তাহা করেন নাই। ভুবনপাবন শ্রীহরিদাস ঠাকুর আত্মহিংসার প্রতিকার না করিয়া বরং হিংসুকদের কল্যাণ কামনাই করিয়াছেন। এসব জীবেরে কৃষ্ণ করহ প্রসাদ। মোর দ্রোহে তা সবার নহুক অপরাধ।।

ভাগবত মহাজন প্রধান প্রহ্লাদ প্রতিকার পরান্মুখ চরিত্রবান্। প্রতিকার করিতে সমর্থ হইয়াও তিনি তাহা করেন নাই। প্রতিশাপ দানে সমর্থ হইলেও চিত্রকেতু সতীর শাপকে অবনত মস্তকে স্বীকার করেন। ভাগবতাগ্র্য মহাদেব প্রতিকার পরান্মুখ ভাবেই অভিমানী দক্ষের নিন্দা নিরবে সহ্য করেন। অবধুতাগ্র্য জড়ভরত রহুগণের বহু তিরস্কারকে নিরবে সহ্য করতঃ ভবাটবী বর্ণের মাধ্যমে তাহাকে তত্ত্ববিবেক দান করেন। তবে শ্রীল বলদেব প্রভু যে রোমহর্ষণকে বধ করেন তাহা নিজাপমানের প্রতিকারহেতু নহে কিন্তু ধর্ম্ম শিক্ষা জন্য। হনুমানের লঙ্কা দাহ, শ্রীল গৌরসুন্দরের কাজীদলন অন্যায়ের উপযুক্ত প্রতিকার। ইহা প্রতিহিংসা নহে। পরন্তু সীতাহরণের প্রতিকারে মন্দাদরী হরণ, মৃদঙ্গ ভঞ্জনের প্রতিকারে মস্জিদ ভঞ্জনাদি ন্যায্য প্রতিকার নহে। তদ্রূপ প্রতিশাপ, প্রতিনিন্দাদিও অন্যায্য প্রতিকার।

স্বপর কল্যাণকারী যেই প্রতিকার।
তাহাই কর্ত্তব্য মাত্র তাহা ধর্ম্মাচার।।
যেই প্রতিকারে অধর্ম্মের অভ্যুদয়।
তাহা অকর্ত্তব্য, তাহা সদাচার নয়।
তাহা যোগ্য প্রতিকার যাহা প্রায়শ্চিত্ত।
যাহা হৈতে লভ্য নিজ ধর্ম্মতত্ত্ববিত্ত।।
বৈষ্ণব সর্ব্বদা প্রতিকার পরান্মুখ।
নিজদ্রোহে বাঞ্ছে তবু নিন্দুকের সুখ।।
প্রতিনিন্দা প্রতিহিংসা প্রতি অপমান।
অবৈষ্ণবকৃত্য ইহা জানে বিজ্ঞজন।।
বৈষ্ণবের কৃত্য সদা সত্যধর্ম্মযুক্ত।
অবৈষ্ণবকৃত্য অধর্ম্ম পর্য্যায় ভুক্ত।।
বৈষ্ণব হিতৈষীবর করুণ হৃদয়।
তাঁহার কৃপায় যায় ভবদুঃখ ভয়।।
প্রতিকার না করিয়া করে উপকার।

এহেন বৈষ্ণব পদ নমস্য সবার।।

১২।৪।৯৩ ভজনকুটীর

---ঃঃ---

গুরুত্বং

গুরোর্ভাবো গুরুত্বং। কো গুরুঃ অদ্বয়জ্ঞানবিজ্ঞানরহস্য সাধানাঙ্গতত্ত্ববিশারদো হি গুরুঃ। বেদাদি শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরমে ব্রহ্মণি চ প্রেমভক্তিবান্ তথা প্রাকৃত বিষয়বৈরাগ্যবান্ হি গুরুত্বে চোত্তমঃ।

১। আদৌ কৃষ্ণবহির্ম্মুখানামিহ মায়ামুগ্ধানাং জীবানাং শুদ্ধশিষ্যত্বমপি নাস্ত্যেব। তেষাং গুরুত্বং কুতোঽপি ন সিদ্ধ্যতে। যতস্তে স্বরূপবিভ্রষ্টাঃ। স্বরূপভ্রষ্টাঃ কদাপি নরত্বেনাপি ন গণ্যতে। স্বরূপভ্রষ্টাঃ সর্ব্বথৈব নরপশুত্বেনৈব হি মন্যতে।

২।পঞ্চোপাসকানামপি তথৈব গুরুত্বং শিষ্যত্বঞ্চাপি নাস্ত্যেব ইতি। যতস্তে প্রায়শঃ পাষণ্ডিনো ভবন্তি। পাষণ্ডিনো পশ্বাদিজন্মান্তরভ্রামিণঃ সুদুর্গতিমন্তঃ। শিবস্য গুরুত্বং প্রসিদ্ধমেব পরন্তু তৎপরাণাং তত্ত্বভ্রমিণাং শৈবানান্তু শিষ্যত্বং স্বতঃ নাস্ত্যেব।

৩। বৌদ্ধানামপি গুরুত্বং শিষ্যত্বঞ্চাপি নাস্ত্যেব যতস্তে নাস্তিকাঃ। নাস্তিকানাং নরকগতীনাং গুরুত্বং কুতোঽপি ন সিদ্ধ্যতে। বস্তুতঃ বুদ্ধস্য ভগবচ্ছক্তাবতারত্বাৎ গুরুত্বং সিদ্ধমেব। পরন্তু তন্মায়ামোহিতানাং তৎপরাণাং নাস্তিকানাং গুরুত্বং নৈব শাস্ত্র বিশারদৈঃ কদাপি স্বীক্রিয়ন্তে ন বা সিদ্ধ্যতে।

৪। শাঙ্করপন্থীনামপি গুরুত্বং শিষ্যত্বঞ্চ তত্ত্বতঃ নাস্ত্যেব। যতস্তে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধাঃ মায়াবাদিনঃ ভ গবত্যপরাধিনঃ অশুদ্ধ বুদ্ধয়ঃ অধঃপতিতাশ্চ। যথা ভাগবতে --

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন
স্ত্যয্যস্তভাবদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।।

শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ ইতি ন্যায়েন শঙ্করঃ শিবস্যা বতারত্বেনাস্য গুরুত্বং সিদ্ধমেব পরন্তু মায়াবাদপ্রচারকত্বেন তস্য গুরুত্বং বৈষ্ণবৈঃ ন মন্যতে। তস্মাৎ শাঙ্করাণাং ব্রহ্মবাদিনাং কেবলাদ্বৈতভাবত্বাৎ তেষাং গুরুশিষ্যত্বং নাপি বুদ্ধ্যতে মন্যতে ন চ।

৫। শুদ্ধদ্বৈতবাদিনাং তথা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিনাং গুরুত্বং শুদ্ধং পূর্ণমেব। যতস্তে শুদ্ধবৈষ্ণবাঃ। তথাপি তে সর্ব্বে বিধিমার্গিণঃ বৈকুণ্ঠনাথসেবকাঃ। বৈষ্ণবঃ স্বরূপস্থঃ বৈষ্ণবো বৈ গুরুর্নৃণামিতি ন্যায়েন তেষাং গুরুত্বং সিদ্ধম্।

৬। শুদ্ধাদ্বৈতবাদিনাং গুরুত্বং অসম্পূর্ণমেব। যতস্তে কৃষ্ণানুরাগিণঃ। তথাপি তেষাং কৃষ্ণানুরাগঃ নাতিপ্রসিদ্ধম্। তেষাং রাগভজনমপি অনুন্নতমেব।

৭।দ্বৈতাদ্বৈতবাদিনাং গুরুত্বমিহ সম্পূর্ণম্। তেষাং কৃষ্ণানুরাগো অসম্পূর্ণতয়া বিভাতি। দ্বৈতাদ্বৈতবাদিনাং সখীভাবোঽপি অনুন্নত এব।

৮। পরন্তু রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুপাদানাং মতানুসারিণাং গৌড়ীয়াণাং গুরুত্বং সুসম্পূর্ণম্। যতস্তে সর্ব্বে মধুররসাশ্রিতাঃ। বিশুদ্ধ ব্রজভাবাশ্রিতা। তদুপরি বিশুদ্ধরূপানুগানাং গোস্বামি পাদানাং গুরুত্বং পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্তমেব। যতস্তে শ্রীচৈতন্য মনোঽভীষ্টকারিণঃ। প্রসঙ্গতঃ জ্ঞাতব্যমস্তি যৎ শ্রীলনিত্যানন্দাদ্বৈতবংশীয়ানাং জাতিগোস্বামিনাং গৃহমেধিনান্তু গুরুত্বং লৌকিকমেব ন তু পারমার্থিকম্। গৃহব্রতীনাং গুরুত্বং কুতোঽপি ন সিদ্ধ্যতে । তেষাং কৃষ্ণানুরাগো নাস্ত্যেব। কৃষ্ণানুরাগিণাং সংসাররাগো ন সিদ্ধ্যতে তথৈব সংসাররাগিণামপি কৃষ্ণানুরাগো ন কদাপি কুতোঽপি বিধীয়তে। পরন্তু তেষু যে নিবৃত্ততৃষ্ণা কৃষ্ণানুরাগবন্ত শান্দে পরে চ নিষ্ণাতা ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়া স্তেষাং গুরুত্বং সিদ্ধম্। তত্র বিবেকঃ কেবলং বেদাদিশাস্ত্রবিদাং গুরুত্বং ন জায়তে। অপি চ লৌকিকভক্তিমতাং শাস্ত্রবিদামপি গুরুত্বং ন সিদ্ধ্যতে। পরন্তু উপশমাশ্রয়ত্বেন শাস্ত্রজ্ঞত্বং কৃষ্ণনিষ্ঠত্বঞ্চ প্রমাণ্যতে সিদ্ধ্যতে চ। অপিচ গৌড়ীয়ানাং বিশুদ্ধরূগানুগানাং শিষ্যঞ্চ গুরুত্বঞ্চ সুশোভনমেব। শ্রীচৈতন্যস্বরূপরূপানুগাধস্তনপ্রবরাণা মন্যতমঃ শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতিপ্রভুপাদঃ শ্রীনীলাচলে আবির্ভুত্বা চৈতন্যস্য প্রেমপাত্রং গৃহীত্বা গৌড়ে আগতবান্।

তস্য গুরুত্বং বিশ্বভাবিতমেব। মহাপ্রভোরাজ্ঞয়া সঃ চৈতন্যবাণী প্রচারে ব্রতী অভবৎ। তদা দিগ্বিদিক্ষু আগতানাং তচ্ছিষ্যাণাং মধ্যে শ্রীল তীর্থ বন শ্রীধরমহারাজাদিনাং প্রচারাচারবিচারবৈশিষ্ঠং সর্ব্বথা রূপানুগত্যপরমেব। গুরুত্বং ন তু জৈবং ন চ দৈবং পরন্তু ঐশ্যমেব। মহত্তমানাং জীবানং গুরুত্বং ঈশানুগত্যৈব সিদ্ধ্যতে। প্রতিনিধিবত্তেষাং গুরুত্বং ঈশাজ্ঞয়া সিদ্ধমেব ন তু স্বতঃসিদ্ধম্। পরন্তু ঈশস্য গুরুত্বং সর্ব্বথৈব স্বতঃসিদ্ধম্ যতস্তস্য জগদগুরুত্বং প্রসিদ্ধম্। জগদ্গুরো রাশ্লীষ্টকর্ম্মাণামপি গুরুত্বমিহ জায়তে। ততোঽন্যেষাং মহতাং ভাগবতানাং গুরুত্বং পরিজায়তে প্রসিদ্ধ্যতে চ। যতস্তদাজ্ঞাপালী তৎকর্ম্মশালী। ভূতৈর্ভূতানি ভূতেশ সৃজতি হন্তি পাতি চ ইতি ন্যায়েন ভূতানাং পালনাদি

সর্ব্বথৈব ঈশকার্য্যম্। ভূতানি তত্র নিমিত্তমাত্রম্। নিমিত্তানাং পালকত্বাদি গৌণত্বেনৈব সিদ্ধ্যতে। তদ্বন্মহতামপি গুরুত্বং তৎপরত্বেনৈব সিদ্ধম্। আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ ইতি ন্যায়েন ঈশস্য গুরুত্বং প্রসিদ্ধম্। তথা ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ইতঃ অস্য

ঈশবন্মান্যতা প্রসিদ্ধ্যতে। তস্মিংস্তজ্জনে ভেদাভাবাৎ। তস্মাৎ গুরুত্বং সর্ব্বথৈব ঐশ্যমেব।

--ঃঃঃঃ--

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদর্শনে নীলাচল

শ্রীনীলাচল স্বরূপতঃ দ্বারকাধাম। কারণ দ্বারকানাথই অগ্রজ বলদেব ও অনুজা সুভদ্রার সহিত কৃষ্ণমহিষীদের নিকট রোহিণীদেবী কীর্ত্তিত ব্রজের গোপগোপীদের প্রেমমহত্ব শ্রবণ করতঃ অত্যন্ত ভাবভরে বিগলিত অঙ্গ হইয়াছিলেন। ঘটনা-

বাসুদেব রুক্মিণী সত্যভামা প্রভৃতি মহিষীদের সঙ্গে বিহার কালে কখনও কখনও রাধা চন্দ্রাবলী ললিতা বিশাখাদি গোপীদের ধ্যানে মূর্ছিত হইতেন। কখনও বা শ্রীদাম সুদামাদির নাম উচ্চারণ করিতেন। কখনও বা সত্যাভামাদির কণ্ঠ ধরিয়া হে রাধে! হে চন্দ্রাবলি! হে বিশাকে! হে ললিতে! ইত্যাদি বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কখনও বা স্বপ্নঘোরে রাধাদিকে আহ্বান করিতেন এবং তাঁহাদের বিরহে রোদন করিতেন। মহিষীগণ তাহা দেখিয়া বিস্মিত ও বিমনা হইতেন। তাঁহারা একদিন নিভৃতে ব্রজবাসিনী রোহিণীদেবীকে কৃষ্ণের প্রতি গোপ গোপীদের প্রেম ভক্তির বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলেন। কোন একদিনের ঘটনা-কৃষ্ণবলদেব সুধর্ম্মাসভায় অবস্থান করিতে থাকিলে ইত্যবসরে রোহিণীদেবী জিজ্ঞাসু মহিষীগণকে এক নির্জ্জনগৃহে আনয়ন করতঃ তাঁহাদের নিকট নন্দযশোদাদি গোপগোপীদের কৃষ্ণপ্রীতির কথা কীর্ত্তন করিতে থাকিলে তৎকালে সুভদ্রা দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। বিশেষ জ্ঞাতব্য-রোহিণী দেবী বাৎসল্যরসাশ্রয়া। তিনি আনুপূর্ব্বিক দাস সখা ও নন্দযশোদাদির ভক্তি যোগ বর্ণন করেন এবং তৎসহ রাধাদি কৃষ্ণপ্রিয়াদের চরিতও কিঞ্চিৎ গান করেন। যাহা কৃষ্ণের মথুরাগমন কালীন অনুভব করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত তাঁহাদের সহিত কুঞ্জকেলিরাসাদি বর্ণ করেন নাই। কারণ তাহা সর্ব্বথায় বাৎসল্যরস বিরুদ্ধ আচার। বৎসলাদের পুত্রকন্যাদের শৃঙ্গার রসচর্চ্চা বাৎসল্যরসকে বিষাক্ত করে। যাহা হউক ইত্যবসরে কৃষ্ণবলদেব দ্বারে উপস্থিত হন। তাঁহারা গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে চাহিলে সুভদ্রা নিষেধ করেন। তজ্জন্য তাঁহারা কৌতুকবশতঃ দ্বারে কর্ণ সংযোগ করতঃ সেই বর্ণিত বিষয় শ্রবণ করিতে থাকেন। শ্রবণের পদে পদে তাঁহাদের অঙ্গ বিকৃত হইতে থাকে। তাঁহারা ভাবে গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করেন। তাহা শ্রবণ করতঃ রোহিণীদেবী ও কৃষ্ণপ্রিয়াগণ বাহিরে আসিয়া কৃষ্ণবলদেব ও সুভদ্রার হস্তপদাদির সংকোচ, চক্রবৎ নয়ন ও অঙ্গ বিকৃতি দর্শনে বিস্মিত ও দুঃখিত হন। সেইকালে ভগবৎপ্রিয় নারদ মুনি কৃষ্ণ অন্বেষণে তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ ভাববিকৃতরূপ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বহু স্তুতি করেন। কিছুক্ষণ মধ্যে ভাবশান্তিতে কৃষ্ণ বলদেব সুভদ্রা স্বভাবস্থ হইলে নারদ মুনি কৃষ্ণের নিকট ঐ ভাববিকৃতমূর্ত্তি জগতে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রার্থনা করেন। তাঁহারই প্রার্থনায় ঘটনাক্রমে ঐ মূর্ত্তিত্রয় নীলাচলে ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ নির্ম্মিত মন্দিরেই প্রতিষ্ঠিত হন। অতএব নীলাচলে

দ্বারকালীলাই প্রকাশিত হইয়াছে।

রথযাত্রার বাহ্য ও অন্তর কারণ

ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ নির্ম্মিত মন্দিরে শ্রীজগন্নাথ বলদেব ও সুভদ্রাকে প্রতিষ্ঠা করিলে তদীয় ভক্তিমতী পত্নী গুণ্ডিচাদেবীও সুন্দরাচলে অনুরূপ একটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তাহাতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিতেই কৃষ্ণবলদেব স্বপ্নে বাণীকে বলিলেন, মাসিমা ঐ মন্দিরে অন্য কোন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নাই। আমারাই ঐ মন্দিরে বিহার করিব। তজ্জন্যই জগন্নাথ রথযোগে ঐ মন্দিরে যাত্রা করেন এবং দ্বিতীয়া হইতে নবমী পর্য্যন্ত বিহার করতঃ দশমীতে মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহাই রথযাত্রার বাহ্য কারণ।

অন্তর্নিহিত কারণ বৃন্দাবন যাত্রা। তত্ত্বতঃ সুন্দরাচল বৃন্দাবনের স্বরূপ যর্হ্যম্বুজাক্ষ অপসসার ভো ভবান্ কুরূন্ মধূন্ বাথ সুহৃদ্দীদৃক্ষয়া। অর্থাৎ হে কমললোচন! তুমি যখন কুরূন্ অর্থাৎ পাণ্ডবগণ, মধূন্ অর্থাৎ মাধবগণ তথা সুহৃদব্রজবাসীগণকে দেখিবার জন্য অগ্রসর হও

তখন তোমাকে না দেখিয়া আমাদের নিকট ত্রুটিকালও যুগ বলিয়া মনে হয়। তোমার দর্শন বিনা আমাদের নয়ন অন্ধের ন্যায় হইয়া থাকে। ইত্যাদি বাক্যে কৃষ্ণের অন্যত্র গমনের ইঙ্গিত আছে। যথা চৈতন্য চরিতামৃতে-

যদ্যপি জগন্নাথ করেন দ্বারকায় বিহার।
সহজ প্রকট করে পরম উদার।।
তথাপি বৎসর মধ্যে একবার।
বৃন্দাবন দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠা অপার।।
বৃন্দাবন সম ---
বাহির হইতে করে রথ যাত্রা ছল।
সুন্দরাচলে যায় প্রভু ছাড়ি নীলাচল।।
প্রভু কহে যাত্রা ছলে কৃষ্ণের গমন।
সুভদ্রা আর বলদেব সঙ্গে দুই জন।।
গোপীসঙ্গে যত লীলা হয় উপবনে।
নিগূঢ় কৃষ্ণের ভাব কেহ নাহি জানে।।

অতএব বাহ্য বিচারে গুণ্ডিচাগমন আর অন্তর বিচারে বৃন্দাবন গমনই সূচিত। শ্রীরাধাভাব বিভাবিত কৃষ্ণ স্বরূপ কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শনে নীলাচলে সর্ব্বত্র বৃন্দাবন ভাব ওবং উদ্দীপন বিভাব প্রকাশিত।

১। শ্রীচৈতন্যদেব জগন্নাথ দর্শনে কুরুক্ষেত্র ভাব প্রকাশ করেন। যথা চৈঃ চঃমঃ ২য়

যেকালে দেখে জগন্নাথ শ্রীরাম সুভদ্রা সাথ
তবে জানে আইলাম কুরুক্ষেত্র।
সফল হৈল জীবন দেখিলু পদ্ম লোচন
জুড়াইল তনু মন নেত্র।।

২। শ্রীচৈতন্যদেব সমুদ্রতীরস্থ উদ্দান দর্শনে বৃন্দাবন উদ্দীপনে বিভাবিত হওতঃ গোপীভাবে কৃষ্ণ অন্বেষণ করেন।

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্র যাইতে।
পুষ্পের উদ্দান তথা দেখে আচম্বিতে।।
বৃন্দাবন ভ্রমে তাহা পশিলা ধাইয়া।
প্রেমাবেশে বুলে তাহা কৃষ্ণ অন্বেষিয়া।। ইত্যাদি

৩। তিনি সমুদ্রতীরে চটকপর্ব্বত দর্শনে গোবর্দ্ধন ভাবে ভাবিত হন এবং সেই দিকে কৃষ্ণের বংশী ধ্বনি শুনিয়া ধাবিত হইয়াছিলেন।।

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্র যাইতে।
চটকপর্ব্বত দেখিলেন আচম্বিতে।।
গোবর্দ্ধনশৈল জ্ঞানে আবিষ্ট হইলা।
পর্ব্বত দিশাতে প্রভু ধাইয়া চলিলা।।
হন্তায়মদ্রিরবলাএই শ্লোক পড়ি প্রভু চলেন বায়ুবেগে।
গোবিন্দ ধাইল পাছে নাহি পায় লাগে।।

তিনি ভাববিহ্বল চিত্তে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তৎপর ভাবশান্তে- - বৈষ্ণব দেখিয়া প্রভুর অর্দ্ধবাহ্য হইল।

স্বরূপ গোসাঞিরে কিছু কহিতে লাগিল।।
গোবর্দ্ধন হইতে মোরে কে ইহা আনিল।
পাঞা কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল।। ইত্যাদি

৪। চৈতন্যদেব সমুদ্রতীরে যমুনাতীর জ্ঞানে বিভোর হইতেন।

এইমত একদিন ভ্রমিতে ভ্রমিতে।

২

আইটোটা হৈতে সমুদ্র দেখেনআচম্বিতে।।
চন্দ্রকান্ত্যে উছলিত তরঙ্গ উজ্জ্বল।
ঝলমল করে যেন যমুনার জল।।
যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাঞা চলিলা।
অলক্ষিতে যাই সিন্ধু জলে ঝাঁপ দিলা।।
পড়িতেই হৈল মূর্চ্ছা, কিছুই না জানে। ইত্যাদি
যমিনাতে জলকেলি গোপীগণ সঙ্গে।
কৃষ্ণ করেন মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে।। ইত্যাদি

আলোচনায় সমুদ্রতীরে যমুনাভাব প্রকাশিত।

৫। মহাপ্রভু কাশিমিশ্র ভবন গম্ভীয়ায় নববৃন্দাবন ভাব প্রকাশ করেন। কাশিমিশ্র কুব্জার অবতার। কৃষ্ণ একসময় কুব্জার গৃহে বিহার করেন মহাপ্রভুও মিশ্রগৃহে বাস করেন। পরন্তু তাহাই দ্বারকার নব বৃন্দাবন স্বরূপ। সেখানে রাধা কৃষ্ণের জন্য এবং কৃষ্ণ রাধার জন্য বিলাপ করিতেন। এখানে ও তিনি রাধাভাবে বিলাপ করিতেন।।

৬। মহাপ্রভু সমুদ্রতীরে কৃষ্ণ অন্বেষণ করিতে করিতে বালুকার গর্তে রাসবিহারী গোপীনাথকে প্রাপ্ত হন। সেই খানে তিনি রাসে কৃষ্ণ অন্বেষণ ভাব প্রকাশ করেন। তাহাই বংশীবট স্বরূপ।

৭। যমেশ্বর টোটায় মহাদেবে বংশীবটস্থিত গোপীশ্বরভাব প্রকাশিত।

৮। তিনি নরেন্দ্রসরোবরে জল কেলিতে মানসী গঙ্গাদি ভাবে বিভাবিত হইতেন। কখনও বা রাধাকুণ্ডভাব প্রকাশ করিতেন।

৯। স্নানযাত্রার পর অনবসরকালে মহাপ্রভু ব্রহ্মগিরিতে আলালনাথের চরণে প্রণত হইয়া গোবর্দ্ধন কুঞ্জে বিহার বাহুল্য ভাব প্রকাশ করেন। বসন্তকালে গোবর্দ্ধনে রাস করিতে করিতে কৃষ্ণ অন্তর্ধান করেন। তাহাতে গোপীগণ দলে দলে নানাস্থানে কুঞ্জাদিতে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে থাকেন। অতঃপর গোবর্দ্ধনের এক নিভৃত গহ্বরে গোপীদের পরীক্ষার্থে কৃষ্ণ চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতে থাকেন। গোপীগণ তাঁহাকে দেখিয়া নারায়ণ জ্ঞানে প্রণাম করতঃ তৎসকাশে নন্দনন্দনের সঙ্গতি প্রার্থনা করিয়া চলিয়া যান। মহাপ্রভুও কৃষ্ণের অদর্শনে গোপীদের ভাবে চতুর্ভুজ আলালনাথের চরণে কৃষ্ণ দর্শন উৎকণ্ঠা জ্ঞাপন করিতেন। তাঁহার কৃষ্ণ বিরহ সন্তপ্তদেহের তাপে সেখানকার প্রস্তর পর্য্যন্ত বিগলিত হইয়াছে।

১০। হনুমানের নিকট দ্বারকায় দ্বারকানাথ যেরূপ জানকীনাথ রূপ ও অযোদ্ধাধাম প্রকাশ করেন তদ্রূপ রাধা ভাব বিভাবিত চৈতন্যের দৃষ্টিতেও নীলাচলে ব্রজ ভাব ও ধাম প্রকাশিত হইয়াছে।

রহস্য এই- ভক্ত ও ভক্তিভেদে ভগবানের স্বরূপ ধামাদির প্রকাশ ভেদ হইয়া থাকে। নন্দনন্দন অবতারী বলিয়া তাঁহাতে সকল প্রকার অবতার ভাব বিদ্যমান। তদ্রূপ অবতারী ব্রজধামে সকল অবতারধাম বিদ্যমান। ভক্তিভাব অনুসারে তাহাদের প্রকাশ ও বিলাস প্রপঞ্চিত হয়। যেরূপ গোপকুমারের জন্য নারায়ণ বৈকুণ্ঠের নিশ্রেয়সবনে বৃন্দাবনভাব ও মদনগোপাল রূপ প্রকাশ করেন। কৃষ্ণ নবীনমদন রূপে গোপীদের নিকট লীলাবিলাসী হইলেও তিনি নিত্যকাল যশোদার নিকট বাৎসল্যরসোপযোগী বালস্বভাব ও ভাবই প্রকাশ করেন। সপিত্রোঃ শিশুঃ।

শ্রীদামাদির নিকট সখ্যরসোপযোগী স্বরূপ ভাব স্বভাবাদি প্রকাশিত হয়। অতএব রাধাভাব বিভাবিত নেত্রে চৈতন্যদর্শনে দ্বারকা স্বরূপ নীলাচলেও আকর ব্রজভাব বিলাস প্রকটিত হয়। নানাভাবে অভিনয় কালে অভিনেতার নিজস্ব স্বরূপটি যেরূপ লুকায়িত থাকে। তাহা কেবল অন্তরঙ্গজনই জানে তদ্রূপ কৃষ্ণ অনন্ত অবতার লীলা করিলেও তাহাতে আকর নিজস্ব রূপটি লুকায়িত ভাবেই থাকে। আকরের ভক্তদের নিকট তাঁহার সেই নিজস্ব স্বরূপটি প্রকাশিত হয়। সর্ব্বত্র কৃষ্ণ রূপ ঝলমল করিলেও মহাভাগবত দশাতেই তাহা উপলব্ধির বিষয় হইয়া থাকে। তদ্রূপ সর্ব্বত্রই আকর কৃষ্ণরূপ বিলাসাদি থাকিলেও মহাভাবদশাতেই তাহা অনুভূতির বিষয় হইয়া থাকে। তজ্জন্য মহাপ্রভুর দর্শনে নীলাচলেও বৃন্দাবন

ভাবাদি বিদ্যমান। সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তাৎ শ্লোকে কৃষ্ণের সর্ব্বত্র অবস্থিতির পরিচয় বিদ্যমান এবং যমেবৈশ বৃণুতে শ্লোকে কেবল তাঁহারই অনুগৃহীতের নিকট তদীয় প্রকাশ প্রসিদ্ধ।

রাধা ভাবে গৌর দেখে কৃষ্ণ সর্ব্বস্থানে।
কৃষ্ণ দরশন নহে রাধা ভাব বিনে।।
রমার দৃষ্টিতে নহে কৃষ্ণ দরশন।
রমার দর্শনে রাজে প্রভু নারায়ণ।।
ভাবভেদে রূপগুণ লীলার বিভেদ।
একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত বিভেদ।।
ইষ্টভাবে হয় সদা ইষ্ট দরশন।
ইষ্টভাব বিনা নহে ইষ্ট দরশন।।
সর্ব্বব্যাপী কৃষ্ণ তাঁর সর্ব্বস্থানে বাস।
প্রেমনেত্রে দেখে ভক্ত তাঁহার বিলাস।।
ঐশ্বর্য্যনয়নে দেখে দ্বারকার রূপ।
মাধুর্য্যলোচনে দেখে ব্রজের স্বরূপ।।
বাসুদেবভাবে কভু রাধিকার ভাবে।
বিভাবিত হয় গৌর আপন স্বভাবে।।
বাসুদেবভাবে কৃষ্ণে করে অনুরাগ।
রাধাভাবে দীপ্ত করে কৃষ্ণপ্রেমযাগ।।
ভিন্ন ভিন্ন ধামে কৃষ্ণ ভিন্ন রূপে রাজে।
তথাপি তাহাতে কৃষ্ণ স্বরূপ বিরাজে।।
সেস্বরূপ ব্যক্ত হয় প্রেমের প্রভাবে।
প্রেম অনুরূপ রূপ গুণাদি স্বভাবে।।
রাধাভাবে পূর্ণতম কৃষ্ণের দর্শন।
সর্ব্বত্র সর্ব্বদা গৌর করে আস্বাদন।।
বিপ্রলম্ভক্ষেত্র হয় নীলাচল ধাম।
বিপ্রলম্ভভাবে তথা গৌরের বিশ্রাম।।

---০ঃ০ঃ০ঃ---

স্বরূপ বিকাশের তারতম্য বিবেক

একটি বিদ্যালয়ে অনেক সংখ্যক অধ্যাপক অধ্যাপনা করেন। ঐ বিদ্যালয়ে অনেক গুলি শ্রেণীও বর্ত্তমান। বিদ্যার্থীদের সংখ্যাও অনেক। সকলেই একই অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করিলেও কিন্তু একশ্রেণীর নহে। পুনশ্চ একই শ্রেণীর বিদ্যার্থীদের মধ্যেও তারতম্য দেখা যায়। কারণ সকলেই একপ্রকার মেধাবী নহে। কেহ উপদেশ শ্রবণমাত্রেই শ্রুত বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে। কেহ ব্যাখ্যাত হইলেও বুঝিতে পারে, কেহ বা পুনঃ পুনঃ ব্যাখ্যাত হইলেও পাঠ্য বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। অর্থাৎ কেহ ইঙ্গিতে সঙ্কেতে বুঝে , কেহ বুঝাইলে বুঝে, কেহ বা বুঝাইলেও বুঝে না। কারণ তাহার আধার শক্তি নাই। পুনশ্চ দেখা যায় একই সঙ্গে অধ্যয়ন করিতে করিতে বিদ্যার্থীদের ভিন্ন রুচি ক্রমে কেহ বিজ্ঞান,কেহ আর্টস কেহ বা কমার্স অধ্যয়নে রুচি করে। তদ্রূপ একই সম্প্রদায়ে একই গুরুচরণাশ্রিতদের সকলেই এক রস বিশিষ্ট হয় না। পূর্ব্বজন্ম সংস্কার বশতঃ স্বতঃসিদ্ধ রুচি ক্রমে শিষ্যদের মধ্যে ভাবভেদ ও রসভেদ দেখা যায়। গুরুশিষ্যের রসের ঐক্য বা ভাবৈক্য থাকিতেও পারে নাও পারে। ঐক্য থাকিলে দীক্ষাগুরুই ভজন শিক্ষা গুরু হন। আর ভাবের ঐক্য না থাকিলে স্বজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ অভিজ্ঞ সাধূত্তমই শিক্ষাগুরু হন। অমিতার্থ দূতির ন্যায় কোন শিষ্য সাধু গুরু শাস্ত্রের ইঙ্গিত সঙ্কেতে আত্মস্বরূপ অবগত হয়। নিসৃষ্টার্থ দূতির ন্যায় কোন শিষ্য গুর্ব্বাদেশক্রমে স্বরূপানুশীলনে ব্রতী হয়। আর পত্রধারী দূতির ন্যায় কোন শিষ্য স্বরূপানুশীলনে অক্ষম হইয়া গুরুদত্ত প্রণালী কেবল বহনই করিয়া থাকে। গুর্ব্বাদিষ্ট প্রণালীর সহিত শিষ্যের স্বতঃসিদ্ধ রুতির ঐক্য বা স্বাজাত্য না থাকিলে সেই প্রণালী সাধনে সিদ্ধি সুদূরপরাহত হয়। সিদ্ধ প্রণালীই যথেষ্ট নহে ইহা দিগ্দর্শন মাত্র পরন্তু তদনুশীলনে ভাবস্বাজাত্য বা সাধারণীকরণ অর্থাৎ আপনদশা না প্রাপ্ত হইলে সিদ্ধি জন্মান্তরসাধ্য হয়। যে গুরুতে সর্ব্বজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতা নাই অথচ শিষ্যের রুচি পরীক্ষা না করিয়াই গুর্ব্বাভিমানে মনগড়া প্রণালী দেন তিনি অসৎগুরু।প্রকারান্তরে তাঁহার মূর্খতাই বিবেচিত হয়। তাদৃশ পদ্ধতি হইতে অপসাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয়। পক্ষে পাত্রাপাত্রজ্ঞই সৎগুরু।

স্বরূপরহস্য শ্রুতি মাত্রেই যাহাদের স্বস্বরূপের জাগরণ হয় তাঁহারা যুবতিবৎ উত্তম সাধক। শুনিতে শুনিতে কালে স্বরূপের জাগরণে সাধক কুমারীবৎ উদিতপ্রায় অজাতরতিপ্রায় মধ্যম। আর পুনঃ পুনঃ স্বরূপ রহস্য শ্রবণ করিয়াও যাহাদের স্বরূপের জাগরণ ঘটে না তাহারা বালিকাবৎ অনুদিতরতি অধম সাধক। কালান্তরে তাহাদের স্বরূপের জাগরণের সম্ভাবনা। আর যাহারা বন্ধাবৎ তাহাদের স্বরূপ জন্মান্তরসাধ্য। স্বরূপ যুবতীবৎ সাধকে জাগ্রত ও সক্রিয়, কুমারীবৎ সাধকে স্বপ্নময় এবং বালিকাবৎ সাধকে সুপ্ত, বন্ধাবৎ সাধকে নিষ্ক্রিয়। অতএব সার কথা একগুরুর শিষ্য হইলেও সকলের প্রকৃতি বা স্বভাব একপ্রকার হয় না বা হইবারও নহে। তজ্জন্য মন্ত্র রহস্য বা স্বরূপরহস্য যুবতীবৎ সুস্নিগ্ধ সাধকে স্বতঃসিদ্ধ এবং কুমারীবৎ স্নিগ্ধ সাধকে উপদেশসিদ্ধ। ব্রুয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুতঃ। ইহাতে কিন্তু গুরুর কোন বৈষম্যদোষ হয় না কারণ অস্নিগ্ধশিষ্য বালিকা বা বন্ধাবৎ। তাহারা স্বরূপ রহস্য শ্রবণে, অনুশীলনে প্রকৃতই অসমর্থ অতএব অনধিকারী।

রসভেদ বিবেক

সঙ্গ ওসংস্কার রসভেদের কারণ নহে কিন্তু কাকতালীয় ন্যায়ে নিমিত্তমাত্র। বস্তুতঃ নিজ নিজ স্বরূপই রসভেদের কারণ হয়। স্বরূপের ভিন্নতাক্রমে সাধকের রসভেদ পরিদৃষ্ট হয়। স্বরূপের ভিন্নতাও সর্ব্বকারণকারণ ভগবানের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাশক্তির কার্য্য বিশেষ। তাঁহার প্রেরণাবশেই জীবের স্বভাব সক্রিয় হয়। নিত্যস্থায়ী স্বভাবই স্বরূপ নামে খ্যাত হয়। যেরূপ কোন ব্রাহ্মণের বীর্য্যজাত সন্তানদের মধ্যে মতভেদ, ধর্ম্মভেদ, উপাস্যভেদ দেখা যায়। তাহাদের কেহ বা পিতাকে অনুসরণ করে কেহবা তদ্বিপরীত হয়। তদ্রূপ একই গুরুর একই মন্ত্রে দীক্ষিত শিষ্যদের মধ্যে রসভেদ দৃষ্ট হয়। যেরূপ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্যদের মধ্যে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদে শৃঙ্গাররস, রঙ্গপুরীতে বাৎসল্যরস, পরমানন্দপুরীতে সখ্য রস এবং রামচন্দ্রপুরীতে ব্রহ্মভাব দৃষ্ট হয়। একই মন্ত্রে দীক্ষিত শ্রীল রঘুনাথদাস বাবাজীর শিষ্যদ্বয়ের মধ্যে বিজয়কুমারে মধুররস এবং ব্রজনাথে সখ্যরস অভিব্যক্ত।অতএব শিষ্য বলিয়া গুরুশিষ্যে রসের ঐক্য থাকিবে সিদ্ধান্ত এরূপ নহে। গুরু মধুররসাশ্রয়ী বলিয়া শিষ্যকেও মধুররস উপদেষ্টব্য এমন নহে কিন্তু শিষ্যের তজ্জাতীয় রুচি হইতেই তদুপদেশ সোনায় সোহাগা হয়। অন্যথা শিষ্য সংশয়াত্মা হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। বা গুরুর আজ্ঞা পরিপালনে অক্ষম হয়। বর্ত্তমানে ধর্ম্মজগতে এতবেশী উৎশৃঙ্খলতার কারণ আলোচনা করিলে ধর্ম্মনায়কসূত্রে প্রথমে গুরুর ও পরে শিষ্যের দুর্নীতিতা সিদ্ধান্তিত হয়। কখনও বা সৎগুরুর চরণাশ্রয় করিয়াও দৈববশে অসৎসঙ্গে বেনরাজার ন্যায় শিষ্য কুলাঙ্গার হইয়া ধর্ম্মের গ্লানি আনয়ন করে। নিজ গুরূপদিষ্ট মন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধ না হইয়া গুর্ব্বভিমানে নির্ব্বিচারে শিষ্যকরণে ও সিদ্ধপ্রণালীদানে গুরুর গুরুত্ব লোপ পায় এবং তাদৃশ চেষ্টা অন্ধ কর্ত্তৃক অন্ধের পথপ্রদর্শনের ন্যায় সাধুসমাজের উপহাসাস্পদ বৃথা প্রয়াস মাত্র। কৌলিকপন্থায় যোগ্যতা বিচার না করিয়াই যেরূপ ব্রাহ্মণের কুমারকে উপনয়ন সংস্কার দেওয়া হয় তদ্রূপ লৌকিক প্রথায় ধৈর্য্যহীন গুর্ব্বভিমানী অসৎগুরুগণ শিষ্যের যোগ্যতা বিচার না করিয়াই দীক্ষা ও সিদ্ধপ্রণালী দানে শুদ্ধ সম্প্রদায়ে ধর্ম্মের গ্লানি বৃদ্ধি করে। ভোগপ্রবণ গৃহস্থ ও মিথ্যাচারী শিষ্যকে সিদ্ধপ্রণালী দানে প্রাকৃত সহজিয়া নামে অপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা ঠাকুর নরোত্তম কথিত পূর্ব্বাপর মহাজনদের প্রদর্শিত ভজন শিক্ষারীতি নহে। ইহা নিশ্চিতই কলিহত মহাজনাভিমানী দুর্জ্জনদের পরিকল্পনা মাত্র। জাতরতি, শরণাগত, স্নিগ্ধ, সংযমী ও সেবোন্মুখ সাধকে তদুপদেশ সোনায় সোহাগা স্বরূপ ও আশু ফলদায়ক হয়। যেরূপ রতিহীনাতে বীর্য্যাধান সুতোৎপত্তির কারণ নহে তদ্রূপ অজাতরতিসাধকে সিদ্ধপ্রণালীও সিদ্ধি প্রদ নহে। বরং অনর্থ বৃদ্ধি করে। ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত কোটিতে প্রকৃত ধার্ম্মিক বিরল মাত্র। তজ্জন্য চৈতন্য চরিতামৃতে বলেন- কোটি মুক্ত মধ্যে নিস্কাম অতএব প্রসন্নাত্মা বৈষ্ণব

সুদুর্ল্লভ।

গুরু শিষ্য এক সত্ত্বে ভাব ভেদ নয়।
ভিন্নসত্ত্বে ভাব ভেদ জানিহ নিশ্চয়।।
ভিন্ন সত্ত্বে শিক্ষাগুর্ব্বাশ্রয় পয়োজন।
গুরুর অভাবে সিদ্ধ তার সংঘটন।।
এই মর্ম্ম না জানিয়া অজ্ঞ শিষ্যগণ।
শিক্ষা লাগি অন্যগুরু করয়ে বরণ।।
গুরু-সৎ, শিষ্য-অসৎ উপদেশ ব্যর্থ।
সৎশিষ্যে উপদেশে সিদ্ধ পরমার্থ।।
অসৎগুরু শিষ্য হৈতে অধর্ম্ম উদয়।
সৎগুরুশিষ্য হৈতে ধর্ম্মের বিজয়।।
পরম্পরা সিদ্ধ নহে সৎগুরু বিহনে।
মন্ত্র সিদ্ধি নহে কভু অসদাচরণে।।
মন্ত্রপ্রাপ্তি মাত্রে পরম্পরা সিদ্ধ নয়।
মন্ত্র সিদ্ধি ক্রমে পরম্পরা সিদ্ধ হয়।।
মন্ত্র সিদ্ধি মহৎকৃপা বিশুদ্ধসাধনে।
মন্ত্র সিদ্ধি নহে মহৎকৃপাদি বিহনে।।
মহৎকৃপা সাধনেতে সামর্থ প্রদানে।
বিশুদ্ধসাধনে হয় সফলজীবনে।।
মিথ্যাচারী ব্যভিচারী মহৎ না হয়।
মিথ্যাচারে প্রবঞ্চনা কার্য্য সিদ্ধি নয়।।
সর্ব্বভাবে কৃষ্ণপ্রাণ মহৎ সংজ্ঞা পায়।
তটস্থ লক্ষণে নিবৃত্ততৃষ্ণ নিশ্চয়।।
শাস্ত্রজ্ঞ হলেও বিষয় বৈরাগ্য বিনে।
গুরুত্ব প্রসিদ্ধ নহে বাহ্য ভক্তি সনে।।
ভাগবত বাণী এই সিদ্ধান্তের সার।
এসিদ্ধান্তে ধর্ম্ম সিদ্ধি লভে পরাৎপর।।
অনধিকার চর্চ্চাতে ধর্ম্ম লুপ্ত হয়।
তাতে গুরু শিষ্য ধর্ম্ম জলাঞ্জলি যায়।।
অধিকারীকৃত্য সব গুণেতে গণন।
অনধিকারীর কৃত্য দোষেতে মানন।।
অধিকারী লভে মাত্র সত্যধর্ম্ম ফল।
অনধিকারী তাহাতে বঞ্চিত কেবল।।
অভিমান মায়াকার্য্য বঞ্চনা বহুল।
পণ্ডশ্রম হয় তাতে সাধন সকল।।
সমর্থানুসারে উপদেশ সিদ্ধ হয়।
অসমর্থজনে সিদ্ধি কভু লভ্য নয়।।
উত্তমেতে উপদেশ সর্ব্বথা প্রসিদ্ধ।
মধ্যমেতে তাহাতো বিলম্বে হয় সিদ্ধ।।
অধমেতে উপদেশ ব্যর্থ ভাববিদ্ধ।
ব্যর্থ উপদেশে গুরুকৃত্য অপ্রসিদ্ধ।।
অবৈষ্ণব যথা গুরুকার্য্যে বিবর্জ্জিত।
অসিদ্ধবৈষ্ণব তথা গুরুত্ব রহিত।।
অনর্থবিমুক্ত গুরু শিষ্য সাধূত্তম।
অনর্থসংযুক্ত গুরুশিষ্য অসত্তম।।
সৎপাত্রে দানে ধর্ম্ম সুসম্পূর্ণ হয়।
অসৎপাত্রে দানে ধর্ম্ম হানি সুনিশ্চয়।।
সৎশিষ্যে উপদেশ উচিত সর্ব্বথা।
অসৎশিষ্যেতে মন্ত্র উপদেশ বৃথা ।।
গুরুত্ব প্রসিদ্ধ হয় প্রেমভক্তি ধনে।
গুরুত্ব সিদ্ধ নহে কেবল মন্ত্রদানে।।
বিপ্র বিপ্র নহে যদি বেদার্থ না জানে।
গুরু গুরু নহে কভু প্রেম ভক্তি বিনে।।
বিপ্র পুত্র বিপ্র নহে বেদজ্ঞান বিনে।
শিষ্য সাধু নহে মাত্র মন্ত্রের বিধানে।।
সতী সতী নহে যদি পতিব্রতা নয়।
শুদ্ধ ভক্তি বিনা গুরু স্বীকৃত না হয়।।
অভিমানে ধর্ম্ম কর্ম্ম সিদ্ধ কভু নয়।
শুদ্ধাচারে ধর্ম্মকর্ম্ম সভে সিদ্ধ হয়।
যথাশাস্ত্র তথাচারে সিদ্ধ সর্ব্বধর্ম্ম।
ব্যভিচারে সিদ্ধ নহে সত্য ধর্ম্মমর্ম্ম।।
ইহা জানি বিজ্ঞ হবে সদাচারে রত।
তাহাতে সাধক হয় পূর্ণমনোরথ।।

---ঃঃঃঃ---

শ্রীরূপানুগ সেবাশ্রম ১৮।৫।২০১৩

প্রহ্লাদ চরিত্রের পর্য্যালোচনা

আধ্যাত্মিকপক্ষে প্রহ্লাদ স্বরূপশক্তির বৃত্তি বিশেষ। হ্লাদিনী শক্তিই ভগবান ও ভক্তের আনন্দের কারণ।

হ্লাদিনী দ্বারে করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণ সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ।।

ইহ সংসারে দৈব ও আসুর ভেদে দ্বিবিধ সৃষ্টি বর্ত্তমান। সেখানে দেবগণ ভগবদ্ভক্ত আর অসুরগণ ভগবদ্বিদ্বেষী। বিশুদ্ধ ভাগবত মাত্রেই প্রহ্লাদের স্বরূপবান। তিনি সেবাধর্ম্মে প্রভুকে পরমানন্দিত করেন। তাই তাঁর প্রহ্লাদ সংজ্ঞা। ভক্তের গুণে ভগবানের ভক্তবাৎসল্যাদি গুণ প্রকাশিত হয়। আর অসুরগুণে ভগবানের বীর্য্য ভগবত্ত্বার প্রকাশ হয়। ভক্তগণ মুখ্যরতির সমাশ্রয় আর অসুরগণ গৌণ বীররতির আশ্রয়। অসুরগণ শত্রুভাবে ভগবানকে বীররস আস্বাদন করান। হিরণ্যকশিপু বাহ্যতঃ বিষ্ণুতে শত্রুভাবপন্ন পরন্তু অন্তরে ভগবানের বীররসোচিত যুদ্ধসুখের কারণে প্রচ্ছন্নভক্ত। জয় বিজয় ভগবানকে বীররস অস্বাদন করাইবার জন্যই শত্রুভাবকে কামনা করিয়াছেন। তাঁহাদের শত্রুভাব অজ্ঞতা প্রসূত ব্যাপার নহে। জগতের লোক নিজ নিজ স্বার্থের জন্য শত্রুত্বাদি পোষণ করে। পরন্তু জয় বিজয় পরব্যোমনাথের স্বার্থসিদ্ধির জন্য শত্রুতাকে বরণ করিয়াছেন। বৈকুণ্ঠে নিশ্রেয়সবনে বীররস আস্বাদনের সূচনা হইলেও সেখানে তাহা আস্বাদিত হয় না। মর্ত্ত্যভাবেই তাহা সম্ভব। অতএব ভগবদিচ্ছা বিধানে তাহা মর্ত্ত্যধামেই ঘটনাক্রমে সিদ্ধ হয়।

আধ্যাত্মিক পক্ষে হিরণ্যকশিপু অর্থ স্বর্ণের বিছানা, ভোগের সজ্জা। ভোগীরাজরূপেই তাঁহার হিরণ্যকশিপু সংজ্ঞা আর প্রহ্লাদ পরমার্থের মূর্ত্তি। ভোগীগণ পরমার্থের বিরোধী। তজ্জন্যই হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের প্রতি বিদ্বেষ আচরণ করেন। শুক্রাচার্য্য-- ইন্দ্রিয়তর্পণাসক্ত গৃহমেধী গৃহব্রতীগুরু স্বরূপী। এককথায় প্রেয়গুরু। তাঁহার গুরুত্ব ভোগী ও ভোগের আনুকূল্যকারী। তাঁহার পুত্রদ্বয় ষণ্ডামর্ক নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা প্রহ্লাদের বিদ্যাগুরু। ষণ্ড অর্থ ষাঁড় আর অমর্ক অর্থ বানর। তাঁহারা শুক্রের আচার্য্য স্বরূপ। অর্থাৎ তাহারাও শুক্রাচার্য্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ারামী। অতএব ভোগীরাজ হিরণ্যকশিপুরের আজ্ঞাকারী। তাঁহারা প্রহ্লাদের পৌরহিত্যে নিযুক্ত হইলেও প্রকৃত পক্ষে আত্মহিতে বঞ্চিত অসুরদাস মাত্র। প্রহ্লাদ তাঁহাদের শিক্ষায় শিক্ষিত নহেন। তিনি মাতৃ গর্ভ হইতে শ্রীনারদ মুনির শিক্ষায়ই পরম শিক্ষিত। প্রকৃতপক্ষে প্রহ্লাদই তাঁহাদের পুরোহিত অর্থাৎ শিষ্যরূপে হিতকারী। দুষ্টগুরু সৎশিষ্যের গুণে ধন্য হন। প্রহ্লাদের সঙ্গে গুরুবর্গ ধন্য হইয়াছেন।

প্রহ্লাদের প্রতি শত্রুতার কারণ

স্বার্থবিরোধে শত্রুতার বিজয় হয়। স্বার্থপরগণ বিষমচরিত্রের অধিকারী। ভ্রাতৃঘাতক জ্ঞানে আসুরিকভাবেই হিরণ্যকশিপু চিত্তে বিষ্ণুর প্রতি শত্রুতা উদিত হয়। সেই শত্রুতা বিষ্ণুর ভক্ততেও সঞ্চারিত হয়। তজ্জন্য হিরণ্য কশিপু প্রহ্লাদকেও শত্রুজ্ঞানে হিংসায় প্রবর্ত্তিত হন। কিন্তু মহতের প্রতি হিংসা আত্মহিংসারই কারণ হইয়া থাকে। প্রহ্লাদকে নাশ করিতে যাইয়া হিরণ্যকশিপু নিজেই নষ্ট হইলেন।

মহান্ত বিদ্বেষ হয় পতন কারণ।
প্রহ্লাদে হিংসিয়া দৈত্য লভিল মরণ।।

ইহাতে সিদ্ধান্ত হয় ভক্তগণ ভগবদ্ভক্তিগুণেই অমৃতত্বের অধিকারী হন। আর অভক্তগণ ভগবদ্ভক্তির অভাবে ও বিরোধে মৃত্যুবরণ করেন।।

ভক্তির্মুকুন্দে হ্যমৃতৈককারণম্।
দ্বেষো মুকুন্দে খলু মৃত্যুকারণম্।।

১। হি.কশিপু ব্রহ্মার বরে বরীয়ান হইয়াও ভীত
পক্ষে প্রহ্লাদ হরিপ্রসাদে অকুতোভয়, নির্ভীক।
২। হিরণ্যকশিপু জ্ঞানপাপী আর প্রহ্লাদ প্রাজ্ঞবর নিষ্পাপ।
৩। হি. কশিপু দাম্ভিক, মদ্যভূষণ আর প্রহ্লাদ নির্দম্ভ, দৈন্যভূষণ।

৪। হি.কশিপু পরম অত্যাচারী পক্ষে প্রহ্লাদ পরম সদাচারী।

৫। হি.কশিপু মাৎসর্য্যপরায়ণ, দোষদর্শী, অসূয়াগ্রস্থ দারুণ পক্ষে প্রহ্লাদ নির্মৎসর, অদোষদর্শী, গুণদর্শী, করুণ।

৬। হি.কশিপু বিষমস্বভাবী, দুঃশীল পক্ষে প্রহ্লাদ সমস্বভাবী সুশীল।

৭। হি. কশিপু বিবর্ত্তবুদ্ধি কুমেধা পক্ষে প্রহ্লাদ বিবর্ত্তমুক্ত উদারধী।

৮। হি.কশিপু বিরূপস্থ পক্ষে প্রহ্লাদ সর্ব্বথা স্বরূপস্থ।

৯। হি.কশিপু পরোক্ষে বীররসাস্বাদনকল্পে ভগবানের (ব্যতিরেকভাবে) ভৃত্য পক্ষে প্রহ্লাদ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে সেবারসবিধানে ভৃত্যরাজ।

১০। হি.কশিপু গুরু অবমন্তা আর প্রহ্লাদ গুরুভক্তরাজ।

১১। হি.কশিপু মহন্নিগ্রহের সাক্ষীস্বরূপ আর প্রহ্লাদ মহদনুগ্রহের সাক্ষীস্বরূপ।

১২। বিষ্ণুবিদ্বেষহেতু হি. কশিপুতে ব্রহ্মার বর নিষ্ফল।
বিষ্ণুভক্তিহেতু প্রহ্লাদে নারদের বর সফল।

১৩। ঈশভক্তি জয়প্রদা আর অনীশভক্তি ক্ষয়প্রদা।

১৪। হিরণ্যকশিপুতে আছে জন্মদোষ, সঙ্গদোষ ও কর্ম্মদোষ। আসুরিককালে জন্ম হেতু তাঁহাতে জন্মদোষ, অসুরদের সঙ্গহেতু সঙ্গদোষ এবং বিষ্ণু বেদ বিপ্র ধর্ম্মাদি নিন্দা হিংসাদি হেতু তাঁহাতে কর্ম্মদোষ বিদ্যমান। পক্ষে প্রহ্লাদকে জন্মদোষ স্পর্শ করে নাই, তাঁহার সঙ্গ দোষও নাই। তিনি গর্ভবাসে ভক্তপ্রবর নারদের সঙ্গ লাভ করেন। অসুরকুলে থাকিলেও তাঁহাতে অসুরভাব ও সঙ্গ লক্ষণ নাই আছে মহাভাগবত লক্ষণ। তাঁহাতে কর্ম্মদোষও নাই। কারণ তিনি কাম্যাদি কর্ম্মবাসনামুক্ত হৃদয়ে সর্ব্বদা হরিকে স্মরণ করিতেন এবং সকলকে যথাযোগ্য সম্মান করিতেন। তাঁহার অন্তরে হিংসাদ্বেষাদি অধর্ম্মলক্ষণ ছিল না।

ধর্ম্মো জয়তি নাধর্ম্মঃ সত্যং জয়তি নানৃতম্।
ক্ষমা জয়তি ন ক্রোধো বিষ্ণুর্জয়তি নাসুরঃ।।

---ঃঃঃ--

সম্প্রদায় সিদ্ধির রহস্য

সম্+প্র+দা+ঘঙ= সম্প্রদায় সম্প্রদীয়তে অস্মৈ ইতি সম্প্রদায়ঃ সিদ্ধমন্ত্র তথা ভাবধারা সম্প্রদান ক্রিয়া দ্বারা সম্প্রদায় পদ্ধতি সিদ্ধ হয়। যেপথের সঙ্গে ইপ্সিত গন্তব্যের সম্বন্ধ আছে সেই পথই পথিকের স্বীকার্য্য। যেপথে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় সেই পথই কৃষ্ণকামীদের আশ্রয়িতব্য। যিনি সেই পথের পথিক ও সন্ধান দাতা তিনিই তল্লিপ্সুদের শরণ্য গুরু। শ্রৌতপন্থায় পরমার্থবিদ্যা তরঙ্গিণী ইহ জগতে শ্রদ্ধালু শরণাগত দীক্ষিত পুরুষে প্রবাহমান। সিদ্ধ হইতেই সিদ্ধির প্রচার। সিদ্ধ হইতেই সম্প্রদায় ধারা প্রাদুর্ভূত হয়। অসিদ্ধ হইতে অসিদ্ধভাবধারা প্রবর্ত্তিত হয়। এই সম্প্রদায় সিদ্ধি কেবল মাত্র মন্ত্রদান ক্রিয়ার দ্বারা সম্পন্ন হয় না। তাহাতে ব্যক্তি সাধনার প্রয়োজন। যাঁহার ব্যক্তি সাধনা নাই তাহাতে ঐ মন্ত্র ক্রিয়া করে না। তৎফলে তাঁহার দত্ত মন্ত্র হইতে সিদ্ধিক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। গুরুজন আশীর্ব্বাদকর্ত্তা সত্য কিন্তু যেগুরুজনে বাক্যসিদ্ধি নাই তাঁহার আশীর্ব্বাদ যথার্থ কার্য্যকরী হয় না। অতএব তাদৃশ গুরুজন হইতে সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। যিনি কৃষ্ণপ্রাপ্ত তিনিই কৃষ্ণকে প্রাপ্ত করাতে পারেন। মন্ত্রপ্রাপ্তি হইলেও ব্যক্তি সাধনা বা কৃপায় যাঁহার সিদ্ধি উদিত হয় নাই তিনি শরণাগতকে তাহার বিজ্ঞান দান করিতে পারেন না। কোন ব্যক্তি কোন কালে কোন বৃক্ষে ভূত দেখিয়াছিলেন। তাহার মুখে অন্য ঐ ঘটনা জানিতে পারে। সেই থেকেই ঐ বৃক্ষে ভূত থাকে এই প্রবাদ ঐতিহ্যে পরিণত হয়। ইহাতে পরম্পরা আছে সত্য কিন্তু বাস্তব দ্রষ্টা কেহই নাই। ঐ বৃক্ষে এখন ভূত নাও থাকিতে পারে কিন্তু লোক প্রবাদে তাহা আছে মাত্র। এইরূপ কেবল মন্ত্রপরম্পরায় সর্ব্বত্র ভাবধারা ও সিদ্ধি ধারা নাই। দেখা যায় একই মন্ত্র সিদ্ধে যথার্থ কার্য্য করে কিন্তু অসিদ্ধে তাহা করে না। বাহ্য মন্ত্র পরম্পরা আছে কিন্তু মন্ত্র সিদ্ধি নাই সেখানে ব্যক্তি সাধনার অভাব। যাঁহারা এ বিষয়ে বিজ্ঞ তাঁহারা কেবল মন্ত্র পরম্পরার দ্বারা সুখী হন না। তাঁহারা ব্যক্তিগত মন্ত্র সিদ্ধির অপেক্ষা করেন। মূর্খলোক এরহস্য জানে না। তাঁহারা মন্ত্রপ্রাপ্তিকেই যথেষ্ট মনে করেন। তজ্জন্য তাঁহারা বস্তুতঃ সিদ্ধিফলে বঞ্চিত থাকেন। দেখুন

নিজ নিজ ভাবে সকলেই ভগবানকে নিবেদন করেন। এব্যাপারে সকলেই সমান কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। ভগবানের উচ্ছিষ্টই প্রসাদ বাচ্য। যদি ভগবান ভোজন করেন তবেই তাহা প্রসাদ অন্যথা তাহা প্রসাদ হয় না। যদি কেহ বলেন- নিবেদন হইলেই তাহা প্রসাদ হয় ইহা অন্ধের কথা চাক্ষুষের নহে। নিবেদন তো দুর্যোধন ও করিয়াছিলেন কিন্তু ভগবান তাহা গ্রহণ করেন নাই। না করায় তাহা প্রসাদ হয় নাই। লোক প্রচলিত প্রথায় লোক ভগবানকে নিবেদন করে সত্য কিন্তু তাদৃশ নিবেদকদের মধ্যে যিনি ভক্তিমান ও প্রযতাত্মা তাঁহারই নৈবেদ্য ভগবান গ্রহণ করেন। ইহা ভগবান নিজে গীতায় জানাইয়াছেন। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্তোপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।। তদ্রূপ মন্ত্রপ্রাপ্তি অনেকেরই হইলেও মন্ত্রসিদ্ধি একমাত্র ব্যক্তি সাধনসিদ্ধেই বিদ্যমান। অতএব একমাত্র বাস্তবে সিদ্ধ মহাত্মা হইতেই সম্প্রদায় সিদ্ধিধারা প্রসিদ্ধ হয়।পরন্তু কেবলমন্ত্র দ্বারা নহে। যেরূপ গোকর্ণের মুখে ভাগবত

শ্রবণ করিয়া ধুন্ধুকারি সাত দিনেই পাপদেহ হইতে মুক্ত হইয়া সিদ্ধদেহে গোলোকে গমন করেন কিন্তু ঐ সভায় অন্য শ্রোতাগণ তাহা প্রাপ্ত হন নাই। ইহার কারণ ব্যক্ত করিয়াছেন গোলোকের পার্ষদগণ। তাহা হইতে জানা যায় যে, শ্রোতা হইলেও একনিষ্ঠ ব্যতীত অন্যের সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। সেখানে শ্রোতার বাহ্য লক্ষণ থাকিলেও অন্তর্লক্ষণ ছিল না বলিয়াই তাদৃশ শ্রোতাদের ভাগবত শ্রবণে সিদ্ধি হয় নাই তদ্রূপ বাহ্যে মন্ত্র প্রাপ্তি হইলেও সেই মন্ত্রসাধনায় সিদ্ধির অভাবে সাধকের সাধন সাফল্য উদিত হয় না। তজ্জন্যই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, মন্ত্রসিদ্ধ হইতেই প্রকৃত সম্প্রদায় কার্য্যরূপ পরম্পরা সিদ্ধ হয়। গুরুপরম্পরার মাধ্যমে মন্ত্রধারার সঙ্গে সিদ্ধিধার প্রবাহিত হওয়ার কথা সত্য কিন্তু কলিযুগে মন্ত্র ধারার সঙ্গে সেই সিদ্ধিধার সর্ব্বত্র প্রবাহমান নহে ইহা অপ্রিয় সত্যকথা। গুরু হইতেই বিদ্যার প্রকাশ সত্য কিন্তু মন্ত্র গুরু হইতে সর্ব্বত্র বিদ্যা ও সিদ্ধি প্রকাশিত হয় নাই।।

কোথাও শিক্ষাগুরু হইতে ভগবৎপ্রাপ্তি রূপ সিদ্ধি উদিত হইয়াছে। যেরূপ শুকদেব হইতে পরীক্ষিৎ ও উগ্রশ্রবা সূত তথা তাহা হইতে শৌনকাদির ভক্তি সিদ্ধি ও ভগবৎপ্রাপ্তি প্রসিদ্ধ ঘটনা। পূর্ব্বোক্তদের মধ্যে কেহই মন্ত্র শিষ্য বা মন্ত্র গুরু নহেন। বলিরাজের মন্ত্র গুরু শুক্রাচার্য্য কিন্তু তাহা হইতে বলির ভগবৎপ্রাপ্তি হয় নাই হইয়াছে পরমভাগবত প্রহ্লাদের সঙ্গে ইহা মহাজনের উক্তি। প্রহ্লাদের সঙ্গে অনেক অসুরবালকও সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তদ্রূপ মন্ত্র ওসিদ্ধ প্রণালীর ধারা থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রসিদ্ধ তাহাতে বিরল ইহা ধ্রুব সত্য কথা। কারণ তদ্রূপ চরিত্রের অভাব। ইহাদের অধিকাংশই সিদ্ধ নয়। ইহারা যথার্থ রাগচরিত্রহীন কেবল খাতাকলমে দলিলনামাতে সিদ্ধ বস্তুতঃ স্বরূপে সিদ্ধ নহে। আজকাল লোক উপাধিতে গোস্বামী কিন্তু চরিত্রে গোদাস, বিষয়াসক্ত। অতএব এতাদৃশ গুরু হইতে বাহ্য মন্ত্র প্রাপ্তি হইলেও ভাবপ্রাপ্তি দুর্ঘট ব্যাপার। যাঁহাদের গুরুকার্য্য ব্যবসামাত্র জীবিকামাত্র, যাঁহাদের বাস্তবে গুরুচরিত্র নাই, যাঁহাদের গুরুত্ব লোকিক বা কৌলিক মাত্র নতু পার্মার্থিক, তাঁহাদের হইতে সিদ্ধ সম্প্রদায় ধারা প্রবাহিত হয় নাই। ইহা অসংবাদিত মর্ম্মকথা। পরন্তু ব্যক্তি পরিচয়ে যিনি সর্ব্বজন বিদিত সিদ্ধমহাত্মা তিনিই মহাভাগবত শ্রীল গৌরকিশোর দাসবাবাজীর চরণাশ্রিত বাস্তববাদী মহাপুরুষপ্রবর শ্রীল বিমলাপ্রলাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ। তিনিও তাঁহার গুরুদেবের ন্যায় ভজনসিদ্ধ মহাত্মা। একথা কংসের ন্যায় শত্রুপক্ষদের বিশ্বাসের ও স্বীকারের বিষয় নাও হইতে পারে কিন্তু কার্য্যদ্বারে তাহা বিশ্বের ধার্ম্মিকদের মানিবার বিষয় হইয়াছে। মনুর বংশধরগণই মানব নামে পরিচিত। এই সকল মানবদের মধ্যে রক্তের ধারা থাকিলেও বস্তুতঃ পক্ষে সর্ব্বত্র ভাবধারা ভক্তিধারা নাই ইহা ধ্রুবসত্যকথা এবং সাক্ষাৎ প্রমাণিত বিষয়। পরীক্ষা করিয়া দেখুন। কেহ অসুর কেহ সুর কেহ ধর্ম্মান্তরী কেহ ভক্ত কেহ বা অভক্ত সুতরাং মনুর বংশধর হইলেও বাস্তবে স্বভাবে স্বরূপে তাহারা মানব নহেন। তদ্রূপ বাহ্যে মন্ত্রধারা থাকিলেও বাস্তবে স্বতঃসিদ্ধরূপে ভাবধারা

না থাকায় তাঁহাদের সম্প্রদায়িত্ব তথা গুরুত্বই বা কোথা হইতে সিদ্ধ হইবে? ইহা সার্ব্বজনীন সিদ্ধান্ত। তজ্জন্যই দীক্ষা গুরু হইতে সর্ব্বত্র ভাব সিদ্ধ হয় নাই বলিয়াই জগতে ভাবস্বাজাত্যকরণে শিক্ষাগুরুর আবশ্যকতা পারমার্থিকরাজ্যে অপরিহার্য্যরূপে স্বীকৃত হয়। তাদৃশ ক্ষেত্রে কাকতালীয় ন্যায়ে গুরুপারম্পর্য্যে দীক্ষাগুরু প্রসিদ্ধি

থাকিলেও বাস্তবে শিক্ষাগুরুর প্রাধান্যই স্বীকৃত হয়। তবে এরহস্য মূর্খ তথা আধ্যক্ষিকের ধারণাতীত বিষয় মাত্র। যেরূপ কংস উগ্রসেনের পুত্ররূপে লোকে প্রসিদ্ধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে দ্রুমিলদৈত্যের বীর্য্যজাত, এরহস্য সর্ব্বজন বিদিত নহে। আর একটি কথা বুঝিবার বিষয়। মন্ত্রধারার সঙ্গে ভাবধারা সিদ্ধ নহে বলিয়াই মহাপ্রভু জানাইলেন সাধনার কথাঃ- সাধ্য বস্তু সাধন বিনা কভু নাহি পায়। কৃপা করি কহ রায় পাবার উপায়।।সিদ্ধান্ত এই- সিদ্ধমন্ত্র প্রাপ্তি হয় মন্ত্র গুরু থেকে আর সিদ্ধি উদিত হয় ব্যক্তি সাধনায়। যেরূপ ধ্রুব নারদ মুনি হইতে মন্ত্র প্রাপ্ত হন আর তাঁহার ভগবৎসাক্ষাৎকার হয় ব্যক্তি সাধনে ও অভীষ্ট সিদ্ধি হয় ভগবৎকৃপায় অর্থাৎ গুরুকৃপায় মন্ত্রপ্রাপ্তি আর ব্যক্তি সাধনে ভগবৎকৃপায় অভীষ্টসিদ্ধি হয়। কৃষ্ণপ্রাপ্তিই গুরুকৃপার সৎফল ও পূর্ণ অভিব্যক্তি । শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণবের মধ্যে গুরুত্ব উদয়ের রহস্য নিজ ভজন সিদ্ধির মাধ্যমেই জানাইয়াছেন।গুরুবাক্যে বিশ্বাস রাখিয়া সদাচারে হরিনাম করিতে করিতে তিনি ভাবররাজ্যে উপস্থিত হন। গুরু তাঁহাকে মন্ত্র ও ভজন প্রণালী দান করেন, কিন্তু ভাব দান করেন নাই। শ্রীচৈতন্যদেব গুরুকৃপা সম্বলিত ব্যক্তিসাধনায় ভাব ও প্রেমধনে ধনী হন এবং প্রকৃত সাধন সাফল্য লাভ করেন। বীজধান্যই বৃক্ষের কারণ পরন্তু চীটা ধান্য বৃক্ষোৎপত্তির কারণ নহে। তদ্রূপ অন্তঃসার শূন্য অন্ধের ন্যায় গতানুগতিক অসৎ গুরু হইতে প্রকৃত পরম্পরা সিদ্ধ হয় না। কপটে সরলতার অভাব তদ্রূপ অনাচারী অত্যাচারী ব্যভিচারীতেও মন্ত্রসিদ্ধির অভাব। যেরূপ বৈষ্ণব অপরাধীতে প্রকৃত বৈষ্ণবতার অভাব। তাদৃশ অপরাধীর ভক্তিকার্য্য বাহ্য প্রতীতি মাত্র বাস্তব নহে। তদ্রূপ অনর্থগ্রস্থ লৌকিক গুরুতেও পরমার্থের অভাব। শ্রীনিত্যানন্দের বংশধর বলিয়া অভিমানী গুরুপরম্পরা তথা প্রণালীর দলিলনামা দেখাইলেও তাদৃশ অনর্থগ্রস্থ গুরুমন্যদের মধ্যে প্রকৃত গুরুত্বের অভাব। যাঁহাদের গুরুত্বের অভাব তাঁহাদের পরম্পরাই বা সিদ্ধ হয় কি প্রকারে? আর তাঁহাদের প্রদত্ত সিদ্ধ প্রণালীরই বা কি মূল্য? ইহাতে লোকবঞ্চনা হইতে পারে কিন্তু পরমার্থ সিদ্ধ হয় না। তাঁহাদের আনুগত্য ও সেবা বন্ধাগাভীর ন্যায় বঞ্চনাবহুলই বটে। বাহ্য পরম্পরার দোহায় দিয়া পরমার্থ সিদ্ধ করা যায় না। তাহাতে ব্যক্তি সাধনার পরিচয় থাকা চাই। বিচারক যেরূপ কার্য্যের বিচার করেন তাহাতে বংশ বা অন্য কিছুই তাহার বিচার্য্য নহে তদ্রূপ পরমার্থরাজ্যে ব্যক্তি সাধনের পরিচয়েই সাধক পরিচিত হন। ব্যক্তিত্বের বিচার না করিতে পারিলে পরমার্থ ধনে ঠকিয়া যাইতে হয়। ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় গুর্ব্বানুগত্যে যোগ্যসাধনের মাধ্যমে। যিনি যত অনুগত তিনি ততই কৃপার পাত্র হন। যথার্থ চরিত্র বিনা কেবল মন্ত্র দানে ও গ্রহণে গুরুত্ব ও শিষ্যত্ব সিদ্ধ হয় না, হইবার নহে। যেরূপ কেবল নারীত্ব জননীত্বের কারণ নহে তথা জননীর কন্যা বিচারেও জননীত্ব সিদ্ধ নহে তথা চ জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রী প্রভৃতি,পত্নীত্বও জননীত্বের কারণ নহে কেবল পুত্র জননই জননীত্বের কারণ। তদ্রূপ মন্ত্র গ্রহণের দ্বারা, বাহ্য পরম্পরাদির দ্বারা তথা সিদ্ধের শিষ্য বিচারেও গুরুত্ব সিদ্ধ হয় না। গুরুত্ব সিদ্ধ কেবল ব্যক্তি সাধনার দ্বারা। শ্রীচৈতন্যদেব নিজ সাধন প্রভাবে গুরুত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং অগুরুকেও গুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই শক্তির অভাব যেখানে সেখানে সাধন সিদ্ধির প্রাধান্য মানিতেই হয়। সাধন করিলেও সকল সাধক সিদ্ধির অধিকারী হয় নাযদি সাধন ভজনে দোষত্রুটি থাকে। যেরূপ প্রেমিক শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য হইলেও শ্রীরামচন্দ্রপুরী প্রেমধনে বঞ্চিত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে প্রেমসিদ্ধিই সম্প্রদায়ের প্রাণস্বরূপ। পরম্পরা তাহার শরীর গঠন, সদাচার ও বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বরূপ। যাহার প্রাণ আছে তাহার

দেহের বিচার সমীচীন কিন্তু যাহারা প্রাণ নাই তাহার শরীরের বিচার বৃথা। তদ্রূপ প্রেমসিদ্ধি যাঁহার আছে তাঁহারই সাম্প্রদায়িকতা সিদ্ধ কিন্তু তাহা যাঁহার নাই তাঁহার বাহ্য পরম্পরা সৎসাম্প্রদায়িকতার কারণ নহে। অতএব উপসংহারে সিদ্ধান্ত হয় যে, একমাত্র সিদ্ধমন্ত্র গুরু হইতেই সৎসম্প্রদায় প্রসিদ্ধ হয়। কে সিদ্ধ? তাহাকে কি প্রকারে জানা যায়? তদুত্তরে যেরূপ ফল দ্বারাই ফলের কারণ বৃক্ষের পরিচয় তদ্রূপ কার্য্য দ্বারাই কারণ প্রণামিত হয়। আশীর্ব্বাদের সততার দ্বারাই আশীর্ব্বাদ কর্ত্তার বাক্‌সিদ্ধি প্রমাণিত হয়। বিদ্যা দ্বারাই বিদ্বানের পরিচয় তদ্রূপ সিদ্ধির দ্বারাই সিদ্ধের পরিচয় প্রাপ্তি হয়। ব্রাহ্মণবংশ থেকে শরীরটা পাইয়া পতিত জীবনে ব্রাহ্মণত্বের দাবী দ্বারা যেরূপ ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হয় না পরন্তু তাহা সিদ্ধ হয় প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা তদ্রূপ মন্ত্র লইলেই বা দিলেই সম্প্রদায় সিদ্ধ হয় না তাহা সিদ্ধ হয় ভাবসিদ্ধির দ্বারা।

সাধনভজন হীন মিথ্যাচারীগণ।
গুরুত্বে প্রসিদ্ধ নহে বলে মহাজন।।
অনুভবহীন সাধু গুরুত্বে বর্জ্জিত।
তাহা হৈতে পরম্পরা না হয় উদিত।।
ভাবধারাহীন মন্ত্রধারা প্রাণহীন।
প্রাণহীন ধর্ম্মকর্ম্মে লভে বিড়ম্বন।।
অন্তঃসারশূন্য বৃক্ষ কোন কার্য্যে নয়।
ভাবহীন ধর্ম্ম মর্ম্মহীন সর্ব্বথায়।।
রতিহীন সতী যথা জায়াত্বে বঞ্চিত।
ভাবহীন সাধু তথা গুরুত্বে বর্জ্জিত।।
বাহ্য পরম্পরা নহে সিদ্ধির কারণ।
ব্যক্তিসাধনেতে সিদ্ধি লভে বুধগণ।।
সম্প্রদায়হীন মন্ত্র বিফল সর্ব্বথা।
মন্ত্রসিদ্ধি বিনা সম্প্রদায় বিধি বৃথা।।
সিদ্ধি লাগি গুরুকৃপা সঙ্গ প্রয়োজন।
গুরু লাগি সিদ্ধ সম্প্রদায় আশ্রয়ণ।।
সম্প্রদায়গুরু কৃপা সিদ্ধির কারণ।
অন্যথা বিফলে যায় সাধন ভজন।।
সম্প্রদায়গুরু যদি মন্ত্রসিদ্ধ নয়।
তাঁহার আশ্রয়ে শিষ্য বনচিত হয়।।
মন্ত্রসিদ্ধ সৎসম্প্রদায়ী সুনিশ্চয়।
তাঁহার চরণাশ্রয় মঙ্গলনিলয়।।
সম্প্রদায়ীগুরু কিন্তু অনর্থমজ্জিত।
পরমার্থে উদাসীন,বিষয়ে সজ্জিত।।
তাহা হৈতে সম্প্রদায় সিদ্ধি কভু নয়।
তাঁহার আশ্রয়ে শিষ্য বঞ্চনা লভয়।।
অতএব সৎগুরু চরণ আশ্রয়।
করিয়া সংসারপার হবে বুধচয়।।

---ঃঃ---

সৎগুরু অসৎগুরু

কে সৎ গুরু?

সৎসাম্প্রদায়িক সদাচারী যোগ্যগুরুত্ব স্বভাবসিদ্ধই সৎগুরু।

সৎসম্প্রদায় কি?

জগৎগুরু বাসুদেব হইতে প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ই সৎসম্প্রদায়। কারণ সাক্ষাদ্ভগবানই সনাতন ধর্ম প্রণেতা। ধর্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং।

সদাচার কি?

সনাতন ধর্মভিত্তিক বৈদিক আচারই সদাচার।যদ্যপি সাধুর আচারই সদাচারাখ্য তথাপি সাধু বৈদিক হইলেই তাহার আচারকে সদাচার বলা যায়। কারণ বৈদিক শাস্ত্রই সাধুর সাধুত্বকে প্রমাণিত করে। শাস্ত্রই সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।

যোগ্যগুরুত্ব স্বভাবসিদ্ধ কথার অর্থ কি?

যথার্থ শাস্ত্র কথিত গুরুত্ব লক্ষণে যাহার স্বরূপ সিদ্ধি হইয়াছে তিনিই যোগ্যগুরুত্বস্বভাবসিদ্ধ।

শাস্ত্র কথিত গুরুত্বলক্ষণ কি?

সিদ্ধান্তসার সন্দর্ভগর্ভ শ্রীমদ্ভাগবত মতে আদৌ শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রে নৈপুন্য,দ্বিতীয়তঃ পরব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভুতি অর্থাৎ স্বরূপসিদ্ধিতে ভগবদনুভুতি, তৃতীয়তঃ- ভগবদনুভুতি জন্য উপশমাশ্রয়ত্ব অর্থাৎ বিষয়বাসনামুক্তিতে গোস্বামিত্বই প্রকৃত সৎগুরুত্ব লক্ষণ।রহস্য এই--গুরুত্ব কোন জৈব বা দৈব শক্তি নহে বা সাধনসিদ্ধ কোন ব্যাপার নহে তাহা সর্ব্বথা ঈশশক্তি পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত কোন ভাগ্যবান ভাগবতে গুরুত্বের প্রকাশ হইলেই তিনি গুরুবাচ্য হন।যেমন বিমল ভক্তিমান হইলেই জীবমাত্রেই ভগবানের প্রিয়ভাজন হন তেমনই পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধলক্ষণসিদ্ধ হইলেই বৈষ্ণব গুরুত্বযোগ্য হন।যথা ভগবান সাক্ষাদ্ভাবে ও পরোক্ষভাবে ব্রাহ্মণের মুখে ভোজন করেন তথৈব ভগবান সাক্ষাদ্ভাবে এবং পরোক্ষভাবে গুরুকার্য্য করেন আবার কোথাও পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ লক্ষণ বিশিষ্ট ভাগবতের মাধ্যমেও গুরুকার্য্য করেন।কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে । গুরু অন্তর্যামী রূপে শিখান আপনে।। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকেও বলিয়াছেন , আমিই প্রকৃত পক্ষে জীবের বন্ধু ও গুরু।বন্ধুর্গুরুরহং সখে।।

শব্দব্রহ্মে নিষ্ণাততার প্রয়োজনীয়তা কি?

ব্রহ্মজ্ঞান বেদাদি শাস্ত্র ও শ্রী হরিনাম স্বরূপে বিদ্যমান।তত্বজ্ঞানের অভাবে তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। অতএব তত্বজ্ঞানশাস্ত্র বেদাদিতে নৈপুন্য একান্ত প্রয়োজন।দ্বিতীয়তঃ-শাস্ত্রযুক্তিতে নিপুন না হইলে শিষ্যের সংশয় চ্ছেদন ও তত্ত্ববোধের উদয় করান যায় না। তৎফলে শিষ্যের সেই গুরু প্রতি শ্রদ্ধা শৈথিল্য ধারণ করে।ততঃ শ্রদ্ধার অভাবে সদুপদেশ ধারণের যোগ্যতা থাকে না। তৃতীয়তঃ- ইহ জগতে শাস্ত্র নাম বিগ্রহ স্বরূপে ভগবান নিত্য উপাস্যমান। শব্দব্রহ্মের কৃপাতেই পরব্রহ্মের অনুভুতি লভ্য হয় অর্থাৎ সাধন ক্রমে সিদ্ধি কালে শব্দব্রহ্মই পরব্রহ্ম রূপে আত্ম প্রকাশ করেন। অতএব শব্দব্রহ্ম নামে পরিনিষ্ঠিত না হইলে পরব্রহ্মের অনুভুতি লাভে গুরুযোগ্যতা সমুদিত হয় না। কেবল শিষ্যের সংশয়চ্ছেদনের জন্য শাস্ত্রজ্ঞানের আবশ্যকতা নহে পরন্তু নিজ সংশয়চ্ছেদন ও তত্ত্বে সম্প্রতিষ্ঠার জন্য শাস্ত্রজ্ঞান অত্যাবশ্যক। যাহার তত্ত্বে প্রতিষ্ঠা নাই অথচ গুরুন্মন্য ভাবে অন্যকে উপদেশ করেন তিনি অসৎগুরু। প্রাকৃত বিদ্যালয়ের শিক্ষকের ন্যায় গুরুও সৎগুরু নহেন।

পরব্রহ্মে নিষ্ণাততার প্রয়োজনীয়তা কি?

শব্দব্রহ্মের কৃপায় সাধকের পরব্রহ্মের অনুভুতি উদিত হয়। কেবল মন্ত্রপ্রাপ্তিই যথেষ্ট নহে পরন্তু যথার্থ সাধনার দ্বারা সেই মন্ত্রসিদ্ধিতে মন্ত্রময় ভগবানের সাক্ষাৎকারাদিতেই সাধন সাফল্য বিদ্যমান। যিনি প্রেম সিদ্ধিক্রমে ভগবানকে প্রাপ্ত হন নাই তিনি কি প্রকারে শিষ্যকে ভগবদনুভুতি দান করিতে পারেন? ব্যক্তিগত অনুভুতি বিনা দালালীবৃত্তিতে গুরুকার্য্য অসল্লক্ষণময়। যিনি আকাশস্থ অরুন্ধতী তারা দেখেন নাই তিনি কখনই অন্যকে তাহা দেখাইতে পারেন না। যদি দেখাইবার ভান করেন তাহা হইলে তাহার প্রদর্শিত তারাটি কখনই অরুন্ধতী হইতে পারে না । অতএব যোগ্যসাধনা ক্রমে প্রেম সিদ্ধিতে পরব্রহ্মের সাক্ষাদনুভুতি বিনা প্রকৃত গুরুযোগ্যতা সম্পন্ন হইতে পারে না। শাস্ত্র বলেন নিজ পরীক্ষা বিনা অন্যের প্রতি উপদেশ লোক বিনাশের কারণ মাত্র।অপরীক্ষ্যোপদিষ্টং যৎ লোকনাশায় তদ্ভবেৎ।অনেক ধূর্ত্তলোক শিষ্যসংগ্রহের জন্য ঈশ্বর বিষয়ক মিথ্যা কাহিনী শুনাইয়া তাহাদিগকে শ্রদ্ধালু করেন মাত্র প্রকৃতপক্ষে উহারাই অসৎগুরু।

উপশমাশ্রয়ত্বের আবশ্যকতা কি?

উপশমাশ্রয়ত্ব অর্থাৎ প্রাকৃত বিষয়বাসনা থেকে নিবৃত্তি গুরুত্বের তটস্থলক্ষণ। কার্য্যদ্বারা যে লক্ষণ প্রকাশিত হয় ত াহাই তটস্থলক্ষণ। যেমন ভোজনের প্রতি গ্রাসে উদরপূর্ত্তি হেতু ক্ষুন্নিবৃত্তি, মনস্তুষ্টি ও দেহের পূষ্টি লাভ করে তেমনই শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত হইলে অনর্থনিবৃত্তি মূলক উপশমাশ্রয়ত্ব অর্থাৎ গোস্বামিত্ব প্রতিপন্ন হয়। যেমন আলোক প্রবেশে অন্ধকার দূরীভূত হয় তদ্রূপ ভগবদনুভূতিতে ভগবৎ ইতর মায়িক বিষয়ে আসক্তির অভাবে জিতেন্দ্রিয়ত্ব সম্পন্ন হয়। অপিচ কেবল জিতেন্দ্রিয় হইলেই যে গুরুযোগ্যতা উপস্থিত হয় তাহা নহে কারণ ইহজগতে অনেক ইন্দ্রিয়জয়ী জ্ঞানী

তপস্বী আছেন কিন্তু তাহাদের ভগবদনুভূতি নাই। পুলস্ত ঋষি ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে বিশালকায় গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে করে ধারণ করেন। এই গোবর্দ্ধন ধারণ কার্য্যহেতু শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় পুলস্তের পরমেশ্বরত্ব সিদ্ধ হয় নাই। তদ্রূপ কেবল গোস্বামিত্ব দর্শনে গুরুত্ব প্রমাণিত হয় না। গো চতুস্পদী শৃঙ্গ পুচ্ছ ও গলকম্বলবান বসিয়া কেবল শৃঙ্গত্ব পুচ্ছত্ব গোত্ব নহে । ইহারা গোত্বের সর্ব্বসাধারণ লক্ষণ পরন্তু গলকম্বলত্বই গোত্বের অনন্যসাধারণ লক্ষণ তদ্রূপ শব্দব্রহ্মত্ব ও উপশমাশ্রয়ত্ব গুরুত্বের তটস্থ লক্ষণ কিন্তু পরব্রহ্মে নিষ্ণাতত্বই তাহার অসাধারণ লক্ষণ। তজ্জন্য পরব্রহ্মের নিষ্ঠাহীন কেবল শব্দব্রহ্মজ্ঞত্বের বন্ধ্যানারীর ন্যায় গুরুত্বে আপত্তি আছে। যথা ভাগবতে-- শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণিয়াৎ পরে যদি। শ্রমস্তস্য শ্রমফলে হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ।।

---ঃঃঃঃ----

কৃষ্ণ কি সকলঙ্ক ?

জনৈক গৌড়ীয় সন্ন্যাসী শ্রীগৌরাবির্ভাব বাসরে গৌগহরির মহিমা বলিতে যাইয়া বলিলেন- অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন। সকলঙ্ক চাঁদের আর আর কিবা প্রয়োজন।। তিনি বলিলেন- **গৌর অকলঙ্ক আর কৃষ্ণ সকলঙ্ক ও ভেজাল।** ইহা প্রকৃত সিদ্ধান্ত কি না তাহার বিচার করা যাউক। অদৌ এইরূপ উক্তি সর্ব্বথা অপসিদ্ধান্ত পূর্ণ। কারণ-

১। গৌর কৃষ্ণই। তিনি কৃষ্ণের আবেশ অবতার বা আবির্ভাব মাত্র নহেন। সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্যগৌসাঞি। অতএব গৌর যদি অকলঙ্ক হন তাহা হইলে কৃষ্ণ কিরূপে সকলঙ্ক হন? আর কৃষ্ণ যদি সকলঙ্ক হয় তাহা হইলে গৌরই বা কিরূপে নিষ্কলঙ্ক হন? কলঙ্ক অর্থ চিহ্ন বা অযশ বা অপযশ।

কৃষ্ণের অপযশ কোথায়? রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণই গৌর অর্থাৎ তিনি অন্তরে কৃষ্ণ বাহিরে গৌর। গৌর কৃষ্ণে অভেদ জেনেরে ইত্যাদি মহাজন পদ অনুসারে অভেদ তত্ত্বের একের কলঙ্ক অপরের অকলঙ্ক কিরূপে সিদ্ধ হয়? সেখানে বৈশিষ্ট থাকিতে পারে কিন্তু দোষ বা কলঙ্ক থাকিতে পারে না। তাহাতে অর্থাপত্তি দোষ হয়। বৈশিষ্টের প্রাধান্য দিতে যাইয়া অন্যের উপর কলঙ্ক অরোপ করা অসাধুতা মাত্র। কৃষ্ণ অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব। তিনি অবতারী ও লীলাবিলাসী। লীলাবিলাসে তাঁহার অবতার স্বরূপে গুণাদির প্রকাশে তারতম্য থাকে। কোন ব্যক্তি বহুগুণে গুণী। তাহার গুণাবলী সর্ব্বকার্য্যে একইকালে প্রকাশ পায় না। বেদান্তবলেন- স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ। দেশ কাল পাত্র বিচারে স্থান বিশেষে ভগবানের গুণাদির প্রকাশ হয়। অতএব সকল অবতারে সকল গুণের প্রকাশ হয় নাই ইহাই সিদ্ধান্ত। তজ্জন্য তাহাতে সেই সকল গুণ নাই ইহা সিদ্ধান্ত হইতে পারে।

২। সমুদ্রমন্থনে স্বয়ম্বর সভাতে লক্ষ্মী বিচার পূর্ব্বক অব্যভিচারী সদ্‌গুণ সদন শ্রীবিষ্ণুকেই পতিত্বে বরণ করিলেন। শ্লোক-

এবং বিমৃষ্যাব্যভিচারিসদ্‌গুণৈ
র্বরং নিজৈকাশ্রয়তয়াঽগুণাশ্রয়ম্।
বব্রে বরং সর্ব্বগুণৈরপেক্ষিতং
রমা মুকুন্দং নিরপেক্ষমীপ্সিতম্।।

বিচার করুন-বিষ্ণু কৃষ্ণের স্বাংশে গণ্য। ব্রহ্মসংহিতামতে বিষ্ণু কৃষ্ণের কলা বিশেষ। কৃষ্ণের কলামূর্তি যদি অব্যভিচারী সদ্‌গুণালয় হন তাহা হইলে কৈমুতিক ন্যায়ে তিনি যে ততোঽধিক গুণনিধি তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। অতএব তাহাতে কলঙ্কের প্রস্তাব আসিতেই পারে না।

ভক্তিরসামৃসিন্ধুতে ধীরোদ্ধত নায়কলক্ষণ এইরূপ-

মাৎসর্য্যবানহঙ্কারী মায়াবী রোষণশ্চলঃ।
বিকত্থনশ্চ বিদ্বদ্ভির্ধীরোদ্ধত উদাহৃতঃ।।

মাৎসর্য্যবান অহঙ্কারী মায়াবী ক্রোধী চঞ্চল আত্ম শ্লাঘাপরায়ণ নায়ক ধীরোদ্ধত সংজ্ঞা প্রাপ্ত।

শ্রীরূপপাদ বলেন-

মাৎসর্য্যাদ্যাঃ প্রতীয়ন্তে দোষত্বেন যদপ্যমী।
লীলাবিশেষশালীত্বান্নির্দোষেঽত্র গুণাঃ স্মৃতাঃ।।

অর্থ- যদিও মাৎসর্য্যাদি দোষরূপে প্রতীয়মান হয় তাহা হইলেও দোষরহিত শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে উহারা গুণরূপেই পরিগণিত। কেন না ভক্তরক্ষণহেতু দুষ্টদমনাদি লীলাবিশেষে ঐ সকল মাৎসর্য্যাদিরও প্রয়োজনীয়তা আছে।। অতত্ত্বজ্ঞগণ বীররস পোষক ঈদৃশ চেষ্টাতেও দোষদর্শন করেন মাত্র। বাস্তবে তাহা দোষ নহে।।

মাঙ্গল্যগুণ বর্ণনে শ্রীরূপপাদ বলেন-

অন্যায্যং ন হরাবিতি ব্যপগতদ্বার্গলা দানবা
রক্ষী কৃষ্ণ ইতিপ্রমত্তমভিতঃক্রীড়াসু রক্তাঃ সুরাঃ।

সাক্ষী বেত্তে স ভক্তিমিত্যবনতব্রতাশ্চ চিন্তো জ্বিতাঃ
কে বিশ্বম্ভর ন ত্বদঙ্ঘ্রিযুগলে বিশ্রম্ভিতাং ভেজিরে।।

হরিতে কোনই অন্যায্যাচার নাই ইহা জানিয়া দৈত্যগণ দ্বার উদঘাটন পূর্ব্বক বাস করিতেছে। কৃষ্ণ আমাদের রক্ষাকর্ত্তা এই জ্ঞানে দেববৃন্দ চতুর্দ্দিকে প্রমত্ত হইয়া ক্রীড়া সক্ত। অন্তর্যামী আমার হৃদয়ের ভক্তি জানেন এইজ্ঞানে ভক্তগণ নিজ ভরণ পোষণের চিন্তা পরিহার করিয়াছেন। অতএব হে বিশ্বম্ভর কে তোমার চরণযুগলে বিশ্বাস না রাখিয়াছেন। অর্থাৎ কৃষ্ণ সকলেরই বিশ্বাসাস্পদ। সুতরাং **কৃষ্ণে যদি অন্যায্য না থাকে তাহা হইলে তাহাতে অপকর্ম্মজনিত কলঙ্কের অবকাশ কারিতেই পারে না।**

বৈষ্ণবতন্ত্রে বলেন- সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী সত্যবিজ্ঞানানন্দ স্বরূপিণী ভগবন্মূর্ত্তি অষ্টাদশপ্রকার মহাদোষ মুক্ত।

অষ্টাদশমহাদোষৈ রহিতা ভগবত্তনুঃ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী সত্যবিজ্ঞানানন্দরূপিণঃ।।

এইরূপই যদি সিদ্ধান্ত হয় তাহা হইলে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে দোষ বা কলঙ্কের অবকাশ কোথায়?

কুর্ম্মপুরাণে বলেন-- ভগবান্ সমস্ত বিরুদ্ধ গুণের সমাশ্রয়। তিনি সূক্ষ্ম ও বৃহৎ হইয়াও সর্ব্বতঃ স্থুল ও অণু, সর্ব্বথা বর্ণরহিত হইয়াও শ্যামবর্ণ ও রক্তলোচন বলিয়া কীর্ত্তিত তথা তাঁহাতে ঐশ্বর্য্যের সমাবেশে পরস্পর বিরোধী অস্থুল স্থুলত্বাদি সমঞ্জসতা প্রাপ্ত বলিয়া তিনি **বিরুদ্ধার্থ** বলিয়া কীর্ত্তিত হন।

অস্থূলশ্চাণুশ্চৈব স্থূলোঽনণুশ্চৈব সর্ব্বতঃ।
অবর্ণঃ সর্ব্বতো প্রোক্তঃ শ্যামো রক্তান্তলোচনঃ।
ঐশ্বর্য্যযোগাদ্ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়তে।।
তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহার্য্যাঃ কথঞ্চন।
গুণা বিরুদ্ধা অপ্যেতে সমাহার্য্যাঃ সমন্ততঃ।।

গুণ সমূহ পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও কিন্তু পরমপুরুষ কৃষ্ণ সম্বন্ধে কোনরূপ দোষাবহ নহে। অতএব ইহাদিগকে অবিরোধী বলিয়া সমাধান করিতে হইবে।। পূর্ব্বোক্ত সমাধান হইতে কৃষ্ণে দোষারোপ বা কলঙ্কারোপ অজ্ঞতা মাত্র। তাহা মহাঅপরাধ বিশেষ। শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের রচিত কৃষ্ণলীলার বিচার প্রসঙ্গে -

প্রভু কহে ভক্তবাক্য কৃষ্ণের বর্ণন। ইহাতে যে দোষ দেখে সেই পাপীজন।।

আরও বলেন-

সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ।
হানোপাদানরহিতা নৈব প্রতিজাঃ ক্বচিৎ।
পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ।
সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতাঃ।।

পরমাত্মা ভগবানের সকল দেহই নিত্য শাশ্বত বাল্যাদি ত্যাগ ও পৌগণ্ডাদি স্বীকার করা সত্ত্বেও তাহা হানোপাদান রহিত, শরীরজাত হইলেও কখনও প্রকৃতি জাত নহেন। শীতাদি অনুভূতি থাকিলেও তাহা পরমানন্দঘন, ঐশ্বর্য্যাদির বিস্মরণ সময়েও সর্ব্বপ্রকারে জ্ঞানময়, সমস্তদেহই অংশাদি স্বরূপ হইলেও সমস্তগুণে পূর্ণ, স্থল বিশেষে মোহাদি দৃষ্ট হইলেও সকল দোষ রহিত। **পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত মানিলে কৃষ্ণের অকলঙ্কত্বই প্রমাণিত হয়। অতএব তাঁহাকে কলঙ্কী বলা অপসিদ্ধান্ত মাত্র।**

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমদুচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবসিষ্যতে।।

অখিলগুণের সমাবেশ হেতু কৃষ্ণ পূর্ণতম স্বরূপ। তিনি সর্ব্বারাধ্য। সর্ব্বারাধ্যে দোষ কলঙ্কাদির অবকাশ নাই। আর যিনি কলঙ্কী তাঁহার সর্ব্বারাধ্যত্বও সিদ্ধ হয় না। **রসিকশেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ**। এখানে রসিকশেখরত্ব ও পরমকরুণত্ব কৃষ্ণেরই মহাগুণ।সেখানে পরমকরুণত্ব মহাগুণ গৌর স্বরূপে প্রকাশিত। ইহাতেও কৃষ্ণের কলঙ্কত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ পরমেশ্বর, রসিকশেখর, পরম করুণে দোষাদির প্রসঙ্গ থাকে না ও থাকিতেও পারে না।। নিজপূজা বন্ধ হইলে ইন্দ্র ক্রোধভরে কৃষ্ণের নিন্দা করিলেও তিনি কিন্তু নিন্দিত চরিত্র নহেন। যে বাক্যে ইন্দ্র নিন্দা করিয়াছেন সেই বাক্যেই সরস্বতী স্তুতি করিয়াছেন। এস্থলে ইন্দ্র পক্ষীয়গণই কৃষ্ণে দোশদর্শী মাত্র।

যাহাদের ভগবান শব্দের অর্থ জ্ঞান আছে তাহারা কৃষ্ণকে কলঙ্কী বলিতে পারেন না। ভগবান কাহাকে বলেন? উত্তর- যিনি সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্রযশ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্যের অধিপতি তিনিই ভগবান বাচ্য।

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য যশসঃ শ্রিয় এব চ।
জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা।
ভগো অস্যাস্তীতি ভগবান্।

বিচার্য্য- **সর্ব্বদোষ বিবর্জ্জিত বিচারেই কৃষ্ণ সমস্ত যশের অধীশ্বর। অতএব তাঁহাতে অপযশ অর্থাৎ কলঙ্কের অবকাশ থাকিতেই পারে না।**

জরাসন্ধ ও শিশুপাল কৃষ্ণকে নিন্দা করিলেও তাহা স্বকপোল কল্পিত বিষয়। বাস্তবে কৃষ্ণ সেই সকল দোষাদি মুক্ত। মণি সংক্রান্ত বিষয়ে সত্রাজিৎ কৃষ্ণের নামে ভ্রাতৃহত্যার কলঙ্ক আরোপ করিলেও কৃষ্ণ তাহা নিজেই প্রণামিত করিয়াছেন যে তিনি তাদৃশ কলঙ্ককর নীচকার্য্যকারী নহেন।

বলদেবও মণিসংক্রান্ত বিষয়ে কৃষ্ণের প্রতি সন্দিগ্ধ

হইলেও কৃষ্ণ অক্রুরের নিকট গচ্ছিত মণি দেখাইয়া সেই সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছেন। নিন্দিতই অনিন্দিতের নিন্দাপরায়ণ। কলঙ্কীই নিষ্কলঙ্কের কলঙ্ক দাতা।

কৃষ্ণের অসুরমারণ লীলাও দোষাবহ নহে। কারণ তিনি **হতারিগতিদায়ক** গুণবান্। তিনি হত্যা করিয়া অসুরগণকে শাপ পাপ ও তাপান্ত করেন। সেকার্য্য দ্বারা মুনিদের বাক্যকে সত্য ও সিদ্ধ করেন তথা হত্যা করিয়া মোক্ষ দান করেন। ইহা উৎকৃষ্ট গুণই। অহো তিনি কি অদ্ভূত গুণের নিধান তাঁহার মধুসূদন মুরারি কংসারি নাম কীর্ত্তনেই জীব মোক্ষ লাভ করে। মধুরের সকলই মধুর ন্যায়ে কৃষ্ণের সকল লীলাই মধুর মধুর মাত্র। যাঁর নামে হয় সর্ব্ব কলঙ্কভঞ্জন। তাঁহাকে কলঙ্কী বলে কোন মহাজন। যাঁর ভক্তিরসে হয় কলঙ্ক মার্জ্জন। তাঁহাকে কলঙ্কী বলে দুষ্ট দুরজন।

কংসের রঙ্গমঞ্চগত কৃষ্ণকে দেখিয়া মথুরাসুন্দরীগণ গোপীদের প্রশংসা মুখে বলেন।

গোপ্যস্তপঃ কিমাচরন্ যদমুস্য রূপং
লাবণ্যসারমসমর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য।।

অহো! গোপীগণ পূর্ব্বজন্মে কিরূপ তপস্বারই বা অনুষ্ঠান করিয়াছেন যাহার ফলে তাঁহারা যশ শ্রী ঐশ্বর্য্যের একান্তধাম এই কৃষ্ণের লাবণ্যসার, অসমোর্দ্ধ, অনন্যসিদ্ধ, নব নবায়মান, অন্যের দুর্ল্লভ অর্থাৎ অলভ্য রূপমাধুরী নেত্র দ্বারা পান করিয়াছেন। অতএব যিনি অনন্যসিদ্ধ যশাদির একান্ত ধাম সেই কৃষ্ণকে কলঙ্কী বলা অতীব মূর্খতা বৈ আর কিছুই নহে।

ভ্রমরগীতে শ্রীমতী রাধিকা অত্যন্ত মানভরে যে দোষোদ্গার করিয়াছেন তাহা বাস্তবে দোষ নহে। নিরুপাধিক প্রেমবতীতে প্রিয়নিন্দা থাকে না। নিন্দাছলে তিনি প্রিয়কে আনন্দিতই করেন। অপিচ সহৈতুকমানিনীতে অসূয়া রূপ সঞ্চারীভাব থাকে তজ্জন্য তিনি নিজপ্রাণপ্রিয়তমের প্রতি দোষোদ্গার করেন। তাহা ব্যাজস্তুতিবৎ কৃষ্ণের পরমানন্দ বর্দ্ধক। তাহা প্রকৃতপক্ষে প্রিয়ার কল্পিত নিন্দামাত্র। সেই রাধিকাই কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ সকাশে বলেন-

বিদগ্ধ মৃদু সদ্গুণ সুশীল স্নিগ্ধ করুণ
তুমি, **তোমার নাহি দোষাভাস।**
তবে যে তোমার মন নাহি স্মরে ব্রজজন
সে আমার দুর্দ্দৈব বিলাস।।

সিদ্ধান্ত-- মহাপাবন হরিতে অপগুণ অপবিত্রতাদি থাকে না, পরমেশ্বরে অপযশ অনাচার ব্যভিচারাদি থাকে না, পরমকারুণ্যঘন মহাবদান্যে কার্পণ্য কাঠিন্যাদি থাকে না, বরেণ্যপদে সামান্য বন্য জঘন্য বৃত্তি থাকে না, মায়াধীশ ভগবানে মায়িকগুণ কার্য্য স্বরূপ লাম্পট্য কাপট্যনাট্যাদি থাকে না। সর্ব্বজ্ঞে অজ্ঞতা অকৃতজ্ঞতা ও দুষ্প্রজ্ঞতা থাকে না, মহতে নিঃসত্বতা নিষ্প্রাণতা থাকে না, প্রেমিকে কামুকতা থাকে না, অপ্রাকৃতে প্রাকৃতভাবাদি থাকে না, অচিন্ত্যবৈকুণ্ঠবস্তুতে কুণ্ঠাধর্ম্মাদি থাকে না তথা নিরন্তমায় পরব্রহ্মে দোষাদি থাকে না।

নির্দোষো হি সমং ব্রহ্ম।

কৃষ্ণকে **ভেজাল** বলাও নিতান্ত অজ্ঞতার পরিচয় মাত্র। তিনি অখিলরসামৃত মূর্ত্তি, সকল রসের সমারাধ্যদেবতা। সকলরসের সমাশ্রয় হইয়াও পরমবিশুদ্ধ। **একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্** বিচারে কৃষ্ণ যুগপৎ সকলের মনোরথ পূর্ণ করিতে পরম সমর্থ। কৃষ্ণ এমনই একটি সত্ত্বা যাহাতে সর্ব্বসমাধান হয়। কৃষ্ণ বলেন- আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়। রাধাপ্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধধর্ম্মময়।। বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয় হইয়াও অচিন্ত্যশক্তিক্রমে তিনি পরম বিশুদ্ধসত্ত্ব। পরমতত্ত্বের অজত্ব, জন্মিত্ব, রতি, অরতি, ইহা(চেষ্টা) অনীহা, ব্যাপ্তি, সীমত্বাদি সকলই সুসঙ্গত পরমধর্ম্মময়।

ক্ষুদ্র পিঞ্জরে ব্যাঘ্র হরিণাদি একত্র বাস করিতে পারে না কিন্তু মহাবনে তাহারা স্বাধীন ভাবে বাস ও বিচরণ করে। তদ্রূপ ক্ষুদ্রসত্ত্বায় ধর্ম্ম ও অধর্ম্মাদি শোভা পায় না পরন্তু বৃহৎসত্ত্বা কৃষ্ণে তাহা সকলই সুশোভনীয়। কৃষ্ণ মায়াশক্তিমান হইয়াও মায়াতীত, মায়াধীশ। তিনি জীবের ন্যায় মায়াবশ নহেন। মায়াধীশ ময়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ। মায়া অবিদ্যাময়ী বলিয়া কৃষ্ণের অবিদ্যত্বও সিদ্ধ হয় না। পরব্রহ্ম বৈকুণ্ঠ স্বরূপ বলিয়া তাহাতে কুণ্ঠাধর্ম্ম নাই। কারণ তিনি সর্ব্বদা নিরস্তকুহক পরমসত্য বাস্তববস্তু। মায়াকার্য্য, মায়া হৈতে আমি ব্যতিরেক। চৈ-চঃ।

ভেজাল শব্দ নিন্দিতার্থে, মিশ্রার্থে ব্যবহৃত হয়। ভেজালে নির্ম্মলতার অভাব কিন্তু কৃষ্ণ সর্ব্বভাবেই অমল বিমল নিমর্ম্মলাত্মা। যেরূপ আকাশ সর্ব্বব্যাপক হইয়াও নির্লিপ্ত, বায়ু সর্ব্বত্রগামী হইয়াও নিঃসঙ্গ, তদ্রূপ কৃষ্ণ ধর্ম্মাধর্ম্মাদির সমাশ্রয় হইয়াওপরম নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের অধিকারী। ধর্ম্মের ন্যায় অধর্ম্মও তাঁহার সেবক। কিন্তু অধর্ম্মের সেবা লইয়াও তিনি পরম ধার্ম্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাতে অধর্ম্মাচার নাই। অধর্ম্মাচারাদিই কলঙ্ককর। যাঁহাতে অধর্ম্মাচার নাই তাঁহাতে কলঙ্কারোপ নিতান্ত অন্যায় ব্যাপার।পক্ষে যাহা অন্যের পক্ষে কলঙ্ককর তাহাই কৃষ্ণের পক্ষে অলঙ্কার স্বরূপ। তিনি

কলঙ্ককেও অলঙ্কারের রূপ দিতে পারেন। জীবাদির পক্ষে পারকীয় বিলাস, চৌর্য্যাদি পাপময়, নিন্দিত, দুর্গতিপ্রদ, অযশষ্কর কিন্তু কৃষ্ণপক্ষে তাহা পরমরসাবহ, পরমধর্ম্মময়। অতএব তিনি নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের মহাপ্রতিষ্ঠান স্বরূপ।

কৃষ্ণ বলেন- আমাকে নিমিত্ত করিলে পাপও ধর্ম্মে পরিণত হয় আর আমাকে অবজ্ঞা, অনাদর, উপেক্ষা করিলে সাক্ষাৎ ধর্ম্মও পাপে পরিণত হয়।

মন্নিমিত্তং কৃতং পাপং ধর্ম্মায় এব কল্প্যতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ।।
অরির্মিত্রংবিষং পথ্যং মৃতিরপ্যমৃতায়তে।
প্রসন্নে পুণ্ডরীকাক্ষে বিপরীতে বিপর্য্যয়ম্।।

পদ্মলোচন হরি প্রসন্ন হইলে শত্রু মিত্র , বিষ পথ্য, মৃত্যু অমৃতে পরিণত হয় আর তিনি অপ্রসন্ন হইলে তাঁহার বিপরীত হয় অর্থাৎ মিত্র শত্রু হয়, পথ্য বিষ হয়, অমৃত মৃতে পরিণত হয়।

অতএব যাঁহার নিমিত্তে পাপও ধর্ম্মে পরিণত হয় এবং যাঁহাকে অনাদর অবজ্ঞা করিলে সাক্ষাৎ ধর্ম্মও পাপে পরিণত হয় সেই ভগবানে কলঙ্কের আরোপ সর্ব্বথায় অনুচিত ব্যাপার।

নিরুপাধিক কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞানের অভাব হইতেই এইরূপ মন্তব্য উদিত হয়। গৌরের মহত্ব গান করিতে যাইয়া কৃষ্ণের নিন্দা সমালোচনা অসাধুতা অসভ্যতা বিশেষ। পক্ষে নিরপেক্ষভাবে পরস্পরের বৈশিষ্ট গানই সাধুতা সভ্যতা। সেই বৈশিষ্ট গানও পরম ধর্ম্মজ্ঞের মুখেই শোভা পায় কিন্তু অন্যত্র নহে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ গৌরতত্ত্বের পরিস্ফূর্ত্তির জন্য বিশদভাবে কৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। যথা- চৈতন্যপ্রভুর মহিমা কহিবার তরে। কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিস্তারে।। ইহাতে সিদ্ধান্ত হয় কৃষ্ণের মহিমাই গৌরের মহিমা। সুতারংকৃষ্ণ সকলঙ্ক আর গৌর অকলঙ্ক এইরূপ বিচার অপসিদ্ধান্ত মাত্র।

----ঃঃঃঃঃ---

শ্রী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কিশোর সভা(প্রশ্নোত্তর কৌমুদী)

জিজ্ঞাসু-- প্রাজ্ঞ্যবর! আজ আমরা অবতার তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি।শুনছি ভারতবর্ষে অনেক অবতার অনেক মত পথ প্রকাশ করেছেন। প্রকৃত অবতার কে? অবতারই বা কাহাকে বলে? লক্ষণ সহ জানালে উপকৃত হই।

শাস্ত্রজ্ঞ.--বৎসগণ! ভালই প্রশ্ন করেছ কিন্তু সঠিক উত্তর শুনলে সমাজের অনেকে নারাজ হবে।তথাপি সত্য কথাই বক্তব্য।সত্যমেব জয়তে সত্যের জয় সর্ব্বোপরি। সত্যে আছে শান্তি ও নিত্যগতি।দেখ সব যুগেই সত্যের সমাদর। কোথাও অসত্যের সমাদর নাই ।তথাপি কলিযুগে অসতের সংখ্যা বেশী।তারা সংখ্যা লঘু সাধুদের উপর প্রভুত্ব করতে চায়।সত্যকে জগৎ থেকে উঠায়ে দিতে যায়।আর জোর যার মুল্লুক তার ন্যায়ে মিথ্যাকেই প্রমাণিত করতে চায়।সত্যের নামে অপলাপ লাগায়।সত্য আর স্বতঃসিদ্ধ শাস্ত্রকে পদদলিত করে তাহাদের মিথ্যা ব্যবসাকে বিশ্বব্যাপী করতে চায়। তারা মনগড়া মত পথকেই সত্য বলে অজ্ঞ সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে ।তাদের প্রতাপে ও চাপে শাস্ত্রমূর্খ জীব সেই সেই মত পথকেই বরণ করে।তারাও ভাবে -নিছক সত্য পথে আমরা চলতে পারবো না, নিঃস্বের সোনার গহনা ভাগ্যে জুটে না, সস্তায় যা পাওয়া যায় তাই ভাল,সোনা না হলেও সোনার মত চক্‌চক করছে। নাই মামার থেকে কাণা মামাই ভাল। তারা আরও ভাবে সত্য পথে অনেক মানামানি আছে ,কুটীনাটীর অন্ত নাই। খাদ্যাখাদ্যের বিচার শুনলে মাথা ঘুরে যায়।ছাড়াছাড়ি আর বাছাবাছির কথা । কখনও কখনও নবপন্থীগণ মহাজন ও শাস্ত্রের দোহায় দিয়ে নিজ নিজ কল্পিত বাদ সমাজে প্রচার করে। তাহাতে প্রবল শ্যামাঘাসের মধ্যে ধানের প্রাধান্য একেবারই থাকে না তথাপি

ধানই মানবের খাদ্য, ঘাস নহে।এবার অবতার সংজ্ঞা বলি শুন। **অপ্রপঞ্চাৎ প্রপঞ্চেঅবতরণাৎ খল্ববতারঃ** অপ্রপঞ্চ অর্থাৎ চিন্ময় জগৎ থেকে এই জড় জগতে অবতরণ হেতুই ঈশ্বরের অবতার সংজ্ঞা হয়। সম্ভবামি যুগে যুগে বাক্যে ভগবানের অবতার বাদ প্রসিদ্ধ। কাল প্রভাবে ধর্ম্মাচার নষ্ট হইলে এবং অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইলে ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থে ভগবান এই মর্ত্ত্যধামে অবতরণ করেন, নেমে আসেন তখন তাঁর অবতার সংজ্ঞা হয়। সেই সত্য ধর্ম্ম সংস্থাপন কার্যে ভগবানকে আরো দুটি কার্য করতে হয় তাহা হইল ধর্ম্মপ্রাণ সাধুদের সংরক্ষণ ও ধর্ম্মবিনাশী অধর্ম্মবিলাসী দুষ্টদের বিনাশ। কারণ সাধু না থাকলে কে সেই ধর্ম্মকে ধারণ পোষণ প্রচারাচার বিচার করবে? আর দুষ্কৃতিদের বিনাশ না করলে সাধু সমাজ ধর্মাচার রক্ষা পাবে কি প্রকারে? যেমন চাষী ভাই ধান ক্ষেত থেকে আগাছাদি নিড়ায়ে দিয়ে তথায় শুদ্ধ জলাদির সেচ ও কীট নাশক পাউডার তৈলাদি ব্যবহার করতঃ ধানের স্বাস্থ্য রক্ষা করে। একাজ চাষীই ভাল জানে তেমনি ধর্ম্ম ও ধর্ম্মপ্রাণদের রক্ষণ ও দুষ্টের দমন ভগবান ছাড়া বদ্ধ জীব পারে না। তাই ভগবানকে মাঝে মাঝে সময় বিশেষে নেমে আসতে হয়।ইহাই অবতার কৃত্য সন্দেশ।

জিজ্ঞাসু-- কেহ বলেন রামকৃষ্ণ যুগাবতার ইহা কি সত্য ঘটনা?ই

শাস্ত্রজ্ঞ--শুন, যারা ভগবান ও অবতারই বা কাহাকে বলে ইহা তত্ততঃ জানে না তাদের কথা কে শুনবে? জানবে পাগলে কিনা বলে আর ছাগলে কি না খায়। বিচার কর- রামকৃষ্ণজী ঘোর শাক্ত। তাহার নাম ছিল গদাধর।তাহার তত্ত্বমূর্খ শিষ্যগণ তাহাকে রামকৃষ্ণ নামে পরমহংস ও অবতার সাজাইয়াছে যাহা এখন টিভিতে দেখতে পাচ্ছ। বস্তুতঃ তাহাতে পরমহংস শব্দ মিথ্যা আরোপ করা হইয়াছে।যেমন আজকাল মূর্খগণ যার তার জন্ম তিথিতে জয়ন্তী শব্দ ব্যবহার করে।

জিজ্ঞাসু--পরমহংস কাহাকে বলে?

শাস্ত্রজ্ঞ--সন্ন্যাসীদের মধ্যে যিনি প্রাপ্ত স্বরূপ অতএব নিষ্ক্রিয় সেই ভাগবতকেই পরমহংস বলে।বিচার কর কালীর দাসত্বতো জীবের স্বরূপ নহে। জীব কৃষ্ণেরই অংশ তাঁরই দাস। সে কখনই অন্যের দাস হতে পারে না। **দাসভূতা হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন।**নিত্যকৃষ্ণদাস জীবের পক্ষে অন্যের দাসত্ব করাটা বিরূপের কাজ। সুতরাং যিনি কৃষ্ণের আরাধনা না করিয়া তমোগুণের বশে তামসিক কালীদেবীর আরাধনা করেন তাহাতে তাহার পরমহংসত্ব কি প্রকারে সিদ্ধ হইল? নপুংসককে নারী সাজালেই কি নারী হয়? আর গাধাকে ঘোড়া বলে স্লোগান তুললেই কি ঘোড়া হয়? কখনই না। মূর্খ তাহা মানতে পারে কিন্তু বিজ্ঞ তাহা পারে না।

জিজ্ঞাসু--কেহ বলেন দশচক্রে ভগবান ভূত হয় এটি কেমন কথা?

শাস্ত্রজ্ঞ -- এটি ভূতের প্রলাপ মাত্র। দশচক্রে কেন লক্ষচক্রেও ভগবান ভূত হন না।যেমন লক্ষ কোটি পেচার মিথ্যা স্লোগানে সূর্যের অস্তিত্ব কখনই নষ্ট হয় না। যেমন কোটি কোটি অন্ধের ভাবনায় সূর্য অন্ধকার হয় না। আসল কথায় আসি।অবতারে বিশেষ লক্ষণ থাকে যাহা সাধারণ কেন মহামানবেও তাহা থাকে না।

জিজ্ঞাস-- বিশেষ লক্ষণ কি?

শাস্ত্রজ্ঞ--অবতারের দেহে মহাপুরুষের লক্ষণ থাকে তাই বলে তিনি কেবল মহাপুরুষ নহেন।মহাপুরুষ লক্ষণ ৩২টি। কখনও কখনও সাধারণ জীবে তার দুই একটি থাকতে পারে। বিচার কর,গদাধরজীতে কি মহাপুরুষ লক্ষণ আছে ? আর ঈশ্বর লক্ষণই বা কি আছে? অবতার সত্য ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন,সাধুরক্ষা ওধর্ম্মদ্বেষী দুষ্টদের নাশ করেন । রামকৃষ্ণজী ইহাদের কোনটি করিযাছেন? বিচার করতঃ দেখা গিয়াছে তাহার লাক্ষণিক মহাপুরুষত্ব নাই।এতদ্ব্যতীত আর একপ্রকারের মহাপুরুষ আছেন যারা গুণে মহাপুরুষ। গৌণমহাপুরুষত্বই বা তাহাতে কোথায়? তিনি যখন তামসিক দেবতার উপাসনায় বিরূপে প্রতিষ্ঠিত তখন তাহাতে মহাপুরুষত্ব কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে?চতুষ্পদ শৃঙ্গধারী হলেই কি তার গোত্ব সিদ্ধ হয়? তাহা কখনই হয় না।আর মহাপুরুষের লক্ষণ থাকিলেও ঈশ্বর হয় না।কেবল সিদ্ধি দর্শনে যোগীকে ঈশ্বর বলাও মূর্খতা বিশেষ।সিদ্ধিগুণে যোগী ঈশ্বর হতে পারে না।যদি হইত তাহা হইলে শুকদেব সৌভরি মুণিকে ভগবান বলিতেন। হনুমান, অগস্ত্য ও পুলস্ত্য ঋষিও বড় ভগবান হইতেন।কখনও মহাপ্রভাবশালী মুনিকেও যে ভগবান কলা হইয়াছেন তাহা উপচার বিচারে জ্ঞাতব্য।বস্তুতঃ তিনি ভগবান নহেন বা তিনি নিজেকে ভগবান বলে জাহির করেন নাই।ভাগবতে নারদকে ভগবান বলেছেন তাহা কিন্তু উপচার বিচারেই জানতে হবে। কখনও কখনও পূজ্য বিচারে ভগবান প্রভু প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে।

জিজ্ঞাসু--উপচার কাহাকে বলে?

ঐশ্বর্য্যাদির কোন একটি লক্ষণ দেখে তাহাকে ভগবান বলা হয় লোকাচারে বাস্তবে নহে।যেমন স্নেহাষ্পদ পুত্রকে পিতা তাত বলে সম্বোধন করেন বাস্তবে পুত্র তার পিতা নহে। তদ্রূপ কখনও কখনও শাস্ত্রে গৌরবার্থে কশ্যপ নারদাদি মহাজনকে ভগবান বলেছেন। তত্ত্বতঃ তাহারা ভগবান নহেন।আর একটি জ্ঞাতব্য বিষয় তাহা এই,অবতরণহেতু অবতার সংজ্ঞা সত্য কিন্তু ১০ তালা থেকে নীচতলায় তথা উত্তরাঞ্চল থেকে দক্ষিণাঞ্চলে নেমে আসলেই তাহাকে অবতার বলা হয় না।সেখানে অপ্রপঞ্চের কথা আছে। অপ্রপঞ্চ অর্থাৎ চিদ্বৈকুণ্ঠধামে শাক্ত শৈবাদি নাই।সেখানে কেবল বিষ্ণু বৈষ্ণবগণ থাকেন।কিন্তু বামকৃষ্ণজী শাক্ত, তার ধাম তো দেবীধাম। তিনিতো বৈকুণ্ঠ থেকে আসেন নাই।আর যারা বৈকুণ্ঠ থেকে আসেন তারা বৈষ্ণব, শাক্ত নহেন। অতএব শাক্তপ্রবর রামকৃষ্ণজীকে অবতার সাজান নিতান্ত মূর্খতা মাত্র।তিনি সমন্বয়বাদী,তার কথামৃতে বৈষ্ণবের প্রতি কটাক্ষ প্রকাশিত হয়েছে।শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিতের অনেক দৃষ্টান্ত দিলেও তিনি মহাপ্রভুকে ঈশ্বর বলে প্রকৃত মানতেন না। বৈষ্ণবীয় নৈষ্ঠিকতাকে তিনি গোড়ামি বলেছেন।যথার্থ সত্যভাষণকে যদি নিন্দা বলে ,তত্ত্বকথায় যদি গাত্র জ্বলে,নৈষ্ঠিকতার অপবাদ দেয় তাহলে তাহাতে ভগবত্তার কি আছে বা প্রকৃত ধার্ম্মিকতারই বা স্থান কোথায়? শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ কেবল ভগবদাজ্ঞায় সাক্ষাৎ শিব হইয়াও জগতে মায়াবাদরূপ অসৎশাস্ত্র প্রচার করেন। তাহারও প্রমাণ আছে পদ্মপুরাণে পক্ষে রামকৃষ্ণজীর অবতারের কোন প্রমাণ নাই।

জিজ্ঞাসু--প্রমাণ না থাকলে কি অবতার হয় না?

শাস্ত্রজ্ঞ--প্রমাণ ছাড়া প্রকৃত তত্ত্ব অনুধাবন হতেই পারে না। কাহারও মনোগড়া সিদ্ধান্ত কখনই প্রামাণিক বলে স্বীকৃত হতে পারে না।

জিজ্ঞাসু--লোকনাথ বাবাকেও অনেকে ভগবান বলছেন।

শাস্ত্রজ্ঞ-- লোকনাথ বাবা একজন শৈবযোগী তাহাতে যোগসিদ্ধি ছিল। সেই সিদ্ধি দর্শনে অজ্ঞ জীব তাহাকে ভগবান বলে। প্রকৃতপক্ষে তিনি একটি বিরূপস্থ বদ্ধজীব মাত্র। তাছাড়া যোগীগণ প্রায়ই অহংগুরূপাসক হয়। সিদ্ধি বলে তারা নিজদিগকে ঈশ্বর বলেন। যেমন ব্রহ্মার বরে বরীয়ান হিরণ্যকশিপু নিজকে ঈশ্বর বলে দাবী করতেন। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছেন, অনিমাদি সিদ্ধি গুণে সিদ্ধগণ অলৌকিক কিছু করিতে পারেন।বাক্যসিদ্ধি থাকায় তাহারা যাহা বলেন তাহাই সিদ্ধ হয়।এমনকি তাহারা সর্ব্বজ্ঞাদি গুণে ঈশ্বরবৎ মান্য ও পূজ্য হন। তাই বলিয়া তাহারা ঈশ্বর তত্ত্ব নহেন।তদ্রূপ লোকনাথ বাবার বাক্যসিদ্ধি ছিল তাই তিনি মূর্খের কাছে ভগবান। প্রকৃতপক্ষে লোকনাথ নামটি ভগবানেরই। ভগবানকে স্মরণ করিলে বিপদাদি নষ্ট হয়। হরিস্মৃতিঃ সর্ব্ববিপদবিমোক্ষণম্ ভাগবতে বলেছেন।লোকে বলে **ঝড়ে আম পড়ে আর ফকিরের কেরামতি বাড়ে।কাজ হয় ভগবানের নামে আর নাম হয় লোকনাথ বাবার।** মূর্খ এ তত্ত্ব জানে না ।

জিজ্ঞাসু-- বঙ্গদেশে অনুকূল ঠাকুরকে কৃষ্ণের অবতার বলেন ইহার প্রকৃত তথ্য কি?

শাত্রজ্ঞ --ইহাও মূর্খদের আরোপবাদ মাত্র।বস্তুতঃ অনুকূল চন্দ্র দ্বিজবন্ধু। তাহাতেও কিছু সিদ্ধি ছিল তাই তত্ত্বমূর্খগণ তাহাকে ভগবান বলেন। তিনি

রাধাকৃষ্ণেরই ভজন করিতে বলিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে তাহার শিষ্যভক্তগণ তাহাকে কৃষ্ণের অবতার বলিয়া প্রচার করেন এবং তিনিও তাহা অনুমোদন করেন। অনুকূল তো দূরের কথা ব্রহ্মবাদীগণ জনে জনে নিজকে ব্রহ্ম বলিয়া প্রচার করেন। বর্ত্তমানে অনুকূল ভক্তগণ বৈষ্ণবে কটাক্ষকারী হইয়াছেন।তাহারা কৃষ্ণ মরে গেছে এখন জীবন্ত কৃষ্ণ অনুকূল ইত্যাদি অশাস্ত্রীয় অবান্তর প্রলাপ করিয়া নরকগতি বিস্তার করিতেছেন।রাধাস্বামী কোন শাস্ত্রীয় মন্ত্র নয় , ইহা অনুকূলের মনগড়া মন্ত্র। মানিলাম তিনি কৃষ্ণের একটি অবতার কিন্তু তাঁহার ভক্তদের মধ্যে বৈষ্ণবতা কোথায়? তাহারাতো বেদ বিরুদ্ধাচারী।কৃষ্ণতো জগতে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম সংস্থাপন করেছেন।অনুকূল চন্দ্র তাহার কি করেছেন বা তাঁহার ভক্তগণই বা কি করিতেছেন? অতএব জানিতে হইবে যারা যত উৎশৃঙ্খল তাহারা ততই বিপদগামী ও নরকগামী। যারা শাস্ত্র মানেন না তারা কোন সিদ্ধিগতি ও শান্তি পাইতে পারেন না। ***যঃ শাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্।***

জিজ্ঞাসু---কেহ বলেন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন,আমার আরও দুইটি অবতার হবে।সেই দুইটির মধ্যে একটি অনুকূলচন্দ্র অপরটি রামকৃষ্ণ।

শাস্ত্রজ্ঞ--হায়! ভগবান! অজ্ঞতার একটি সীমা থাকে কিন্তু দেখিতেছি ইহাদের মধ্যে তাহাও নাই। কালা ধান শুনতে কান শুনে আর রাতকানা উল্টা দেখে।শাস্ত্র পড়িয়াও ইহাদের অজ্ঞতা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেছে।ওদোর পিণ্ডী বুদোর ঘাড়ে লাগানই পণ্ডিতন্মন্যদের কাজ।বড় হাসি পাচ্ছে।শুন চৈতন্য ভাগবতে মহাপ্রভু সন্যাসের পূর্ব্বে সান্ত্বনা কল্পে তাঁহার মাতাকে এ বিষয়ে কি বলেছেন,

আরো দুই জন্ম এই সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে।।
মোর অর্চ্চামূর্ত্তি মাতা তুমি সে ধরণী।
জিহ্বা রূপা তুমি মাতা নামের জননী।।চৈঃ ভাঃ২৭।৪৭,৪৮

অর্থাৎ আমি সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে দুই জন্মে তোমারই পুত্র হইব। আমি অর্চ্চা হইলে তুমি ধরণীরূপে আমার মাতা হইবে তথা আমার নাম অবতারে তুমি জিহ্বারূপে আমার জননী থাকিবে।মহাপ্রভু তো নিজ মুখেই দুই অবতারের কথা স্পষ্ট করে মাতাকে জানায়েছেন।এখানে অনুকূল বা রামকৃষ্ণের কথা কোথায়? হায়! কলি দুরাত্মাদিগকে কত ভাবেই না নাচাচ্ছে আর মূর্খগণ তাতে সাই দিয়ে চলেছে। তাই তুলসীদাস বলেন সাচ্চা কহে তো মারে লাঠ্ঠা ঝুঠা জগত ভূলায়।

জিজ্ঞসু-- প্রভুজী !বড়ই উপকৃত হলাম, ভাল শিক্ষা পেলাম। আর একটি কথা জিজ্ঞাস্য দক্ষিণদেশে ঘরে ঘরে সাই বাবার পূজা। তারা তাহাকেই অবতার বলেন ও মানেন। ইহার কোন শাস্ত্র প্রমাণ আছে কি?

শাস্ত্রজ্ঞ--মনগড়া মতের প্রমাণ কোথায়? মনঃকলা কি গাছে ধরে? শশশৃঙ্গ নামে প্রবাদ আছে কিন্তু তার কোন প্রমাণ নাই কারণ শশকের শৃঙ্গ হয় না। খাতা কলমেই আকাশকুসুম কাজে কিছুই নাই, মিথ্যা ধারণা মাত্র।তদ্রূপ মায়া ও কলিগ্রস্থগণ যাকে তাকে যা তা বলে।তার কোন প্রমাণ নাই, থাকেও না।একটি ঘটনা বলি শুন,একদা সত্রাজিৎ রাজা মহাতেজস্বী মণিকণ্ঠে দ্বারকায় উপস্থিত হলেন। তাহাকে দেখতেই অজ্ঞ বালক কৃষ্ণপুত্রগণ একে একে ছুটে এসে কৃষ্ণকে জানাতে লাগল দেখ বাবা! সূর্য তোমাকে দেখতে এসেছে,চন্দ্র দেখতে আসছে, কেহ বলল অগ্নি আসছে। কৃষ্ণ পাশাখেলায় আছেন খেলতে খেলতে পথের দিকে দৃষ্টি ফিরাতেই সত্রাজিৎকে দেখতে পেলেন। তারপর একটু হাস্য করে বললেন, অজ্ঞগণ! উনি সূর্য বা চন্দ্র বা অগ্নিও নহেন, উনি মণিকণ্ঠী সত্রাজিৎ রাজা। বিচার কর! মণির তেজ দেখে অজ্ঞগণ তাকে সূর্য চন্দ্রাদি মনে করলেও বাস্তবে তিনি সূর্য চন্দ্রাদি নহেন, তিনি সত্রাজিৎ রাজা।তদ্রূপ সিদ্ধির তেজ দেখে তত্ত্বমূর্খগণ সাইকে ভগবান বলে।বাস্তবে সাই একটি বিখ্যাত যাদুকর,বলতে কি একটি বদ্ধজীব মাত্র আর কিছুই নহেন।

জিজ্ঞাসু--কোন এক পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করেন ভগবান আমাদিগকে সৃষ্ঠি করেছেন আর আমরাই তো ভগবানকে সৃষ্টি করি। বাস্তবে ভগবান কোথায়? মানুষই ভগবান আর ভগবানই মানুষ হয়।

শস্ত্রজ্ঞ--(উচ্চহাস্য করে)তাতো বটেই গণতন্ত্রযুগের পণ্ডিত মানুষদের এইরূপ উক্তি উচিতই। নির্ব্বুদ্ধিতার অতল তল থেকে এই সিদ্ধান্তের জন্ম হয়েছে। গণতান্ত্রিকগণ ভোটদিয়ে মন্ত্রী নির্ব্বাচন করেন। তারা সেই ধারণাই ভগবানে আরোপ করেন প্রকৃত পক্ষে ইহা অপসিদ্ধান্ত।ভগবান স্বতঃসিদ্ধ প্রভু।তিনি কাহারও কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন না। ভগবান দেবকী হতে আবির্ভূত হয়েছেন বলে দেবকী তাকে সৃষ্টি করেছেন এইরূপ ধারণা মিথ্যাপ্রসুত ব্যাপার। কাষ্ঠ হতে অগ্নি প্রকাশ হয় বলে কাষ্ঠকে অগ্নির পিতা বলা হয় না তদ্রূপ কৃষ্ণ বসুদেবের বীর্য্যজাত সন্তান নহেন। তিনি কাষ্ঠ থেকে অগ্নি প্রকাশের ন্যায় দেবকী হতে আবির্ভূত হয়েছেন মাত্র। জানিবে তিনি দেবকীর যোনি জাত কেহ নহেন। বাৎসল্য রস পুষ্টির জন্য ভগবান বসুদেব দেবকীকে পিতামাতারূপে স্বীকার করতঃ লীলা করেন।তত্ত্বতঃ কৃষ্ণ অজ।অজ হয়েও তিনি বহুরূপে জগতে অবতীর্ণ হন।অজ্ঞ এরহস্য না জেনে তাঁকে সৃষ্ট মানুষ মাত্র জ্ঞান করে। শাস্ত্র মতে ভগবান ও জীব উভয়ে নিত্য,অসৃজ্য।নিত্য সত্য বস্তুতে সৃজ্য শব্দের প্রয়োগ মূর্খগণই করে থাকে।সূক্ষ্মজীবাত্মার পাঞ্চভৌতিক দেহযোগে স্থুল প্রকাশ শাস্ত্রে সৃষ্টি নামে অভিহিত হয়।সেই প্রকাশ ব্যাপারে নিয়ন্তৃ সুত্রে থাকেন ভগবান এবং নিমিত্তরূপে থাকেন পিতামাতা।সমুদ্রজলে তরঙ্গোদয় ও প্রলয়বৎ জগতে জীব জাতির পুনঃপুনঃ উদয় প্রলয় হয় মাত্র ।কলিযুগের পাষণ্ডমণ্ডিত, যমদণ্ডিত,অধর্ম্মখণ্ডিত পণ্ডিতন্মন্যগণ আরোও কত প্রকার অপবাদের জনক হবে।

জিজ্ঞাসু--প্রভো! কিছুদিন পূর্বে গৌরকথা নামে একখানি গ্রন্থ পড়েছিলাম।তাহাতে শ্রীজগদ্বন্ধুকে হরিপুরুষ ও মহাপ্রভুর মহাভাবের অবতার বলা হয়েছে।

শাস্ত্রজ্ঞ--চিত্রকার হলে আর হাতে রং তুলি থাকলে অনেক চিত্রই আঁকা

যায়।হাতে কলম থাকলে অজকে অজা,ধ্বজকে ধ্বজা ,কালকে কালী করা যায়। সাজাতে জানলে বানরকে শিব, কৃষ্ণকে কালী বা কালীকে কৃষ্ণ সাজান যায় কিন্তু তাহাতে বাস্তবতা থাকে কি? অনুকরণ যুগে কিনা হচেছ । কল্পনার সব কিছুই বাস্তবতা বর্জ্জিত।জগদ্বন্ধু ভাবুক বটে কিন্তু তিনি মহাভাবের অবতার ইহা ব্রহ্মচারীজীর অত্যুক্তি মাত্র।অত্যুক্তি প্রকৃত সভ্যসমাজে অনাদৃত।গুরুকে মৎস্বরূপ জানিবে ইহাই কৃষ্ণের উপদেশ,সেখানে গুরুকে স্বতন্ত্র কৃষ্ণ সাজান তথা তাঁর নামে হা কীট পতন মন্ত্র রচনা এসকল যাদুকৃত্য মাত্র।তিলকে তাল করা, কাককে কোকিল করা আর নরকে নারায়ণ করা কোন পাণ্ডিত্যের লক্ষণ নহে।কোন ব্যক্তি তার অতি প্রিয় সুন্দরী স্ত্রীকে রাধা রানী বললে কি তাহা সিদ্ধ হবে না লোকা তাহা মানবে? ব্যবসায়ী লোক বড়গাছে লাউ বান্ধে যাহাতে লোকের দৃষ্টিগোচর হয় এবং বিক্রয় হয় তদ্রূপ ভাবের অবতার বা ভাবুক বললে সর্ব্বসাধারণে গণ্য হবে আর মহাপ্রভুর মহাভাবের অবতার বললে অনন্যসাধারণ হবে তাতে গুরু শিষ্যের মর্য্যাদাও অনন্যসাধারণ হবে এই বুদ্ধিতেই ঐরূপ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। স্বতঃসিদ্ধ হরিনাম বাদ দিয়ে স্বকপোল কল্পিত **হা কীট পতন** গাইলে কি যম দ্বারে রক্ষা পাবে? বস্তুতঃ ইহা অধর্ম্মের অন্যতম শাখা পরধর্ম্ম মাত্র।ইতর কথিত ধর্ম্মই পরধর্ম্ম ।পরধর্ম্মোঽন্য চোদিতঃ।বিশেষতঃ ভাবুকতা দেখে যদি তাকে মহাভাবের অবতার বলা হয় তাহলে ২৪ প্রহর মহাপ্রভুর কীর্ত্তনে বিচিত্র ভাব বিলাসী বক্রেশ্বর পণ্ডিত কিসের অবতার হবেন? ব্রহ্মচারীজী মহাপ্রভুর সহিত প্রতিযোগিতায় জগদ্বন্ধুকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন মাত্র কিন্তু তাহা হস্তির সঙ্গে মণ্ডুকের প্রতিযোগিতা তুল্য।মহাপ্রভু স্বতঃসিদ্ধ শাস্ত্র প্রমাণিত,মহানুভাব অনুমোদিত স্বয়ং ভগবান আর জগদ্বন্ধু ব্রহ্মচারীজীর কল্পিত সাজান ভগবান এবং অশাস্ত্রীয়। নকুল ব্রহ্মচারীদেহে মহাপ্রভুর আবেশ হইলেও কেহই তাহাকে মহাপ্রভুর অবতার বলেন নাই। মহাপ্রভুর পার্ষদদের অনেকেরই অলৌকিক চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়।ভাবুকতায়ও তাঁহারা কোন অংশে ছোট ছিলেন না। তথাপি তাঁহাদের নামে কেই অবতারবাদ রটনা করেন নাই।রসিকমুরারি মৃতকে জীবিত করে তাকে শিষ্য করেছিলেন,মাধবেন্দ্র পুরী বড় প্রেমিকরাজ, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির ভাবের কথা কি বললো তথাপি তাঁহাদিগকে কেহই অবতার বলেন না।সেখানে কি ভাব দেখে তাকে মহাভাবের অবতার বলা হলো? যাহা বেদব্যাসের কলমে নাই তাহা আসলো কোথা থেকে? তাহা গ্যাসদেবের কলমে কতটুকুই বা প্রমাণিত হবে? কাহারাই বা তাহা স্বীকার করবেন? তবে বাজারে পঁচা বেগুনেরও ক্রেতা থাকে। গুরু সিদ্ধ **হরিনামে** আর শিষ্য সিদ্ধ **হা কীট পতনে।** এখানে পরম্পরা কোথায় আর শিষ্যত্বই বা কোথায়? প্রেস থাকলে ইচ্ছামত টাকা ছাপালেই সে টাকা সরকারী খাতে চলে না,চলে গোপনে অজ্ঞদের মধ্যে। জানবে এসব জালনোটের মত বিপদজনক মত পথ। এবিষয়ে সাবধান থাকবে।নব পথে উৎপাত আসিয়া জীবে নাশে।শত সহস্র শিক্ষিতের সমর্থনেও বক কখনই হংসে মান্য হতে পারে না,লম্পট প্রেমিকে গণ্য হয় না তথা ভাবুকও ভগবানে স্বীকৃত হয় না।

জিজ্ঞাসু---প্রভুজী কলিযুগের অবতার সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করুন।

শাস্ত্রজ্ঞ--- চারি যুগেই ভগবান যুগাবতার করেন।চারিযুগে চারিটি বিধানে পূজিত হন।পুরাণ তন্ত্রাদি হতে বিশেষতঃ সর্ব্ব প্রমাণশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবত থেকে তাহা জানা যায়।যথা-**কৃতে শ্রুত্যুক্তমার্গঃস্যাত্রেতায়াং স্মৃতি ভাবিতঃ।দ্বাপরে পূরাণোক্তঃ কলাবাগম সম্ভবঃ**।।অর্থাৎ সত্যযুগে শ্রুতি প্রধান মার্গ,ত্রেতায় স্মৃতি,দ্বাপরে পুরাণ এবং কলিতে নানা তন্ত্রবিধানে ভগবান পূজিত হন। ভাগবতে নব যোগীন্দ্র সংবাদে বলেন, **নানা তন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথা শৃনু।** হে রাজন্!শুনুন কলি যুগে ভগবান নানাতন্ত্র বিধানে পূজিত হন।

ভাগবতে বলেন কলির প্রারম্ভে অসুর মোহনের জন্য ভগবান গয়াপ্রদেশে অঞ্জনা পূত্ররূপে বুদ্ধনামে আবির্ভূত হবেন।**অথ কলৌ সম্প্রবিত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্।বুদ্ধনাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি।**।আর কলি শেষে যুগসন্ধিকালে রাজগণ দস্যুপ্রায় হলে উড়িষ্যা প্রদেশে সম্ভল গ্রামে দ্বিজোত্তম বিষ্ণুযশা হতে ভগবান জগৎপতি **কল্কি** নামে আবির্ভূত হবেন।

অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়াং দস্যুপ্রায়েষু রাজসু।জনিতা বিষ্ণুযশসো নাম্না কল্কির্জগৎপতিঃ।।অপিচ যুগাবতার প্রসঙ্গে নিমি নবযোগীন্দ্র সংবাদে আছে কলিযুগাবতার কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণ কীর্ত্তন কারী, কান্তিতে অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, অঙ্গ উপাঙ্গ অস্ত্র পার্ষদসহ সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞে সুমেধাগণ কর্ত্তৃক পূজিত হন।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।

এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণের নামকরণ প্রসঙ্গে জ্যোতিষপ্রাজ্ঞ্য গর্গাচার্য্য বলেছেন.

হ্যাসন্বর্ণাস্ত্রয়োঽস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।শুক্লো রক্তস্তথাপীতো হীদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।।হে নন্দ!তোমার এই পুত্র প্রতিযুগেই অবতার তনু ধারণ করেন। ইনি সত্যে শুক্ল,ত্রেতায় রক্ত, কলিতে পীত বর্ণ ধারণ করেন ।অধুনা দ্বাপরে কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন।

অতএব উপরি উক্ত শ্লোকে কলিযুগাবতার পীতবর্ণ বলে নির্ণীত হয়েছেন। তিনি অন্তরে কৃষ্ণ বাহ্যে গৌর। তিনি স্বয়ং কৃষ্ণই,যুগাবতার তাহাতে বিদ্যমান। তথাপি রাধা ভাবকান্তি সুবলিত বলে পীতবর্ণ এবং ভক্তভাবময়।তজ্জন্য প্রহ্লাদ তাকে ছন্নাবতার বলেন।ছন্নোঃকলৌ যদভবস্ত্রি যুগো অথ স ত্বম্।।

তাৎপর্য্য এই তিন যুগে তিনি সাক্ষাৎভাবে অবতার করেন।কলিতে তিনি ছন্নভাবে ভক্তভাবে লীলা করেন বলে তাঁহার নাম ত্রিযুগ।।মহাভারতেও সহস্রনামে তাঁহার পরিচয় আছে যথা-

সুবর্ণবর্ণোহেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃশান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ।।

তিনি সুবর্ণকান্তি মহাপুরুষ লক্ষণান্বিত বলে বরাঙ্গ,চন্দনের অঙ্গদ বালাধারী,সন্ন্যাসী, শম, নিষ্ঠা শান্তি পরায়ণ।।

এতদ্ব্যতীত অনেক তন্ত্র পুরাণে গৌরাবতারের বহু প্রমাণ আছে।উর্দ্ধাম্নায়তন্ত্র হতে গৌর মন্ত্র উদ্ধৃত হয়েছে। অনন্ত সংহিতায় তাঁহার তত্ত্ব মহত্ত্ব চরিত্র বর্ণিত আছে।ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের চৈতন্যভাগবতে এবং শ্রীনিত্যানন্দ কৃপাভাজন শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত চৈতন্যচরিতামৃত তথা শ্রেষ্ঠ অনুভবী ভক্তরাজ গৌরকৃপাভাজন মুরারিগুপ্তের কড়চা,গৌরকৃপাপুষ্ট কবি কর্ণপুর কৃত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ও কৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্য, গৌরাভিন্নবিগ্রহ স্বরূপদামোদরের কড়চা. শ্রীলোচনদাস কৃত চৈতন্যমঙ্গলাদি বহু গ্রন্থে চৈতন্য অবতারের তত্ত্ব মহত্ত্ব গুরুত্ব প্রভুত্ব ও অনন্যসিদ্ধ অচিন্ত্যপ্রভাব প্রতিপত্তি বিশদ ভাবে বর্ণিত আছে।সর্ব্বোপরি গৌর পার্ষদপ্রধান শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীকৃত চৈতন্যচন্দ্রামৃতে গৌরাবতার মহিমা প্রচুর কীর্ত্তিত হয়েছে। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকারগণ সকলেই মহাপ্রভুর পার্ষদ। তাহারা ভ্রম প্রমাদাদি দোষমুক্ত প্রামাণিক মহাজন। তাঁহাদের রচনাতে অতিস্তুতি নাই।তাঁহাদের রচনাতে শাস্ত্রসঙ্গতি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।তাঁহারাপ্রোজ্ঝিতকৈতব ভাগবতজীবন।চৈতন্যপ্রভুর কৃপাসর্ব্বস্বের মূর্ত্তি,ভূতলে তাঁহার মনোভিষ্ট সংস্থাপকপ্রবর শ্রীরূপ গোস্বামির রচনাতে তাঁহার যথার্থ স্বরূপ বিলাস দেদীপ্যমান।বৃহস্পতির অবতার সার্ব্বভৌম তাঁহার সম্বন্ধে লিখেছেন-

বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগশিক্ষার্থমেকং পুরুষঃ পুরাণঃ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে।।

অর্থাৎ কলিযুগে ভক্তভাবে বৈরাগ্যবিদ্যা এবং নিজ ভক্তিযোগ শিক্ষা দানের জন্য অবতীর্ণ পুরাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামধারী কৃপার সমুদ্রে আমি প্রপত্তি করি।

জিজ্ঞাসু--- বুঝিলাম চৈতন্যদেব শাস্ত্রমতে ও মহাজন প্রমাণে কলিযুগাবতার।তাহলে বড় বড় পণ্ডিতগণ তাঁহার ভজন করেন না কেন?

শাস্ত্রজ্ঞ--- কেবল পাণ্ডিত্য দ্বারা ভগবানকে জানা যায় না, কৃপা চায়।কৃপা বিনা ব্রহ্মাদিক জানিবারে নারে ।।

পূর্বেই বলেছি কেবল সুমেধা গণই তাঁহাকে ভজন করেন। কুমেধাগণ তাঁহার ভজন বিমুখ।মোট কথা প্রচুর সুকৃতি না থাকলে,প্রকৃত সাধু সঙ্গ না হলে তথা নিরবদ্য ভজনজীবন না থাকলে আত্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব উপলব্ধির বিষয় হয় না।সুকৃতিহীন সাধুসঙ্গ বিমুখ প্রকৃত ভজনসাধনহীন পণ্ডিতন্মন্যগণ তর্কপথে আধ্যক্ষিক হয়ে অধোক্ষজ সেবায় উদাসীন হয়ে রত্ন ছেড়ে কাচ ধরে ,সুধাভানে বিষ পান করে,সত্যকে উপেক্ষা করতঃ মিথ্যাকে সমাদর করে আর স্বতঃসিদ্ধ মত পথ নাম মন্ত্র ভগবানকে ত্যাগ করে কল্পিত মত পথ নাম মন্ত্র ভগবানের পূজা ব্রতী হয়ে আত্মঘাতী শোচ্য অনার্য্য ও জঘন্য চরিত্রের পরিচয় দিয়ে শেষে জন্মান্তর চক্রে যমপুরীতে উপস্থিত হয়।ইহাই তাদের পরিণাম ও পুরস্কার তথা পরিস্থিতি।তাই লোচনদাস গান করেছেন-- অবতারসার গোরা অবতার কেন না ভজিলি তাঁরে। করি নীরে বাস গেল না পিয়াস আপন করম ফেরে।।

কন্টকের তরু সদায় সেবিলি অমৃত পাইবার আশে।প্রেম কল্পতরু শ্রীগৌরাঙ্গ আমার তাহারে ভাবিলি বিষে।।

সৌরভের আশে পলাশ শুখিলি নাসাতে পশিল কীট।ইক্ষুদণ্ড ভাবি কাঠ তুষিলি কেমনে পাইবি মিঠ।।

হার বলিয়া গলায় পরিলি শমনকিঙ্কর সাপ।শীতল বলিয়া আগুন পোহালি পাইলি বজর তাপ।।

সংসারে মজিলি গৌরাঙ্গ ভুলিলি না শুনিলি সাধুর কথা। ইহ পর কাল দুকাল খোয়ালি খাইলি আপন মাথা।।শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর গান করেছেন,

কলি ঘোর তিমিরে গরসল জগজন ধরম করম রহু দূর।
অসাধনে চিন্তামণি বিধি মিলায়ল আনি গোরা বড় দয়ার ঠাকুর।।
ভাইরে ভাই! গোরা গুণ কহন না যায়।।
কত শত আনন কত চতুরানন
বরণিয়া ওর নাহি পায়।।
চারিবেদ ষড় দরশন পড়ি
সেযদি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে।
বৃথা তার অধ্যয়ন লোচন বিহীন জন
দর্পণে অন্ধের কিবা কাজে।।
বেদ বিদ্যা দুই কিছুই না জানত
সে যদি গৌরাঙ্গ জানে সার।
নয়নানন্দ ভণে সেই তো সকলই জানে
সর্ব্ব সিদ্ধি করতলে তার।।

জিজ্ঞাসু --অনেকে বলেন ,গীতায় ভগবান বলেছেন, আমাতে যে যেভাবে প্রপত্তি করে আমি তাহাকে সেইভাবে ভজন করি।তাহলে শাক্তদের জন্য শাক্ত অবতার এবং শৈবদের জন্য শৈব অবতার সিদ্ধ হবে না কেন?

শাস্ত্রজ্ঞ- শাস্ত্রের ব্যাখ্যা নিজের মনোমত করলে সঠিক তত্ত্বের সান্নিধ্য লাভ হয় না। আদৌ শাক্ত শৈব ধর্ম্ম এক অজ্ঞানতম ধর্ম্ম।শৈব শাক্তগণ অধিকাংশই পাষণ্ড। সেই পাষণ্ড ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ভগবান অবতার করবেন কেন ? অপিচ অবিদ্যাময়ী মায়ার গুণ থেকে জাত শৈব শাক্তাদি মত সার্ব্বজনীন ধর্ম্মমতও নহে।যদি শৈব শাক্তদের জন্য ভগবানকে অবতার করতে হয় তাহলে অসুর নাস্তিকদের জন্যও অবতার করতে হয়।ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ভগবান অবতার করেন। তিনি অধর্ম্মময় আসুর নাস্থিক্যমত পোষণের জন্য অবতার করবেন কেন? বরং আসুরিক মত ও নাস্তিক্যবাদ খণ্ডনের জন্য তিনি অবতীর্ণ হন।মায়াবদ্ধজীব সততই অজ্ঞানতম ধর্ম্মে নিমগ্ন আছে,তাহাদিগকে পুনশ্চ সেই ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ভগবান আসলে তাঁর ভগবত্ত্বার গৌরব থাকে না।

এ প্রসঙ্গে তাঁকে অধর্ম্ম স্থাপনের জন্য আসতে হয় কিন্তু তাহাতো ভগবদবতারের উদ্দেশ্য নহে। শৈব শাক্তাদি পাষণ্ড্য ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন শান্তি ধর্ম্ম নহে।তাহা জীবের ঔপাধিক ধর্ম্ম।সনাতন ধর্ম্মই সর্ব্বজাতির সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম।সেই সনাতন ধর্ম্মের আভাস মাত্রেও শৈব শৈক্ত আসুর

নাস্তিক যবনাদি নারকীগণ নিত্যকল্যান ভাগী হয়ে থাকে।আজকাল দেখা যায় রাজ্যভেদে ভাষা ও ধর্ম্মভেদ। কিন্তু যখন রাজ্যভেদ ছিল না তখন সর্ব্বজাতীয় মানবের ছিল একটি ভাষা এবং একটি ধর্ম্ম। ভাষার নাম দেবনাগরী এবং ধর্ম্মের নাম সনাতন ধর্ম্ম।কাল প্রভাবে আত্ম সনাতন ধর্ম্মের বিস্মৃতি ক্রমে গুণধর্ম্মী মনোধর্ম্মী ও দেহধর্ম্মীগণ নিজ নিজ সত্ত্ব ও রুচি অনুসারে উপধর্ম্মাদিকেই স্বার্থপ্রদ বলে বরণ করেছে।তাদৃশ মনোধর্ম্মীদের অনুষ্ঠিত উপধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ভগবান কখনই অবতীর্ণ হন না। কখনও কি কলহ স্থাপনের জন্য শান্তি বাহিনী আসেন ? ডাক্তার কি রোগীকে আরও অসুস্থ করবার জন্য চিকিৎসা করেন না রোগ মুক্ত ও সুস্থ করবার জন্য? গুরু কি শিষ্যের অজ্ঞানতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা দেন না আত্মজ্ঞান মুক্তি ও দিব্যজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য? বন্ধু বিপদ মুক্তির সহায়ক না বিপদ প্রাপ্তির বিধায়ক? সূর্যোদয় অন্ধকার নাশ ও বস্তু প্রকাশের জন্য না অন্ধকার বৃদ্ধি ও বস্তুর অপ্রকাশের জন্য? ধর্ম্মানুষ্ঠান কি নরকগতির নিমিত্ত না অধর্ম্মজনিত অশান্তি ও নরকগতি নিবারণের নিমিত্ত? শাসনের উদ্দেশ্য কি প্রাণনাশ রূপ হিংসা না চিত্তশোধন রূপী দয়া? সাধন ভজনের উদ্দেশ্য অনর্থবৃদ্ধি ও অসাধ্য প্রাপ্তি না অনর্থমুক্তি ও সাধ্যপ্রাপ্তি? উপরি উক্ত বিষয় গুলি ভাল করে বিচার করতে পারলেই পরমকরুণাময় ভগবানের অবতারের উদ্দেশ্য জ্ঞান লভ্য হবে।যে কালে বেদের পুষ্পিত বাক্যে মুগ্ধ. কর্ম্মকাণ্ডে আবদ্ধ কর্ম্মীগণ বলির তাৎপর্য বুঝতে না পেরে যজ্ঞের দোহায় দিয়ে জিহ্বা ইন্দ্রিয় তর্পণ লালসায় পশুবধ রূপ হিংসাধর্ম্মে প্রবল হয় সেইকালেও ভগবান বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হয়ে সেই হিংসা ধর্ম্ম থেকে নিবৃত্তির জন্য বেদের পরমধর্ম্ম অহিংসাকে স্থাপিত করেন।তিনি বেদের অতাৎপর্যবিদ কর্ম্মকাণ্ডীয়দের হিংসাধর্ম্ম স্থাপনের জন্য আসেন না। তদ্রূপ তত্ত্বমূর্খ শৈব শাক্তদের মনোরঞ্জনের জন্য ভগবান অবতার করেন না। ইহার কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না।মনোধর্ম্মীদের শাস্ত্র ব্যাখ্যায় পূর্ব্বাপর অর্থ সঙ্গতি ও ধর্ম্ম সঙ্গতি নাই। তাদের ব্যাখ্যা সাধু সমাজে উপহাসাষ্পদ স্বরূপ।বলতে কি আসন্নমৃত্যুদের অপলাপের ন্যায় ইহাদের ব্যাখ্যা ভাবনাদি সত্যধর্ম্ম থেকে বহুদূরে অবস্থিত এবং নূন্যাধিক অধর্ম্মময়।

ঈশ্বর ঈশ্বর বলছে সবে ঈশ্বর চিনে কইজনা।
প্রাকৃত নয়নে কভু ঈশ্বরতো যায় না চেনা।।
কলিযুগে দেশেদেশে কত অবতার
পন্যদ্রব্য সম যেন বসেছে বাজার
স্বেচ্ছাচারে যারে তারে করছে ঈশ্বর ভাবনা।।ঈশ্বর--সত্যজ্ঞানে মিথ্যাধ্যানে বৃথা জন্ম যায়
নব মতে মন্দপথে চলে মূর্খরায়
কিন্তু সুধা ভাণে বিষপানে কেওতো কভু বাঁচে না।।ঈশ্বর-পুণ্ড্রকের মত মূর্খ মানে বাসুদেব
তত্ত্বদর্শীমতে সে যে জীবন্মৃত শব
যমদণ্ড করে চূর্ণ তাদৃশ মন্দ ধারণা।।ঈশ্বর--
জালিয়াতী ভেল্কীবাজী দৈত্য ধূর্ত্তগণ
নানামতে অজ্ঞজীবে করে বিড়ম্বন
সেযে তত্ত্বভোলা কলিরচেলা আসল তত্ত্ব জানে না।ঈশ্বর-
স্বকল্পিত অবতার শাস্ত্রমতে নয়
জালনোট সম মূর্খে বঞ্চনা করয়
কোটি কোটি সমর্থনেও গাধা ঘোড়া হয়তো না।।ঈশ্বর-
তিলকে তাল করছে যারা তারা যাদুকর
সিদ্ধিগুণে হতে নারে নর যদুবর
তমোগুণে কামীজনে কৃষ্ণ মানে দুর্জ্জনা।।ঈশ্বর--
শাস্ত্রমতে শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণ অবতার
ছন্নরূপী ভক্তরূপী গৌর কলেবর
সপার্ষদে অবতীর্ণ মন্দ তারে চিনে না।।ঈশ্বর--
এদাস গোবিন্দ বলে শ্রেয়স্কামীজন
সর্ব্বভাবে ভজ গৌরহরির চরণ
এভজনে ধন্য হবে পূরবে মনস্কামনা।।ঈশ্বর--

তত্ত্ব বিবেক

ভাবো নাস্তি ভাষা নাস্তি কথং পদাগমো ভবেৎ।
খাদ্যং নাস্তি ক্ষুধা নাস্তি কথং বলাগমো ভবেৎ।।
বিদ্যা নাস্তি বুদ্ধির্নাস্তি কথং ধনাগমো ভবেৎ।
ধর্ম্মো নাস্তি সত্যং নাস্তি সুখাগমো কথং ভবেৎ।।
শ্রদ্ধানাস্তি ক্রিয়ানাস্তি কর্ম্মসিদ্ধিঃ কথং ভবেৎ।।
পতির্নাস্তি রতির্নাস্তি কথংপুত্রাগমো ভবেৎ।।
গুরুর্নাস্তি নতির্নাস্তি তত্ত্বজ্ঞানং কথং ভবেৎ।
কৃষ্ণো নাস্তি ভক্তির্নাস্তি কথং প্রেমোদয়ো ভবেৎ।।

যেখানে ভাব নাই ভাষা নাই সেখানে পদার্থের উক্তি কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে ? ভাব হইতেই ভাষার উদয়, ভাষার মাধ্যমেই প্রয়োজন পদার্থের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে । কিন্তু ভাব ও ভাষা না থাকিলে মনোভাব ব্যক্ত হইতে পারে না।অতএব মনোভাব প্রকাশের জন্য শুদ্ধ ভাব ও ভাষার প্রয়োজন। যেখানে খাদ্য নাই ক্ষুধাও নাই সেখানে দৈহিক মানসিক তথা ঐন্দ্রিক বল কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে? উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধার নিবৃত্তি, মনের তুষ্টি ও দেহের পুষ্টি সাধিত হয় ইহা ভাগবতে মহাজনের উক্তি। কিন্তু যেখানে খাদ্য ও ক্ষুধা নাই সেখানে বল প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। কারণ বিনা কার্য্যোৎপত্তি হইতেই পারে না। অতএব বলার্থে উপযুক্ত খাদ্যযোগে ক্ষুধা নিবৃত্তি কর্ত্তব্য।পুনশ্চ যেখানে বিদ্যা নাই বুদ্ধি নাই সেখানে ধনাগম কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে?পারে না।নীতি শাস্ত্র মতে বিদ্যা হইতে বিনয়, তাহা হইতে সৎপাত্রতা,তাহা হইতে ধন প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কিন্তু বিদ্যা হইতে বুদ্ধির উদয়, বুদ্ধি হইতে ধনের উদয় ইহা ভাগবত সিদ্ধান্ত।অর্থং

বুদ্ধিরসূয়ত। প্রাকৃত বিদ্যা হইতে প্রাকৃত ধন এবং অপ্রাকৃত বিদ্যা হইতে অপ্রাকৃত ধন লভ্য হয়। প্রাকৃত বিদ্যা হইতে প্রাকৃত বুদ্ধি জাগে তাহা ভোক্তা ও কর্ত্তা অভিমানকে পূষ্ট ও পক্ক করিয়া জীবকে সংসারে ডুবাইয়া দেয়। ইহা জীবের পক্ষে মহা বিড়ম্বনা মাত্র। পক্ষে অপ্রাকৃত বিদ্যা যাহাকে বলা যায় পরা বিদ্যা যার অপর নাম কৃষ্ণ ভক্তি, তাহা হইতে কৃষ্ণ দাস বুদ্ধির উদয়ে জীব সাধনক্রমে প্রেমধন লাভ করে। যাহা জীবের এক মাত্র প্রয়োজন।যে প্রয়োজন হইতেই সকল প্রকার প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে।অতএব ধনার্থে বিদ্যা ও বুদ্ধির আবশ্যকতা অস্বীকার্য নহে।

মানুষ চাই সুখ শান্তি কিন্তু তাহার সাধন বা উপাদান কি? যেখানে ধর্ম্ম নাই সত্য নাই সেখানে সুখাগম কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে ?শাস্ত্র বলেন ধর্ম্ম হইতে অক্ষয় সুখোদয় হয়। ধর্ম্মঃসুখায় ভূতয়ে।ধর্ম্মাভাবে সুখোদয় চির অসম্ভব।সত্য হইতে সুখ প্রাপ্তি হয় কারণ সত্যই সুখধাম। সত্যেন লভ্যতে সুখং ।মিথ্যা মায়া বঞ্চনা বহুলা অসুখধাম।অতএব সুখের জন্য সত্য ও ধর্ম্মকে আশ্রয় করা কর্ত্তব্য।

মানুষ চাই অভিলষিত কর্ম্ম সিদ্ধি কিন্তু তার সাধন ও উপাদান কি? যেখানে শ্রদ্ধা নাই ক্রিয়া নাই সেখানে কর্ম্মসিদ্ধি কি প্রকারে সংঘটিত হইতে পারে? শ্রদ্ধাই কর্ম্মাদিতে প্রবৃত্তির করণ। শ্রদ্ধা বিনা কোন ক্রিয়াতে প্রবৃত্তি হইতে পারে না।আর ক্রিয়া বিনা কর্ম্মসিদ্ধি অর্থাৎ অভিলষিত ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। শ্রদ্ধাহীন ক্রিয়াহীন সুতরাং ফলহীন।অতএব অভিলষিত কর্ম্মফলোদয়ের জন্য শ্রদ্ধা ও যোগ্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য।

মানুষ চাই গৃহস্থজীবনে পুত্র সন্তান কিন্তু তার সাধন বা উপাদান কি? যাহার পতি নাই ,রতিও নাই তাহার পুত্র প্রাপ্তি কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে? পারে না।উপযুক্ত পতি ও রতি থাকিলেই পুত্র প্রাপ্তি সুগম হয়।আকাশে তো ফুল ফুটিতে পারে না?পাথরে তো বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না।ঘটের মাটি উপাদান,ঘট কারক কুম্ভকার,তার সহায় চক্রাদি। কিন্তু যদি মাটিই না থাকে, কুম্ভকার ও চক্রাদি না থাকে তবে ঘট প্রস্তুতি হইতেই পারে না।মাহেশ্বরী প্রজা সৃষ্টিতে দাম্পত্য বিলাসের আবশ্যকতা আছে।কিন্তু সেখানে দম্পতি যদি অকর্ম্মণ্য হয় তাহা হইলে তাহাদের পুত্রোৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। অতএব পুত্রার্থে যোগ্য দম্পতির প্রয়োজন।পুত্রার্থে ক্রীয়তে ভার্য্যা।(অকর্ম্মণ্য দম্পতি--বীর্যহীন পতি ও বন্ধানারী)।

মানুষ চাই তত্বজ্ঞান। যে তত্বজ্ঞান হইতে সে পাপ তাপ মুক্ত ও স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কিন্তু তার সাধন ও উপাদান কি? যেখানে যোগ্য গুরু নাই ও তাহাতে শরণাগতি নাই সেখানে তত্বজ্ঞান প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিতে পারে না।গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলেন তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্বদর্শিনঃ। তত্বদর্শী জ্ঞানী গুরুগণ শরণাগত প্রকৃত জিজ্ঞাসু ও শুশ্রুষু শিষ্যকেই তত্বজ্ঞান উপদেশ করেন। যে সে জ্ঞানী তত্বজ্ঞান দিতে পারেন না পারেন কেবল তত্বদর্শী গুরু। তত্বদর্শীই প্রকৃত জ্ঞানী, তিনি বৈজ্ঞানিকও বটে।কারণ তিনি যথার্থ তত্বানুভূতি লাভ করিয়াছেন। তিনি অন্যের ন্যায় পরোক্ষজ্ঞানী অর্থাৎ আনুমানিক নহেন।যোগ্য অনুষ্ঠান ও অনুভূতি বর্জ্জিত জ্ঞানী তত্ব উপদেশে অযোগ্য।অনুষ্ঠান হইতেই অনুভূতির অভ্যুদয়।যিনি কেবল মুখে জ্ঞানী কার্য্যে অজ্ঞানী অর্থাৎ অন্যথাচারী তিনি তত্বজ্ঞানে অপ্রতিষ্ঠিত।অতএব তাহার উপদেষ্টৃত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। অপিচ যাহার শিষ্যত্ব নাই তাহার জ্ঞান লভ্য নহে।শিষ্যত্বের উপাদান তিনটি--প্রণিপাত,পরিপ্রশ্ন ও সেবা।সেখানে প্রণিপাতের উদ্দেশ্য পরিপ্রশ্ন এবং পরিপ্রশ্নের উদ্দেশ্য সেবা।সেবাই শিষ্যের প্রাণ,পরিপ্রশ্ন --মন ও প্রণিপাত--দেহ স্বরূপ।তত্বজ্ঞানের উদয় করাইতে হইলে সেখানে পূর্ণ প্রণিপাত থাকা চাই।নমস্কার হইতেই আশীর্ব্বাদ এবং আশীর্ব্বাদ হইতেই বস্তু প্রকাশ রূপ তত্বজ্ঞানের প্রকাশ ও বিলাস সিদ্ধ হয়।কিন্তু যাহার শিষ্যত্ব নাই অর্থাৎ গুরুতে প্রপত্তিক্রমে তত্বজিজ্ঞাসাদি নাই তাহাতে তত্বজ্ঞানের সমাবেশ সিদ্ধ হইতে পারে না।যাহারা বিনা সাধনে সাধ্য পাইতে চায় তাহারা সুবিধাবাদী।যাহারা সাধক জীবন স্বীকার না করিয়াই সিদ্ধ হইতে চায় তাহারা মনোধর্ম্মী।তাহাদের সে কার্য সুদূর পরাহত জানিবেন।গুরু বিনা জ্ঞান হয় না আর শিষ্য বিনা জ্ঞান পায় না।তত্বদর্শী বিনা গুরুর গুরুত্ব চিটাধানের ন্যায় বঞ্চনাবহুল।আর প্রণিপাতাদিহীনের শিষ্যত্ব আকাশকুসুম তুল্য অথবা বন্ধানারী তুল্য।তাহাতে জ্ঞানাগম হইতেই পারে না।অতএব তত্বজ্ঞানের জন্য যোগ্য গুরুপদাশ্রয় এবং প্রকৃত শিষ্যত্ব অর্জ্জনের প্রয়োজন।

মানুষ চাই প্রেম প্রীতি ভালবাসা কিন্তু তার সাধন বা উপাদান কি? যেখানে কৃষ্ণ নাই, যেখানে ভক্তি নাই সেখানে প্রেম প্রাপ্তি কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে? জগতে শত সহস্র পশু প্রাণী আছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে একমাত্র গরুতেই গলকম্বলত্ব সিদ্ধ। অন্য প্রাণীতে এই লক্ষণ নাই অর্থাৎ গলকম্বলত্ব গরুর অনন্য সিদ্ধ লক্ষণ।তথা **সম্ভবতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ।কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি।।** থাকুক পদ্মনাভ ভগবানের হাজার হাজার মঙ্গলময় অবতার কিন্তু সেখানে কৃষ্ণ বিনা আর কে লতাকেও প্রেম দান করিতে পারেন? অতএব প্রেম প্রাপ্তির জন্য কৃষ্ণ সম্বন্ধের প্রয়োজন । কৃষ্ণ সম্বন্ধ বিনা অন্যের সম্বন্ধ থেকে প্রেম সিদ্ধির বাসনা করা মানে নীমগাছ থেকে আম প্রাপ্তির অভিলাষ করা,অগ্নি থেকে সুধা প্রাপ্তির আশা করা,কাটা গাছ থেকে মুক্তার অভিলাস করা, পুকুর থেকে পাঞ্চজন্য শঙ্খের আশা করা, নীল গাভীর নাভি থেকে কস্তুরী পার্প্তির কামনা করা।অর্থাৎ কৃষ্ণই প্রেমাবতারী,প্রেমপুরুষোত্তম। তাঁহার থেকেই প্রেম সিদ্ধ ও প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে,অন্য হইতে নহে।

জিজ্ঞাসু---বেশ বুঝিলাম কৃষ্ণই অনন্যসিদ্ধ প্রেমপুরুষ কিন্তু সেই প্রেমের সাধন কি?

শাস্ত্রজ্ঞ--ভাগবতে বলেন, সেই প্রেমের একমাত্র সাধন শুদ্ধা কৃষ্ণভক্তি।কর্ম্ম জ্ঞান যোগ যাগ তপস্যাদি কিছুই সেই প্রেমের সাধন নহে ইহা কৃষ্ণের

শ্রীমুখ বাণী।নিমি নবযোগীন্দ্র সংবাদেও তাহাই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রদুৎপুলকং তনুম্। ভগবান কপিলদেবও বলিয়াছেন যে,পুরুষোত্তমে নির্গুণা ব্যবধান রহিতা ভক্তিই পরমপদ প্রাপ্তির একমাত্র কারণ।সেখানে একটু জ্ঞাতব্য আছে তাহা হইল অহৈতুকী ভক্তি বিনা হেতু ভক্তিতে প্রেমোদয় হয় না।যথা চৈতন্যচরিতামৃতে শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমা উৎপন্ন।অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ।। অন্যবাঞ্ছা,অন্যপূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম। আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন। এই শুদ্ধভক্তি,ইহা হৈতে প্রেমা হয় ইত্যাদি। পরন্তু হেতু ভক্তি প্রেমোদয়ের অন্তরায় স্বরূপ যথা ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়। সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন না হয়। ইহাতে আরও একটু বিচার্য্য আছে তাহা হইল, বিধি ভক্তিতে প্রেমোদয় হয় না। কেবল রাগানুগা ভক্তিক্রমেই শুদ্ধপ্রেমের উদয় হয়। কারণ বৈধি ভক্তি যতই শুদ্ধ হোউক না কেন তাহা হইতে কৃষ্ণপ্রাপ্তি ও প্রেমপ্রাপ্তি কখনই সুলভ নহে। এককথায় বলা যায় কৃষ্ণ কেবল প্রেমৈক লভ্য। শুদ্ধা ভক্তিই তার একমাত্র সাধন। মীরা কহে বিনা প্রেমসে নহীঁ মিলে নন্দলাল।।

অতএব স্পষ্ট জানা গেল প্রেমের উপাদান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাহার সাধন শুদ্ধভক্তি।

তজ্জন্য কৃষ্ণ বিনা ভক্তি বিনা প্রেম নাহি মিলে। কৃষ্ণভক্তিযোগে প্রেম মিলে অবহেলে।।

উপসংহারে--ভাব ভাষা বিনা নহে বক্তব্য প্রকাশ।
ক্ষুধা খাদ্য বিনা নহে বলের বিলাস।।
বিদ্যা বুদ্ধি বিনা নহে কভু ধন প্রাপ্তি।
ধর্ম্ম সত্য বিনা নহে সুখের পর্যাপ্তি।।
শ্রদ্ধা ক্রিয়া বিনা নহে কর্ম্মফলোদয়।
অকর্ম্মণ্য দম্পতিতে সন্তান না হয়।
গুরু শিষ্য বিনা নহে তত্ত্বজ্ঞানোদয়।
তথা কৃষ্ণভক্তি বিনা প্রেম নাহি হয়।।
প্রেম বিনা নরজন্ম সাফল্য বর্জ্জিত।
সাফল্য বর্জ্জিত জীব পশুতে গণিত।।
অতএব বুদ্ধিমান কৃষ্ণপ্রেম লাগি।
সাধু সঙ্গে ভক্তিপথে হবে অনুরাগী।।১৩/৬/২০০৫

গোবিন্দ কুণ্ড

অদৃশ্য

এই পরিদৃশ্যমান জগতে সকলই দৃশ্য হইলেও সেখানে কিন্তু অদৃশ্যও আছে।একের দৃশ্য হইলেও অন্যের দৃশ্য নয় এমন দেশ কাল পাত্র অনেকই আছে।যাহা একের খাদ্য তাহা অন্যের অখাদ্য,যাহা একের ত্যাজ্য তাহা অন্যের গ্রাহ্য হইয়া থাকে।একের পক্ষে যাহা নিন্দনীয় অন্যের পক্ষে তাহাই প্রশংসনীয়।তবে দৃশ্যময় জগতে সকলই দৃশ্য না হইয়া তাহাদের মধ্য থেকে অদৃশ্য কি বা কেন অদৃশ্য ইহাই সাধু সমাজের জিজ্ঞাস্য বিষয়।শাস্ত্র এক কথায় উত্তর দিয়াছেন--(১)পূন্যবর্জ্জিত পাপীই অদৃশ্য।যথা পদ্মপুরাণে-- মা দ্রাক্ষীত ক্ষীণপূন্যান্ পূন্যহীনকে দেখিও না। কেন পাপী অদৃশ্য ? দর্শনাদি ক্রমে পাপ পূন্যাদি সঞ্চারিত হয়।অতএব পাপীর দর্শনাদি পাপজনক বলিয়া পাপী অদৃশ্য।

(২)অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণই অদৃশ্য যথা পদ্ম পুরাণে বলেন-- চণ্ডালের ন্যায় অবৈষ্ণব বিপ্র অদৃশ্য।শ্বপাকমিব নেক্ষেত বিপ্রমবৈষ্ণবম্। কেবল মাত্র অদৃশ্যই নয় অসম্ভাষ্যও বটে।যথা চৈতন্য ভাগবতে--

ব্রাহ্মণ হইয়া যে বৈষ্ণব নাহি হয়।
তাহার সম্ভাষে সকল কীর্ত্তি যায়।।

(৩) পাষণ্ডীও অদৃশ্য অস্পৃশ্য এবং অসম্ভাষ্য। পাষণ্ডী কে ? ক--- পাপবেশাশ্রয়ী, খ-- অবৈষ্ণব দ্বিজ, গ--নারায়ণ সহ অন্য দেবতা ও নরাদির সাম্যজ্ঞানী সমন্বয়বাদী, ঘ--- ভগবানে মর্ত্তবুদ্ধি কারী মায়াবাদী, ঙ---বেদবিদ্বেষী প্রভৃতি পাষণ্ডীতে গণ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে বলিয়াছেন--

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দকার।
সেই দেহের কহ সত্ত্ব গুণের বিকার।।
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেইতো পাষণ্ডী।
অদৃশ্য অস্পৃশ্য সেই হয় যম দণ্ডী।।

পাষণ্ড শব্দের নিরুক্তিগত অর্থ এই পাং ত্রয়ীং ষণ্ডয়তি খণ্ডয়তি যঃ স পাষণ্ডঃঅর্থাৎ যে ঋক্ যজু সাম এই ত্রিবেদ বিধানকে খণ্ডন করে,অন্যথা বা বিদ্বেষ করে সেই পাষণ্ড। বেদবিরোধী নিশ্চিতই পাপী বিচারে অদৃশ্য অসম্ভাষ্য।

নরে নারায়ণ জ্ঞান করে যেই জন।
নিশ্চিত পাষণ্ডী মধ্যে তাহার গনন।।
ঈশে মর্ত্তবুদ্ধিকারী মায়াবাদীগণ।
দুরন্ত পাষণ্ড সেই জ্ঞান পাপীজন।।
জৈন আদি উপধর্ম্মী পাষণ্ডে গনন।
সাধু বেশে পাপাচারী তার একজন।।

রহস্য এই, বিধর্ম্ম,পরধর্ম্ম,আভাস, উপমা ও ছল ইহারা অধর্ম্মের পাঁচটি শাখা। অতএব অধর্ম্মীগণ অদৃশ্যই বটে।বেদ বিরুদ্ধ ধর্ম্মই **বিধর্ম্ম**, প্রসিদ্ধ মহাজন ব্যতীত ইতর কথিত ধর্ম্মই **পরধর্ম্ম**, ধর্ম্মের ভানধারীই **আভাস**, প্রতিমা রহিত ধর্ম্মই **উপমা** নামক অধর্ম্ম এবং চাতুরী কপটতা বহুল ধর্ম্মই **ছল** নামক অধর্ম্ম।

(৪)বিষ্ণু বৈষ্ণব নিন্দুক পাপীতে গণ্য অতএব অদৃশ্য--

বৈষ্ণব নিন্দুক হয় পাষণ্ডী প্রধান।
বিষ্ণু নিন্দুকের হয় নরকে পতন।।

শ্রীনিত্যানন্দ অদ্বৈত গদাধরাদির নিন্দুকও অদৃশ্য--

চৈতন্যনিন্দুক হয় অদৃশ্য সর্ব্বথা।
অদ্বৈতাদি নিন্দুকের এই মত কথা।।
গদাধর দেবের সংকল্প এইরূপ।

নিত্যানন্দ নিন্দুকের না দেখেন মুখ।।চৈঃভাঃ

(৫)ঈশ্বরত্বের অপলাপকারীও চৈতন্যের অদৃশ্য। কমলাকান্ত নামক জনৈক অদ্বৈত শিষ্য প্রতাপরুদ্ররাজ সকাশে অদ্বৈত প্রভুকে ঈশ্বরত্বে স্থাপন করতঃ তাহার কিছু ঋণ আছে বলিয়া তিন শত মুদ্রা যাচ্ঞা করেন। এই সংবাদ শুনিয়া মহাপ্রভু তাহাকে দ্বারমানা করেন। কারণ ঈশ্বরের ঋণীত্ব এবং ঋণীর ঈশ্বরত্ব অসিদ্ধ ব্যাপার। এই রূপ উক্তি কারী অপলাপী অপসিদ্ধান্তী অতএব বিষ্ণু বৈষ্ণবের অদৃশ্য অমান্য পাত্রমাত্র।

(৬)শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচারে স্ত্রীসম্ভাষী বৈরাগীও অদৃশ্য- প্র ভু কহে বৈরাগী করে স্ত্রী সম্ভাষণ।

দেখিতে না পারো মুই তাহার বদন।।

প্রভুর এই উক্তি হইতে সিদ্ধান্তিত হয় যে ব্যভিচারী নরনারী বিশেষতঃ স্ত্র ী সঙ্গী ও প্রসঙ্গী সাধুও অদৃশ্য অসম্ভাষ্য এবং অসঙ্গ্য। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও স্ত্রীসঙ্গী অসাধুতে গণ্য। তাহার সঙ্গাদি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। ইহাই চৈতন্যদেবের ভজনাদর্শ ও নৈতিকতা।

(৭)কৃষ্ণভক্তি হীনের মুখ অদর্শনীয় ইহা একটি চৈতন্যশিক্ষা ।শ্রীবৃন্দাবন দাস বলেন-

যার মুখে ভক্তির মহত্ব নাহি কথা।
তার মুখ গৌরচন্দ্র না দেখে সর্ব্বথা।।চৈঃভাঃ

ভগবদ্ভক্তিহীন শবে গণ্য, শব অদৃশ্য অস্পৃশ্য। অতএব প্রভু সিদ্ধান্ত করিলেন ভক্তিহীনের মুখ দৃশ্য নহে। নীতিশাস্ত্রমতে বন্ধানারীর মুখ অদর্শনীয় তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তিহীনের মুখও দর্শনযোগ্য নহে। যেমন সুরা স্পৃষ্ট জল অপেয়, বিষয়ীর অন্ন অখাদ্য,শঠের বাক্য অবিশ্বাস্য, শত্রুর মৈত্র অগ্রাহ্য,অবৈষ্ণবের গুরুত্ব অপ্রামাণ্য তথা ভক্তিহীনের মুখ দর্শনাদিও অকর্ত্তব্য। ভক্তকবি গাহিয়াছেন--

যার কাছে ভাই হরি কথা নাই
তার কাছে তুমি যেও না।
যার মুখ হেরি ভূলে যাবে হরি
তার মুখ পানে তুমি চেও না।

অতএব সিদ্ধান্ত হয় ভক্তিহীন সর্ব্বতোভাবেই অধন্য অবরেণ্য এবং ব্রহ্মণ্য বর্জ্জিত।

দুর্লভ নরজীবনে যেবা ভক্তিহীন।
কুশল মঙ্গল তার নহে কদাচন।
ভগবদ্ভক্তিহীন নর পশুতুল্য।
কাণাকড়ি সম তার কিছু নাহি মূল্য।।
থাকিলেও আভিজাত্য কুল ধন জন।
ভক্তিহীন নর নহে সভ্যতে গনন।।
শব যথা অদৃশ্য অস্পৃশ্য সর্ব্বথায়।
অভক্ত অদৃশ্য তথা বলে গৌর রায়।।
নারী হয়ে বন্ধা হলে বিফল জীবন।
ভক্তিহীন নরজন্ম বিফলে গনন।।
সুন্দর বদন ব্যর্থ অন্ধতা কারণে।
অধন্য মানব জন্ম কৃষ্ণভক্তি বিনে।।
সুগন্ধ কুসুম বিনে বন ধন্য নয়।
সঙ্গীতবিহনে নাট্য সুদৃশ্য না হয়।।
মণি বিনা ফণী শির শোভা নাহি পায়।
ভক্তিবিনা নরজন্ম বিফলেতে যায়।।
পদচ্যুত হলে নর মান্য নাহি রয়।
ভক্তিচ্যুত হলে তথা গর্হ্য সর্ব্বথায়।।
দৃষ্টিশূন্য নেত্র যথা লোক বিড়ম্বন।
ভক্তিশূন্য প্রাণ তথা শব বিভূষণ।।
ত্যাগ বিদ্যা জপ তপ সাধন ভজন।
ভক্তিহীন হলে সব হয় অকারণ।।
প্রীতিহীন নীতি আর সৃতিহীন গতি।
ভক্তিহীন কৃতি তথা অধন্যসঙ্গতি।।
সতী ধন্য হয় পূন্য পতি সম্মেলনে।
জীবন সফল হয় কৃষ্ণভক্তিধনে ।।
অধম উত্তম হয় সাধু সঙ্গ গুণে।
জঘন্য বরেণ্য হয় কৃষ্ণভক্তিসনে।।
জীবন জীবন নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে।
কুশল কুশল নহে কেশব বিহনে।।
অমৃত অমৃত নহে ভক্তি রস বিনে।
ধরম ধরম নহে ভক্তিশূন্যগুণে।।
সাধু সাধু নয় যদি ভক্তিহীন হয়।
ত্যাগী ত্যাগী নয় যদি ভক্তিকে ত্যাগয়।।
মুক্ত মুক্ত নহে যেবা ভক্তিসিদ্ধ নয়।
সিদ্ধ সিদ্ধ নহে যদি ভক্তিশূন্য হয়।।
দৃশ্য মান্য গণ্য ধন্য বরেণ্য সেজন।
সবে মাত্র কৃষ্ণ ভক্তি যাহার জীবন।।
সোহাগা সংযোগে স্বর্ণ হইত উজ্জ্বল।
কৃষ্ণভক্তিযোগে নর জীবন সফল।।
গৌরহরি বলে কৃষ্ণভক্তি আছে যার।
সর্ব্বভাবে ধন্য সেই মান্য সবাকার।।
পূজ্যতা জন্মায় মাত্র ভক্তিরসায়ন।
সিদ্ধি মুক্তি করে তার আজ্ঞার পালন।।
রতিহীন সতী আর ফলহীন তরু।
জলহীন কূপ আর জ্ঞানহীন গুরু।।
সত্যহীনধর্ম্ম আর বিদ্যাহীন নর।
শিরহীন দেহ,দুগ্ধহীন গাভী আর।।
চন্দ্রহীন নিশা যথা বৃথা দুঃখকর।
ভক্তিহীন নর তথা বৃথা প্রাণধর।।

অদৃশ্য সুদৃশ্য হয় কৃষ্ণ ভক্তি বলে।
সুদৃশ্য অদৃশ্য হয় কৃষ্ণ ভক্তি গেলে।।
অতএব গৌর দৃশ্য যদি হতে চাও।
সর্ব্বভাবে কৃষ্ণ ভক্তিরসে মজে রও।।

প্রাকৃত সংসারের স্বরূপ

প্রাকৃত সংসার হরি বৈমুখ্যের সূত্র, অবিদ্যার পুত্র,বঞ্চনার ছত্র,যমের খনিত্র,ত্রিগুণের সত্র, অধর্ম্মের মিত্র, বৈষম্যের গোত্র, যাতনার পাত্র, সাধনার ক্ষেত্র অতএব অতীব বিচিত্র।এখানে সকলেই স্বার্থপর ,কেহ নহে কার,অহংমমাকার দোষে ছারখার। এতো যুদ্ধপুর এথা সব শূর,জয় কামাতুর, ক্রোধপুরন্দর, গর্বে সর্বেশ্বর, লোভান্ধতস্কর,মদধনুষ্কর,মোহধুরন্ধর,মাৎসর্য্যতৎপর, স্বরূপতঃ ক্রুর, নৃশংস প্রচুর, স্বভাবে অসুর দস্যুদুরাচার।

এথা সবে কালবশ, কর্ম্মভোগে অবশ, দুরাশা বিবশ,দুষ্কর্ম্মে লালস, না ভজে পরেশ,জন্মান্তরদাস, লভে অপযশ।এখানে স্বাধীনতা আকাশকুসুম তুল্য,দাবীর নহে মূল্য, নাহিক সাফল্য,কলিদোষে খুল্য, কোথায় কৈবল্য?এখানে আছে মিছা অভিমানের অভিযান। অভিমানেই জীব কর্ত্তা ভোক্তা রাজা নেতা গুরু বিধাতা।ধর্ম্মহারা জীব কর্ম্মপারা দুঃখে ভরা সংসার কারাগারে পড়ে গেছে ধরা, তার হাতে পায়ে কালের কড়া,মায়ার বেড়া লঙঘনে সে নিতান্ত অপারগ।এখানে রোগশোকের ছড়াছড়ি,বিপদের বাড়াবাড়ি, ঝন্ঝাটের হুড়াহুড়ি,অশান্তির জড়াজড়ি,উদ্বেগের পীড়াপীড়ি, কলহের কাড়াকাড়ি ও ত্রিতাপের তাড়াতাড়িতে জীব দিশাহারা,আত্মহারা,কর্ত্তব্যহারা পাগলপারা। কলঙ্কিত কুল তাই চিন্তায় আকুল,মূলে আছে ভূল মনে প্রাণে শূলবেদনা অতুল।এখানে জীব ভাবনাদুষ্ট,কামনাধৃষ্ট,খলতানিষ্ঠ,সদায় অনিষ্ট আচারে বরিষ্ঠ,ত্রিতাপসংশ্লীষ্ট,ভোগবাদে নষ্ট,অসতে প্রতিষ্ঠ,রোগশোকে ক্লীষ্ট ,দরিদ্রতাবিষ্ট,ছলনা বিশিষ্ট ভেদভ্রমে পিষ্ট, সভ্যগুণে নিকৃষ্ট তাই নাহি মিলে অভীষ্ট।এখানকার জীব আচারে হন্য, বিচারে বন্য,ব্যবহারে ভুরি ভুরি জঘন্য,নগন্যচরিতে সুঘৃণ্য,তারা সতে নহে গণ্য,অসতেই মান্য,অপমানে ধন্য,নাস্তিকবরেণ্য,বিমুক্তকারুণ্য জনতা কেবল পণ্ডিতন্মন্য বাস্তবে সুন্দরারণ্য সদৃশ।প্রাকৃত সংসারী কামের পূজারী ,স্বার্থের ব্যাপারী,প্রতিষ্ঠার ভিখারী,বিভ্রমবিকারী,অধর্ম্ম স্বীকারী, পরার্থাপহারী, বিবাদবিচারী,অনর্থপ্রচারী অতএব দুঃখ অধিকারী।এরা স্বভাবে দারুণ, কামী অকরুণ,খলতা প্রবীণ,মহাজনের আনুগত্যহীন চরিত্রে নবীন,সততাবিহীন,কালের অধীন,নহেতো স্বাধীন।এথাকার লোক সব প্রতারক,মানাপহারক,অস্বস্তি কারক গুণ বিনায়ক।এরা তত্ত্ব নাহি জানে, বড় অভিমানে,ধর্ম্ম নাহি গনে,আভিজাত্য গানে মত্ত নিশিদিনে।এসংসারধাম দাবানলসম জ্বলে অবিরাম, নাহিক বিশ্রাম,শূন্য পরিণাম,সম্বল বদ্নাম, নাহিক সুনাম শুচিগুণগ্রাম,দুরে আত্মারাম সেব্যঘনশ্যাম পদসেবাকাম।এখানে জীব খলতাশালীন মমতাকুলীন,কুযোগে বিলীন,মায়াভোগে লীন,উপাধিমলিন,সমাধিবিহীন।এখানে নাহি চিরশান্তি ,আছে ভুরি ভ্রান্তি,তনুমনে ক্লান্তি, সার শুধু শ্রান্তি।এখানে আছে মায়াভোগ সাজে ভবরোগ, রাজে মৃতিযোগ,বিফল প্রয়োগ,বৃথা অভিযোগ,কৃশ উপযোগ,স্বপ্নবৎ ক্ষণে হয় বিয়োগ।মনে আছে রোষ,কর্ম্মেতে দোষ,নাহি পরিতোষ, দূরে প্রাণতোষ,ছলনার কোষে শুধু অপযশ।এখানে নাই শুভবুদ্ধি,শুচিগুণস্বৃদ্ধি, না আছে সমৃদ্ধি,আছে বিরূপে প্রসিদ্ধি, স্বরূপে অসিদ্ধি,কুমতে বিবৃদ্ধি। জীব কনকের ধ্যানে,কামিনীর সনে, বিলাসের গানে, মনোরথ যানে, ঘুরে ভোগবনে, পঞ্চরসপানে কিন্তু বিবিধ বিধানে মৃত্যু সন্নিধানে তাহা নাহি জানে।এথা নাহি হরিভক্তি,মায়ানাশে শক্তি,ভবপারে যুক্তি,কোথা পাবে মুক্তি? এখানে আমি ও আমার সকলই অসার, কেবলই ভার,কেহ নহে কার,সবে হাহাকার,আছে উপহার,বৃথা প্রতিকার, সাধাসাধি সার, ফলেতে লকার,কোথা উপকার ? এথা নাহি সদাচার, নীতির প্রচার, ধর্ম্মের বিচার, ন্যায় সমাচার,প্রীতি ব্যবহার, সাধু সমাদর,গুণের আদর।এযেন শমন বিহার,যন্ত্রনাগার, অতুলপাথার, মৃষা সমহার, শ্মশাননগর,শোকের বাজার,দুঃখ দরবার, এথে ভূত পরিবার বসে নিরন্তর।অপকার প্রতিকারে তনুমন সমাসীন,উপকারে সদা উদাসীন,অবিচারে ব্যভিচারে সমীচীন কিন্তু সাধু সদাচারে অর্ব্বাচীন।এ কারাবাসে নাহি পীতবাসার ভালবাসা,প্রীতি শুভ ভরসা,নিরাশার নিশাঘোরে হতাশার বাতাসে ভোগ দুরন্তে ছুটে দুর্ব্বাসা।প্রত্যাশা ও প্রতিষ্ঠাশায় মন সদা মগ্ন,খোজে শুভলগ্ন যাতে পায় মনোরথপার।কিন্তু হতবিধিবল,সকল বিফল,সব সাধনা যায় রসাতল।এখানে জীবকামাসক্ত,রামারক্ত,মিছাভক্ত,গতিমুক্ত,নীতিত্যক্ত ,প্রীতিরিক্ত,ভীতিযুক্ত,কুধিপৃক্ত, অতিরিক্ত কলিসিক্ত দলভূক্ত। এখানে নহে কেহ স্বামি বিনা অন্তর্যামী,সবে বিপদগামী,জড়দেহারামী,ধন ভোগকামী,বিষয়উদ্যমী, শেষে নরকানুগামী।এখানে আছে কৃতজ্ঞতার অভাব, অজ্ঞতার বৈভব,প্রতিজ্ঞার শৈশবএবং অনভিজ্ঞতার প্রভাব, ব্যভিচারী স্বভাবে নাহি কৃষ্ণ রসজ্ঞতার অনুভব,প্রাজ্ঞজীবনের

ভাব।মায়াবদ্ধজীব এখানে অহঙ্কারে সজ্জিত ও মজ্জিত,অভিমানে পণ্ডিত ও দণ্ডিত খণ্ডিতভাবেই মণ্ডিত ওষণ্ডিত (ষণ্ডভাবপ্রাপ্ত),পশুভাবে বিকৃত.ধিকৃত,
থুৎকৃত ও নকৃত জীবনে অলঙ্কৃত,পরমার্থধনে অতি বঞ্চিত ও অনুগঞ্জিত,নারকীদীক্ষায় দীক্ষিত ওশিক্ষিত,কর্ম্মাচারে অভিশপ্ত ও অনুতপ্ত চিত্তে বিলাপ ও প্রলাপ বিহ্বল। জীব দুর্ব্যবহারে পোষিত ও তোষিত,ভূষিত ও দূষিত,ষড়রিপু দ্বারা শোষিত ও মুষিত পরমার্থ।স্বার্থ নামে অনর্থের চিরদাসত্বে তার সত্বা শ্মশানবাসী মৃতবিলাসী।এখানে সাধন ভজন জপ তপ দান যজ্ঞাদি সব প্রয়োজন ভোগ্র কারণ অর্থাৎ ভোগই প্রয়োজন।এখানে দুর্ল্লভ সুধী উদারধী,সুলভ কুধী কৃপণধী,গৃহমেধী।বিধির পরিধিতে তারা ঘুরে নিরবধি কিন্তু প্রেমনিধির সমাধিতে চির ব্যাধিত অপরাধী।সেবক এখানে বকধর্ম্মী,পাঠক ঠককর্ম্মী,মালিক অলিকমর্ম্মী।সংসারে অমাবস্যার ন্যায় জটিল সমস্যায় উপাস্যের তপস্বারীতি সৃতি ভ্রষ্ট ঘোটকের ন্যায় দুর্ঘটনার নিকটবর্ত্তী।রাধা কান্তের উপাসনা দূরে পরিহরি মায়াকান্তের সাধনায় বলিহারী।জীবকুল শুধু বধূর অধরপানেই সাধু,কিন্তু পান নাহি করে কভু হরিকথা সীধু।

ঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃ

ধর্ম্ম বিবেক

ধর্ম্মো হ্যেকঃ সহায়ঃ। ধর্ম্মঃ সুখায়। ইহ জগতে ধর্ম্মই একমাত্র সহায় ও সুখের নিমিত্ত তদ্ব্যতীত সকলই অনিত্য বিচারে অসহায়। ধর্ম্মঃশান্তিমূলং বিদ্যাৎ ধর্ম্মই শান্তির মূল জানিবে ইত্যাদি বচনে ধর্ম্ম বিবেকের অভাবে প্রকৃত স্বার্থ রূপ পরমার্থ অধিগত হয় না। পরন্তু প্রাকৃত স্বার্থপর ধর্ম্মাদি বকধার্ম্মিকতায় গণ্য।

দয়া একটি ধর্ম্মাঙ্গ। দয়াধর্ম্ম যদি দীনবন্ধু হরির প্রীতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় তবেই তাহা সনাতন ধর্ম্ম অন্যথা ধর্ম্মই নহে।যেহেতু **বাসুদেবপরঃধর্ম্মঃ**। ধর্ম্ম বাসুদেব পরায়ণ। ধর্ম্মের উদ্দেশ্য বাসুদেবই অন্য নহেন।অন্য উদ্দেশ্য হইলে ধর্ম্ম প্রাণহীন হয়। ধর্ম্মে আর ধর্ম্ম লক্ষণ থাকে না শববৎ।পক্ষে লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদির উদ্দেশ্যে যে দয়ার প্রচার তাহা প্রকৃত দয়া নহে তাহা দয়ার মুখোস মাত্র,স্বার্থতৎপরতার প্রকার বিশেষ। মহাজন বলেন, দয়ামপি ত্যজেদ্ভক্তিবাধিনীম্ ভক্তিবিরোধিনী দয়াকেও ত্যাগ করিবেন।

বাসুদেবপরং তপঃ। তপোধর্ম্ম বাসুদেব পরায়ণ।হরি তোষণেই তপস্বার স্বার্থকতা।স্বার্থসংগ্রহ বা লোক সংগ্রহই তপস্বার উদ্দেশ্য নহে।কেবল মাত্র স্বার্থসংগ্রহময়ী তপস্বা **বিড়ালতপস্বা** নামে প্রসিদ্ধ।কায়ক্লেশস্তপঃ। কায় ক্লেশকেই তপ বলে।কায় ক্লেশ স্বীকারের উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়শোধন। ইন্দ্রিয়শোধনের তাৎপর্য্য নির্ম্মল ভজন।

অতএব তপস্বার পরিণতিতে হরিপ্রীতিকর ভজনই উদ্দীষ্ট। ইহার পরিপেক্ষিতে তপস্বা অন্তঃসারশূন্য হইয়া ধর্ম্মধ্বজীতায় পরিগণিত হয়।হরিবিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুরের তপস্বা অধর্ম্মবহুল এবং জগতের অহিতকর।ধ্রুবের তপস্বাও সম্পূর্ণ ধর্ম্মময় নহে যেহেতু তাহাতে আছে ভূতক্লেশ।সর্ব্বোপরি তাঁহার তপস্বার উদ্দেশ্য পৈত্রিক সিংহাসনাদি লাভ।তবে নারদের আশীর্ব্বাদে ও আনুগত্যে ধ্রুবের তপঃসিদ্ধি ও ভগবৎসাক্ষাৎকারে মনোরথ সিদ্ধি উদিত হয়।উদ্দেশ্যহীনের বিধেয় ব্যর্থতাভাজী।তপস্বা ও তপোভান এক নহে।সতী ওঅসতী স্বভাব চরিত্রে এক নহে। সতী পূন্যবতী আর অসতী পাপমতী।তদ্রূপ স্বার্থপরতামূলে যে তপস্বা তাহা পরমেশ পরতাময়ী তপস্বার সহিত বাহ্যতঃ অভেদ হইলেও ফলতঃ ভেদযুক্ত।স্বার্থবশে তপস্বা ব্যবসা বিশেষ আর পরমেশ পরতাবশে তপস্বা সাক্ষাৎধর্ম্ম স্বরূপ।**ধর্ম্মমূলং হি ভগবান সর্ব্ববেদময়ো হরিঃ** ধর্ম্মের মূলই ভগবান এবং ধর্ম্মের সিদ্ধি হরিতোষণে।অতএব তপস্বাদির উদ্দেশ্য হরিসন্তোষপ্রদ হওয়া উচিত।

ধর্ম্মের বিচার---বিষ্ণুপুরাণে বলেন, **তৎকর্ম্ম যন্ন বন্ধায়** যাহাতে বন্ধন নাই তাহাই কর্ম্ম। ভাগবতে বলেন, তৎকর্ম্ম হরিতোষণং যৎ তাহাই প্রকৃত কর্ম্ম যাহাতে হরিতোষ বিদ্যমান।নারদ বলেন,**তানি কর্ম্মাণি যৈরিহ সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ**।ভগবান ঈশ্বর হরি যে কর্ম্মের দ্বারা সেবিত হন তাহাই প্রকৃত কর্ম্ম। হরি এমনই অদ্ভুত গুণের নিদান যে তাহার সম্বন্ধে পাপ কর্ম্মাদিও ধর্ম্মে পরিণত হয় আর তিনি অপ্রসন্ন হইলে সাক্ষাৎ ধর্ম্মও পাপে পরিণত হয়।**মন্নিমিত্তং কৃতং পাপং ধর্ম্মায় এব কল্প্যতে। মামনাদৃত্য ধর্ম্মো হপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ।** অপিচ সাক্ষাৎ বেদধর্ম্মও যদি পরোক্ষে হরি নিন্দাকর হয় বা হরিতে অবজ্ঞার উদয় করায় তাহা হইলে সেই ধর্ম্ম অধর্ম্মে গণ্য হয়।পদ্মপুরাণে বলেন,**অরির্মিত্রং বিষং পথ্যমধর্ম্মো ধর্ম্মতাং ব্রজেৎ।প্রসন্নে পুণ্ডীকাক্ষে বিপরীতে বিপর্যয়ম্।।** পুণ্ডীরাক্ষ হরি প্রসন্ন হইলে শত্রু মিত্র, বিষ পথ্য তথা অধর্ম্ম ধর্ম্ম হয় আর হরি অপ্রসন্ন হইলে বিপরীত হইয়া থাকে অর্থাৎ মিত্র- শত্রু ,পথ্য- বিষ, ধর্ম্ম- অধর্ম্মে পরিগণিত হয়।

দানের বিচার -- দানং ধর্ম্মঃ।তত্ত্বজ্ঞ নারদ বলেন, শ্রীহরিই দানের শ্রেষ্ঠপাত্র।হরিকে ত্রিপাদ ভূমি দিতে তুমি রাজী হইও না শুক্রাচার্য্যের এই উক্তি অধর্ম্মময়ী। কারণ এই বাক্যে হরিকে অবজ্ঞা করা হইয়াছে। তাঁহার তাদৃশ উক্তিতে গুরুত্বও

হইলে একাদশীতে ভোজনই বিধি, উপবাস বিধি নহে। পক্ষে মহাদ্বাদশী ত্যাগ করতঃ শুদ্ধ হইলেও একাদশীতে আদর অবিদ্যার কার্য্য বিশেষ। ভগবদাজ্ঞাপালন একটি বিধি ধর্ম্ম অপিচ তৎপ্রীত্যর্থে আজ্ঞা লঙঘন পরমধর্ম্ম বিশেষ। তাহাতে সত্তমতা প্রসিদ্ধ পরন্তু স্বার্থবশে বা অবজ্ঞাক্রমে ভগবদাজ্ঞা লঙঘন অধর্ম্মবহুল স্বেচ্ছাচারিতা বিশেষ।নীতি মান্য সত্য কিন্তু ভগবৎপ্রীতিগন্ধহীন নীতি ত্যাজ্য।তজ্জন্য নৈতিক সেশ্বরতা সদ্ধর্ম্ম নহে। কারণ তাহাতে ঈশ্বরকে নীতির অধীন রূপেই সেব্য করা হইয়াছে।কর্ম্মের অধীন ধর্ম্মের ন্যায় সামান্য নীতির অধীন ভগবৎপ্রীতির পরমার্থতা নাই। এইরূপ সিদ্ধান্ত অবিদ্যার ভাণ্ড থেকে জাত হয়।প্রকৃত আত্মীয় বন্ধু কে?প্রাকৃত বিচারে জন্ম সূত্রে কোথাও বা কর্ম্ম ভোগ্যসূত্রে আত্মীয়তা বন্ধুতা প্রকাশিত হয় কিন্তু তাহা বাস্তব নহে অর্থাৎ প্রাকৃত স্বার্থবশে আত্মীয় বন্ধু বন্ধু নহে।পরন্তু ভাগবত মতে ভগবৎপ্রেমিকই প্রকৃত আত্মীয় বন্ধু স্বজনাদি বাচ্য। কারণ তাহার সম্বন্ধ সেবা সঙ্গতি সর্ব্বতোভাবেই পরমার্থপ্রদ।সেই সে পিতা মাতা সেই বন্ধু ভ্রাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেম ভক্তিদাতা।। পক্ষে প্রাকৃত বহির্ম্মুখ আত্মীয় স্বজনাদি স্বজনাখ্য দস্যু বাচ্য।কেন ? যেহেতু তাহারা দস্যুর ন্যায় স্বজনের কৃষ্ণসেবার প্রবৃত্তি শক্তি সামর্থ্যাদি হরণ করে ও নিজ সেবায় নিযুক্ত করে। অতএব তাদৃশ স্বার্থসাধক আত্মীয়াদিতে স্বজন জ্ঞান করা অজ্ঞতা বিশেষ। অনিত্যে নিত্যজ্ঞান তথা নিত্যে অনিত্যজ্ঞান অবিদ্যালক্ষণ।অবিদ্যালক্ষণ কখনই ধর্ম্মে মান্য হইতে পারে না। আত্মীয়জ্ঞানে বহির্ম্মুখজনে আসক্তি বন্ধনের কারণ আর আত্মীয়জ্ঞানে পরমার্থবিদ বৈষ্ণবে আসক্তি মুক্তি কারণ ধর্ম্মলক্ষণ।পরন্তু পরমার্থবিদ বৈষ্ণবে অনাত্মীয় জ্ঞান ও অনাসক্তি ব্যবহার মূর্খতার নিদর্শন এবং অন্যায্যাচার বিশেষ।উপসংহারে বক্তব্য--ভগবৎপ্রীতিকর সকলই ধর্ম্মে গণ্য আর ভগবৎপ্রীতিহীন বেদধর্ম্মাদিও অধর্ম্মে মান্য।

সেবকের ধর্ম্ম সেব্য সুখ সম্পাদন।
তদর্থে সকলচেষ্টা ভাবাদি পালন।।
সেব্যসুখ অনুকূল ধর্ম্ম পালনীয়।
সেব্যসুখ প্রতিকূল কর্ম্ম বর্জ্জনীয়।।
সেব্যসুখ তাৎপর্য্যে অধর্ম্ম ধর্ম্ম হয়।
সেব্যসুখ বিরোধে ধর্ম্ম অধর্ম্মময়।।
কামাদিও ধর্ম্ম হয় কৃষ্ণের সম্বন্ধে।
অধর্ম্ম ধর্ম্ম হয় কৃষ্ণসেবাবন্ধে।।
বন্য হয়ে ধন্য হয় কৃষ্ণ পদাশ্রয়ে।
ধন্য হয়ে বন্য হয় কৃষ্ণস্মৃতিলয়ে।।
কৃষ্ণপ্রীতিবাধে বেদধর্ম্ম গ্রাহ্য নয়।
কৃষ্ণস্মৃতি সাধে লোকাচার ধর্ম্ম হয়।।
অতএব সেব্যকৃষ্ণ সেবা সুখ তরে।
ধর্ম্ম কর্ম্ম কর জীব যাবে সুখে তরে।।

----ঃ০ঃ০ঃ০ঃ০ঃ০ঃ০ঃ০ঃ০ঃ০ঃ০---

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
শ্রীকৃষ্ণের ননীচুরিলীলাস্বাদ
জয় নন্দলাল জয়গোপাল

লীলাপুরুষোত্তম গোবিন্দ লীলাভরে ব্রজরাজ নন্দের নন্দন হয়েছেন। ব্রজে আনন্দের তরঙ্গ খেলে চলেছে। নন্দলাল হয়েছেন সকলের আনন্দকন্দ।

কালক্রমে হাঁটিতে শিখেছেন.কমলালালিত ললিতচরণ বিন্যাসে পৃথিবী ও গোপীদের আনন্দ বর্দ্ধন করে চলেছেন। সঙ্গে মিলেছেন সম বয়স্ক গোপ বালকবৃন্দ। যেন সোনায় সোহাগা। তারা সকলেই কৃষ্ণের সখা,কৃষ্ণগতপ্রাণ। একসঙ্গেই উঠা বসা চলা ফেরা আহার বিহার খেলাধূলা। খেলা আর কিছুই নয় যাহা জগতে প্রসিদ্ধ বালখেলা। ঈশ্বর হয়েও প্রাকৃত বালকবৎ প্রাকৃত খেলায় বিভোর। খেলার মধ্যে আবার ননীচুরী তাঁর প্রসিদ্ধ খেলা। পড়সী গোপীদের ঘরে ঘরে ননীচুরীর সাড়া পড়ে গেছে। যাদের ঘরে চুরি করেন তাদের বালকেরাও তাঁর সঙ্গী। তাই চুরি খেলায় এত আনন্দ। কেবল ননী নয় তার সঙ্গে দুধ দই পেলেও ছাড়া নেই।যে যে ঘরে এসবের অভাব সে সে ঘরেই উৎপাত অপন্যায়ের প্রচার। অকালে বৎস মোচন, ধরা পড়লে ক্রোধ প্রকাশ, শিশু কাঁদান, কলসী ভাঙ্গাভাভাঙ্গি, উপস্কৃত স্থানে মল মূত্রাদি ত্যাগ ইত্যাদি।

গোপগোপীগণ ব্রজবালক সহ বালকৃষ্ণের এসব খেলায় বাহ্যতঃ রুষ্ট হলেও অন্তরে মহাতুষ্ট। কৃষ্ণের বালচাপল্য মাধুর্য্যাস্বাদনে তারা ধন্যা সার্থকজন্মা।

সার্থক তাদের নয়ন মন। তাদের অন্তরে প্রেমযোগ ,বাইরে অভিযোগ। অন্য গোপীর সংযোগে তার রসাস্বাদনে কর্ণ রসায়নের সুবর্ণসুযোগ। আড়াল থেকে বালকৃষ্ণের চৌর্য্যচাতুর্য্য দর্শনে আনন্দ আর ধরে না। আর হাতে ধরা পড়লে ননীচোরার কাকুতি মিনতির অন্ত থাকে না। সেই কাকুতি মিনতিতে গলে যায় গোপীর অন্তর।

কার্য্যান্তরে আর মন থাকে না, থাকে কেবল ননীচোরার লীলান্তরে। বালকৃষ্ণের মৃদুবচনে, মৃদুলাঙ্গের পরশে, মধুর রূপমাধুরী পানে মানে না মনের মানা কার্য্যের চাপ। বেড়ে চলে মনের তাপ, নয়নের জল, স্তনের ধারায় স্নাত হয় কাঁচুলী। কোলে নিতে, মুখে চুম্বা দিতে, বুকে ধরে স্তন পান করাতে সাধের প্রাসাদ গড়ে উঠে।

সেই প্রাসাদান্তরে জননী হয়ে রত থাকে গোপালের সেবায়। কোন গোপী গোপাল চিন্তায় তন্ময় হয়ে তারই লীলাগানে বিভোর হয়ে পড়েন। কোন গোপী নিদ্রাঘোরে ঐ ননীচোরা যায়, ধর ধর বলে চীৎকার করে উঠেন। কোন গোপী দধি মন্থন করতে করতে আপন মনে ননীচুরি লীলা স্মরণ করে হাসতে থাকেন। কখনও বা যশোদাভাবে বিভোর হয়ে গোপাল

গোপাল বলে ডাকতে থাকেন। কোন গোপী তার সখীকে স্বপ্নবৃত্তান্ত বলে রসাস্বাদন করেন। বলেন কি সখি! গতরাত্রে স্বপ্ন দেখছি ননীচোরা আমাদের বাড়ীতে এসেছে। আমি আড়ালে থেকে দেখছি ননীচোরা ঘরে ঢুকলো না আনমনা হয়ে চলে যাচ্ছে। ডাকলাম চোরা ননীচুরি করবে না? গোপাল বললো -না তোমার ঘরে কোন দিনই আর আসবো না।আমি বললাম -কেন গোপাল? গোপাল বললো-তুমি আমার নামে নালিশ করেছ কেন? আমি বললাম -আর করবো না। এই বলে গোপালকে কোলে নিতে গেলাম।দ্রুত পদে গিয়ে তাকে ধরলাম। কোলে আসতে চায় না। কেঁদে ফেললো। কাঁদতে কাঁদতে বললো নালিশ করে আদর কিসের? আমি বললাম-বাবা গোপাল আর করবো না, এই ননী খাও মাণিক। কোলে নিয়ে কত না সাধলাম। খাবেই না। আমি কাঁদতে লাগলাম ননীহাতে ।গোপাল চলে গেল।ওমা! কিছুক্ষণ পরে দেখি ননীচোরা মিটি মিটি হাসতে হাসতে হাতের ননী খেতে লাগলো আর একহাতে আমার নয়ন জল মুছায়ে দিল। তাকে কোলে নিয়ে মুখে চুম্বা দিতেই নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। কোন গোপী বললো সখি! সত্যই বলি গোপালকে না দেখে থাকতে পারি না। মনে ভাল লাগে না। কোন গোপী ননীচোরার আগমনের প্রতীক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কখন আসবে ?কেন আসছে না? কি হলো?সাড়া পাওয়া যায় না কেন?তবে আজ কি আসবে না?তার জন্য তো ননী রেখে দিয়েছি। যদি না আসে তবে কে খাবে? কি হবে ? না খেলে কি ভাল লাগে? তবে কি নালিশ করেছি বলে মনে দুঃখ পেয়েছে? হায় কেন বা নালিশ করলাম। বলতে বলতে গোপী অঝোর নয়নে কাঁদতে থাকেন। নয়ন তারাকে না দেখে গোপী ঘরে থাকতে পারেন না। বার বার ছুটে যান নন্দভবনে। ঘরের কাজ সব পড়ে থাকে। নিজ শিশু কাঁদতে থাকলেও তাতে ভ্রুক্ষেপ দেয় না। শাশুড়ীর অভিযোগে মনযোগ নাই। গোপালের মা মাসিমা ডাক যেন হৃদয়কে কেড়ে নেয়। তপ্তইক্ষু চর্ব্বনের ন্যায় তার বাল চাপল্য গোপীদের অসহ্য ও অত্যাজ্যরূপে তদেকচিত্ততা সম্পাদন করে। সকল কাজের মাঝে অন্তরে বালকৃষ্ণের লীলার প্রস্রবণ বয়ে চলে। কখনও বা গোমুখ দিয়ে গঙ্গাধারার ন্যায় শ্রীমুখ দিয়ে বালকৃষ্ণের লীলামৃত তরঙ্গিণী তরঙ্গ রঙ্গিণী রূপে প্রবাহিত হয়। দিন দিন ননীচোরার প্রভাব ও প্রতাপ বেড়ে চলেছে।গোপীদের কাণাকাণিও বেড়ে চলেছে প্রবলধারে । একদিন গোপীগণ দলবদ্ধভাবে উপস্থিত হলেন নন্দভবনে। নন্দরানী তখন গোপাল সেবায় তৎপরা।দলবদ্ধ ভাবে আসতে দেখে যশোদা মা অভ্যুত্থান করে জিজ্ঞাসা করলেন-ওগো তোমাদের আগমনের কারণ কি বল না?

গোপীগণ-আমাদের কিছু অভিযোগ আছে।

যশোদা-- অভিযোগ? কিসের অভিযোগ?

গোপীগণ--তোমার গোপালের নামে।

যশোদা-আমার গোপাল তোমাদের কি করেছে?

গোপীগণ--কি করেছে তা তোমার গোপালের কাছে শুনে দেখ না।

যশোদা--গোপাল!তুমি ওদের কি করেছ?

গোপাল--আমি কিছুই করি নাই ।

যশোদা--তবে ওরা এসেছে কেন?সত্য বল তুমি কি ওদের বাড়ী গিয়েছিলে?

গোপাল--না মা আমি ওদের ঘরে যায়নি।

গোপী--ওমা যশোদে! তোমার গোপাল এত মিথ্যা বলতে পারে?

যশোদা--কি হয়েছে খুলে বল না।

গোপী--তবে শুন, তোমার গোপাল অন্যান্য বালকদের সঙ্গে আমাদের ঘরে ঘরে ননীচুরি করে, অপচয় করে, অন্যায় করে।

যশোদা- তোমরা ঘরে থাক না?

গোপী- ঘরে থাকলেও কিন্তু ওর চুরির পদ্ধতি বড় চমৎকারপ্রদ।

যশোদা - কেমন সে পদ্ধতি ?

গোপী-- গোপাল চুরি করতে গিয়ে আমরা ঘরে আছি দেখে অলক্ষিতরূপে অসময়ে বাঁছুর ছেড়ে দেয়।কে ছাড়ল কে ছাড়ল? বলতেই ও লুকিয়ে থাকে অন্যত্র।আমরা বাঁছুর সামলাতে যায়। এই অবসরে বালকদের সঙ্গে চুরি করে চলে।

যশোদা--গোপাল! তাই নাকি?

গোপাল-- না মা আমি কখনই চুরি করি না। পরঘরে যায় না, পরের ননী খাই না। আমি তো তোমার চোখে চোখেই থাকি।

এই কথায় গোপী বিস্মিত । বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। গোপাল ঠিকই বলেছেন তিনি পর ঘরে যান না ।

তবে যাদের ঘরে গিয়েছিলেন তারা কি পর নহেন? বা তাদের ঘর কি পর ঘর না? না তাহা পর ঘর নহে। শ্রীশুকদেব বলেছেন গোপীগণ নিজ নিজ পুত্র অপেক্ষা কৃষ্ণে কোটি গুণ স্নেহ করেন। প্রাণাধিক করে জানেন ও মানেন। বলুন তারা কি কখনও কৃষ্ণের পর হতে পারেন বা তাদের ঘর কি কখনও পর ঘর হতে পারে? তারা কৃষ্ণের পরম আত্মীয়জন। সেই পর যার সঙ্গে নাই কোন প্রীতি সম্বন্ধ।কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীর সম্বন্ধ প্রাণে প্রাণে। অতএব গোপী পর হতে পারেন না। তাই গোপাল বলছেন আমি পর ঘরে যায় না। আরও বললেন আমি পর ননী খায় না। তার অর্থ এইরূপ-কৃষ্ণ পক্ষে অভক্তই পর। তাদৃশ অভক্তগৃহে কৃষ্ণ যান না বা তাদের ননীও খান না। পর ননী খাই না অর্থাৎ নিজ ননীই খাই।এর অর্থ-কৃষ্ণপরা গোপীগণ কৃষ্ণ গুণগান যোগে যে ননী তুলেন, যা তুলতে তুলতে মানসে কৃষ্ণের ননীভোজন লীলারও ধ্যান করেন সেই ননী তো পরের হতে পারে না।সেই ননী তত্ত্বতঃ তারই। তাই গোপাল বলেছেন আমি পর ঘরে যায় না, পর ননী খায় না। আবার গোপাল বললেন আমি চুরি করি না।

গোপী- গোপাল তুমি এ কি বলছ। সেদিন যে তোমায় হাতে হাতে ধরেছিলাম। তখন কতই কাকুতি মিনতি মা মাসী বলে ছাড় পেয়েছিলে। সেকথা কি তোমার মনে নাই? আর এখন বলছ চুরি করি না।ও বুঝতে পেরেছি মায়ের কাছে মারণ খাওয়ার ভয় আছে।

ভাবার্থ--গোপাল বললেন আমি চুরি করি না। (স্বগত)কারণ আমার পর বলে কেহই নাই,কিছুই নাই।সবই আমার, আমাতেই আছে। আমিই

সকলের মালিক।যারা অভিযোগ জানাচ্ছেন তাহারাও আমার। আমি চুরি করবো কেন?আমার অভাব কিসের ? অভাবীই চুরি করে।আমার অভাব নাই তাই চুরি করি না। কেবল মাত্র আমার জন্য যাহা প্রস্তুত হয় অন্যত্র আমি তাহাই গ্রহণ করি। এতে আমি চোর হবো কেন?(প্রকাশ্যে)-বল মা আমি চোর হলাম কেমন করে? আমার সঙ্গে ওগোপীদের ছেলেও ছিল। সে আগে আমার মুখে ননী দিয়েছিল। তাহলে আমি চোর হবো কেন? আরও বিচার কর মা আমি যে চুরি করেছি তাহা ওনী কেমন করে জানলেন?

গোপী-আমি সাক্ষাতে তোমাকে চুরি করতে দেখেছি।

গোপাল- মা বিচার কর। মালিকের সাক্ষাতে মালিকের ছেলের দেওয়া বস্তু গ্রহণে গ্রহণকারী কি কখনও চোর হয়?এ কেমন অভিযোগ অন্যায় করে বললে আমিও ছেড়ে দিব না মা।

যশোদা-গোপাল!তুমি একটু আগেই বললে আমি পর ঘরে যায় না কিন্তু এখন প্রমাণিত হলো তুমি পর ঘরে যাও। তুমি যে চুরি কর তাহাও প্রমাণিত হচ্ছে ।

গোপাল- মা এ তোমার বোঝার ভূল। আমি চোর একথায় তুমি বিশ্বাস করলে কেমন করে? জান তারা নিজেরাই চোর তাদের ছেলে চোর। তাই আমাকেও চোর সাজাচ্ছে।

ভাবার্থ-গোপাল বললেন তারা চোর আমি নহি ।কেন? না শাস্ত্র বলছেন দেবদত্ত বস্তু দেবতাকে না নিবেদন করে গ্রহণ করাই চুরি কার্য্য। অতএব যাহা ভগবানে অর্পিত হয় নাই তার গ্রহণে চুরি করা হয়। আমি সেই ভগবান।আমাকে না নিবেদন করে খাই তাই তারা চোর।আমারই সব, আমিই সবের মালিক।

আমার প্রসাদই তার ভক্ষ্য।সেখানে নিজেই ভোক্তা সেজে যে আমাকে না জানায়ে খায় সে চোর। মালিকের বস্তু মালিক লইলে কখনই সে চোর হয় না। অতএব আমি চোর নহি তারাই চোর।

যশোদা-তোমাকে তারা হাতে তুলে দিয়েছে কি?

গোপাল-না তার ছেলে তুলে দিয়েছে আমি খেয়েছি মাত্র।

যশোদা-তা হলে তো তোমার চুরি করাই হলো।

গোপাল- (রাগ করে)আমি পর ঘরে চুরি করি তো বেশ করি। আমি পর ঘরেই চুরি করি জানবে।

ভাবার্থ-গোপাল বলছেন আমি পর ঘরেই চুরি করি অপর ঘরে নয়। পর ঘর মানে শ্রেষ্ঠ ঘর। যে ঘরে আমার ভক্ত থাকে, যে ঘরে আমার ভোগের বস্তু থাকে যে ঘর আমার গুণগানে মুখরিত সেই ঘরই পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ঘর । আমি সেই ঘরেই চুরি করি।

যশোদা-(মুখে চুম্ব দিয়ে)গোপাল বেশ! তুমি চুরি কর না মানলাম কিন্তু এরা কি মিথ্যা বলছে ?

গোপাল -হাঁ এরা মিথ্যাই বলছে। এরা সকলেই মিথ্যাবাদিনী।

তাৎপর্য্য- গোপাল বললেন এরা সব মিথ্যাবাদিনী তাহা সত্যই। কারণ যাদের তত্ত্বজ্ঞান আছে তারা জগদীশ্বর কৃষ্ণকে চোর বলতে পারে না, পর বলতে পারে না। তবে যে বলে তা কৃষ্ণের মায়া বলেই বলে। তাঁর মায়া গুণে জীবের স্বতন্ত্র বুদ্ধি হয়। ভেদবুদ্ধি হয়,পর জ্ঞান হয়। কৃষ্ণের সম্পত্তিকেই নিজের সম্পত্তি বলে দাবী করে আর কৃষ্ণকে মানে পর। বিচার করুন, বিক্রীতদাসের মালিকত্ব কোথায়? সেব্যের সেবা সম্পত্তির রক্ষণবেক্ষণের ভার থাকে সেবকের। সেবক যদি ঐ সম্পত্তির মালিকত্ব দাবী করে তবে তাহার মিথ্যাবাদীত্বই প্রকাশিত ও প্রমাণিত হয়। যাহা তত্ত্বতঃ সত্য নহে কিন্তু সত্যের মত প্রতীত হয় তাহাই মায়া। সেই মায়া বলে জীব যাহা বলে সবই মিথ্যাময়। তাই গোপাল বললেন এরা সব মিথ্যাবাদিনী।

গোপী--গোপাল! আমরা নাই মিথ্যাবাদিনী হলাম এবং তুমিও চোর নহ বেশ কথা তবে আমাদের দেখে তুমি ভয়ে পালায়ে যাও কেন? মালিক তো কখনওপলায় না, পলায় মাত্র চোর।

গোপাল- আমি পলায় ভয়বশতঃ নহে কিন্তু কৌতুক ভরে তোমাদের ভ্রান্ত ধারণা দেখে।

যশোদা-গোপীগণ! তোমাদের কাছে আমার নিবেদন তোমরা দই দুধ মাখনাদির পাত্রগুলি উচ্চস্থানে রাখিও

যাতে গোপাল হাতে না পায়।

গোপী--ওমা!তা আর বলতে হবে না আমরা আগেই সেরূপ রেখে দেখেছি। তোমার গোপাল চতুর শিরোমণি সব জানে উদুখলাদি যোগে সেই উচ্চস্থান থেকে মাখনাদি চুরি করে। যদি কোন সহায় না পায় তাহলে সখাদের পীঠে উঠে আনন্দ করে চুরি করে। যদি সেই উপায়েও মাখন ভাণ্ড হাতে না পায় তাহলে লাঠি দিয়ে তা ভেঙ্গে ফেলে আর আনন্দ মনে লুট করে খায় ও বানরকে দেয়।

প্রশ্ন-ভগবান সখাদের সঙ্গে ননী খান সেতো উত্তমকথা কিন্তু বানরদিগকে দেন কেন?

উত্তর-ঐ বানর গুলি তাঁর ভক্ত। তারা বানর হয়ে প্রভুর সেবা করে। তারা প্রভুর প্রসাদের প্রত্যাশী। তাই তাদেরকে কৃষ্ণ প্রসাদী মাখনাদি দেন, তাঁর বানরের নাম দধিলোভ।

যশোদা-- গোপাল!তুমি এইভাবে ওদের ঘরে ননীচুরি ও অপচয় কর?

গোপাল- না মা শপথ করে বলছি আমি চুরি করি না। আমার সঙ্গীরা আমার দ্বারাই করায়।

ভাবার্থ-গোপাল বলছেন আমি চুরি করি না সঙ্গীরাই করায়।ইহা সত্য ঘটনা।কারণ ভগবান ভক্তবশ,ভক্ত প্রেমাধীন,ভক্ত বাঞ্ছাকল্পতরু।তাঁদের প্রার্থনা পূর্ণ করতে যেয়ে ভগবানের আত্মারামতা আপ্তকামতা স্বতন্ত্রতার প্রকাশ অনেক স্থানেই হয় না। যথা তিনি গোপীদের প্রার্থনায় পারকীয় রতি বিলাস করেছেন। ভক্তের প্রতিজ্ঞা রাখতে যেয়ে নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন, পিতা হয়েও পুত্র হয়েছেন, প্রভু হয়েও ভৃত্য হয়েছেন, সর্ব্বজ্ঞ হয়েও মুগ্ধ হয়েছেন, মালিক হয়েও চোর সোজেছেন।

যশোদা-সখীগণ ! তোমরা এক কাজ করিও ।তোমাদের দুধ দয়ের ভাণ্ডগুলি অন্ধকার ঘরে রেখে দিও।

গোপী--(হাসতে হাসতে) রানী আর বলতে হবে না তাও করে দেখেছি। আমরা অন্ধকার ঘরে গোপনে রেখে দেখেছি কিন্তু সেখানেও তাঁর চুরি করতে অসুবিধা হয় না।

যশোদা - কেমন সে সুবিধা? গোপাল কি ঘরে দীপ জ্বালে?

গোপী-- না না দীপ জ্বালতে হয় না রানী। তোমার নীলমণির অঙ্গ কান্তিতেই ঘর আলোকিত হয়ে উঠে। সেই আলোকেই গোপাল স্বচ্ছন্দে চুরি করে যায়।

যশোদা -- তাই নাকি!গোপাল হাসতে থাকে ।সেই হাসিতে ঝরতে থাকে কত সুধা, সেই সুধা পানে গোপীদের থাকে না আত্মস্মৃতি ,ভূলে যায় অভিযোগ, স্নেহযোগে যোগিনী পারা হয়ে পড়ে তারা।

যশোদা- তবে তোমরা ঘর বন্ধ করে রেখ।

গোপী--ওমা তা আর বলতে হবে না। কতবার বন্ধ করেছি কিন্তু তোমার গোপাল কি যে ভেল্কি জানে তা জানিনা। দরজায় হাত দিতেই খুলে যায়।

যশোদা--আচ্ছা তোমরা দ্বারে বসে থাকিও।

গোপী-- রানী তাও দোখেছি কিন্তু তোমার মোহন গোপাল নানা ছলে আমাদেরকে সরায়ে স্বচ্ছন্দে চুরি করে যায় ।একদিনের ঘটনা শুন। আমি দ্বারে বসে আছি। এমন সময় একটি বালক এসে বললো মাসিমা শুনেছেন যমুনা তীরে একজন অদ্ভূত সাধু বাবা এসেছেন। তাকে দেখতে কত লোক চলেছেন। সবাইকে তিনি আশীর্ব্বাদ করছেন । আপনি যাবেন না ? আমি একথা শুনে সাধু দর্শনে গেলাম। ওমা যমুনা তীরে যেয়ে কোথাও কাহাকেও দেখতে না পেয়ে বিস্মিত মনে ঘরে ফিরলাম। ঘরে ঢুকতেই দেখি দুধ দয়ের ছড়াছড়ি, মাখন পাত্র শূন্য। তখনই বুঝতে পারলাম তোমার গোপালের চালাকী। সাক্ষাতে দেখলাম তাঁর পায়ের চিহ্ন ঘর ভরা।

যশোদা--গোপীগণ! তোমরা যা বলছ তা সত্য মানলাম। কিন্তু আমার অনুভবের কথা শুন সত্যই বলছি আমি গোপালকে সব সময় আমার ঘরেই খেলতে দেখি। আর তোমরা বলছ আমাদের ঘরে অপচয় করে।

গোপী-- রানী! তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝলাম যদি হাতে ধরে এনে দেখাই তবে বিশ্বাসতো করতেই হবে।

যশোদা-- হাঁ সেটাই ভালকথা।ভাবার্থ --যশোদা বলছেন গোপালকে আমি আমার ঘরেই খেলতে দেখি একথা মিথ্যা নয় আর গোপী বলছেন আমাদের ঘরে খেলে একথাও মিথ্যা নয়। কারণ গোপালদেব ঈশ্বর,এক হয়েও তিনি যুগপৎ অনেকের মনোরথ পূর্ণ করতে সমর্থ। একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। অতএব তিনি যুগপৎ যশোদা ও গোপীর ঘরে খেলা করেন ইহা সত্য ঘটনা ।

গোপীগণ যশোদাকে সম্ভাষণ করে নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেলেন। মনে চিন্তা কি করে ননীচোরাকে ধরা যায়।

গোপালের ধ্যান চলতে লাগলো মনে নানা কাজের মাঝে। অন্তর্যামী শ্রীহরি জানতে পারলেন গোপীর মনোভাব। বাঞ্ছাকল্পতরু চললেন গোপীর ঘরে ননী চুরি করতে। গোপী দূর থেকে গোপালকে আসতে দেখে দেহ কে লুকায়ে রাখলেন আড়ালে। ইতস্ততঃ শঙ্কিতনয়নে নয়নাভিরাম প্রবেশ করলেন গোপীর ভবনে। ওদিকে গোপী আড়াল থেকে তাঁর চৌর্য্যচাতুর্য্য আস্বাদন করতে লাগলেন নয়ন ভরে।যেই না গোপাল ননী ভোজনে আনমনা হয়েছেন অমুনি যেয়ে গোপী পিছন থেকে ধরে ফেললেন ননীচোরকে। আহা গোপালের সেই ছটফটানি কে দেখে। কাকুতি মিনতির প্রবাহ বহে গেল। মাসিমা আজ ছেড়ে দাও আর কোন দিন তোমার ঘরে আসবো না

গোপী-আজ আর ছাড়াছাড়ি নাই গোপাল। তোমার মায়ের কাছে ধরে লয়ে যাব।

গোপাল- না না পায়ে পড়ি মাসিমা মাকে একথা জানাবে না, জানালে মা মারবে।

গোপী-আজ আর ছাড়াছাড়ি নাই গোপাল। তোমার মাকে কতবার জানায়েছি কিন্তু বিশ্বাস করে নাই। আজ হাতে হাতে বিশ্বাস করিয়ে দিব। এই বলে গোপী গোপালের হাতে ধরে চলেছেন নন্দভবনে। সাড়া পড়ে গেছে সর্ব্বত্র। সঙ্গী বালকগণও চলেছে। গোপী ঘুমটা টেনেছেন একহাত। গোপাল পথিমধ্যে নয়ন ঈঙ্গিতে সকলকে দলে করে কাতর ভাবে বলে উঠলো মাসিমা হাতে লাগছে। গোপী মধুর ভাবে ধরলেন তথাপিও গোপাল বলতে লাগলো হাতে ব্যাথা লাগছে। তবুও ছাড় নাই। গোপাল মনে যুক্তি করে গোপীকে লজ্জিত করবার জন্য তার ছেলের হাতখানা নিজ হাতের কাছে এনে বললো মাসিমা! এই হাতে ব্যাথা লাগছে এই হাত খানা ধর না। গোপী তাই করলেন আনদাজে। এদিকে গোপাল দৌড়ে মায়ের কাছে এসে সাধু সেজে বসলেন। যশোদা তাঁর লালন পালনে আত্মহারা। ওদিকে গোপী নিজ পুত্রের হাত ধরে মহানন্দে নন্দভবনে চলেছেন। নন্দভবনের নিকটে যাইয়া উচ্চঃস্বরে ডাকতে লাগলেন ও নন্দরানী! ও নন্দরানী! কোথায় তুমি ?

যশোদা উত্তর করলেন কেহে ডাকছ?

গোপী- এই যে তোমার গোপালকে ধরে এনেছি।দেখে নাও।

যশোদা-- কই আমার গোপালতো আমার কাছেই আছে।

গোপী--চোখে কম দেখছ নাকি?আমার হাতে গোপাল আর তুমি বলছো আমার কাছে ?

যশোদা-- ঘুমটাখানি খুলে দেখ না আমার গোপাল কোথায়?

গোপী ঘুমটা খুলেই দেখে তার হাতে গোপাল নাই আছে নিজের ছেলে। সকলের মুখে হাসি আর ধরে না। গোপীও লজ্জিত ও বিস্মিত হয়ে যশোদার কাছে গোপাল দেখে হাসতে লাগলেন। বলিলেন রানী সত্যই তোমার গোপালকে ধরেছিলাম কিন্তু পথিমধ্যে সে চালাকী করে বললো হাতে লাগছে মাসিমা এই হাত ধরুন আমি তাই করলাম এখন বুঝলাম চালাকী করে আমার ছেলের হাত ধরিয়ে দিয়ে গোপাল পালায়ে এসেছে। গোপাল তোমার সত্যই চালাক শিরোমণি। তারপর গোপী গোপালের মুখে চুম্বা দিয়ে যশোদার সঙ্গে মিতালী করে ঘরে চলে গেলেন।

এই ননীচুরি লীলা ভক্তগোপী বিনোদন লীলা বিশেষ। মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ। ভগবান ননীচুরি ছলে গোপীদের ননীবৎ স্নেহমশৃণ কোমল চিত্তকে হরণ করেন। পরমার্থ বিচারে ইহাই গোপীদের প্রতি ভগবানের পরমানুগ্রহ স্বরূপ। আয়ুর্ঘৃতম্ ন্যায়ে গোপীদের চিত্তই নবনীতবৎ। শুকদেব প্রভুও বলিয়াছেন,ততস্তু ভগবান্ কৃষ্ণো বয়স্যৈর্ব্রজবালকৈঃ। সহরামো ব্রজস্ত্রীণাং চিক্রীড়ে জনয়ন্মুদম্।। অতঃপর ভগবান কৃষ্ণ বলরাম ও বয়স্য ব্রজবালকদের সহিত ব্রজস্ত্রীদের আনন্দ জন্মাইয়া খেলা করিয়াছিলেন। অতএব ননীচুরি লীলা গোপীদের পরমানন্দ কারণ রূপে পরমানুগ্রহ স্বরূপ। যদি প্রশ্ন হয় কৃষ্ণ যখন গোপীদের প্রাণাধিক প্রিয় স্নেহভাজন তখন চাইলেই তো পান তবে চুরি করে খান কেন?

উত্তর- ভগবান রসিকশেখর। রস কি ভাবে আস্বাদন করতে হয় তাহা তিনি ভালই জানেন। যেরূপ গৃহভোজন অপেক্ষা বনভোজন অধিক সুখকর তদ্রূপ চেয়ে খাওয়া অপেক্ষা চুরি করে খাওয়া কৃষ্ণপক্ষে রসপ্রদ আনন্দপ্রদ, চমৎকারপ্রদ। তিনি মধুরাধিপতি তাঁর সব কিছুই মধুর মধুর। অতএব তাঁর চুরিলীলাও মধুর মধুর রূপেই ভক্তের রুচিকর। যেরূপ স্বকীয়াভাব অপেক্ষা পরকীয়াভাবে রসোল্লাস আছে বলিয়াই ভগবান স্বকীয়া শক্তিরূপা গোপীদিগকে পরকীয়া করায়ে নিজে পরকীয় নায়ক হয়ে তদ্ভাব আস্বাদন করেছেন। যাহা রসময় নহে, যাহা সুখকর নহে তাহা ভগবানের আলোচ্য নহে,আচর্য্য নহে।কৃষ্ণ যে কেবল পর ঘরে চুরি করে খান তাহা নয় নিজ ঘরেও খান। গোপীদের মুখে তাঁর ননীচুরির কথা শুনে মা যশোদার মনে সেই লীলা দেখবার বাসনা জেগেছিল। বাঞ্ছাকল্পতরু কৃষ্ণ মায়ের সেই বাসনা পূর্ণ করেছেন দামোদর লীলায়। যেরূপ চিন্তামণির সংসর্গে তুচ্ছ লৌহাদি স্বর্ণে পরিণত হয় তদ্রূপ রসিকরাজের লীলায় যাহা অন্যত্র হেয় তুচ্ছ নিন্দনীয় তাহা পরম উপাদেয় প্রশংসনীয় হয়। দেখুন না,লোকে চুরি করলে দণ্ড পায়, পাপ হয়, যমালয়ে যায়। কিন্তু কৃষ্ণের চুরি লীলা ভক্তের জীবাতু। তাঁর শ্রবণে পাপতাপ সংসারভয় যমভয় দূরে যায়। যেরূপ কাজল অঙ্গের অন্যত্র দূষণ স্বরূপ হইলেও নয়নের ভূষণ স্বরূপ তদ্রূপ সর্ব্বোত্তম আধারে হেয় ভাবও উপাদেয়তা লাভ করে। যেরূপ ধূলিকণা সামান্য হইলেও মহতের পদস্পর্শে মহত্ব ধারণ করে, শিরোধার্য্য হয়, মহিমান্বিত হয়, অন্যকেও মহৎ করে তদ্রূপ মহতো মহিয়ান্ ভগবানে অধর্ম্মও পরম ধর্ম্মবৎ সক্রিয়। ভগবান এমনই গুণের নিদান যে তাহাতে প্রসিদ্ধ দোষও গুণবৎ কার্য্য করে। তন্নিমিত্ত পাপও ধর্ম্মে পরিণত হয় আর তদ্ভাব রহিত হইলে প্রসিদ্ধ ধর্ম্মও পাপে গন্য হয়। ইহাই ঈশ্বরের ঈশত্ব। এ গুণ অন্য কোন দেবে বা জীবে বা কোন প্রাণীতে নাই। কারণ তারা সকলেই ক্ষুদ্র, বিভু নহে, ভূমাও নহে। ভুমা পুরুষই অচিন্ত্য গুণবান, ভুমা গুণের আধার।ক্ষুদ্রে দোষের প্রচার। বৃহৎজলাশয়ে কত জীব স্নানাদি করে , আবার পানাদিও করে তাহাতে দোষের অবসর নাই কিন্তু এক ঘটি জলে কেহ হাত দিলে বা তাহাতে কোন প্রাণী পড়লে অথবা জাত্যন্তরের স্পর্শ হলে অপবিত্র ও অপেয় হয়। সূর্যে যেরূপ দিবা রাত্রের প্রশ্ন নাই আছে সূর্য্য প্রকাশিত জগতের তদ্রূপ ঈশ্বরে পাপপূন্যের বিচার নাই,আছে ঈশিতব্য বস্তুতে। অতএব যিনি পাপপূন্যের অতীত, যাহাতে ধর্ম্মাধর্ম্ম উজ্জ্বল বিমল রূপে বিদ্যমান সেই শ্রীহরিই জীবের আরাধ্য সেব্য পূজ্য ও শরণ্য। তাঁর পূজকও তৎপ্রভাবে পাপ পূন্যাতীত হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ হরিল ননী যে গোপীর ঘরে।
তাঁর ভাগ্য সীমা করিবারে কেবা পারে।।
ধ্যানে যাঁরে নাহি পায় জ্ঞানীযোগীগণ।
সে হরি হরিল ননী অদ্ভূত কথন।।
কত যত্নে নিবেদন করে কতজন।
তথাপি না খায় প্রভু সে উপকরণ।।
বিনা নিবেদনে যাঁর হরে সর ননী।
তাহাতে ভক্তবাৎসল্য প্রকাশ আপনি।।
ভক্তের দ্রব্য প্রভু কাড়ি কাড়ি খায়।
অভক্তের দ্রব্য প্রভু উলটি না চায়।।
ভক্তের দ্রবে প্রভুর বাড়ে তৃষ্ণালোভ।
লোভে হরে সেই দ্রব্য গোপিকাবল্লভ।।
ভক্তের দ্রব্যকে জানে প্রভু নিজ ধন।
মায়াবশে গোপী করে তাঁরে পর জ্ঞান।।
বাইরেতো রোষ খেলে অন্তরে সন্তোষ।
এবিচিত্র ভাব করে প্রেম ধর্ম্মপোষ।।
যেজন রসিক সেই জানে তার মর্ম্ম।
অরসিকজন মানে তাহাকে অধর্ম্ম।।
বেদস্তুতি হরিতে নারে প্রভুর অন্তর।
গোপীর ভৎর্সনে বাড়ে আনন্দ প্রচুর।।
লালনপালন যৈছে বাৎসল্যানুভব।
তাড়ন ভৎর্সন তৈছে জান স্নেহভাব।।
যে গোপী ভর্ৎসিল সে যে গোবিন্দবৎসলা।
বাৎসল্যে শাসন স্নেহ বিবর্ত্তের খেলা।।
অশিষ্টে শাসন শিক্ষা তাড়ন ভৎর্সন।
বাৎসল্যে এসব কর্ম্ম বিবর্ত্তে গণন।।
এবিবর্ত্ত আস্বাদন করিবার তরে।
বালচাপল্য গোবিন্দ করে ঘরে ঘরে।।
প্রিয়ার মানমাধুর্য্য আস্বাদের তরে।
বিদগ্ধ নায়ক যথা বিরুদ্ধ আচরে।।
তথা হরি বাৎসল্য বিবর্ত্ত স্বাদিবারে।
বৎসলার ঘরে চুরি দুষ্টামী আচরে।।
ইহাই মাখন চুরি লীলার রহস্য।
এরহস্য জ্ঞানে সিদ্ধ তৎপ্রেম অবশ্য।।
জয় জয় শ্রীগোবিন্দ গোপী ননীচোর।
তোমার ভজনে প্রভু কর মোরে ভোর।।

তোমার কৃপায় জানি চুরির রহস্য।
দাসেরে চরণ পাশে রাখিবে অবশ্য।।
তুমি প্রাণনাথ তব রাধা প্রাণেশ্বরী।
এ গোবিন্দদাস মাগে চরণমাধুরী।।
যেজন রসিক সেই জানে তার মর্ম্ম।
অরসিকজন মানে তাহাকে অধর্ম্ম।।
বেদস্তুতি হরিতে নারে প্রভুর অন্তর।
গোপীর ভৎর্সনে বাড়ে আনন্দ প্রচুর।।
লালনপালন যৈছে বাৎসল্যানুভব।
তাড়ন ভৎর্সন তৈছে জান স্নেহভাব।।
যে গোপী ভর্ৎসিল সে যে গোবিন্দবৎসলা।
বাৎসল্যে শাসন স্নেহ বিবর্ত্তের খেলা।।
অশিষ্টে শাসন শিক্ষা তাড়ন ভৎর্সন।
বাৎসল্যে এসব কর্ম্ম বিবর্ত্তে গণন।।
এবিবর্ত্ত আস্বাদন করিবার তরে।
বালচাপল্য গোবিন্দ করে ঘরে ঘরে।।
প্রিয়ার মানমাধুর্য্য আস্বাদের তরে।
বিদগ্ধ নায়ক যথা বিরুদ্ধ আচরে।।
তথা হরি বাৎসল্য বিবর্ত্ত স্বাদিবারে।
বৎসলার ঘরে চুরি দুষ্টামী আচরে।।
ইহাই মাখন চুরি লীলার রহস্য।
এরহস্য জ্ঞানে সিদ্ধ তৎপ্রেম অবশ্য।।
জয় জয় শ্রীগোবিন্দ গোপী ননীচোর।
তোমার ভজনে প্রভু কর মোরে ভোর।।
তোমার কৃপায় জানি চুরির রহস্য।
দাসেরে চরণ পাশে রাখিবে অবশ্য।।
তুমি প্রাণনাথ তব রাধা প্রাণেশ্বরী।
এ গোবিন্দদাস মাগে চরণমাধুরী।।

----------ঃঃ----------

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণগোস্বামী মহারাজের

বিরহতিথিতে পুষ্পাঞ্জলী

(গৌড়ীয় দর্শনে বিরহ)

বিরহ বিয়োগ বিচ্ছেদ বাচক। আত্মীয় বাচ্যদের বিয়োগেই বিরহ দশা উদিত হয়। আত্মীয়তা যত ঘনিষ্ঠ বিরহ ততই গরিষ্ঠ। বিরহে দশ দশা উদিত হয়। চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তানব, মলিনতা, ব্যাধি, প্রলাপ, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু ভেদে দশা দশ প্রকার। পরন্তু আত্মীয়তার অভাবে বিরহ দশারও অভাব পরিদৃষ্ট হয়। দৈহিক বা গোত্রীয়াদি সম্বন্ধ থাকিলেও মমতাস্পদ বস্তু ও ব্যক্তি বিশেষের বিচ্ছেদেই মাত্র বিরহদশা উদিত হয়। গোড়ীয় দর্শনে বিরহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবস্থান করে। বিশেষতঃ গৌড়ীয় ভজন বিরহ বেদনাতুর। প্রাকৃত জগতে অপস্বার্থপর জীবের মধ্যে যে বিরহ বিচার দেখা যায় তাহা প্রাকৃত ন তু পারমার্থিক। প্রাকৃত বিরহ শুদ্রতার জনক। পরন্তু অপ্রাকৃত বিরহ পারমার্থিক। কারণ পার্থিব দেহ দৈহিক বিষয়ের জন্য শোক হইতেই চিত্তমূঢ়তা ক্রমে ভগবদ্ভজনে বিরতি উপস্থিত হয়। তৎসঙ্গেই বিবর্ত্তবাদে জীবে শুদ্রতা প্রাপ্তি হয়। পরন্তু আত্মা ও পরমাত্মা নিত্য সত্য সচ্চিদানন্দময় বলিয়া তাহাদের মৃত্যু না থাকায় শোক ধর্ম্মের অভাবে শুদ্রতার উদয় হয় না। অবিনাশী বলিয়া সেখানে বিবর্ত্তবাদ নিরস্ত অতএব শোকধর্ম্ম ব্যাবৃত্ত। সেখানে নিত্য বিষ্ণু বৈষ্ণবের প্রতি মমতাই পরমধর্ম্ম বাচ্য। সেই পরমধর্ম্ম হইতেই তদীয় বিয়োগে যে ভাব উদিত হয় তাহাই বিরহ। ইহ জগতে গুরু বৈষ্ণব ভগবানই পারমার্থিক অতএব প্রকৃত আত্মীয় বান্ধব বাচ্য। এতদ্ব্যতীত অন্যত্র আত্মীয়তা তথা মমতা অধর্ম্মময়। তাহাতে থাকে জন্মান্তরবাদ। চৈতন্যভাগবতে বলেন,

সেই সে পিতা মাতা সেই বন্ধু ভ্রাতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তি দাতা।।

তত্ত্বপক্ষে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ মায়াবদ্ধজীবে প্রকৃত পিতৃত্ব মাতৃত্ব পতিত্ব ভ্রাতৃত্ব বা বন্ধুত্বাদি কিছুই নাই। স বন্ধুর্যো হিতে রতঃ। তিনিই বন্ধু যিনি হিতে রত। পরন্তু বদ্ধজীব অহিত রত। কৃষ্ণভক্তিই প্রকৃত হিত বাচ্য। কারণ তাহা হইতেই সকল প্রকার শ্রেয়ঃ লভ্য হয়। কৃষ্ণভক্তি সর্ব্ব সদ্গুণ জননী, কল্যান মঙ্গল জননী। ভক্ত তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত। তজ্জন্য তিনিই প্রকৃত বন্ধু বাচ্য। তিনি নিজে কুশল মঙ্গলে অবস্থান করেন এবং অন্যকেও তাহাতে প্রতিষ্ঠিত করান। বৈষ্ণব জগতাং গুরুঃ। বৈষ্ণবই জগতের গুরু ও বন্ধু। তাঁহাদের বিচ্ছেদ বিরহ গুরুতর বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে শ্রীরামানন্দ সংবাদে।

দুঃখের মধ্যে কোন দুঃখ হয় গুরুতর।
কৃষ্ণভক্ত বিরহ বিনা দুঃখ নাহি আর।।

সাংসারিক, সামাজিক ও দৈশিক জনগণের বিচ্ছেদ দুঃখপ্রদ হইলেও তাহা অপেক্ষা পারমার্থিক বান্ধব বৈষ্ণবের বিরহ অধিক গুরুতর তথাপি তদপেক্ষা কৃষ্ণভক্তের বিরহ পরমগুরুত্বপূর্ণ। যদিও অভীষ্টবোধে নিজ নিজ প্রিয়জন বিচ্ছেদ মর্মান্তিক বেদনাপ্রদ তত্রাপি কৃষ্ণ ভক্তের অভীষ্টতা সর্ব্বোপরি বলিয়া তাহার বিচ্ছেদ প্রাণান্ত দশার জনক। গুরুবৈষ্ণবের

বিদেহ মুক্তি হইতেই তদনুগজনে বিরহ দশা উপস্থিত হয়। সেই বিদেহ মুক্তি হইতেই নির্যাণ, তিরোভাব, তিরোধান, অপ্রকট ও মরণ দশা সংঘটিত হয়। সেখানে বৈকুণ্ঠগতিই নির্যাণ বাচ্য, দেহ হইতে আত্মার অন্তর্ধানহেতু তিরোভাব বা তিরোধান সংজ্ঞা, দেহে আত্মার প্রাকট্যের অভাবে অপ্রকট এবং মরণ সংজ্ঞা উপস্থিত হয়। ভগবান্ শ্রীকপিলদেব বলেন, নিরোধোঽস্য মরণমাবির্ভাবস্তু সম্ভবঃ অর্থাৎ আত্মার অবর্ত্তমানে দেহেন্দ্রিয় মনঃ প্রাণাদির চির নিরোধই মৃত্যু বাচ্য। আর তাহাদের উদয়ের নামই জন্ম বাচ্য। জগজ্জনের পরমাত্মীয় বৈষ্ণবরাজ নামাচার্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরের বিরহে শ্রীমন্মহাপ্রভু হর্ষবিষাদ প্রাপ্ত হন। তিনি দুঃখ ভরে বলিয়াছেন-

হরিদাস আছিলা পৃথিবীর শিরোমণি।
তাহা বিনা রত্ন শূন্যা হইলা মেদিনী।

হরিদাসের সঙ্গে মহাপ্রভুর দৈহিক গোত্রীয় সম্বন্ধ না থাকিলেও পারমার্থিক পরমাত্মীয়তা থাকায় তাঁহার বিরহে প্রভু পরম বিষাদ প্রাপ্ত হন। তত্ত্বপক্ষে প্রাকৃত দৈহিক সম্বন্ধ অপেক্ষা আত্মিক সম্বন্ধ বাস্তব সত্য ও ধর্ম্মাত্মক। অভীষ্টকারী বিচারেই তিনি চৈতন্যের পরমাত্মীয় বান্ধব। তাঁহার বিরহ তজ্জন্য মর্মান্তিক।

শ্রীরূপগোস্বামিপাদের অদর্শনে শ্রীলরঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদ যৎপরনাস্তি দুঃখিত অন্তঃকরণে গাহিয়াছেন,

ব্যাঘ্রতুণ্ডায়তে কুণ্ডং গিরীন্দ্রোঽজগরায়তে।
শূন্যায়তে মহাগোষ্ঠং শ্রীরূপবিরহেণ মে।।

হায়! হায়! প্রিয়তম শ্রীরূপপাদের অদর্শনে এই অতিপ্রিয় রাধাকুণ্ডও ব্যাঘ্রবদনবৎ প্রতিভাত হইতেছে, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন অজগরবৎ মনে হইতেছে এবং মহাগোষ্ঠ বৃন্দাবন শূন্য বোধ হইতেছে। সিদ্ধান্ত-- প্রিয়তম মিলনে উদ্দীপন মধুময় আর বিরহে বিষময় হয়। কিছুই ভাল লাগে না। এমন কি জীবনও শূন্য মনে হয়। শ্রীগোবিন্দের বিরহে শ্রীমতী রাধিকা ধরাকে শূন্য মানিয়াছেন। যথা-

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎসর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে।।

হে সখি! গোবিন্দ বিরহে সামান্য ত্রুটিকালও যুগ বলিয়া মনে হইতেছে, চক্ষু হইতে বর্ষা ধারা নামিয়াছে, হায়! হায়! সমস্ত জগতকে আমি শূন্য দেখিতেছি। গোবিন্দ বিরহে ত্রুটি যুগের সমান। বর্ষাসম অশ্রুপাত হয় অনুক্ষণ।। শূন্যভেল দশদিক কি করি এখন। গোবিন্দ বিরহে প্রাণ হবে বিসর্জ্জন।। এমনই ভাবে শ্রীরূপাদি মহাজনগণের বিরহে শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর বিষাদভরে গাহিয়াছেন-

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর।
কাঁহা মোর স্বরূপ রূপ কাঁহা সনাতন।
কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিতপাবন।
কাঁহা মোর ভট্টযুগ কাঁহা কবিরাজ।
এককালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ।।
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব।।
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পাইয়া কাঁদে নরোত্তম দাস।।

ইত্যাদি। অভীষ্টবোধ হইতেই এইরূপ দুঃখোচ্ছ্বাস প্রকাশিত হয়। গৌড়ীয় সারস্বত সম্প্রদায়ে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ একজন অন্যতম ধন্যতম পন্যতম বরেণ্যতম তথা শরণ্যতম গৌরগুণনিধি। তিনি রূপানুগ প্রবর। বিশ্বে সর্ব্বত্র রাগানুগ ভক্তির প্রচারকপ্রধান। তিনি আমাদের পরম বান্ধব। তিনি পরমকারুণিক শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর দাসানুদাসসূত্রে পতিতপাবনগুণধাম। তাঁহার বিরহ বাস্তবিকই অসহণীয়, বজ্রপাত তুল্য দুঃখপ্রদ। তাঁহার করুণায় শতশত জন কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া ধন্যজীবনে হরিভজন তৎপর। তাঁহার গুরু বৈষ্ণব ভগবানের নাম ধাম সেবাদি নিষ্ঠা, পবিত্র আদর্শপূর্ণ বৈষ্ণব চরিত্র প্রভুত প্রসংশনীয়। সহাস্যমধুর ভাষণ ও বিনয়নম্র ব্যবহার, জীব প্রবোধন নৈপুন্য হৃদয়গ্রাহী ও করুণাবাহী। বৈষ্ণবীয় নীতি ও প্রীতির সৌষ্ঠব, সাম্প্রদায়িক সৌজন্য ও শালিন্যের গৌরব, সদ্ধর্ম্ম ও সাদ্‌গুণ্যের বৈভবে তিনি বিভূষিত। সহিষ্ণুতা ও বরিষ্ণুতা তাঁহার

চারিত্রিক ঔজ্জ্বল্য বিধান করিয়াছে। কার্পণ্য(দৈন্য) ও কারুণ্য সমহারে তাঁহার কার্ষ্ণ্যধর্ম্মের প্রচারক ও প্রকাশক। বরেণ্য ও শরণ্যগুণে তিনি জগন্মান্যতা প্রাপ্ত। চৈতন্যবাণীর বিনোদ গানে তিনি জগদ্বন্দ্য। ক্ষান্তি ও কান্তিতে তিনি মনোরম অভিরামধাম। তাঁহার আত্মারামতা রূপানুগত্যে রাধাদাস্যেই সমৃদ্ধ সিদ্ধ ও প্রসিদ্ধ। তিনি ভাগবতধর্ম্মপ্রাণতায় নিরস্তকুহক অর্থাৎ নিষ্কপট। তিনি চৈতন্যধর্ম্ম সম্বিধান গুরুত্বে গরীয়ান্, ভাগবতধর্ম্ম মর্ম্মানুধাবন কৃতিত্বে মহীয়ান্ এবং শিষ্যভক্তানুশাসন, সান্ত্বন ও প্রসাদন প্রভুত্বে প্রথীয়ান্ ও বরীয়ান্। তিনি প্রিয়ম্বদগুণে প্রাণারাম। তিনি গোস্বামীদর্শনে ও সিদ্ধান্ত বর্ষণে কারুণ্যঘনবিগ্রহ। এমন একজন মহামহোদয়ের সান্নিধ্য লাভে বঞ্চিত জীবন অধন্য। স্বল্পভাগ্য বলিয়া আমরা তাঁহার অসামান্য সান্নিধ্য সামান্য মাত্রই প্রাপ্ত হইলাম এবং দুর্ভাগ্যদোষে তাহাও বাহ্যতঃ হারাইলাম। তথাপি তাঁহার স্নেহপাশে আবদ্ধ আমরা যেন নির্ব্বন্ধ হরিনাম গানে তাঁহার নিত্য সান্নিধ্য সম্বন্ধ প্রাপ্ত হই ইহাই প্রার্থনীয়।

বিনিধায় তৃণং দন্তে প্রার্থয়ামি পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমন্নারায়ণস্বামিসঙ্গঃ স্যান্নো ভবে ভবে।।
নারায়ণগুণং গেয়ং ধ্যেয়ং নারায়ণাঙ্ঘ্রিকম্।
কৃত্যং নারায়ণাভীষ্টং দেয়ং নারায়ণোদয়ম্।।
নমামি নরায়ণপাদপদ্মং
স্মরামি নারায়ণদিব্যগাথাম্।
বৃণোমি নারায়ণদিষ্টমার্গং
কাঙ্ক্ষ্য চ নারায়ণনিত্যসঙ্গম্।।

---ঃ০ঃ০ঃ০ঃ০ঃ---

শ্রীলভক্তিকুমুদসন্ত মহারাজাষ্টকম্

জলধররুচিরাঙ্গং স্বাঢ্যবংশপ্রদীপং
হৃতনতভবতাপং দৈন্যদাক্ষিণ্যভূপম্।
শ্রুতিধরকৃতকৃত্যং ভক্তিসিদ্ধান্তভৃত্যং
গুরুবরমিহ বন্দে সন্তগোস্বামিপাদম্।।

নবীনমেঘের ন্যায় রুচির কান্তিধারী, ধনাঢ্য বংশের প্রদীপ, শরণাগতের ভবতাপহারী, দৈন্যদাক্ষিণ্যের রাজা, শ্রুতিধর, ভক্তিধর্ম্মে কৃতকৃত্য,-শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের শিষ্যবর গুরুদেব শ্রীলসন্তগোস্বামিপাদকে আমি বন্দনা করি।।১

দিশি দিশিহরিগাথাগানমত্তং মনোজ্ঞং
কুমতনিরসনাস্ত্রং প্রাজ্ঞ্যপূজ্যং কৃতজ্ঞম্।
বিদলিতকলিবাদং ধূতসংসারমাদং
গুরুবরমিহ বন্দে সন্তগোস্বামিপাদম্।।২

দিকে দিকে দেশবিদেশে হরিচরিত্রগানমত্ত, মনোজ্ঞ, অপসিদ্ধান্ত পূর্ণমত নিরসনে দিব্যঅস্ত্র স্বরূপ, প্রাজ্ঞ্যপূজ্য, কৃতজ্ঞ, কলির বিবাদদলনকারী, সংসার প্রমাদমুক্ত, গুরুবর শ্রীল ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামিপাদকে আমি বন্দনা করি।।২

নিগমনিয়মনিষ্ঠং গুর্ব্বভীষ্টপ্রদীষ্টং
বিনয়িবরবরিষ্ণুং কীর্ত্তিসাদ্গুণ্যধিষ্ণম্।
কুমুদনিভসুস্নিগ্ধং সেব্যমাধুর্য্যমুগ্ধং
গুরুবরমিহ বন্দে সন্তগোস্বামিপাদম্।।৩

শ্রৌত নিয়মনিষ্ঠ, গুরুদেবের অভীষ্ট বিতরণকারী, বিনয়িপ্রধান, সৎকীর্ত্তি ওসদ্গুণের ধাম, কুমুদের ন্যায় সুস্নিগ্ধ হৃদয়, সেব্যমাধুর্য্যরসে মুগ্ধমতি গুরুবর শ্রীলভক্তিকুমুদ সন্তগোস্বামিপাদকে আমি বন্দনা করি।।৩

অধিগতপরমার্থং তীর্থপাদে তীর্থং
সুবিদিতজনিতীর্থং ভক্তিপার্থং সমর্থম্।
উপচরিতপরার্থং গৌরদাস্যৈঃ কৃতার্থং
গুরুবরমিহ বন্দে সন্তগোস্বামিপাদম্।।৪

প্রাপ্তপরমার্থ, শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থমহারজের সতীর্থ, আবির্ভাব দ্বারা জন্মভূমিকে তীর্থে পরিণতকারী, ভক্তি ধর্ম্মপালী, পতিতপাবন সমর্থবান্, পরার্থপরায়ণ, গৌরদাস্য দ্বারা কৃতার্থ গুরুবর শ্রীলভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামিপাদকে আমি বন্দনা করি।।৪

কবিবরনিরবদ্যং দীনবন্ধুং দয়াব্ধিং
সুধিসুহৃদভিবাদ্যং বৈষ্ণবাগ্র্যং প্রসাদ্যম্।
ভজনরসিকমার্য্যাগর্বগম্ভীরবর্য্যং
গুরুবরমিহ বন্দে সন্তগোস্বামিপাদম্।।৫

ভগবন্মহত্ব বর্ণনে কবিবর, নিস্কপট, দীনবন্ধু, দয়ার সাগর, সুবুদ্ধিমান ও সুহৃদ্জনের অভিবাদার্হ্য, বৈষ্ণবপ্রধান, প্রসাদপূর্ণ, ভজনরসিক আর্য্য, গর্ব্বহীন অথচ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ গুরুবর শ্রীল ভক্তিকুমুদ সন্তগোস্বামিপাদকে আমি বন্দনা করি।।৫

সদয়বরবদান্যং মান্যমানপ্রদান্যং
কৃতকুলজনধন্যং পণ্যপাদং বরেণ্যম্।
হরিগুরুজনসৈন্যং সম্মতানাং শরণ্যং
গুরুবরমিহ বন্দে সন্তগোস্বামিপাদম্।।৬

সদয়শ্রেষ্ঠ, নামপ্রেম দানে বীর(বদান্য), মান্যদের মান দাতৃবর, বরেণ্য, হরিগুরুজনদের আজ্ঞা পালনে সৈন্যস্বরূপ, সাধুমতিমানদের শরণ্য, গুরুবর শ্রীল ভক্তিকুমুদ সন্তগোস্বামিপাদকে আমি বন্দনা করি।।৬

উপরতিগুণবন্তং ন্যস্তদণ্ডং যতীন্দ্রং
প্রশমিতনতমন্দং সাধুশংস্যপ্রবন্ধম্।
কিলিতকলিকুবন্ধং গীতনির্ব্বন্ধকৃষ্ণং
গুরুবরমিহ বন্দে সন্তগোস্বামিপাদম্।।৭

গোস্বামিগুণবান্, ন্যস্তদণ্ড অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বআভিমানে অন্যের শাসনকার্য্য থেকে বিরত, যতিরাজ, শরণাগতদের মন্দভাগ্যাদি নাশন, সাধুদের প্রশংস্য প্রবন্ধ রচনাকারী, কলির কুবন্ধ অর্থাৎ দুষ্ট অভিসন্ধি ধ্বংসকারী, নির্ব্বন্ধ সহকারে নাম গানকারী গুরুবর শ্রীলভক্তিকুমুদ সন্তগোস্বামিপাদকে আমি বন্দনা করি।।৭

প্রকটিতহরিকেন্দ্রং বেদসংখ্যং হ্যপূর্ব্বং
ব্রজবররতিদিব্যদ্ভক্তিসন্দর্ভপর্ব্বম্।
মম মতিগতি সর্ব্বং ক্ষান্তকান্তং প্রসন্নং
গুরুবরমিহ বন্দে সন্তগোস্বামিপাদম্।।৮

শ্রীচৈতন্য আশ্রমাদি নামে অপূর্ব্ব চারিটি হরিসেবাকেন্দ্র প্রকাশক,

ব্রজের শ্রেষ্ঠ পারকীয় মধুর রতিপূর্ণ ভক্তিসন্দর্ভ পর্ব্ব পরায়ণ, আমার মতি গতি সর্ব্বস্ব, ক্ষান্ত, কান্ত ও প্রসন্নাত্মা গুরুবর শ্রীল ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামিপাদকে আমি বন্দনা করি।।৮

জয়তু পরমহংসো ব্যাসবংশাবতংসো
ভগবদনু চ কম্পামূর্ত্তিরাচার্য্যবর্য্যঃ।
প্রকটপরমপূণ্যার্হ্যাহনি প্রাণপূজ্যো
বিতরতু শুভদৃষ্টীঃ সন্নতেষু প্রকামম্।।৯

পরমহংস, ব্যাশবংশের অবতংস, ভগদনুকম্পা মূর্ত্তি

শ্রীবেণুগীত

শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াভ্যো নমঃ

বর্ষাপগমনে শরতের আগমন।
হ্রদাদিতে ফুল্লপদ্মে ভ্রমরগুঞ্জন।।
পদ্মগন্ধ লয়ে ধীরে বহে সমীরণ।
দিকে দিকে পুষ্পহাসি বিহঙ্গকূজন।।
প্রকৃতি অপূর্ব্বসাজে শোভাবিলক্ষণ।
সখাগণ সঙ্গে যায় বনে গোচারণে।
মধুপতি মত্ত হয় মুরলীর গানে।।
বেণুগান শুনি বধূগণ স্মরাবেশে।
বেণুর প্রভাব বর্ণে সখীর সকাশে।।
কামোদয়ে ক্ষিপ্তমতীবর্ণিতে নাপারে। বাক্
রুদ্ধ নানা ভাব হয় ত শরীরে।।
ব্রজবধূগণ প্রতি অনুরাগী কৃষ্ণ।
বেণুগানে রাগোদয় করণে সতৃষ্ণ।।
সর্ব্বভূত মনোহর বাঁশরীর গানে।
রাগোদয় করি কৃষ্ণ যায় বৃন্দাবনে।।
একদা পূর্ব্বাহ্নে কৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে।
নটবরবেশে গোচারণে চলে রঙ্গে।।
শিরে শিখি পাখা গলে বনমালা তাঁর।
পরিধানে পীত বাস কর্ণে কর্ণিকার।।
মুখামৃতে বেণুরন্ধ্র করিতে পূরণ।
প্রবেশিল বৃন্দাবনে স্তুত জনার্দ্দন।।

--ঃঃ--

কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ

রাধানাম শ্রবণজ

মরি কোন্ বিধি আনি সুধানিধি
থুইল রাধিকা নামে।
শুনিতে সেবাণী অবশ তখনি
মুরছি পড়ল হামে।।
কি আর বলিব আমি।
সেদুই আখরে কৈল জ্বর জ্বর
হইল অন্তরগামী।।
সব কলেবর কাঁপে থর থর
ধরণে না যায় চিত।
কি করি কি করি বুঝিতে না পারি
শুনহ পরাণ মিত।।
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
সেই সে নবীণ বালা।
তাঁর দরশনে বাড়িল দ্বিগুণে
পরশে ঘুচিবে জ্বালা।।

--ঃ--

চম্পকবরণী বয়সে তরুণী
হাসিতে অমিয় ধারা।
সুচিত্রবেণী দুলিছে জনি
কপিলা চামরপারা।।
সখে! যাইতে দেখিনু ঘাটে।
জগত মোহিনী হরিণনয়নী
ভানুর ঝিয়ারী বটে।
হিয়া জ্বর জ্বর ঘসিল পাঁজর
এমতি করিল বটে।
চলল কামিনী বঙ্কিম চাহুনি
বিঁধিল পরাণ তটে।।
না পাই সমাধি কি হইল বেয়াধি
মরম করিব কারে।
চণ্ডীদাসে কয় ব্যাধি সমাধি হয়
পাইবে যবে তাঁরে।।

---ঃঃ---

রাধিকার পূর্ব্বরাগ

কৃষ্ণনাম শ্রবণে পূর্ব্বরাগ

সই! কে শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল প্রাণ।।
না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।

জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তাঁরে।।
নাম পরতাপে যাঁর ঐছন করিল গো অঙ্গের পরশে কিবা
হয়।
যেখানে বসতি তাঁর নয়নে দেখিয়া গো
যুবতি ধরম কৈছে রয়।
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বীজ চণ্ডীদাসে কুলবতীর কুল নাশে
আপনার যৈবন যাচয়।।

--ঃঃ--

কৃষ্ণরূপ দর্শনে পূর্ব্বরাগ

চিকনকালা গলায় মালা
বাজন নূপুর পায় ।
চূড়ার ফুলে ভ্রমর বুলে
তেরছ নয়নে চায়।
কি আজ পেঁকিলু কালীন্দীর কুলে
ছলিয়া নাগর কান।
ঘর মু যাইতে নারিলাম সই
আকুল করিল প্রাণ।।
চান্দ ঝলমলি ময়ুকের পাখা
চূড়ায় উড়য়ে বায়।
ইষৎ হাসি মধুর বাঁশী মধুর মধুর
গায়।।
রসের ভরে অঙ্গ না ধরে
কেলিকদম্বে হেলা।
কুলবতী সতী যুবতীজনার
পরাণ লইয়া খেলা।।
শ্রবণে চঞ্চল মকর কুণ্ডল
পিন্ধন পিয়ল বাস।
রাতা উৎপল চরণ যুগল
নিঁছুনি গোবিন্দ দাস।।

---ঃঃ---

যমুনা যাইয়া শ্যামেরে দেখিয়া ঘরে আইল
বিনোদিনী।
বিরলে বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ধেয়ায় শ্যামরূপখানি।।
নিজ করোপরি রাখিয়া কপোল
মহাযোগিনী পারা।
ও দুটী নয়নে বহিছে সঘনে
শ্রাবণ মাসেরই ধারা।।
ঘরের বাহিরে দণ্ডে শকবার
তিলে তিলে আইস যাও।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চাও।
রাই এমন কেনে হইলে।
গুরুদপরজন ভয় নাই মনে
কোথা বা কি দেব পাইলে।।
সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল
সম্বরণ নাহি কর।
বসি থাকি থাকি উঠহ চমকি
ভূষণ খষায়া রপর।।
বয়সে কিশোরী রাজার ঝিয়ারী
তাহে কুলবধু বালা।
কি বা অভিলাষে বাঢ়ালে লালস
না বুঝি তোমার ছলা।.
তোমার চরিতে হেন বুঝি চিতে
হাত বাড়াইলে চাঁদে।
চণ্ডীদাস ভণে করি অনুমানে
ঠেকিলে কালিয়া ফাঁদে।।

--ঃঃ--

১।গোপীমোহন

গোপী বলে শুন সখি সুসত্য বচন।
হৃদয়ের ব্যথা সবে কর নিবারণ।।
সখাগণসঙ্গে বনে নিবেশন কারী।
অনুরক্ত জনে স্নিগ্ধ কটাক্ষ বিহারী।
বেণুশোভি শ্রীকৃষ্ণের বদন মাধুরী।
যেবা পান করে তাঁর নেত্র বলিহারী।।
এইমাত্র নেত্র ফল তার পর নাই।
হেন কৃষ্ণ কবে বিধি মিলাবে আমায়।।
কৃষ্ণের কটাক্ষ বিনে অধন্য জীবন।
ব্যর্থ জন্ম কর্ম্ম ধর্ম্ম রূপাদি যৌবন।

কৃষ্ণের কটাক্ষ যাঁর প্রতি নাহি পড়ে।
সে নারী জনম বৃথা অধন্য সংসারে।।
--ঃ০ঃ--

২। কোন গোপী বলে শুন মরম সজনি।
অপূর্ব্ব দেখিনু আমি সেদিন আপনি।।
গোপসভা মাঝে বলরাম দামোদর।
নটবরবেশে নৃত্য করে মনোহর।।
শিখিপুচ্ছ আম্রপত্র উৎপল কমল।
শির কটিবস্ত্র মধ্যে শোভয়ে রসাল।।
রসের সাগর কৃষ্ণ নানাভাব রঙ্গে।
নাচে নানা মুদ্রা যোগে রসের তরঙ্গে।।
নেত্রভঙ্গী সুভ্রুভঙ্গী হস্তভঙ্গী আর।
কটিপদমুখভঙ্গী তুলনার পার।।
প্রতিপদে অভিনব ভাব প্রচারী।
প্রতিপদে নব নব মুদ্রা বিহারী।।
লাবণ্য তরঙ্গ খেলে অঙ্গে অনুক্ষণ।
মন্দহাস্য সহ নেত্র কোণে নিরীক্ষণ।।
কখনও বা সুমধুর তালে করে গান।
গানামৃত করে সখী কর্ণ রসায়ণ।।
মধুর মধুর তাঁর নর্ত্তন বিলাস।
মধুর মধুরতর সঙ্গীতের রস।।
নর্ত্তনচাতুর্য্যে সখি কৃষ্ণ শোভাধাম।।
হাস পরিহাস কেশ বেশে অভিরাম।
যে দেখিল সেই রূপ নয়নের কোণে।
তাঁর ভাগ্যসীমা নাই এতিনভুবনে।।
সেরূপ দর্শন যাঁর নহিল নয়নে।
তাঁর জন্ম বৃথা সখি অধন্য জীবনে।।
---ঃ০ঃ---

৩।বেণুরপ্রভাব

কহ সখি! কিবা তপ কৈল কৃষ্ণ বেণু। গোপী
ভোগ্য মুখামৃত পিয়ে পুনঃ পুনঃ।।
অবশেষ রাখে নাই সতীনী আমার।
এদুঃখ জানাবো কাঁরে ধিক্ যে আমার।।
নিরস কঠীনা বেণু বহু ছিদ্র যুত।
কোন পূন্যে পান করে কৃষ্ণাধরামৃত।
পুরুষ হইয়া করে কৃষ্ণাধর পান।
নারী হয়ে বনচিত অধন্য জীবন।।
কি সাহস দেখ সখি বেণু পরধন।
লুঠ করে মালিকেরে না করে গণন।।
কোন সখী বলিলেন-
অধরের মহিমা ত বলিবার নয়।
পুরুষেরে নারী করি স্বরস পিয়ায়।
বিনা যত্নে রত্ন প্রাপ্তি ভাগ্যগুণে হয়।
মোরা ভাগ্যহীনা তাতে বঞ্চিত সদায়।।
কোন সখী বলিলেন- সখি!
ঐ দেখ বেণু মাতা বেণু ভাগ্য হেরি।
পদ্মদলে রোমাঞ্চিত হতেছে সুন্দরী।।

আরও দেখ-

বেণু ভাগ্য দেখি বেণুবন মধু ঢালে।
ভক্তপুত্র দেখি যেন পিতৃ অশ্রু গলে।।
হায়! বেণু হয়ে ধন্য কৃষ্ণাধরপানে।
গোপী হয়ে ভাগ্যহীনা সে রস বিহনে।।
কাঁহারে বলিব সখী মনের বেদন।
বিধাতা করিল মোর অধন্য জীবন।।
বেণু জন্ম শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ চুম্বনালিঙ্গনে।
গোপীজন্মব্যর্থ মোর সেসৌভাগ্য বিনে।।
কোন তীর্থে কোন মন্ত্র বেণু জপ করি।
কৃষ্ণের অধর পানে হয় অধিকারী।।
আমরাও সেই মন্ত্র করিয়া সাধন।
বেণু হয়ে কৃষ্ণাধর করিব স্বাদন।।
---ঃ০ঃ---

৪। বৃন্দাবন মোহন
সখি হে!
কৃষ্ণপাদপদ্মশোভাধারী বৃন্দাবন।
জগতে অতুল কীর্ত্তি করেছে বর্দ্ধন।।
স্বাধীনভর্তৃকা সম কৃষ্ণের চরণ।
চিহ্ন পত্রাবলি বুকে করেছে ধারণ।।
তৃণাঙ্কুরে রোমোদ্গম তনুতেপ্রকাশে।।
বেণুরবে সরস অন্তর পুষ্পহাসে।।
ঐ দেখ কৃষ্ণবেণু করিয়া শ্রবণ।
মেঘধ্বনি ভ্রমে সুখে নাচে শিখিগণ।।
তাহা দেখি পর্ব্বতের সানুদেশস্থিত।

প্রাণীগণ চেষ্ঠাহীন ভাবে অবস্থিত।
কৃষ্ণ গুরু, শিষ্য তাঁর ময়ূর নিচয়।
বেণুরবে ইচ্ছামত তাসবে নাচায়।।
সভ্যরূপে শৈলতটে পশুপক্ষীগণ।
নৃত্যগীতরস সুখে করিছে সেবন।।
বৃন্দাটবী হলে বুকে কৃষ্ণের চরণ।
পাইতাম অবিরোধে এসত্য বচন।
শিখি হলে নির্বিববাদে কৃষ্ণবেণু গানে।
নাচিতাম কৃষ্ণ আগে আনন্দিত মনে।।
কেন বা বিধাতা মোরে বাম হইল।
কৃষ্ণ সঙ্গ বিনা সব বিফলেতে গেল।।
---ঃ০ঃ---
৫। মৃগীমোহন
সখি হে! কি কহিব হৃদয়ের ব্যথা।
গোপী হয়ে কৃষ্ণপূজায় বঞ্চিত সর্ব্বথা।।
আহা মৃগী কৃষ্ণবেশ নয়নে হেরিয়া।
তাঁহার বেনুর ধ্বনি কর্ণেতে শুনিয়া।।
কৃষ্ণসার পতি সঙ্গে প্রণয় নয়নে।
পূজিল গোবিন্দে অহো ধন্য মৃগীগণে।।
মৃগী হলে সখি তবে প্রণয় নয়নে।
পূজিতাম প্রাণকৃষ্ণে আনন্দিত মনে।।
জন্ম ধন্য হত হলে কৃষ্ণসার পতি ।
অভিসার কারাইত কৃষ্ণে দিবারাতি।।
বন্য হয়ে ধন্য মৃগী কৃষ্ণের পূজনে।
মৃগ ধন্য মৃগীসঙ্গে কৃষ্ণপ্রেমার্চ্চনে।।
কৃষ্ণসার পতি বিনা জন্ম অকারণ।
কৃষ্ণপ্রীতি বিনা ধর্ম্মকর্ম্ম বিড়ম্বণ।।
---ঃ০ঃ০ঃ---
৬।দেবীমোহন
সখি হে!
দেখ পতি সঙ্গে দেবী কত ভাগ্যবতী।
কৃষ্ণরূপে বিমোহিত নানা ভাববতী।।
যুবতীর মহোৎসব কৃষ্ণরূপ হেরি।
বেণুনাদ শুনি বিমানস্থ দেবনারী।।
কামবেগে ধৈর্য্যহারা বস্ত্র না সম্বরে।
কেশপাশ হতে দেখ পুষ্পমালা ঝরে।।
মোট্টায়িতভাবে সতী পতির সামনে।
কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বলিত সম্ভ্রম না গণে।।
দেব ধন্য মানে দেবীর কৃষ্ণভাব হেরি।
নিত্য অভিসারে আনে আপনার নারী।।
না যাইতে পারি একা কৃষ্ণ দরশনে।
পতি নাহি লয়ে যায়, এই দুঃখ মনে।।
দ্বারে থাকি যদি দেখি কৃষ্ণের গমন।
কলঙ্কিনী বলি সবে দেয় ওলাহন।।
কেন মোরে কর নিন্দা দেখি ধৈর্য্যহারা।
বেণুধ্বনি না করে কাহারে পাগলপারা।।
কেবা নাহি বিমোহিত হয় বেণু শুনি।
ধর্ম্মহারা করে সর্ব্বনাশা বেণুধ্বনি।।
---ঃ০ঃ০ঃ---
৭। ধেনুমোহন
দেখ সখি বেণুগান না মোহে কাহারে।
তৃণচারী ধেনুগণ আপনা পাসরে।।
কর্ণপুটে বেণুগীত করিয়া শ্রবণ।
নেত্র পথে হৃদি কৃষ্ণে করি আলিঙ্গন।।
তৃণমুখে গাভীগণ মুদ্রিত নয়নে।
অবস্থান করিতেছে পরানন্দ মনে।।
দেখ বৎসগণ দুগ্ধ পান নাহি করে।
বেণুগান শুনে মাত্র উৎকর্ণ অন্তরে।।
ধেনু হলে নিরবাদে কৃষ্ণ দেখিতাম।
বেণুগীতরস পানে ধন্য মানিতাম।।
পশু হয়েও ধন্যধন্য ধেনুবৎসগণ।
যোগ্যা হয়েও সঙ্গাভাবে অধন্য জীবন।।
ধেনু জন্ম ধন্য কৃষ্ণ রূপ দরশনে।
গোপীজন্ম ব্যর্থমোর ওসৌভাগ্য বিনে।।
---ঃ০ঃ০ঃ---
৮। বিহঙ্গমোহন
ওমা সখি! মনে করি বন্য পক্ষীগণ।
মুনি হবে তার হেতু করহ শ্রবণ।।
কৃষ্ণরূপ দেখি সুখে বৃক্ষডালে বসি।
মৌনভাবে নেত্র মুদি শুনিতেছে বাঁশী।।
পক্ষী হয়ে ধন্য এরা কৃষ্ণ দরশনে।
গোপী হয়ে অধন্য মুঁই কৃষ্ণসঙ্গ বিনে।।

গৃহোপরি উঠি যদি দেখি কৃষ্ণানন।
ভৎর্সনা করয়ে সদা কুলগুরুজন।।
পক্ষী হলে কৃষ্ণবনে বসতি করিয়া।
কৃষ্ণরূপ দেখিতাম নয়ন ভরিয়া।
এমোর মনের দুঃখ কাঁহারে কহিব।
যাহা গেলে কৃষ্ণ পাই তাহা চলি যাব।
তপ করি পক্ষী হয়ে সাধিব একাজ।
অন্যথা বিফল মোর কুল শীল লাজ।।

---ঃ০ঃ---

৯। নদীমোহন

অচেতন সচেতন কৃষ্ণবেণুগানে।
একলে বঞ্চিল বিধি কৃষ্ণসেবাধনে।।
আহা নদী কৃষ্ণগীত করিয়া শ্রবণ।
ঊর্ম্মিভুজে কৃষ্ণপদ করি আলিঙ্গন।
পদ্ম উপহার দিল আবর্ত্তবর্ত্তিনী।
কাম বেগে ধৈর্য্যহারা যেন বারাঙ্গিণী।
নিরবাদে বেণুগীত না পারি শুনিতে।
উপরতি নাহি মোর গৃহধর্ম্মাদিতে।।
না পারি মাধব প্রীতে ভূষণ ধরিতে।
না আছে অনেক ভুজ আলিঙ্গন দিতে।।
এহেন যৌবন কৃষ্ণ আলিঙ্গন বিনে।
হস্তাদি বঞ্চিত কৃষ্ণপদ সেবাধনে।।
ধিক্ বিধি কেন মোরে নদী না করিলে।
নদী হলে কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গ পেতাম হেলে।।
নদী হয়ে পেল কৃষ্ণপদ আলিঙ্গন।
গোপী হয়ে ব্যর্থ মোর এরূপযৌবন।।
অনুরাগে আপনারে মানে ভাগ্যহীন ।
এত বলি বাক্ রুদ্ধ হয় গোপীগণ।।
রূপে গুণে শীলে ধন্য বরেণ্য আপনে।
তথাপি অধন্য মানে কৃষ্ণসেবা বিনে।।
পূর্ব্বরাগে অনুরাগ করয়ে বিলাস।
তাতে নির্ব্বেদ বিষাদ দৈন্য করে বাস।।
কৃষ্ণভক্তে মান দান, নিজকে ধিক্কার।
জন্মান্তরে বাড়ে লোভ, কাতর অন্তর।।
সর্ব্বথা সেবনরুচি ধর্ম্ম বরীয়ান।
রতির প্রাধান্যে সদা অধম ভাবন।।
অতঃপর বেণুস্বরে বিমূর্চ্ছিতপ্রাণ।
অন্য গোপী করে বেণু প্রভাব বর্ণন।।

---ঃ০ঃ---

১০। মেঘমোহন

বল সখা সঙ্গে রৌদ্রে গোচারণ কারী।
বেণুবাদন তৎপর কৃষ্ণরূপ হেরি।।
ছত্রবৎ শিরোপরি রহি মেঘগণ।
প্রেমে মুগ্ধ হিম কণা করে বরিষণ।।
জড় মেঘ ধন্য কৃষ্ণ মিত্র ভাবাপনে।
কৃষ্ণ মৈত্র বিনা মুঁই অধন্য জীবনে।।
মেঘ হলে ছত্রবৎ থাকি শিরোপরি।
হিমকণা বর্ষাতাম সূর্য্য তাপ নিবারি।।
ধিক্ ধিক্ সখী মোর জীবনে কি কাজ।
অধন্য মস্তকে কেন না পড়িল বাজ।।
হেন কি হইবে মোর ভাগ্যের ঘটন।
আঁচল ধরিব শিরে, করিব বীজন।।
সুশীতল বারি দিব করিবারে পান।
তবে মোর চিত্তশান্তি, সফল জীবন।।

---ঃ০ঃ০ঃ---

১১। পুলিন্দকন্যামোহন

রাধা কহে অহো ধন্যা শবরকামিনী।
কৃষ্ণ হেরি কামোদয়ে মোহিত রমণী।।
তৃণস্থিত কৃষ্ণপদ কান্তাকুচরাগ।
মুখেস্তনে লেপি মনোব্যথা করে ত্যাগ।।
হায় হায় না পাইনু কৃষ্ণপদরাগ।
গোপী হয়ে বঞ্চিত হইনু দুরভাগ।।
মনোব্যথা মনে রইল না পুরিল আশ।
বিফল হইল মোর বৃন্দাবন বাস।।
আভিজাত্য কন্যা করি বঞ্চিল বিধাতা।
পুলিন্দকন্যার ভাগ্য অপূব্ব বারতা।।
ইহাদের ব্রজবাস সফল জানিবে।
আমাদের ব্রজবাস বিফল মানিবে।
কিতপ করিলে মিলে কৃষ্ণপদরাগ।
সেতপ করিব আমি করি লজ্জা ত্যাগ।।
অযোগ্য হইয়া পায় কৃষ্ণের প্রসাদ।
যোগ্য হয়ে নাহি পায় এবড় বিষাদ।।

---ঃ০ঃ---

১২। গোবর্দ্ধনমোহন

কৃষ্ণ দরশন আশে রাধা বিনোদিনী।
বৃন্দাবনে প্রবেশয় অধীর পরাণী।।
গোবর্দ্ধনের ভাগ্য দেখি কহে সখীগণ।
হরিদাসবর্য্য এই গিরি গোবর্দ্ধন।।
রাম কৃষ্ণপদস্পর্শে সুখে অচেতন।
নানাভাবে সেবাদান করয়ে সুজন।।
সখা ধেনুসঙ্গে কৃষ্ণে আতিথ্য বিধানে।
পূজিল আরাধ্যপদ আনন্দিত মনে।।
শুক পিক ভৃঙ্গনাদে স্বাগত জানায়।
উত্তম পর্ব্বতখণ্ড বসিবারে দেয়।।
পাদ্য আচমন আর পানীয় বিধানে।
মানসীগঙ্গাদি জল করে নিবেদনে।।
ভোজ্যরূপে কন্দমূল ফল করে দান।
বিশ্রাম শয়নে গুঁফা দেয় মতিমান।।
পুষ্পাঞ্জলি কৃষ্ণপদে দেয় তরুগণ।
আনন্দাশ্রু রূপে মধু ধারা বরিষণ।।
শুক পিক বন্দীরূপে করে স্তুতিগান।
নটরূপে শিখিগণ করয়ে নর্ত্তন।।
তৃণাঙ্কুরে রোমোদ্গম আনন্দ অন্তরে।
সর্ব্বভাবে হরিদাস সুখে সেবা করে।।
বৃক্ষছায়া ছত্রবৎ তাপ নিবারয়।
ধীরসমীরণ বৃক্ষ বল্লবে বীজয়।।
পদস্পর্শে দ্রবভাব দেখ সখীগণ।
সর্ব্বোত্তম সুজনের এই আচরণ।।
পর্ব্বতের ভাগ্যবল না যায় বর্ণন।
কৃষ্ণের আতিথ্যাভাবে অধন্য জীবন।।
কোন্ তীর্থে কোন্ মন্ত্র জপে গোবর্দ্ধন।
এত ভাগ্য লভিয়াছে শুন সে কারণ।।
আমরাও গিরিভাগ্য লভিবার তরে।
তপস্যা করিব সখি সিদ্ধতীর্থান্তরে।।
অল্পভাগ্যে নাহি পায় কৃষ্ণের সেবন।
মহাভাগে মিলে মাত্র এই সেবাধন।।
আমি অভাগিনী তাই এধনে বঞ্চিত।
তপ জপহীনে সদা বিধিবল হত।
অবলার ভাগ্যবল কে করে গণন।
অনুতাপানলে সদা জ্বলয়ে পরাণ।।
এত বলি রাইধনী মুরছিত হয়।
সখীগণ কৃষ্ণনামে চেতন করায়।।
দশদশা কষাঘাতে তনু জ্বর জ্বর।
মহাভাবে চিত্ত তাঁর সদা গরগর।।
আক্ষেপ বিষাদ দৈন্য নির্ব্বেদ ধিক্কার।
জন্মান্তরে লোভ, অনুরাগের বিচার।।
অন্যসেবা ভাগ্য দেখি বহু স্তুতি করে।
নিজে হীন জ্ঞানে দৈন্য ধিক্কার আচরে।।
তদ্গন্ধাধারস্তুতি রাধার চরিত।
অতএব অন্যে মান দান সমুচিত।।
এতদর্থে রাধা কৃষ্ণপ্রেমিকাগ্রগণ্যা।
সর্ব্বভাবে সেবারসে অতিধন্যধন্যা।।

---ঃঃঃ---

১৩। চরাচর মোহন

বংশীনাদে উন্মাদিনী হয়ে গোপীগণ।
বনেতে প্রবেশি দেখে অদ্ভুতঘটন।।
চরাচর ধর্ম্ম বিপর্য্যস্থ বেণুগানে।
তাহা দেখি সখি কহে বিস্মিত বদনে।।
দেখ দেখ সখীগণ বেণুর প্রভাব।
অতি বড় অদভুত গুণের স্বভাব।।
পাশহস্তে সখাধেনুসঙ্গে কৃষ্ণরাম।
বেণুগান করে দেখ নয়নাভিরাম।।
সেগান শুনি জঙ্গম হয় স্পন্দহীন।
পুলকিত হয় তরু অদ্ভুতঘটন।।
পর্ব্বত গলিয়া চলে নদীর সমান।।
নদীজল জমে হয় বরফ প্রমাণ।
পতিব্রতা ধর্ম্ম ছাড়ে হয়ে উন্মাদিনী।।
স্থাবর জঙ্গম ধর্ম্ম ধরয়ে আপনি।।
হাতে ধরি সখি সবে কর মোর হিত।
গোবিন্দে মিলায়ে সুখী কর সাবহিত।।
এইরূপে কৃষ্ণবেণু প্রভাব বর্ণনে ।
মোহিত হইল গোপী আপনা না জানে।।
আর কত কৃষ্ণলীলা করিল বর্ণন।
সখী প্রতি পূর্ব্বরাগ গীত রসায়ণ।।

---ঃঃঃঃঃ---

সম্ভোগ চারিপ্রকার

সংক্ষিপ্তসম্ভোগ, সঙ্কীর্ণসম্ভোগ,
সম্পন্নসম্ভোগ ও সমৃদ্ধিমানসম্ভোগ
চতুঃষষ্টি রসস্থিতি
বিপ্রলম্ভ চারিপ্রকার
পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস

পূর্ব্বরাগ

১।সাক্ষাৎদর্শন

২।চিত্রপটে দর্শন
৩।স্বপ্নে দর্শন
৪।বন্দীমুখে শ্রবণ
৫।দূতীমুখে শ্রবণ
৬।সখীমুখে শ্রবণ
৭।গুণী মুখে শ্রবণ
৮। বংশীধ্বনি শ্রবণ

মান

১।সখীমুখে শ্রবণ
২।শুকমুখে শ্রবণ
৩।মুরলীধ্বনিশ্রবণ
৪।বিপক্ষাঙ্গে ভোগদর্শন
৫।প্রিয়াঙ্কে ভোগ দর্শন
৬।গোত্রস্খলন
৭।স্বপ্নে দর্শন
৮।অন্যনায়িকার সঙ্গদর্শন

প্রেমবৈচিত্ত্য

১। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ
২। নিজ প্রতি আক্ষেপ
৩। সখী প্রতি আক্ষেপ
৪। দূতী প্রতি আক্ষেপ
৫। মুরলী প্রতি আক্ষেপ
৬। বিধির প্রতি আক্ষেপ
৭। কন্দর্প প্রতি আক্ষেপ
৮।গুরুজন প্রতি আক্ষেপ

প্রবাস

১।ভাবি
২।মথুরাগমন
৩।দ্বারকাগমন
৪।কালীয়দমন
৫।গোচারণ
৬।নন্দমোক্ষণ
৭।কার্য্যানুরোধ
৮।রাসে অন্তর্ধান

সংক্ষীপ্ত সম্ভোগ

১।বাল্যাবস্থায় মিলন
২। গোষ্ঠে মিলন
৩।গোদোহন
৪।অকস্মাৎ চুম্বন
৫।হস্তাকর্ষণ
৬।বস্ত্রাকর্ষণ
৭।বর্ত্মরোধন
৮।রতিভোগ

সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ

১।মহারাস
২।জলকেলি
৩।কুঞ্জকেলি
৪।বংশীচুরি
৫। জানকেলি
৬।নৌকাবিলাস
৭। মধুপান
৮।সূর্য্যপূজা

সম্পন্ন সম্ভোগ

১।সুদূরদর্শন
২।ঝূলনযাত্রা
৩।হোলীযাত্রা
৪।প্রহেলিকা
৫। পাশাখেলা
৬। নর্ত্তক রাস
৭। রসালস
৮। কপটনিদ্রা

সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ--

১। স্বপ্নে মিলন
২। কুরুক্ষেত্রে মিলন
৩। ভাবোল্লাস
৪। ব্রজাগমন
৫। বিপরীত সম্ভোগ
৬। ভোজন কৌতুক
৭। একত্রে নিদ্রাগমন
৮। স্বাধীভর্ত্তৃকাবস্থা

---ঃঃ---

হিতোপদেশ

শুন ভাই! হৈয়া এক মন।

দুর্ল্লভ মানব অঙ্গ সুদুর্ল্লভ সাধুসঙ্গ কৃষ্ণ
ভজি লভ সুকল্যাণ।।
দেবের বাঞ্ছিত যাহা ভাগ্যে মিলিয়াছে তাহা
হেলায় না হারাও হেন ধন।
হারালে বঞ্চিত হবে জন্ম জন্ম দুঃখ পাবে
নাহি পাবে কল্যাণ কখন।।
কুকুর শূকর খর উট গাধা সম নর
যার কর্ণে না পশে হরিনাম।
তার জন্ম অকারণ সেই বড় ভাগ্যহীন
সেই বড় শোচ্য পাপীয়ান।।
ভক্ত পদধূলী যেই নাহি অঙ্গে ধরে সেই
প্রেত সম ভয়ের কারণ।
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিতুলসীঘ্রাণ যে নাসা না করে গ্রহণ
তার নাসা ভস্ত্রার সমান।।
যেই কর অনুক্ষণ না সেবে হরিচরণ
সেই কর মৃতক সমান।
যার কর্ণ হরিগান না করয়ে শ্রবণ
তার কর্ণ কাণা কড়ি সম।।
যার জিহ্বা হরিগুণ না করে সঙ্কীর্ত্তন
তার জিহ্বা ভেক জীহ্বা সম।
তার পদ বৃক্ষ সম যার পদ হরিধাম পরিক্রমা
না করে কখন।।
হরিপদে শির যার নাহি করে নমস্কার
তার শির ভারবাহী জান।
হরিনামে যার চিত্ত নাহি হয় দ্রবীভূত
তার চিত্ত পাষাণ সমান।।
হরিপাদপদ্ম ধ্যান নাহি করে যার মন
তার মন অসতী সমান।
হরিভজনের তরে দেহেন্দ্রিয় মনাদিরে
সৃষ্টি কৈল সুহৃৎ ভগবান।।
ইন্দ্রিয়ে হরিসেবন সেই ধর্ম্ম সনাতন
তাতে যায় সংসারবন্ধন।

ইন্দ্রিয়ে বিষয় ভোগ বাড়াই সংসাররোগ
দৃঢ় করে অবিদ্যাবন্ধন।।
স্বপ্নমনোরথ সম জান এ সংসারভ্রম
পান্থ সম ইহাতে মিলন।
সবে মাত্র স্বার্থপর কেহ নহে বশে কার
নিজকার্য্যে ফিরে অনুক্ষণ।
কালে সবার উদয় কালাধীন জীবচয়
কালবশে বিয়োগ মিলন।
ইথে বুদ্ধিমান জন ভজি কৃষ্ণপদধন
কালপাশ করয়ে চ্ছেদন।।
কনক কামিনী রসে যাবে প্রাণ অবশেষে
নাহি হবে শ্রীকৃষ্ণভজন।
শ্রীকৃষ্ণভজন বিনা না যায় ভবযাতনা
নাহি মিলে নিত্যশান্তিধন।।
সাধুসঙ্গে ভজি হরি এভবসাগর তরি
ধন্য কর মানবজীবন।
সেই ধন্য বুদ্ধিমান সফল তার জীবন
যেই ভজে শ্রীকৃষ্ণ চরণ।।
সেই ভবে ভাগ্যবান সুপুত্র কুলভূষণ
সেই মানী সত্যজ্ঞানবান।
সেই তো প্রকৃত পিতা মাতা পতি বন্ধুভ্রাতা
সেই গুরু আত্মীয় স্বজন।।
তার পদধূলি লৈয়া নাচ হাতে তালি দিয়া
কর সুখে কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন।
সঙ্কীর্ত্তন শ্রেষ্ঠধন সেই শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন
তাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ।।

---ঃ○ঃ---

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

রাগভজন ও ষড়্গোস্বামী

অদ্যকার আলোচ্য বিষয় রাগভজন ও ষড়্গোস্বামী। আদৌ জ্ঞাতব্য রাগ লক্ষণ। রাগ লক্ষণ জ্ঞাত হইলেই রাগভজন বিষয় অবগত হওয়া যায় এবং ঐ ভজনে ষড়্গোস্বামীদের চরিত্রও আলোচিত হয়।

রাগধর্ম্মেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ রাগধর্ম্মবতাং প্রিয়ঃ।

রাগমার্গৈকগম্যোঽসৌ রাগ এব প্রয়োজনম্।।

বিবেক--ভগবান বিধি ও রাগ পথে উপাসিত হন। তন্মধ্যে বিষ্ণু ও নারায়ণাদি অবতারগণ বিধি পথেই উপাসিত হন পরন্তু স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেবল রাগ পথেই উপাসিত হন। তিনি বিধি পথে উপাসিত হন না। কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ধ্যান বিধিভক্তি তপ দান ইহাতে কৃষ্ণ মাধুর্য্য দুর্ল্লভ। কেবল যে রাগমার্গে ভজে তাঁরে অনুরাগে তাঁরে কৃষ্ণ মাধুর্য্য সুলভ।। তিনি রাগসেব্য, রাগগম্য, রাগতুষ্ট, রাগপ্রিয়, রাগবক্তা এবং রাগলভ্য অতএব কৃষ্ণ ভজনে রাগমার্গই আশ্রয়ণীয়।।

রাগ লক্ষণ উজ্জ্বলনীলমণিতে-

দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।

যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে।।

যে স্থলে প্রণয়োর উৎকর্ষ হেতু অতিশয় দুঃখও পরম সুখরূপে অনুভূত হয় তাহাকেই রাগ বলে।।

তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত সেও ত পরম সুখ। অর্থাৎ প্রীতির উৎকর্ষ হেতুই পরম দুঃখও পরম সুখ রূপে স্বীকৃত হয়।

ইষ্টে সারসিকী ভাবঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।

তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোচ্যতে।।

ইষ্ট বস্তুতে সারসিক অর্থাৎ স্বাভাবিক ভাব ও পরমাবিষ্টতাই রাগ লক্ষণ। রাগময়ী ভক্তিই প্রয়োজন। যথা চৈতন্যচরিতে-

রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসীজনে।

তার অনুগত ভক্তির রাগানুগা নামে।।

ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা- রাগের স্বরূপ লক্ষণ।

ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থলক্ষণ কথন।।

অতএব ইষ্ট প্রতি পরম তৃষ্ণা ও পরম আবেশ লক্ষণই রাগভজনের প্রাণ স্বরূপ।

চৈতন্য বাক্য --

কৃষ্ণের চরণে হয় যদি অনুরাগ।

কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তাঁর নাহি থাকে রাগ।।

ইষ্টনিষ্ঠা ও তৃষ্ণাত্যাগ প্রেমরাজ্যের ভিত্তিপত্তন স্বরূপ। প্রাকৃত বিষয় তৃষ্ণা রাহিত্যই ইষ্টনিষ্ঠাকে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করে তথা ইষ্টনিষ্ঠাই বিষয় তৃষ্ণাকে দূর করে। বিষয় তৃষ্ণা থাকিতে ইষ্টনিষ্ঠা সিদ্ধ হয় না আর ইষ্ট নিষ্ঠা না হইলে বিষয় তৃষ্ণাও পরিত্যক্ত হয় না। প্রসঙ্গতঃ জ্ঞাতব্য-- কনক কামিনী ও প্রতিষ্ঠামত্ত অনর্থগ্রস্ত অনধিকারী সাধক সাধিকাদের মধ্যে রাগ ভজনের যে হুড়াহুড়ী দেখা যায় তাহা প্রকৃত রাগ ভজন নহে। তাঁহাদের চরিত্রে রাগভজনের তাৎকালিকী বাহ্যচেষ্টা পুতনার ন্যায় লোক বঞ্চনা বহুল। বিষয়রাগীদের কৃষ্ণরাগ অপ্রমাণিত এবং কৃষ্ণরাগীদের বিষয়রাগ অপ্রসিদ্ধ ব্যাপার। অনর্থগ্রস্ত বিষয়রাগী নারীরসিকদের অনধিকার চর্চ্চা হইতেই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে প্রাকৃত সহজিয়া ও সখীভেকীবাদ উদিত হইয়াছে। ব্যভিচারীদের মধ্যে ধর্ম্মই নাই। তাঁহারা পথদস্যুর (বাটপাড়ের) ন্যায় লোক বঞ্চক মাত্র।

পক্ষে বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ বিশুদ্ধ রাগ পথেই রাধা কৃষ্ণের উপাসনায় অদর্শস্থানীয়। বস্তুতঃ তাঁহারা কৃষ্ণলীলার পরিকর রূপমঞ্জরী আদি। প্রকৃত রাগ লক্ষণ তাঁহাদের চরিত্রেই দেদীপ্যমান। তাঁহারা কৃষ্ণে একান্ত অনন্ত অনুরাগী বিচারেই সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বতোভাবে সকল প্রকার প্রাকৃতাপ্রকৃত বিষয় বাসনা মুক্ত হৃদয়। কৃষ্ণানুরাগই বিষয় বৈরাগ্যের একমাত্র কারণ। কৃষ্ণানুরাগ বিনা বিষয় তৃষ্ণা বিগত হইতে পার না। দেহ গেহাদিতে আসক্তি কৃষ্ণানুরাগের লক্ষণ নহে পরন্তু একান্ত কৃষ্ণানুরাগ হইতেই দেহাদির প্রতি নিতান্ত বৈরাগ্য ধর্ম্মের উদয় হয়। গোস্বামিগণ অনিকেত ভাবেই এক এক বৃক্ষতলে এক এক রাত্রি শয়ন করিয়াছেন।

বিপ্র গৃহে স্থুলভিক্ষা কাঁহা মাধুকরী।

শুষ্ক রুটি চাণা চিবায় ভোগ পরিহরি।।

করোয়া মাত্র হাতে কন্থা ছিড়া বহির্বাস।

কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণ নাম নর্ত্তন উল্লাস।।

অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন চারিদণ্ড শয়নে।

নাম সঙ্কীর্ত্তনপ্রেমে, সেও নহেকোন দিনে।।

যহৌ যুবৈব মলবদুত্তমশ্লোকলালসঃ।

কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগী হইয়া রূপসনাতন প্রভুদ্বয়

যৌবনকালেই মলবৎ রাজ্যলক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করতঃ বৈরাগ্যলক্ষ্মীকে বরণ করেন। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদও বারলক্ষ টাকার জমিদারী ও অপ্সরা সম স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্যচরণে উপস্থিত হন। অন্যান্য গোস্বামিগণও রাগ ভজনে পরম বৈরাগ্যাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

তাঁহাদের কৃষ্ণানুরাগ-

রাধাকুণ্ডতটে কলিন্দতনয়াতীরে চ বংশীবটে
প্রেমোন্মাদবশাদশেষদশয়া গ্রস্তৌ প্রমত্তৌ সদা।
গায়ন্তৌ চ কদা হরের্গুণবরং ভাবাভিভূতং মুদা
বন্দে রূপসনাতনৌরঘুযুগৌশ্রীজীব গোপালকৌ।।

হে রাধে হে ব্রজদেবিকে চ ললিতে হে নন্দসূনোকুতঃ
শ্রীগোবর্দ্ধনকল্পকাদপতলে কালিন্দীবন্যে কুতঃ।
ঘোষন্তাবিতি সর্ব্বতো ব্রজপুরে খেদৈর্মহাবিহ্বলৌ
বন্দে রূপসনাতনৌরঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ।।

তাঁহাদের বিষয় বৈরাগ্য-

ত্যক্ত্বা তূর্ণমশেষমণ্ডলপতিশ্রেণীং সদা তুচ্ছবৎ
ভূত্বা দীনগণেশকৌ করুণয়া কৌপিনকন্থাশ্রিতৌ।
গোপীভাবরসামৃতাব্ধিলহরী কল্লোলমগ্নৌ মুহু
র্বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌশ্রীজীবগোপালকৌ।।

তাঁহাদের ভজনানুরাগ-

সংখ্যাপূর্ব্বকনামগাননতিভিঃ কালাবসানীকৃতৌ
নিদ্রাহারবিহারকাদি বিজিতৌ চাত্যন্তদীনৌ চ যৌ।
রাধাকৃষ্ণগুণস্মৃতের্মধুরিমানন্দেন সম্মোহিতৌ
বন্দে রূপ সনাতনৌ রঘুযূগৌ শ্রীজীব গোপালকৌ।।

তাঁহাদের উদ্দীপনানুরাগ --

কূজৎকোকিলহংসসারসগণাকীর্ণে ময়ূরাকুলে
নানারত্ননিবদ্ধমূলবিটপশ্রীযুক্তবৃন্দাবনে।
রাধাকৃষ্ণমহর্নিশং প্রভজতৌ জীবার্থদৌ যৌ মুদা বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব গোপালকৌ।।

তাঁহাদের ইষ্ট ভজন বিষয়ক শাস্ত্রানুরাগ ও লোকহিত কৃত্য-

নানাশাস্ত্রবিচারণৈকনিপুণৌ সদ্ধর্ম্মসংস্থাপকৌ
লোকানাং হিতকারিণৌ ত্রিভুবনে মান্যৌ শরণ্যাকরৌ।
রাধাকৃষ্ণপদারবিন্দভজনানন্দেন মত্তালিকৌ।
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব গোপালকৌ।।

কারুণ্য কার্পণ্য সৌজন্য দৈন্যাদিতে তাঁহারা শরণ্যতম। ইষ্টনিষ্ঠায় তাঁহারা ধন্যতম। ইষ্টধামনিষ্ঠায় তাঁহারা বরেণ্যতম। তাঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞতা ও রসজ্ঞতার সহিত কৃতজ্ঞতা ও সৎপ্রতিজ্ঞতা অতুলনীয়। অনুপম সমুজ্জল রাগসংস্কৃতি ও বৈরাগ্যনীতিতে তাঁহারা বিশ্বের আদর্শ স্থানীয়। তাঁহারা দুরতঃ অসৎসঙ্গ প্রসঙ্গাদির পরিত্যাগে চৈতন্যের হৃদয়গ্রাহী গুণধাম।

চৈতন্যের ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি তুষ্ট হন গৌর ভগবান।।

সিদ্ধান্ত-- রাগপ্রধানদের বৈরাগ্যের প্রাধান্য স্বতঃসিদ্ধ। তাঁহাদের রাগভজন যেরূপ কৃষ্ণ সন্তোষ ভাজন তদ্রূপ বৈরাগ্যবরণও কৃষ্ণের প্রমোদ ভাজন স্বরূপ। তাঁহারা রাগকে ভজন করেন না। প্রকৃত পক্ষে রাগই তাঁহাদের ভজনে তৎপর। যেহেতু তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেমিকাগ্রগণ্য। যেরূপ অকিঞ্চনা ভক্তিমানদের দেহে সকল সদ্‌গুণ সহ দেবতাদি বাস করে তদ্রূপ কৃষ্ণনিষ্ঠদিগকে রাগাদি যোগ্য ভাবে আশ্রয় করিয়া থাকে। ভাববৃন্দ কৃষ্ণরসিকদের ভজনানুরাগী। বৈরাগ্য ধর্ম্ম তাঁহাদিগকে পাইয়া ধন্য হয়, রাগ কৃতার্থ হয়। সদ্ধর্ম্ম তাঁহাদের মর্ম্মকে আশ্রয় করে। কৃষ্ণনিষ্ট হইলেই প্রেমসাম্রাজ্য সহজ লভ্য হয়। অতএব রাগ ভজনে গোস্বামিগণই পরম আদর্শ স্থানীয়।

জীয়াদ্‌গোস্বমিপাদাব্জং রাগকল্পতরুশ্রিয়ম্।
যদেবাশ্রয়মাত্রেণ ফলতি প্রেমপাদপঃ।।

--ঃ০ঃ০ঃ--

শ্রীরাধাকুণ্ডের বৈশিষ্ট্য

শ্রেষ্ঠতায় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। অনন্তসাধারণতাই বৈশিষ্টে গণ্য। সর্ব্বসাধারণ দেশ কাল পাত্রে বৈশিষ্ট থাকে না। থাকিতেও পারে না। অপর দিকে দুর্ল্লভ বস্তুই বৈশিষ্ট্য পূর্ণ হইয়া থাকে।সুলভ বস্তুতে বৈশিষ্ট্য থাকে না।

জগতে বহু জলাশয় আছে। তাহারা কোন না কোন কারণে শ্রেষ্ঠতার আসনে সমাসীন। যেরূপ সমুদ্রদের মধ্যে ভগবান বিষ্ণুর নিবাস হেতু ক্ষীরসমুদ্র শ্রেষ্ঠ অতেব লবৈশিষ্ঠ্য পূর্ণ। তদ্রূপ ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনংপুরী। তত্রাপি গোপিকা পার্থ যত্র রাধাভিধা মম।। বগবান আদি পুরাণে অর্জ্জুনকে বলিলেন। এহে সখে তিন লোক মধ্যে পৃথিবীই

ধন্য যেহেতু সেখানে আমার নিত্যবিহার ক্ষেত্র বৃন্দাবন বিরাজমান। সেখানেও রাধা নামা গোপিকা বিদ্যমান।

ভজনীয়স্থান বিচারে শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ একটি ক্রমসিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা-- বৈকুণ্ঠাজ্জনিতবরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্বৃন্দারণ্যমুদার পাণিরমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনং রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃপ্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ। কুর্য্যাদস্য বিরাজত গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ।।

অজের জন্ম নিবন্ধন বৈকুণ্ঠ হইতেও মথুরা শ্রেষ্ঠ।তথা হইতে রাস বিলাস হেতু বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠষ তথা হইতেও উদার পাণি কৃষ্ণের বিশেষ বিহার হেতু গোবর্দ্ধন কুঞ্জ শ্রেষ্ঠ তথা হইতেও প্রেমের আপ্লাবন ক্ষেত্র বিচারে রাধাকুণ্ড ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন স্থান। কোন্ বিবেকী গিরিতটে অবস্থিত সেই রাধাকুণ্ডের সেবা না করিবেন? বিবেকী মাত্রেই রাধাকুণ্ডের সেবা করেন। ৩।

ধর্ম্ম বিবেক

ধারণাদুচ্যতে ধর্ম্মো ধার্য্যোত্র কেশবো হরিঃ।
ধারকো নরজন্মাঢ্যো মানবঃ সাধুসঙ্গভাক্।।১

ধারণহেতু ধর্ম্ম সংজ্ঞা। ধার্য্য এখানে কেশব হরি ও ধারক নরজন্ম সম্পন্ন সাধু সঙ্গকারী মানব।।১

ধর্ম্মস্তোষায় মোক্ষায় ধনায় চৈব শান্তয়ে।
ধর্ম্মো হি পরমং তপো ধর্ম্মো জ্ঞানায় বৈ নৃণাম্।।২

আত্ম সন্তোষ মোক্ষ,ধন এবং শান্তির নিমিত্ত হইল ধর্ম্ম।ধর্ম্মই পরম তপস্বা স্বরূপ এবং ধর্ম্ম মানবের জ্ঞান কারণ। ভাগবতে বলেন বিষ্ণু হইতেই ধর্ম্ম জ্ঞান শান্তি অভয় বৈরাগ্য তথা ঐশ্বর্য্যাদি সম্পন্ন হয়। বস্তুতঃ ভাগবত ধর্ম্মই সকল প্রকার শান্তি সন্তোষাদির মূল।।২

ধর্ম্মো হি পরমো বন্ধুঃ সর্ব্বথাসুখকারণম্।
ধর্ম্মঃ পরেশভক্তিকৃদ্ধর্ম্মো মৃতত্বদায়কঃ।।৩

ধর্ম্মই মানবের পরম বন্ধু এবং সর্ব্বতোভাবে সুখকারণ। পরমেশ্বরে ভক্তিকারীই ধর্ম্ম ।এই ধর্ম্মই অমৃতত্বের দাতা।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন ধর্ম্মো মদ্ভক্তিকৃৎপ্রোক্তঃ। আমাতে ভক্তিকারীই ধর্ম্ম।ধর্ম্ম বাস্তব হিতকারী বিচারে বন্ধু সংজ্ঞক।ধর্ম্মোঅমৃতত্বায়।ধর্ম্ম অমৃতত্বের নিমিত্ত।

ধর্ম্মো হি পরমোগুরুর্ধর্ম্মঃপতির্গতির্নৃণাম্।
ধর্ম্মোমূল্যমণির্লোকে কোপি নাস্যাপহারকঃ।।৪

ধর্ম্ম হইতেই বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয় বলিয়া ধর্ম্মই পরম গুরু সংজ্ঞক।ধর্ম্ম মানবকে পাতিত্যাদি দোষ হইতে রক্ষা করে বলিয়া তাহার পতি সংজ্ঞা এবং প্রকৃত গতি বাচ্য। ধর্ম্মাদ্ধনং তথা আয়ুর্ঘৃতম্ ন্যায়ে ধর্ম্মই অমূল্যরত্ন স্বরূপ।ইহলোকে ইহার কেহই অপহারক নাই অর্থাৎ চৌর ধর্ম্মকে চুরি করিতে পারে না।

ধর্ম্মএব পরঃসঙ্গী যেনেশঃ পরিতুষ্যতে।
ধর্ম্মো দোষবিনির্ম্মুক্তঃসর্ব্বযজ্ঞপরঃস্মৃতঃ।।৫

ধর্ম্মই মানবের শ্রেষ্ঠ সঙ্গী যাহার দ্বারা পরমেশ পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে দোষাদি মুক্ত।ধর্ম্মই সর্ব্বযজ্ঞময় বলিয়া স্মৃত হয়। রহস্য--অধোক্ষজে অহৈতুকী অপ্রতিহতা ভক্তিই পরম ধর্ম্ম সংজ্ঞক।তাহার দ্বারাই আত্মা সম্যক প্রকারে প্রসন্ন হইয়া থাকে। অতএব ধর্ম্ম যে ভগবানের সন্তোষকারণ তাহা ন্যায় সঙ্গত।৫

ধর্ম্মো রক্ষতি পাতি চ দদাতি ফলমুত্তমম্।
ধর্ম্মাদন্যপ্রভুর্নাস্তি জীবনে মরণেপি হি।।৬

ধর্ম্মই রক্ষণ ও পালন করে এবং উত্তম শ্রেয়ফল দান করে। ধর্ম্ম বিনা জীবনে মরণে আর অন্য কোন প্রভু নাই।

ধর্ম্ম আচরিতো যেন তেন তোষিত ঈশ্বরঃ।
ধর্ম্মো নাচরিতো যেন তস্য জন্ম বিড়ম্বিতম্।।৭

যাহার দ্বারা ধর্ম্ম আচরিত হয় তাহার দ্বারা ঈশ্বরও তোষিত হয়।যিনি ধর্ম্মাচরণ করেন না তাহার জন্ম বিড়ম্বিত হয়।

ধর্ম্মাচারায় জন্মৈতন্নির্ম্মিতং হরিণা পরম্।
ধর্ম্মেণ লভ্যতে জন্মসাফল্যং নাত্র সংশয়ঃ।।৮

ভগবান শ্রীহরি ধর্ম্ম আচরণের জন্যই এই শ্রেষ্ঠ মানব দেহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।তাই ধর্ম্মাচার হইতেই জন্মসাফল্য লভ্য হয় ইহাতে কোন সংশয় নাই।

সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা
বৃক্ষান্ সরীসৃপপশুন্খগদংশমৎস্যান্।
তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায়
ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ।।

অজয়া আত্ম মায়াশক্তি দ্বারা ভগবান বৃক্ষ সরীসৃপ পশু পক্ষী মশক মৎস্যাদি বিবধ দেহপুর নির্ম্মাণ করিয়া তুষ্ট হইলেন না। পরিশেষে ভগবদ্দর্শনোপযোগী জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্ন এই মানব দেহ সৃষ্টি করিয়া আনন্দিত হইলেন। অতএব মানব দেহই ধর্ম্ম সাধক। নর তনু ভজনের মূল।।

ধর্ম্মহীনো হি হীনো বৈ দীনো দুর্ভাগ্যবানপি।
পশুতুল্যো যমদণ্ড্যঃ কুলাঙ্গার ইহোচ্যতে।।।৯

ধর্ম্মহীনই প্রকৃত হীন,দীন ও দুর্ভাগ্যবান।সে পশুতুল্য

যমদণ্ড্য এবং ইহলোকে কুলাঙ্গার বলিয়া কথিত হয়। ধর্ম্মেণ হীনা পশুভিঃ সমানাঃ।ধর্ম্মহীন পশুর সমান।।৯

ধর্ম্মো হরতি চাশুভং জনিদুঃখং পরাৎপরম্।
ধর্ম্মবৈকুণ্ঠবাসায় বিমুক্তিস্থিতিহেতবে।।১০

ধর্ম্ম সকল প্রকার অশুভ উত্তরোত্তর জনি দুঃখাদি হরণ করে। ধর্ম্ম বৈকুণ্ঠবাস এবং বিদেহমুক্তি তথা বৈকুণ্ঠস্থিতির কারণ।।১০

ধর্ম্মো দোষবিমোক্ষায় জয়সৎকীর্ত্তিসিদ্ধয়ে।
ধর্ম্মেণ সভ্যতামিয়াদ্ধর্ম্মো ভদ্রং করোতি চ।।১১

ধর্ম্মই পাপদোষ থেকে মুক্তি দান করে ।বিশেষতঃ তাহা জয় কীর্ত্তি ও মুক্তিসিদ্ধির নিমিত্ত। ধর্ম্ম দ্বারা সভ্যতা লভ্য হয় এবং ধর্ম্মই মানবকে ভদ্র করে।১১

ধর্ম্মেনৈব হি মাঙ্গল্যং শালিন্যং পরিজায়তে।
ধর্ম্মাত্মা পণ্ডিতো ধন্যো বরেণ্যো মান্যমানকৃৎ।।১২

ধর্ম্মের দ্বারাই মাঙ্গল্য ও শালিন্য প্রতিপন্ন হয়। ধর্ম্মাত্মাই প্রকৃত পণ্ডিত ধন্য মান্য বরেণ্য ও মান্যের মান দাতা।

ধর্ম্মাত্মা বিনয়ী বন্দ্যঃ পূজ্যশ্চ মানবৈঃসদা।
ধর্ম্মাত্মা বন্ধুরাত্মীয়ঃ শরণ্যঃ কুলপাবনঃ।।১৩

ধর্ম্মপ্রাণ বিনয়ী সর্ব্বদা মানবের বন্দ্য ও পূজ্য। ধর্ম্মাত্মাই প্রকৃত বন্ধু আত্মীয়, শরণ্য ও কুল পাবন।।১৩

ধর্ম্মো দদাতি সাদ্‌গুণ্যং সৈজন্যঞ্চানুজন্মনি।
ধর্ম্ম দিব্যতি সর্ব্বেষাং মুর্দ্ধণি ক্ষেমবৈভবৈঃ।।১৪

ধর্ম্মই প্রতিজন্মে সদগুণ ও সৌজন্যাদি দান করে।ধর্ম্ম মঙ্গল বৈভবের সহিত সকলের মস্তকে বিরাজ করে।।১৪

ধর্ম্মঃ সাক্ষী বিধাতা চ সংহর্ত্তা দুঃখসংসৃতেঃ।
ধর্ম্মঃ কল্যানকল্পাগো ধর্ম্মেণাত্মা প্রসীদতি।।১৫

ধর্ম্মই মানবের প্রধান সাক্ষী বিধাতা এবং দুঃখ সংসারের সংহার কর্ত্তা। ধর্ম্ম কল্যান কল্পতরু স্বরূপ। ধর্ম্ম দ্বারাই আত্মা সুপ্রসন্ন হয়।।১৫

ধর্ম্মো স্বরূপসৌন্দর্য্যমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যশক্তিমান্।
মর্ত্ত্যবৈষম্যবৈগুণ্যবৈয়র্থহারিসিদ্ধিভাক্।।১৬

ধর্ম্ম স্বরূপের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্যশক্তি সম্পন্ন এবং মর্ত্ত্য বৈষম্য বৈগুণ্য ব্যর্থতা হারী সিদ্ধি ভাজন। অর্থাৎ ধর্ম্মে ইদৃশ সিদ্ধি আছে যার ফলে মরণভাব,বিষমভাব বৈগুণ্য ব্যর্থতাদি ধ্বংস হয়।।১৬

ধর্ম্মঃ সেবধিসম্পুটঃ সংরক্ষিতমহাজনৈঃ।
শুশ্রূষুণাং প্রমোদায় কৃষ্ণেন পরিভাবিতঃ।।১৭

মহাজন কর্ত্তৃক সংরক্ষিত অমূল্যরত্ন সম্পূটই ধর্ম্ম।তাহা শুশ্রুষুদের প্রমোদ নিমিত্তই কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরিভাবিত।।১৭

ধর্ম্মধী কলিনির্ম্মুক্তো বৈরদৌরাত্ম্যনির্গতঃ।
ধর্ম্মদৃগতত্ত্বসন্দর্ভী নৈরপেক্ষো হ্যতন্দ্রিতঃ।।১৮

ধর্ম্মবুদ্ধি সর্ব্বদায় কলি নির্ম্মুক্ত, শত্রুতা ও বৈর দৌরাত্ম্য বর্জ্জিত।ধর্ম্মদ্রষ্টা প্রকৃত তত্ত্বসন্দর্ভী, নিরপেক্ষ ওনিরলস অর্থাৎ আলস্যশূন্য।।১৮

ধর্ম্মো নৌচিত্যরাহিত্যো যাথার্থ্যস্বার্থপার্থিবঃ।
ধর্ম্মোহঙ্কারকর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বনেতৃগর্বমুট্।।১৯

ধর্ম্ম অনুচিত ভাব রহিত,যথার্থ স্বার্থ পালক। ধর্ম্ম অহঙ্কার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব নেতৃত্বাদি গর্ব হারক।।১৯

ধর্ম্মেণায়ূযশঃশ্রীরাণৃন্যঞ্চাধিগচ্ছতি।
ধর্ম্মঃশাশ্বতসৌখ্যর্দ্ধিমচ্ছোকমোহভয়াপহা।।২০

ধর্ম্ম দ্বারাই পরমায়ূ যশঃ সম্পত্তি ও ঋণমুক্তি সংঘটিত হয়।ধর্ম্মই নিত্যশান্তি সিদ্ধিমান এবং শোকমোহ ভয় অপহারী।।২০

ধর্ম্মো হি সত্যসঙ্গী স্যান্নিত্যধামনিবাসকঃ।
ধর্ম্মোনাদিরাদির্বৈ নিত্যো নব্যঃ সনাতনঃ।।২১

ধর্ম্মই মানবের একমাত্র সঙ্গী ও নিত্যধামে বাসপ্রদ।ধর্ম্ম আদি ও অনাদি তাহা নিত্য নবীন ও সনাতন।।২১

ধর্ম্মঃ সম্পূর্ণসৌভাগ্যসম্পত্তিপ্রতিপত্তিকৎ।
ধর্ম্মস্ত্বনর্থপৈশুন্যমত্তমাতঙ্গকেশরিঃ।।২২

ধর্ম্মই সম্পূর্ণ সৌভাগ্য সম্পত্তির প্রতিপাদক।ধর্ম্ম কিন্তু অনর্থ পৈশুন্য রূপ মত্তহস্তির দলনে সিংহ স্বরূপ।।২২

ধর্ম্ম ঈশমূলোশ্বত্থশ্চানন্তস্কন্ধসংযুতঃ।
চৈতন্যফলপুষ্পাঢ্যশ্চাখণ্ডরসমণ্ডিতঃ।।২৩

ধর্ম্ম ঈশ্বরমূলী,অনন্ত শাখাপ্রশাখাদি সংযুক্ত অশ্বত্থবৃক্ষ স্বরূপ। তাহা চৈতন্য ফুলফল সম্পন্ন এবং অখণ্ড রস মণ্ডিত।।২৩

ধর্ম্মঃকৃষ্ণপ্রণীতঃস্যাৎসৎপ্রেমফলদায়কঃ।
অব্যয়শ্চাবিনাশী যদৈকান্তিকৈকবল্লভঃ।।২৪

ধর্ম্ম কৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রণীত । তাহা সৎপ্রেমফলদাতা এবং অবিনাশী। যাহা ঐকান্তিকদের একমাত্র প্রিয়।।২৪

ধর্ম্মোত্র ব্যাসনির্ণীতো ভাগবতীয় উচ্যতে।
অন্যথাপরধর্ম্মাণাং বিস্তারৈঃ কিং প্রয়োজনম্।।২৫

ধর্ম্ম ইহজগতে শ্রীবেদব্যাস কর্ত্তৃক নির্ণীত তাহা ভাগবতীয় বলিয়া কথিত হয়।এতদ্ব্যতীত অপর ধর্ম্মাদি বিস্তারের কি প্রয়োজন।।২৫

সমুন্মূলিতজন্মাদিপাপসন্তাপসন্ততিঃ।
ধর্ম্ম এষ হ্যধোক্ষজসেবনোন্মুখ্যসম্ভবঃ।।২৬

এই ভাগবত ধর্ম্ম জন্মাদি পাপসন্তাপাদির বিস্তৃত মূলকে সম্যক প্রকারে উৎপাটিত করে। অধোক্ষজ শ্রীহরির সেবনোন্মুখতা থেকেই এই ধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।।২৬

অপবর্গগতির্ধর্ম্মশ্চাপবর্গপতীশ্বরঃ।
পঞ্চমপুরুষার্থাঢ্যঃকামাদিকৈতবাপহা।।২৭

ধর্ম্ম অপবর্গের গতি এবং অপবর্গ পালনে ঈশ্বর স্বরূপ। ইহা পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম সম্পন্ন এবং কামাদি কৈতব শত্রুবর্গের ধ্বংসকারী।।২৭

সাধনে সাবধানতা

শ্রীল ভক্তিসর্ব্বস্ব গোবিন্দ মহারাজে

সাধন মানেই সাধ্য প্রাপ্তির উপায়। বৈষ্ণব জগতে সাধ্য দুইটি। একটি সাধকের স্বরূপ প্রাপ্তি, দ্বিতীয়টি আরাধ্য প্রাপ্তি। একটি তামার পাত্র বহুদিন অমার্জ্জিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। কেহ তাহাকে ব্যবহারও করে না তজ্জন্য তাহার উপর দিন দিন ময়লা পড়ায় আসল রূপ চাপা পড়িয়া যায়। ময়লার রূপই সকলের দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু ময়লার রূপটি তামার পাত্রের আসল রূপ নয়। আপাততঃ দৃষ্টিতে মূর্খ ময়লার রূপকেই পাত্রের রূপ বলিয়া মনে করিতে পারে কিন্তু অভিজ্ঞজন তাহা মনে করেন না। অভিজ্ঞজন পাত্রের আসল রূপটি প্রাপ্তির জন্য মার্জ্জনা করেন। তাহার ফলে আসল রূপটি প্রকাশিত হয়। মালিন্য দূর হইলেই বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ পায়। দর্পণে মুখদর্শন ঘটে কিন্তু মালিন্যযুক্ত দর্পণে তাহা ঘটে না। মালিন্য দূর করিলেই তাহাতে মুখদর্শন সুলভ হয়। তদ্রূপ জীব নিত্যকৃষ্ণদাস। কৃষ্ণ সেবার যোগ্যতা তাহার স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। কিন্তু মায়ার সংসর্গে তাহার কৃষ্ণদাস্যের চ্যুতি ঘটে এবং মায়ার দাসত্ব ও প্রভুত্ব প্রপঞ্চিত হয়। মায়াসঙ্গে তাহার স্বরূপের উপর মালিন্য পড়ে। সেই মালিন্যের রূপকেই মূর্খজীব নিজরূপ মনে করিয়া অনন্ত সংসারচক্রে ভ্রাম্যমান। সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি তাহার বিবেক জাগে তবে সে অন্যের দাসত্ব তথা নিজের প্রভুত্বকে ত্যাগ করতঃ পূর্ব্বসিদ্ধ কৃষ্ণদাসত্বে নিযুক্ত হয়। অন্যের দাসত্ব ও নিজের প্রভুত্ব সহ ভোক্তৃত্ব ত্যাগ এবং কৃষ্ণদাস্য গ্রহণে যে ক্রিয়াগুলি কর্ত্তব্য হয় তাহাই 'সাধন' সংজ্ঞক। দেখা যায় যে, নিজের প্রভুত্ব সিদ্ধির জন্য মানব স্ত্রীপুত্রবিত্তাদির দাসত্ব করে, সেবা করে। অতএব প্রভুত্বের সঙ্গে দাসত্বও জড়িত আছে। যাহার প্রভুত্ব ভোক্তৃত্ব নাই, তাহাকে অন্যের দাসত্ব করিতে হয় না। প্রভুত্ব চলিয়া যাইলেই তৎসঙ্গী দাসত্বাদিও চলিয়া যায়। যথা যাহার কাম নাই তাহার স্ত্রীচিন্তা সঙ্গাদি ব্যাপার নাই। কাজেই স্ত্রীপুত্রাদির দাসত্ব করিতে হয় না। যাহার ভোক্তাভিমান আছে তাহার ভোগ্যবস্তুতে সমতাও থাকে ইহা ধ্রুব সিদ্ধান্ত। পক্ষে ভোক্তাভিমান নাই তথা ভোগ্যে মমতাও নাই। যাহার ভোগ বাসনা আছে সে ভোগ সাধনে নানা কার্য্যকারিতায় জড়িত থাকে। তাই সেই কার্য্যের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সুখদুঃখ জড়িত থাকে। পরন্তু যাহার ভোগবাসনা নাই তাহার ভোগসাধনে যত্ন করিতে হয় না বা থাকে না। ভোগ্য থাকিলেও সে ভোগে উদাসীন থাকে। সুতরাং তাহাকে ভোগের সিদ্ধি বা অসিদ্ধি জনিত সুখদুঃখাদির সম্মুখীনও হইতে হয় না। এতদ্ব্যতীত যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভোগসিদ্ধ না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মনে অশান্তি সংশয়াদি পীড়া দিতে থাকে, সে মনোরথেই ঘুরিতে থাকে আর সিদ্ধি না হইলে দুঃখ দোষ হিংসাদি অধর্ম্মের পদাঘাতে জর্জ্জরিত হইতে থাকে। কারণ দৈবাধীন বস্তুর কোন নিশ্চয়তা নাই। সর্ব্বোপরি ভোক্তা ও ভোগ্যা সকলেই কালবশে চলমান অনিত্য। তাহাদের যোগ বিয়োগও কালকৃত। তদুপরি ভোগ্যবস্তু ও ভোক্তাভাব স্বপ্নবৎ মিথ্যা কল্পিত। কাজেই তাহাতে নিত্যতার ও বাস্তবতার অভাবে তাহারা সেব্য হইতে পারে না। তাহাদের সেবা দুঃখের কারণ মাত্র। সম্বন্ধজ্ঞান হইতে এবম্বিধ ভোক্তা অভিমানাদি তিরোহিত হয় এবং সেব্যের সেবারস আস্বাদনে তাহা নির্মূলীকৃত হয়, পরিত্যক্ত হয়। সুতরাং সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত ভজনেই জীবের ভোক্তা অভিমানরূপ অনর্থ বা উপাধিভূত মালিন্য অপসারিত হয় এবং কৃষ্ণদাসত্বের প্রতিষ্ঠা সিদ্ধ হয়। অতএব যাহারা স্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে চায় তাহাদের আদ্যকৃত্য ভোক্তা অভিমান বিসর্জ্জন, দ্বিতীয় কৃত্য অনিষ্ঠকর জ্ঞানে ভোগ্য বা ভোগ থেকে দূরে থাকা, তাহার সম্বন্ধ ত্যাগ করা। এ কাজের সৌষ্ঠব সাধনের জন্য তৃতীয় কৃত্য নিজেকে সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখিতে হইবে কৃষ্ণদাস্যপর সঙ্গ ও কার্য্যকারিতায়। যেমন বনের পাখী পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া পালন করিলে বহুদিনে পোষমানে আর বনে পালায় না। তদ্রূপ কৃষ্ণদাস্যপর সাধুসঙ্গ, ভাগবত শ্রবণ, নামসঙ্কীর্ত্তন, একাদশ্যাদি ব্রত পালন এবং আরাধ্যদেবতার ধামসেবায় নিযুক্ত থাকিলে মনের দৌরাত্ম্য রূপ ভোক্তা অভিমান রোগ চলিয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত সাধনে বিশেষতঃ আরাধ্য দাস্যমাধুর্য্য অনুভূতি হইতে সাধক ইতর ভোগ্যবস্তুতে নিতান্ত বিরক্তি এবং আরাধ্য সেবায় অনুরক্তি লাভ করে। যথা সিতা (মিশ্রী) সেবকের গুড়ে আসক্তি থাকে না। তদ্রূপ শ্রেষ্ঠ আরাধ্য মাধুর্য্যাস্বাদনে দুঃখপ্রদ অনিত্য মনঃকল্পিত বিষয়ভোগ তুচ্ছীকৃত হয়।

কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ব্যাঘ্র দর্শনে ভীত হইয়া রক্ষার্থে চীৎকার করে কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে আর ভীত হয় না বা রক্ষার্থে চীৎকারও করে না তদ্রূপ যখন সাধক সাধনে আরাধ্যমাধুর্য্য আস্বাদন করে বা করিবার আশ্বাস

পায় তখন তাহার অনারাধ্য অনর্থভূত বস্তুর ভোগে মন প্রধাবিত হয় না, ভোগে মোহ থাকে না।

কুপথ্য গ্রহণে যেমন রোগ বৃদ্ধি পায় তদ্রূপ অসৎসঙ্গে অনর্থ বৃদ্ধি হয়। অর্থ নাশক এবং অনর্থ সাধক সঙ্গই অসৎসঙ্গ বাচ্য। আর অর্থসাধক এবং অনর্থনাশক সঙ্গই সৎসঙ্গ বাচ্য। যদি প্রশ্ন হয়, ভোগবুদ্ধিত্যাগ করিলেই তো যথেষ্ট সেখানে ভোগ্য ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা কি? তদুত্তরে বক্তব্যঃ--ভোগ বুদ্ধি ত্যাগ করিলেও ভোগ্যের সান্নিধ্যও অনর্থকর। তাহাও ত্যাজ্য বটে। যথা অগ্নির সান্নিধ্যেও তাপ উপলব্ধি হয়।

যাহাকে ভুলিতে হয় তাহার থেকে বহু দূরে থাকিতে হয়। দূরে থাকিয়া সেখানকার প্রিয়সঙ্গে মগ্ন হইলেই প্রকৃতপক্ষে অনর্থকে ভোলা যায়, নতুবা নয়। আবার কেবল দেহটা দূরে রাখিলেই হয় না মনকেও তাহার থেকে দূরে রাখা উচিত, তাহা না হইলে ধ্যানে সঙ্গ হয়, ফলে যথার্থ অর্থ সিদ্ধ হয় না। অনর্থ যায় না, মিথ্যাচারী সংজ্ঞা পায়।

প্রশ্নঃ-- মনকে কতদূরে রাখিতে হবে? যত দূরে তাহার কোনই সম্বন্ধ নাই ততদূরেই রাখিতে হবে। অর্থাৎ মনকে অসৎপ্রসঙ্গহীন সৎপ্রসঙ্গপ্রবীণ সাধুসঙ্গে ও ভজনপর্বে মত্ত রাখিতে হইবে। তবে মাঝে মাঝে দেখাদেখি হইলে যেমন স্মরণ পথে আসে তাহাকে ভোলা যায় না তদ্রূপ মাঝে মাঝে বিষয় বার্ত্তার আলোচনার ফলে পূর্ব্ব অনর্থ জাগ্রত ও প্রবৃত্ত হয় কাজেই অর্থ সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। ভাগবত বলেন, **বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগান্মুনঃ ক্ষুভ্যতি নান্যথা** অর্থাৎ বিষয়ের সঙ্গে চক্ষু নেত্রাদি ইন্দ্রিয় সংযোগেই চিত্ত ক্ষুভিত হয়, অন্যথা হয় না। এখানে আরও বিবেচ্য যে, বিষয়জ্ঞান থাকিলেই মনে ক্ষোভ জাগে, অন্যথা জাগে না। যেমন খাদ্যজ্ঞান থাকিলেই খাদ্যদর্শনে ভোজনের লোভ জাগে। আর যদি খাদ্যজ্ঞান না থাকে তাহা হইলে লোভ বশতঃ মনে ক্ষোভ জাগে না। সর্প যে ভয়ঙ্কর তাহার জ্ঞান থাকিলে সর্পদর্শনে ভয় রূপ মনঃ ক্ষোভ উদিত হয় আর সেই জ্ঞান না থাকিলে সর্পধারণেও মনঃ ক্ষোভিত হয় না। অতএব যেহেতু সাধকভাবেই জানিয়াছে যে, -----স্ত্রীসঙ্গাদি বিষয়ভোগ বা সঙ্গ স্বরূপ সাধনার অন্তরায় সেহেতু তাহার স্ত্রীবিষয়াদি দর্শনও চিত্ত ক্ষোভকর। তজ্জন্যই তাহার থেকে দূরে থাকিবার আবশ্যকতা দেখা যায় সাধক জীবনে। যেমন কোন সাধকের মনে সুন্দরীদর্শনে ক্ষোভ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সাধন দুর্বল। সেই সাধন বলে সে তাহার মনকে বশে রাখিতে পারে না। পরন্তু সে যদি ঐ মনকে স্ত্রীচিন্তা রূপ ক্ষোভধর্ম থেকে মুক্ত করিতে বা রাখিতে চায় তাহা হইলে তাহাকে থাকিতে হইবে সাধুসঙ্গ আবরণে। সাধুগণ সদুক্তি ও সেবাকার্যান্তরে নিয়োগ দ্বারা তাহাকে দুর্ভাবনা থেকে রক্ষা করেন।

তবে তাদৃশ সাধুসঙ্গ ও সাধনে রুচি থাকা চাই। একটি বালক পড়ায় মগ্ন, তাহার খেলায় মন নাই। পড়া তাহার রুচিকর বলিয়াই পড়াতে আবেশ হেতু খেলায় মন নাই। আর যদি পড়াশুনা রুচিকর না হইয়া খেলা রুচিকর হয় তাহা হইলে অনুরোধে পড়িতে বসিলেও তাহার মন পড়ায় থাকে না, থাকে খেলায়। তদ্রূপ সাধনে রুচি ও যত্ন থাকিলে তথা সাধ্য মাহাত্ম্যে মন লাগিলেই সাধনে আবেশ আসে। তাহার ফলে অনর্থকর ভোগাদিতে মন উদাস থাকে। অতএব সাধককে সর্বপ্রথমে সাধ্যমাহাত্ম্যে মনকে চমৎকৃত করাইতে হইবে। মনে আকৃষ্টি আসিলেই সাধনে সাবধানতা অনন্যতা তথা প্রগতি বাড়িয়া চলে এবং শীঘ্রই সাধ্য প্রাপ্তি হয়।

অনেক সময় মাহাত্ম্যজ্ঞান থাকিলেও প্রয়োজনীয়তার অভাবে সাধনে প্রযত্নাদি থাকে না। যেমন ক্ষুধার অভাবে সুখাদ্যও উপেক্ষিত হয়। অতএব সাধ্য মাহাত্ম্য জ্ঞানের সঙ্গে তৎপ্রাপ্তির আবশ্যকতা বোধও থাকা চাই। তাহা না হইলে সাধনে প্রযত্ন থাকে না। যাহার যত প্রয়োজনবোধ তাহার তত সাধনে প্রযত্ন ও প্রগতি পরিলক্ষিত হয়। প্রয়োজন বোধেই হয় সম্বন্ধ ও সাধনাগ্রহ। যেমন পুত্রার্থে-- স্ত্রীসম্বন্ধ ও সঙ্গাদি প্রপঞ্চিত হয়। যেমন বিদ্যার্থে গুরুসঙ্গ ও সেবাদি আবশ্যক হয়। তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রেম প্রয়োজনে কৃষ্ণসম্বন্ধ ও তৎসেবা প্রয়োজন হয়। যাহার কৃষ্ণপ্রেম প্রয়োজন নহে তাহার কৃষ্ণসম্বন্ধ ও সেবাও প্রয়োজন হয় না। অতএব সাধকে প্রয়োজন বোধ থাকা চাই।

পুনশ্চ জ্ঞাতব্য প্রয়োজনবোধ থাকিলেও প্রয়োজন প্রাপ্তিতে যথাযোগ্য সাধন করা প্রয়োজন হয়। কারণ, যে রোগের যে ঔষধ তৎসেবনেই সেই রোগ নির্মূল হয় কিন্তু অযথা ঔষধ সেবনে রোগমুক্তির সম্ভাবনা থাকে না। অপি চ যে গন্তব্যের যে পথ সেই পথ না ধরিলে ও চলিলে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছান যায় না। হাওড়া মাদ্রাস মেলে চাপিলে দিল্লী পৌঁছান যাইবে না। সেখানে হাওড়া দিল্লী মেলেই চাপিতে হইবে। তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রেম প্রয়োজনার্থে কৃষ্ণভক্তিই কর্তব্য। এখানে কৃষ্ণভক্তি বলিতে রাগভক্তিই জ্ঞাতব্য। রাগভক্তিতেই কৃষ্ণপ্রেম সুলভ। আর বিধি ভক্তিতে তাহা সুদুর্ল্লভ।

অনেক সময় দেখা যায় যে, প্রকৃত পথ ধরিলেও যোগ্য গতির অভাবে গন্তব্য প্রাপ্তিতে বিলম্ব হয়। তদ্রূপ রাগভজনে যদি প্রগতি না থাকে তাহা হইলে প্রেম প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটে। যেমন কেহ দুই ঘণ্টায় প্লেনে কলিকাতা থেকে দিল্লী পৌঁছায়, কেহ রাজধানী ট্রেনে ১৮ ঘণ্টায়, কেহ সুপারফার্ষ্টে ২৪ ঘণ্টায়, কার আদিযোগে তদপেক্ষা বেশী সময়ে আর পদব্রজে ২ মাসে পৌঁছায়। এখানে গতিভেদেই পরিদৃষ্ট হয়। তদ্রূপ যিনি সাধনে যতদূর গতিশীল তিনি ততশীঘ্রই সাধ্যে পৌঁছাতে পারেন। মহারাজ খট্টাঙ্গ ১ মুহূর্ত্তেই পরম পদে গমন করেন। ধুন্ধুকারী ও পরীক্ষিৎ মহারাজ ৭ দিনে পরম পদে যান। আর যাহার সাধনে মতি গতি নাই তাহার ৭ জন্মেও কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইবে না। অতএব সাধন রহস্য জানা সাধকের একান্ত আবশ্যক। আর একটি জ্ঞাতব্য-- ভক্তি সুদুর্লভা হয় সেখানেই যেখানে আসঙ্গ ভজনের অভাব। আসঙ্গ ভজন মানে নিরপরাধ নিষ্কাম নৈষ্ঠিক ভজন, যে ভজন অভিযোগশূন্য এবং সম্পূর্ণ অভিনিবেশ পূর্ণ, যে ভজন কেবল কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি কামনাময়, সেই ভজনই আসঙ্গ ভজন। এতদ্বতীত যাহা অনাসঙ্গ ভজন, তাহার ফল অবান্তর অর্থ প্রাপ্তি। ধর্মার্থ কাম মোক্ষই অবান্তর ফলময়। অতএব

সাধক আসঙ্গ ভজনে সাবধান হইবেন। এ জগতে সাধকগণ দুই ভাগে বিভক্ত। কেহ সম্বন্ধহীন, কেহ সম্বন্ধযুক্ত। যাহারা নিত্য সম্বন্ধহীন হইয়া কোন অবান্তর স্বার্থবশে ভজন করেন তাহারা ব্যবসায়ী তুল্য। যাহারা নিত্য সম্বন্ধযুক্ত হইয়া ভজন করেন, তাঁহারা যথার্থ ফলার্থী। যাহারা অবান্তর ফলের কামনায় নৈমিত্তিক সম্বন্ধযুক্ত তাহারা স্বার্থপরা ধাতৃতুল্য। আর যাহারা স্নেহ প্রীতি কামনায় নিত্য সম্বন্ধযুক্ত তাহারা মাতৃতুল্য। ধাত্রী অর্থার্থিনী, মাতা স্নেহার্থিনী। ধাত্রী প্রকৃত সম্বন্ধ শূন্য। অর্থ স্বার্থযোগে তাহার যে সম্বন্ধ তাহা ব্যবসায় মাত্র, তাহাতে পরমার্থ নাই। আর নিরূপাধিক স্নেহবশে যে সম্বন্ধ তাহা ধর্মীয়। যেমন শিবকে পার্বতী ভজন পূজন করেন, অন্য মেয়েরাও করে কিন্তু পার্বতী শিবকে পতিজ্ঞানে প্রেমযোগেই ভজন করেন। আর অন্য নারী কুমারী তাহার বাঞ্ছিত পতি বা ধনাদির জন্য ভজন করে। শিবকে পতি জানে না বা মানে না। পার্বতীর শিবপূজা নিত্য আর কুমারীদের শিবপূজা নৈমিত্তিক, নিত্য নহে। মনোরথ পূর্তি পর্য্যন্তই তাহাদের পূজায় আদর দেখা যায়। তাহা অনেকটা ব্যবসায়ীদের গণেশ পূজার ন্যায়। পত্যর্থিনীর পূজা নিত্য প্রীতিযুক্ত নহে, কেবল বিধি বোধিত মাত্র। যদি ঐ পূজায় কিছু প্রীতিও দেখা যায় তাহা কিন্তু বাস্তব প্রীতি নহে। কৃত্রিম কার্যসিদ্ধিকর মাত্র। শ্রীভগবান্ বলেন, যাহারা আমার সঙ্গে নিত্য দাস্য সখ্যাদি সম্বন্ধযোগে আমাকে ভজন করে তাহাদের বিনাশ নাই। তাহারা দেহান্তে আমাকেই প্রাপ্ত হয়। আর যাহারা অবান্তর ফলার্থী হইয়া আমাকে ভজন করে, তাহারা অবান্তর ফলই প্রাপ্ত হয়। তবে তাহারা কিন্তু বিনাশ ধর্মযুক্ত, অতএব যাহারা নিত্যধাম, নিত্যগতি পাইতে চায় তাহাদের পক্ষে নিত্যই ভগবানের সঙ্গে দাস্য সখ্যাদি ভাবেই প্রীতির সঙ্গে ভজন করা উচিৎ।

আমরা দেখিতে পাই, জগতে কোথাও সম্বন্ধ আছে কিন্তু সেবাদি নাই, কোথাও সেবা আছে নিত্য সম্বন্ধ নাই, কোথাও বা নিত্য সম্বন্ধ ও সেবা আছে ইহারা কেমন পর্যায়ে গণ্য? যাহাদের সম্বন্ধ আছে অথচ মমতা সেবাদি নাই তাহারা ত্যাজ্যপুত্রতুল্য। ত্যাজ্যপুত্র সেব্য পিতামাতাকে সেবা করে না। তাহাদের পিতামাতাও পুত্রকে স্নেহ করে না। এজাতীয়দের **ভক্ত সংজ্ঞা** নাই। বহির্মুখ জীবই এ জাতীয়। তাহারা নিত্য কৃষ্ণদাস হইয়াও কৃষ্ণকে প্রভুত্বে জানে না বা মানে না এবং তাঁহার সেবাও করে না। ইহাদের জীবন যাত্রা ধর্ম্মকর্ম্মাদি ব্যর্থ মাত্র। যাহাদের ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ নাই, অথচ সেবা করে তাহারা স্বার্থপর প্রকৃত সেবক নহে। স্বার্থের জন্য সাধন ভজন বণিক বৃত্তিময়। পরন্তু যাঁহারা ভগবানের সঙ্গে নিত্য দাস্য সখ্যাদি সম্বন্ধ এবং সেবাযুক্ত তাঁহারাই প্রকৃত ভক্ত। সেব্যের সঙ্গে যাঁহাদের সম্বন্ধ গাঢ়তর তাঁহারা অন্তরঙ্গ সেবকে গণ্য। যাঁহারা কৃষ্ণের আজ্ঞাপালী, জগৎকার্য্যকারী তাঁহারা বহিরঙ্গ সেবক। যেমন ব্রহ্মাদি দেবগণ। যাঁহারা সেব্যের ব্যক্তিগত সেবায় প্রীতিযুক্ত তাঁহারা অনুগ ও পার্ষদ পর্য্যায়ে মান্য। আর যাঁহারা সেবাধর্ম্মে সেব্যের প্রাণতুল্য তাঁহারাই ভক্ততম, সেবকতম। অতএব সাধক প্রীতিযোগে প্রিয়তমের সেবকোত্তমতা সিদ্ধির জন্য যত্ন করিবেন। (ইত্যলম্)

---ঃঃঃঃঃ---

গৃহাবরুদ্ধাগোপীদের দেহত্যাগ বিচার।

রাসারম্ভে গৃহে অবরুদ্ধা গোপীদের দেহত্যাগ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

১। শ্রীল জীবপাদ বলেন, গৃহাবরুদ্ধা গোপীগণ পতি সঙ্গতা। অতএব শুশ্রূষন্তঃ পতীন্ কাচিৎ ইতি প্রোক্তা জ্ঞেয়াঃ।

কিন্তু শুশ্রূষন্তঃ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলেন, তাঁহারা স্নানার্থ উষ্ণ জলাদি দ্বারা পতি সেবা করিতেছিলেন। তাহা ত্যাগ করিয়াই অভিসার করিলেন। শ্রীল সনাতন গোঃ পাদও তাহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্তে পূর্ববাপর সঙ্গতি নাই। কারণ যাঁহারা পতি সেবা ত্যাগ করিয়া চলিলেন, ইহা পূর্ব্ব পদ্য সিদ্ধ ব্যাপার। আর পরপদ্যস্থ অন্তর্গৃহগতা শ্লোকে তাঁহাদের পতি কর্ত্তৃক গৃহে অবস্থিতির ব্যাখ্যা সঙ্গত হইতে পারে না। আরও পায়য়ন্তঃ শিশূন্ পয়ঃশ্লোকের টীকায় বলেন,বক্ষমানানুসারেণ ভগিনীযাতৃপুত্রান্ হিত্বান্যথা রসাভাসাপত্তেঃ অর্থাৎ ঐ শিশুসকল তাঁহাদের গর্ভজাত নহে অন্যথা শিশুদের ত্যাগ না করিয়া কিম্বা তাঁহাদের গর্ভজাত সন্তান বলিলে রসাভাস হয়। শ্রীল সনাতন গোঃ পাদও তাহাই বলিয়াছেন।

গুণময়দেহং জহুঃ পদের টীকায় ঐ গোপীগণ পত্যপত্য ভুক্তদেহা- বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এবং তাঁহাদের সেই দেহত্যাগ তথা ত্যক্তদেহসমূহ যোগমায়া কর্ত্তৃক অন্তর্ধাপিত করার সিদ্ধান্তও জানাইয়াছেন। অতএব পূর্ব্বে যাঁহারা পতির সেবা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের নিকট যাইলেন তাঁহাদের গৃহে অবরোধের প্রশ্ন আসিতেই পারে না।

যদি যৎপত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তরঙ্গ শ্লোক তথা পতিসুতান্বয় শ্লোকে পতিপুত্রের উল্লেখ দেখিয়া তাহাদিগকে পতিভুক্তদেহা বলা হয় তাহা হইলে গোপস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ পদ দেখিয়া অভিসারিকা গোপীদিগকেও পতি সঙ্গতা মানিতে হয়। তথা এতা পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বঃ এই উদ্ধবের বাক্যেও গোপীগণ পতিভুক্তদেহা মানিতে হয়। কিন্তু তাহা শ্রীল শুকদেব বাক্যে নিরস্ত হইয়াছে।

যথা-- নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্যমায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ।।

কৃষ্ণের যোগমায়া প্রভাবে পতিমন্য ব্রজবাসীগণ নিজ নিজ পার্শ্বে নিজ স্ত্রীকে দেখিয়া তাহারা কৃষ্ণের প্রতি দোষারোহ করেন নাই। অতএব পতিসুতান্বয় শ্লোক দেখিয়া গৃহাবরুদ্ধা গোপীগণ পতিভুক্তদেহা এইরূপ সিদ্ধান্ত সঙ্গত হয় না।মুনিচরী গোপীদের মধ্যে কেহ কেহ অন্তঃপ্রেমসিদ্ধা বাহ্যে অসিদ্ধদেহা হওয়ায় তাঁহারা গৃহে অবরুদ্ধা হইয়াছিলেন। এইরূপ উক্তিতেও আপত্তি- মুনিগণ সাধন করতঃ সিদ্ধিক্রমে ব্রজে গোপকন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। সাধনসিদ্ধাদের দেহান্তরে অসিদ্ধদেহত্ব

সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। যদি হয় তাহা হইলে বসুদেব দেবকীরও অসিদ্ধদেহ মানিতে হয়। কিন্তু তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মীয় সাধনার কথা ভগবান উল্লেখ করিয়াছেন আর এই জন্মেই পুত্র ও ব্রহ্মভাবে চিন্তাযোগে তৎপ্রাপ্তির কথাও বলিয়াছেন। কিন্তু কংসকৃত দুর্গতি ভোগ তাঁহাদের প্রারব্ধ ভোগ নহে পরন্তু কৃষ্ণ তাঁহাদের মধ্যমে নিজ আবির্ভাব রহস্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। যেরূপ নিত্যসিদ্ধ প্রেমিক অর্জ্জুন ও উদ্ধবকে বদ্ধভূমিকায় আনিয়া তাঁহাদের দ্বারা প্রশ্ন করাইয়া গীতা ও ভাগবত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রশ্ন- যদি পতিসঙ্গত দেহ কৃষ্ণসেবার যোগ্য না হয় তাহা হইলে কৃষ্ণ কি করিয়া পতিসঙ্গতা দেবকীর স্তন পান করিতে পারেন? পীতামৃতং পয়স্তস্য পীতশেষং গদাভৃতঃ এই পদে কৃষ্ণের দেবকীর স্তন পান সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

দুঃসহ প্রেষ্ঠ বিরহঃশ্লোকে ধূতাশুভাঃ তথা সদ্যঃ প্রক্ষীণমঙ্গলাঃ পদে গৃহাবরুদ্ধা গোপীদের কৃষ্ণপ্রাপ্তির অন্তরায় স্বরূপ সকল দোষ বিনষ্ট হইয়াছে এবং ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষ নির্বৃত্যা পদ দ্বারা তাঁহাদের সর্ব্বশুদ্ধি প্রমাণিত। জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতা পদে সদ্যই ঐ রাত্রে রাসে কৃষ্ণের সহিত মিলন সঙ্গত ব্যাপার।।

অলব্ধরাসাঃ কল্যান্যঃপদের বিচারে শ্রীল সনাতনঃ গোঃপাদ বহু বিকল্প বিচার উত্থাপন করতঃ ব্রহ্মার দেহ ত্যাগের ন্যায় গোপীদের দেহত্যাগের প্রস্তাবে গুণময়ভাব ত্যাগকেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। গুণাঃ ভাবাস্তত্রান্তরা ভাবা আর্জ্জব(সরলতা) স্থৈর্য্য মার্দ্দব বহির্নিক্রামণোপায়াজ্ঞতা গুরুজনাদিসঙ্কোচাদয়ঃ বাহ্যাঃ সন্তপ্ততা গৃহান্তস্থতা বদ্ধতাদয়ঃ তন্ময়ং তৎপ্রাধনং দেহং জহুরিতি। তত্তদ্ভাবত্যাগ এব দেহত্যাগ উক্তঃ যথা সৃষ্টিপ্রসঙ্গে ব্রহ্মণস্তত্তদ্ভাত্যাগ এব দেহত্যাগ ইতি তৃতীয়স্কন্ধে কথিতম্।।

শ্রীলবিশ্বনাথপাদও গুণময় ভাবত্যাগেরই পক্ষপাতী কিন্ত শ্রীল জীবপাদ গুণময়দেহ ত্যাগ তথা যোগমায়া কর্ত্তৃক তাহাদের অন্তর্ধাপনের বিচার দিয়াছেন।

অলব্ধরাসা পদের বিচারে শ্রীজীবপাদ ঐরাত্রেই ভৌমরাসের অপ্রাপ্তি এবং মাপুর্মদ্বীর্য্যচিন্তয়া পদের বিচারে ঐ রাত্রেই গোলোকে রাস প্রাপ্তির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পরন্তু শ্রীল বিশ্বনাথপাদ ঐশ্লোকের টীকায় ঐ রাত্রেই নিত্যসিদ্ধাদের পশ্চাতেই রাসে অভিসার জানাইয়াছেন। সেখানে তিনি পক্ক ও অপক্ক আমের বিচার যোগে সিদ্ধদেহাদের অবিঘ্নে এবং অসিদ্ধদেহাদের বিলম্বে বিঘ্নান্তে রাসপ্রাপ্তির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

জনৈকা যাজ্ঞিকপত্নী গৃহে অবরুদ্ধা হইয়া ধ্যানযোগে দেহত্যাগ করতঃ চিন্ময়দেহে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হন। ঐ ব্রাহ্মণীর গৃহে অবরোধের কারণ রূপে টীকাকারগণ পতিভক্তদেহত্ব তথা অপক্কাদির বিচার উত্থাপন করেন নাই। সেখানে সদ্যই কৃষ্ণপ্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন। শ্রীল বিশ্বনাথপাদের উক্তি- প্রেমের প্রভাব জানাইবার জন্য ভগবৎকৃপা সেই বিপ্রপত্নীকে অভিসার সময়ে কর্ম্মায়াত্ত দেহ পরিত্যাগ করাইয়া চিন্ময় দেহ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্য সকলের কর্ম্মায়াত্ত দেহকেই স্পর্শমণি ন্যায়ে প্রেমানুবন্ধন চিন্ময়রূপে পরিণত করিয়াছিলেন। সেই দিন থেকে তাঁহাদের স্ব স্ব পতিসঙ্গ হয় নাই। এইরূপ বিচারও স্বকল্পিত ধারণা প্রসূত মাত্র যেহেতু ইহার কোন প্রমাণ নাই। প্রদর্শিত যুক্তির পূর্ব্বাপর সঙ্গতি না থাকিলে তাহাতে আস্থা স্থাপিত হইতে পারে না।

যদি এরূপ সিদ্ধান্তই হয় তাহা হইলে গৃহাবরুদ্ধা গোপীদের ক্ষেত্রেও এইরূপ ব্যাখ্যা করা যুক্তি সঙ্গত যেহেতু তাহাতে ভগবৎকৃপারই প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে।

উপসংহারে বক্তব্য-গৃহাবরোধের কারণ শুকদেব নিজে বলেন নাই বা অন্যশাস্ত্রেও ইহার উল্লেখ নাই। টীকাকারগণ নিজ নিজ বুদ্ধিবলে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাতে পরস্পরের অর্থ সঙ্গতি নাই। কেহ বা বিকল্প বিচারই প্রদর্শন করিয়াছেন পরন্তু কোন সঠিক সিদ্ধান্ত নিশ্চিতরূপে উল্লেখ করেন নাই। এইরূপ বিচারে আনুমানেরই প্রাধান্য দৃষ্ট হয় মাত্র। টীকাকারগণ গুরুশিষ্য সম্বন্ধযুক্ত। তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ বাঞ্ছিত না হইলেও তাহা হইয়াছে। ইহাতে শ্রোতাগণ সঠিক সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারেন না।পূতনার আগমনে কৃষ্ণের নয়ন মুদনের কারণ রূপে বিকল্পপদ্ধতিতে টীকাকারগণ অনেক কারণ উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা যুক্তি সঙ্গতও বটে কিন্তু বাস্তবতায় তাহাদের মূল্যায়ন কতটুকু তাহাই বিচার্য্য। নিশ্চয়তার অভাবেই সেখানে বিকল্প বিচার উদিত হইয়াছে। কিন্তু বিকল্পবিচার অনুমানেরই অন্তর্গত। ইহাতে প্রামাণ্যের আস্তা নাই। ইহা কবির কল্পনার ন্যায় মাত্র অনিশ্চিত বিষয়।। যদিও এই বিকল্পবিচার ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে যুধিষ্ঠির ও বৃষরূপী ধর্ম্মের প্রশ্নে বিদ্যমান তথাপি সেখানে অনুমিত কারণ গুলি বাস্তব নহে। দুঃখ অনেক প্রকার এবং তাহাদের কারণও অনেক সত্য কিন্তু প্রস্তুত বিষয়ের সঠিক কারণ নিশ্চয়ই প্রয়োজন। বহুবাক্যে তাহা নিশ্চিত হয় না।

অতএব মতদ্বৈততাক্রমে কবিদের কল্পনাপ্রসূত অনুমান পদ্ধতিতে সন্তুষ্ট না হইয়া মহাজন সেই ক্ষেত্রে ভগবদভিপ্রায়েরই প্রাধান্য স্বীকার করেন। ভগবান ইচ্ছাশক্তিমান তত্ত্ব। তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছাক্রমেই সকল বিষয় প্রবর্ত্তিত হয়। যদি ভগবদভিপ্রায়ের প্রাধান্য স্বীকৃত হয় তাহা হইলে কোনই

সন্দেহ থাকে না। কারণ ভগবদভিপ্রায় দুর্গম এবং সকলেরই সম্মত বিষয় ইহা ব্রহ্মা জানাইয়াছেন।
অতএব গৃহাবরুদ্ধ গোপীদের প্রেমার্ত্তিবর্দ্ধন পূর্ব্বক তীব্রধ্যানে সদ্যই তৎপ্রাপ্তি ভগবানের অভিপ্রেত এইরূপ সিদ্ধান্তই সর্ব্ববাদী সম্মত।
তদ্ব্যতীত গোপীদের পতিভুক্তত্ব, তাঁহাদের পক্কাপক্কত্ব গুণময় দেহত্যাগ বা ভাব ত্যাগ বিষয়ে তর্ক ও মতদ্বৈততাতে টীকাকারদের অনুমানগত যুক্তিরই প্রাধান্য বর্ত্তমান। ঐরূপ মতদ্বৈততা হইতে শ্রোতাদের চিত্তে সন্দেহের উদয় হয়। তাহার কোন সমাধান না হওয়ায় চিত্তের নৈশ্চল্য সাধিত হয় না।

শ্রীরূপোৎসবপ্রশস্তি

জয়তি জয়তি নিত্যং রূপগোস্বামিপাদো
জয়তি জয়তি সেব্যস্তস্য গোবিন্দদেবঃ।
জয়তি জয়তি কাব্যং তস্য মাধুর্য্যযুষ্টং
জয়তি জয়তি কীর্ত্তিস্তস্য পূণ্যপ্রদাত্রী।।১
বৈরাগ্যবিদ্যাব্রজভক্তিযোগ
দয়াদিদৈন্যৈরসোৎসবাঢ্যঃ।
সৎকীর্ত্তিরত্নাব্ধিরুদারবীর্য্যঃ
শ্রীরূপপাদো জয়তাং জগত্যাম্।।২
সেবাকুঞ্জসকাশে শ্রীরূপসনাতনাজিরে।
রূপতিরোমহোৎসবো রাগোসবৈর্জয়ত্যলম্।।৩
জীয়ান্নারায়ণস্বামী বিশ্বপ্রচারকপ্রভুঃ।
যেন মহোদয়েন বৈ সংস্থাপিতা চায়েং সভা।।৪
শ্রীধরতীর্থমাধবান্ ত্রিদণ্ডীংশ্চ গণৈঃ সহ।
অচ্যুতলালভট্টঞ্চ সভাপতিং সমাহ্বয়ে।।৫
সমাগতা চ যে ভক্তা রূপতিরোমহোৎসবে।
তানপি করুণাপূর্ণান্ সাদরঞ্চ নমামহে।।৬
গোবিন্দসেবারসমত্তচিত্ত
শ্চৈতন্যহার্দ্দ্যপ্রকটে মহান্তঃ।
মাধুর্য্যরাসায়নসম্প্রনেতা
সতাং হি চিত্তে জয়তাং স রূপঃ।।৭
বিনা রৌপং কাব্যং নহি নহি তু শ্রাব্যং পরতরং
বিনা রৌপং সেব্যং নহি নহি রসজ্ঞং প্রভুবরম্।
বিনা রৌপং পর্বং নহি পরতরং সর্ব্বসুখদং
বিনা রৌপং দাস্যং নহি নহি সুসৌখ্যাস্পদমিহ।।৮
সাহিত্যরূপায়নসিদ্ধরূপে
বৈরাগ্যরূপায়নবিজ্ঞরূপে।
কারুণ্যরূপায়নকীর্ত্তিরূপে
মতির্ম্মমাস্তাং প্রভুরূপরূপে।।৯

ভক্তিসাহিত্যবৈচিত্র্যবৈদুর্য্য বিপ্রকাশিনে।
গৌরাশেষশুভাশিষবিশেষরাশিবর্ষিণে।।১০
বরেণ্যজনতামান্যবদান্যদৈন্যশালিনে।
নমো রূপায় স্বরূপকৃপাকটাক্ষমালিনে।।১১
অপূজ্য রূপপাদাব্জমপ্রাপ্য তৎকৃপালবম্।
অকৃত্বা তৎসতাং সঙ্গঃ কুতো ব্রজরসে মতিঃ।।১২
প্রেমসিদ্ধান্তসম্পূটো হি রৌপকাব্যমীষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ।।১৩
তদ্রসামৃততৃপ্তো হি জন্মসাফল্যমশ্নুতে।।
ভক্তিসিন্ধুমনির্মজ্জ্যানালোক্য চ মণিদ্যুতিঃ।
অনাস্বাদ্য কণামৃতং কো ভবেদ্রাগসেবকঃ।।১৪

কনকস্ত্রীপ্রতিষ্ঠাশাপিশাচীমুক্তমানসঃ।

সাধুঃ স্যাদ্রূপদাস্যে চ তৎকাব্যৈকানুশীলনে।।১৫

গৌরাশেষকৃপাশক্ত্যাবিষ্টমহামহোদধিঃ।

তদভীষ্টসম্পাদকঃ প্রাজ্ঞ্যকুলশিখামণিঃ।।১৬

তদীয়চরিতাদর্শকৃপাকটাক্ষলিপ্সবঃ।

নিমজ্জন্তু মুদা রূপভক্তিরসামৃতার্ণবম্।।১৭

-----০ঃ০ঃ০ঃ০ঃ০ঃ------

স্ত্রীসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা

সনাতন শাস্ত্র বিচারে বর্ণাশ্রমীদের মধ্যে কেবল গার্হস্থ্যধর্ম্মেই পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা বিধানে স্ত্রীসঙ্গের ব্যবস্থা বিদ্যমান।কামশান্তির জন্য রত্যর্থে বিবাহিত স্ত্রীসঙ্গাদির ব্যবস্থা নাই।লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যাহি জন্তোর্নহি তত্র চোদনা।ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহ যজ্ঞসুরাগ্রহৈরাশু নিবৃত্তিরিষ্টা।ইহলোকে স্ত্রীসঙ্গ, আমিষভোজন ও সুরাদিপান জন্তুদের নিত্য সহজাত দেহধর্ম্ম। এবিষয়ে বেদে কোন বিধান নাম্প।তবে ক্রমপন্থায় ধর্ম্মজীবনে প্রবেশার্থেপশুবৎ শৃঙ্কার ত্যাগ করতঃবিবাহ বিধিতে স্ত্রীসঙ্গ. যজ্ঞীয় পশুরমাংস ভক্ষণ এবং সুরাতদি পানের নামিত্তিকবিধি আর্যশাস্ত্রে বর্ত্তমান। তথাপি শ্রেয়স্কামী পক্ষে তাহা হম্পতে নিবৃত্তিম্প ম্পষ্টসাধক। সেখানে আরওবলা হম্পয়াছে যে,মদাদির ঘ্রাণম্প পান, সাক্ষাৎ পান বিহিত হয়নাম্প।পশুর আলোভনম্প বিহিত কিন্তু হিংসা নহে তথাপ্রজার্থেম্প স্ত্রী সঙ্গবিহিত পরন্তু রত্যর্থে নহে।ম্পহাম্প বিশুদ্ধ ধর্ম্ম। এম্প বিধানে কামশান্তি ও জয়ের জন্য স্ক্ষী সঙ্গ প্রাজাপত্যধর্ম্মে সামান্যতঃ স্বীকৃত হম্পলেম্প ম্পন্দ্রিয়তর্পণার্থে স্ত্রীসঙ্গ নিষিদ্ধ ও নিন্দিত।যদঘ্রাণভক্ষো বিহিতঃসুরায়াস্তথাপশোরালোভনং ন হিংসা এবং ব্যবায়ঋপ্রজয়া না রত্যা ম্পমাং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্ম্মম্।প্রাজাপত্যধর্ম্মে স্ত্রীসঙ্গাদের প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও সেখানে ধর্ম্মসাধনে ব্রতনিয়মে স্ত্রীসঙ্গাদি মূলতঃ নিষিদ্ধ। কারণ স্ত্রীসঙ্গাজ্জে ব্রতভঙ্গ ধ্বংস হয়। সুতপা ও পৃশ্নি বারহাজার বর্ষ স্ত্রীসঙ্গে হরির তপস্যা করিলেও মৈথুনবর্জিত ছিলেন। যেহেতু মৈথুনবেদধর্ম্মাচারে রোপবাসাদিতে নিষিদ্ধ। যেহেতু তাহা ব্রতনাশক।অতএব কামদমন পুত্রার্থে স্ত্রসঙ্গ বিহিত হম্পলেও তাহা জীবের নিত্যধর্ম্ম নহে বলিয়াস্ত্রীসঙ্গের নিত্যতা স্বীকৃত হয় নাম্প। রহস্য -স্ত্রীসঙ্গাদি নিতান্ত দেহধর্ম্ম তাহা আত্মধর্ম্ম নহে। আশ্রমীদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য বানপ্রস্থ্য ও সন্ন্যাস আশ্রমে স্ত্রী সঙ্গাদি নিষিদ্ধ কারণ তাহা ধর্ম্মহানীকর। শ্রীচৈতন্যের বিচারে বিরক্তপক্ষে স্ত্রীসম্ভাষণও অত্যন্ত অসাধুকৃত্য বিশেষ।যথা- বৈরাগী হৈয়া করে স্ত্রী সম্ভাষণ। দেখিতে না পাঁরো মুঁম্প তাহার বদন।। ভগবান কপিলদেব মতে প্রমদাসঙ্গ যোগসিদ্ধির নিতান্ত আন্তরায় স্বরূপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিধানে শ্রেয়স্কামী পক্ষে স্ত্রীসঙ্গরূপ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করতঃ সাধুসঙ্গ দ্বারা সজ্জিত হইবেন। ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্। শ্রীকৃষ্ণধ্যান সিদ্ধির জন্য দূর হইতেই স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ ত্যাগের উপদেশ করেন। স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্। ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিন্তয়েন্মামতন্দ্রিতঃ।। কারণ তাহা ক্লেশ মোহ ও বন্ধনের কারণ। শ্রীচৈতন্যদেবের বিচারে